বিজ্ঞাপন।

প্রায় এক বৎসর হইল সদর আদালতের মুলতবী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সমাপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে কএক জন অতিরিক্ত জজ্ নিযুক্ত হইবায় পূর্ব্বাপেক্ষা ১৮৫[illegible] সাল অবধি সদর আদালতের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্ট পুস্তক কখন২ দ্বিগুণ কখন বা ততোধিক বৃহদাকার হইতেছে ইহা প্রায় সকল গ্রাহক মহাশয় অবগত আছেন। এক্ষণে বাধ্য বোধে তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে ইদানীন্তন ঐ সকল রিপোর্ট পুস্তক অনুবাদ করিতে আমাদিগের কেবল শ্রম বাহুল্য হইলেও এই বিজ্ঞাপনে প্রয়োজন হইত না কেননা প্রথমে আপনারা শ্রম স্বীকার করিয়াই সাধারণের সুলভ হইবার অভিপ্রায়ে আমাদিগের রিপোর্ট পুস্তকের এত অল্প মূল্য স্থির করি কিন্তু এক্ষণকার অনুবাদিত পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কিত করিতে আমাদিগের ব্যয় বাহুল্য হইতেছে অতএব ১৮৫৭ সাল অবধি উক্ত নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্ট পুস্তকের বার্ষিক অগ্রিম ১২ টাকা ও মাসিক ১।০ টাকা হিসাবে মূল্য স্থির করা গেল তথাপি মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন যে ইংরাজী ও উর্দ্দু নজীর অপেক্ষা আমাদিগের পুস্তকের মূল্য সুলভ থাকিল। আর ভদ্র গ্রাহকগণ [illegible] নিবেদন এই যে তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের রিপোর্ট পুস্তক হিসাবে যাহা পাওনা আছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন তজ্জন্য আর চিঠির অপেক্ষা রাখিবেন না এবং দূরস্থ গ্রাহক মহাশয়গণ ১৮৫৭ সালের অগ্রিম মূল্য প্রদানে বাধিত করিবেন নতুবা আমাদিগের পূর্ব্বের এক নিয়মানুরোধে তাহাদিগের পুস্তক রহিত করিতে বাধ্য হইব।

গত নবেম্বর মাহার নিষ্পন্নের এক খাস আপীলের ও এক রাবেতা আপীলের উপক্রমণিকা এ আদালতের পারসি দফতরে ভুল লেখা থাকায় নীচের লিখিত শোধন পত্র দেওয়া যাইতেছে।

নবেম্বর মাহার ফয়সলা বহির ৮৮২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত উপক্রমণিকার পরিবর্তে নীচের লিখন পাঠ কর।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ২৪ নবেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, সামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ।

১৮৫৫ সালের ৩০১ নম্বরী মকদ্দমা।

দেবনাথ রায় বাদী ও অন্যান্য ব্যক্তি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে কালীপ্রসাদ রায় চৌধুরী বাদীগণের মধ্যে এক জনের মোকদ্দমায় চৌকি জাহানাবাদের মুনসেফ শ্রীযুক্ত মহম্মদ রেজের ১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই তারিখের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া জেলা নদিয়ার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর ১৮৫৫ সালের ২৯ নবেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় ১৮৫৫ সালের ২৮ মার্চ তারিখে বাদির মধ্যে এক জন কালীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এ আদালতে দরখাস্ত করে।

মেং ই, কোলব্রুক সাহেব—দরখাস্ত কারির পক্ষ উকীল।
মেং আর, নরিস সাহেব—প্রতি পক্ষের মধ্যে এক জন দেবনাথ রায়ের পক্ষ উকীল।

আর ৮৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত ১৮৫২ সালের ৫২৮ নম্বরী মোকদ্দমার উপক্রমণিকায় শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবের পরিবর্তে, ডবলিউ, জে, এইচ, মণি পাঠ কর।

নির্ঘণ্ট।

ইংরাজী ১৮৪৩ সালের ১২ আইন অনুযায়ী লিখিত।

সদর দেওয়ানী আদালতের

নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্ট

বঙ্গভাষায় অনুবাদ।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩ জানুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এ. স্কোনস্ সাহেব — জজ্।
শ্রীযুক্ত জে. এস্. টরেনস সাহেব }
শ্রীযুক্ত সি, বি. ট্রেবর সাহেব } একটিং জজ্।

১৮৫৬ সালের ৬০ নম্বরী মোকদ্দমা।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস ও শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেনস ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবান ১৮৫৬ সালের ১৩ মার্চ তারিখে ১৮৫৩ সালের ২৬৫ নম্বরী মোকদ্দমার যে নিষ্পত্তি করেন তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত।

লক্ষ্মীরাম মজুমদার প্রভৃতি (আপেলাণ্টগণ)—দরখাস্তকারীগণ

রাসমণি দাসী প্রভৃতি (রেস্পাণ্ডেণ্টগণ)———প্রতিপক্ষ

মেং এম, এ, রিচি ও বাবু বেণীমাধব বন্দোপাধ্যায়———— } দরখাস্তকারীগণেরপক্ষ উকীল দ্বয়।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ———প্রতিপক্ষের উকীল দ্বয়।

যে নিষ্পত্তির পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় এই দরখাস্ত হইতেছে তাহা গত ১৩ মার্চ তারিখে হয় ও ঐ মাসের ছাপান রিপোর্ট পুস্তকের ১৬৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। এই দরখাস্তের পোষকতায় যে কএক কারণ দর্শান হয় সে তাবৎ এই২ যথা যে কর্জ্জদাদন ও ব্যাপারের উপর আদি দাবি স্থাপিত হয় সে সকল যথার্থ ঘটনা হইলে বোধ হয় দরখাস্তকারীগণের যে সকল তেজারতের হিসাব বহি দাখিল হইত প্রধানতঃসেই সকল হিসাব বহি দাখিল করা হয় নাই বলিয়া আপীলের নিষ্পত্তিতে দরখাস্তকারীগণের দাখিলী বার্ষিক

সংকালে এ আদালতেরস মক্ষে আপী এই মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তৎকালে

সা'লিশেলিক্ত যে ব্যক্তিগণ দলীলাৎ দা-খিল করিতে পারিত তাহা-দিগকে সেই সকল দলীল দাখিল করি-তে দিলে এক পুনর্দৃষ্টি গ্রাহ্য করা কে উহা নির্দ্ধারিত মূল নিয়মের বিপ-রীত হইবায় এই পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনার দর-খাস্ত অগ্রাহ্য হইল।

প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়াছে। দরখাস্তকারীগণ এক্ষণে সময় মজকুরের পরপর হিসাব বহি সকল দাখিল করিতেছে এবং তাহাদিগের উকীল দর্শাইতেছেন যে ঐ সকল খাতা বহি গ্রাহ্য করা উচিত কেননা ঐ সকল ব্যাপার ঘটনার সময় দরখাস্তকারীগণ নাবালগ থাকা ও তাহাদিগের পিতা যে ব্যক্তি ঐ কর্জ্জদাদন করে তাহার তেজারতে তৎপরে উত্তরাধিকারী হইবার যৎকালে অধীন আদালতে এই মোকদ্দমা দায়ের থাকে তৎকালে ঐ সকল খাতা বহি যে ছিল তাহা জানিবার ও সেতাবৎ তৎক্ষণাৎ পাইবার তাহারা কোন উপায় পায় নাই।

আপীলের নিষ্পত্তির যে অংশে এরূপ রায় প্রকাশ করে যে খাতা বহি সকল দাখিল হইলে পর প্রমাণের যে ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা বিভিন্ন হইত সেই অংশ উকীল মজকুর নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন যে যখন তাহার মওক্কেলগণ তাহাদিগের খাতা বহি এক্ষণে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে তখন ঐ নিষ্পত্তি অন্যথা করা উচিত ও ঐ সকল খাতা বহি তজ্জদিক করিতেও সেতাবতে যে প্রতিপোষক প্রমাণ দেয় তাহা বিবেচনা করণ পূর্ব্বক মোকদ্দমার পুনর্বিচার করাইতে এই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিতে হইবে। কিন্তু এই দরখাস্তের পোষকতায় যে কএক কারণের বাদানুবাদ হইল সেতাবৎ সম্পূর্ণ বিবেচনা পূর্ব্বক এ আদালত পুনর্দৃষ্টি গ্রাহ্য করণের কোন মাতবর কারণ দৃষ্টি করিতে পারেন না। হিসাব বহি সকল না থাকা বাদীগণের বাচনিক প্রমাণ অবিশ্বাস করণের এক বিলক্ষণ বলবান কারণ স্বরূপ উক্ত নিষ্পত্তিতে গণ্য হইলেও ঐ নিষ্পত্তিতে অন্যান্য অপ্রত্যয়-জনক কারণ দেওয়া হইয়াছে আর যে প্রধান দলীল অনুসারে এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই যে যে হিন্দুজাতির স্ত্রীলোক ঐ দলীল লিখিয়া দেয় তাহার হুকুম ও সম্মতিক্রমে উহা রেজেষ্টরী করা হয় বটে কিন্তু তাহা লিখিয়া দেওয়ার বিষয়ের ওরে. জেষ্টরী করিবার ক্ষমতা দেওন বিষয়ের প্রমাণ সম্পূর্ণ গরমাতবর হইয়াছে আর এক্ষণকার মত যৎকালে মোকদ্দমা দায়ের থাকে তৎকালে তাহাদিগের ঐ সকল খাতা বহি দাখিল করিতে না পারিবার দরখাস্তকারীগণের পক্ষে যে কোন কারণ ছিল তাহাও প্রকাশ পাইতেছে না বরং ঐ সকল খাতা বহি দাখিল করিতে তাহারা সম্পূর্ণ সাবকাশ পায় বলিতে হইবেক তথাপি তাহা না করিয়া একখানা সংক্ষিপ্ত এবাদ দস্ত দাখিল করিয়া তাহা এই বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহে যে সকল হিসাব নিটান হইলে পর তাহা তৈয়ারী হয় কিন্তু তাহা তৈয়ার করণ ও তাহা অকৃত্রিম হওন বিষয়ে তাহাদিগের কোন প্রমাণ নাই। প্রধান সদর আমীন মৌসুক এই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে খাতা বহি সকল দাখিল হয় নাই বলিয়া বাদীগণের পক্ষে প্রমাণের দোষ দিয়া কতক টিপ্পনী করিয়াছেন তথাচ তাহার নিষ্পত্তির অসম্মতিতে আপীল হইলে ঐ আপীল দায়েরকালীন কিম্বা মোকদ্দমার বিচারকালীন তাহাদিগের ঐ সকল খাতা বহি দাখিল করিবার অনুমতি চাহিয়া তাহারা কোন দরখাস্ত করে নাই বরং বিচারকালে এক নূতন দলীলী প্রমাণ দাখিল করা হইবে বলিয়া এক সরাসর দরখাস্ত করা হয় কিন্তু তাহাতে খাতা বহির কোন উল্লেখ নাই। এ বিধায়ে কেবল এক্ষণকার উপস্থিত করা কএক কারণে খাতা বহি সকল দাখিল করাতেই এই পুনর্দৃষ্টি গ্রাহ্য করা রীতিমত কার্য্য নহে কেননা যদিস্যাৎ সেতাবৎ

আটক করিয়া রাখা দরখাস্তকারীগণের অভিপ্রায় না হইত তাহা হইলে যৎকালে মফঃস্বলে মোকদ্দমা ও আপীল দায়ের থাকে তৎকালের মধ্যে সেতাবৎ দাখিল করিবার তাহাদিগের সম্পূর্ণ সাবকাশ ছিল বলিতে হইবেক অতএব খরচা সহিত আমরা এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩ জানুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব জজ্।
শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৭৬ নম্বরী মোকদ্দমা।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স ও শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবান ১৮৫৬ সালের ৫ আপ্রিল তারিখে ১৮৫৪ সালের ১০৩ নম্বরী মোকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি করেন তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত।

চৈত সিংহ প্রভৃতি (আপেলান্টগণ) ——————— দরখাস্তকারীগণ।
মোসম্মাৎ রুক্মিণী কুনওয়ার প্রভৃতি (রেস্পাণ্ডেন্টগণ) — প্রতিপক্ষ।
বাবু শ্রীনাথ সিংহ ——————————— দরখাস্তকারীগণের পক্ষ উকীল।

প্রতিপক্ষের উকীল নাই।

গত আপ্রিল মাসের ছাপান রিপোর্ট পুস্তকের ২৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত চৈতসিংহ মাহতুনের খাস আপীলের নিষ্পত্তির পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় এই দরখাস্ত হইয়াছে।

অপর কএক শরীকের সম্মতি না লইয়া একজন শরীক যে পাট্টা দেয় তাহা অন্যথা করিয়া অধীন আদালত যে নিষ্পত্তি করেন তাহা ঐ নিষ্পত্তি বাহাল রাখে। দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল বাবু শ্রীকান্ত সিংহ পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত করণের এই কএক কারণ দর্শান যে অধীন আদালতে কএক হিস্যাতে উত্তরাধিকার করণ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা লওয়া হয় নাই ও যে ব্যক্তি পাট্টার প্রসিদ্ধতা অস্বীকার করে তাহাকে বাদ দিয়া কেবল তাহার মওক্কেলগণের হিস্যা, রাজস্ব সম্পর্কীয় বন্দোবস্ত স্বীকার করে ও ঐ বন্দোবস্ত আবদ্ধ করা অবধারিত করিতে হইবে।

দৃষ্ট হইতেছে যে উকীল মজকুর যে সকল বিষয় উত্থাপন করিতেছেন সেতাবৎ আপীল শুনানিকালে আসলেই উপস্থিত হয় নাই আর পুনর্দৃষ্টি গ্রাহ্য করণ পক্ষে ঐ সকল কারণ যে ন্যায্য রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে বাস্তবিক উকীল মজকুর তাহা দর্শাইতে পারেন নাই অতএব এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল ইতি।

উকীল মজকুর একণে যে বিষয় উত্থাপন করিতেছেন তাহা এ আদালতের সম্মুখে আপীল দায়ের থাকা কালীন আদালতে উত্থাপিত না হইবায় এই পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনার দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩ জানুয়ারি।

একলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেব — জজ্।
শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্‌স সাহেব }
শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব } একটিং জজ্

১৮৫৬ সালের ৮০ নম্বরী মোকদ্দমা।

শ্রীযুক্ত এ. স্কোন্‌স, শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্‌স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবান ১৮৫৬ সালের ১৮ আপ্রিল তারিখে ১৮৫৪ সালের ২৭২ নম্বরী মোকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি করেন তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত।

রাইট রেবেরেণ্ড ডাক্তর আলিফি (আপেলান্ট) —দরখাস্তকারী।
রেবেরেণ্ড জোযেফ মেরিয়া ব্রেস্তাওয়ের প্রতিনিধি }
রেবেরেণ্ড জোযেফ নিকলাস (রেস্পাণ্ডেণ্ট)— } প্রতিপক্ষ।
মেং আর, টি, এলান ও এম, এ. রিচি সাহেবান—দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলদ্বয়।
ডবলিউ, এ, মণ্টিথ সাহেব, বাবু কৃষ্ণকিশোর }
ঘোষ ও বাবু মিহিরচন্দ্র চৌধুরী— } প্রতিপক্ষের উকীলগণ।

উপাস্থিত হেতু সকল আদৌ বিচারাধীন কএক ইশুর মধ্যে প্রস্তাবিত না হওয়ায় ও সে তাবৎ স্বীকার করা হইলেও মোকদ্দমার এমত কএক ইশু পরিবর্ত্তন করিতে পারে না বলিয়া পুনর্দৃষ্টি অগ্রাহ্য হইল।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেবের রায় গত সনের ফয়সলা বহির ২৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিত এই নিষ্পত্তির পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় এই দরখাস্ত করা হয়।

পুনর্দৃষ্টি গ্রাহ্য করণের এই হেতু দাখিল হয় যে মোকদ্দমার ইশু সংক্রান্ত দুই বিষয়ে যে প্রমাণ লওয়া হয় তাহা অসম্পূর্ণ এবং নথির অসম্পূর্ণতা রূপ অনুভাবিত দোষ পূরণ করা হইবে বলিয়া অধীন আদালতে মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরণ করিবার প্রার্থনা হইয়াছে। একণে এই দরখাস্তের সম্পূর্ণ উত্তর এই যে যে প্রমাণ দরখাস্তকারির মনোমত মোকদ্দমার বিচার কালে তাহা দাখিল করিবার যে সাবকাশ তাহাকে দেওয়া হয় তাহা যে অন্যায় ও আইন বিরুদ্ধ রূপে ফিরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং একণে যে প্রমাণ সে ব্যক্তি দিতে চাহিতেছে তাহা যে তৎকালে সে ব্যক্তি জানিত না কিম্বা দাখিল করিতে পারে নাই একথা দরখাস্তকারী কহে না অতএব অধীন আদালতের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ও আমাদিগের সমক্ষে আপীল শুনানি জন্য যে রীতিতে নথী দাখিল হয় তাহা সে ব্যক্তি গ্রাহ্য করিয়াছে অবধারিত করিতে হইবেক কিন্তু নূতন কিম্বা অতিরিক্ত প্রমাণের দ্বারা দরখাস্তকারী যে সকল বিষয় পরিষ্কার অর্থাৎ সাব্যস্ত করিতে চাহে সে তাবৎ পরীক্ষা করণ পূর্ব্বক প্রকাশ পাইতেছে যে বাদির উত্থাপিত কএক দাবি অগ্রাহ্য করণ পক্ষে সম্পূর্ণ কারণ স্বরূপ প্রধানতঃ যে সকল ওজরের উপর নির্ভর করা হয় সে তাবৎ জওয়াবের লিখিত ওজরাৎ হইতে বিভিন্ন সুতরাং বস্তুতঃ সরেণও মোকদ্দমার স্বীকৃত ইশু সকল পরিবর্ত্তন করে।

যে কএক অবস্থাতে এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে সে তাবৎ গত ১৮ আপ্রিল তারিখের নিষ্পত্তিতে প্রকাশ আছে অতএব জেলা বরিসালের অন্তঃপাতি শিবপুরস্থ গীর্জা ও গীর্জার সম্পত্তির দখল পাওয়াই এই নালিশের অভিপ্রায় কেননা ফ্রা জোস দাস নিবেস সাহেব

যে ব্যক্তি বাণ্ডেলের প্রাইয়রির অনুগত হইয়া পর্টুগিজ অর্থাৎ ফিরিঙ্গির আগষ্টিনিয়েন মিসনের পক্ষে ঐ গীর্জার উপস্বত্ব ভোগদখল করিত সে ব্যক্তি বাইকার আপষ্টলিক ডাক্তর সেণ্ট লেজর সাহেব কর্তৃক নিযুক্ত অপর এক ব্যক্তির পক্ষে জেলা বরিসালের দেওয়ানীআদালত হইতে যে সরাসরী হুকুম হয় তদনুসারে ১৮৩৬ সালে বেদখল হয়। বাদির পক্ষে এজহার এই যে যে আগষ্টিনিয়েন দলের দলপতি বাণ্ডেলের অধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রাইয়র, বিশেষরূপে তাহাদিগেরই এই মোকদ্দমা বলিতে হইবেক আর প্রতিবাদীগণের পক্ষে বাইকার আপষ্টলিক পোপের অনুমত্যানুসারে কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া আগষ্টিনিয়েন দলের পুরোহিতকে পদচ্যুত করিয়া ঐ গীর্জার অধ্যক্ষ পদে অপর রোমাণ কাথলিক এক পুরোহিতকে নিযুক্ত করিতে পারেন এই রায় দেওয়া হইয়াছে।

বাইকার আপষ্টলিক যে ক্ষমতানুসারে কর্ম্ম করেন তদ্দ্বারা এডবোকেট জেনেরেল সাহেব আরো প্রমাণ লইবার আবশ্যকতা জানাইয়াছেন আর কথিত হইয়াছে যে বাইকার আপষ্টলিক যে কালে এক জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন তৎকালে ফলতঃ শিবপুরের গীর্জার কর্ম্ম খালি থাকে এবং ২ বৎসর পর্য্যন্ত আগষ্টিনিয়েন দলের পুরোহিত শিবপুরের খ্রিষ্টীয়ানদিগের প্রতি ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হইতে ক্ষান্ত থাকেন। আরজীতে প্রকাশ যে বাইকার আপষ্টলিকের পক্ষে রেবেরেণ্ড ইগনেসস মাসকেরেন হাস সাহেব ফ্রে জোস দাস নিবেশ সাহেব মোকাম কলিকাতা গমন করিলে পর শিবপুরের গীর্জার কর্ম্ম জোর করিয়া লয় ও আমাদিগের সমক্ষে যে বাদানুবাদ হয় তাহাতে আগষ্টিনিয়েন দলের পুরোহিতের যে অনেক দিন পর্য্যন্ত অনুপস্থিত থাকার উল্লেখ হয় তাহা আরজির লিখিত অল্প কালের ও দৈব ঘটনাক্রমে অনুপস্থিততার কথার বিপরীত। এই বাদানুবাদ হইতে এক নূতন ওজর উত্থাপিত হয় যথা শিবপুরের গীর্জা খালি হইয়াছিল ও রেবেরেণ্ড মেৎ মেসকেরেনহাস সাহেব ঐ পদে অভিষিক্ত হয়েন বলা হইয়াছে। এই এজহার কেবল নূতন নহে বরং পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহার বিপরীত। রাইট রেবেরেণ্ড ডাক্তর অলিফি সাহেব যে জওয়াব দেন তাহাতে ফ্রে জোস দাস নিবেশ সাহেবের পদচ্যুত হওয়া ও তজ্জন্য রেবেরেণ্ড ইগনেসস মেসকেরেন হাস সাহেবের তৎপদাভিষিক্ত হওয়া স্পষ্টবলা হইয়াছে এবং আগষ্টিনিয়েন দলের পুরোহিতের অনুপস্থিতি জন্য নহে কেবল বাইকার আপষ্টলিকের নিয়োগ ক্রমে ও দেওয়ানী আদালতের সরাসরী হুকুমানুসারে শেষোক্ত ব্যক্তি দখল প্রাপ্ত হয় আর বাইকার আপষ্টলিক যে ক্ষমতানুসারে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা স্বত্ত্ব ঘটিত এই নূতন হেতুতে যে ন্যায্য হইয়াছে তাহা আমাদিগের গ্রাহ্য করা বিবেচনা হইতে পারে না। ইহার মধ্যে কিসে গীর্জা ত্যাগ করা বুঝায়; যথা গীর্জার পৌরোহিত্য কর্ম্ম না করাতে পুরোহিতের অপর কর্ম্ম ত্যাগ করা বুঝায় কি না ও বিশেষতঃ বিরোধীয় সময়ে আগষ্টিনিয়েন দলের পুরোহিতের অনুপস্থিতি জন্য সমুদয় দলের স্বত্ত্ব ও সম্বন্ধ হারাণ হইয়াছে কি না এই সকল বিষয়ে বাদানুবাদ করিবার আমাদিগের আবশ্যক হয় নাই অতএব সেতাবৎ বিষয়ে হা বলিয়া আমরা যে জওয়াব দিতে

পারি এমত বিবেচনা হইতে পারে না আর গীর্জ্জার খালি হওয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার বজ্ঞ মোকদ্দমার সপক্ষ হইত ছিল না আর যে গীর্জ্জার কর্ম্মে এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল তাহাকে পদচ্যুত করার বজ্ঞ থাকা প্রতিবাদীগণ আপন জওয়াবে জানায় এবং যে বিষয়ে মোকদ্দমা প্রথম শুনানি কালে কোন প্রমাণ আবশ্যক হয় নাই ও হইতে পারে নাই সেই বিষয়ে প্রমাণ দাখিল করিতে প্রতিবাদী অর্থাৎ দরখাস্তকারী সাবকাশ পাইতে যে ইচ্ছা করে এই এজুহার, নিষ্পত্তি পুনর্দৃষ্টির ও মোকদ্দমার পুনর্বিচারের এক মাতবর কারণ হয় নাই।

এডবোকেট জেনেরেল সাহেব যে দ্বিতীয় বিষয়ে আমাদিগের মনোযোগ প্রার্থনা করেন ও যাহা মেং আর, টি, এলান সাহেব পরে বলিয়াছেন তাহা এই যথা আগষ্টিনিয়েন দলের পুরোহিতগণ পৃথক হওয়ায় সে পৌরোহিত্য কর্ম্ম ও গীর্জ্জার অপর কর্ম্ম করিতে পারে না আর কথিত আছে যে আগষ্টিনিয়েন দল গোঁড়া রোমাণ কাথলিক ধর্ম্মাক্রান্ত নহে কেননা রোমাণ কাথলিকের আসল ধর্ম্মোপদেশ তাহারা ত্যাগ করিয়াছে যথা তাহারা পোপের অধ্যক্ষতা মান্য করে না বরং তাঁহার ক্ষমতার বিপরীতে কর্ম্ম করে আরও বিশেষ রূপে বলা হইয়াছে যে আগষ্টিনিয়েন দলের পুরোহিতগণ গীর্জ্জার পৌরহিত্য কর্ম্ম করিতে সক্ষম নহে আর যে প্রমাণে বাদির ও বাদী যে দলভুক্ত সেই দলের কথিত পার্থক্য সত্য সাব্যস্ত হইয়াছে তাহা দেখিতে আমাদিগের নিকট প্রার্থনা হয় নাই বরং পূর্ব্বোক্ত বিষয় প্রমাণ হইতে পারে ও আপনার ও ফ্রেন্সোস দাস নিবেশের ও সাধারণ আগষ্টিনিয়েন দলের ধর্ম্মানুরক্তি বাদী প্রমাণ করিবার অবকাশ পাইবে বলিয়া মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিতে প্রার্থনা হইয়াছে আর ফ্রেন্সোস দাস নিবেশের পদচ্যুত করা ও পরে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করণের স্বত্ব, রোমাণ কাথলিক ধর্ম্মোপদেশ অমান্য করণ জন্য আগষ্টিনিয়েন দলের অপারকতা জন্মিয়াছে সেই ক্ষমতার উপর স্থাপন করাই এই বাদানুবাদের আবশ্যক অভিপ্রায় কিন্তু পুনর্ব্বার প্রতিবাদীগণের জওয়াব দৃষ্টি করিলে প্রথম আদালতে সে এই ওজর উত্থাপিত হয় নাই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে আগষ্টিনিয়েন দলের এক পুরোহিতের ধর্ম্মানুরক্তির ও সেই সমুদয় দলের অনুরক্তির প্রতি আপত্তি করা দুই বিভিন্ন বিষয় অতএব যদি কোন ধর্ম্ম হইতে কোন এক-জন পুরোহিত চ্যুত হয় তাহা হইলে সে যে দলভুক্ত সেই দল যে একেবারে চ্যুত হইল এমত নহে কিন্তু বাঙ্গলা প্রদেশের আগষ্টিনিয়েন দল যে পৃথক কিম্বা বাণ্ডেলের প্রাইয়র অর্থাৎ অধ্যক্ষ যে পৃথক অথবা বাদী উক্ত ধর্ম্ম হইতে পৃথক বলিয়া যে সে ব্যক্তি গীর্জ্জার কর্ম্ম পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারিবে না এরূপ কথা প্রতিবাদীগণের জওয়াবে বলা হয় নাই বরং মোষ্ট রেবেরেণ্ড মৃত আর্চ্চ বিসপের জওয়াবে লিখিত আছে যে যৎকালে বাইকার আপষ্টলিক ডাক্তর লেন্সর সাহেব শিবপুরের গীর্জ্জার কর্ম্মে রেবেরেণ্ড ইগনেসস মিসকেরেন হাস সাহেবকে তৎকালে কলিকাতার পৌরহিত্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে বাদীকে নিযুক্ত

করেন তৎপরে বাদী ডাক্তর লেজর ও ডাক্তর টৈবর সাহেব ও প্রতিবাদির অধীন থাকিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে নিজ উপার্জ্জনের আশয়ে বাদির পৌরহিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করা এঅতি সংক্ষেপ ও অস্পষ্ট কথা কিন্তু ঐ কথার সরাসর মর্ম্ম এই যে প্রতিবাদির অধীন ও নীচের পুরোহিত হইয়া বাদী গীর্জ্জা ও গীর্জ্জার সম্পত্তি দখল করিতে পারে নাই অতএব নিঃসন্দেহ বাণ্ডেলের প্রাইয়রের কিম্বা ফিরিঙ্গির আগষ্টিনিয়েন দলের অথবা ফ্রিজোস দাস নিবেশ সাহেবের পার্থক্য আর্ক বিসপের জওয়াবে মোকদ্দমার সুত্র স্বরূপ একস্বত্বের হেতু বলিয়া লিখিত হয় নাই আর ডাক্তর অলিফির জওয়াবে বলা হইয়াছে যে প্রথম বাইকার আপষ্টলিক ডাক্তর সেণ্টলেজর সাহেব বাদী ও ফ্রিজোস দাস নিবেশকে উক্ত গীর্জ্জার কর্ম্ম হইতে চ্যুত দেখিতে পৌরহিত্য কর্ম্ম হইতে তাহাদিগকে বরতরফ করেন ও শেষোক্ত ব্যক্তির পরিবর্ত্তে শিবপুরের গীর্জ্জার কর্ম্মে আর একজনকে নিযুক্ত করেন এক্ষণে ফ্রিজোস দাস নিবেশ সাহেব মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন। যদ্রূপ আর্ক বিসপ অর্থাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষের জওয়াবে দর্শান হইয়াছে বাইকার আপষ্টলিক কর্ত্তৃক শিবপুরের গীর্জ্জা হইতে আগস্টিনিয়েন দল পৃথক করা হইলে পর বাদী পৌরহিত্য কর্ম্ম করে অতএব তাহার অক্ষমতা মনে করিলেও তাহা জারী করাতে কোন ফল হয় নাই আর বাদী টাকা উপার্জ্জনের নিমিত্ত আপন পৌরহিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করে এই কথিত অক্ষমতা বলিয়া যে অর্থ হউক যে অস্পষ্ট ও বিশেষ ইস্যু এডবোকেট জেনেরেল সাহেব সাব্যস্ত করিতে সাবকাশ প্রার্থনা করিতেছেন তাহা অর্থাৎ বাণ্ডেলের প্রাইয়র সাহেব ও ফিরিঙ্গী আগষ্টিনিয়েন দল পোপের অধ্যক্ষতা অগ্রাহ্য করে সুতরাং শিবপুরের গীর্জ্জার পৌরহিত্য কর্ম্ম করিতে অক্ষম ইহা আমরা কোন স্থলে প্রকাশ করি নাই এই ইস্যু উভয়পক্ষের মধ্যে কোন বিবাদের সূত্র না হওয়ায় ইহাকে অস্পষ্ট ইস্যু বলা যায়। এই ইস্যু প্রস্তাবিত হইলে মোকদ্দমা পূর্ব্বাবস্থায় থাকে আর আগষ্টিনিয়েন দল পোপের অধ্যক্ষতা অস্বীকার করে না তাহারা এক নির্দ্ধারিত মূল নিয়মানুসারে চলিতে কেবল স্বীকার করে না তদ্দ্বারা শিবপুরের গীর্জ্জায় আপনা আপনি উপস্থিত হওনের স্বত্ব লওয়া কোনমতে বুঝায় না তাহাতে তাহারা কোন বিরোধ সূচক ধর্ম্মাচরণ বা ধর্ম্মোপদেশ উত্থাপন করিতে পারে মাত্র ঃ

যৎকালে পূর্ব্বে আমরা এই মোকদ্দমার কথা শুনিয়াছি তৎকালে শিবপুরের গীর্জ্জার পৌরহিত্য কর্ম্ম ও তৎসংক্রান্ত অপরাপর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার জন্য কোন উপযুক্ত পাত্র পসন্দ মীমাংসা করিতে বাইকার আপষ্টলিক, বিসপ ও আর্ক বিসপ ইহাদিগের মারফৎ সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন ও সেই ক্ষমতা আমাদিগের সাধারণ রূপে মান্য করা আবশ্যক। ইহা অবধারিত হয় যে বাইকার আপষ্টলিক স্বরূপ ডাক্তর সেণ্টলেজর সাহেব পোপের প্রতিনিধি বলিয়া শিবপুরের আগষ্টিনিয়েন দলের পুরোহিতকে রহিত করিয়া রেবেরেণ্ড ইগনেসস মাসকেরেনহাস সাহেবকে নিযুক্ত করিতে পারেন। পূর্ব্বে নাস্তিকতা অথবা পার্থক্য ইহার কোন কথাই উপস্থিত ছিল না আর বাদী পোপের ধর্ম্ম বিষয়ক ক্ষমতা কখন অমান্য করে নাই বরং তাহার নিজের ও যে দলের প্রতিনিধি সেই দলের পক্ষে

পরে যে বাইকার আপষ্টলিক ও পুরোহিতের অধ্যক্ষতা হয় তাহার প্রতি আপত্তি উপস্থিত করে ও শিবপুরের গীর্জা ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তি হইতে তাহার দলকে পদচ্যুত করিতে উক্ত বাইকার আপষ্টলিকদিগের ক্ষমতা অস্বীকার করে। এস্থলে এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে ওস্থানীয় ফিরিঙ্গী আগষ্টিনিয়েন দলের স্বত্ত্ব ও সম্বন্ধ, নিযুক্ত পুরোহিতের অধ্যক্ষতার বিরুদ্ধে এই সকল বিষয় উপস্থিত আছে। যে ধর্ম্মরীতি বাদির জ্ঞানে আবশ্যক নহে আমরা নিষ্পত্তি করিয়া বাদীকে তাহার উপদেশ দিতে পারি না। প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের জওয়াবে বলা হইয়াছে “যে রোম রাজ্যের পোপ সকল পুরোহিতের প্রধান, তদ্ব্যতীত দ্বিতীয় প্রধান নাই আর পুরোহিতগণের মধ্যে কোন বিরোধ বিসম্বাদ ঘটিলে দেওয়ানী আদালতে না হইয়া কেবল উক্ত পোপ কর্ত্তৃক মীমাংসা হইতে পারে।” এই ভাব গ্রহণ করিলে মান্য করিবার নিমিত্ত আগষ্টিনিয়েনদিগকে জোর করিয়া বলিতে পারি না কেননা প্রতিবাদীগণ এক ধর্ম্মবিষয়ক ক্ষমতানুসারে কর্ম্ম করিয়া জোর করিয়া প্রবেশ করে ও যত দূর নিষ্পন্ন হউক ও যাহাতে নালিশী বেদখল ন্যায্য অন্যায্য উক্ত তথাপি আগষ্টিনিয়েন দল স্বীকার করে না। ঐ রূপ প্রবেশ করণের পূর্ব্ব আমাদিগের নিষ্পত্তি দ্বারাই আগষ্টিনিয়েনগণ ঐ রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। মেং রিচি সাহেব কহিতেছেন যে এ মোকদ্দমায় ধর্ম্মের সংশ্রব আছে বলিয়া আমরা রোমান কাথলিক ধর্ম্মাক্রান্ত স্বীকার করিয়া এ মোকদ্দমার উভয় বিবাদির মধ্যে যে সাধ্য বাধকতা ও স্বত্ত্ব আছে তদনুসারে বাদির দাবির গুণাগুণ বিচার করিতে অতিশয় ভয় পাইয়াছি। এ স্থলে স্পষ্ট স্বত্ত্ব অস্বীকার করা ও যেন সকল গীর্জার প্রসিদ্ধ স্বত্ত্ব কেবল পোপের আছে এই রূপে গীর্জার অপরাপর সম্পত্তি গোলযোগ করাই প্রতিবাদী অর্থাৎ আপেলাণ্টের পক্ষের ইস্তুর সরাসর মর্ম্ম। আর ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে ভোগ দখল করিয়া আগষ্টিনিয়েন দল শিবপুরের গীর্জা হইতে বেদখল হইয়াছে ও তাহাদিগের স্বত্ত্ব অন্যথা করণ জন্য পোপের পাপমোচন করণ এক মাত্র হেতু দর্শান হইয়াছে রোমান কাথলিক ধর্ম্মের অধ্যক্ষরূপ পোপের ধর্ম্মবিষয়ক ক্ষমতা আমরা অমান্য করিতেছি না কিন্তু পোপের অপর ক্ষমতা ধর্ম্মবিষয়ক ক্ষমতা হইতে অতি নিকট নহে। পূর্ব্বে এই রাজ্যের যে সকল স্বত্ত্ব ছিল সেতাবৎ বিবেচনা না করিয়া ঐ রাজ্যের মধ্যে যত গীর্জা আছে সেতাবৎ বিভাগের মীমাংসা সরাসর কিম্বা প্রতিনিধি দ্বারা পোপের স্বাধীন ইচ্ছা আমরা অনুমতি করিতে পারি না। ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে প্রবিজর নামক আইন মতে পোপের হস্তক্ষেপ জন্য দণ্ড বিধান দ্বারা গীর্জায় নিয়োগ করণে অধ্যক্ষদিগের স্বত্ত্ব রক্ষা হইত ও তৃতীয় এডওয়ার্ড রাজার রাজত্বে পঞ্চবিংশতি বৎসরে যে প্রেক্লোমাই নামক যে আইন বাহির হয় তাহা এস্থলে না খাটিলেও তাহাতে পোপের অতি বিস্তারিত ক্ষমতা অর্থাৎ একেবারে বেদখল ও পৃথক করার স্বত্ত্ব স্থাপিত করা হইয়াছে। ইহাতে স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহ করণের সহিত গীর্জার অধ্যক্ষতার গোলযোগ না করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দেয় আমাদিগের রাজে

শিবপুরের গীর্জার বাইকারের কর্ম্মে বাহাল বর্ত্তরফ একিয়ার রোমাণ কাথলিক চর্চের যে আছে ও ঐ গীর্জা সংক্রান্ত অপর সম্পত্তির আয় উক্ত চর্চের খাজাঞ্চিগণের যে আইনে ইহা প্রমাণ হয় নাই আর আমরা অবধারণ করি যে আগষ্টিনিএন দল উক্ত গীর্জায় উপস্থিত হইবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবিষয়ে আমার বিবেচনায় পুনর্দৃষ্টির কোন কারণ দর্শিত হয় নাই অতএব খরচা সহিত এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা আমার অভিপ্রায়।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেবের রায়। আমার সমক্ষে এই মোকদ্দমা তৃতীয় বার আসিয়াছে যথা যখন জেলা আদালতে এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় অনন্তর ইহার আপীল হইলে যৎকালে আমি আমার সঙ্গি হাকীমানের সহিত এজলাসে একত্রে বসি ও তৎকালে আমরা যে নিষ্পত্তি করি তাহা রপুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত হইলে এক্ষণে আমরা বৈঠক করিয়াছি। এই সকল সময়েই আমার সাধ্য মত মনোযোগ পূর্ব্বক উভয় বিবাদির বাদানুবাদ ও সওয়াল জওয়াব শ্রবণ করিযা দাবি যে রকমে ও যে মর্ম্মে উত্থাপিত হইয়াছে ও জওয়াব যে রকমে ও যে মর্ম্মে দেওয়া হয় সেতাবদ্বিবেচনায় আমার রায় হইতেছে যে ঐ বিষয়ে যে সকল বাদানুবাদ খাটে সে সমুদয় অনেককাল পূর্ব্বে ফুরাইয়া গিয়াছে অতএব আমার রায়ে নিষ্পত্তি পুনর্দৃষ্টি গ্রাহ্য হওন জন্য যে সকল কারণ উত্থাপিত করা হয় ও বিজ্ঞবর আডবোকেট জেনেরেল সাহেব ও দরখাস্তকারীগণের উকীল ঐ পুনর্দৃষ্টির পোষকতায় যে সকল বাদানুবাদ করিয়াছেন সে সমুদয় প্রথম আদালতের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার ও এআদালতের নিষ্পন্ন আপীলের সওয়াল জওয়াব হইতে বিভিন্ন ও এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পুনর্দৃষ্টির দরখাস্তের সহিত না হইয়া অপর এক প্রথম ও ভিন্ন মোকদ্দমার সহিত সংশ্রব রাখে। ঐ মোকদ্দমার জওয়াবে দরখাস্তকারীগণ জেদ করিয়া কহে যে তাহারা এই হেতু শিবপুরের গীর্জা ও তাল্লুক হইতে রেস্পাণ্ডেণ্টগণকে দূরীকরণ করিতে সমর্থ হয় যে ধর্ম্মোপদেশক পোপ তাহাদিগকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন ও যদ্দ্বারা তাহারা বিরোধীয় সম্পত্তির অছি ও আমিন হইয়াছেন তদনুসারে উক্ত গীর্জাদির দখল ও স্বত্ব তাহাদিগকেই অর্শিয়াছে ও তৎকালে যে রূপে তাহারা স্বীকার করিয়াছে তদ্রূপে তাহারা রেস্পাণ্ডেণ্টগণকে দূরীভূত করিতে পারে। প্রথম আদালতের নিষ্পত্তি এই যে অনুপযুক্ত উপায় দ্বারা দরখাস্তকারীগণ রেস্পাণ্ডেণ্টগণকে বেদখল করে ও যদ্রূপ দরখাস্তকারীগণের দাখিলী গওয়াহিতে দর্শিত হইয়াছে যে গীর্জার অপর সম্পত্তির স্বত্ব সম্বন্ধে পোপের ক্ষমতার অধীন না থাকিয়া রেস্পাণ্ডেণ্টগণ ঐ সম্পত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে ও তাহারা যে এক পৃথক দল ইহা দরখাস্তকারীগণ পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছে। এক্ষণে নিষ্পত্তি পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত এই বলিয়া করা হয় যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পর শিবপুরের রোমাণ কাথলিক বাদীগণ যে এক দরখাস্ত করে তাহা দরখাস্তকারীগণ পাইয়াছে তাহাতে এই সপ্রমাণ হয় যে রেস্পাণ্ডেণ্টগণ অথবা তাহাদিগের প্রতিনিধিগণ উক্ত গীর্জা ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তি ত্যাগ করিয়াছে সেই জন্যই দরখাস্তকারীগণ প্রবেশ করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্ম সংক্রান্ত ক্ষমতানুসারে একজন পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া সম্পত্তি দখল করিয়াছে আর তাহারা কহে যে ঐ রূপ করিতে তাহাদিগের স্বত্ব আছে কারণ পূর্ব্বোল্লেখিত আগষ্টিনিএন এক পৃথক দল ধর্ম্মত্যাগী স্বরূপ গণ্য হইয়াছে অতএব পোপ অথবা তাহার বাইকার সমুদয় গীর্জার উপর ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্ষমতা

রাখে বলিয়া উল্লেখিত দলের ধর্ম্মত্যাগ প্রযুক্ত পোপের অথবা তাহার বাইকারের রেষ্পাণ্ডেণ্টগণকে দূরীকরণ করণের যে ক্ষমতা ছিল তাহা এদেশের দেওয়ানী আদালত হায়ের বিবেচনা পূর্ব্বক পোষকতা করা উচিত।

যে নুতন প্রমাণ দরখাস্তকারীগণ কহে তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার রকমের প্রাক্তন আপত্তির বিষয় না ধরিলেও উপরে যাহা দর্শিত হইয়াছে তদ্দ্বারা আমার বিবেচনায় স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে এই দরখাস্ত করাতে মোকদ্দমার বিচার কালে তাহাদিগের যে অবস্থা ছিল তাহা তাহারা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়াছে। আর ব্যক্ত অবস্থায় ধর্ম্ম ত্যাগের ওজর আমাদিগের আদালতহায় বিচার জন্য গ্রাহ্য করিতে ও কিসে ও কোথায় ঐ ত্যাগ সাব্যস্ত হয় যে তদ্দ্বারা দরখাস্তকারীগণের যাহাদিগের দখল হইতেছে উল্লেখ হয় তাহাদিগের দখল নড়চড় করা যায় ইহা রায় দিতে পারেন আর না পারেন মোকদ্দমার যে রূপ বিচার হইয়াছে তাহার সওয়াল জওয়াব প্রমাণ আমাদিগের তাহা মীমাংসা করিতে হইবে না কিন্তু ইহা দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য যে যদিস্যাৎ ঐ রূপ ওজর রক্ষাপায় তাহা হইলে কেবল শিবপুরের গীর্জা ও তালুকের প্রতি না হইয়া এদেশের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের মিসনরী দল গোওয়ার ধর্ম্মাধ্যক্ষের ক্ষমতানুসারে এবং বাণ্ডেলের প্রাইয়রের যে ক্ষমতা আছে সরাসর সেই ক্ষমতানুসারে এদেশে যে সকল গীর্জা ও তৎসংক্রান্ত তালুক জোগদখল করে সেতাবতেই ঐ বেদখলের স্বত্ব খাটিবে এ বিধায়ে যদ্রূপ আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি মোকদ্দমার কএক যথার্থ ইস্যু হইতে এই উত্থাপিত বিষয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবায় আমি তাহার বিচার করিতে চাহি না ও তাহার পোষকতায় যে সকল কারণ উত্থাপিত হয় সেতাবৎ মোকদ্দমার সহিত সংশ্রব না রাখা হেতুতে এই পুনদ্দৃষ্টির প্রার্থনার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা আমার অভিপ্রায়।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবের রায়। ১৮৫৬ সালের ১৮ আপ্রিল তারিখে এ আদালত যে নিষ্পত্তি করেন তাহার পুনদ্দৃষ্টির প্রার্থনায় এআদালতের আপেলাণ্ট এক দরখাস্ত করিয়াছে তাহার এই হেতু দর্শিত হয় যে ঐ নিষ্পত্তির প্রমাণ পোষক হয় নাই ও মোকদ্দমার মাতবরং বিবয়ে যদ্রূপ বিলক্ষণ মনোযোগ করা উচিত তদ্রূপ করা হয় নাই।

মেং রিচিসাহেব আপন বাদানুবাদের পোষকতায় কহিলেন যে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক বাদির বেদখল হওয়া অন্যায় বলিয়াই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে আর যদিস্যাৎ প্রতিবাদির বলপূর্ব্বক বেদখল করা প্রমাণ হইত তাহা হইলে ৬০ বৎসর প্রতিপক্ষ দখল যাহা এক দেওয়ানী আদালতে বাদীগণের স্বত্ব সাব্যস্ত করিত তাহার প্রতি আপত্তি করা বাইকার আপষ্টলিকের পক্ষে বিলক্ষণ কঠিন হইত কিন্তু আরও তদন্ত করিয়া দেখিলে তাঁহার বাদানুবাদের মূলসূত্র বৃথা হওয়া দৃষ্ট হইবে যেহেতু বাইকার আপষ্টলিকেরা তাহাকে বেদখল করে নাই বরং আগষ্টনিএন দলের পুরোহিতের অনুপস্থিতি ও ত্যাগ জন্য বাদির গীর্জা দখল অন্যথা হইয়াছে ও সংশ্রবী ব্যক্তিগণের নিতান্ত প্রার্থনা মতে শিবপুরের গীর্জার কর্ম্ম চালাইতে ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বাইকার আপষ্টলিক রেবেরেণ্ড মেং মাসকেরেণ হাসকে নিযুক্ত করেন আর বাদী কহে যে যৎকালে সে ব্যক্তি শিবপুর হইতে মোকাম কলিকাতায় গিয়া থাকে তৎকালেই ঐ বেদখল ঘটে ইহা সত্য বটে এস্থলে বক্তব্য এই যে সেব্যক্তি নিজে অনুপস্থিত থাকে বটে আর এ অনুপস্থিতি ঘটনা বশতঃ নহে কিন্তু ১। ২ বৎসর পর্য্যন্ত তাহা বিস্তারিত হয় বরং সংক্ষেপে তাহার দল ত্যাগ করা বুঝায় আরও পরটুগিজ আগষ্টিনিএন দলের ৫০।৬০ বৎসর দখল ছিল বটে তথাপি তাহারা ধর্ম্মানুরক্ত রোমাণ কাথলিকদিগের প্রতিনিধি ছিল। তাহারা আগষ্টনিএন দলছিল বটে কিন্তু তাহা ঘটনা বশতঃ হয় মাত্র। ধর্ম্মানুরক্তি

াহাদিগের উপাধি মাত্র ও তাহার ধর্ম্মানুরক্তি সীমার অধীন হইলে পর যাহারা র্ম্মানুরক্ত ছিল তাহারাই সম্পত্তি ভোগ করিতে পারে আর যখন পরটুগিজ অর্থাৎ ফিরিঙ্গী আগষ্টিনিএন দলকে ধর্ম্ম হইতে পরিত্যাগ করণ জন্য তাহাদিগের মধ্যে কোন ্যক্তি রোমাণ কাথলিকদিগের গীর্জ্জার পৌরহিত্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিত না কেবল সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য একজন পুরোহিত নিযুক্ত করণে বাইকার আপষ্টলিকের ক্ষমতা াকে অতএব বাদির ত্যাগ করণ জন্য গীর্জ্জার কর্ম্ম খালি হওয়া ও সমুদয় ফিরিঙ্গী আগ- ষ্টনিএন দলের ধর্ম্ম ত্যাগ করা দেখিলে প্রতিবাদীগণের দখল কোন রকমে অন্যায় খল দৃষ্ট হইবে না।

মেং বিচি সাহের পুনরায় দর্শান যে ঐ আসল দলীল জামিন স্বরূপ হওয়ায় প্রতিবা- ীগণ সম্পত্তির দখল এই বলিয়া রাখিতে চাহে যে যে ধর্ম্মানুরক্ত রোমাণ কাথলিক র্চের উপকারার্থে ঐ জামিনী পত্র কৃত হয় তাহারাই তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ এবং ঘটনা শতঃ কেবল ফিরিঙ্গী আগষ্টিনিএন দল ঐ গীর্জ্জাদির ভার প্রাপ্ত হয় ও ধর্ম্ম পরিত্যক্ত ধর্ম্মচ্যুত হইবায় তাহারা ঐ ভারের প্রতি দাবি হারাইয়াছে বস্তুতঃ ঐ ভার তাহারা ্যাগ করিয়াছে বলিতে হইবেক এস্থলে বিবী হিউলির দাতব্য বিষয়ক মোকদ্দমায় ও ষ্টলেণ্ড দেশে প্রসিদ্ধ প্রেস্বিটিরিএন চর্চের সাম্প্রতিক গোলযোগ জন্য ইংলণ্ড দেশের ম্মর দলের মধ্যে ঐরূপ অন্যান্য মোকদ্দমায় চেনসরী আদালত ও হাউস আব মনস যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন তদনুসারে ঐ ভার বলবৎ করা আদালতের কর্ত্তব্য র্ম্ম আর ঐসকল নিয়ম খাটাইতে ধর্ম্মানুরক্ত আগষ্টিনিএন দলের যথার্থ উত্তরাধিকারী কাহারা তাহা নির্দ্ধারণ করা আদালতের উচিত এবং যদিও উভয় বিবাদির মধ্যে র্ম বিষয়ক বিবাদ জন্য যে পর্য্যন্ত আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ না করাতে াদালত ন্যায্য কর্ম্ম করিয়াছেন বটে তথাপি কোন পক্ষ উক্ত সম্পত্তির ভার প্রাপ্ত হইতে ারে ইহা নিষ্পত্তি করণাভিপ্রায়ে আদালতের সমক্ষে উপস্থিত উভয় বিবাদির ধর্ম্ম ্তর কতক তদন্ত করা আবশ্যক বলিতে হইবেক।

এই সকল বাদানুবাদের প্রতি রায় দিবার পূর্ব্বে আমার বিবেচনায় এমোকদ্দমায় ্তিবাদীগণের আদি সওয়াল জওয়াবের বিষয় ফিরে বলা ভাল হয় যথা সেতাবতে কাশ যে প্রতিবাদীগণ যাহাদিগের মধ্যে আপেলান্টগণ এ আদালতের সমক্ষে উপ- ত আছে তাহারা অস্বীকার করে বাদীগণ যে সম্পত্তি আপনাদিগের বলিয়া এক্ষণে বি করিতেছে তাহাতে ফিরিঙ্গী আগষ্টিনিএন দলের কোন স্বত্ব নাই কিন্তু কহে যে ম রাজ্যের পোপের শাসনে থাকিয়া রেবেরেণ্ড ফ্রান্সিস দাস নিবেস শিবপুরের র্জা সম্বন্ধীয় লেখাপড়া সংক্রান্ত কর্ম্ম করিত। যে রোম রাজ্যের পোপ পূর্ব্বে এদেশে াতন্ত্র কোন ব্যক্তি ধর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন নাই কিন্তু ১৮৩৪ সালের ডাক্তর সেণ্ট ্জরকে বাইকার আপষ্টলিক নিযুক্ত করেন এবং ডাক্তর সেণ্ট লেজর সাহেব নিজ তাঁর রেবেরেণ্ড ফ্রান্সিস দাস নিবেসকে শিবপুরের গীর্জ্জা সম্বন্ধীয় লেখাপড়া সংক্রান্ত কর্ম্ম

নির্ব্বাহ জন্য অর্পণ করেন ও কলিকাতার মধ্যে মুর্গীহাটা গীর্জার ঐ সকল কার্য্য চালাই বার জন্য রেবেরেণ্ড জোস মেরিয়া ব্রেগাও সাহেবকে নিযুক্ত করেন। অনন্তর এই সকল পুরোহিতকে ধর্ম্মত্যাগী বিবেচনা করণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া ডাক্তর সেন্ট লেজর সাহেব শিবপুরের গীর্জার পৌরহিত্য কর্ম্মে ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তির সরবরাহকারী কর্ম্মে রেবেরেণ্ড ইগনেসস জেবিয়র মেসকেরেন হাস সাহেবকে নিযুক্ত করেন। সেই পর্য্যন্ত যে ক্ষমতাবান ব্যক্তি গীর্জার পুরোহিত নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তি তৎসংক্রান্ত সম্পত্তির সরবরাহকার নিযুক্ত করিতে পারে। বাইকার আপষ্টলিক এই ক্ষমতানুসারে কর্ম্ম করিয়াছে। আর বাদী যে বিরোধ উপস্থিত করিয়াছে হয় রোমাণ কাথলিক ধর্ম্মের অধ্যক্ষ পোপ না হয় তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত বাইকার আপষ্টলিকগণ তাহার নিষ্পত্তি করিবেন সুতরাং দেওয়ানী আদালতহায়ের তাহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

সওয়াল জওয়াবের লিখিত বিবরণ ও প্রতিবাদির পক্ষ বিজ্ঞবর উকীল একত্রে মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে তদুভয় প্রধানতঃ পরস্পর বিভিন্ন আর আদৌ এই কারণ দর্শান হয় যে শিবপুরের গীর্জার পৌরহিত্য ও তৎসংক্রান্ত তালুকের অপর কর্ম্ম নির্ব্বাহ বিষয়ে যাহা করা যায় তাহা বাইকার আপষ্টলিককে পোপের দত্ত ক্ষমতানুসারে হইয়া থাকে আর ঐ ক্ষমতার প্রতি দেওয়ানী আদালতহায় আপত্তি করিতে পারেন না ও তাহার নিকট আপীল করিতে হইলে রোমের পোপের নিকটই করিতে হয়। মেং রিচি সাহেব বাদানুবাদ করিতে২ একবার কি দুইবার এই ভাব ত্যাগ করিয়াছেন সুতরাং এই মর্ম্মে এক নূতন কারণ দর্শান যে অপর ব্যক্তিগণ নিজ ভার ত্যাগ করাতে ও ধর্ম্ম চ্যুত হওয়াতে শিবপুরের গীর্জা ও অপর সম্পত্তি তাহার মওক্কেলের হস্তে পড়ে ও যথার্থ উত্তরাধিকারী বলিয়া যে ভারার্পিত ব্যক্তিগণকে দখল অর্পে যাহাদিগের অর্থাৎ রোমাণ কাথলিক ধর্ম্মে ধর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তিগণের উপকারার্থে ঐ ভার কৃত হয় তাহাদিগের উপদেশানুযায়ী সেই ভারার্পিত ব্যক্তিগণ এক্ষণে দখলীকার আছে।

যদিস্যাৎ আদৌ প্রতিবাদী এই সকল কারণ দর্শাইত তাহা হইলে সে তাবদ্বিবেচনা করিতে আমি প্রস্তুত থাকিতে পারিতাম কিন্তু মোকদ্দমার শেষাবস্থাতে প্রতিবাদীগণকে আপনাদিগের জওয়াবের মূল সূত্র পরিবর্ত্তন করিতে ও এক রূপ অবস্থায় হস্তক্ষেপ না করিবার যে ক্ষমতা আছে তাহা এই প্রথমবার উত্থাপিত অন্যান্য অবস্থায় আমাদিগের ক্ষমতার অধীন করিতে দেওয়াতে আমি সম্মত হইতে পারি না।

আদি সওয়াল জওয়াবে প্রতিবাদী যে যথার্থ ইস্যু উত্থাপন করে তাহা অতি সূক্ষ্ম ও কঠিন যথা ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিচারালয়ের আদেশের কি ফল এ দেশের দেওয়ানী আদালতের প্রতি হইবে এবং উপস্থিতের অনুরূপ এক উল্লেখিত নিষ্পত্তি কোন সম্পত্তি ও অপর কোন ক্ষমতার সহিত সম্বন্ধ রাখে তৎকালে এই বিষয় অবশ্য উত্থাপিত হয়।

এই বিষয়ে যে নিয়ম খাটে তাহা এই রূপ লিখিত আছে যথা “ এদেশীয় কি বিদেশী আদালতের নিষ্পত্তি কি হুকুম সকল যে বিষয় মীমাংসা করে তৎপক্ষে সে তাবৎ চূড়া

হয় যে স্থলে যে আদালত ঐ সকল হুকুম দেয় তাহার ক্ষমতা না থাকা অথবা লিপ্ত ব্যক্তির উপর নোটিস জারী না হওয়া জন্য সেই সকল হুকুম প্রাপ্ত হইতে তর্কক হইয়াছে বলিয়া দোষ দেওয়া না হয়।

শিবপুরের গীর্জাতে ও তৎসংক্রান্ত অন্য সম্পত্তিতে দখলের নিমিত্ত বাদী যে দাবি করে তাহার জওয়াবে প্রতিবাদীগণ কহে যে ধর্ম্ম ত্যাগী বলিয়া রেবেরেণ্ড আপষ্টলিক পোপ হইতে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় তদনুসারে তাহারা বাদীকে ঐ কর্ম্ম হইতে রহিত করিয়াছেএক্ষণে ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে এদেশে সকল ধর্ম্মোপদেশক দল (তন্মধ্যে এই রোমাণ কাথলিকও আছে) আইন করিতে, আদালত স্থাপন করিতে ও নিষ্পত্তি দিতে পারে কিন্তু তাহারা এক স্বেচ্ছাধীন সম্মতি পাইতে পারে মাত্র দেওয়ানী আদালতহায়ের ক্ষমতা নিজে লইতে পারে না। তাহাদিগের বিধিমতে কর্ম্ম না করিলে ধর্ম্ম তিরস্কার দণ্ড বিধান হইতে পারে কিন্তু তাহাদিগের কার্য্যেতে সম্মতি দেওয়া না দেওয়া তাহাদিগের সুনিয়ম ও অনিয়ম কার্য্যের উপর নির্ভর করে। তাহারা কোন ব্যক্তির হিতাহিত জ্ঞানকে বুঝাইয়া কর্ম্ম করিতে পারে মাত্র কিন্তু কত দূর পারে তাহা সে ব্যক্তি নিজে বিবেচনা করিবে।

যদি ইহাই হয় তাহা হইলে যখন বাদী যে দলভুক্ত সেই দল এ প্রদেশে রোমাণ কাথলিকদিগের সকল গীর্জার একছত্রী ধর্ম্ম সংক্রান্ত ক্ষমতা চাহে তখন বাদী ও বাদী যে দল ভুক্ত সেই দল পোপের বাইকার আপষ্টলিকের ধর্ম্ম সংক্রান্ত ক্ষমতাতে যে স্বেচ্ছাধীন সম্মতি দিয়াছে তাহা সাব্যস্ত করিতে অন্য পক্ষে কি প্রমাণ আছে? অর্থাৎ কিছুই নাই। এস্থলে এজ্‌হার প্রমাণ রূপে গণ্য হইল এবং এই গৃহীত ক্ষমতার হুকুম জারী করিতে ফলতঃ সহায়তা করা ও ঐ হুকুমের কথিত প্রসিদ্ধতা সূত্রে নালিশী সম্পত্তিতে বাদির স্বত্ব চ্যুতির রায় দেওয়া আদালতের আবশ্যক কর্ম্ম আমার বিবেচনায় প্রতিবাদির পক্ষে এই রূপ কার্য্য পোষকতা পাইতে পারে না আর বাদী ও বাদী যে দলভুক্ত সেই দল স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ধর্ম্ম বিষয়ে বাইকার আপষ্টলিকের ধর্ম্ম সংক্রান্ত ক্ষমতার অধীন হইয়াছে ও ঐ ক্ষমতানুসারে ন্যায় মতে কর্ম্ম করিয়া তাহার জোরে অন্যান্য দল আছে যদিস্যাৎ প্রতিবাদী ইহা স্পষ্ট রূপ দর্শাইয়া তাহার পরে নালিশী সম্পত্তির প্রকৃত দখলীকারের অপর স্বত্বের উপর ঐ রূপ ক্ষমতার কি ফল হইবে এই বিষয়ের মীমাংসা জন্য দেওয়ানী আদালতে আসিত তাহা হইলে উত্থাপিত বিষয়ে স্পষ্ট মীমাংসা হওয়া আবশ্যক হইত। এক্ষণে মামেলার যে অবস্থা তাহাতে এই বুঝায় যে প্রতিবাদীগণের পক্ষে সমুদয় ব্যাপার এই যে উল্লেখিত কিন্তু অস্বীকৃত এক ধর্ম্ম ক্ষমতানুসারে সম্পত্তিতে যে সকল স্বত্ব অর্শে সে তাবতে তাহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছে। মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় ঐ রূপ হস্তক্ষেপণে এ দেশের দেওয়ানী আদালতহায় সম্মতি দিতে পারেন না।

উপরে বিস্তারিত কএক কারণে খরচা সহিত এই নিষ্পত্তি পুনর্দৃষ্টি প্রার্থনার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করাই আমার অভিপ্রায় ও আমাদিগের বিবেচনা জন্য যে সকল অবস্থা উপস্থিত করা হইয়াছে সেতাবৎ বিবেচনায় এ আদালতও সম্ভব মত এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩ জানুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব } জজ।

১৮৫৫ সালের ১৭৯৪ নম্বরী দরখাস্ত।

মোকদ্দমার যে সকল মাত্তবর ইস্তু উত্থাপিত হয় সে-ভাবতের প্রতি অধীন আদালত বিবেচনা না করিবায় এই খাস আপীল গ্রাহ্য হইল।

প্রতিবাদী অর্থাৎ দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে লোচন সিংহ বাদির মোকদ্দমায় জেলা পাটনার সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় দাতারাম পণ্ডিত ১৮৫৪ সাল ২৮ মে তারিখের এক নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ঐ জেলার একটিং জজ্ শ্রীযুক্ত জি, ডি, উইলকিন্স সাহেব ১৮৫৫ সালের ৫ সেপ্তেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় ভিকনলাল ১৮৫৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে এ আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

মৌলবী মহম্মদ হোসেন—————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।
বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—————প্রতিপক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

বিরোধীয় বিষয় এই যথা ভিকনলাল মোল্লা গাগের মালিকানের রকম আনা হিস্যার নিমিত্ত যে এক খান কওবালা লিখিয়া দেয় লোচন সিংহ কহে তাহা যথার্থ লিখিয়া দেওয়া হয় কি না ও তাহ বিক্রেতার প্রতি আবদ্ধ কর কি না? কেননা সে ব্যক্তি অর্থাৎ বিক্রেতা কহিতেছে যে উক্ত কওবালা পরে নাকস্ করা হয়।

এক প্রকার মোকদ্দমা এক তৃতীয় পক্ষ যে সকল বিষয় অদল করে সেই সকল বিষয়ই জজ্ সাহেব এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কিন্তু ক্রেতা যদ্রূপ কহে টাকা দেওয়া হইয়াছিল কি না ও বিক্রেতা যদ্রূপ কহে টাকা না দেওন জন্য ঐ কওবালা নাকস্ হইয়াছিল কি এই মাত্তবর ইস্তু ধরিয়া তাহার মোসুফ আসলে মীমাংসা করেন নাই।

আমাদিগের রায়ে যখন দলীল লিখিয়া দেওয়া কবুল আছে তখন টাকা না দেওয়ার জন্য পরে ঐ দলীল নাকস্ করা হয় কি না এই বিষয়ই বিচার্য্য মাত্তবর ইস্তু হইয়াছে আর জজ্ সাহেব যে সকল সিদ্ধান্ত করেন সেভাবৎ এ বিষয়ের সহিত সংস্রব রাখে না এ বিধায়ে এই খাস আপীল গ্রাহ্য হইয়া মোকদ্দমার গুণাগুণের উপর বিবেচনা সম্পূর্ণ তদন্ত জন্য এই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩ জানুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব,
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব } জজ্।

১৮৫৫ সালের ১৭৯৫ নম্বরী দরখাস্ত।

প্রতিবাদী অর্থাৎ দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে বাদী লোচন সিংহের মোকদ্দমায় জেলা পাটনার সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় দাতারাম পণ্ডিতের ১৮৫৪ সালের ৮ মে তারিখের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ঐ জেলার একটিং জজ শ্রীযুক্ত জি, ডি, উইলকিন্স সাহেব ১৮৫৫ সালের ৫ সেপ্তেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় দেবী দত্ত ১৮৫৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে এ আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে। পূর্ব্বের মত।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়———— ———দরখাস্তকারির পক্ষউকীল।
মুনসী আমীর আলী———— ———প্রতিপক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

সদা নিষ্পন্ন ১৭৯৪ নম্বরী মোকদ্দমার সহিত সংস্রব থাকা প্রযুক্ত এ মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরিত হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৬ জানুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব
শ্রীযুক্ত বি, জে, কল্‌বিন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব

১৮৫৫ সালের ৭৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা যশোহরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ন্যায়রত্ন ১৮৫৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

শ্রীনাথ রায় প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)————আপেলাণ্টগণ।
ষষ্ঠীবর দত্ত (বাদী)————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়————আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

কোং ৬৬০১।৵০ টাকার দাবিতে এই মোকদ্দমা উপস্থিত।

মোকদ্দমার বিবরণ এই যথা।

ষষ্ঠীবর দত্ত মেং মেকেঞ্জি সাহেব প্রভৃতির বিরুদ্ধে ৪৩০/ বিঘা ভূমি তাহার গাঁতি জমা ও এক সরাসরী ডিক্রীজারীতে খরিদ হয় বলিয়া তাহার দখল প্রার্থনায় যে নালিশ

আপেলাণ্টের ভূমি বিষয়ক মোকদ্দমা ডিসমিস করি-

যা অধীন আদালত যে নিষ্পত্তি করেন তাহা আপীলে বাহাল থাকিল।

উপস্থিত করে তাহাকে শ্রীনাথ রায় প্রভৃতি এই ওজর দিয়া মোজাহেম দেয় যে বিরোধীয় ভূমির মধ্যে তাহাদিগের লাখেরাজ ৭০॥৪।০ বিঘা ভূমি আছে এজন্য তাহাদিগকে প্রতিবাদী করা হয় কিন্তু প্রধান সদর আমীন মৌসুফ সমুদয় নালিশী ভূমির ডিক্রী বাদীকে দিয়া ঐ প্রতিবাদীগণের দাবি ডিস্‌মিস্ করেন। উক্ত হাকীমের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে এই আপীল উপস্থাপিত হইয়াছে কিন্তু সে নিষ্পত্তির হেতুবাদ এই ২ কথা নিলামের এস্তাহারে যে ভিন্ন ২ ভূমি খণ্ড বিক্রীত হইবে সেতাবৎ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া হয় অথবা যে ভূমির এস্তাহার হয় ও যাহা তাহাদিগের লাখেরাজ তাহারা কহিতেছে তাহার মালিক হইয়াও কোন আপত্তি করে নাই। যদিস্যাৎ নিলাম এস্তাহারের মধ্যে ভুলক্রমে ঐ ভূমি শামিল করা হইত তবে তখন অবশ্যই আপত্তি উপস্থাপিত হইত আর ১৮১৭ সালে এই বিরোধীয় ভূমির চৌহদ্দির মধ্যে ৩০ বিঘা ভূমির খাজানা বাকী জন্য গোপীমোহন ঠাকুর ইত্যাদি যে নালিশ উপস্থিত করেন তাহাতে এই আপেলাণ্টগণ ঐ ভূমি তাহাদিগের লাখেরাজ বলিয়া মোজাহেম দেয় কিন্তু সে ওজর অগ্রাহ্য হয় ও দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে তাহাদিগের প্রতি আদেশ হয় কিন্তু তাহারা মাবেক্তা নালিশ সেই পর্য্যন্ত দায়ের করে নাই। অবশেষে প্রধান সদর আমীন বিবেচনা করেন যে উপস্থিত দাবি যোগসাজসী ও বাদী যে সকল ভূমির নিমিত্ত নালিশ করিয়াছে সেতাবতের সহিত সেই চৌহদ্দির মধ্যে অন্যান্য মালিকানের ভূমি সকল আছে ও কবটক নদীর পূর্ব্বদিগে ২০০/ বিঘা লাখেরাজ ভূমি বাজেআপ্তসংক্রান্ত হাকীমান আপেলাণ্টদিগকে ছাড় দিয়াছেন বলিয়া আপেলাণ্টগণ সুবিধা বুঝিয়া তাহাদিগের দাবি স্থাপন করিয়াছে।

আমাদিগের বিবেচনায় প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি যে অন্যায় তাহা দর্শাইতে আপীলে কোন কথা উপস্থাপিত হয় নাই আরও দৃষ্ট হইয়াছে যে নিলামের ৭ মাস পূর্ব্বে যে সকল ভূমির নিলাম হইবার প্রস্তাব হয় সেতাবৎ স্পষ্ট রূপে সিমাবন্দী করা হইয়াছিল অথচ কোন আপত্তি করা হয় নাই। যে গাঁতি জমা বিক্রয় হইবে আপেলাণ্ট তাহার মালিক বটে ইহা দৃষ্টি করিয়া আমরা অবশ্য এই সিদ্ধান্ত করি যে প্রসিদ্ধ কারণ থাকিলে অবশ্যই আপত্তি হইত আর আপেলাণ্টগণ তাহাদিগের ওজরের কোন প্রমাণ দিতে পারে নাই কেবল কতকগুলিন কবুলিয়ৎ দাখিল করা হয় কিন্তু ঐ ভূমির সহিত সেতাবতের কোন সংশ্রব নাই আর আপেলাণ্টগণ ১৮১৭ সালের নিষ্পত্তি অন্যথা করিতে কখন যত্ন পায় নাই অথচ সেই নিষ্পত্তি যে ভূমি তাহারা এক্ষণে চাহিতেছে তাহা অন্য ব্যক্তিকে দেয় আরও বাজেআপ্তসংক্রান্ত হাকীমান যে ২০০/ বিঘা ভূমির ছাড় দেয় এই ভূমি যে তাহার অংশ ইহাও আপেলাণ্টগণ প্রমাণ করিতে পারে নাই। এবিধায়ে উপরোক্ত ঘটনা সকল হইতে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তদ্বিষয়ে প্রধান সদর আমীনের সিদ্ধান্ত সকল ন্যায্য হইয়াছে রায় দিয়া আমরা খরচা সহিত এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৬ জানুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত বি, জে, কল্‌বিন সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস্ সাহেব

১৮৫৫ সালের ৭৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা যশোহরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ন্যায়রত্ন ১৮৫৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

সূর্য্যকান্ত চৌধুরী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———— আপেলান্টগণ।
মহীধর দত্ত প্রভৃতি (বাদীগণ)———————— রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
মেং আর, নরিস্ সাহেব ——————————— আপেলান্টগণের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ————————————রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষ উকীল।

কোং ৫৫৭ ।৶০ টাকার দাবিতে এই আপীল উপস্থিত।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার কএক প্রতিবাদী এই আপীল করিতেছে। তাহারা মেং মেকেঞ্জি সাহেবের দাস বর্গ ও দৃষ্টতঃ বাদীগণকে বেদখল করে। মেং মেকেঞ্জি সাহেব গ্রামে অনুউপস্থিত থাকা প্রযুক্ত তাহাদিগের প্রতিই মোকদ্দমার খরচার হুকুম হইবায় তাহারা নিজে দাস স্বরূপ কর্ম্ম করিয়াছে ও মেং মেকেঞ্জি সাহেবই কেবল দায়ী হয় বলিয়া ঐ সকল খরচা হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনায় তাহারা দরখাস্ত করিতেছে।

দৃষ্ট হইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত কএক কারণে তাহারা অব্যাহতি পাইতে পারে না কেননা মেং মেকেঞ্জি সাহেবের সম্বন্ধে তাহাদিগের এরূপ অবস্থা নহে যে তদ্দ্বারা তাহাদিগের হইতে বাদির খরচা আদায়ের যে স্বত্ত্ব আছে তাহার প্রতি হানি বৃদ্ধি হয় কারণ তাহারা বাদীকে বেদখল করে কিন্তু ওয়াসিলাতের পরিমাণের খরচা হইতে আমরা তাহাদিগকে অব্যাহতি দিতেছি এবং তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রধান সদর আমীনও ঐ খরচার হুকুম দেন নাই এ বিধায়ে এই আপীলের খরচা সমান পরিমাণে উভয়পক্ষে পড়িবে ইতি।

এই আপেলান্টগণ যাহারা নিজ স্বামীগণের দাস বর্গ স্বরূপ কর্ম্ম করে বলিয়া ওজর দেয় তাহারাই প্রকৃত বেদখল কর্ত্তা এজন্য খরচা হইতে অব্যাহতি পাইল না।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৬ জানুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব } একটিং জজ।

১৮৫৫ সালের ৭৭০ নম্বরী দরখাস্ত।

কমীরুদ্দীন প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে দরখাস্তকারী অর্থাৎ বাদির মোকদ্দমায় জেলা ময়মনসিংহের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সৈএদ আহম্মদ বকস খাঁর ১৮৫৪ সালের ২৪ আগষ্ট তারিখের নিষ্পত্তি বাহাল রাখিয়া ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এক

জজ সাহেব রীতি বিরুদ্ধে ভুক্তায়

পক্ষের সকল দাবি বিবেচনা করিবার ও তাহার দাবি সত্য সাব্যস্ত করণ বিষয়ক প্রমাণ শুনিবার আদেশ প্রধান সদর আমীনের প্রতি দেন বটে তথাপি ওজর দারের প্রমাণ নাকস করিতে সাক্ষী হাজির করিতে বাদীকে সাবকাশ দেওয়া প্রধান সদর আমীনের উচিত ছিল কিন্তু না করাতে এই উপায় অবলম্বন করণাভিপ্রায়ে এই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইল।

টুটর সাহেব ১৮৫৫ সালের ১২ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার [illegible] খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় সেখ বুধু ব্যাপারী ১৮৫৫ সালের ১৬ জুন তারিখে এআদালতে এক দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত———দরখাস্তকারিরপক্ষ উকীলদ্বয়।

মেং আর,টি,এলান সাহেব ও বাবু কৃষ্ণকিশোরঘোষ—প্রতিপক্ষের উকীলদ্বয়।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

পরগণা হোসেন সাই নামে ২৫৩ নম্বরী এক খারিজা তালুক ও অপর যে সম্পত্তি বাদী খরিদ করে তাহার রকম ১৩।– হিস্যার মধ্যে রকম ৷৹ আনা হিস্যার দখল প্রার্থনায় বাদী নালিশ করিয়াছে।

প্রতিবাদী আপন জওয়াবে পণের টাকা পাওয়া ও তাহার নিজের বিক্রয়করণের ক্ষমতা থাকা অস্বীকার করে কিন্তু পরে এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত করে যে ঐ সকল তালুকের রকম ৷৹ আনার নিমিত্ত বাদির পক্ষে এক ডিক্রী হইতে পারে।

খতিজা বিবী নামে একজন নিজের বলিয়া ঐ সম্পত্তি দাবি করে তথাপি প্রতিবাদির ঐ দরখাস্ত অনুসারে প্রধান সদর আমীন বাদির পক্ষে এক ডিক্রী দেন কিন্তু খতিজা বিবীর স্বত্ব যে রূপ হউক হাকীম মৌসুফ উক্ত ওজরদারের স্বত্ব এক্ষণে রক্ষা করিলেন অর্থাৎ প্রকাশ করিলেননা।

তাহাতে উক্ত ওজরদার জজ সাহেবের নিকট আপীল করিলে জজ সাহেব মৌসুফ তাহার সকল ওজর বিবেচনা করিবার ও তাহার দাবি সত্য সাব্যস্ত করণ বিষয়ক প্রমাণ লইবার হুকুম দিলেন।

প্রধান সদর আমীনের নিকট মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইলে হাকীম মৌসুফ ওজরদারের পক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করিলেন কিন্তু ওজরদারের দাখিলী প্রমাণ নাকস্ করণাভিপ্রায়ে মোকদ্দমার লিপ্ত কোন পক্ষকে প্রমাণ দাখিল করিতে অস্বীকার করিয়া কেবল ওজরদারের দাখিলী প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বাদির দাবি ডিস্‌মিস্ করেন। অনন্তর বাদী আপীল করিয়া দর্শায় যে ওজরদার আপীল করিবায় পুনর্ব্বিচার জন্য মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইলে তাহাদিগের নিকট প্রমাণ লওয়া হয় এই মর্ম্মে সে ব্যক্তি ও এক প্রতিবাদী দরখাস্ত করে কিন্তু হাকীম মৌসুফ তাহা অগ্রাহ্য করেন ইহাতেও জজ সাহেব বাদির দাবি অমান্য করিয়া প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি বাহাল রাখেন। বাদী অধীন আদালতে যে আপত্তি দর্শায় এআদালতেও ঠিক সেই হেতু দর্শাইয়া এক্ষণে খাস আপীল করিতেছে।

আমাদিগের বিবেচনায় জজ্ সাহেব যে ওজরদারকে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত মোকদ্দমায় লিপ্ত করিয়া একপক্ষ স্বরূপ হইতে দিয়াছেন তাহার দাখিলী প্রমাণ নাকস্ করণাভিপ্রায়ে যদি মোকদ্দমার যথার্থ পক্ষদ্বয় কোন প্রমাণ দিতে চাহে তাহা হইলে প্রধান সদর আমীন সেই প্রমাণ গ্রহণ করিবেন এইরূপ আদেশ দেওয়া জজ্ সাহেবের উচিত ছিল এবিধায়ে আমরা জজ্ সাহেবের নিকট মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিয়া এই আদেশ দিতেছি যে তিনি এই অভিপ্রায়ে প্রধান সদর আমীনের নিকট এই মোকদ্দমা ছানিতে পাঠাইবেন যে ওজরদারের সাক্ষীগণের সাক্ষ্য নাকস্ করিতে সাক্ষী হাজির করিবার সাবকাশ প্রধান সদর আমীন বাদীকে দিবেন ও তিনি সেই প্রমাণের প্রতি বিলক্ষণ মনোযোগ করিয়া মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনা করিয়া হুকুম দিবেন ইতি।

প্রতিবাদী এজহার দেয় যে বাদিনী কখন কোন সম্পত্তিতে দখল প্রাপ্ত হয় নাই ও যে সম্পত্তি সে ব্যক্তি দাবি করিতেছে তাহা পরিবারে এজমালীতে ও অবিভক্ত রূপে ছিল্যা ও বাটওয়ারা না হইয়া বরাবর ভোগদখল করিয়া আসিয়াছে ও তাহার মৃত ভ্রাতার স্ত্রী বলিয়া সে ব্যক্তি কেবল ভরণ পোষণ পাইতে পারে মাত্র বিষয় ভোগদখল করিতে পারে না ও কখন দখল করে নাই। প্রতিবাদী আরও কহে যে বাদিনীর স্বামী বর্ত্তমানে তাহার সহিত এজমালীতে সম্পত্তি ভোগদখল করিয়াছে কিন্তু এই নালিশ দায়ের করিবার ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বাদিনীর স্বামির মৃত্যু হয় অতএব যদিস্যাৎ বাদিনীর স্বত্ব ছিল এমত হয় তাহা হইলেও সে ব্যক্তি এক্ষণে সেই স্বত্ব জারী করিতে পারে না।

যে প্রদেশে এই সকল ব্যক্তি বাস করে সেই প্রদেশে যে উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক মিথিলা শাস্ত্র প্রচলিত আছে ইহা সকলে জানে ও বিখ্যাত বটে ও ঐ শাস্ত্র অনুসারে যদ্রূপ পরিবারের পুরুষদিগের তদ্রূপ স্ত্রীলোকদিগের উত্তরাধিকারিত্বের কোন স্বত্ব নাই যদিস্যাৎ সম্পত্তির পার্থক্য ও বাটওয়ারা হইয়া থাকে তাহা হইলেই আপন স্বামির ভূমি সম্পত্তি বাদিনী উত্তরাধিকার করিতে পারিবে। এস্থলে যদিস্যাৎ নিজ এজহার অনুরূপ বাদিনী নিজ দখল প্রমাণ করিতে পারে তাহা হইলেও প্রতিবাদির পক্ষে বিলক্ষণ মাতবর প্রমাণ দ্বারা নাকস না হইলে ঐ সকল ভূমি বিভক্ত হইয়া তাহার স্বামী ভোগ দখল করিয়াছে ও তাহার স্বামির মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকারিণী স্বরূপ সেতাবৎ তাহারই দখলে আইসে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই হইতে পারে অতএব উল্লেখিত দখলের বিষয়ই এ মোকদ্দমার মাতবর ইশু হইতেছে আর ঐ বিষয় সাব্যস্ত না হইলে এই নালিশ দায়ের করণের পূর্ব্বে যে কাল পর্য্যন্ত বাদিনীর স্বত্ব সকল স্থগিত থাকে প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে তামাদী আইনানুসারে এ আদালতের ঐ সকল স্বত্ব বিবেচনা করণ পক্ষে বাধা ঘটিতে পারিবে এবম্প্রকারে আমাদিগের রায়ে বাদিনীর স্বামির মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত যে আধুনিক দখল সম্বৎ ১৯০৫ সালের মাঘমাস নাগাএদ বরাবর অবাধে ভোগ হইয়া আসিতেছিল ও ঐ মাসে প্রতিবাদী তাহাকে বেদখল করে বাদিনী কহে তাহাই উভয় বিবাদির মধ্যে বিরোধের প্রথম ও প্রধান ইশু হইতেছে ও তাহাতেই বাদিনীর মোকদ্দমা প্রধানতঃ স্থাপিত হয় অতএব প্রথমতঃ কেবল এই বিষয়ে তদন্ত করাতে প্রধান সদর আমীন ন্যায্য কর্ম্ম করিয়াছেন এক্ষণে ইহাতে তিনি যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার গুণাগুণ বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

যে সকল সনন্দ দ্বারা ঐ সকল ভূমি ভোগদখল হয় সেই সকল সনন্দ, মৌজার অরিয়ার নিমিত্ত তাহার নিজ ও তাহার সপত্নীর ও তাহার বিমাতার ও তাহার স্বামির পিতামহীর নামে নাগপুরের রাজা যে পাট্টা দেন সেই পাট্টা, ঐ মৌজার মালিক স্বরূপ বাদিনী মুনসেফী আদালতে দুই মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তাহাতে যে দুই ফয়সলা হয় ঐ দুই ফয়সলা, আদায়ী মালগুজারির কএক দাখিলা এবং তাহার দখলের বিষয়ে ও তাহার স্বামির উত্তরাধিকারিণী স্বরূপ সম্পত্তির মালিক হইয়া বাদিনীর সকল কর্ম্ম করণ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া সাক্ষীগণের যে জবানবন্দী সেই সকল জবানবন্দী এসমুদয় দাখিল করিয়া বাদিনী তাহার মোকদ্দমার পোষকতা করে।

মোকদ্দমায় প্রতিবাদীগণের কবুল স্বরূপ সূত্রে উক্ত দুই ফয়সলা বাদিনীর পক্ষে হয় অতএব ঐ সকল ফয়সলাতে যে যথার্থ রূপে তাহার স্বত্ব সকল স্বীকার করিয়াছে এমত গণ্য হইতে পারে না কিম্বা আদায়ী মালগুজারির কএক দাখিলা বিরোধীয় সম্পত্তির প্রকৃত মফঃসল দখলের প্রমাণ স্বরূপ অনুভব হইতে পারে না আর উক্ত রাজা সরাসর মৌজা

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৮ জানুয়ারি।

একলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেব

১৮৫৪ সালের ১৭৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা হাজারিবাগের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈএদ অসরফ হোসেন ১৮৫৪ সালের ২৫ জানুয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

ভিকুরাম পাঠকের স্ত্রী মোসম্মাৎ অনুপ কুনওয়ার (পাপর অর্থাৎ মোহতাজ বাদী) ——— } আপেলান্ট।
জগনরাম পাঠক (প্রতিবাদী) ——— রেস্পণ্ডেন্ট।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ——— আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু দ্বারকানাথ মিত্র ——— } রেস্পণ্ডেন্টের পক্ষ উকীলদ্বয়।

কোং ৮৮০০ টাকার দাবিতে এই মোকদ্দমা উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ ও শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেবানের রায়। এই সূত্রে অধীন আদালতের বিচার কার্য্যের প্রতি আপেলান্ট আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে যে পূর্ব্বে বাদির দখল ছিল কি না কেবল এই বিষয়ে প্রধান সদর আমীন তদন্ত করিয়াছেন মাত্র এবং তাঁহার সংপ্রত্যয় হয় এরূপ প্রমাণ দিতে না পারায় তাহার মৃত স্বামির ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিনী হইয়া তাহার যে স্বত্ব অর্শিয়াছে সেই উত্থাপিত স্বত্বের বিচারে প্রবর্ত্ত না হইয়া হাকীম মৌসুফ তাহার দাবি ডিস্‌মিস্ করেন।

এই বিষয় মীমাংসা করিতে বাদির দাবির রকম পরীক্ষা করা আবশ্যক। প্রতিবাদী জগনরাম পাঠকের ভ্রাতা মৃত ভিকু পাঠকের স্ত্রী এই বাদিনী। যৎকালে তাহার স্বামির মৃত্যু হয় তৎকালে সে ব্যক্তি অতিবালিকা আর অদ্য ২৫ বৎসর গত হইল তাহার পর সে ব্যক্তি এই নালিশ উপস্থিত করে। বাদিনীর আরজির লিখিত এজহার এই যে তাহার স্বামির ভূমি সম্পত্তির বাব এই২ যথা মৌজা পিউ টেুটুর অন্তর্গত তমা ভূমি ও ফলকর বৃক্ষাদি ব্যতিরিক্ত ২১/ বিঘা ধান্যের জমী ও অরিয়া নামক সমুদয় মৌজা। উক্ত পিউ টেুটুর অন্তর্গত ভূমি পরিবারের অধিকার ছিল পরে কালক্রমে পরিবারের মধ্যে সকল সম্পত্তি বিভাগ হইলে ঐ ভূমি তাহার স্বামির হিস্যায় পড়ে এবং তাহার স্বামী বর্ত্তমানে সম্বৎ ১২৬৯ সালের ১৩ অগ্রহায়ণ তারিখের এক পাট্টা দিয়া মহারাজা গোবিন্দ সাহি দেও এক সনন্দ দ্বারা মৌজা অরিয়া তাহার স্বামীকে দিবায় ঐ সম্পত্তি তাহার স্বামির স্বোপার্জিত বিষয় আর তাহার স্বামির এক মাত্র উত্তরাধিকারিনী বলিয়া বাদিনী ঐ সকল ভূমি ভোগদখল করিয়াছে আরও নাগপুরের মহারাজার নিকট যাবজ্জীবন সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া মৌজা অরিয়ার দখলে তাহাকে বাহাল রাখা হইয়াছে অনন্তর সম্বৎ ১৯০৫ সালের মাঘ মাসে প্রতিবাদী অতিশয় অন্যায় পূর্ব্বক তাহাকে বেদখল করিবায় সে ব্যক্তি ১৮৪০ সালের ৪ আক্টট অনুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাহাতে হারিয়াছে।

বাদিনীর পক্ষে পূর্ব্বে দখল থাকা নিশ্চয় যে প্রমা তাহার স্বামি সত্বে সম্পত্তি থাকারওসুত্রাং তাহা স্বামির মৃত্যুর পর সেই সম্পত্তি তাহা ভোগ দখল করার এজহা সত্য পাবার কারণ সেই প্রমাণ অভাব হওন প্রযুক্ত ঐ সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হওন প্রার্থনায় তাহার মোকদ্দমা ডিসমিস হইল।

অরিয়াতে যে সনন্দ তাহার যাবজ্জীবন স্বত্ব দেয় তাহার দ্বারা বাদিনী ও তাহার সপত্নী ও বিমাতা ও নিজ পতির পিতামহীর পক্ষে এক বরাৎ দেওয়া হয় তাহা একণে স্বীকার করা হইয়াছে। যদিস্যাৎ ঐ বরাৎ অনুসারে কর্ম্ম করা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদিগের দখলও হইয়াছিল বলিতে হইবেক কিন্তু যৎকালে বাদিনীর স্বামির মৃত্যু হয় তৎকালে তাহার অল্প বয়ঃক্রম যখন বাদিনীর ইহা স্বীকার করা মনে করা যায় তখন উক্ত রাজার তাহাকে পাট্টা দেওয়া যে অসম্ভব তাহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে একারণ যাহাদিগের স্বত্ব ও তৎকালে জীবিত থাকা বাদিনী ফৌজদারী আদালতে একহারে কিম্বা উপস্থিত মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াবে আসলে উল্লেখ বা বাদানুবাদ করে নাই তখন ঐ পাট্টাতে তাহাদিগের নাম শামিল করণ আবশ্যক হয় আর তাহার সম্প্রতি দখল পাওয়া ও প্রতিবাদী কর্ত্তৃক বেদখল হওয়া বিষয়ে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষী দেয় যদ্রূপ অধীন আদালতে রায় দেন তাহারা যে বিষয়ে জবানবন্দী দেয় সে বিষয় কিরূপে জানিল তাহা তাহারা বলে না অতএব যে সকল বিষয়ে তাহারা সাক্ষ্য দেয় সেতাবৎ বিস্তারিয়া বলিতে পারে না এই বিষয়ে অধীন আদালত যেরূপ সন্দেহ করিয়াছেন আমরাও তদ্রূপ করিতেছি এবিধায়ে তাহার স্বামির মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত আমাদিগের রায়ে দখলের বিষয় নির্ভর করা যায় এরূপ কোন প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত হয় নাই ও যে বিরোধ সূত্রে বাদির দাবি গ্রাহ্য হইয়াছে সেই বিরোধ এক মাতবর বিষয় হওয়ায় তাহার স্বৎপ্রত্যয় জনক প্রমাণ দিতে না পারায় বাদিনীর উপস্থিত দাবি অগ্রাহ্য হইতেছে একারণ খরচা আপেলান্টের জিম্মা করিয়া অধীন আদালতের নিষ্পত্তি বাহাল থাকিল।

শ্রীযুক্ত এ, জোনস সাহেবের রায়। আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত আপেলান্ট অনুপ কুনওয়ার এমোকদ্দমায় বাদিনী ওতাহার দাবির মর্ম্ম এই যে মৌজা অরিয়া ও মৌজা পিউ-টেটুর অন্তর্গত ১১/ বিঘা খেরাজী ভূমির দখল পাওয়া হয়। আপেলান্ট, ভিকু মৃত পাঠকের নামে একজনার স্ত্রী, সে ব্যক্তি কহে যে মহারাজা গোবিন্দনাথ সাহিদেও তাহার স্বামীকে মৌজা অরিয়া এক সনন্দ লিখিয়া দিয়া সালিয়ানা ১৩ টাকা মালগুজারীতে পাট্টা দেন আর মৌজা পিউটেটু পরিবারের পৈতৃক সম্পত্তি এবং সে ব্যক্তি তাঁহার স্বামির উত্তরাধিকারিণী বলিয়া উপরোক্ত হিস্যার দখল প্রাপ্ত হয়। বাদিনী আরও কহে যে উক্ত দুই মৌজা হইতে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক বেদখল হয় এবং ১৮৪০ সালের ৪ আক্টানুসারে সে ব্যক্তি ফৌজদারী আদালতে যে দাবি উপস্থিত করে তাহা অগ্রাহ্য হইবায় আপন স্বত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হওন প্রার্থনায় সে ব্যক্তি এই নালিশ দায়ের করিয়াছে।

আমার বোধে অধীন আদালত সমুদয় ইস্যু অসম্পূর্ণ রূপে বিচার করিয়াছেন কেননা প্রধান সদর আমীন কেবল অবাদে দখলের বিষয়ই তদন্ত করিয়াছেন ইহা তাহার ফয়-সলা হইতে জানা যাইতে পারে আর ফৌজদারী আদালতের ফয়সলায় ১৮৪০ সালের ৪ আক্টানুসারে বাদিনীর নালিশের বিচার করিতে জাবেতা মোকদ্দমার আদেশ দেয় নাই বলিয়া হাকীম মৌসুফ স্বত্বের বিষয় বিচার করিতে ক্ষান্ত হইয়াছেন কিন্তু এরূপ আদেশ দেওয়া আবশ্যক ছিলনা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে কেননা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ না পাইলে ও যেরীতিতে আবশ্যক বিবেচনা হয় সেই রীতিতে বাদিনী দেওয়ানী আদালতে নালিশ উপস্থিত করিতে পারে ও সে ব্যক্তি যে সকল ইস্যু আপন আরজীতে উত্থাপন করিয়াছে সেতাবৎ আরজী দৃষ্টি করিলেই স্পষ্ট বোধ হইবে। ঐ দুই মৌজার

দখল হইতে বল পূর্ব্বক বেদখল হইয়াছে এই কথা যদ্রূপ ফৌজদারী আদালতে তদ্রূপ তাহার এই আরজীতে সে ব্যক্তি পুনরুত্থাপন করিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু সে ব্যক্তি আরও কহে যে মৌজা অরিয়া তাহার মৃত স্বামির স্বোপার্জ্জিত বিষয় ও তাহার যাবজ্জীব নের নিমিত্ত এই মৌজা দখলের স্বত্ব পুনরায় তাহাকে অর্পিয়াছে এবং তাহার স্বামির ও প্রতিবাদির পিতৃ পুরুষগণের মধ্যে মৌজা পিউটে তু বিভক্ত হইবার আদ্যক্ত ব্যক্তি নালিশী সম্পত্তি আলাহিদা ভোগদখল করিয়াসিয়াছে এবম্প্রকারে প্রত্যেক রকমে অর্থাৎ দখল ও আইন সঙ্গত স্বত্ব সূত্রে সে ব্যক্তি নালিশী সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারে আর বাস্তবিক আরজির লিখিত দাবি এই রীতিতে যে উত্থাপিত হইয়াছে তাহা উভয় পক্ষের স্বীকৃত ইস্তু সকল দ্বারাই স্পষ্ট বোধ হইবে আর প্রতিবাদী ইহাও অস্বী-কার করে নাই যে বাদিনীর স্বামী ভিকু পাঠকের নামে লিখিয়া দেওয়া এক দলীল-দ্বারা মৌজা অরিয়ার দখল দেওয়ান ও কিম্বা পুনরুত্থাপন করা হয় বরং প্রতিবাদী কহে যে তাহার সহিত এজমালীতে ভিকু ঐ মৌজা ভোগদখল করে ও বিচার জন্য এই ইস্তু প্রধান হওয়াতে প্রতিবাদী সম্মত হইয়াছে যে উক্ত দুই মৌজাতে ভিকু পাঠকের স্বত্ব এজমাল কি স্বতন্ত্র। ইহাতে এই বুঝায় যে যদিস্যাৎ ভিকুর সম্বন্ধ সতন্ত্র না হয় তাহা হইলে নিজ স্বামির উত্তরাধিকার করণের আইন সঙ্গত স্বত্ব রক্ষা পাইতে পারে না এই ইস্তু প্রধান সদর আমীন বিচার করিতে অস্বীকার করিয়াছেন স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।

এস্থলে দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য যে স্বত্ব বিষয়ের পূর্ব্বে প্রতি বক্তব্যতার যে ওজর প্রতিবাদী উত্থাপন করে তাহা মীমাংসা করা আবশ্যক কেননা প্রতিবাদী অবধারণ করে যে তামাদী আইনানুসারে বাদির দাবির প্রতি বাধা ঘটিতেছে অতএব সমুদয় বিষয় বিবেচনায় আমি সিদ্ধান্ত করি যে এ আদালতে এ মোকদ্দমা উপযুক্ত অবস্থায় উপস্থিত করা হয় নাই আর বাদিনীর স্বত্বের প্রতি দখলের যে সম্বন্ধ আছে তাহা আমি কম বোধ করি না কেননা সচরাচর এরূপ সকল মোকদ্দমায় দখলের উপর যে স্বত্ব নির্ভর করে তাহার পোষকতায় দখলের প্রমাণ মাত্র দেওয়া হয় কিন্তু এস্থলে সে রূপ নহে যে হেতু যদ্রূপ আমি ও প্রতিবাদী আরজী পড়িয়াছি তাহার মর্ম্মে প্রকাশ পাইতেছে যে তাহাতে বাদিনী তাহার দখল ন্যায্য করে ও তাহার পূর্ব্বে থাকা এরূপ এক স্পষ্ট স্বত্বের কথা লিখিয়াছে ও তাহা সাব্যস্ত করিতে প্রমাণ থাকা সে ব্যক্তি স্বীকার পাইয়াছে আর বাদিনী যে প্রমাণ দাখিল করে সনন্দ সকল তাহার এক অংশ মাত্র কিন্তু এ তাবৎ প্রধান সদর আমীন আসলে বিবেচনা করেন নাই। কেবল দখল ও বেদখলের বিষয় বিচার করিলেই আরজির প্রার্থনানুসারে বিচার করা হয় না কিম্বা ইহার বিচার করিতে তামাদির ওজর মিটিয়া যায় এরূপে সমস্ত সম্বন্ধে প্রধান সদর আমীনের বিচার হয় নাই আর যে বৎসর বাদিনী বেদখল হয় কহে যদিস্যাৎ বাদিনী সে বৎসর বিরোধীয় বিষয়ের দখলীকার না থাকে এমত হয় তাহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না যে তাহার ৫ কিম্বা ১০ বৎসর পূর্ব্বে তাহার দখল ছিল না কিন্তু এ বিষয়ের আসলে বিচার হয় নাই অথচ স্বত্বের বিষয় রক্ষা করা হইয়াছে। কেবল ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বেদখল থাকা প্রমাণ

পাইলেই স্বত্বের বিষয় ত্যাগ করণের আবশ্যকতা স্বীকার করা যাইতে পারে অতএব আমার অভিপ্রায় যে বিশেষ তজবিজ জন্য এই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হয় ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৮ জানুয়রি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব	জজ্।
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেব	
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব	

১৮৫ সালের ২৩০ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ঢাকার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ মাজিম ১৮৫৪ সালের ৬ ফিব্রুয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস্ত্ আপীল।

নিজয় কৃষ্ণ দাস (মোত্রহীন বাদী) ———————আপেলাণ্ট।
মেং জি, লেম্ব সাহেব প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———রেষ্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু কৃষ্ণ কিশোর ঘোষ ওবাবু পূর্ণচন্দ্র রায়———আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল দ্বয়।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মেং আর টি, এলান সাহেব-রেষ্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলদ্বয়।

কোং ১২৬৫৬৶৭।১৮ কৃ্যাস্তি টাকার দাবিতে এই মোকদ্দমা উপস্থিত।

১৮৪১ সালের ৩০ জানুওয়ারি তারিখে আদালতের এক ডিক্রী জারীতে যে পরগণা আতর সাহাপুর নিলাম হয় তাহার রকম ৶৫।১ দস্তি হিস্যার বিক্রয় অন্যথা করণ প্রার্থনায় এই নালিশ উপস্থিত হয়। উক্ত নিলামের প্রতি এই ২ আপত্তি হয় যথা ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১২ ধারায় আবশ্যক মতে উক্ত সম্পত্তিতে নোটিস জারী করা হয় নাই আর ২৩ জানুওয়ারি তারিখে নিলামের দিন নির্দ্ধারিত হয় বটে কিন্তু পুনঃ নূতন নোটিস না দিয়াই ২৯ তারিখে ঐ নিলাম সম্পন্ন হয় আর বাকনার টাকা না দেওয়ায় কালেক্টর সাহেব পর দিবস ঐ আইনের ১৪ ও ১৩ ধারার বিধির বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার ঐ লাট নিলাম করেন আর ডিক্রীদারান রক্ষা হওনের কথা সাহেব মৌসুফকে জানাইলে ও তিনি উক্ত নিলাম স্থগিত রাখেন নাই।

প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ নিলাম খরিদ্দারান কোন অনিয়ম হওয়া স্বীকার করেন না।

বাদীগণ যে সকল আপত্তি দর্শায় সে তাবতের প্রতি অধীন আদালত যে নিষ্পত্তি করেন তাহা এই যথা আরি হাজারা সাকিনের বাদীগণের বসৎ বাটীতে নোটিস্ জারী করা হয় দর্শান হইয়াছে আর তাহাদিগের মাল কাছারী তাহাদিগের বাটীর নিকটস্থ হইবায় সেই বাটীতে নোটিস্ জারী করিলেই আইন সঙ্গত কর্ম্ম করা হইয়াছে বিবেচনা করা যাইবে যে হেতু উক্ত আইনে বিরোধীয় সম্পত্তির মধ্যে প্রধান এক মৌজায় নোটিস

অধীন আদালতের যে ডিক্রীতে মহলের মধ্যেই ডিক্রী জারির নিলামের নোটিস জারি হইলেও ঐ নিলাম বাহাল রাখে তাহা ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১২ ধারার বিরুদ্ধ হইবায় অন্যথা হইল।

জারী করণের বিধি দেয় মাত্র। এস্থলে যে থানে এই নোটিস জারী করা হয় তাহাতে আইনের অভিপ্রায় মতে কর্ম্ম হইয়াছে বলিতে হইবেক আর যদি ১৩ জানুয়ারি তারিখে নিলামের এস্তাহার দেওয়া হয় বটে তথাপি অদ্য কল্য করিয়া কালেক্টর সাহেব মৌসুফ ২৯ তারিখ পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে বাধ্য হয়েন ও এই স্থগিত রাখনের ব্যাপার এস্তাহারের পৃষ্ঠে রীতি মত লিখিত হয় তাহাতে অনিয়ম কার্য্য ও অবিধি হয় নাই আর যখন এক নিলাম ক্রেতা বায়নার টাকা না দেয় তখন কালেক্টর সাহেবের পুনর্ব্বার নিলামের নোটিস জারী করা যে আবশ্যক এমত নহে আর রফা হইয়াছে বলিয়া আইন মতে কালেক্টর সাহেব নিলাম স্থগিত রাখিতে পারেন না অতএব আইন মতে নিলাম সম্পন্ন হইয়াছে অধীন আদালত অবধারিত করিয়া ঐ নিলাম অন্যথা করার প্রার্থনায় বাদির নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন।

নিলামের প্রসিদ্ধতার প্রতি পুনরায় উক্ত কএক আপত্তি করিয়া ও প্রধান সদর আমীন যে সকল সিদ্ধান্ত করেন তাহার প্রতি বিরোধ করিয়া বাদীগণ আপীল করিয়াছে।

আপেলাণ্টগণের পক্ষে বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ কহিলেন যে প্রথম আপত্তি এই যথা যে সকল ভূমি নিলাম করিবার প্রস্তাব হয় তাহাতে নোটিস জারী না করিয়া বিরোধীয় নিলাম সম্পন্ন হইবায় ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১১ ধারার ও অন্যান্য প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে ইহা সম্পন্ন হয় অবধারিত করিতে হইবে। এই রূপ নোটিস দেওয়া ত্যাগ করা যায় না ও জমীদারীতে নোটিস দেওয়া হয় নাই কিন্তু এই রূপ নোটিস দেওয়া অধীন আদালত দেনদারের বাটীতে নোটিস দিলেই যথেষ্ট হয় বিবেচনা করিয়া গ্রাহ্য করেন অতএব মৌজা আরিহাজারা যেখানে দেনদারায় বাস করে সেখানে নোটিস দেওয়া হয় কিন্তু জমীদারীতে দেওয়া হয় নাই আর সম্পত্তির মালিকের ব্যবহার নিমিত্ত নহে কেবল ভাবি ক্রেতাগণের জন্য নোটিস দেওয়ার অভিপ্রায় এস্থলে চুম্বক রিপোর্ট বহির ৭ বালমের ১৮৪ পৃষ্ঠার নজীর খাটে আর পেয়াদার রোবকারে প্রকাশ যে ঐ সম্পত্তি কোন স্থানে তাহা কেহ দেখাইয়া দেয় নাই কিন্তু ডিক্রীদারাণের কারপরদাজ লোক তাহাকে কহে যে ঐ স্থানেই দেনদারাণের বাটী অতএব আরিহাজারার সাকিনের বাটীতে উক্ত পেয়াদা নোটিস লটকাইয়া দেয় অথচ নথির শামিল লুইন কুইনিমেল কাগজাতে ঐ মৌজার উল্লেখ নাই।

রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ বাবু রমাপ্রসাদ রায় কহিলেন। এস্থলে বক্তব্য এই যে যদি ও নিলাম রীতিমত হওয়ার প্রতি বিরোধ করিয়া বাদীগণ এক সরাসরী নালিশ উপস্থিত করিয়া তাহাতে ও তৎপরে আপীলেও হারে বটে তত্রাচ তাহারা এই আপত্তি আর কখন উপস্থিত করে নাই অনন্তর এক্ষণ নিলামের পর প্রায় ১২ বৎসর হইয়া গিয়াছে ঐ আপত্তি ঘটিত এই নালিশ হইয়াছে। আরিহাজারা নামে যে মৌজায় নোটিস জারী করা হয় স্বীকার করা হইয়াছে তাহা ঐ সম্পত্তির অন্তর্গত বটে আর পরগণা আতর সাহাপুরের রকম কএক গণ্ডা নিলাম হয় ও ঐ পরগণার মধ্যেই ঐ মৌজা আছে এবং পেয়াদা কহে যে আরিহাজারা ঐ জমীদারির মধ্যে নির্দ্দেশিত হয় সুতরাং ঐ স্থানেই নোটিস লটকান হয় অনন্তর উকীল মজকুর এক মৌজাওয়ারি কাগজ পাঠ করিলেন তাহাতে পরগণা আতর সাহাপুর ও রকম কএক কিসমৎ উল্লেখিত আছে।

এবং শেষোক্ত সম্পত্তির মধ্যে তালুক মহাদেব পুরের কিসমৎ আরিহাজারা লিখিত আছে আর নিলাম বিষয়ক রোবকারীতে কালেক্টর সাহেব কহেন যে আমলাগণের রোয়দাদ ও রিপোর্টে দর্শায় যে রীতিমত আবশ্যক নোটিস জারী হইয়াছে ও নির্দ্ধারিত কএক রীত্যনুসারে কর্ম্মকরা হইয়াছে আর যৎকালে বাদীগণ এই নিলামের প্রতি আপত্তি করে তৎকালে এই আপত্তি করা হয় নাই অতএব যে সকল রীত্যনুসারে কর্ম্ম করা হইয়াছে অবধারিত হয় প্রায় ১২ বৎসর গত হইলে পর ঐ সকল রীতির বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে কি দেওয়া যাইতে পারে। প্রধান সদর আমীন এবিষয় যে রূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা এই যথা। বাদির আপত্তি এই যে যে মৌজায় নোটিস দেওয়া হয় তাহা প্রধান নহে অতএব এস্তাহার দেওয়া ও না দেওয়া তুল্য। এস্থলে প্রধান সদর আমীন অবধারণ করেন যে যখন যে স্থানে এস্তাহার দেওয়া হয় সেই স্থানে দেনদার বাস করে ও তাহার নিকট তাহার মাল কাছারী তখন আইনে যে রূপ এস্তাহার দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করে তাহা দেওয়া হইয়াছে আর উকীল মজকুর দর্শান যে উক্ত মৌজা বিরোধীয় তালুকের অন্তর্গত হওয়ায় ঐ মৌজা প্রধান কি না এবিষয়ে এতকাল পরে আপত্তি করার আবশ্যক নাই কেননা এই কএক বৎসর বাদির ক্ষান্ত থাকাই ঐ বিষয়ে চূড়ান্ত বিবেচনা করিতে হইবেক।

আপেলাণ্টগণের পক্ষে বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ পুনরায় করিলেন যে আমার মওক্কেল স্পষ্ট কহে যে ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১২ ধারার বিধি প্রমাণ সরে জমীনে নোটিস জারী করা হয় নাই ও বাদির এই এজহারের প্রতি প্রতিবাদির জওয়াবে কোন আপত্তি করা হয় নাই। সেই কালে উকীল মজকুর আরজির ঐ স্থানটা পাঠ করিলেন তাহার বিবরণ এই যে ডিক্রীদারের নাম অন্যায় রূপে লিখিত হইয়াছে ও সরে জমীনে নোটিস জারী করা হয় নাই বরং তালুক মহাদেব রায়ের অন্তর্গত কিসমৎ আরিহাজারাতে জারী হইয়াছে মাত্র ইহাতে প্রতিবাদী জওয়াব দেয় যে মৌজা আরিহাজারার মধ্যে যে স্থলে নোটিস জারী হয় তাহাতে বাদির বাস স্থান ও কাছারী হওয়ায় ঐ আপত্তি বল বৎ হইল না অতএব বিখ্যাত স্থানে ঐ নোটিস জারী হইয়াছে বলিতে হইবেক আর জওয়াবল জওয়াবে বাদী পুনবার লেখে যে মৌজা আরিহাজারাতে তাহার মাল কাছারী নাই কেবল তাহার বাস স্থান আছে মাত্র অতএব এস্তাহার হওয়া মহলের অন্তর্গত মৌজা আরিহাজারা না হওয়ায় আইন মতে নোটিস জারী করা হয় নাই আরও তাহাতে লিখিত আছে, যে পেয়াদা পাঠান হয় সে ব্যক্তি কহে কোন ব্যক্তি মহল দেখাইয়া না দেওয়ায় বাদির বসত্বাটীতে নোটিস লটকান হইয়াছে এই বিষয় সম্বন্ধে প্রতিবাদীগণ কহে যে বাদির ঐ মহল সংক্রান্ত মাল কাছারী তাহার বাটীতে হইবায় সেই স্থানে নোটিস জারী করা হইয়াছে ও ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে অতএব ইহার দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে বাদী বরাবর কহিয়া আসিতেছে যে মৌজা আরিহাজারার অন্তর্গত বাদির বাটী তালুক মহাদেব রায়ের মধ্যে ও সেই স্থানেই নোটিস জারী হইয়াছে ও বাদির তহশীলের কাছারী সেই স্থানে বটে ইহা স্বীকার করিলেও বিরোধীয় মহলের মধ্যে নোটিস জারী করা হইল না বলিতে হইবেক আর মৌজা আরিহাজারা যে তালুক মহাদেব রায়ের মধ্যে আছে তাহা পরগণা আতর সাহাপুরের মধ্যে স্থিত বটে কিন্তু এই পরগণা ভুক্ত না হইয়া এক স্পষ্ট স্বতন্ত্র তালুক স্বরূপ গণ্য হয়। যে সম্পত্তি বিক্রীত হইবে তাহা

পরগণা আতর সাহাপুরের রকম ।।৶১৩।– হিস্যা ও তাহার নাম দফ্তরা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় ও কৃষ্ণনারায়ণ রায় কিন্তু মৌজা আরিহাজারা পরগণা আতর সাহাপুর অন্তর্গত এক স্বতন্ত্র তালুক মহাদেব রায়ের এক অংশ হওয়ায় উক্ত মৌজা এক অপর সম্পত্তি বলিতে হইবেক আর ১২০৯ মোং ইং ১৮০২ সালের কুইন কুইনিএল কাগজাতে প্রকাশ পাইতেছে যে লক্ষ্মীনারায়ণ ও কৃষ্ণরাম রায় পরগণা আতর সাহাপুরের রকম ।।৶১৩।– হিস্যা ও ইহাতে ১৮ কিসমৎ ও ১১৩ তালুকদার আছ এই সকলের মধ্যে মৌজা আরিহাজারার নাম উল্লেখ নাই। এই কথা বলিয়া উকীল মজকুর সেই সকল কাগজ পাঠ করিলেন ও কহিলেন যে ইহার আসল কাগজও তজদিক করা নহে। পাটওয়ারী সকল সপষ্টত যে মৌজাওয়ারী কাগজ তৈয়ার করে তাহাতে তালুক মহাদেব রায়ের সকল মৌজা ও কিসমৎ প্রকাশ আছে এতাবতেই মৌজা আরিহাজারার নাম উল্লেখ আছে এ কাগজও আসল তজদিক করা নহে আর মৌজা আরিহাজারা বিক্রীত সম্পত্তির অন্তর্গত কি না অধীন আদালতে এ বিষয়ের কোন আপত্তি হয় নাই কেবল বাদির বাটী যাহাতে তাহার মালের কাছারী আছে তাহাতে নোটিস জারী করাতে সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না সুদ্ধ এই বিষয়ে বাদানুবাদ হয় কিন্তু উক্ত মহলের মধ্যে মৌজা আরিহাজারা আছে কি না এই বিষয়ে এ আদালতে আপত্তি হইতেছে আর পূর্ব্বে বাদীগণ এই সকল বিশেষ ওজর যে উত্থাপন করে নাই তাহার কারণ এই যে এই বিষয়ে যে আইন খাটে তাহা তাহারা জানিত না।

বিচার।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ ও শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেবানের রায়। মৌজা আরিহাজারার মধ্যে বাদির বাটিতে লটকান হইয়া নোটিস যে জারী করা হয় তাহা উভয় পক্ষে স্বীকার করে আর এস্থলে এই ২ বিষয় মীমাংসা করিতে হইবে যথা যে মৌজা আরিহাজারায় বাদির বসতবাটী তাহা নিলামের এস্তাহার হওয়া সম্পত্তির মধ্যে কি না যদি না হয় তবে যদ্রূপ অধীন আদালত অবধারণ করেন ঐ স্থানে নোটিস জারী করাতে আইনের আবশ্যক বিধি অনুসারে কর্ম্ম করা হইয়াছে কি না।

দৃষ্ট হইতেছে যদ্রূপ ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১২ ধারার বিধিমতে আবশ্যক তদ্রূপ সরেজমীনে নোটিস জারী করা হয় নাই কিন্তু তালুক মহাদেব রায়ের মধ্যে মৌজা আরিহাজারাতে নোটিস জারী হয় বাদীগণ আপনাদিগের আরজীতে ইহা সপষ্ট এজহার করিয়াছে আর যে পেয়াদা বাদীগণের বাটীতে নিলামের নোটিস লটকাইয়া দেয় তাহার রোয়দাদে প্রকাশ যে ঐরূপে নোটিস জারী করা হয় কিন্তু প্রতিবাদীগণ আপনাদিগের জওয়াবে মৌজা আরিহাজারা মহল মজকুরের মধ্যে থাকা কহে নাই বরং এই বলিয়া তর্ক করে যে বাদীগণের বসতবাটীতে যে স্থানে তাহাদিগের মাল কাছারী আছে সেই স্থানে নোটিস জারী হওয়ায় আইন সঙ্গত নোটিস জারী করা হইয়াছে আরও এ আদালতে দর্শান হয় যে বিক্রীত সম্পত্তি পরগণা আতর সাহাপুরের কতক অংশ ও তাহার মধ্যেই মৌজা আরিহাজারা আছে অতএব নিলাম কৃত সম্পত্তির মধ্যে উক্ত মৌজা হইবায় সেই স্থানে নোটিস জারী করা নিলাম রক্ষা পাওন বিষয়ে যথেষ্ট বলিতে হইবেক আর ইহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে ও সেই ব্যাখ্যার প্রতি আপত্তিও হয় নাই।

যে মহলের নিলাম এস্তাহার হয় তাহাকে দফুরা লক্ষ্মীনারায়ণ ও কৃষ্ণরাম রায় বলা যায় ও তাহা পরগণা আতর সাহাপুরের রকম ।৵১৩।— অংশ ব্যাপ্ত করে এবং উক্ত পরগণার অবশিষ্টাংশে যে মহল হয় তাহার নাম তালুক মহাদেব রায় ও দফুরা লক্ষ্মীনারায়ণ ও কৃষ্ণরাম রায় মধ্যে না হইয়া তাহাতেই মৌজা আরিহাজারা আছে আর পেয়াদার রোয়দাদে স্পষ্ট প্রকাশ যে ডিক্রীদারের পক্ষ কোন ব্যক্তি তালুক কৃষ্ণরাম কোথায় তাহা নির্দ্দেশ না করিয়া দিবায় সে ব্যক্তি তালুক মহাদেব রায়ের অন্তর্গত দেনদারাণের বসদ্বাটীতে নোটীস লটকাইয়া দেয়। এক্ষণে মোকদ্দমার এই অংশ অস্বীকার করা বা তদ্বিরুদ্ধে কোন কথা কহা প্রতিবাদীগণের উচিত ছিল কিন্তু বাদির এজহার নাকস্ করিতে তাহারা কেবল এই প্রমাণ দর্শাইয়া ও বাদানুবাদ করিয়া যত্ন পাওয়া হয় যে বাদীগণের বাস্তু বাটীর নিকট তাহাদিগের মালের কাছারী তাহাতে নোটিসজারী করিলেই আইনের বিধি অনুসারে কর্ম্ম করা হয় অতএব আমরা অধীন আদালতের এই রূপ দৃষ্টি করা অবধারণ করি যে বাদীগণের বাস্তু বাটীতে নোটিস জারী করা হয় এবং যখন তাহাদিগের মাল কাছারী ঐ বাটীতে কিম্বা বাটীর নিকটে আছে তখন সেই স্থানে নিলাম এস্তাহার দেওয়া তদ্রূপ মহলের মধ্যে কোন স্থানে নোটিস দেওয়াও তদ্রূপ সফল হইয়াছে সুতরাং আইনের বিধি মতে সম্পূর্ণরূপে কর্ম্ম হইয়াছে বলিতে হইবেক।

১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১১ ধারা যদনুসারে এস্থলে নিলাম কার্য্য সম্পন্ন হয় অবধারিত হইয়াছে তাহার এরূপ বিস্তার ব্যাখ্যা হয় না কেননা ইহাতে লেখে যে যে সকল ভূমি নিলাম হইবে "সেতাবতের মধ্যে কোন বিখ্যাত নগর বা গ্রামে নোটিস জারী করিতে হইবে" এবং যদিও আমাদিগের রায়ে নিলামের পর যে কাল গত হইয়াছে তাহাতে যে স্থলে নোটিস দেওয়া নির্দ্ধারিত করা হয় তাহাই যে নিলাম হওয়া ভূমি সকলের বিখ্যাত নগর বা গ্রাম তাহা প্রমাণ করণের ভার হইতে প্রতিবাদীগণ অব্যাহতি পাইতে পারে বটে তথাচ আমাদিগের বিবেচনা মতে যে ঘটনা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে অর্থাৎ আসলে বিরোধীয় ভূমিতে নোটিসজারী করা হয় নাই একথা আমরা ত্যাগ করিতে পারি না কিম্বা আইনের বিস্তারিত অথবা আদেশিত নোটীসের পরিবর্ত্তে অন্য কোন রকম ব্যবস্থা দ্বারা মীমাংসা করিতে পারি না অতএব পূর্ব্বের কএক নজীর অর্থাৎ ৮মুক রিপোর্ট বহির ৭ বালমের লিখিত ১৮৪৪ সালের ৩ আক্টোবর তারিখে নিষ্পন্ন মোসম্মাৎ রূপকুনওরের বিরুদ্ধে রাণী মরাদং আপেলান্টের মোকদ্দমাও সরাসরী রিপোর্ট বহির লিখিত ১৮৫০ সালের ১ আগস্ট তারিখে নিষ্পন্ন ব্রজলাল উপাধ্যায়ের মোকদ্দমা অনুসারে ও বাদী নালিশের যে মেয়াদ আইনে লেখে সেই মেয়াদ মধ্যে নালিশ করিয়া তামাদির বিষয় না ধরিয়া আমরা অবধারণ করি যে রীতিমত নোটিস জারী না হইবায় নিলাম নাকস্ হইয়াছে এবিধায়ে অধীন আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করা ও নিলাম রদ না করা আমাদিগের পক্ষে আবশ্যক হইয়াছে সুতরাং প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি অন্যথা ও নিলাম নামঞ্জুর হইল এবং আপেলান্টের পক্ষে এই মোকদ্দমা ডিক্রী হইয়া এই আদেশ হইল যে আপেলান্ট এই তারিখ হইতে একবৎসরের মধ্যে সুদ ব্যতিরেকে কেবল আসল পণের টাকা আমানৎ করিবে কিন্তু এই নালিশ দায়ের করণের পূর্ব্বে প্রায়

১২ বৎসর গতহওয়ায় এই মোকদ্দমার * পূর্ব্বে যে কাল পর্য্যন্ত বিরোধীয় বিষয় খরিদারের দখলে ছিল খরিদারকে তাহার দায়ী হইতে হইবে না ও সকল খরচা প্রতিবাদীগণের জিম্মা হইল।

শ্রীযুক্ত এ, জোনস সাহেবের রায়। উপস্থিত বিষয়ে একটা নির্দ্ধারিত রায় দেওয়া আমার কঠিন বোধ হইতেছে। বাদির নালিশ ১৮৫২ সালের মার্চ মাসে দায়ের হয় ইহাতে সে ব্যক্তি ১৮৪১ সালের ৩০ জানুয়ারি তারিখে যে ডিক্রী জারি নিলাম হয় তাহা অন্যথা করিতে চাহে এবং ঐ নিলাম অন্যথা করণের এই প্রথমহেতু দর্শান হয় যে১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১২ ধারার বিধি অনুসারে অভিপ্রেত নিলামের নোটিস নিলাম হওনোপযুক্ত ভূমি সম্পত্তির বিখ্যাত নগর বা গ্রামে জারী করা হয় নাই। আমাদিগের সমক্ষে দাখিলী প্রমাণের বিস্তারিত ঘটনা দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে মৌজা আরিহাজরায় নিলামের নোটিস দেওয়া হয় ও এই মৌজা নিলামকৃত সম্পত্তির এক অংশ নহে কিন্তু ডিক্রির দেনদারের বাস্তু বাটী ও মাল কাছারী যাহাতে তাহার প্রজাগণ মালগুজারী আদায় দেয় তাহা ঐ মৌজার অন্তর্গত হইবায় সেই স্থানে নোটিস জারী করাতেই আইনের বিধি সকল অনুসারে কর্ম্ম হইয়াছে অনুভব করা হয়।

১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনে নিলামের পূর্ব্বে যে ২ রীত্যনুসারে কর্ম্ম করিতে হইবে সেতাবতের বিষয় লেখে কিন্তু রীতি বিরুদ্ধ হওয়া হেতুতে নিলাম সকল অন্যথা করণের কোনবিধি ইহাতে লেখে না। ঐ রূপ সকল বিষয় যৎকালে উত্থাপিত হইবে সেতাবৎ মীমাংসা করণার্থ কেবল ১৮২৫সালের ৭ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণ মাত্র আইন পাওয়া যায়। এস্থলে এক জাবেতা নালিশ ব্যতিরিক্ত দেওয়ানী আদালতহায় সরাসরীরূপে অনিয়ম নিলাম নামঞ্জুর করিতে পারেন কি না এই সন্দেহ উপস্থিত হইল তদনুসারে ঐ আইনে এই রূপ বন্দোবস্ত আছে যে যদিস্যাৎ নিলামের ১ মাস মধ্যে নিলামের প্রকরণের বিশেষ অন্যথাচরণ হইয়াছে বলিয়া যে আদালত নিলামের হুকুম দেন তাঁহার সমক্ষে মামেলা উপস্থিত করা হয় তাহা হইলে ঐ নিলাম নামঞ্জুর ও বাতিল হওয়া উক্ত হাকীম রায় দিতে সক্ষম হয়েন আর এই সকল নিলামকার্য্য অনিয়ম হওন বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে হইলে এই বিধি অবলম্বন করিতে হয় যে যে অন্যথাচরণ ঘটিয়াছে তাহা আইনের নির্দ্ধারিত নিলাম প্রকরণ হইতে বিশেষ অন্যথাচারণ কি না আর অন্যথাচরণ মাত্রেই নহে কিন্তু বিশেষ অন্যথাচরণের প্রতিই ১৮২৫ সালের ৭ আইন মতে আদালত সকলের দৃষ্টি করা আবশ্যক অতএব আমার বোধে এই সকল শব্দের ন্যায্য ব্যাখ্যা এই যে যে স্থলে যে অবিধি ঘটিয়াছে বলিয়া নালিশ করা হয় তাহাতে সেই অবিধি জন্য সম্পন্নকৃত নিলামের প্রতি যে বিশেষরূপে হানি হইয়াছে ইহা দর্শাইতে হইবেক ইহাতে এরূপ কথা উপস্থিত হইতে পারে যে আইনের এরূপ ব্যাখ্যা অতি অনিশ্চিত ও ইহা দ্বারা উপস্থিতের অনুরূপ সকল মোকদ্দমা মীমাংসা করিবার কোন নিশ্চয় নিয়ম পাওয়া যায় না কিন্তু কোন রীতি বিষয়ে ত্রুটি হইলে তাহাতেই যে আইন বিরুদ্ধ নিলাম গণ্য হইবে এরূপ রায় দেওয়া আইনের স্পষ্ট অভিপ্রায় বোধ হইতেছে না বরং কোন বিশেষ রীত্যনুসারে কর্ম্ম না করিলে

---

* ১৮৫০ সালের ৪ সেপ্তেম্বর তারিখে মিম্পর মহম্মদ আহিদ, প্রভৃতি রেস্পাণ্ডেন্টগণের বিরুদ্ধে মোসম্মাৎ রাণী মনা প্রভৃতি আপেলাণ্টগণের মোকদ্দমা দৃষ্টি কর।

আইন মতে বিশেষ অন্যথাচরণ করা হয় কি না প্রত্যেক স্থলে আদালত সকল তাহার বিবেচনা করিবেন আইনের এই অভিপ্রায় বোধ হইতেছে।

এস্থলে যদ্রূপ আমি রায় দিয়াছি যে নিলামের প্রতি আপত্তি হইতেছে তাহার ঘটনার ১১ বৎসরের অধিক পরে এ মোকদ্দমা উপস্থিত হয় অতএব কথিত ত্রুটি জন্য বাদির স্বার্থের প্রতি যে বিশেষ হানি হয় ইহা সে ব্যক্তি বিবেচনা করে নাই অবধারিত হওয়া অন্যায় নহে নতুবা অরায় সে ব্যক্তি নালিশ করিত আর যদিও জেলা আদালতে ও তৎপরে সদর আদালতে উক্ত নিলাম সম্পন্ন হইবার পরেই বাদী নিলামের প্রসিদ্ধতার প্রতি আপত্তি করে বটে তত্রাচ তাহাতে মফঃসলে নোটিস জারী করণ বিষয়ে সে ব্যক্তি কোন আপত্তি করে নাই আরো আমি সিদ্ধান্ত করি যে বাদির অর্থস্বার্থে অনিয়মে নোটিস জারী করা জন্য নিলাম বিষয়ে বিশেষ দোষ ঘটনা হওয়া বাদী যে জ্ঞাত ছিল না ইহারো প্রমাণ আছে পরিশেষে যে সকল হাকীম নিলাম করেন আইনের নির্দ্ধারিত সকল রীতির পরিবর্ত্তে অন্য রীতি যে প্রস্তুত করিতে পারে না ইহা বাদানুবাদ করা যদিও আমার রায় নহে তথাপি যখন বাদীর বাটীতে ও পোলিস থানাতে এস্তাহার জারী করা হইয়াছে তখন আইন বিরুদ্ধাচারণ করণের কোন অভিপ্রায় ছিল না।

এমোকদ্দমায় ইহার প্রমাণ আছে দৃষ্ট হইতেছে যে ১৮৫৩ সালের ২৬ মে তারিখে হরসুন্দরী প্রভৃতি কর্ত্তৃক আপীল হইলে এআদালতে যে এক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় তাহাতেও ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১২ ধারার নির্দ্ধারিত কএক বিধি অনুসারে কর্ম্ম করা হয় নাই বলিয়া বাদানুবাদ করা হয়। এই আইনে লেখে যে রেবিনিউবোর্ডের সেক্রেটরির আফিসে নিলামের এস্তাহার জারী করা আবশ্যক ঐরূপ এস্তাহার জারী হয় নাই বলিয়া সে মোকদ্দমায় আপত্তি উত্থাপিত হয় সেস্থলে অবধারিত হয় যে ১৮২৯ সালের ১ আইনানুসারে রেবিনিউ কমিসনর সকল রেবিনিউবোর্ডের কতক বাদে সকল ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেও উক্ত কমিসনর সাহেবের আফিসের বিশেষ রকম বিবেচনায় বোর্ড আফিসে যে সকল এস্তাহার দেওয়া আবশ্যক তৎপরিবর্ত্তে সেই সকল এস্তাহার উক্ত কমিসনর সাহেবের আফিসে দেওয়া উচিত ইহা অনুভব করা যায় নাই। ১৮৫৩ সালের নিষ্পন্ন এই, উপস্থিত আপীল হইতে ভিন্ন বটে কিন্তু ঐ নিষ্পত্তি হইতে এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১২ ধারার রীতি সম্মত কর্ম্ম না করা এত আইন বিরুদ্ধ নহে যে এআদালত যে সকল নিলাম সম্পূর্ণ করিতে ঐ ত্রুটি ঘটিয়াছে তাহা অন্যথা করিতে তাহারা বাধ্য হয় এ সমুদয় বিষয় বিবেচনায় আমার রায় হইতেছে যে যে উল্লেখিত অনিয়ম সূত্রে আপেলান্ট, দাবি করা অব্যাহতি পাইতে পারে বলিয়া সে ব্যক্তি যে প্রমাণ দর্শায় তাহাতে আমার প্রতীতি হয় নাই ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৮ জানুয়ারি।

এজ্‌লাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত বি, জে, কল্‌বিন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেব

১৮৫৫ সালের ২৭৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা চব্বিশ পরগণার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীশ্বর মিত্র রায় বাহাদুর ১৮৫৪ সালের ২৬ আপ্রিল তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

মোসম্মাৎ রাসমণি দাসী (বাদিনী)———আপেলাণ্ট।
মধুসূদন মান্না প্রভৃতি (প্রতিবাদী গণ)———রেস্পাণ্ডেণ্ট গণ।
বাবু বংশীবদন মিত্র ও বাবু রমাপ্রসাদ রায়——আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল দ্বয়।
বাবু মধুসূদন দত্ত ও বাবু মিহির চাঁদ চৌধুরী—রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলদ্বয়।

াৎজারী
পূর্ব্বক দ
র প্রার্থ
মোকদ্দ
বন্ধকীবা।
র অকৃত্রি
প্রমাণ না
র অধীন
লতের
ত্তর বা
ঐ মো
ডিস
হল।

জোৎ ৯২৮০।১০ টাকার দাবিতে এই মোকদ্দমা উপস্থিত হয়।

বাদিনী অর্থাৎ আপেলাণ্ট নীচের লিখিত কএক হেতুতে ৪৮৫।১০ বিঘা ভূমির রকম ৫৷১৩। হিস্যার দখল পাইবার প্রার্থনায় এই নালিশ করে যথা বাদী এজহার করে যে ১২৪৬ সালের ৮ ভাদ্র মোতাবেক ১৮৩৯ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে মধুসূদন মান্না প্রভৃতি তাহার নিকট মং ২৮০০ টাকা কর্জ্জ লয় তন্মধ্যে পূর্ব্বের দেনা মং ৭৮৮ টাকা বাদে মং ২০১২ টাকা তাহাদিগকে নগদ দেওয়া হয় আর ঐ তারিখে তাহারা উক্ত ভূমির এক বন্ধকী কওয়ালা লিখিয়া দিয়া এই একরারে আবদ্ধ হয় যে যদিস্যাৎ ২ বৎসর মধ্যে তাহারা টাকা আদায় দিতে না পারে তাহা হইলে উক্ত ভূমি বাদিনীকে দেওয়া হইবে অনন্তর ঋণ কর্ত্তাগণের বিরুদ্ধে অন্য এক ব্যক্তি ডিক্রির টাকা পরিশোধ জন্য উক্ত ভূমির নিলাম এস্তাহার হইলে ১৮৫০ সালের ১২ আপ্রিল তারিখে বাদিনী তাহাতে আপন দাবি স্থাপন করে সুতরাং তাহার এস্তাহার সহিত উক্ত সম্পত্তি বিক্রীত হয় আর বার বাদিনী ১৮৫১ সালের সেপ্তেম্বর মাহায় তাহাতে বয়বাতের নোটিস জারী করিলে অদ্যাবধি টাকা পাওনা থাকায় সে ব্যক্তি ঋণ কর্ত্তাগণ ও খরিদার ও মূল জমীদারানকে প্রতিবাদিগণ করিয়া দখলের নিমিত্ত নালিশ করিতেছে।

ঋণ কর্ত্তাগণ কোন জওয়াব দাখিল করে নাই কিন্তু অন্যান্য প্রতিবাদী ঐ ব্যাপার যোগসাজসী ও প্রতঞ্চক বিশিষ্ট বলিয়া তাহা অস্বীকার করে। প্রধান সদর আমীন মোকদ্দমার এই ভাব গ্রহণ করিয়া তাহা ডিসমিস্ করেন। কেননা তাহার রায় এই যে বাদিনীর সাক্ষীগণের সাক্ষ্য গোল যোগ বিশিষ্ট আর বাদিনীর দেওয়ান ঐ দলীলের নবিসিন্দা ও তাহার খাজাঞ্চি ইহার মধ্যে কাহাকেও তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে তলব করায় নাই আর উক্ত দলিল রেজেষ্টরী করা নহে আর পূর্ব্বের এক দেনা পরিশোধের কথা ইহাতে লিখিত নাই আর আদায়ের মেয়াদের পরে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়বাতের

নোটিস দেওয়া হয় নাই, আর ঋণকর্ত্তাগণ মোকদ্দমায় জওয়াব না দেওয়ায় বাদিনীর সহিত তাহাদিগের যোগ সাজসী বুঝায় বিশেষতঃ যে স্থলে অন্য ব্যক্তির নিকট তাহারা যে ঋণ গ্রস্ত ইহা দর্শান হইয়াছে আর কতক গুলিন বেঙ্কনোট যাহা তাহারা বাদিনীর নিকট পায় কথিত হইয়াছে সে তাবৎ তাহারা অন্য ব্যক্তিগণকে যে দিয়াছে ইহার সন্ধান পাইলেও হাকীম মৌসুফ তাহাদিগের দাবি অবিশ্বাস করেন আর বোধ হয় উক্ত দলীলে নূতন সাক্ষীগণের নাম যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রধান সদর আমীন এই মোকদ্দমায় যে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন আমরা ও তাহাতে ঐক্য হইতেছি কেননা এই ব্যাপার সন্দেহ সূচক হওন বিষয়ে অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ ইহা রেজেষ্টরী করা নহে কিম্বা বয়বাতের স্বত্ব অর্শিবার পর ১০ বৎসরের মধ্যে ইহা জারী করিবার প্রার্থনা হয় নাই যথা ১৮৫০ সালের আপ্রিল মাহায় অর্থাৎ ঐ স্বত্বথাকার পর ৮ বৎসরের অধিক গত হইনা গেলে এই দাবি উপস্থিত হইয়াছে আর তঙ্কক এই দলীলের অভিপ্রায় হইলে ইহা আরও আধুনিক অর্থাৎ অল্প দিনের করা যাইতে পরিত বলিয়া যে তর্ক হয় তাহাতে আমাদিগের বক্তব্য এই যে ঐ দলীলের অধিক পূর্ব্বের তারিখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে যদিস্যাৎ তাহা সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে উক্ত ঋণকর্ত্তাগণের অন্যান্য মহাজনগণের দলীলহায় অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বের হওয়ায় শ্রেষ্ঠ গণ্য হইবে আর প্রধান সদর আমীনের হেতু বাদের অন্যথায় এই তর্ক হয় যে দলীলের নিম্ন ভাগে পূর্ব্বের দেনা উল্লেখিত আছে ইহাতে বক্তব্য এই যে তাহা সত্যবটে কিন্তু বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে মোকদ্দমার পোষক হইবে বলিয়া তাহা যেন পরে বসান অর্থাৎ যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বোধ হইবে আর ঋণকর্ত্তাগণকে যে সকল বেঙ্কনোট দেওয়া হয় সেতাবৎ তাহাদিগের হাত দিয়া গিয়াছে প্রকাশ পাইয়াই উল্লেখিত অভি-প্রায়েই সে সকলের নম্বরাদি পরে টোকা হইয়াছে আমার দিগের বিবেচনা হইতেছে।

এবিধায়ে খরচা সহিত আমরা এই আপীল ডিসমিস করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৮ জানুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব }

১৮৫৬ সালের ১৭৬ নম্বরী মোকদ্দমা।

ছাপরার অতিরিক্ত মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী মহীউদ্দীনের ১৮৫৪ সালের ২৫ নবেম্বর তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৫ সালের ২০ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মজর সিংহ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———— ————আপেলাণ্টগণ।
বুতাই সিংহ (বাদী) বুসাওয়ান সিংহ (প্রতিবাদী)—রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মেং আর টি, এলান সাহেব———— ————আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল।
বাবু মিহিরচন্দ্র চৌধুরী———— ———— { রেস্পাণ্ডেণ্ট বুতাই সিংহের পক্ষ উকীল।

যে হিস্যার নিমিত্ত নালিশ হয় তাহার প্রতিপক্ষ দখলের কথা। উত্থাপিত না হইবায় মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় তামাদী আইয়ামের বিষয় উত্থাপিত হয় নাই অবধারিত হইল।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সার্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ১৯ মার্চ তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল হয়।

“দর্শান হয় যে দরখাস্তকারী অর্থাৎ প্রতিবাদীগণ যে তামাদী আইয়ামের ওজর দেয় অধীন আদালতদ্বয় তাহার নিষ্পত্তি করেন নাই। সে ওজর এই যে বাদী যে ব্যক্তির নিকট বিরোধীয় ভূমি খরিদ করিয়াছে বলিয়া দাবি করিতেছে সেই ব্যক্তি অথবা তাহার পিতৃ পুরুষগণের নিকট ক্রয় করিয়া প্রতিবাদীগণ ১২ বৎসর পর্য্যন্ত সেই ভূমিতে দখলীকার আছে। অধীন আদালতদ্বয় ঐ ওজর অগ্রাহ্য করিয়াছেন কিন্তু তাহার কোন সপষ্ট কারণ দেন নাই ও যদ্রূপ মোকদ্দমার বাধা সম্বন্ধে ওজর মীমাংসা করিতে হয় উক্ত ওজরের তদ্রূপ মীমাংসা করেন নাই। মোকদ্দমার তদন্ত বিষয়ে এই দোষ মাতবর বিবেচনা করিয়া উল্লেখিত বিষয়ে উভয় অধীন আদালত কর্ত্তৃক পুনস্তদন্ত জন্য মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করা উচিত কিনা এই বিষয় বিচার করিতে আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম”।

বিচার।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ ও শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ সাহেবানের রায়। বোধ হইতেছে যে রহিম খাঁর যে মৌজা সারবহনের রকম ৭।৵০ দেড়পাই হিস্যা ডিক্রী জারীতে বিক্রয় হয় বাদী তাহা খরিদ করে ও দখল প্রার্থনায় এই নালিশ উপস্থিত করে। তাহার দাবির বিরুদ্ধে অন্যান্য ওজরের মধ্যে এই ওজর দেওয়া হয় যে প্রতিবাদীগণ উক্ত হিস্যাতে ১২ বৎসরের অধিক দখলীকার আছে আর রহিম খাঁর যে তাহাতে কোন হক বা স্বত্ব ছিল তাহারা অস্বীকার করে অতএব অধীন আদালতদ্বয় অবধারিত করেন যে রহিম খাঁর স্বত্ব তাহারা অস্বীকার করাতে তাহার নিজের স্বীকার স্বলে যদ্রূপ এস্থলে তদ্রূপ তামাদী আইয়ামের বিষয় উত্থাপিত হয় নাই অতএব এই নিষ্পত্তিতে ত্রুটী হয় নাই বোধ হইতেছে

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৮ জানুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেক্‌স্ সাহেব
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেব

১৮৫৬ সালের ৩৪৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা নদীয়ার সদর মুনসেফ শ্রীযুক্ত সৈএদ সাদৎ হোসেনের ১৮৫৫ সাল ১৯ নবেম্বর তারিখের এক ডিক্রী বাহাল রাখিয়া ঐ জেলার জজ্ শ্রীযুক্ত আর, এম, স্কিনর সাহেব ১৮৫৬ সালের ৭ জানুয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

প্রাণধন চক্রবর্ত্তী (প্রতিবাদী)——————আপেলাণ্ট।
গদাধর দে (বাদী) ও চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য (প্রতিবাদী)-রেস্পাণ্ডেণ্ট গণ।
মেং ই, কোলব্রুক সাহেব——————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল নাই।

মুনসেফের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে আপীলের দরখাস্ত সকলেতেই আপীলের অজুহাৎ থাকিবে অথবা যদিস্যাৎ সে তাবৎ আলাহিদা দিতে হয় তাহা হইলে আপীলের মেয়াদ মধ্যে দিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন, ও শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ৭ জুলাই তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

" ১৮৫৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে জেলার জজ্ সাহেবের নিকট এই খাস আপেলাণ্ট আপীল দায়ের করিলে হাকীম মৌসুফ তাহার আপত্তির হেতু সকল অর্থাৎ অজুহাৎ দাখিল করণের জন্য এক সপ্তাহ তাহাকে সময় দেন কিন্তু তাহা না করাতে ১৮৫৬ সালের ৭ জানুয়ারি তারিখে জজ্ সাহেব ঐ আপীল নম্বর খারিজ করেন।

এই খাস আপেলাণ্ট দর্শায় যে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে আদি হুকুমের তারিখ অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর হইতে ৬ সপ্তাহ গত না হইলে তাহার আপীল নম্বর খারিজ হওয়া উচিত নহে।

এই বিষয় বিচার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম "।

বিচার।

সর্টিফিকেটের লিখিত হেতু এই যে এক মুনসেফের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে কোন ব্যক্তি আপীল করিতে চাহিলে আপীলের দরখাস্ত দাখিল করণের যে মেয়াদ আইনে দেয় আপীলের অজুহাৎ দাখিল করণাভিপ্রায়ে তদতিরিক্ত সময় সে ব্যক্তি পাইতে পারে কি না?

দৃষ্ট হইতেছে যে এ জন্য আইনে মধ্যবর্ত্তী সময়ের বিষয় বিবেচনা করে নাই বরং এরূপ লেখে যে কোন মুনসেফের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে আপীলের দরখাস্তে যে ২ হেতুতে আপীল হইতেছে সে তাবৎ লিখিত থাকিবে তদর্থে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৬ ধারা দৃষ্টি কর তাহাতে প্রকাশ যে " কোন ব্যক্তি মুনসেফের বিচারে অসন্তুষ্ট হইলে যে তারিখে তাহাকে ফয়সলার নকল দেওয়া যায় যদি সেই তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আপীলের দরখাস্ত করা হয় তবে সেই ব্যক্তি জেলার জজ্ সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে আর ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারায় সদর আমীন, রেজিষ্টর

রহীম খাঁর লেকে রুকম /১০ আনার হিস্যা দখল হয় নাই বলিয়া প্রতিবাদীগণ যে ওজর দেয় তাহা অপ্রমাণ হইয়াছে অতএব তাহারা যে রুকম /১০ আনা হিস্যার দখলী কার ছিল তদ্ভিন্ন রুকম /১০ আনা হিস্যা রহীম খাঁর দখলে থাকা প্রমাণ হইবায় তাহারা যে তামাদী আইয়ামের ওজর উত্থাপন করে তাহা খাটাইবার কোন কারণ নাই আর যদিস্যাৎ তাহারা ঐ হিস্যাতে রহীম খাঁর স্বত্ব স্বীকার করিয়া তাহার দখল অমান্য করিত তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে তাহাদিগের ১২ বৎসর দখল ছিল কি না আমাদিগের এই বিষয় মীমাংসা করিতে হইত কারণ তাহাদিগের ছাড়া রুকম /১০ আনা তাহার হিস্যা দৃষ্ট হইয়াছে ও সরাসর রহীম খাঁর দখলের প্রতিপক্ষে তাহাদিগের দখলের বিষয় তাহারা কখন প্রস্তাব করে নাই এবিধায়ে আমরা খরচা সহিত এই খাস আপীল অগ্রাহ্য করিলাম।

শ্রীযুক্ত এ. স্কোনস সাহেবের রায়। উপস্থিত দরখাস্তকারী এই বিষয় উপস্থিত করে যে রহীম খাঁর বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করাতে বাদী যে হিস্যা খরিদ করে কেবল নিলাম দ্বারা সেই হিস্যা রহীম খাঁর অনুভব করা যাইতে পারে না ও ইহাতে তামাদী আইয়াম এই নালিশের প্রতি বাধা হয়।

ডিক্রীজারির নিলামের পূর্ব্বে রহীম খাঁর ভোগদখলে এক হিস্যা থাকা রায় দিয়া যে সরাসরী হুকুম হয় কেবল তাহাতে যে প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ দরখাস্তকারীগণ কখন দখল হইতে চ্যুত হয় নাই, তাহাদিগের প্রতিপক্ষে ঐ হিস্যা রহীম খাঁর ভোগদখল হওয়া মীমাংসা হইতে পারে না। এস্থলে বাদীগণ রহীম খাঁর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে অতএব যদ্রূপ তাহার দ্বারা নালিশ দায়ের হইলে সেই নালিশের বিরুদ্ধে তামাদী আইয়াম এক মাতবর ওজর হইত তদ্রূপ এই বাদীগণের বিরুদ্ধেও হইবে। অধীন আদালত দ্বয় তামাদী আইয়ামের বিষয় ধরিতে অস্বীকার করিয়াছেন ও তাহার বিচার না করিয়া এই নিষ্পত্তি করেন যে বাদী যে হিস্যা খরিদ করে তাহার নিমিত্ত নালিশ করণের সমুদয় স্বত্ব দর্শিত প্রমাণ দ্বারা আইন মতে প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে। দরখাস্তকারীগণ কহে যে ডিক্রীজারির তারিখে রহীম খাঁর স্বত্ব পরিত্যাগ হইয়াছে অতএব ঐ স্বত্বের প্রসিদ্ধ প্রমাণ স্বরূপ নিলামের রোবকারীকে অবলম্বন করা আমার অসম্পূর্ণ বোধ হইতেছে আর নিলামের দ্বারা নহে বরং নিলাম জন্য প্রাপ্ত স্বত্ব দ্বারা বাদির স্বত্ব মাতবর হয় বলিতে হইবেক অতএব দরখাস্তকারী কহে ও ইহা প্রমাণ করিতে দেওয়া হয় যে উক্ত স্বত্ব দাবি করণের প্রার্থনায় নালিশ হইলে তাহার বাধা ঘটে ইতি।

াহেব অথবা জেলা বা সহর আদালতের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে যে মোকদ্দমা আপীল হয় হইতে পারে সেই আপীলের বন্দোবস্ত করিতে লেখে যে ফয়সলার নকল না থাকিলে ও ঐ রূপ দরখাস্ত দাখিল হইতে পারে ও "তাহাতে আপীলের বিশেষ হেতু অথবা ওজুহাৎ থাকা আবশ্যক হইবে না বরং তাহাতে এই কথা সংক্ষেপে লেখা থাকে যে সেই পক্ষ বিচার নিষ্পত্তিতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার অসম্মতিতে আপীল করিতে চাহিতেছে" আর ঐ ধারার ৫ প্রকরণে বিস্তারিয়া লেখে যে এ তাবৎ আপেলাণ্টগণ য় ঐ দরখাস্তে নতুবা স্বতন্ত্র সওয়াল জওয়াব দ্বারা জানাইতে পারে।

এবম্ভূত দৃষ্ট হইতেছে যে এক তারিখে যে উক্ত দুই আইন জারী হয় তদ্দ্বারাই মুনসফ ও সদর আমীনের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে আপীল উত্থাপন করণের ভিন্ন ২ নিয়ম নির্দ্ধারণ করে এবং ইহাতে আইন কারকগণের এই অভিপ্রায় নিতান্ত সিদ্ধান্ত হইতেছে য ভিন্ন ২ আদালত হইতে আপীল হইলে আপেলাণ্টগণ ভিন্ন ২ উপায় অবলম্বন করিবে।

আইনের অভিপ্রায়ের এই ভাব গ্রহণ করিয়া আমরা অবশ্য অবধারণ করিতেছি যে মুনসেফের বিচারের অসম্মতিতে আপীলের দরখাস্তেতেই হয় আপীলের সকল হেতু লিখিত থাকিবে নতুবা যদি স্বতন্ত্র দিতে হয় তবে আপীলের মেয়াদ মধ্যে দিতে হইবে আর অন্যান্য উক্ত আদালতের বিচারের অসম্মতিতে আপীল সকল১৮১৪ সালের ৬ আইনের ৮ ধারার ৫ প্রকরণের লিখিত উপায় ক্রমে নিয়তই করিতে হইবে।

অতএব আপেলাণ্ট যে ৬ সপ্তাহ মেয়াদের বিষয় বাদানুবাদ করে তাহা সে ব্যক্তি পাইতে পারে না কেননা আইনানুসারে স্বতন্ত্র সওয়াল জওয়াব স্বরূপ ওজুহাৎ দাখিল করিবার তাহার কোন ক্ষমতা নাই অথবা যে গাফিলি জন্য সে ব্যক্তি দোষী হইয়াছে তাহা ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের সাধারণ বিধি অনুসারে বিবেচনা করা যাইতে পারে না।

অতএব এই আপীল অগ্রাহ্য হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৯ জানুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কল্‌বিন সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেব } জজ।

১৮৫৬ সালের ৩৩৬ নম্বরী দরখাস্ত।

রামমণি দাসী প্রতিবাদিনীর বিরুদ্ধে দরখাস্ত কারী অর্থাৎ বাদীগণের মোকদ্দমায় জেলা নদীয়ার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় রামলোচন ঘোষের ১৮৫৬ সালের ২৩ জানুয়ারি তারিখের নিষ্পত্তি বাহাল রাখিয়া ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত মেং আর, এম, স্কিনর সাহেব ঐ সালের ৩১ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে সরাসরী খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় ঐ সালের ৩০ জুন তারিখে আনন্দচন্দ্র সান্যাল প্রভৃতি এ আদালতে এক দরখাস্ত দাখিল করে।

ওয়াসিলাৎ দেয় হয় রায় দিয়া ও তাহার পরিমাণের তদন্ত জন্য এক জন আমীন

মুন্সী আমীর আলী ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত——— দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলদ্বয়
এবং আর, টি, এলান সাহেব ও বাবু বংশীবদন মিত্র—প্রতি পক্ষের উকীল দ্বয়।

নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

জেলা নদীয়ার প্রধান সদর আমীন যে হুকুম দ্বারা ডিক্রির তারিখ হইতে ডিক্রি হওয়া ভুমির দখল দেওনের তারিখ নাগাএদের ওয়াসিলাৎ ডিক্রীদারানকে দিয়াছে সেই হুকুম সংক্রান্ত এই দরখাস্ত হইয়াছে। ১৮৫৩ সালের ১২ মার্চ তারিখে প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ এই সকল দরখাস্তকারী যাহারা ফয়সলাতে ওয়াসিলাতের হুকুম নাই বলিয়া উত্থাপিত ওয়াসিলাতের দাবির প্রতি বাধা দিয়াছে, তাহাদিগের আপত্তি প্রধান সদর আমীন অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং ঐ তারিখে হাকীম মৌসুফ এক আমীনের দ্বারা দেয় ওয়াসিলাতের নির্দ্ধারণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া শেষে ১৮৫৬ সালের ২৩ জানুয়ারি তারিখে উক্ত আমীন কর্ত্তৃক অনুসন্ধান দ্বারা যে ওয়াসিলাৎ দেয় বিবেচনা হইল সেই ওয়াসিলাৎ দিবার হুকুম দেন।

এই হুকুমের অসম্মতিতে দরখাস্তকারীগণ জজ সাহেবের নিকট আপীল করিয়া কহে যে তাহারা আসলে ওয়াসিলাতের নিমিত্ত দায়ী নহে এবং জজ সাহেব ১৮৫৩ সালের ১২ মার্চ তারিখের হুকুম যাহার অসম্মতিতে কোন আপীল উত্থাপিত হয় নাই সে হুকুম চূড়ান্ত ধরিয়া দরখাস্তকারির দায়ী হওয়া আর না হওনের কোন তদন্ত কর্ত্তব্য নাই বিবেচনা করেন। আমাদিগের দৃষ্ট হইতেছে যে প্রধান সদর আমীনের ১৮৫৩ সালের ১২ মার্চ তারিখের হুকুমের অসম্মতিতে দরখাস্ত কারীগণ আপীল না করিলেও যে তৎকালে প্রধান সদর আমীনের তদন্তাধীন সমুদয় বিষয় ১৮৫৬ সালের ২৩ জানুয়ারি তারিখে তদন্ত শেষ হইলে সেই সমুদয় বিষয়ের উপর আইন মতে আপীল করিবার সাবকাশ যে তাহারা প্রাপ্ত হইবে না ইহা ন্যায্য নহে। সত্য বটে আমীন নিযুক্ত করণের প্রথম বন্দোবস্ত বিষয়ক হুকুমের অসম্মতিতে দরখাস্তকারীগণ আপীল করিতে পারিত বটে কিন্তু আমরা সেই সকল হুকুমকে মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ দৃষ্টি করি অতএব তৎ হইতে তৎক্ষণাৎ আপীল যে নিতান্ত আবশ্যক ইহা আমরা বিবেচনা করি না এবিধায় আমরা জেলার জজ সাহেবের ১৮৫৬ সালের ৩১ মার্চ তারিখের হুকুম অন্যথা করি এই অভিপ্রায়ে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করি যে তাঁহার সমক্ষে যে আপীলের দরখাস্ত হইয়াছে তাহার গুণাগুণের প্রতি বিচার নিষ্পত্তি হয় ইতি।

নিযুক্ত করিবার যে হুকুম হয় তাহার অসম্মতিতে আপীল করা না হইবায় যে চূড়ান্ত হুকুম দ্বারা ওয়াসিলাতের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হয় তাহার নারাজিতে ও আপীল হইতে পারে না বলিয়া অধীন আদালত যে বিধি করেন তাহা এ আদালতে অন্যথা হইল কেনন৷ প্রথম হুকুম মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ গণ্য হইবেক তাহার অসম্মতিতে যে সময় তাহা আপীল করিতে হইবে ইহা নিশ্চয় নিয়ম নহে।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১০ জানুয়ারি।

একলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৪ সালের ১৫৪৩ নম্বরী দরখাস্ত।

তীতারাম কলিতা প্রতিবাদির বিরুদ্ধে দরখাস্তকারী বাদির মোকদ্দমায় জেলা কামরূপের সদর মনসেফ শ্রীযুক্ত দশরথ চৌধুরির ১৮৫৪ সাল ১৯ মার্চ্চ তারিখের ফয়সলা অন্যথা পূর্ব্বক ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত গর্গরাম বড়ুয়া ১৮৫৪ সাল ২ সেপ্তেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় বাদী কলিতা ১৮৫৪ সাল ৩০ নবেম্বর তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

জানান যাইতেছে যে পশ্চাদুক্ত হেতু সকলে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

বিরোধীয় সম্পত্তির বন্দোবস্ত কালীন যে ঠাকুরিয়া ও কাগোটী তাহা জরিপ করে তাহাদিগের সহিত যোগসাজস পূর্ব্বক প্রতিবাদী তাহাকে এক খণ্ড ভূমি হইতে বেদখল করিয়াছে ইতিবাক্যে বাদী তাহার দখল পাইবার নিমিত্ত নালিশ করিলে মুনসেফ তাহার পক্ষে ডিক্রী দেন; কিন্তু আপীলে প্রধান সদর আমীন এই হেতুতে তাহাকে নন্‌সুট করেন যে তাহার অন্য অংশীরা ঐ নালিশে একত্রিত হয় নাই আর উক্ত ঠাকুরিয়া এবং কাগোটীকেও প্রতিবাদী করা হয় নাই। খাস আপীলের ওজর এই যে বাদির অংশ সম্পূর্ণ পৃথক এবং কেবল সেই অংশের নিমিত্তই সে নালিশ করে। সে যাহাহউক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না যে বাদির অন্য অংশীরা তাহার সহিত নালিশে সহযোগী হউক বা নাই হউক তথাপি যে সম্পত্তি হইতে সে বেদখল হইয়াছে তজ্জন্য নালিশ করণে বাদী সম্পূর্ণরূপে যোগ্য বটে; আর দখল পাইবার নিমিত্ত এই মোকদ্দমায় জরিপী কর্ম্মচারীগণকে প্রতিবাদী করিবারও কোন মাত্র আবশ্যকতা হইতে পারে না। অতএব প্রধান সদর আমীনের হুকুম অন্যথা পূর্ব্বক এই আদেশে মোকদ্দমা তাঁহার নিকট পুনঃ প্রেরিত হইল যে তিনি তাহার নম্বর বহাল করিয়া গুণাগুণ বিবেচনায় তাহার বিচার করেন ইতি।

বন্দোবস্তীর জরিপে নিযুক্ত আমীনদিগের সহিত যোগ সাজস পূর্ব্বক প্রতিবাদী বাদীকে বেদখল করিয়াছে কহিয়া বাদী যে নালিশ করে তাহাতে অবধারিত হইল যে উক্ত আমীনদিগের মোকদ্দমার পক্ষকরণের আবশ্যক ছিল না; অতএব প্রধান সদর আমীনের নন্‌সুটের আজ্ঞা অন্যথা পূর্ব্বক গুণাগুণ বিবেচনায় বিচার হইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান হইল।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১০ জানুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেব জজ্।
শ্রীযুক্ত জে, এস্ টরেন্‌স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৯১ নম্বরী মোকদ্দমা।

১৮৫৩ সালের ১৮৫ নম্বরী মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স, ও শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেন্‌স এবং শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবান ১৮৫৬ সাল ১৬ মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার পুনর্দৃষ্টি নিমিত্ত দরখাস্ত।

কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় (রেস্পাণ্ডেণ্ট)———দরখাস্তকারী।
মধুসূদন মুখোপাধ্যায় (আপেলাণ্ট)———প্রতিপক্ষ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও মেং আর, টি, এলান সাহেব—দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলগণ।
বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়——————প্রতিপক্ষের উকীল।

পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল কারণ দরখাস্তের হেতু সম্পূর্ণরূপে বেচিত হইয়াছে এবং প্রথম বিচারেও বিবেচনে ত্রুটি নাই।

ফয়সলা বহির ৪১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গত ১৬ মে তারিখে বাদির নালিশ ডিস্‌মিস্ করিয়া আমরা যে নিষ্পত্তি করি তাহার পুনর্দৃষ্টি প্রার্থনায় বাদির দরখাস্ত একণে আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। উক্ত নালিশে বাদী আপন পিতার অছিদিগের বিরুদ্ধে এতদর্থে এক দাবি করে যে তাহার পিতার সম্পত্তি হইতে তাহার পাওনা বাকী আছে; কিন্তু সে ইহা স্বীকার করিয়াছে যে পূর্ব্বে সে ঐরূপ যে আর এক দাবি করিয়াছিল তাহার হিসাব নির্দ্দিষ্ট মতে মোকাবিলা হইয়াছিল; সুতরাং সেমতে প্রগাগুণ সম্বন্ধে বর্ত্তমান মোকদ্দমা এক নূতন নালিশ স্বরূপ না হইয়া তাহা এই ওজর মূলে সপাক্ত হইয়াছিল যে যে সকল হিসাব দৃষ্টে পূর্ব্ব রাজিনামায় সমাপ্ত হওয়া হইয়াছিল তাহা হইতে তাহার পিতার কতক সম্পত্তি ও পাওনা অছি মঙ্কুরেরা ভঞ্চকতা পূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত মোকদ্দমা বিচার করিয়া আমরা এই অবধারিত করিয়াছি যে বাদী অছিদিগের বিরুদ্ধে গোপন বা ভঞ্চকতা করণ দোষ সপ্রমাণ করিতে পারে নাই; কিন্তু ফলে যে হিসাব নিকাশ হইয়াছে তাহার পুনস্তদন্ত পক্ষে কেবল ঐরূপ করণই কারণ স্বরূপ প্রকাশ হইয়াছে। অতএব ঐ কারণ সাব্যস্ত না হইবায় উক্ত নালিশ কাজে কাজেই ডিস্‌মিস্ হয়।

পূর্ব্বে প্রকাশিত বিচারে এই মোকদ্দমার সবিশেষ বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবেক। বর্ত্তমান দরখাস্তের মূল হেতু এই এবং তাহা প্রথম তর্কেও দর্শান হইয়াছিল যে ১১৮২০০ টাকার মূল্যের যে সকল কোম্পানির কাগজ অছি মঙ্কুরেরা খরিদ করে তাহার যথেষ্ট হিসাব তাহারা কখন দাখিল করে নাই: আর বিশেষতঃ ইহাও বলা হইয়াছে যে যেস্থলে অছিরা কহে যে উক্ত টাকার মধ্যে ৯৪৭০০ টাকা তাহারা মুমূর্ষু দানে ব্যয় করিয়াছে সেস্থলে ঐ ব্যয়ের সম্পূর্ণ হিসাব দাখিল করা কর্ত্তব্য ছিল। ফলে পূর্ব্বে যখন আমরা এই মোকদ্দমা

প্রবণ করি তখনই আমরা জ্ঞাত ছিলাম এবং বিচারে স্বীকারও করিয়াছি যে মুমুর্ষু দান যেরূপে বিতরণ হইয়াছিল তাহা অধিক সম্পূর্ণ ও আপত্তি রহিত প্রকারে আদালতের সমক্ষে দর্শান হইতে পারিত। পূর্ব্বে আসলে নালিশ হয় নাই এরূপ কোন দাবির স্বরূপ এমোকদ্দমা আমাদিগের বিচার করিতে হইবে না বরং এমোকদ্দমার বিষয়ে নালিশ হইয়া মিটিয়া গিয়াছিল আর ঐ রূপ মিটিয়া যাওনের সূত্র স্বরূপ দরখাস্তকারী যে সকল খাতা বহি রীতিমত গ্রাহ্য করে সেতাবৎ পরীক্ষা হইয়া পুনর্ব্বার দাখিল হইবার আমাদিগের এই বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে যে অছিগণ বাদির বিষয়ের সরবরাহ করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়া বাদীকে সমস্ত ব্যাপার যে জ্ঞাত করিয়াছে তাহা অনুভব করণের কোন উত্তম কারণ আছে কি না অথবা অছিগণ যে সকল খাতা বহি দাখিল করিয়াছে বাদী স্বীকার করে সেতাবৎ গ্রাহ্য করণ নিমিত্ত বাদীকে বদ্ধ রাখিতে পারা যায় কি না। আর নিজ পিতা রামলোচন মুখোপাধ্যায় বাদীকে যে দান দিয়া যান তাহার কোন অংশ যে তাহারা আদায় করে নাই একথা বলিয়া কোনকালে নালিশ উপস্থিত করা হয় নাই। এ স্থলে তাহার পিতার মৃত্যু হইলে পর, কোথা হইতে তাহা সে ব্যক্তি জানে না কিম্বা তাহার হিসাব দিতে পারে না, অবশিষ্ট যে কোন তহবিল অছিগণের হস্তে পড়ে তাহার ও ঐ তহবিলের সুদের এক হিস্যার নিমিত্ত সে ব্যক্তি দাবি করিতেছে মাত্র আর অছিগণ রামলোচন মুখোপাধ্যায়ের অনেক উত্তরাধিকারীকে যে ২ দান দেওয়া হয় সেতাবতের স্বতন্ত্র ২ হিসাব ও ১২৩৪ সালের ২০ শ্রাবণ পর্য্যন্ত প্রথম খানা ও ১২৪৪ সালের ১৭ পৌষ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় খানা সাধারণ হিসাব দাখিল করে ইহার মধ্যে শেষোক্ত খানাতে যে সকল তহবিল তাহাদিগের হাতে পড়ে সে সমুদয় তাহাতে বিস্তারিত আছে আর অছিগণ সকল তহবিলের টাকা লইয়া কোম্পানির কাগজ করে সত্যবটে কিন্তু এক্ষণেই ইহা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না কিম্বা কোন প্রকারে বাদীও দর্শায় নাই যে অছিগণের দাখিলী হিসাবের লিখিত যে তহবিল থাকা স্বীকার করা হইয়াছে তাহা হইতে কোম্পানির কাগজ স্বরূপ তহবিল বিভিন্ন আর তহবিল ছিল আমাদিগের ইহাও সপষ্ট বোধ হইতেছে যে যেরূপে কোম্পানি কাগজ তহবিল গাঁতান হয় প্রতিবাদী অর্থাৎ অছিগণ বাদীকে সে না জানাইয়া গোপন করিয়া ছিল এমত নহে এবং সে ব্যক্তি অর্থাৎ বাদী ও তাহার ভ্রাতাগণ, অছিগণ টাকা লইয়া যেরূপ কারকারবার করিয়াছে তদ্বিষয়ে আপনারা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়াছে ও তাহার সমক্ষে উপস্থিত করা হিসাব দস্তখত করিয়া কোন ভঞ্চক থাকা প্রমাণ করিতে না পারিলে উক্ত দস্তখত দ্বারা দরখাস্তকারীকে আবদ্ধ হইতে হইবেক আর যে নিয়মানুসারে আমরা এই নিষ্পত্তি করিয়াছি তাহা ১৮৫৩ সালের ২০ জুন তারিখে প্রীবিকৌনসেলের নিষ্পন্ন * হেনরি মেকেনার আপেলান্টের মোকদ্দমায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে কেননা তাহাতে অবধারিত হয় যে ভঞ্চক না থাকিলে যে সকল খাতা বহি মীমাংসা হইয়া শেষ হইয়াছে সেতাবৎ সূত্রে কোন নূতন মোকদ্দমা হইতে পারে না।

এই দরখাস্তের পোষকতায় বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ এই প্রথম বার কহিলেন যে মৃত রামলোচন মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বীকার করিয়াছে তাহাকে দান আদায় দেওনের যে

* মুর সাহেবের রিপোর্ট বহির ৫ বালেমে ৩৭২ পৃষ্ঠা

রুমিন অহিথণ দাখিল করে তাহা আদালতের এক ডিক্রী দ্বারা জাল দলীল বলিয়া স্থির দেওয়া হইয়াছে আর নিজ পিতার অবশিষ্ট তহবিলের হিসাবের প্রতি দরখাস্তকারী যে দাবি করে তাহা হইতে দরখাস্তকারির মাতাকে দেয় দান আদায় দেওয়া বিভিন্ন বিষয় একথা না ধরিলেও কথিত অবস্থাতে এত বাদানুবাদের পর এই পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্তের কোন প্রসিদ্ধ কারণ আমরা গ্রাহ্য করিতে পারি না।

এ বিধায়ে খরচা সহিত আমরা এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১ জানুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেব জজ্।
শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্‌স সাহেব }
শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব } একটিং জজ্

১৮৫৬ সালের ৯২ নম্বরী মোকদ্দমা।

উপস্থিত প্রমাণ এআদালত যেরূপ বিবেচনা করেন তাহার প্রতি আপত্তি করায় নিষ্পত্তি পুনর্দৃষ্টি গ্রাহ্য করণের কোন ন্যায্য হেতু পাওয়া যায় না একন্য পুনর্দৃষ্টি প্রার্থনায় এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স ও শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস সাহেব ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবান ১৮৫৬ সালের ২২ মে তারিখে ১৮৫৩ সালের ৫৩১ নম্বরী মোকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি করেন তাহার পুনর্দৃষ্টি।

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (আপেলাণ্ট)——————দরখাস্তকারী।
রাজা জয়মঙ্গল সিংহ (রেস্পাণ্ডেণ্ট)——————প্রতিপক্ষ।
মেং এ, টি, টি, পিটরসন সাহেব——————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়——————প্রতিপক্ষের উকীল।

রাজা জয়মঙ্গল সিংহের বিরুদ্ধে রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাদী অর্থাৎ আপেলাণ্টের মোকদ্দমায় ২২ মে তারিখে এ আদালতের যে নিষ্পত্তি হয় তাহার পুনর্দৃষ্টি গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় এই দরখাস্ত হইয়াছে।

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহের পক্ষে মেং পিটরসন কহিলেন যে নথির প্রমাণের বিরুদ্ধে এই নিষ্পত্তি হইয়াছে ইহা দর্শাইতে তিনি উপদেশ পাইয়াছেন।

আমাদিগের বিবেচনায় উপস্থিত প্রমাণ এ আদালত যেরূপ অনুভব করেন তাহার প্রতি আপত্তি করায় নিষ্পত্তি পুনর্দৃষ্টি গ্রাহ্য করণের কোন ন্যায্য হেতু পাওয়া যায় না।

এবিধায়ে খরচা সহিত আমরা এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলাম ইতি।

ইং ১১৬৯ পৃষ্ঠা ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি. রেকস সাহেব }
শ্রীযুক্ত সি. জে. কলবিন সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব }

১৮৫৬ সালের ২৩৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

ফরিদপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সি, মেকে সাহেবের ১৮৫৪ সাল ১৪ জুন তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া জেলা ঢাকা ও বাখরগঞ্জের একটিং অতিরিক্ত জজ্ শ্রীযুক্ত এইচ, সি, মেটকাফ সাহেব ১৮৫৫ সালের ১১ জুলাই তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

গঙ্গাহরি দত্ত ও ভগবানচন্দ্র দত্ত (বাদীগণ)————আপেলাণ্টগণ।
ফরিদপুরের ডিপুটী কালেক্টর প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ————আপেলাণ্টগণেরপক্ষ উকীল।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়———— } রেস্পাণ্ডেণ্ট ডিপুটী কালেক্টরের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস ও শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ২৯ আপ্রিল তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেবের সর্টিফিকেট। "কতকগুলিন বাজেআপ্তী ভূমির বন্দোবস্তে প্রবর্ত্ত হইবার স্বত্ত্ব উপার্জ্জনের জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয়। প্রকাশ পাইতেছে যে উক্ত বাজেআপ্ত এক বিশেষ রকমের ছিল এবং কোন আইন অনুযায়ী তাহা হয় কি আমাদিগের আইন প্রমাণ উক্ত ভূমির দখলীকার ব্যক্তির সম্বন্ধে তাহার কি ফল হয় তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে না। বাদীগণ কহে যে ১৮১৯ সালের ২ আইন অনুযায়ী ঐ ভূমি বাজেআপ্ত হয় এবং প্রতিবাদী কহে যে সে আইন অনুযায়ী তাহা বাজেআপ্ত হয় নাই কিন্তু জজ্ সাহেব এই দুই বিপরীত কথার মীমাংসা করেন নাই। যাহা হউক বাদীগণ কহিয়াছে যে উক্ত ভূমি তাহাদিগের উত্তরাধিকারিত্ব এবং উক্ত বাজেআপ্তকে বাজেআপ্ত স্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারা কহে যে তাহার বন্দোবস্তে প্রবর্ত্ত হইবার স্বত্ত্ব তাহাদিগের আছে। আমি দেখিতেছি যে জজ্ সাহেব এই কথা বলিয়া এই দাবির নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে "আমার অভিপ্রায়ে বন্দোবস্তের প্রতি কোন স্বত্ত্ব আপেলাণ্টগণের কস্মিন কালে ছিল না"। আমার বিবেচনায় এই অবধারণ অতিশয় ক্ষীণ ও অযথেষ্ট হইতেছে এবং সম্পূর্ণ ও আইন সঙ্গত রীতিতে উত্থাপিত এই দাবি তদ্দ্বারা নিষ্পত্তি হইতেছে না।

"অতএব অধীন আদালতের ডিক্রী অসম্পূর্ণ হইয়াছে কি না তাহা বিচার করিবার জন্য আমি এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি। বাদীগণ যে স্বত্ত্ব উত্থাপন করে তাহা অগ্রাহ্য করিবার হেতু সকল বিস্তার করিয়া লিখিবার জন্য এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান উচিত। প্রকাশ পাইতেছে যে আপেলাণ্টগণের কোন স্বত্ত্ব না থাকা বলিবার ক্ষমতা রেবেনিউ সংক্রান্ত হাকীমান গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং সেই কার্য্য এই দরখাস্তকারীগণের প্রতি ন্যায় সঙ্গত রূপে আবদ্ধকর কি না তাহা ধার্য্য করা দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্য"।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেক্স সাহেবারে সর্টিফিকেট। "আমার বিবেচনায় এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হওয়া উচিত। খাস আপেলাণ্টগণ কহে যে উক্ত ভূমি সকল নওয়ারী মহল ছিল এবং অধীন আদালতের প্রতিবাদী কহে যে তাহা কস্মিনকালে বাজেআপ্তী কার্য্যের অধীন হয় নাই কি ঐ ভূমি জমাবন্দী করিবার প্রতি গবর্ণমেণ্ট আপন স্বত্ব উল্লেখের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এরূপ কার্য্যের আবশ্যক ছিল না, অতএব খাস আপেলাণ্টগণ কস্মিনকালে বাজেআপ্তী কার্য্য হওয়া বা কস্মিনকালে তাঁহাদিগের মালিকী স্বত্ব থাকার সপ্রমাণ করণার্থ যখন কিছুই দাখিল করে নাই, তখন আমি অবধারণ করি যে খাস আপেলাণ্টগণের পক্ষে বিচার করিবার কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। এবিধায়ে আমি জজ্ সাহেবের ফয়সলা বাহাল করি"।

বিচার।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেক্স ও শ্রীযুক্ত বি, জে, কল্‌বিন সাহেবানের রায়। ১৮৫৪ সাল জানুয়ারি মাসের জেলা ঢাকার রিপোর্ট বহির ৬ পৃষ্ঠায় ও ১৮৫৫ সাল জুলাই মাসের বহির ১৭৬ পৃষ্ঠায় এই মোকদ্দমার বিবরণ দৃষ্ট হইবে।

এতাবৎ দৃষ্টে প্রকাশ পাইতেছে যে যে মহলের বন্দোবস্তের দাবি করা হইতেছে তাহা নিস্বামী জায়গীর মহল ছিল, সুতরাং তাহার মালিকত্ব গবর্ণমেণ্টকে অর্শিয়াছে, তাহাতে ১৮১৯ সালের ২ আইন অনুযায়ী রীতিমত বাজেআপ্তের দ্বারা না হইয়া উক্ত কারণে জমাবন্দির স্বত্ব ঘটিয়াছে। দরখাস্তকারীগণের সহিত প্রথমবার বন্দোবস্ত করা হয় নাই এবং যতদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে তাহাতে তাহারা উক্ত বন্দোবস্তে বহির্ভূত হইবার প্রতি সম্মতি প্রকাশ করে। তাহার পুনরায় বন্দোবস্ত এক জন ইজারদারের সহিত ২০ বৎসর হইল হইয়াছে, সেই বন্দোবস্তের প্রতি দরখাস্তকারীগণ দাবি করিতেছে, সেই বন্দোবস্তে মালিকানার বিষয়ে কিছু লেখা নাই, সুতরাং উক্ত মহল কোন ব্যক্তির মিলকিয়ৎ বলিয়া যে স্বীকার করা হয় নাই তাহা তদ্দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। দরখাস্তকারীগণ আপনাদিগকে কেবল তালুকদার ও পূর্ব্ব দখলীকার বলিয়া কহে, তাহারা কিছু এমত বলে না যে তাহারা পূর্ব্ব মালিক ছিল, তবে তাহারা কহে যে উক্ত ভূমি জায়গীর থাকা কালীন তাহারা অধীন তালুকদার ছিল। যে পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদিগের মিলকিয়ৎ সপ্রমাণ না করে সে পর্য্যন্ত স্বত্ব স্বরূপে ঐ বন্দোবস্তের প্রতি তাহারা দাবি করিতে পারে না কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে মিলকিয়ৎ স্বত্ব তাহারা এক্ষণে উত্থাপন করিতেছে না কারণ তাহারা সুদ্ধ ইজারার বন্দোবস্তের প্রতি দাবি করিতেছে মাত্র সুতরাং স্বত্ব স্বরূপে তাহা দাবি করিবার যোগ্য নহে। এবিধায়ে আমরা খরচা সুদ্ধা এই আপীল অগ্রাহ্য করি।

শ্রীযুক্ত এ, স্লোনস সাহেবের রায়। উভয় পক্ষের বাদানুবাদ শ্রবণে আমার বোধ হইতেছে যে এআদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য হইতে পারে এমত অবস্থায় নথী হওন পক্ষে অধীন আদালতে এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় নাই।

বাদীগণ আপনাদিগের আরজীতে কহে যে তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানির পূর্ব্বে উক্ত বিষয়ের অধিকারী ছিল এবং গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্তের কর্ম্মকারীগণকর্ত্তৃক বেদখল হইবার তাহার দখলের জন্য ও তাহাদিগের বেদখল থাকা কালীনের ওয়াসিলাতের জন্য তাহারা দাবি করিতেছে।

উক্ত তালুক নওয়ারা জায়গীরের এক অংশ স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাতে এমত অনুভব হইতেছে যে ঐ জায়গীর মহলের বাজেআপ্ত (যাহা কি প্রকার করা হইয়াছিল দর্শান হয় নাই) যাহাতে গবর্ণমেণ্ট বাদীগণকে তাহাদিগের তালুক হইতে বেদখল করিতে সক্ষম হয়েন তদ্দ্বারা তাহারা বেদখল হইয়াছিল। এই মোকদ্দমার প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ

ডিপুটী কালেক্টর ও ইজারদারগণ আপনাদিগের জওয়াবে কহে যে " যৎকালীন উক্ত ভূমি ক্রোক করা হয় তৎকালীনের দখলীকার স্বরূপে বন্দোবস্তের প্রতি বাদীগণের কোন স্বত্ত্ব নাই ও থাকিতে পারেওনা " গবর্ণমেণ্ট এরূপ জওয়াব দেন এবং জজ্ সাহেব ঐ ওজর গ্রহণ করিয়া আপন ফয়সলায় লেখেন যে উক্ত বন্দোবস্তের প্রতি আপেলাণ্টগণের কস্মিন কালে কোন স্বত্ত্ব ছিল না। বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কর্ম্মচারীগণের কার্য্যের দ্বারা বাদীগণ যে বিপদগ্রস্ত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বিশেষতঃ ঐ কার্য্যের রকম ও ন্যায্যতা যখন সম্পূর্ণ রূপে বিচার করা হয় নাই তখন আমার বিবেচনায় অধীন আদালতের ফয়সলা দূষ্য হইতেছে। রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল বাবু রমাপ্রসাদ রায় আমাদিগের নিকট কহেন যে মেয়াদী পাট্টা দিবার প্রতি গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ও সেই পাট্টার অধীনে উক্ত ভূমি বাদীগণকর্ত্তৃক ভোগ দখল করিবার স্বত্ত্ব ইহার মধ্যে প্রভেদ আছে কিন্তু আরজির মর্ম্ম স্থূল গ্রহণ করা দুঃসাধ্য হইতেছে যেহেতু রেবেনিউ সংক্রান্ত হাকীমান অন্য ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করিবায় তাহা হইতে উৎপন্ন যে বেদখল তাহাই এই নালিশের হেতু হইতেছে এবং বাদীগণের আরজির বিশেষ প্রার্থনা এই যে ঐ আইন অসঙ্গত বেদখল জন্য তাহাদিগের প্রাপ্য ওয়াশিলাতের ডিক্রী তাহাদিগকে দেওয়া হয়। আমাদিগের নিকট যে ফয়সলা উপস্থিত তাহার ফল ওয়াশিলাতের প্রতি বাদীগণের কোন স্বত্ত্ব না থাকা ধার্য্য করা কিন্তু বন্দোবস্তে বাদীগণের কোন স্বত্ত্ব নাই ও থাকিতে পারে না এই ইচ্ছাধীন অনুভবের কিছু মাত্র হেতু আমার নিকট উপস্থিত করা হয় নাই, অতএব আমার বিবেচনায় জজ্ সাহেব যে ডিক্রী দিয়াছেন তাহা অসম্পূর্ণ হইতেছে। উক্ত বন্দোবস্তের দ্বারা বাদীগণ বেদখল হইয়াছিল এবং প্রতিবাদী যে রূপ কহে তদ্দ্বারা তাহাদিগকে বেদখল করিবার অভিপ্রায় স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং বাদীগণ সেই কার্য্যের প্রতীকার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে তাহাদিগের নালিশ ন্যায় বা অন্যায় হউক বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা যাহা করিয়াছেন তাহা তাঁহারা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এই কথা বলা ফয়সলার কোন উত্তম হেতু আমার বিবেচনা হইতেছে না ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২ জুলাই।

এক্‌লাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্‌ সাহেব }
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৬৫৬ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি কৃষ্ণগঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী ফজলৎ হোসেনের ১৮৫৩ সাল ১৮ আপ্রিল তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া জেলা পূরণিয়ার জজ্ শ্রীযুক্ত জি, লক সাহেব ১৮৫৫ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মীর সৈএদ আলী (প্রতিবাদী) ———— আপেলাণ্ট।
সেখ মহম্মদ মোজাহর (বাদী) ———— রেস্পাণ্ডেণ্ট।
মৌলবী মহম্মদ হোসেন ———— আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
মুনসী আমীর আলী ও মৌলবী আমানুদ্দীন-- রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

শ্রীযুক্ত এ, জোন্স ও শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

" বিরোধীয় ভূমির প্রতি বাদির হকসফার স্বত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক অধীন আদালতহায় প্রতিবাদির বিরুদ্ধে ডিক্রী দিবায় প্রতিবাদী এই হেতুতে এই দরখাস্ত করিতেছে যে বিক্রয় কালীন সফিমহম্মদীয় আইন অনুযায়ী রীতিমত নোটিস প্রতিবাদীকে দেয় নাই যেহেতু বাদির আপন কথাতেই প্রকাশ পাইতেছে যে উক্ত স্বত্বের উল্লেখ বা তদ্দ্বারা আপন লাভের মানস বাদির অবর্ত্তমানে সুদ্ধ তাহার একজন মোক্তারকর্ত্তৃক উত্থাপন করা হয় মাত্র এবং সেই মোক্তারকে পূর্ব্বে ক্ষমতা দেওয়া ব্যতীতও তাহা করা হইয়াছিল।

" দরখাস্তকারী ওজর দেয় যে উক্ত আইন অনুযায়ী বিক্রয় কালীন বা পরে হকসফার স্বত্ত্বাধিকারী স্বয়ং সেই স্বত্ব উল্লেখ করিবে এবং সেই ক্ষমতা অন্যের প্রতি দেওয়া হইতে পারে না। এক জন প্রতিনিধির প্রতি উক্ত ক্ষমতা দেওয়া কি তৎকর্ত্তৃক তাহা ব্যবহৃত হইতে পারে কি না তাহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি "।

বিচার।

হকসফার স্বত্ত্বাধিকারির অবর্ত্তমানে তাহার পক্ষে অন্য ব্যক্তি সেই স্বত্ব উল্লেখ করিতে পারে ইতিমধ্যে জজ্ সাহেব যে ফয়সলা করিয়াছেন তাহার পোষকতার রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল আমাদিগকে কোন শাসন দর্শাইতে পারেন নাই। আমরা বিবেচনা করি যে এরূপ ক্ষমতা অন্যের প্রতি দেওয়া হইতে পারে না।

মহম্মদীয় আইনে লেখে যে বিক্রয়ের কথা শুনিবা মাত্র সফি মজ্‌কুর বেগানা খরিদারকে নোটিস দিবে, তাহাতেই সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার জন্য অন্য ব্যক্তিকে প্রস্তুত করার বা প্রেরণ করার আবশ্যকতা রহিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান আরজীতে প্রকাশ যে দাবিদারকে পূর্ব্বে না কহিয়া সুতরাং তাহার নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া মোক্তার মজ্‌কুর আসিয়া খরিদারকে কহে যে বাদী আপন স্বত্বের দাবি করিবার মানস করে। কোন বিধায়েই এরূপ ক্ষমতা রহিত তাহাকে যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না এবং এই হেতুতেই কেবল এই নালিশ ডিস্‌মিস্ হওয়া উচিত ছিল। এবিধায়ে তাবৎ আদালতের খরচা বাদির জিম্মা করিয়া জজ্ সাহেবের ফয়সলা আমরা অন্যথা করি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব }
শ্রীযুক্ত বি, জে, কল্‌বিন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, জোন্স সাহেব }

১৮৫৭ সালের ৬৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সারণের সদর আমীন শ্রীযুক্ত সৈএদ মহম্মদ ওয়াহিদুদ্দীনের ১৮৫৫ সাল ২০ আপ্রিল তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মোল্লা মহম্মদ সাদিক খাঁ বাহাদুর ১৮৫৬ সালের ২০ ফিব্রুয়ারি তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

রাজকুমার সিংহ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———আপেলাণ্টগণ।
লালা শিওসহায় ও মৌলবী ফকীরুলহক (বাদীগণ)-রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু অনুকূল-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ——— } আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ কোন উকীল নাই।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন ও শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৭ সালের ১৯ জানুয়ারি তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"বাদীগণ জেলা সারণের আদালতের উকীল, তাহারা আপনাদিগের পূর্ব্ব মওক্কেল প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ এই খাস আপেলাণ্টগণের নামে আপনাদিগের প্রাপ্য ফির নিমিত্ত নালিশ করে এবং ওকালৎনামার তারিখ হইতে সুদের দাবি করে। উভয় অধীন আদালতই বাদীগণের ফির ও প্রতিবাদীগণের পক্ষে যে মোকদ্দমায় তাহারা উকীল নিযুক্ত হয় সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তির তারিখ হইতে সুদের ডিক্রী দেন। খাস আপীলে ওজর দেওয়া হইতেছে যে ১৮৩৯ সালের ৩২ আইনের বিধি অনুযায়ী দাবি করার তারিখ হইতেই কেবল সুদের ডিক্রী দেওয়া উচিত ছিল।

"আমাদিগের বিবেচনায় এস্থলে এমত কথা উঠিতেপারে যে এই মোকদ্দমার নালিশী দেনাকে ১৮৩৯ সালের ৩২ আইনের লিখিত 'নির্দ্ধারিত টাকা' বলা যাইতে পারে কি না কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন রায় না লিখিয়া সুদ্ধ এরূপ মোকদ্দমা সকলে ডিক্রী হওয়া টাকার প্রতি কোন তারিখ হইতে সুদের হুকুম দেওয়া উচিত তাহাই বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি। এস্থলে ইহা বলা উচিত যে সুদ্ধ ওকালৎনামা সুত্রে এই নালিশ হইয়াছে, কারণ এই ব্যক্তিদিগের মধ্যে কোন প্রকার লিখিত একরারনামা ছিল না"।

বিচার।

অত্র মোকদ্দমায় প্রকাশ পাইতেছে যে প্রতিবাদীগণকর্ত্তৃক দেয় খরচার বিষয়ে উকীল বাদীগণ ও তাহাদিগের মধ্যে কোন একরারনামা ছিল না। ওকালৎনামায় যে কথা দর্শিত হইতেছে যে উকীল স্বরূপে কার্য্য করিবার জন্য প্রতিবাদীগণ তাহাদিগকে নিযুক্ত করে তাহাই কেবল উকীলদিগের নালিশের হেতু হইতেছে। অতএব ১৮৩৯ সালের ৩২ আইনে যদ্রূপ লেখে স্পষ্ট এমত বিধি আছে যে দেনা যদি এক নির্দ্ধারিত সময়ে লিখিত এক দলীল প্রমাণ দেয় না হয় তাহা হইলে যে তারিখে লিখিত রকমে সেই দেনার দাবি করা হইবে অর্থাৎ যখন দেনদারকে এরূপ দাবির সমাচার দেওয়া হইবে যে সেই তারিখ হইতে সুদের দাবি করা হইবে সেই সময় অবধিই কেবল সেই দেনার সুদের ডিক্রী দেওয়া হইতে পারে।

অতএব বর্ত্তমান মোকদ্দমায় আমরা বিবেচনা করি যে বাদীগণের দাবি করা এই নালিশ উপস্থিত করার তারিখ হইতে গণ্য করিতে হইবে সুতরাং সেই তারিখ হইতে আমরা খাস রেস্পাণ্ডেণ্টগণ বাদীগণকে সুদের ডিক্রী দেই।

এই আপীলের খরচা খাস রেস্পাণ্ডেণ্টগণ বাদীগণের জিম্মা হইল ইতি।

ইং ১১৮২ পৃষ্ঠা ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৬ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই. এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৭০৬,৭০৭ ও ৭০৮ নম্বরী মোকদ্দমা সকল।

চৌকি বৈদ্যখালির মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী মতিউল রহমানের ১৮৫৪ সাল ২৮ নবেম্বর তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া জেলা রঙ্গপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত নফিরুদ্দীন মহম্মদ খাঁ বাহাদুর ১৮৫৫ সালের ১ আপ্রিল তারিখে যে কএক ফয়সলা করেন সেতাবতের অসম্মতিতে কএকটা খাস আপীল।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর (বাদী)——————আপেলাণ্ট।
সেখ খজুরুদ্দীন ও সেখ মীর খাঁ। (প্রতিবাদীগণ)—রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ——আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ কোন উকীল নাই।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেবদের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট সকল অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি, সাহেবের সর্টিফিকেট। "বাকী খাজানার জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয়, প্রতিবাদীগণ রাইয়ত। মুনসেফ এই মোকদ্দমা ডিসমিস্ করেন কারণ জেরার সওয়াল কালীন কএক জন সাক্ষির কথাব প্রকাশ পায় যে প্রতিবাদীগণ স্বয়ং ঐ ভূমি আবাদ করেনাই এবং ১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই তারিখে নিস্পন্ন আপেলাণ্ট রামচন্দ্র দত্তের মোকদ্দমায় এ আদালত যে বিধি করেন তদনুযায়ী তিনি রায় দেন যে যে কবুলিয়ত সূত্রে বাদী নালিশ করিয়াছে তাহা ইষ্টাম্পে হওয়া উচিত ছিল।

"প্রধান সদর আমীনের নিকট আপীলে বাদী ওজর দেয় যে প্রতিবাদীগণ রাইয়ত স্বরূপে তাহাকে কবুলিয়ত লিখিয়া দেয় সুতরাং যে সকল ভূমির কবুলিয়ত তাহারা দেয় সে সকল যে অন্য ব্যক্তিকর্তৃক আবাদ হইয়াছে তাহা সে জানিতে পারে না। প্রধান সদর আমীন বিবেচনা করেন যে এরূপ কোন দলীলে ইষ্টাম্পের আবশ্যক করে না কিন্তু উল্লেখিত নজীরের দ্বারা আপনাকে আবদ্ধ বিবেচনা করিয়া তিনিও ঐ নালিশ ডিসমিস্ করেন।

"দরখাস্তকারী তর্ক করে যে মুনসেফ আদালতে প্রতিবাদীগণ এতদ্বিষয়ে কোন ওজর উত্থাপন করেনাই তবে সাক্ষীদিগের প্রতি জেরার সওয়াল কালীন এই কথা হটাৎ উপস্থিত হয় এবং প্রধান সদর আমীন যদি এমত বিবেচনা করিয়া ছিলেন যে এরূপ কোন দলীলে আইন অনুযায়ী ইষ্টাম্পের আবশ্যক করে না তবে এমত স্থলে নজীরের অনুগামী না হইয়া আইনের অনুগামী হওয়া তাঁহার উচিত ছিল।

"যদিও এ আদালতের নজীর সকলকে সেতাবতের অভিপ্রায় মত আইনের সহকারী বলিয়া গন্য করা উচিত এবং এরূপ বিষয় সকলের শাসন স্বরূপে সে সকলকে গ্রহণ করা অধীন আদালতহায়ের উচিত বটে কিন্তু এই মোকদ্দমার বিশেষ অবস্থা যে স্থলে উক্ত ভূমি প্রতিবাদীগণকর্তৃক যে যথার্থ আবাদ করা হয় নাই তদ্বিষয়ে কোন ওজর উত্থাপিত

না হইয়া কেবল সাক্ষির জবানবন্দীতে হটাৎ উপস্থিত হইয়াছে এবং যে স্থলে প্রধান সদর আমীন কহিয়াছেন যে উল্লেখিত নজীর আইন অনুযায়ী নহে তদনুযায়ী এই বিষয় বিচার করিবার জন্য আমি এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি যে প্রধান সদর আমীন ন্যায় সঙ্গত রূপে বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছেন কি না ও এরূপ মোকদ্দমা সকল যে স্থলে এই ব্যক্তিদিগের মধ্যে পাট্টা কবুলিয়ত দেওয়া লওয়া হইয়াছে সেতাবতে পাট্টার লিখিত প্রকাশ্য সর্ত্ত সকলের উপর ইষ্টাম্পের আবশ্যকতা নির্ভর করে কি না"।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেবের সর্টিফিকেট। "এই মোকদ্দমা নজীরের বিরুদ্ধে আইনের মোকদ্দমা হইতেছে অতএব ইহাতে উত্থাপিত বিষয়ের এক প্রসিদ্ধ বিধি স্থাপিত হইবার জন্য এই খাস আপীল আমি গ্রাহ্য করি"।

বিচার।

এই তিন মোকদ্দমা তিন কবুলিয়ত সূত্রে হইয়াছে সেই সকল কবুলিয়ত রাইয়ত প্রতিবাদীগণকে দেওয়া পাট্টা সকলের অনুযায়ী লেখা হইয়াছে। কএক জন সাক্ষির পরীক্ষা কালীন প্রথম আদালতে প্রকাশ পায় যে ঐ সকল পাট্টা অনুযায়ী প্রতিবাদীগণকে দেওয়া ভূমির কিয়দংশ তাহাদিগকর্তৃক না হইয়া অন্য ব্যক্তিকর্তৃক আবাদ হইয়াছিল সে হেতু ১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই তারিখে নিষ্পন্ন রামচন্দ্র দত্তের মোকদ্দমা নজীর মতে উক্ত কবুলিয়ত সকল ইষ্টাম্পকাগজে লিখিত হওয়া উচিত ছিল অবধারিত হইবায় বাদির কএক নালিশ ডিস্‌মিস্ হয়। প্রধান সদর আমীন উল্লেখিত নজীর অবলম্বন করিয়া অধীন আদালতের ফয়সলা বাহাল করেন।

আমরা বিবেচনা করি যে বর্ত্তমান মোকদ্দমার ন্যায় মোকদ্দমা সকলে যাহাতে এমত প্রকাশ পায় না যে পাট্টা ও কবুলিয়ত দেওয়া লওয়া কালীন রাইয়তেরা জোত করিত এবং যাহাতে কবুলিয়তের মর্ম্ম এরূপ হয় যে রাইয়তেরা যে পাট্টা লইয়াছে তাহার অনুযায়ী সেই কবুলিয়ত লিখিয়া দিয়াছে সে সকল স্থলে সেই কবুলিয়ত ইষ্টাম্পকাগজে হওয়া উচিত কি না তাহা মীমাংসা করিবার জন্য আমাদিগকে সেই কবুলিয়তের সর্ত্তের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে এবং তাহার উপর নির্ভর মতেই কেবল নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

এই সকল মোকদ্দমায় বাদী যে সকল কবুলিয়ত দাখিল করিয়াছে সেতাবতে স্পষ্ট প্রকাশ যে রাইয়তগণের জোতের ন্যায় প্রতিবাদীগণের জোত হইতেছে। অতএব আমরা বিবেচনা করি যে ঐসকল জোতের পরিমাণ কি প্রতিবাদীগণ কর্ত্তৃক পরে বন্দোবস্ত করা অন্য ব্যক্তিকর্ত্তৃক সে সকলের আবাদ হওয়া দৃষ্টে এমত স্থির করা যাইতে পারে না যে কবুলিয়ত সকলের সর্ত্ত সকলের বিপরীতে ঐ সকল ভূমি ভোগদখল করা হইয়াছিল।

এই অভিপ্রায় অনুযায়ী আমরা বিবেচনা করি যে উক্ত ভূমি কোরফা রাইয়তের দ্বারা আবাদ করা হইলেও যখন কবুলিয়ত সকল মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিগণের না হইয়া রাইয়ত অথবা জোতদারগণের হইতেছে তখন ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (A) এচিহ্নিত তপসিলের ৩১ দফায় যে সকল বিষয় ছাড়া আছে ঐ সকল কবুলিয়ত সেতাবতের অধীন হইতেছে সুতরাং সে সকল ইষ্টাম্পে লিখিত হইবার আবশ্যক করে না।

অতএব আমরা এই আদেশে এই সকলমোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটপাঠাই যে তিনি গুণাগুণের প্রতি বিচার জন্য সে সকল প্রথম আদালতে ফেরৎ পাঠাইবেন ইতি।

ইং ১১৮৪ পৃষ্ঠা ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৬ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স্‌ সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৭ সালের ৪৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সারণের সদর আমীন শ্রীযুক্ত ডবলিউ, রাইট সাহেবের ১৮৫৪ সাল ১২ সেপ্টেম্বর তারিখের একডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মেজা মহম্মদ সাদিক খাঁ বাহাদুর ১৮৫৫ সালের ১০ আপ্রিল তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

সা কুন্দনলাল ও স ফুন্দনলাল (প্রতিবাদীগণ)——————আপেলান্টগণ।
যদুনাথ পাণ্ডে (বাদী) ও বাবু বসনদেওনা-
রায়ণ সিংহ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ——— } রেস্পণ্ডেন্টগণ।
মেং আর, টি, এলান——————আপেলান্টগণের পক্ষ উকীল।

রেস্পণ্ডেন্টগণের পক্ষ কোন উকীল নাই।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৭ সালের ১৩ জানুয়ারি তারিখে এই মোকদ্দমার খাস খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"প্রতিবাদীগণ খাস আপেলান্টগণ কহে যে ১৮৫৫ সালের ৫ আক্‌টোবর তারিখে বসনদেওনারায়ণ সিংহ ৬৬০০০ টাকা লইয়া কএকটা সম্পত্তি তাহাদিগের নিকট বন্ধক রাখে, পরে বন্ধকদাতা সেই দেনা অনেক পরিশোধ করিয়া এক নূতন কওয়ালা লিখিয়া দেন, তাহাতে আদি কওবালার সমুদয় কথা ও বন্ধক গ্রহীতার প্রাপ্য টাকা পরিশোধার্থে যে টাকা সে দিবাছে তাহা লিখিয়া ১৮৪৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে যে টাকা বাকী থাকে তাহার নিমিত্ত সে ১৮৪৯ সালের ১৪ নবেম্বর তারিখে সেই সকল সম্পত্তি সেই সর্ত্তে বন্ধক রাখে। ইহার মধ্যে বন্ধকদাতা দরখাস্তকারীগণের নিকট বন্ধকী মৌজা-হায়ের মধ্যে রঙ্গপুর নামে এক মৌজা এই বাদির নিকট বন্ধক দেয়। ১৮৪৯ সালের নবেম্বর মাহার বন্ধকী কওয়ালা যখন খাস আপেলান্টগণের পক্ষে ১৮৪৫ সালের আক্‌টোবর মাহার বন্ধকী কওয়ালা হইতে হইতেছে, তখন প্রথমে খাস আপেলান্টগণের দাবি পরিশোধ করিতে না বলিয়া অধীন আদালত বাদীকে দখলের যে ডিক্রী দেন তাহা অন্যায় ও অমৃতলাল প্রভৃতি বাদীগণ, এবং বাবু বসনদেওনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে সা কুন্দনলাল প্রভৃতি, প্রতিবাদীগণের মোকদ্দমায় ১৮৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর তারিখে এআদালত যে বিধি করেন তাহার বিরুদ্ধ হইতেছে।

"আমাদিগের বিবেচনায় অধীন আদালতদ্বয়ের ফয়সলা সকল ভুল হইতেছে এবং এই সকল অবস্থা অনুযায়ী দরখাস্তকারীগণের কওয়ালাকে এই মোকদ্দমার বাদির কওয়ালা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অতএব অধীন আদালতের ফয়সলা অন্যথা হওয়া উচিত কি না তাহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি"।

বিচার।

আমরা দেখিতেছি সর্টিফিকেটে ঘটনা সকল ঠিক লেখা হইয়াছে, অতএব আমাদিগের

খাস আপেলাণ্ট যে দলীলের উপর নির্ভর করিয়াছিল সেই দলীল অকার্য্যকারক বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করতঃ খাস রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষে ডিক্রী দেন। অত্র আদালতে খাস আপীলে এই সকল বাহাল হইয়াছিল।

"পশ্চাৎ খাস আপেলাণ্ট এক সাধারণ উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব উপলক্ষে ঐ সকল জমীপুনঃপ্রাপ্ত হইবার প্রার্থনায় খাস রেস্পাণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে নালিশ উপস্থিত করে।

"খাস রেস্পাণ্ডেণ্ট এই মোকদ্দমায় বিরোধীয় বিষয় পূর্ব্বে নিষ্পত্তি হওয়ার ওজরে জওয়াব দিয়া বাদানুবাদ করে যে ঐ সাবেক মোকদ্দমার মূল বিষয়, ও বিবাদী পক্ষগণ ও ইস্যু ও নালিশের প্রার্থিত অভিপ্রায় এই মোকদ্দমার সহিত একই থাকাতে তাহার সহিত খাস আপেলাণ্টের যে বিরোধ তাহা সর্ব্বতোভাবেই সেই পূর্ব্ব মোকদ্দমায় শ্রবণ ও মীমাংসা হইয়াছে সুতরাং এবিষয়ে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারা অনুযায়ী এই নালিশের পক্ষে বাধা হইয়াছে।

অধীন আদালতদ্বয় মোকদ্দমা এ ভাবে দৃষ্টি করিয়া খাস আপেলাণ্টের নালিশ ডিস্মিস্ করেন।

"সে এক্ষণে খাস আপীল উত্থাপন পূর্ব্বক কালীচন্দ্র লাহিড়ী প্রভৃতির বিরুদ্ধে জগদীশ্বরী দেবীর মোকদ্দমায় ১৮৫৫ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে অত্র আদালতে যে ফয়সলা হইয়াছিল সে তদনুসারে নালিশ করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হওয়ার উল্লেখে ঐ ফয়সলার নজীর স্বরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া এই ওজর করে যে উল্লেখিত দুই মোকদ্দমা একই প্রকার নহে কারণ তন্মধ্যে এক মোকদ্দমা এক হেবানামার উপর ও অন্য মোকদ্দমা উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্বের উপর নির্ভর করে এবং ঐ প্রথম বিষয়ে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে দ্বিতীয় বিষয়ের উপর যে দাবি নির্ভর করে সেই দাবির দোষ গুণের প্রতি কোন ফল হইতে পারে না।

"খাস আপীলে যে হেতুবাদ দর্শাইয়াছে তাহা আমার অভিপ্রায়ে প্রসিদ্ধ বটে। কোন এক দানপত্রের উপলক্ষে উত্থাপিত দাবি অগ্রাহ্য হইলে তাহাতে উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব সূত্রে নালিশ উত্থাপন করণের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয় না, কারণ এক বিশেষ ওজরের উপর যে বিচার নির্ভর করে তাহাতে এক সাধারণ স্বত্ব বনিয়াদে উত্থাপিত এক দাবির প্রতি হানি হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত যে স্থলে বিচার্য্য ইস্যুর সহিত সাবেক মোকদ্দমার মূল বিষয় একই হয় কেবল সেই স্থলেই ঐ নালিশ পূর্ব্বে শ্রুত ও নিষ্পত্তি হইয়াছে বলা যাইতে পারে কিন্তু উপস্থিত বিষয়ে স্পষ্টই ঐরূপ অবস্থা নহে। ইহাতে দরখাস্তকারির দাবি ডিস্মিস্ করিয়া অধীন আপীল আদালত যে ফয়সলা করিয়াছেন সেই ফয়সলা অন্যথা পূর্ব্বক মোকদ্দমার দোষ গুণ সম্বন্ধে বিচার হইবার জন্য মিছিল পুনঃপ্রেরণ করা কর্ত্তব্য কি না তাহার মীমাংসা নিমিত্ত আমি খাস আপীল গ্রাহ্য করণের অভিপ্রায় করি"।

শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবের রায়। "দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে রেস্পাণ্ডেণ্ট যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে তাহাতে রেস্পাণ্ডেণ্ট উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব উপলক্ষে দখলের দাবি করিয়াছিল ও দরখাস্ত কারী সেকালে তাহার স্বত্বের প্রতি আপত্তি না করিয়া সে কেবল এক দান পত্র সূত্রে দখলীকার থাকার প্রসঙ্গে ঐ দাবির বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়াছিল। এই ওজর প্রমাণ হয় নাই ও রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ বিষয়ের উত্তরাধিকারী স্বরূপ এক ডিক্রী প্রাপ্ত হয়। অতএব উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব বুনিয়াদে তাহার দাবির বিষয়ে এক নিষ্পত্তি হইয়াছিল ও দরখাস্ত কারী নিজে উত্তরাধিকারী থাকার প্রসঙ্গে সেই ডিক্রীর প্রতি আপত্তি করিবার জন্য এক্ষণে এক নালিশ উপস্থিত করিতে পারে না। একই পক্ষদিগের মধ্যে একই বিষয় ঘটিত ঐ দুই নালিশ হইয়াছে এবং আমার অভিপ্রায়ে ঐ রূপ কার্য্য ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের বিধান সকলের বিপরীত"।

বিচার।

অত্র মোকদ্দমার বিবরণ সকল অত্যাল্প ও সহজ ও তাহাতে কোন বিরোধ নাই। ইন্দ্র মণি ও হর প্রিয়া নাম্নী রাজকৃষ্ণ নেউগির দুই কন্যারা আপনাদের পিতৃ ত্যক্ত বিষয় হইতে ঐ রাজকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র পার্ব্বতীনাথ নেউগী কর্ত্তৃক বেদখল হওয়ার প্রসঙ্গে তাহারা আপনাদিগের পিতার ওয়ারিসান স্বরূপ সেই বিষয় পুনঃপ্রাপ্ত হইবার প্রার্থনায় এক নালিশ উপস্থিত করে। সেই মোকদ্দমায় বাদিনীর দাবির জওয়াবে প্রতিবাদী কেবল এই ওজর করে যে বাদিনী গণের পিতা রাজকৃষ্ণ এক দান পত্র দ্বারা ঐ বিষয় তাহাকে অর্থাৎ প্রতিবাদীকে দিয়াছিল। বিচারে প্রতিবাদির স্বত্ব অগ্রাহ্য হইয়া বাদিনীগণকে বিষয় দখলের ডিক্রী দেয়া হয়।

উপস্থিত মোকদ্দমায় বিরোধীয় পক্ষদিগের স্থল পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সাবেক প্রতিবাদী এক্ষণে বাদী হইয়া সে রাজকৃষ্ণ মজুমদারের নিকটস্থ উত্তরাধিকারী ও তাহার কন্যারা ঐ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসান না থাকার বিবরণে প্রথম ডিক্রীতে যে সকল সম্পত্তি ঐ কন্যাগণকে প্রদত্ত হয় সে সেই সকল বিষয় পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য এই নালিশ উপস্থিত করে।

আমাদিগের বিবেচনায় অস্মৎ সমীপে উপস্থিত সর্টিফিকেটের লিখিত বিষয় যে নিয়মানুসারে নিষ্পত্তি হইবে তাহা এই যে উপস্থিত বাদী সাবেক মোকদ্দমায় প্রতিবাদির স্থলাভিষিক্ত থাকিয়া তাহারতৎকালের বাদীগণের স্বত্বের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি করিবার ও তাহার নিজদখল ও স্বত্বের পোষকতায় যে সকল হেতুবাদ ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা ছিল সে সেই সমস্ত আপত্তি ও হেতুবাদ আপন জওয়াবে ব্যক্ত করিতে আবদ্ধ ছিল। মোকদ্দমার মুল কাগজাৎ লিখিবার দস্তুর অনুযায়ী তাহার আপন জওয়াবে নিজ উল্লেখিত দানের বিবরণ ও তাহার উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব যে বাদিনীগণ অর্থাৎ রাজকৃষ্ণ নেউগির কন্যাদিগের স্বত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল তাহা ব্যক্ত করণের পক্ষে কোন বাধা ছিল না। ঐ কন্যাগণ আপনাদিগের দাবির ভাবেই স্পষ্টই ঐ রূপ জওয়াব পাইবার প্রার্থনা করিয়াছিল; তাহারা স্বয়ং ওয়ারিসান স্বরূপ আদালতে উপস্থিত হইয়াছিল ও তাহারা প্রতিবাদীকে তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বত্ব দর্শাইতে আহ্বান করিয়াছিল; এবং ইহাতে প্রতিবাদী উত্তরাধিকার করিবার নিজ স্বত্বের বিষয়ে কোন কথা আপন ইচ্ছামত ব্যক্ত না করায় আমার দিগের বিবেচনায় বাদিনীর সহিত তাহার বিশেষ করিবার সুদ্ধি যে সূত্র ছিল তাহা সে মোকদ্দমায় নিশ্চয় রূপে ব্যক্ত করিয়াছে বলিয়া অবশ্যই স্থির করিতে হইবেক। আমাদিগের বিবেচনা হইতেছে যে এক জন প্রতিবাদী আপনার সমুদয় বিবরণ ব্যক্ত করিতে আবদ্ধ। আমরা কতক বিবরণ গুপ্ত রাখিয়া কি আন্দাজী বিবরণ বিশিষ্ট মোকদ্দমার কোন মুল কাগজ দাখিল করণে উৎসাহ দিতে পারি না যে তাহাতে যেন প্রতিবাদী চেষ্টা মাত্র প্রথমে একটি জওয়াব দিয়া তাহাতে কোন ফল না হইলে অন্যান্য হেতু বাদ সকল আপনার পৃথক নালিশের নিমিত্ত রাখিতে সমর্থ হয়। উপস্থিত নালিশ চালাইতে দিলে এক বিলক্ষণ অপকার জনক প্রথা করা হইবেক ইহাতে কোন মোকদ্দমা কখনই শেষ হইবেক না ও সকল প্রকার মোকদ্দমার দুই অথবা তিন বার করিয়া বিচার হইবার যোগ্য হইবেক। ইহাতে প্রত্যেক প্রতিবাদির বিরুদ্ধে যে প্রকার দাবি থাকুক সে প্রথম নালিশে পরাভব হইলে পশ্চাৎ আপনি বাদির স্থলভিষিক্ত হইয়া নিজ বিপক্ষের সহিত এক দুই অথবা অধিক বার আদালতে বিবাদ করিতে সমর্থ হইবেক। যদি উপস্থিত বাদির উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্বের বিষয় ঐ প্রথম মোকদ্দমায় বিচার না হইয়া থাকে তবে তজ্জন্য কেবল সেই দায়ী হইতেছে। সে ঐ ইস্ত উত্থাপন করে নাই এবং ইহাতে সাবেক আপেলান্ট অর্থাৎ বাদী আপন স্বত্বের যে রূপ ভাব গ্রহণ করায় তদনুসারে যে বিষয়ের আদানুবার নিশ্চিত রূপে শেষ হইয়াছিল তাহাতে

এক্ষণে সে বাদানুবাদ পুনরুত্থাপন করিতে দিলে আমাদিগের বিবেচনায় তাহা মোকদ্দমার মূল কাগজাৎ দাখিল করিবার নিয়মের বিরুদ্ধ ও আইনের কৌসলের বিপরীত হইবেক।

আমাদিগের সমক্ষেৎ উপস্থিত তকরারে ১৮৫৫ শালের সদর আদালতের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্ট বহির ৪৪৬ পৃষ্ঠার লিখিত ফয়সলার সহিত বর্ত্তমান মোকদ্দমার ঐক্যতা থাকা ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু সেই মোকদ্দমার বাদী কোন নালীশে প্রতিবাদী স্বত্বলিপিক ছিলনা। সে দুই মোকদ্দমায় বাদীনীছিল। ইহার প্রথম মোকদ্দমার স্বামী যে এক অনুমতি পত্র লিখিয়া দিয়াছিল সেই অনুমতি "পত্র শাব্যস্ত দ্বারা তদনুশারে তাহার এক পৌষ্যপুত্র গ্রহণ করণের স্বত্ব থাকা আদালত্‌কর্ত্তৃক ব্যক্ত হয় সে এই প্রার্থনা করিয়াছিল এবং এই দলীল অগ্রাহ্য হওয়াতে সে এক দ্বিতীয় মোকদ্দমায় ঐ মৃত ব্যক্তির অবীরার বিষয়ে তাহার সেই স্বত্বানুসারে আপন স্বামির ত্যাজ্য সম্পত্তিতে দাবি করণের ক্ষমতা থাকা স্থির হয় কারণ তাহার প্রথম নালিশে ঐ হেতুবাদের কোন আলোচনা হয় নাই ও সদর আদালত আপীল শ্রবণের সময় স্পষ্টই ঐ হেতুবাদ মীমাংসা করণে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত বিবরণের সহিত এই বেওয়ার কোন ঐক্যতা নাই এবং এই সকল খাস আপেলাণ্ট যে হেতুবাদ অবলম্বন করিয়াছে তাহা উল্লেখিত নজীর দ্বারা যে প্রতিপন্ন হইতেছে এমত ব্যক্ত করা যায় না আর কোন ব্যক্তি একবার এক দান পত্র উপলক্ষে নালিশ উপস্থিত করিয়া আদালত হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইলে অন্য স্বত্বের বুনিয়াদে দ্বিতীয় বার যে নালিশ উপস্থিত করিতে পারে উপস্থিত মোকদ্দমার অযোগ্যতা তাহার পক্ষে ও কোন হানিকর বলিয়া বিবেচনা হইতে পারে না। অমরা খরচা সহ খাস আপীল ডিস্‌মিষ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৬ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি. রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব

১৮৫৭ সালের ৭২ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা মানভূমের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ সেন রায় বাহাদুরের ১৮৫৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর তারিখের ডিক্রী বাহালে ঐ জেলার ডিপুটী কমিসনর শ্রীযুক্ত মেজর জে, হেনিংটন সাহেবের ১৮৫৬ সালের ১৭ মার্চ তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল।

রাজা আনন্দলাল দেও (বাদী)——————আপেলাণ্ট।
নিত্যানন্দ চৌধুরী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়——————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ কোন উকীল নাই।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন ও শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস্ সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৭ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"যে ফয়সলার অসম্মতিতে এই আপীল উত্থাপন হইয়াছে তাহা ১৮৫৬ সালের

মার্চ্চ মাহার ছোট নাগপুরের ফয়সলা বহির ২১ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে। দরখাস্তের হেতু এই যে বাদী অর্থাৎ খাস আপেলাণ্টের জমীদারির অন্তঃপাতি কতকগুলিন জমী বাজেআপ্তির এক মোকদ্দমায় অধীন আপীল আদালত প্রতিবাদির নিষ্কর হকুকের দাবির পোষকতায় ১৭৯০ সালের পর তারিখের এক সনন্দ গ্রহণ করিয়াছেন ও ঐ ডিপুটী কমিসনর সাহেবের ফয়সলা অন্য প্রকারেও অসম্পূর্ণ। আমরা ডিপুটী কমিসনর সাহেবের ফয়সলার সুদ্ধতার বিষয় বিচার করিবার জন্য এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম"।

বিচার।

অধীন আপীল আদালতের রায় অবলোকন করিয়া আমাদিগের দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ প্রদত্ত ভূমি কেবল ১৭৯২ সালের দলীল দ্বারা দত্ত নহে কিন্তু ১৭৪৮ সালের এক দলীলের দ্বারা তাহার সৃজন হইয়াছিল ও ঐ আদালত ঐ শেষোক্ত দলীল ও ঐ ১৭৯২ সালের দলীল অকৃত্রিম স্থির করেন। অতএব স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ ১৭৯২ সালের দলীল ঐ প্রদত্ত ভূমির সূত্র বলিয়া বিবেচ্য হয় নাই কিন্তু ঐ পূর্ব্বের তারিখে যে সনন্দ দত্ত হইয়াছিল ঐ দলীল তাহার প্রমাণ সাব্যস্তকর বলিয়া গণ্য হয় ও ঐ শেষোক্ত তারিখের সনন্দ ১৭৪৮ সালের হওয়ায় তাহাতে যে আইনে ১৭৯০ সালের পশ্চাৎ সৃজিত সনন্দ সকল অগ্রাহ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহার পক্ষে সেই আইন খাটিতে পারেনা। অতএব আমরা আপীল অগ্রাহ্য করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৬ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেব

১৮৫৭ সালের ১০৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি হাটহাজারির একটিং মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী সুকুর আলির ১৮৫৫ সাল ১৭ আপ্রিল তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া জেলা চট্টগ্রামের একটিং অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী আমীরুদ্দীন খাঁ বাহাদুর ১৮৫৬ সালের ১৫ মে তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

জানআলী প্রভৃতি (বাদীগণ)——————আপেলাণ্টগণ।
রামমোহন মোহরের (প্রতিবাদী)——————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু মিহিরচন্দ্র চৌধুরী——————আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়——————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন ও শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস্ সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৭ সালের ২ ফিব্রুয়ারি তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"এক জন জমীদারকে সেজনার অধীন হকুকের ইস্তফা লইতে বাধ্য করিবার জন্য দরখাস্তকারীগণ মুনসেফের আদালতে নালিশ করিলায় মুনসেফ তাহার ডিক্রী দেন কিন্তু তাহার আপীলে প্রধান সদর আমীন ঐ ফয়সলা অন্যথা করেন, তাহাতে তিনি অবধারণ করেন যে যদ্রূপ একবার দেওয়া হকুক কোন জমীদার অন্যথা করিতে পারেনা

তদ্রূপ কোন হকুক কিম্বা তালুকদার জমীদারের সম্মতি ব্যতীত আপন সুবিধামত কোন সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না।

"এই কএক হেতুতে এই খাস আপীল হইতেছে যে অধীন আপীল আদালত যে বিধি খাটাইয়াছেন তাহা সাধারণ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না এবং অধীন হকুকের রকম বা পাট্টার সর্ত্তের উপর ইস্তফার ইচ্ছা নির্ভর করে কিন্তু বর্ত্তমান মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র তদন্ত করেন নাই।

"অতএব আইনের যথার্থ বিধি ধরিয়া যথেষ্ট হেতুতে প্রধান সদর আমীন দরখাস্ত-কারীগণের হকুক ইস্তফা করিবার স্বত্বের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করিয়াছেন কি না তাহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি"।

বিচার।

এই মোকদ্দমার বাদীগণ তরফ ক্ষমানন্দের অধীন তালুকদার ছিল, সেই তালুক প্রথমতঃ তাহাদিগের পিতা করিমবকসকে দেওয়া হয়, তাহারা কহে যে বাঙ্গালা ১২১৫ সালের ১৩ চৈত্র তারিখে তাহারা ঐ তালুকের যে ইস্তফা দেয় তাহা উক্ত বিষয়ের মালিক গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবায় প্রতিবাদী জমীদার মজকুরকে সেই ইস্তফা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবার জন্য তাহারা এই নালিশ করিয়াছে।

মুনসেফ অবধারণ করেন যে ঐ ইস্তফা করা সপ্রমাণ হইয়াছে, এহেতু তিনি ঐ ইস্তফা গ্রহণ করিবার হুকুম দেন কিন্তু প্রধান সদর আমীন সর্টিফিকেটের লিখিত হেতুতে মুনসেফের ঐ হুকুম অন্যথা করেন।

আমরা দেখিতেছি যে টুয়ক রিপোর্ট বহির ৭ বালমের ১৭৪ পৃষ্ঠার লিখিত মোকদ্দমায় অবধারিত হইয়াছে যে "মোদামী পাট্টাদার কোন রাইয়তের খাজানা বাকী থাকিলেও সে আসল পাট্টা ইস্তফা করিতে পারে কিন্তু তাহা তাহাকে রীতিমত ও উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ বৎসরের শেষে করিতে হইবে"। বর্ত্তমান মোকদ্দমাতেও এই অভিপ্রায় খাটিতেছে কারণ বাদীগণ ১২১৫ সাল শেষ হইবার পূর্ব্বে ঐ তালুকের ইস্তফা করে এবং ১২১৬ সালের প্রথম মাসেই তাহারা ঐ ইস্তফা মঞ্জুর হইবার জন্য এই নালিশ উপস্থিত করে।

উপরোক্ত নজীর প্রমাণ এই সকল অবস্থা অনুযায়ী আমরা প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা অন্যথা করিয়া খরচা সুদ্ধা মুনসেফের ফয়সলা বাহাল করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২২ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেব

জেলা দিনাজপুরের প্রাধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত জেমস রেলি সাহেবের ১৮৫৪ সাল ১০ জুলাই তারিখের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে মাবেতা আপীল।

১৮৫৫ সালের ২১ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা দিনাজপুরের কালেক্টর সাহেব
(প্রতিবাদী)————————} আপেলান্ট।
আনন্দময়ী চৌধুরিণী প্রভৃতি (বাদীগণ)—রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

বাবু রমাপ্রসাদ রায়——————————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়——————————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল দ্বয়*।

১৮৫৫ সালের ২২ নম্বরী মোকদ্দমা।

দুর্গানাথ রায় চৌধুরী (প্রতিবাদী)——————আপেলাণ্ট।

আনন্দময়ী চৌধুরিণী প্রভৃতি (বাদীগণ)—————রেস্পাণ্ডেণ্ট গণ।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও রায় শ্রীনাথ সেন—————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়——————————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল দ্বয়।

কোং ৯১৫২৯।৶২ ।। টাকার দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত রেক্স ও শ্রীযুক্ত কলবিন সাহেবানের রায়। উপস্থিত মোকদ্দমার ঘটনার প্রতি আপত্তি হয় নাই সে তাবৎ এই ২ যথা।

আদৌ বিশ্বেশ্বর রায় জাহঙ্গিপুর তালুকের মালিক থাকে। দশসালা বন্দোবস্তের সময় তাহার চারি পুত্র ঐ তালুক চারি অংশে বিভাগ করিয়া আপন ২ হিস্যার সদর খাজানা দিবার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করণ পূর্ব্বক দখলীকার থাকে। সরকারীতৌজিতে আলাহিদা তাহতে ঐ প্রত্যেক হিস্যা লিখিত থাকে। মালিকানের নম্বর ও নাম ও বন্দোবস্তী সদর জমা পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

নং ২৮ কাশীনাথ রায়——————————৩০৮১৯৲

নং ৩৫ বিষ্ণুরাম রায়——————————৩০৮২৯।/১৪।।

নং ৪০ লক্ষ্মীকান্ত রায়ের স্ত্রী সতীমণি——————————৩০৮১৪৶/৩।।

নং ৪২ মৃত গৌরীকান্ত রায়ের স্ত্রী জগদীশ্বরী——————————৩০৮১৪৵/৩।।

পূর্ব্বের জমা——————————১২৩,২৭৭।৵০

বাঙ্গালা ১২৪৪ সালের ৩১ শ্রাবণ তারিখে বাকী খাজানার নিমিত্ত নং ৪০ তালুক নিলাম হইলে রামগোপাল নাগ ও কাশীচরণ খাঁ। তাহা খরিদ করে অনন্তর শেষোক্ত ব্যক্তির হিস্যা আনন্দময়ী দেবীকে হস্তান্তর হয় এক্ষণে নং ৪০ তালুকের বর্ত্তমান মালিকান যে ২ অবস্থায় সমুদয় জাহঙ্গিপুরের বাটওয়ারা করাইবার নিমিত্ত এই নালিশ করে সে তাবৎ নীচে লেখা যাইতেছে।

জাহঙ্গিপুরের তালুকের মধ্যে ১২৯৩ মৌজা থাকে। এই প্রকরণে যে সকল চারি পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয় যথা ৫০৭ মৌজা আলাহিদা ও মোট ২ চারিজন মালিকের মধ্যে দেওয়া হয় ও ৪৪০ মৌজার ভূমি সকল ভিন্ন ২ হিস্যা করিলে পর প্রত্যেক মালিক স্বাধীন রূপে ভোগ দখল করে কিন্তু অবশিষ্ট ৩৪৬ মৌজা অবিভক্ত চারিজন মালিকের মধ্যে এজমালীতে থাকে।

এই শেষ বন্দোবস্ত প্রযুক্ত মালিকানের মধ্যে সবিবাদ বিসম্বাদ হয় সে বিধায় নং ৪০ তালুকের মালিকান সমুদয় জমীদারির রকম ।০ আনার হিস্যাদার বলিয়া তাহাদিগের আপন ২ হিস্যা বিস্তারিত রূপে নিরূপণ করিয়া দিবার জন্য এক বাটওয়ারার প্রার্থনায় এক দরখাস্ত করিলে রাজস্ব মোতালকের হাকীমান তাহাদিগের প্রার্থনা না দেওয়াতে বাটওয়ারা করাইবার নিমিত্ত এই নালিশ উপস্থিত করে।

অধীন আদালত অবধারণ করেন যে যখন ৫০৭ ও ৪৪০ মৌজার ভূমি সকল ভাগ বাটওয়ারা হইয়া গিয়াছে তখন অদ্যাবধি সকল মালিকের এজমালী স্বত্বে ভোগদখলে থাকা কেবল অবশিষ্ট ৩৪৬ মৌজা ভাগ করিবার আবশ্যক আছে অতএব এই সকল ভূমিরও বাটওয়ারা বাদীগণকে অর্শিতে পারে বিবেচনা করিয়া ১৮১৪ সালের ১৯ আইন অনুসারে সে তাবতের বাটওয়ারা পক্ষে ডিক্রী করেন।

এ আপীলের হেতু এই যে এক্ষণে আইন মতে এই সকল ভূমির এই রূপ বিভাগ

---

* ইংরাজিতে এই রূপ।

হইতে পারে না কারণ এই তালুক আদৌ এক থাকিয়া দশ সালা বন্দোবস্তের সময় মালিকানের আলাহিদা চুক্তি ও বন্দোবস্ত দ্বারা স্বতন্ত্র ও নির্ণীত জমা ধার্য্য হইয়া চারিটা স্বতন্ত্র তালুক হয় আর কোন রীতিমত বাটওয়ারা দ্বারা হিস্যা সকল সমান ও ভূমি সকল ঠিক ভাগ না করিয়া ঐ বাটওয়ারা সম্পন্ন হওয়ায় যে এক ভুল হইয়াছে তাহা তৎকালের মালিকানের দোষ। তাহারা সরকার বাহাদুরের সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্তে প্রবর্ত্ত হয় ইহাতে যে রোবকারী হয় তাহা ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ২ ধারা অনুসারে প্রত্যেক হিস্যাদারের হিস্যা এক ২ স্বতন্ত্র স্বাধীন তালুকে পরিবর্ত্তন করিয়াছে এবং যখন স্বাধীন মালিকানের মধ্যে ভূমি সকল বিভাগ করিতে বাটওয়ারা আইন খাটান হইতে পারে না তখন এ আদালত সকল মালিক এজমালীতে যে সকল ভূমি এক্ষণে ভোগ দখল করে সে তাবৎ ঐ আইনের অন্তর্গত করিতে পারেন না।

উল্লিখিত জাহঙ্গিপুরের অবস্থাপন্ন কোন তালুকে ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের বিধি সকল খাটিতে পারে কি না এমোকদ্দমায় এই বিশষ বিচার্য্য বিষয় হইতেছে।

১৭৯৭ সালে কালেক্টর সাহেবের নিকট চারি জন হিস্যাদার যে সকল দরখাস্ত দ্বারা জানায় যে ভূমি সকল ঠিক মাপ না হইয়া ও জমার মীমংসা না করিয়া যতদূর হয় তত দূর এক আমীনকর্ত্তৃক বাটওয়ারা হইয়াছে সে তাবৎ দরখাস্ত আমাদিগকে দেখান হইয়াছে সে তাবৎ দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে গরআবাদী ছাড়িয়া তৎকালের আবাদী ভূমি সকল ঐ বাটওয়ারা ভুক্ত হয় ও সেই বাটওয়ারা মালিকানের প্রবৃত্ত হওয়া একরারের অধীন থাকে আর ঐ সকল মালিকের মধ্যে কোন ব্যক্তি অন্যান্য ৩ জন মালিকের হিস্যার তুল্য ঐ গরআবাদী ভূমি রাখিয়া ঐ রূপ জমী আবাদ করিতে পারে। ১৭৯৭ সালের ২২ আপ্রিল তারিখের এক রোবকারীতে কালেকটর সাহেব লেখেন যে এরূপ অবস্থাতে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিবে ও মূল তালুকের যথার্থ বাটওয়ারা না হওয়া বিবেচনা হইবায় সাহেব মৌসুফ আদেশ করেন যে তাহারা এক আমীনের নিমিত্ত রীতিমত দরখাস্ত করিবে ও ভূমি সকল পৃথক করিয়া আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করাইয়া লইবে। আর চারি জন হিস্যাদার আপন ২ স্বার্থের আর বিশেষ নির্ণয় রক্ষা করিতে কোন উপায় করে নাই অতএব অদ্যাবধি চারি তালুক ৫৫৭ সমুদয় মৌজা ও ৪৪০ মৌজার বিভক্ত ভূমি সম্বন্ধে কিন্তু অবশিষ্ট এজমালী ও অবিভক্ত ৩৪৬ মৌজা সম্বন্ধে পরস্পর সতন্ত্র ও আলাহিদা আছে।

দশ সালা বন্দোবস্তের সময় আপন ২ হিস্যার নিমিত্ত চারিজন মালিক আলাহিদা চুক্তি করে অতএব সে তাবৎ নিঃসন্দেহ সাধারণের দায়ে নিযুক্ত আছে অর্থাৎ অন্যান্য মালিকের বাকী অনধীনে প্রত্যেক মালিক আপন ২ হিস্যা রক্ষা করিতে পারিবে যথা এক কিম্বা ততোধিক মালিক আপন ২ আলাহিদা তালুককে দায়ী করিবে। এই বন্দোবস্তে বিবাদ বিসম্বাদের গোলযোগ ও অসুবিধা ও সম্ভাবনা ঘটাউক ও জন্মাউক কিন্তু ইহাতে জাহঙ্গিপুর জমীদারী হইতে চারিটা স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ২ তালুক স্বরূপ সরকারী তৌজিতে তাহাদিগের মিটান কালীন উদ্ভাবিত হয় এবং যদ্রূপ আমাদিগের রায়ে বাটওয়ারা সম্বন্ধীয় আইন এই সকল তালুকের পৃথক অবস্থায় তদ্রূপ অন্য যে সকল তালুকের মালিকান কখন একত্র হয় নাই সে তাবতে খাটিতে পারে না।

রেস্পাণ্ডেন্টের পক্ষ উকীল বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ চুম্বক রিপোর্ট বহির ৩ বালমের ২১৯ পৃষ্ঠার লিখিত কীর্ত্তিনারায়ণ দাস প্রভৃতি আপেলাণ্টগণ বনামে রাজকুমার রায় প্রভৃতি রেস্পাণ্ডেণ্টগণ ও ১৮৫২ সালের ছাপান ফয়সলা বহির ৫৫০ পৃষ্ঠার লিখিত ও ঐ সালের ২২ জুন তারিখের নিষ্পন্ন অন্য এক নজীর নির্দ্দেশ করিয়া কহেন যে শেষোক্ত মোকদ্দমার প্রকৃত নিষ্পত্তি না দিয়া কেবল এক রায় প্রকাশ করা হয় মাত্র অতএব ইহা ঐ বিষয়ে নজীর স্বরূপ বলবৎ হয় না কিন্তু রিপোর্ট বহির ২১৯ পৃষ্ঠার লিখিত চুম্বক মোকদ্দমা বিষয়ে সমাচার লইতে হইবে।

এই মোকদ্দমা ১৮২৩ সালের ১৩ মার্চ তারিখে খাস আপীলে নিষ্পত্তি হয় পার্শ্বে-

লিখিত মন্তব্যে ঐ হুকুমের মর্ম্ম এই লেখে যে "কোন এজমালী তালুকের মালিকান আপন ২ হিস্যার নিমিত্ত আলাহিদা চুক্তিতে প্রবর্ত্ত হয় অথচ ঐ সকল হিস্যা প্রত্যেক রূপে আলাহিদা করা হয় না সেই তালুকের বাটওয়ারার প্রতি স্বত্ব পক্ষে তামাদী আইনের কোন বাধা হয় না"। উপস্থিত মোকদ্দমা ও এই নজীর এতদূর পর্য্যন্ত সমান যে ইহার প্রত্যেক মোকদ্দমায় অনেক মালিক এজমালীতে এক তালুক ভোগ করে কিন্তু তাহাদিগের আপন হিস্যার নিমিত্ত সরকার বাহাদুরের সহিত দশ সালা বন্দোবস্ত কালীন পৃথক ২ চুক্তিতে প্রবর্ত্ত হয় ও অনেক বৎসর পরে এক হিস্যার মালিকান এই বলিয়া আদি তালুকের বাটওয়ারা নিমিত্ত দরখাস্ত করে যে তাহারা যে পরিমাণে সদর খাজানা আদায় দেয় সেই পরিমাণে ভূমি পৃথক করিয়া তাহাদিগকে দেওয়া হয়। রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল তর্ক করেন যে এই নজীর ঠিক খাটিতেছে ও বাদী যে বাটওয়ারা পাইবার প্রার্থনায় দরখাস্ত করে তাহা সে ব্যক্তি পাইতে পারে। কিন্তু অন্য পক্ষের উকীল দর্শান যে ঐ নজীর কেবল তামাদী আইনের বিষয়ে নিষ্পত্তি হওয়ায় ঐ মোকদ্দমা ঠিক ঐ কাজেবের নহে ও তাহাতে এ আদালতকর্ত্তৃক অবধারিত হয় যে পূর্ব্বে কখন ঐ সকল ভূমি বাটওয়ারা হওয়া প্রমাণ হয় নাই কিন্তু ঐ বিষয়ে বাদানুবাদের পর এক বাটওয়ারার স্বত্ব পক্ষে ঐ মোকদ্দমার ছাপান রিপোর্টেতে রায় দেওয়া যে হইয়াছে ইহা অনুমান করিবার কোন কারণ নাই।

দসসালা বন্দোবস্ত কালীন আদি জমিদারির কতক ভাগ হওয়া সম্বন্ধে ঐ নজীর হইতে এই মোকদ্দমাকে পৃথক করা যাইতে পারে কিন্তু এরূপ দরখাস্তের কএক যথার্থ হেতু সম্বন্ধে আমরা যে ভাব লই তদনুসারে সরকার বাহাদুরের সহিত কতক ভূমির ভাগ হয় বলিয়া সতন্ত্র চুক্তি হওয়া কিম্বা ঐ রূপ কোন বন্দোবস্ত তৎকালে অনুভব না করা কোন কার্য্যের নহে।

এক বাটওয়ারা আইন সঙ্গত স্বত্বের যথার্থ ও বস্তুব হেতু এই যে দশসালা বন্দোবস্ত দ্বারাএক জমীদারির শামিল মালিকানের উপর যে দায় সংলগ্ন হয় তাহা সাধারণ তাহাদ্বারা এক ব্যক্তি শরীকের বাকীতে সকল শরিকের সমুদয় সম্পত্তি হারাণ হয় কিন্তু যেস্থলে ঐরূপ সাধারণ কোন দায় নাই সেই দায় স্বতন্ত্র ও নির্ণীত আছে ও যে ঝুঁকিতে শামিল হিস্যাদারান আবদ্ধ থাকে তাহাহইতে এক মালিক অব্যাহতি পায় সে স্থলে ভূমি সকলের সাধারণ সরবরাহ থাকুক কিম্বা আপন ২ অংশ মত আদায় ভাগ করিয়া লউক অন্যান্য বিষয়ে স্বার্থ সমুহের একত্রে ভুক্ত হইলেই যে এরূপ অবস্থাপন্ন এক মালিক ভূমি সকল বাটওয়ারা করাইতে অন্য শরীকগণকে বাধ্য করিতে পারে এমত নহে।

৯৪৭ মৌজা কতক সমুদয়ে কতকের ভূমি বিভাগ হইয়া বাটওয়ারা যে হইয়াছে উপস্থিত মোকদ্দমায় তাহা স্বীকার করা হয় অতএব যে ৩৪৬মৌজা বাকী থাকে তাহার খাজানা এজমালীতে দেওয়া হয়। অধীন আদালতের ডিক্রী প্রমাণ এই সকল ভূমি বিভক্ত করিতে হইবে ইহাতে বাদী সন্তুষ্ট আছে।

আমাদিগের বিবেচনায় যে বাটওয়ারা আইনের কএক কঠিন বিধিতে আর পরিমাণে সদর জমা বিভাগ করা আবশ্যক হয় কেবল মৌজা হার সম্বন্ধে ঐ কার্য্য করা যাইতে পারে না কেননা যে সকল ভূমি পৃথক ও বিভক্ত হইয়া গিয়াছে সেতাবতের পারিমাণিক সদর জমা পুন বন্দোবস্ত ও কমামাজা না করিয়া এইসকল ভূমির জমা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। এই সকল হিস্যা ন্যায্য রূপে চারি অংশ করিবার নিমিত্ত সমুদয়ে জাহাঙ্গিপুর আদি জমীদারী বাটওয়ারার অধীনে আনিতে হইবে ও জমা চুক্তির পূর্ব্বে যে বন্দোবস্ত থাকে তাহা ভাঙ্গিতে হইবে। কিন্তু কি সূত্রে বাদী ইহা চাহিতে পারে? নং ৪০ তালুক স্বতন্ত্র বলিয়া সরকারের সহিত যে সকল হিস্যাদার বন্দোবস্ত করে বাদীগণ তাহাদিগের প্রতিনিধি অর্থাৎ কাএম মোকাম। ২৮, ৩৫, ও ৪২ নম্বরী তালুকের মালিকান ও ঐ রূপ বন্দোবস্তে প্রবর্ত্ত হয় কিন্তু ঐ বন্দোবস্তের সাধারণ কএক সর্ত্তঅনুসারে সকল তালুকের মালিকান তৎকালে যে রূপ বন্দোবস্ত হয় সেই রূপঐ সকল তালুক ভোগ

দখল করিবে বলিয়া জামিন দেওয়া হয় অর্থাৎ ঐ সকল ভূমিতে যেন বরাবর স্বতন্ত্র তালুক হইয়া আসিয়াছে সেই প্রকার স্বাধীন ও পৃথক রূপে চিরকালের নিমিত্ত সেই সকল ভূমির দখল ঐ বন্দোবস্তের দ্বারা তাহাদিগকে দেওয়া হয় যদিস্যাৎ এই সকল ভূমির পরে সুবিধা জন্য অন্যান্য ভূমির খাজানা একত্রে আদায় ওয়াসিল করা হয় তাহা হইলে তাহাদিগের আপন২ তালুক এজমালী ও অবিভক্ত করে না ও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মালিকান বলিয়া তাহারা সরকারের সহিত যে বন্দোবস্ত করে তাহার প্রতি হানি বৃদ্ধি হয় না।

যদিস্যাৎ এই এজমালী মালিকী স্বত্ত্ব দ্বারা সরকারী খাজানার নিমিত্ত বাদীগণের উপর কোন রকমে এক এজমালী দায়িত্ব অর্শান ইত্যা দর্শিত হইত তাহা হইলে বাটওয়ারা সম্বন্ধীয় আইনে যে অব্যাহতির বিধি করে তাহা আমরা অবশ্য তাহাকে দিতে বাধ্য হইতাম কিন্তু সে রূপ কোন দায় না থাকা বোধ হয়। ৩৫ নং তালুকের মালিক বাকীদার হইলে নিশ্চয় সেই তালুকই বিক্রয়ের অধীন হইতে পারে সেই বিক্রয়ের শামিলে নং ৪০ তালুকের এক বিঘা ভূমিও থাকিবে না ও অবিভক্ত মৌজা সকলের এজমালী ভূমির আদায় ওয়াসিলের আপনি সম্পূর্ণ হিস্যা পাইবার দাবির স্বত্ত্ব পক্ষে কোন হানি হইবে না অতএব বাকী খাজানা কিম্বা বিক্রয় বাদীগণের পক্ষে কোন হানিকর হয় না।

যদিস্যাৎ এই সকল ভূমির বাটওয়ারা আবশ্যকই হয় তাহা হইলে মালিকান যাহারা এজমালীতে দখলী করে আছে তাহাদিগের সম্মতি লইয়া ইহা করিতে পারা যায় কিন্তু দেওয়া কএক কারণে আমরা বিবেচনা করি যে এরূপ আইন সঙ্গত হেতু নাই যে তদ্দ্বারা এরূপ বাধার নালিশ রক্ষা পাইতে পারে।

এবিধায়ে আমরা উভয় অধীন আদালতের ফয়সলা অন্যথা ও বাদির দাবি ডিস্‌মিস্‌ করিয়া উভয় অধীন আদালতের খরচা বাদীগণের জিম্মা করিলাম।

নং ২২ আপীলের হেতু সকলও এক সমান হওয়াতে তাহাতেও এই নিষ্পত্তি খাটিবে খরচা বাদীগণ অর্থাৎ রেস্পণ্ডেণ্টগণের জিম্মা।

শ্রীযুক্ত জোন্স সাহেবের রায় পরগণা জাহঙ্গিপুর নামে একটা বড় জমীদারির ভূমি আইন মতে বাটওয়ারা করাইবার নিমিত্ত বাদীগণ এই নালিশ করে।

মোদামী বন্দোবস্তের কিছুকাল পূর্ব্বে জাহঙ্গিপুর ও অন্যান্য পরগণা ভুক্ত এই জমীদারী কেবল বিশ্বেশ্বর রায় ভোগদখল করিত তাহার মৃত্যুর পরে তাহার চারিপুত্র উত্তরাধিকারী থাকে এই চারিপুত্র অথবা ইহার মধ্যে কেহ ফৌত করিলে তাহাদিগের স্ত্রীগণ লইয়া ১৭৯০।৯১ সালের বন্দোবস্তে চারি পৃথক২ চুক্তি শেষ করা হয় ইহার অনেক বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৪৩ সালের ৩১ শ্রাবণ মোং ১৮৩৭ সালে মৃত লক্ষ্মীকান্ত রায়ের স্ত্রী লক্ষ্মীমনি দেবীর সহিত যে চতুর্থ অংশ নং ৪০ তালুকের সং ৩০৮১৪।৶১০॥ সদর খাজানায় বন্দোবস্ত হয় তাহা বাকী খাজানা আদায়ে নিলাম হইলে বাদীগণ যাহারা ঐ হিস্যা বা মহলের বর্ত্তমান মালিকান তাহা এক্ষণে এক আইন সম্মত বাটওয়ারা প্রার্থনা করে।

বাদীগণ আপনাদিগের নালিশের এই ওজর দেয় যে আদি জমীদারির মৌজা সকল আইন সম্মত উপায়ে কখন সম্পূর্ণ বিভাগ করা হয় নাই অতএব যে হিস্যাতে যত সদর খাজানা নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেই বিষয়ে সেই পরিমাণে ভূমি দিতে হইবে। তাহারা কহে যে বিশ্বেশ্বর রায়ের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র প্রত্যেকে এক২ চতুর্থাংশ ভোগ দখল করিয়া সকল ভূমি বাটওয়ারা না করিয়া সমুদয় জমীদারির সদর খাজানা আপন২ হিস্যা মাফিক বিভাগ করিয়া দেয়। আরও কহে যে আদি জমীদারীতে সর্ব্ব সুদ্ধা ১২৯৩ মৌজা থাকে ইহার মধ্যে ৫০৭ মৌজা মোট২ বিভক্ত হয় ও ৪৪০ মৌজা ভূমি সকল বিভাগ করিয়া চারি মালিককে দেওয়া হয় ও অবশিষ্ট ৩৪৬ মৌজা বিভাগ না হইয়া তাহাদিগের এজমালীতে থাকে। এই এজহারের উপর প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি নির্ভর করে। তিনি অবধারিত করেন যে মোদামী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ৫০৭ ও ৪৪০ মৌজার ঘরাও বাটওয়ারা হইবায় সেই তাবতের পুনরায় বাটওয়ারা হইতে পারে না

এপ্রযুক্ত আদেশ দেন যে ৩৪৬ মৌজা এজমালীতে ভোগ দখল হয় তৎসম্বন্ধে এক বাটওয়ারা যে হইবে। এই হুকুমের অসম্মতিতে দুইটা আপীল হয় একটা এই আদি জমীদারির অল্প অংশ সরকার বাহাদুর খরিদ করেন তাহার মালিকী স্বত্বের হিসাবে দিনাজপুরের কালেকটর সাহেব ও দ্বিতীয়টা অপর এক হিস্যাদার উত্থাপন করে।

আপেলাণ্টগণের পক্ষে তর্ককরা হয় যে মোদামী বন্দোবস্তে দ্বারা ঐ আদি জমীদারী হইতে চারিটা ভিন্ন ২ ও স্বাধীন মহল কৃত হইয়াছে অতএব ঐ বন্দোবস্তের পর উক্ত চারিটা ভূমি পুনর্বিভাগ হইতে পারে না। সাধারণ রূপ বলিতে হইলে আমার বিবেচনায় এই ব্যাবস্থার প্রতি কোন আপত্তি হইতে পারে না। ১৭৯০।৯১ সালের বন্দোবস্তে তালুক সকল একেবারে কৃত হওয়া বিবেচনা করিতে হইবেক। ১৭৯০। ৯১ সালের বন্দোবস্ত দ্বারা এক তালুকের মধ্যে যে সকল ভূমি ও মৌজা ছিল সে তাবৎ বরাবর সেই তালুকের মধ্যে থাকিবে কিন্তু বাদীগণ ও রাজস্ব মোক্তালকের এই মূল ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে না ও ১৭৯০।৯১ সালের বন্দোবস্তের প্রতিও দোষারোপ করে না কেবল ১৯০।৯১ সালে আদি জমীদারির চারি অংশের মধ্যে সকল ভূমির নিশ্চয় বন্দোবস্ত না হওয়াতে তাহারা এক্ষণে নালিশ করিয়াছে কালেকটর সাহেব এই কথা ভিন্ন আর কিছু কহে না যে সেই বন্দোবস্ত কালীন পরগণা জাহাঙ্গিপুরের চারি হিস্যাদারানের সহিত চারিটা ভিন্ন ২ চুক্তি করা হয় পরে এই সকল চুক্তি প্রযুক্ত চারিটা ভিন্ন ২ তালুক জানান হয় ইহাতে বন্দোবস্তকারক হাকীম হস্তক্ষেপ করিয়া কেবল সদর খাজনার বন্দোবস্ত করেন মাত্র। আপেলাণ্টের পক্ষে বাবু রমাপ্রসাদ রায় বক্তৃতা করিয়া এই বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখেন নাই আর আদি জমীদারির সদর জমা চারি সমান অংশে বিভাগ হইবায় যে চারিটা তালুক হয় তাহার প্রত্যেকে কত ভূমি আছে তাহার বিষয়ে বর্ত্তমান কালেকটর সাহেব কিছুই জানেন না ও ১৭৯০।৯১ সালের কালেকটর সাহেব ও কিছুই জানিতেন না। এই রূপ আমাদিগের নিকট বলা হয় চারি জন হিস্যাদার আপনাদিগের মধ্যে ভূমি সকল বিভাগ করুক না করুক তাহারা যে এক রকম বিভাগ করিয়া লইয়াছিল ইহা সম্ভব মতে সিদ্ধান্ত করা যায় কিন্তু তাহারা করিয়াছিল কি না প্রকাশ্য রূপে তাহাদিগকে বলা হইয়া ছিল যে কালেকটর সাহেবের জ্ঞাতসারে অথবা সম্মতি ক্রমে ১৭৯০।৯১ সালে অথবা তাহার পূর্ব্বে আদি জমীদারির কোন রীতিমত বিভাগ সম্পন্ন হয় নাই ও ঐ রূপ বাটওয়ারার উপর মোদামী বন্দোবস্ত হয় নাই।

যে মহল বাদীগণ দখল করে তাহা ১৭৯০।৯১ সালের বন্দোবস্ত দ্বারা চিরকালের নিমিত্ত নিশ্চয় কৃত হইয়াছে বলিয়া বাদীগণের দাবি ডিস্‌মিস্‌ করা আবশ্যক হইলে তালুক শব্দের অর্থ কি তাহা আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে। এক তালুক শব্দের আইন সম্মত অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইন দৃষ্টি করিতে হয়। ইহাতে বন্দোবস্ত বা বিভাগের বিষয় কহে না কেবল তালুক সকলের এক রেজেষ্টরী বহি প্রস্তুত করিতে বিধি দেয় মাত্র। যাহা হউক এ আইনে। আমাদিগকে কি বলে? ২ধারার ২ প্রকরণে লেখেযে কোন ভূমির সদর খাজনা আদায়ের নিমিত্ত সরকারের সহিত এক পৃথক চুক্তিতে প্রবর্ত্ত হওয়া হয় তাহা সদর খাজনার অধীন হইলেই তাহাকে এক তালুক কহে অতএব সদর খাজনা দিবার চুক্তিতে এক তালুক হয়না কিন্তু যে ভূমি হইতে ঐ খাজানা উৎপত্তি হয় তাহাকেই তালুক কহে। আর ৭ ধারার ২ প্রকরণে কি প্রকারে রকম।৵০ ও ৷৴০ ইত্যাদি হিস্যা রেজেষ্টরী করিতে হইবে। এই প্রকরণে আইন কারকদিগের অভিপ্রায় স্পষ্ট জানা গিয়াছে ও উপস্থিত বিষয়ে ঠিক খাটিতেছে। এক স্বাধীন হিস্যা কাহাকে বলে তাহা এই প্রকরণে সাবধান পূর্ব্বক মীমাংসা করিয়াছে ইহাতে বিধি আছে যে যে কোন কারণে আদি তালুক বিভক্ত

হউক তাহার প্রত্যেক অংশ এক স্বতন্ত্র তালুক করিতে হইলে প্রথমত তাহাতে আদি জমীদারির এক বিশেষ ও নির্দ্ধারিত অংশ থাকিবে দ্বিতীয়তঃ হিস্যাদারান আপন ২ হিস্যার স্বস্বরূপে দখলীকার থাকিবে তৃতীয়তঃ তাহাদিগের আপন ২ হিস্যার যে সদর খাজানা নির্দ্ধারিত আছে তাহার আদায়ের নিমিত্ত তাহারা স্বতন্ত্র চুক্তিতে প্রবর্ত্ত হইবে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই আইন ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্ত বিষয়ক আইন নহে কিম্বা ঐ সালে বাটওয়ারা বিষয়ক আইনও নহে ইহাকে রেজেষ্টরী করণ বিষয়ক আইন বলে। যাহাহউক ইহাতে বিভক্ত হিস্যা সকল রেজেষ্টরী করণের যে সকল বিধি দেয় সে তাবৎ ধরিয়া আমার বোধ হইতেছে যে পরগণা জাহাঙ্গিপুর সম্বন্ধে ইহার লিখিত সর্ত্ত সকল পূর্ণ রূপে সম্পন্ন হয় নাই এস্থলে যাদ্দির তালুকের বিষয়ে কিছু জানা যায় না কেবল এই জানা যায় যে আদি জমীদারীতে যে সদর খাজানা নির্দ্ধারিত থাকে তাহার চতুর্থাংশ দিতে ১৭৯০।৯১ সালের মালিক আপনাকে আবদ্ধ করে। সে ব্যক্তি ঐ হিস্যার যে পৃথক দখল পাইয়াছিল ও সে ব্যক্তি যে ভূমির দখল পায় সদর খাজানা যে তাহা হইতে উৎপত্তি হয় ইহা জানা যায় না।

বস্তুতঃ ইহার বিপরীত আমরা জ্ঞাত আছি যথা আপত্তি বর্জ্জিত প্রমাণ আছে যে ঐ মালিক ১৭৯০।৯১ সালে আদি জমীদারির তাহার প্রাপ্য অংশের আলাহিদা দখল পায় না ও সে ব্যক্তি যে সদর খাজানা দিতে আবদ্ধ হয় তৎপরিমাণে তাহার ভূমির হিস্যা হয় নাই ইহা আমরা দিনাজপুরের কালেক্টর সাহেবের নিকট শুনি আছি। প্রকাশ পাইতেছে যে ১৭৯৭ সালে চারি হিস্যার মালিকান যে ভূমি ভোগ দখল করে তাহার দস্তাবেজ দাখিল করিতে তাহাদিগের তলব করাতে তাহারা সকলেই সেই দস্তাবেজ দাখিল না করিয়া কেবল তাহা না দাখিল করিবার কারণ দেয় মাত্র এই সময়ে দুই জন হিস্যাদারযে দুই দরখাস্ত করে তাহা আমাদিগের নিকট পাঠ করা হইল। ইহার আসল মর্ম্ম কালেক্টর সাহেবের ১৭৯৭ সালের ২৩ আপ্রিল তারিখের রোবকারীতে লিখিত হইয়াছে।

প্রকাশ পাইতেছে যে ১৭৯৭ সালে সকল মালিক এক বাক্য হইয়া কহে যে কাএম বন্দোবস্তের পরে কিম্বা পূর্ব্বে এক সময় বাটওয়ারা করিতে এক জন আমীন নিযুক্ত হইয়া কতক কার্য্য করিয়া ক্ষন্ত হয় আর কালেক্টর সাহেব১৭৯৭ সালের ২৩ আপ্রিল তারিখের রোবকারীতে লেখেন যে সকল মালিকে এক প্রকার জওয়াব দের আর কএক মৌজায় এক জন আমীন নিযুক্ত হয় বটে কিন্তু সে ব্যক্তি কোন জরীপ করিয়া চারি জন মালিকের অংশ সমান করে নাই। তাহাদিগের মধ্যে অদ্যাবধি বিবাদ বিসম্বাদ হইতেছে। যখন প্রত্যেকের ভূমি আপন হিস্যানুসারে বিভক্ত হয় নাই তখন তাহারা রীতিমত বাটওয়ারা নিমিত্ত এক্ষণ পর্য্যন্ত যত্ন করিতেছে। এরূপ অবস্থায় কালেক্টর সাহেব আরও কহেন যে তাহাদিগের নিকট যে কাগজাৎ চাওয়া হয় তাহা তাহারা যে দিবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে না এবং ঐ বিভাগ সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আর এক জন আমীন নিযুক্ত করণে সকলে ঐক্য হইবায় এক খান রীতিমত দরখাস্ত করিতে সাহেব মৌসুফ তাহাদিগকে তলব দেন কিন্তু এ বিষয়ে আর কোন উপায় অবলম্বন করা প্রকাশ পায় না কিন্তু কাএম বন্দোবস্তের ৭ বৎসর পরে কালেক্টর সাহেব ও তালুকের হিস্যাদারান যে স্বীকার করেন তাহাই রহিয়াছে। যদিও সমুদয় সদর খাজানা চারি সমান অংশে বিভক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু জমীদারী সেই রূপে বিভক্ত হয় নাই অতএব একটা ভাবি বাটওয়ার আশয় রাখিয়া তাহারা নিজ২ হিস্যা দখল করে আমি অনুমান করি যে এই আপত্তি বর্জ্জিত ঘটনা দ্বারা সমুদয় মোকদ্দমা মীমাংসা হইতে পারে। এক তালুক স্বতন্ত্র রূপে দখলীকার থাকিলে ও ১৭৯০। ৯১ সালের বন্দোবস্ত হইয়া স্বতন্ত্র ধার্য্য হইলে যে সকল আপত্তি হইতে

অব্যাহতি পাইবে না ইহা আমার বক্তার অভিপ্রায় নহে আমি তাহা বলি না কিন্তু তালুক শব্দমাত্রেই বন্দোবস্তের রকম কহে না বা জানায় না কিন্তু বিশেষ উপস্থিত মোকদ্দমায় এই বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে বন্দোবস্তের চুক্তিতে কেবল সরকার বাহাদুরের সহিত মালিকের যে দায় থাকে তাহারি মীমাংসা করিয়াছে কিন্তু ইহাতে পুনঃশ্চ চুক্তি হওয়া ভূমিতে মালিকানের পরস্পরের হিস্যা সকল পরে যে বিভাগ হইবে এমত আশয় রাখিয়াছে।

এ আদালতের ১৮৫৩ সালের ১৩ মার্চ তারিখের নিষ্পত্তি যাহা চুম্বক রিপোর্ট বহির ৩ বালমের ২১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে তাহাতে যে নজীর পাওয়া যায় সেই নজীর আমাদিগের এক্ষণে অবলম্বন করা উচিত সেই ও এই মোকদ্দমার অবস্থা তুল্য যথা মালিকানের দেয় জমার হিসাবে কাএমী বন্দোবস্ত কালে তাহাদিগের সহিত পৃথক২ চুক্তি করা হয় কিন্তু তৎকালে তাহাদিগের আপন২ হিস্যার ভূমি সকল বিভাগ কি আলাহিদা করা হয় নাই। তাহাতে অবধারিত হয় যে তামাদী আইয়াম হওয়াতে বাটওয়ারার দরখাস্ত পক্ষে বাধা হয় না সুতরাং সেই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইতে পারে না আর শ্রীযুক্ত জেকসন, শ্রীযুক্ত জে, আর, কলবিন ও শ্রীযুক্ত মিলস সাহেবান ১৮৫২ সালের ২২ জুন তারিখে পুনর্বিচার হওন নিমিত্ত যে * মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করেন তাহাতেও এরূপ রায় দেওয়া হয় যে মোকদ্দমায় এক বাটওয়ারার দরখাস্ত কালেক্টর সাহেব শুনিতে অসম্মত হয়েন সেই অসম্মতি চূড়ান্ত বিবেচনা করিয়া উভয় অধীন আদালত ঐ দরখাস্ত শুনিতে অস্বীকার করিয়াছেন এপ্রযুক্ত গুণাগুণের বিচার নিমিত্ত সেই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হয় ও তাহাতে জজ্ সাহেবান রায় দেন যথা "রকম ।৵০ আনা হিস্যার মালিক আপন হিস্যার ভূমি বিভাগ করিয়া দিবার নিমিত্ত নালিশ করে। দশসালা বন্দোবস্ত কালীন এই ।৵০ ও ।।৵০ আনা হিস্যা দ্বয় ভিন্ন ২ তালুক কৃত হইয়া সেই পর্য্যন্ত তাহাদিগের পৃথক ২ ও তাহুত পৃথক জমা থাকে কিন্তু হিস্যাদারাণের মধ্যে ভূমি সকল কখন বিভক্ত হয় নাই। যদি ঐ দুই হিস্যা এক তালুকে ও এক জমায় থাকিত তাহা হইলে ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণ অনুসারে বাদী ভূমি সকল পৃথক করিয়া লইতে পারিত তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সেই দুই হিস্যা ভিন্ন ২ তালুকে থাকাতেও বাটওয়ারা করণের স্বত্ব কিছু মাত্র কমে না অতএব যদিও আমরা এ বিষয়ে কোন রায় দিলাম না তথাপি এক বাটওয়ারার স্বত্ব যে আছে তাহা অনায়াসে দৃষ্ট হইতেছে"। সেস্থলে এ আদালত মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়া সে মোকদ্দমায় বাটওয়ারার হুকম হওয়া উচিত বলিয়া নিশ্চয় রায় দেন নাই বটে তথাপি এরূপ এক রায় জানান হইয়াছে যে যে স্থলে কাএম বন্দোবস্তকালীন আদি জমীদারী ভূমি বিভাগ না হইয়া থাকে সেস্থলে ঐ জমীদারীর শরিকানের সদর খাজানার নিমিত্ত ভিন্ন ২ চুক্তি থাকিলে ও বাটওয়ারার পক্ষে কোন বাধা হয় না।

অতএব উপস্থিত বাদী যে প্রতীকার পাইতে পারে ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই কেননা এস্থলে স্বীকার করা হয় যে ১২৯৩ মৌজার মধ্যে ৩৪৬ মৌজার বাটওয়ারা করিবার আসলে যত্ন করা হয় নাই এক্ষণ পর্য্যন্ত এজমালীতে আছে অর্থাৎ প্রত্যেক রাইয়তের নিকট প্রত্যেক হিস্যাদার রকম ।০ আনা অংশ মালগুজারী আদায় করে। পরে ৪৪০ মৌজা ভাঙ্গা ভক্তি করিয়া সকল হিস্যাদার ভাগ করিয়া লয় অর্থাৎ আরজীতে যেরূপ লিখিত হয় তাহা কেহ অস্বীকার করেনাই যথা এক জন রাইয়তের বাটীর এক হিস্যায় ও তাহার খামার অন্য হিস্যায় পড়ে।

* ছাপান রিপোর্ট বহির ৫৫০ পৃষ্ঠা।

আমার বিবেচনায় বাটওয়ারা আইনের অর্থ যাহারদ্বারা তালুক স্বতন্ত্র অথচ একস্থানে স্থায়ী থাকা আবশ্যক হয় তদনুসারে ঐ রূপ বিলি করা ভূমি বাটওয়ারা যে হইয়াছে ইহা বলা যাইতে পারে না। ১১৯৭ সালের নথী দ্বারা প্রকাশ যে কিছু কাল পূর্ব্বে কোন না কোন বন্দোবস্ত অনুসারে ভাগে বিলী করা হইবে হিস্যাদারাদের দায় পরিমাণে প্রত্যেক হিস্যার ভূমি বিভাগ না হইলে সে বিভাগ অসম্পূর্ণ ও অল্পদিন স্থায়ী বিবেচনা করিতে হইবে অতএব যে কোন প্রকারে দেখা যাউক আমার বিবেচনায় বাদির নালিশ করিবার মাতবর কারণ আছে। প্রধান সদর আমীনের হুকুম ঠিক সংলগ্ন না হইলেও না হইতে পারে ও কালেকটর সাহেব যাঁহার উপর বাটওয়ারা করিবার ভার আছে তাঁহার রোবকারির কঠিন ভাব গ্রহণ করিয়াই এই নিষ্পত্তি হইতে পারে কিন্তু যখন আমার সঙ্গি হাকীমান যে ভাব গ্রহণ করেন তদনুসারে অধীন আদালতের ডিক্রী একেবারে অন্যথা করিয়াছেন তখন সেই ডিক্রী বাহাল থাকিলে কত দূর তাহা সংশোধিত হইতে পারে এবিষয় বিবেচনা করা আমার আর আবশ্যক হয় না ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৩ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব }
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত এ. স্কোনস সাহেব }

১৮৫৭ সালের ৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ময়মনসিংহের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈএদ আহম্মদ বকসের ১৮৫৫ সাল ৩০ মে তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, টি, টুটর সাহেব ১৮৫৫ সালের ১১ ডিসেম্বর তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

তারাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)----আপেলান্টগণ।
মেং জি, পি, ওযাইজ সাহেব প্রভৃতি (বাদীগণ) রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত--------------------আপেলান্টগণের পক্ষ উকীল।
মেং আর, টি, এলান ও বাবু রমাপ্রসাদ রায়——রেস্পাণ্ডেন্টগণেরপক্ষউকীলগণ।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন ও শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৭ সালের ২ জানুয়ারি তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"১৮৫৫ সাল ১১ ডিসেম্বর তারিখে জেলা ময়মনসিংহের রিপোর্ট বহির ২৯৯ পৃষ্ঠায় এই মোকদ্দমার বিবরণ দৃষ্ট হইবে।

"খাস আপীলে আপত্তি করা হয় যে এক দলীলের নকলের উপর নির্ভর মতে এই নালিশ হয় কিন্তু তাহা আসল দাখিল করা হয় নাই কি তাহা দাখিল না করায় কারণও দর্শান হয় নাই অথবা বাদানুবাদে এমত বলা হয় নাই যে ঐ আসল দলীল সূত্রে না হইয়া অন্য দলীল সূত্রে ঐ নালিশ হয় সুতরাং তাহা রিপোর্ট বহির ৩৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত ১৮৫২ সালের ৬ মে তারিখে নিষ্পন্ন গোপাল দাস মোহন্তের বিরুদ্ধে খুদু বিবী আপেলান্টের মোকদ্দমার ফয়সলার বিরুদ্ধ ছিল।

"যে ক্ষমতা ক্রমে মোক্তার মঞ্জুর দাতার হইয়া সহী করে তাহাও দর্শান হয় নাই।

"আরও বলা হয় যে একজন প্রতিবাদী যে এক ওজর দেয় যে যে ডিক্রী জারীতে নিলাম হয়, সেই মোকদ্দমায় ৩ ও ৪ নম্বরের বাদীগণ প্রতিবাদী ছিল সেই ওজরের প্রতি প্রণিধান করা হয় নাই।

"খাস রেস্পাণ্ডেণ্টগণ কহে যে ১৮৫৩ সালের ১৬ আইন অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় আপত্তি উত্থাপন করা হইতে পারে না, কারণ জজ্ সাহেব প্রমাণের উপর নির্ভর মতে নিষ্পত্তি করিয়াছেন এবং প্রথম বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহাতে দ্বিতীয় বিষয়েরও মীমাংসা হইতেছে। তৃতীয় আপত্তি মাতবর কি না আদালতে উপস্থিত কাগজাৎ দৃষ্টে কিছুই স্থির হইতে পারে না।

"আমারদিগের বিবেচনায় প্রথম দুই আপত্তি খাস আপীলে গ্রহণ করা হইতে পারে কারণ জজ সাহেব যে প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার রকমের কথা তাহাতে আছে। অতএব এক দলীলের নকলের উপর নির্ভর মতে এবং দাতার পক্ষে সহী করিবার ক্ষমতা মোক্তার মজকুরের থাকার প্রমাণ অভাবে বাদীগণের পক্ষে ডিক্রী দেওয়া জজ্ সাহেবের উচিত ছিল কি না তাহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি। তৃতীয় আপত্তির প্রতি কোন হুকুম দেওয়া আবশ্যক কি না তাহা এই দুই বিষয় নিষ্পত্তির উপর নির্ভর করিবে"।

বিচার।

সর্টিফিকেটের লিখিত প্রথম বিষয় অর্থাৎ আসল দলীল সূত্রে না হইয়া এক দানপত্রের রেজেষ্টরী করা এক নকল সূত্রে এই নালিশ হয় তদ্বিষয়ে নথী প্রমাণ আমরা দেখিতেছি যে বাদীগণ আপন দলীল সূত্রেই নালিশ করে কিন্তু বাদানুবাদ সমুদয় দাখিল হইবার পরে প্রথম আদালতে এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত দেওয়া হয় যে আপন দলীল বাদীগণের অস্থির হস্তে ছিল, সে ব্যক্তি তাহা অন্যের মোকদ্দমায় দাখিল করিয়াছিল, বাদীগণ তাহা ফেরৎ না পাওয়া প্রযুক্ত দাখিল করিতে পারে নাই, এহেতু তাহারা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত রেজেষ্টরী করা এক নকল দাখিল করিতে চাহিবার আদালত তাহা গ্রহণ করেন। ইহাই নকল দাখিল করিবার যথেষ্ট কারণ হইতেছে এবং জজ্ সাহেব এমত অবধারণ করিবায় যে ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইন ১১ ধারা মতে তিনি উক্ত নকলকে প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন ন্যায্য করিয়াছেন।

অতএব এতদ্বিষয়ে খাস আপীলে যে আপত্তি করা হইয়াছে তাহা গ্রাহ্য যোগ্য নহে।

মোক্তারনামা না থাকার বিষয়ে আমরা দেখিতেছি যে উক্ত দানপত্রে মোক্তার মজকুরের ক্ষমতা থাকার বিষয়ে জজ্ সাহেব যে অবধারণ করিয়াছেন তাহা সাক্ষির জবানবন্দির দ্বারা সর্ব্বতো ভাবে পোষকতা প্রাপ্ত হইয়াছে যদিও মোক্তারনামা দাখিল করা হয় নাই বটে কিন্তু এরূপ এক বিষয়ে আদালত নিষ্পত্তি না করিতে পারেন প্রমাণের এমন কোন প্রমাণের বিধি পাওয়া যায় না।

সর্টিফিকেটের লিখিত দ্বিতীয় বিষয় ও জজ সাহেবের ডিক্রীর প্রতি কোন আপত্তি বজায় রাখন পক্ষে অযথেষ্ট হইতেছে এবং অধীন আদালত তাহা বিচারে গ্রহণ না করা ও প্রতিবাদীগণ যে কথা কহে যে যে ডিক্রী জারির মোকদ্দমায় উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় হয় তাহাতে বাদীগণ প্রতিবাদী ছিল তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য যে উকীল মজকুর আমাদিগের এমত হৃৎ প্রত্যয় করিতে পারেন নাই যে তৎকালীন হওয়া ডিক্রীতে তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন দায় নিয়োগ হইয়াছিল সুতরাং উক্ত ওজর বর্ত্তমান মোকদ্দমার সহিত কোন সংস্রব রাখেনা।

এ বিধায়ে আমরা অধীন আদালতের ফয়সলার প্রতি হস্তার্পণ করিবার কোন কারণ না দেখিয়া খরচা সুদ্ধা এই খাস আপীল ডিস্মিস্ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৩ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস, সাহেব }
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেব }

১৮৫৭ সালের ৭৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সারণের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৮৫৪ সাল ২৮ নবেম্বর তারিখের এক ডিক্রী সংশোধন করিয়া ঐ জেলার জজ্ শ্রীযুক্ত এইচ, এথার্টন সাহেব ১৮৫৬ সালের ২৪ মার্চ তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

বিবী ফজলুন নেসা প্রভৃতি (বাদীগণ)———আপেলাণ্টগণ।
মৃত মীরসুখনের স্ত্রী মোসম্মাৎ প্যারণ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মৌলবী মরহামৎ হোসেন ও মৌলবী মহম্মদ এসমেল———আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল দ্বয়।
মৌলবী লুতফর রহমান ও মুন্সীআমীরআলী—রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলদ্বয়।

শ্রীযুক্ত জে. এইচ, প্যাটন ও শ্রীযুক্ত জে. এইচ, টরেন্স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৭ সালের ২২জানুয়ারি তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"১৮৫৬ সাল মার্চ মাসের জেলা সারণের রিপোর্ট বহির ১৪ পৃষ্ঠায় জজ্ সাহেবের এই ফয়সলা দৃষ্ট হইবে। খাস আপীলে এই কথা উত্থাপন করা হয় যে গঙ্গাপ্রসাদ নারায়ণ এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী নালিশ করিবায় সে ব্যক্তি দাবি স্বীকার করিবায় প্রথম আদালত দাবির ডিক্রী দেন কিন্তু আর এক জন প্রতিবাদী তাহার আপীল করিলে সেই প্রতিবাদির প্রাপ্য দেনার ডিক্রী তাহার পক্ষে হয় এবং আপীলে খরচা বাদির জিম্মা করা হয়।

"জজ্ সাহেবের ফয়সলা ঠিক হইয়াছে কি না তাহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি।

বিচার।

এক খত সূত্রে গঙ্গাপ্রসাদ নারায়ণ নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই নালিশ উপস্থিত হয় ঐ খত উক্ত গঙ্গানারায়ণ সুলতান হোসেনকে লিখিয়া দেয়। এই বাদীগণ ওয়ালাএৎ হোসেনের উত্তরাধিকারী এবং গঙ্গাপ্রসাদ ও সুলতান হোসেনকে সেই মোকদ্দমায় প্রতিবাদী করা হইয়াছিল।

ওয়ালাএতের উত্তরাধিকারীগণের পক্ষে গঙ্গাপ্রসাদ দাবি স্বীকার করে। বাদীগণ কহে যে যদিও সুলতান হোসেনের নামে ঐ খত লেখা হইয়াছিল বটে কিন্তু ওয়ালাএৎ হোসেন বাস্তবিক টাকা দেয় সুতরাং সে ব্যক্তি তাহা পাইতে পারে। সুলতান তাহা অস্বীকার করিয়া ঐ দেনা পাইবার প্রতি আপন স্বত্ব উল্লেখ করিয়া কহে যে সেই ব্যক্তিই ঐ টাকা দেয় এবং তাহাকেই খত লিখিয়া দেওয়া হয়।

প্রথম আদালত বাদীগণের পক্ষে ডিক্রী দেন কিন্তু প্রতিবাদী সুলতান হোসেন প্রকৃত মহাজন হওয়া হেতুতে জজ্ সাহেবের নিকট আপীল করে।

জজ্ সাহেব অবধারণ করেন যে সুলতান হোসেনই বাস্তবিক ঐ টাকা কর্জ দেয়

এবং তাহারই পক্ষে ঐ খত লিখিত হয় এহেতু তিনি কহেন যে সুলতান হোসেন তাহার ডিক্রী পাইতে পারে এবং খরচা বাদীগণের জিম্মা করা হয়।

খাস আপেলান্টগণ ওজর দেন যে উক্ত দেনা তাহাদিগের প্রাপ্য গঙ্গাপ্রসাদ স্বীকার করিবায় প্রধান সদর আমীন তাহাদিগের পক্ষে যে ডিক্রী দেন তাহা কাএম থাকা উচিত এবং যে ব্যক্তি প্রথম নালিশে বাদী ছিল না জজ্ সাহেব তাহার পক্ষে ডিক্রী দিতে পারেন না।

আমাদিগের স্পষ্ট অভিপ্রায় ইহাই হইতেছে যে জজ সাহেবের ফয়সলা অন্যায় হইয়াছে। আপন নিকট উপস্থিত আপীলে ঘটনা সকল দৃষ্টে বাদীগণের দাবি ডিস্‌মিস্ করাই জজ্‌সাহেবের উচিত ছিল, সেই হুকুমই কেবল তিনি আইন অনুযায়ী দিতে পারিতেন কেননা যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হওয়া উচিত তিনি বিবেচনা করেন সে ব্যক্তি প্রথম নালিশে বাদী ছিল না।

বাদীগণের দাবি ডিস্‌মিস্ পক্ষে জজ্ সাহেব যে হুকুম দেন তাহাই আমরা সংশোধন করি কিন্তু খরচা সম্বন্ধে জজ সাহেব যে ফয়সলা করিয়াছেন তাহা পরিবর্ত্তন করিবার কোন্ কারণ আমরা দেখি না কি ঐ ব্যক্তির আপীলের খরচার ডিক্রী এই খাস আপেলান্টগণের পক্ষে আমরা দিতে পারি না যে সকল অবস্থা অনুযায়ী এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে তদঅনুযায়ী এ আদালতের রেস্পাণ্ডেণ্টের খরচা আপেলান্ট দিবে ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৩ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব }
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত এ, স্লোন্স সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৯৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা শ্রীহট্টের সদর মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী নছরুদ্দীন হায়দরের ১৮৫৫ সাল ১০ নবেম্বর তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া ঐ জেলার একটিং জজ্ শ্রীযুক্ত এম, সা, সাহেব ১৮৫৬ সালের ৮ মার্চ তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত (বাদী)———————————আপেলান্ট।
রাজা রাজেন্দ্র সিংহ———————————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
মৌলবী মহম্মদ এসমেল———————————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষে কোন উকীল নাই।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, পাটন ও শ্রীযুক্ত জে, এইচ, টরেন্স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৭ সালের ২৮ জানুয়ারি তারিখে এ মোকদ্দমায় খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"দাখিলা পাইবার জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয়। মোকদ্দমা বিচার কালীন ১৮০৫ সালের ১৯ আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী প্রতিবাদির প্রতি সমন জারী হয় কিন্তু যদ্রূপ দরখাস্তকারী কহে তাহাতে সে ব্যক্তি হাজির না হইবায় মুনসেফ মোকদ্দমা ডিক্রী দেন।

জজ্ সাহেব সেই ফয়সলা অন্যথা করেন। খাস আপীলে দরখাস্তকারী এই হেতু দর্শাইয়াছে যে উল্লেখিত ধারা অনুযায়ী মুনসেফের ফয়সলা হওয়া স্বীকার করিলে জজ্ সাহেব তাহা অন্যথা করিতে পারেন না।

মুনসেফের ডিক্রীর লিখিত কথা সকল এবং উল্লেখিত ধারার বিধি সকল অনুযায়ী জজ সাহেবের ফয়সলা ঠিক হইয়াছে কি না তাহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি।

বিচার।

অত্র বিষয়ে খাস আপেলান্ট ১৮৫৩সালের১৯ আইন ২৪ ধারার লিখিত শেষ বাক্যের উপর নির্ভর মতে আপন ওজরের পোষকতা করিতেছে। ঐ বাক্যের মর্ম্ম এই যে সাক্ষী দিবার জন্য বাদির হাজির না হওয়া প্রযুক্ত নালিশ যদি ডিস্‌মিস্ হয় তাহা হইলে সেই বিষয় সম্বন্ধে সে ব্যক্তি আর নালিশ করিতে পারিবে না কিন্তু এই বিধি আমাদিগের নিকট উপস্থিত মোকদ্দমার খাটিতেছে না কারণ অত্র মোকদ্দমায় মুনসেফ কিছু বাদির নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন নাই তাহার ডিক্রী দিয়াছেন এবং সাক্ষী স্বরূপে প্রতিবাদী স্বয়ং হাজির না হইবায় মুনসেফ বাদির ডিক্রী এক তরফা নিষ্পত্তি করিয়াছেন বলিতে হইবেক। ২৪ ধারায় এমত কিছু বলে নাই যে প্রথম আদালতকর্ত্তৃক মোকদ্দমা এক তরফা নিষ্পত্তি হইলে সেই এক তরফা নিষ্পত্তির যথেষ্ট হেতু আছে কি না তাহা অবধারণ জন্য কোন আপীল হইবে না। জেলার জজ সাহেব উক্ত আইনের এই অভিপ্রায় গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমরাও তাহাতে ঐক্য হইয়া এই খাস আপীল ডিস্‌মিস্ করি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৩ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেব }

১৮৫৭ সালের ১০৭ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ময়মনসিংহের সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিঙ্কর রায়ের ১৮৫৫ সাল ১৩ ডিসেম্বর তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, টি, টুটুর সাহেব ১৮৫৬ সালের ৫ আপ্রিল তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

দ্বারকানাথ সান্যাল প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)————আপেলান্টগণ।
ভৈরবনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি (বাদীগণ) ————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়————————আপেলান্টগণের পক্ষ উকীল।

রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ কোন উকীল নাই।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন ও শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৭ সালের ২ ফিব্রুয়ারি তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"এক জন ইজারদার যে ব্যক্তি খাজানা দেয় নাই এবং দরখাস্তকারীগণের সহিত যাহার নামে তাবর্থে এক নালিশ করা হয় সেই ব্যক্তির জামিনদারের উত্তরাধিকারীগণ এই দরখাস্তকারীগণ হইতেছে, তাহারা অধীন আদালতে ওজর দেয় যে জামিননামার সর্ত্ত অনুযায়ী তাহারা আবদ্ধ ছিল না কারণ উত্তরাধিকারীগণকে আবদ্ধ করণ পক্ষে তাহাতে কোন সর্ত্ত ছিলনা। ঐ জামিননামার সর্ত্তের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া জজ সাহেব

অবধারণ করেন যে এই দরখাস্তকারীগণ তাহাদিগের পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকার স্বত্বাতেই তাহাদিগের দায়িত্ব সাব্যস্ত হইয়াছে, যদিও ঐ জামিননামার কোন সম্পত্তি গৃহী রাখা হয় নাই। উক্ত জামিননামার প্রকাশ্য সর্ত্ত সকল অনুযায়ী আপনাদিগের দায়িত্বের প্রতি আপত্তি করিবার জন্য দরখাস্তকারীগণ এই দরখাস্ত করিয়াছে।

"জজ্ সাহেব যে রূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন উক্ত জামিননামা অনুযায়ী এই দরখাস্তকারীগণকে সাধারণ রূপে দায়ী স্থির করা যাইতে পারে কি না তাহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি"।

বিচার।

উক্ত পিতার মৃত্যুর পরে এই নালিশ উপস্থিত করা হয় এবং বলা হইয়াছে যে উক্ত জামিননামা কেবল সেই ব্যক্তির প্রতিই ছিল কারণ তাহাতে সেই ব্যক্তির সম্পত্তি গৃহী রাখা হয় নাই কি তাহার উত্তরাধিকারীগণকে আবদ্ধ করা হয় নাই। যাহা হউক স্বীকার করা হইয়াছে যে ঐ ব্যক্তি বর্ত্তমান থাকিলে সে কিম্বা ইজারদারি বাকী খাজানা না দেওয়ার স্থলে তদর্থে তাহার সম্পত্তি দায়ী হইত। যে জামিননামার মাতবরীতে ইজারা দেওয়া হয় তাহার প্রকাশ্য সর্ত্ত অনুযায়ী সেই ইজারার মেয়াদ পর্য্যন্ত দরখাস্তকারীগণের পিতা যখন জামিন ছিল তখন আমরা বিবেচনা করি যে এই দরখাস্তকারীগণ যাহারা তাহাদিগের পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকার করিয়াছিল পিতা মজকুর বর্ত্তমান থাকিলে সে ব্যক্তি যবৎ বাকীর নিমিত্ত যে রূপ দায়ী হইত তাহাদিগকে সেই রূপ দায়ী স্থির করায় জজ্ সাহেব ঠিক করিয়াছেন। এ বিধায়ে এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৩ জুলাই।

একযোগে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত বি. জে, কলবিন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ. স্কোন্স সাহেব

১৮৫৭ সালের ১৯৬, ১৯৭ ও ১৯৮ নম্বরী মোকদ্দমা

জেলা যশোহরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ন্যায়রত্নের ১৮৫৫ সাল ২৮ ফিব্রুয়ারি তারিখের এক ডিক্রী সংশোধন করিয়া ঐ জেলার একটিং জজ্ শ্রীযুক্ত ই, জেঙ্কিনস্ সাহেব ১৮৫৬ সালের ১৬ আপ্রিল তারিখে যে সকল ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে এক একটা খাস আপীল।

রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর (প্রতিবাদী)————আপেলাণ্ট।

পঞ্চানন বসু প্রভৃতি (বাদীগণ)————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু বংশীবদন মিত্র-আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলদ্বয়

রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ কোন উকীল নাই।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ ও শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেবদের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে এই সকল মোকদ্দমার খাস আপীল ১৮৫৭ সালের ১৭ ফিব্রুয়ারি তারিখে গ্রাহ্য হয়।

বাকী খাজানা জন্য এই সকল নালিশ উপস্থিত হইলে দরখাস্তকারির প্রতি এজেলা,

জারী হওয়া মাত্রেই সে ব্যক্তি দাবিকৃত টাকা ও গুণাগুণের বিচারে প্রবর্ক না হইবা মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হওয়াতে উকীল খরচা বাবতে ।০ আনা রকম প্রচুর বিবেচনায় তাহা দাখিল করাতেও জজ সাহেব তাহাকে পূর্ণ খরচার দায়ী করিয়াছেন এহেতু দরখাস্তকারী এই সকল খাস আপীল উপস্থিত করে।

প্রতিবাদীগণ উক্ত ।০ আনা রকম মেহনতানা লইতে অস্বীকার করিলে প্রথম আদালতে তদ্বিষয়ে খাস আপেলাণ্টের পক্ষে নিষ্পত্তি হয় কিন্তু মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হওয়া বিবেচনায় জজ সাহেব উক্ত নিষ্পত্তি রদ করেন।

অত্র খাস আপীলে ১৮৪৬ সালের ১ আক্টের ৭ ধারার উপর নির্ভর করা হইয়াছে তাহাতে লেখে যে গুণাগুণের বিচারান্তে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবে তাহাতে অবধারিত বিধি অনুযায়ী মেহনতানা দিতে হইবেক এবং অন্যান্য মোকদ্দমায় এই রূপ নিষ্পত্তিকৃত নম্বরী মোকদ্দমাতে যে রূপ দেওয়া হয় তাহার ।০ আনা রকম দেওয়া যাইবেক।

দাবিকৃত সমুদয় টাকা আদালতে আমানৎ দেওনার স্থলে এই সকল মোকদ্দমার গুণাগুণের বিচার পূর্বক নিষ্পত্তি করণের আবশ্যকতা ছিল না এহেতু যে সকল মোকদ্দমা এই রূপ নিষ্পত্তি নাহয় এ তাবৎ মোকদ্দমাও সেই শ্রেণী ভুক্ত করিতে হইবেক সুতরাং কেবল নিরূপিত টাকার ।০ আনা রকম মেহনতানা প্রাপ্য হইতেছে।

অতএব জজ সাহেবের ফয়সলা রদ করা কর্তব্য কিনা তাহার বিচার জন্য আমরা এই সকল মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

এই আপীলের জওয়াব দেওয়া হয় নাই।

প্রতিবাদী আদালতে বাদির দাবিকৃত টাকা আমানৎ দেওয়াতে আমাদিগের বিবেচনায় তাহার পক্ষে কবুল জওয়াব দেওয়া হইয়াছে অতএব এই মোকদ্দমার বিচার আবশ্যক ছিল না। উকীলের মেহনতানার বিবাদে জজ সাহেব এ মোকদ্দমার বিচার হওয়া বিবেচনা করেন কিন্তু যে বিষয় উপলক্ষে আদৌ নালিশ উপস্থিত হয় তাহার সহিত একথার কোন সংস্রব নাই অতএব জজ আদালতের ১৮৫৫ সালের ১৭.১৮৩১ নম্বরী মোকদ্দমায় জজ সাহেব যে হুকুম দিয়াছেন তাহা আমরা রদ করিয়া প্রধান সদর আমীনের হুকুম বাহাল পূর্বক খাস আপেলাণ্টের পক্ষে এ আদালতের খরচার ডিক্রী দিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৩ জুলাই।

একত্রাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বি. জে. কলবিন সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত জে. এইচ, প্যাটন সাহেব }

১৮৫৬ সালের ১১২৮ নম্বরী দরখাস্ত।

প্রতিবাদীগণ পূর্ণানন্দ দত্ত প্রভৃতির বিরুদ্ধে বাদী চণ্ডীপ্রসাদ দেবের মোকদ্দমায় চৌকি কাচারের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ দেবের ১৮৫৬ সাল ১০ মে তারিখের এক নিষ্পত্তি বাহালে কাচারের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কাপ্তেন জি, বর্ণর সাহেব ১৮৫৬ সালের ৩০ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাঁহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য

তওন প্রার্থনার চণ্ডীপ্রসাদ দেব ১৮৫৬ সালের ২৮ আগষ্ট তারিখে এ আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু বেণী মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়——————দরখাস্ত কারির পক্ষ উকীল।

প্রতিপক্ষের উকীল নাই।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত হেতু সকল জন্য উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

দরখাস্তকারী অর্থাৎ বাদী কোন কওয়ালা সাব্যস্ত জন্য নালিশ করিলে নীচের উত্তর আদালত তাহা এই হেতুতে অগ্রাহ্য করেন যে বিক্রেতা সেই সম্পত্তির আর এক খণ্ড বিক্রয় কওয়ালা যে অপর এক ব্যক্তিকে লিখিয়া দিয়াছে তাহা রেজেষ্টরী হইয়াছিল কিন্তু দরখাস্তকারির কওয়ালা সে রূপ রেজেষ্টরী হয় নাই।

তাহাতে দরখাস্তকারী খাস আপীলে এই আপত্তি করিতেছে যে নীচের আদালত-তায় উক্ত পৃথক দুই দলীলের মাতবরির তদন্ত নাকরিয়া সুদ্ধ ১৮৪৩ সালের ১৯ আক্-টানুযায়ী প্রতিপক্ষের দলীল রেজেষ্টরী হওয়া বিধায়ে তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

এই কথা সত্য বটে কিন্তু উক্ত আইনের আদেশ এই যে দলীলের মাতবরী বিষয়েও তদন্ত করিতে হইবেক অতএব আমরা এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাই নীচের আদালত উপরোক্ত রায় অনুযায়ী তাহার বিচার নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৫ জুলাই।

একলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৩ সালের ৪৮২ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা নদীয়ার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় রামলোচন ঘোষের ১৮৫৩ সাল ১৯ সেপ্তেম্বর তারিখের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

বামনদাস মুখোপাধ্যায় (প্রভৃতি বাদীগণ)——আপেলাণ্টগণ।

জে, এফ, হেজর প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)————রেস্পণ্ডেণ্টগণ।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু জগদানন্দ মুখো-পাধ্যায়———————— } আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল দ্বয়।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মেৎ আর, টি, এলান সাহেব———————— } রেস্পণ্ডেণ্ট মেৎ হেজরের পক্ষ উকীল দ্বয়।

কোং ৬৩৩৯।৴৩ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

বাদীগণ কহে যে গোরা গাঙ্গুলি নামক একটা খাল চুরাই নামক নদী হইতে বাহির হইয়া বাগুনা নামক গ্রামের নিকট একটা নীলকুঠীর দক্ষিণ ধার দিয়া যায় বর্ষাকালে যখন নদীর জল অতিশয় বৃদ্ধি হয় তৎকালীন নদী হইতে জল ঐ খালে আইসে ও যৎকালীন জল ঐ রূপ বৃদ্ধি না হয় তৎকালীন ঐ খালের স্রোতের পথে ও কিনারায় নীল ও অন্যান্য শস্য রোপণ করা হয় তাহাতে খাল বোয়ালিয়া নামক কুঠীর সাবেক মালিক মেৎ কেম্বেল সাহেব বাগুনার কুঠীর নীল তৈয়ারী কারণ জল কষ্ট নিবারণ জন্য ঐ নদী হইতে খাল কাটিয়া দিবার মানসে শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি

প্রার্থনায় ১৮৫০ সালের ২৬ জুন তারিখে এক দরখাস্ত করিলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন পরে সেসন জজ্ সাহেবের নিকট আপীল হইলে সাহেব মৌসুক কহেন যে ১৮৪০ সালের ৪ আক্টের ৬ ধারা মোতাবেক নালিশ রুজু করিতে হইবেক তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং সরেজমীনে যাইয়া তথাকার লোকদিগের জবানবন্দী গ্রহণ করতঃ ১৮৫০ সালের ২০ জুলাই তারিখে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন ও মেং কেম্বেল সাহেব পুনরায় জজ সাহেবের নিকট আপীল করিলে তিনি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম রদ করিয়া খাল কাটিবার হুকুম এই মর্ম্মে দেন যে নীল তৈয়ারী জন্য যে পরিমাণ জল আবশ্যক সেই পরিমাণ কাটা যাইতে পারে ততোধিক কাটা না হয় যদ্দ্বারা বাদীগণের পক্ষে হানি হইতে পারে ও সেই হুকুমানুযায়ী ১৮৫০ সালের ইস্তক ১ নাং ১০ আগষ্ট তারিখের মধ্যে ঐ খাল বরাবর কোন স্থানে কম ও কোন স্থানে অধিক গভীর করিয়া খনন করা হইয়াছিল তদ্দ্বারা বাদীগণের ৩০৮।৩ বিঘা জমীনের নীল চারা নষ্ট হয় ও সেই ক্ষতি জন্য তিনি এক্ষণে এই নালিশ রুজু করেন।

প্রতিবাদী এই রূপ স্বীকার করে যে সেসন জজ্ সাহেবের হুকুম মত ঐ খাল কাটা হয় কিন্তু তদ্দ্বারা যে বাদির ক্ষতি হয় তাহা স্বীকার করে না। সে ব্যক্তি এই রূপ আপত্তি করে যে বাগুনা কুঠী বহুকাল হইতে ঐ খাল সংযোগে জল প্রাপ্ত হইতেছে এবং সেই সকল সনে ইহা কাটা আবশ্যক হইত যৎকালীন ঐ নদী বৃদ্ধি পাইয়া ঐ খালের সহিত সংযোগ না হইত কিন্তু যখন নদী অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় তখন কাটিবার আবশ্যক হয় না ও ইহা ৪ আক্টের মোকদ্দমায় সাক্ষীদিগের জবানবন্দীতে সাব্যস্ত হইয়াছে অধিকন্তু ঐ কুঠীর উপকারার্থে ঐ খাল কাটা হয় ও যখন সেসন জজ্ সাহেবের অনুমতি ক্রমে ঐ খাল খনন হইয়াছিল তখন উহার জল কিনারায় উঠে নাই ও ঐ খালের স্রোতের স্থানে কোন নীল চারা ছিল না।

প্রধান সদর আমীন নীচের লিখিত হেতু সকল জন্য নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন তাহা এই যে উক্ত নদী হইতে এই খালের যোগে বাগুনার নীলকুঠী জল প্রাপ্ত হওয়ার বিষয় প্রতিবাদী যে এজহার করে বাদী তাহা অসাব্যস্ত করিতে পারে নাই আর সেই জলপথ রুদ্ধ হইলেই ঐ খাল খনন করা হইত তদ্ভিন্ন তাহা পূর্ব্বে একবার এই রূপ খনন হওয়া বাদির মোক্তার স্বীকার করিয়াছে অধিকন্তু হাকীম মৌসুফের বিবেচনায় বাদী আসলেই ক্ষতি গ্রস্ত হয় নাই।

এই নিষ্পত্তির অসম্মতিতে বাদী আপীল করিয়াছে তাহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে নীচের লিখিত কএক বিরোধীয় বিষয়ে আমরা উভয় পক্ষের উকীলগণের সওয়াল জওয়াব শ্রবণ করিয়াছি।

প্রথম যে স্থলে প্রতিবাদী কুঠীর মালিক সে স্থলে তাহার উক্ত জল ব্যবহার করণের আবহমান ব্যবহার সিদ্ধ স্বত্ব ছিল কি না এবং সেই স্বত্বানুযায়ী সে ব্যক্তি ঐ খাল খনন করিয়া আপন কুঠীতে জল লইয়া যাইতে পারে কি না। দ্বিতীয়। যদিস্যাৎ তাহার এরূপ স্বত্ব ছিল এমত হয় তবে উক্ত খাল খনন করাতে সে ব্যক্তি উক্ত স্বত্বের অতিক্রম করিয়াছে কি না ও তদ্দ্বারা বাদীগণের ক্ষতি হইয়াছে কি না যদিস্যাৎ ক্ষতি হইয়া থাকে তবে কি পরিমাণে হইয়াছে।

প্রথম। বিষয়ে বাদির উকীলগণ কহেন যে যে ভূমির উপর দিয়া ঐ জল বেগবতী হইত তৎপ্রতি প্রতিবাদির কোন স্বত্ব নাই কেননা বাদী জমীদার বিধায়ে সেই ভূমির প্রতি তাহারই অধিকার ছিল আর ঐ জল যে সময়ে আপন হইতেই আসিত প্রতিবাদীগণ কর্ত্তৃক উক্ত খাল খনন হওয়াতে সেই জল তাহার পূর্ব্বে আসিয়াছিল তদ্দ্বারা তাহার নিকটস্থ রোপিত নীল চারা সমুদয় নষ্ট হইয়াছে আর নীল কাটা হইলে ঐ সময়ের পর খালে জল আপন হইতেই যাইত অধিকন্তু প্রতিবাদির আবহমান ব্যবহার প্রসিদ্ধ স্বত্ব থাকার বিরুদ্ধে প্রধান সদর আমীন নিষ্পত্তি করাতে ও সে ব্যক্তি তদ্বিষয়ে আপীল না করিবায় এক্ষণে তাহা উত্থাপিত হইতে প্যারে না।

প্রতিবাদির পক্ষে তাঁহার উকীল এই তর্ক করেন যে এই খাল দিয়া উক্ত কুঠী বরাবর জল লইয়াছে ও তাহার সেই জল ব্যবহার করণের স্বত্ত্ব আছে এবং এতাবৎ বিষয় প্রমাণ জন্য সে ব্যক্তি অতি বিশিষ্ট জবানী ও দলীলী প্রমাণ দর্শাইয়াছে আর যে সকল খাতা বহি দাখিল করিয়াছে তদ্দৃষ্টে ১৮৪৬, ১৮৪৭ ও ১৮৪৮ সনহায়ে ঐ খাল পরিষ্কার করণে যে ব্যয় হয় তাহা প্রকাশ পাইবেক তদ্ভিন্ন যখন নদী রীতিমত উচ্চ না হওয়াতে ঐ খালের মধ্যে জল প্রবেশ না করে কেবল তখনই তাহার মুখ কাটিয়া দেওয়া হয় আর উভয় পক্ষের মধ্যে এরূপ কোন চুক্তি বা সর্ত্ত নাই যে নীল তৈয়ারী কারণ যে পরিমাণ জল নিতান্ত আবশ্যক তাহা উক্ত খালের মধ্যে সহজে প্রবেশ না করিলে প্রতিবাদী তাহা খনন বা গভীর করিতে পারিবেক না এবং আবহমান ব্যবহার প্রসিদ্ধ স্বত্ত্বানুযায়ী না হইলেও প্রতিবাদী প্রচলিত ব্যবহার মতে ঐ জল ব্যবহার করণের স্বত্ত্ব রাখে অতএব নিতান্ত প্রয়োজন জন্য যে স্থলে তাহার সেই জল ব্যবহার করণের স্বত্ত্ব আছে সে স্থলে এরূপ ব্যবহার করণের প্রতি কোন বাধা ঘটিলে সে ব্যক্তি তাহা দূর করিতে পারে অধিকন্তু কোন উপকার পাওনের স্বত্ত্ব থাকিলেই সেই উপকারের প্রতি যদিস্যাৎ কোন বাধা ঘটে তাহা দূর করণেরও স্বত্ত্ব অর্শে আর প্রতিবাদী যদিস্যাৎ সকল সময়ে ঐ জল ব্যবহার করিতে না পায় তবে তাহার সেই জল ব্যবহার করণের স্বত্ত্ব থাকা নিষ্ফল আর এই স্বত্ত্বানুযায়ী কার্য্য করাতে প্রতিবাদী যদিস্যাৎ আইন বিরুদ্ধ কোন কার্য্য না করিয়া থাকে তবে বাদী খেসারতের দাবি করিতে পারে না।

প্রতিবাদী যে উপকার পাওনের স্বত্ত্বের দাবি করে তাহার সেই স্বত্ত্ব আছে কি না তদ্বিষয়ে রায় দিবার পূর্ব্বে পক্ষ দ্বয়ের মধ্যে যে আর এক বিষয় লইয়া বিরোধ হইতেছে ও যাহা সওয়াল জওয়াবে উত্থাপিত হইয়াছে তাহা মীমাংসা করা আবশ্যক। প্রতিবাদী জবানবন্দির যে কএক খণ্ড নকল দাখিল করিয়াছে তাহারও প্রতি বিশেষ নির্ভর করে সে সকল জবানবন্দী ৪ আক্টের মোকদ্দমায় টমাস ওয়েন্ ওআরথর ওয়েন দিয়াছিলেন তাহাতে বাদী এই আপত্তি করে যে এরূপ গওয়াহি গ্রাহ্য যোগ্য নহে।

তাবৎ মোকদ্দমার সাধারণ বিধি এই যে আদি প্রমাণ দাখিল করা কোন ব্যক্তির ক্ষমতাতীত থাকা যদিস্যাৎ দর্শিত না হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণ গ্রাহ্যযোগ্য হইবেক না কিন্তু যে স্থলে প্রতিপক্ষের সমক্ষে কোন গওয়া শপথ পূর্ব্বক কোন মোকদ্দমায় জবানবন্দী দেয় ও ঐ প্রতিপক্ষ তৎকালে তাহাকে পাল্টা সওয়াল করিতে পারিতেন এমত হয় সে স্থলে সেই ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে সাক্ষি[illegible]রকে যদিস্যাৎ তলব করিতে পারা না যায় ও যে বিষয় লইয়া শেষোক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয় ও তাহাতে যে সকল মাতবর ২ প্রশ্ন থাকে উক্ত জবানবন্দী যদিস্যাৎ সেই বিষয় ও সেই সকল প্রশ্ন ঘটিত হয় তাহা হইলে সেই জবানবন্দী শেষোক্ত মোকদ্দমায় গ্রাহ্য হইবেক। আমাদিগের দৃষ্ট হইতেছে যে একই বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বকার মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের মোকাবিলায় যে সকল জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে তাহার নকল প্রথম আদালতে দাখিল হইলে তৎপ্রতি কেহ যদিস্যাৎ আপত্তি না করে তবে প্রতিপক্ষ নিরব হইয়া থাকাতে এই অনুভব করিতে হইবেক যে সেই সকল সাক্ষী আদালতের এলাকার বহির্ভূত থাকা অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ তাহারা তলব হইতে না পারা এতাবৎ তাহার স্বীকার করা হইয়াছে ও আইনের সাধারণ বিধি অনুযায়ী গাওয়ালোকের হাজীর হইতে অক্ষমতার প্রতি যে রীতিমত প্রমাণ দর্শান আবশ্যক তাহা সে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে। প্রতিবাদির উকীল কহেন যে যে সকল গওয়ার জবানবন্দী দাখিল হইয়াছে তাহারা এদেশে নাই একথা যদিস্যাৎ অপ্রকৃত হয় তবে নীচের আদালতে আপত্তি করা উচিত ছিল। বাদী নিরব থাকিয়া নীচের আদালতে যে গওয়াহি গ্রাহ্য হইতে সম্মতি দিয়াছে তৎপ্রতি তাহাকে প্রথমবার আপীল আদালতে আপত্তি করিতে ও প্রতিবাদীকে অপ্রস্তুত করিতে দেওয়া আমাদিগের বিবেচনায় অন্যায়। আমরা এবিষয়ে যে নিষ্পত্তি করিলাম তাহাতে স্পষ্ট এইরূপ বুঝিতে

হইবেক যে আদালত আইনের অবধারিত প্রসিদ্ধ বিধির কোন ক্ষতি হইবেক না তাহা এই যে আদি প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য থাকা প্রমাণ না হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণ গ্রাহ্য যোগ্য হইবেক না আমরা এই পর্য্যন্ত নিষ্পত্তি করিতেছি যে আদি প্রমাণ প্রাপ্ত না হওয়ার প্রতি রীতানুযায়ী যে প্রমাণ দর্শান আবশ্যক তাহা কোন পক্ষের সম্মতি দ্বারা পরিত্যাগ করা হইতে পারে ও নিরব থাকিলেই সম্মতি বুঝাইবেক এই নিষ্পত্তি আমাদিগের বিবেচনায় ন্যায্য হইতেছে। কারণ বাদী যাহা নিজে স্বীকার করে তাহা প্রতিবাদীকে বিলম্ব ও ব্যয় করিয়া প্রমাণ করিতে বলা অনাবশ্যক।

মোকদ্দমার মূল কাগজাত ও যে তর্কের পক্ষে যে সকল তর্ক হইয়াছে সে অনুক্রমে বোধ হয় যে যে খাল লইয়া এই বিবাদ উপস্থিত তাহার মালিকী স্বত্ব বিষয়ে কোন পক্ষ বিরোধ করে না সেই স্বত্ব বাদির আছে সন্দেহ নাই এবং প্রতিবাদী তাহা স্বীকার করে। বাদীও এরূপ স্বীকার করিয়াছে যে খালের মধ্যে জল সহজে প্রবেশ করিলে প্রতিবাদী তাহা ব্যবহার করিতে পারে।

আমাদিগের সমক্ষে যে প্রথম উত্থাপিত হইয়াছে পক্ষ দ্বয়ের মধ্যে শুদ্ধ তদ্বিষয়েই বিরোধ থাকা দৃষ্ট হইতেছে নদী নদীর জল উক্ত খালের মধ্যে যখন জল প্রবেশ না করে তখন নীল তৈয়ারী কারণ প্রতিবাদির একটা কুঠীর নিকটস্থ এক পুষ্করিণীতে জল লইয়া যাইবার জন্য সে ব্যক্তি ঐ খালের মুখ অথবা কোন স্থল খনন করিতে পারে কি না অর্থাৎ উপকার প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রতিবাদী ঐ জল ব্যবহার করণের স্বত্ব রাখে কি না যদিস্যাৎ রাখে এমত হয় তবে আরো সহজে সেই উপকারের ফল ভোগী হইবার জন্য তাহার উক্ত খাল খনন করণের অধীন স্বত্ব আছে কিনা। এস্থলে বাদির সম্পত্তির উপর প্রতিবাদী যে স্বত্বের দাবি করে তাহার প্রমাণের ভার তাহারই উপর বর্ত্তে।

কিন্তু সে ব্যক্তি দলীল দস্তাবেজ দাখিল করে নাই আল ফ্রেড ওরেম সাহেবের পুত্রদ্বয় টমস ওরেম ও আরথর ওরেম যে জবানবন্দী দেন শুদ্ধ তাহারই প্রতি প্রায় সম্পূর্ণ রূপ নির্ভর করা হইয়াছে তাহাদিগের জবানবন্দির মর্ম্ম এই যে তাহাদিগের পিতা ৮ বৎসরের অধিক কাল হাসখালী কনসারণের অধ্যক্ষ ছিল ও এই খাল যোগে বোগলা কুঠীতে মাথা ভাঙ্গার জল লওয়া হইত আর ১৮৫০ সালের পূর্ব্বে ঐ ৮ বৎসর কালের মধ্যে ১৮৪৬ও১৮৪৭ সালে একবার এবং ১৮৪৭।৪৮ সালে আর একবার অর্থাৎ ঐ খালের মুখ এই দুই বার খনন করা হয় এবং বাদী কি অপর কেহ তাহাতে কোন আপত্তি করে নাই ও বোগলা কুঠীর কার্য্য নির্ব্বাহ শুদ্ধ ঐ নদীর জলের দ্বারা হইত।

আবহমান ব্যবহার প্রসিদ্ধ স্বত্ব দ্বারা কোন উপকার পাওনের স্বত্ব সাব্যস্ত পক্ষে এরূপ প্রমাণ আমাদিগের বিবেচনায় নিতান্ত অপ্রচুর কেননা ইহাতে কেবল এইমাত্র প্রকাশ হইতেছে যে জমীদারের অনুমতি মতে ৮ বৎসর কাল ঐ খালের জল উক্ত কুঠী ব্যবহার করিয়াছে ও সেই কালের মধ্যে উক্ত অভিপ্রায়ে ঐ খাল দুই বার খনন বা গভীর করা হয়।

যে স্থলে প্রতিবাদির উত্থাপিত স্বত্ব সে ব্যক্তি সাব্যস্ত করিতে পারে নাই সেস্থলে তাহার দাবিকৃত অধীন স্বত্ব অকর্ম্মণ্য হইতেছে।

দ্বিতীয় উত্তর বিষয়ে আমাদিগের রায় এই যে প্রতিবাদী আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করাতে বাদির নীল চাষের কোন ক্ষতি হওয়া বাদী সাব্যস্ত করিতে পারে নাই এই এজহার প্রমাণ জন্য কেবল জবানী প্রমাণ দর্শিত হইয়াছে সে প্রমাণ সন্তোষক নহে এবং প্রতিবাদির দর্শিত প্রমাণের দ্বারা তাহা খণ্ডন হইয়াছে অতএব বাদির এই খেসারতের দাবি প্রধান সদর আমীনের কয়সলার যে অংশে ডিস্মিস্ করা হয় তাহা আমরা বাহাল করিলাম।

কিন্তু বাদির বিনা অনুমতিতে প্রতিবাদির তাহার ভূমির উপর যাওয়া ও খাল খনন করার অপরাধ জন্য বাদী যে খেসারতের দাবি করিয়াছে তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিবেচনায় ১০০৲ টাকা তাহার প্রাপ্য বটে। প্রতিবাদী সেসন জজ্ সাহেবের নিকট যে হুকুম প্রাপ্ত হয় তাহাতে কোন উপকার পাইতে পারে না কারণ এরূপ হুকুম দেওয়া সেসন

আদালতের ক্ষমতাতীত অতএব আমরা প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা সংশোধন করিয়া বাদির পক্ষে এই টাকার ডিক্রী দিলাম বাদী তৎপরিমাণে খরচা পাইবেক।

শ্রীযুক্ত সি, সি, জ্যেক্‌সন সাহেবের অতিরিক্ত মন্তব্য। ওরেম সাহেবান ১৮৪০ সালের ৪ আক্‌টের মোকদ্দমায় যে গওয়াহি দেন তাহার নকল এমোকদ্দমায় গ্রাহ্য যোগ্য কি না তদ্বিষয়ে সঙ্গি হাকীমানের সহিত আমি অনৈক্য হইতেছি।

প্রমাণ বিষয়ক আইনের সাধারণ বিধি এই যে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণ গ্রাহ্য যোগ্য নহে কিন্তু যে ব্যক্তি সেই প্রমাণ গুজরায় সে যদিস্যাৎ এরূপ দর্শায় যে আদি প্রমাণ দর্শান তাহার ক্ষমতাতীত তাহা হইলে ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণ গ্রাহ্য হইবেক আর এই সাধারণ বিধির অধীন আর এক বিধি এই যে যদিস্যাৎ কোন গওয়া আদালতে কোন মোকদ্দমায় শপথ পূর্ব্বক জবানবন্দী দেয় ও তৎকালীন প্রতিপক্ষের তাহাকে পাল্টা সওয়াল করণের ক্ষমতা ছিল এমত হয় তিনি সেই ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য করুণ বা না করুণ তাহা হইলে সাক্ষী মজকুরকে যদিস্যাৎ তলব করা দুঃসাধ্য হয় তবে সেই ব্যক্তিগণ অথবা তাহাদিগের তরফ যাহারা দাবি করে তাহাদিগের মধ্যে পরে কোন নালিশ হইলে ও পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার ন্যায় শেষোক্ত মোকদ্দমায় বিরোধীয় বিষয় ও মাতবর ২ প্রশ্ন সকল একই হইলে উক্ত গওয়াহি শেষোক্ত মোকদ্দমায় গ্রাহ্য হইবেক।

উপস্থিত মোকদ্দমায় এইরূপ তর্ক করা হয় যে বাদী কোন আপত্তি উপস্থিত না করাতে প্রতিবাদির দর্শিত ওরেম সাহেবানের জবানবন্দী গ্রাহ্য হওনের প্রতি তাহার সম্মতি থাকা প্রকাশ এবং এই এক অনুভব করা হইয়াছে যে মোকদ্দমায় উক্ত গওয়াহানকে আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে তলব করা দুঃসাধ্য হইয়াছিল।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে বাদির সম্মতিতেই উক্ত গওয়াহি যদিস্যাৎ আইন সঙ্গত থাকা বিবেচিত হইল তবে শেষোক্ত সিদ্ধান্ত অনাবশ্যক আর সেই সিদ্ধান্ত যদিস্যাৎ আইন সঙ্গত হয় তবে প্রকারান্তর সম্মতি থাকার আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না।

কোন ব্যক্তি নিজে যে সকল আপত্তি করিতে পারিত তাহা পুনরুত্থাপিত হইতে না দেওয়ার পক্ষে সেই ব্যক্তির সম্মতি অতি বলবৎ বটে সন্দেহ নাই কিন্তু যে স্থলে উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় প্রমাণ বিষয়ক আইনে লেখে যে সাক্ষীকে হাজির করা যে পক্ষের আবশ্যক সেই সাক্ষীকে হাজির করা তাহার ক্ষমতাতীত থাকার প্রতি অগ্রে প্রমাণ দর্শিত না হইলে সাক্ষী মজকুরের জবানবন্দির নকল গ্রাহ্য হইবেকনা সেস্থলে কোন ব্যক্তির সম্মতি আছে এরূপ অনুভব করা মুর্খের কার্য্য হয় এবং সেই অনুভব আইনের অবধারিত দৃঢ় বিধির বিরুদ্ধ হওয়াতে আমার বিবেচনায় তাহা অকর্ম্মণ্য।

কিন্তু এরূপ আপত্তিও হইয়াছে যে ওরেম সাহেবানের জবানবন্দী দাখিল করণের প্রতি আপত্তি না করাতে এই অনুভব হয় যে মোকদ্দমায় আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে তলব করা দুঃসাধ্য হইয়াছিল।

আমি এরূপ অনুভব করণের বিষয়ে সম্মতি দিতে পারি না কারণ সাধারণ বিধি এই যে যে বিষয় অনুভব করিতে হইবেক তাহা যে সকল ব্যাপার দৃষ্টে সেই অনুভব করা হয় সেতাবৎ হইতে সহজেই উৎপাদিত হইবেক কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় বাদী ঐ মোকদ্দমায় নিস্তব্ধ থাকাতে এক জন এরূপ অনুভব করিতে পারে যে ওরেম সাহেবান মরিয়া গিয়াছে কি তাহারা দেশে নাই অথবা তাহারা নিরুদ্দেশ হইয়াছে কি তাহারা চিরকাল পীড়িত আছে অথবা এই মোকদ্দমায় বাদির মন্ত্রণায় তাহারা অনুপস্থিত আছে এই সকল কারণে ওরেম সাহেবানের হাজির হওয়া অসাধ্য অথবা অসম্ভব হইতে পারে আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ককে যে অনুভব বলা হয় তাহা অতি শিথিল ও যে সিদ্ধান্ত প্রণালী ঐ আইন রচিত নাম পাওয়ার যোগ্য নহে তাহাকে সেই নাম দিয়া অতি মান্য করা হয়।

কিন্তু এ বিষয় ত্যাগ করিয়া আমার দৃষ্ট হইতেছে প্রমাণ বিষয়ক আইন মতে এই বিষয় অত্যাবশ্যক, যে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সেই ব্যক্তিরা যে

হাজির হইতে পারে না এরূপ প্রমাণ দর্শাইতে হইবেক। উপস্থিত মোকদ্দমায় প্রতিবাদী সেই রূপ প্রমাণ দর্শায় নাই এবং বাদির প্রকারান্তর সম্মতি অথবা আইন সম্বন্ধ অনুভব দৃষ্টে এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না যে ওয়েস সাহেবানকে হাজির করা আবশ্যক অতএব যদিও নীচের আদালত ভ্রমক্রমে তাহাদিগের গরহাজির গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু সে গরহাজির আমি অগ্রাহ্য করিতেছি। এই সিদ্ধান্ত করণে রামধন রায় প্রভৃতির বিরুদ্ধে গোপাল দাস মোহন্তের মোকদ্দমায় আমি যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহাই অবলম্বন করিলাম একপ্রকার আপত্তি তৎকালেও আদালতের সমক্ষে উপস্থিত ছিল ঐ মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৫৬ সালের ফয়সলা বহির ৫২৭ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবেক ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৫ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব } একটিং জজ।

১৮৫৭ সালের ১১৮ নম্বরী।

এআদালতের অধিকাংশ হকীমান শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবান ১৮৫৬ সালের ৫০০ নম্বরী মোকদ্দমায় ১৮৫৭ সালের ২৫ মার্চ তারিখে যে বিচার নিষ্পত্তি করেন তাহার পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত।

খোদাবকস পাটওয়ারী (রেস্পান্ডেণ্ট) — দরখাস্তকারী।
হাকীমুদ্দীন ভুঁইয়া (আপেলান্ট)————প্রতিপক্ষ।
মৌলবী অফতাবুদ্দীন মহম্মদ ————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।

প্রতি পক্ষের উকীল নাই।

এআদালতের অধিকাংশ হাকীমানের গত ২৫ মার্চ তারিখের নিষ্পত্তি পুনর্দৃষ্টি জন্য খাস রেস্পান্ডেণ্ট অদ্যকার তারিখে এই হেতুতে আদালতে প্রার্থনা করিয়াছে যে তলবী ইসাদ করণে যে বিলম্ব হয় খাস আপেলান্ট তাহার বিশিষ্ট হেতু দর্শাইতে পারে নাই সুতরাং ঐ বিলম্ব জন্য তাহার হকসফার সত্ত্ব অমিদ্ধ হইতেছে। কাজী উল কজ্জাতের ফতওয়া অনুযায়ী আমরা এইবার নিয়াছিলাম যে যে কোন কারণে হউক তলবী ইসাদ করিতে হউক ২ নাং ৩ দিবসাথ যে কএক ঘন্টার বিলম্ব হয় তাহা এরূপ নহে যে খাস আপেলান্টের হকসফার দাবির প্রতি তজ্জন্য হস্তক্ষেপণ করা যায় কেননা তলবী মওয়াসেবৎ অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ দাবি করা নিয়মিতকালের রীত্যনুযায়ী হইয়াছিল। আমরা সেই রায়ের যথার্থতার প্রতি সন্দেহ করণের কোন কারণ দেখি না এহেতু এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ২৪ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত বি. জে, কলবিন সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত এ. জোনস্ সাহেব

১৮৫৫ সালের ৩০৭ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা হুগলির জজ শ্রীযুক্ত জি, জি, মেকিনটস সাহেব ১৮৫৫ সালের ০৮ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে ভারেজা আপীল।

প্যারী কমল দেবী (প্রতিবাদিনী) ——— আপেলাণ্ট।
মির দাদালী প্রভৃতি (বাদীগণ) ——— রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও আর, টি, এলম্‌স সাহেব — আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলদ্বয়।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু বেণীমাধব বন্দোপাধ্যায় ও মুন্সী আমীর আলী ——— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

কোং ৪৭৮৪/১০৬ - ৭ তিন টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

জজ সাহেবের নিষ্পত্তি জেলা হুগলির জুন মাহার ছাপা ফয়সলা বহির ১৩৭ নাং ১৪০ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবেক।

কএক বৎসর হইল যে এক দরপত্তনী সৃজিত হয় তাহার দখল পুনঃপ্রাপণ জন্য এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে সেই দরপত্তনির মধ্যে ৪ মৌজা ছিল এবং বিশ্বম্ভর হালদারের পত্নী প্রাণ মণির নিকট যে এক পত্তনী গৃহীসত্রে বন্ধক থাকে উক্ত মৌজাহায় তাহার অন্তর্গত আর উক্ত পত্তনী বিশ্বম্ভর হালদারের জমীদারির মধ্যে ছিল তাহাতে বন্ধক গ্রহীত্রী প্রাণ মণি বয়বাৎ জারী পূর্ব্বক পত্তনী মঞ্জুরে দখলীকারিণী হইয়া বাদী ও অন্যান্য দরপত্তনীদারের স্থানে খাজনা প্রাপ্ত হয়েন পরে প্রাণ মণির মৃত্যু হইলে তাহার কন্যা প্রতিবাদিনী প্যারী কমল পত্তনী স্বত্বে উত্তরাধিকার করিয়া তাহার পিতা বিশ্বম্ভর হালদারের মৃত্যু হইলে জমীদারী স্বত্ব প্রাপ্ত হয় পরে জমীদারী বিভাগ হওয়াতে বাদির দরপত্তনির শামিল একটা মৌজা পৃথক করা হয় তৎপরে ঐ এক মৌজা যে পত্তনীভুক্ত হইয়াছিল তাহা নিলাম হইবায় বাদী প্রতিবাদিনী প্যারী কমলের অধীনে দরপত্তনী স্বরূপ বেল গাছিয়া শঙ্করপুর ও খোরদ পলাসী মৌজাহায়ে দখলীকার থাকে সুতরাং বাদির পক্ষে প্রতিবাদিনী উভয় পত্তনীদার ও জমীদার স্বরূপ ছিল।

বাদী কহে যে তাহাকে উক্ত অধীন স্বত্ব অর্থাৎ দরপত্তনী হইতে বেদখল করণাশয়ে প্যারীকমল তাহার দরপত্তনী ও প্রাণচন্দ্র রায়ের আর এক দরপত্তনী একত্র করিয়া [illegible]ক্রমে এক নূতন পত্তনি সৃজন করত [illegible]কে পাট্টা করিয়া দিলে যদুনাথ মজকুর প্যারীকমলের সহিত যোগ দিয়া ঐ নূতন পত্তনী বাকী খাজানার জন্য নিলাম করায় এবং প্যারীকমল তাহা খরিদ করিয়া বাদীকে এই অছিলায় আপন পত্তনী হইতে বেদখল করে যে পত্তনির নিলাম হওয়াতে দরপত্তনী রহিত হইয়াছে।

বাদী কহে যে যদুনাথের নিকট উক্ত সম্পত্তির কোন প্রকৃত পাট্টা ছিল না সুতরাং আইনমতে প্যারীকমলই বরাবর পত্তনীদার ছিল ও তাহারই নিকট বাদী বরাবর খাজানা আদায় দিয়াছে অতএব উক্ত নিলাম অলিক ও দরপত্তনী হইতে তাহাকে বেদখল করণপক্ষে তাহা এক বিশিষ্ট হেতু নহে।

তাহাতে জজ সাহেব এই স্থির করেন যে যদুনাথকে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন পাট্টা দেওয়া হয় নাই ও তৎসংক্রান্ত তাবৎ কার্য্য আসলে কেবল বাদীকে দরপত্নি হইতে বেদখল করণাভিপ্রায়ে ঐরূপ তঞ্চক করা হয় আর প্যারীকমলকে জজ সাহেব যথার্থ পত্তনীদার বিবেচনা করেন তাহাতে সেই প্যারীকমলকে তাবৎ বাকী খাজানা আদায় দেওয়া বাদী সাব্যস্ত করাতে প্রতিবাদিনী তাহাকে যে অধীন হকুক হইতে বেদখল করিয়াছিলেন তাহার পুনর্দখল জন্য হাকীম মৌসুফ বাদির পক্ষে ডিক্রী দেন।

অত্র আপীলে—আপেলান্টের উকীল প্রথমে এই বিষয়ের আপত্তি করেন যে বাদী নীচের আদালতে নালিশ রুজু করিবার পর ইনসালবেন্ট অর্থাৎ অক্ষমঋণী হইয়া আপনার সায়দাদের তফশিল স্প্রিমকোর্টে দাখিল করে অতএব তাহার এই বিষয়ের সমাচার আদালতে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু সেরূপ সমাচার দেওয়া হয় নাই সুতরাং তাহার পক্ষে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহা বাতিল বিবেচনা করিতে হইবেক কেননা অক্ষম ঋণী প্রকাশ হইলে পর আদালত সম্পর্কে তাহাকে মৃত স্বরূপ অর্থাৎ তাহার তাবৎ স্বত্ব রহিত হওয়া বলিতে হইবেক অতএব সে ব্যক্তি যে উপকার পাওনের দাবি করে তাহাতে আদালত তাহাকে হকদার বিবেচনা করিতে পারেন না।

অক্ষমঋণী হওয়াতে এরূপ ফলোৎপত্তি যে কি জন্য হইবেক আমরা তাহার কারণ দেখি না। নীচের আদালত বাদির অক্ষমঋণী হওয়ার বিষয় যদিস্যাৎ জ্ঞাত হইতেন তবে সেই হেতুতে মোকদ্দমা এককালীন ডিস্মিস্ করা যে আবশ্যক হইত এমত নহে সুদ্ধ মোকদ্দমা চালাইতে অনুমতি পাইবার জন্য আদালত এসাইনির পক্ষে এক দরখাস্তের অপেক্ষা করিতেন কিন্তু কোন সমাচার দেওয়া হয় নাই এহেতু মোকদ্দমা রীতিমত নিষ্পত্তি হওনের কোন প্রতিবন্ধক ছিল না আর আমাদিগের বিবেচনায় বাদী অক্ষমঋণী হওয়াতে বাদী যদিও আপন সম্পত্তি হইতে নৈরাশ হয় বটে কিন্তু দেওয়ানী আদালত ঘটিত তাহার স্বত্ব হইতে নৈরাশ হইতে পারে না আর মোকদ্দমা তাহার পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে অতএব আপেলান্ট যে এক্ষণে বিশেষ আপত্তি করিতেছে তদ্দৃষ্টে উক্ত ফয়সলার প্রতি হস্ত ক্ষেপণ করণের আইনানুযায়ী কোন কারণ দৃষ্ট হয় না আমরা দেখিতেছি আপেলান্ট উভয় আসল বাদী ও তাহার এসাইনিকে এই আপীলে রেস্পাণ্ডেণ্ট করিয়াছে।

আদালত আপেলান্টের উকীলের প্রমুখাৎ মোকদ্দমার বিবরণ সকল জ্ঞাত হইয়া এই বিবেচনা করিতেছেন যে লিপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে তঞ্চক ও যোগ সাজস থাকা সুনিবাদে বাদী যে এই নালিশ উপস্থিত করে সে আপত্তি ছাড়িয়া দিলেও সুদ্ধ মোকদ্দমার বিবরণ দৃষ্টে তাহার দরপত্তনী পুনঃ প্রাপণের দাবি পক্ষে আইনানুযায়ী বিশিষ্ট ও যথেষ্ট হেতু আছে।

প্রতিবাদিনী প্যারী কমলের নিজের এজহার ও তাহার মোক্তারের আপেলান্ট যে কবুলিয়ত দাখিল করিয়াছে এতাবৎ দৃষ্টে স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে যে প্যারী কমল যখন যদুনাথের পক্ষে ঐ পত্তনী সৃজন করেন এরূপ কারণে তাঁহার জমীদার স্বরূপ আপন স্বত্বানুযায়ী কার্য্য করিবার অভিপ্রায় ছিল আর এই রূপে যে পত্তনী সৃজিত হয় তাহাতে বাদির দরপত্তনী ও আর এক ব্যক্তির দরপত্তনী একত্রিত ছিল এবং ঐ দুই দরপত্তনির জমা একত্র করিয়া নূতন পত্তনীদারের পক্ষে ১০০ টাকা মুনফা বাদে পত্তনির জমা অবধারিত হয়।

স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে জমীদার কর্ত্তৃক এরূপ যে পত্তনী স্থাপিত হয় তাহার সৃজিত হওন কালীন দুইটা অধীন হকুক তদন্তর্গত ছিল সেই সকল হকুক আপত মালিকের দ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই মালিকের স্বত্বের অনেক পূর্ব্বাবধি তাহা বর্ত্তমান ছিল অতএব স্পষ্ট প্রকাশ ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার বিধানানুযায়ী পত্তনী নিলাম হইলে এরূপ হকুক নাকস্ হইতে পারে না।

এই ধারায় দেখে যে যে কোন তালুক অথবা বিক্রয় হওনোপযুক্ত হক্কুক এই আইনের বিধি সকল অনুযায়ী বাকী খাজানার জন্য সরকারী নিলামে বিক্রয় হইবেক খরিদার উহার কাএম মোকাম অথবা এসাইনি কর্ত্তৃক যে সকল হক নিলামের পূর্ব্বে সৃজিত হইয়াছে তাহার সহিত উক্ত তালুক বা বিক্রয় হওনোপযুক্ত হকুকের কোন এলাকা থাকিবেক না তদ্ভিন্ন ইহাও দেখে যে জমীদার যে হকুক সৃজন করিয়াছেন তাহাতে তাহার খাজানা পাওনের যে স্বত্বাধিকার আছে সেই খাজানা জন্য জমীদারের এই অকাট্য স্বত্ব থাকিবেক যে তিনি যে অবস্থায় হকুক সৃজন করিয়াছেন সেই অবস্থায় সেই হকুকের দায়ী বিবেচনা করিবেন।

এরূপ স্বীকার করিতে হইবে যে বাদির অধীন হকুক অর্থাৎ দরপত্তনী একপ দায় ছিল না যে পত্তনীর মালিকের কার্য্যের দ্বারা তাহা সৃজিত হইয়াছে কেননা জমীদার পত্তনি দেওন কালীন কবুলিয়তে বিশেষ লেখন করিয়াছেন যে যে পত্তনী দেওয়া হইল তাহাতে বাদির দরপত্তনী ভুক্ত তিনটা মৌজা ও আর এক ব্যক্তির দরপত্তনী ভুক্ত ৪ মৌজা ছিল।

অতএব জমীদার প্রথমে যে অবস্থায় পত্তনী সৃজন করেন খরিদারের পক্ষে তাহা সেই অবস্থায় পাইবার জন্য এই সকল অধীন হকুক রহিত করা যে আবশ্যক ছিল এমত নহে তদ্বিপরীতে স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে যে আইনের বিধি সকল অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইলে পত্তনির ভিন্ন২ অংশ স্বরূপ সেই সকল হকুক বজায় রাখাই আবশ্যক ও খরিদারের কর্ত্তব্য যে যে আদি হকুকদাতার পর তিনি স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই ব্যক্তি অধীন হকুকদারানের স্বত্ব সকল মান্য করণে যেরূপ আবদ্ধ ছিল উক্ত খরিদার আপনাকে সেই রূপ আবদ্ধ থাকা বিবেচনা করেন।

অতএব সুদ্ধ এই আইন প্রসিদ্ধ হেতুক আমাদিগের বিবেচনায় নীচের আদালতের ফয়সলা বাদির পক্ষে বাহাল রাখা উচিত। আরো বক্তব্য এই যে আপেলান্টের উকীল মোকদ্দমার সাধারণ গুণাগুণ বুনিয়াদে নীচের আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি যে সকল আপত্তি করিয়াছেন তাহাতে আমাদিগের একপ প্রতীত হয় না যে জজ্ সাহেব যে সকল ব্যাপার দৃষ্টে আপন রায় দিয়াছেন তিনি সেই সকল ব্যাপার বিবেচনা করণে ভুল কি অন্যায় করিয়াছেন।

উভয় আপেলান্ট ও এসাইনির তরফ এ আদালতের খরচা আপেলান্টের জিম্মা কেননা আপেলান্ট স্বেচ্ছানুযায়ী এসাইনিকে বাদির শামিলে রেস্পাণ্ডেণ্ট করিয়াছেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৭ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৭ সালের ১৪৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা দিনাজপুরের সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৮৫৪ সাল ২৮ জুলাই তারিখের এক ডিক্রী রদ করিয়া ঐ জেলার একটিং জজ শ্রীযুক্ত জে, রেলি সাহেব ১৮৫৫ সালের ২৫ আপ্রিল তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অন্যথাতে খাস আপীল।

তজতুইদেবী ও মদনকুমার ঝা (প্রতিবাদিগণ)——আপেলাণ্টগণ।
সেখবাবু(বাদী) ও ঝকসু মহালপ্রভৃতি(প্রতিবাদীগণ)—রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ—{ আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল হয়।

বাবু মিহিরচন্দ্র চৌধুরী ও মুনসী আমীর আলী { বাদী রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল হয়।

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৭ সালের ৯ ফিব্রুয়ারি তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

অত্র মোকদ্দমায় এই হেতুতে আপীল হইয়াছে যে রেলি সাহেব জেলা দিনাজপুরের একটিং জজ সাহেবের ক্ষমতায় এই নিষ্পত্তি করিয়াছেন কিন্তু তিনি সরকারি বাহাদরের চিহ্নিত কার্য্যকারক না হইবায় দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের স্থানে একটিং হইতে পারেন না ও সেই ক্ষমতায় তিনি কোন প্রসিদ্ধ হুকুম দিতে পারেন না। এই আপত্তি মাতবর হওয়াতে আমরা এই বিষয়ের বিচার জন্য খাস আপীল গ্রাহ্য করিতেছি যে ইংলণ্ডের মহারাজা তৃতীয় জর্জের ৩৩ আইনের ৫২ অধ্যায়ের লিখিত ৬৭ ধারার বিধান সকল অনুযায়ী রেলি সাহেব জেলার জজ সাহেবের ন্যায় কার্য্য করিতে আইন মত সক্ষম ছিলেন কি না ও তাহা না হইলে এই ফয়সলা বাহাল থাকিতে পারে কি না। শেষোক্ত বিষয়ে প্রিবিকৌন্সেল রিপোর্ট বহির তৃতীয় বালমের ৩৮২ পৃষ্ঠার লিখিত লাফিট সাহেবের বিরুদ্ধে গোহেন প্রভৃতির মোকদ্দমা দৃষ্টি করা যাইতে পারে সেই মোকদ্দমা এস্থলে অত্যন্ত খাটে।

বিচার।

সর্টিফিকেটের উল্লেখিত পার্লিয়ামেণ্টের আক্টানুযায়ী রেলি সাহেব জেলার জজ সাহেবের স্বরূপ কার্য্য করিতে আইনানুযায়ী নিজে সক্ষম কি না সে বিষয়ের তদন্ত করা আমাদিগের বিবেচনায় আবশ্যক নহে। কারণ এ বিষয়ে আমাদিগের যে অভিপ্রায় হইতেছে তাহাতে সাহেব মৌসুফের কৃত কার্য্য অন্যান্য হেতুতে মাতবর ও সিদ্ধ হইতেছে।

রেলি সাহেব বঙ্গ প্রদেশের লেপ্টনেণ্ট গবরনর সাহেবের দ্বারা জেলার জজ সাহেবের পদে একটিং মোকরর হয়েন অর্থাৎ যে পদ আইনে প্রকাশ আছে তাহাতে যিনি আইনানুযায়ী জেলার জজ সাহেবদিগকে মোকরর করণে সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন তিনিই নিযুক্ত করিয়াছেন অতএব এরূপ স্বীকার করা হউক যে রেলি সাহেব দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের পদে মোকরর হওনে আইন মতে নিজে অক্ষম বটে কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে তিনি যে ক্ষমতা আইনানুযায়ী পাইয়াছেন তদনুসারে তাঁহার কৃত কার্য্য সকল সিদ্ধ কি না।

এই বিষয় মীমাংসা করণ জন্য এ আদালতের রিপোর্ট বহিতে কোন মোকদ্দমা দৃষ্ট হয় না আর এ মোকদ্দমায় ঠিক খাটে এরূপ বিধি ইংরাজী আইন গ্রন্থেও পাওয়া যায় না কিন্তু রোমানদিগের আইনে আমরা একবিধি পাইয়াছি তদনুযায়ী এই রকমের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবেক এবং যদিও সেই আইনের দ্বারা আমরা আবদ্ধ নহি কিন্তু যে স্থলে আমাদিগের নিজের গ্রন্থে কোন স্পষ্ট বিধি না পাওয়া যায় সেস্থলে এরূপ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণে আইন বিষয়ে এই পৃথিবীর মধ্যে যে অতি প্রসিদ্ধ বিধি সংস্থাপিত হইয়াছে অর্থাৎ উক্ত রোমানদিগের আইন তাহা আমাদিগের অতি মাতবর বিবেচনা করা উচিত।

উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় কোন মোকদ্দমায় রোমানদিগের আইনে এই বিধি আছে যে আইনানুযায়ী যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া যায় ও যাহা দৃষ্টতঃ আইন সঙ্গত তদনুযায়ী যে সকল বিচার কার্য্য করা হয় কিন্তু নিয়োজিত ব্যক্তি (অর্থাৎ বিচার কর্ত্তা) আইন মতে কোন প্রকৃত অথচ অপ্রকাশ্য দোষ জন্য যে সকল কার্য্য বাতিল হয় সে তাবৎ সেরূপ বাতিল না হইয়া মাতবর গণ্য হইবেক। আর এই বিধি এই সাধারণ নিয়মানুযায়ী হইতেছে যে যাহার মূল দুষ্য তাহার ফলোৎপত্তি যে অসিদ্ধ হইবেক এমত নহে। ঐ বিশেষ স্থলে যাহাতে সাধারণের উপকার হয় তাহাই উক্ত বিধির উদ্দেশ্য অতএব তাহা আমরা সম্পূর্ণ রূপ গ্রাহ্য করিতেছি।

টারম রিপোর্ট বহির দ্বিতীয় বালমের ৮৭ পৃষ্ঠার লিখিত থেচারর বিরুদ্ধে মিলওয়ার্কের মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত জষ্টিস বুলার সাহেব যে রায় দিয়াছেন তাহাতে এই দেখেন কিন্তু ঐ বিষয় তাঁহার সমক্ষে নিষ্পত্তি জন্য উপস্থিত ছিল না যথা " যে সকল মোকদ্দমার নীচের হাকীমের ক্ষমতা বিষয়ে আপত্তি হয় ও যে স্থলে তাহারা যথার্থ হাকীম কি না তাহা মীমাংসা হইতে পারে না তাহারা যদিস্যাৎ প্রকৃত রূপ হাকীম হয় তাহাই যথেষ্ট হইবেক যথা কোন ব্যক্তি যদিস্যাৎ রেকর্ডের কোর্টে ফৌজদারী আদালত সাজিত অপরাধী সাব্যস্ত হয় ও এরূপ কোর্টের রেকর্ডর রীতিমত মনোনীত না হইয়া থাকেন তথাপি ঐ ব্যক্তি বাস্তবিক হাকীম হওয়াতে আইন মতে ঐ আজ্ঞা মাতবর হইবেক "। দৃষ্ট হইতেছে রোমানদিগের আইনের অবধারিত বিধি অনুযায়ী এই রায় দেওয়া হয় ও তাহা উপরোক্ত মতে কোন ব্যক্তির অক্ষমতার প্রতি খাটে ও যে সকল স্থলে কোন কার্য্যকারকের মনোনীত হওনের রীতি বা কার্য্যের দোষ হয় তাহাতেও খাটান হইয়াছে।

অতএব উক্ত বিধি আইনের অবধারিত বিধি স্বরূপ গ্রাহ্য করিয়া আমাদিগের রায় হইতেছে যে রেলি সাহেব দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের স্বরূপ কার্য্য করিতে আইনানুযায়ী নিজে সক্ষম না থাকা স্বীকার করিলেও যে স্থলে তিনি উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং যে কার্য্য এক্ষণে রদ করাইবার প্রার্থনা করা হইতেছে তাহা তিনি উক্ত ক্ষমতায় করিয়াছেন সেস্থলে এরূপ কার্য্য নিশিষ্ট ও সিদ্ধ থাকা বিবেচনা করিতে হইবেক তাহা বাতিল হইতে পারে না।

কার্টিফিকটের উল্লেখিত মারিয়ট সাহেবের বিরুদ্ধে গেগেন প্রভৃতির মোকদ্দমায় এ মোকদ্দমা খাটে না সে মোকদ্দমা এই যে সেণ্ট লুসিয়ার রাএল কোর্টের জজ সাহেবের ক্ষমতানুযায়ী যাহারা ঐ স্থানের গবর্ণর সাহেবের কমিসন অর্থাৎ হুকুম অনুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন তাহাদিগের পক্ষে সেই কমিসন হজুর কৌনসেলের বিশেষ অনুমতি ও গবর্ণর সাহেবের প্রতি যে আদেশ ছিল তদনুযায়ী জারী হয় নাই তাহাতে কসুর ও মিথ্যা কারারুদ্ধ করিবার জন্য নালিশ হওয়াতে প্রবীকৌন্সেল এই রায় দেন যে এরূপ নালিশ দায়ের হইবেক ও তাহা ন্যায় মত উপস্থিত হইয়াছে ও নীচের আদালতের বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া কর্ত্তব্য এই নিষ্পত্তির হেতু দ রিপোর্টে প্রকাশ করা হয় নাই কিন্তু বোধ হয় তাহা এই বুনিয়াদে হইয়াছিল যে যে আদালত কারারুদ্ধ করণের হুকুম দেন তাহা আইনানুযায়ী সংস্থাপিত হয় নাই সুতরাং বিনা অনুমতিতে ঐ হুকুম দেওয়া হয় এহেতু তাহা আদালত বহির্ভূত ও বাতিল গণ্য হইয়াছিল অতএব আমরা এই খাস আপীল খরচ সহ ডিসমিস করিলাম ইতি।"

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৭ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামূএল্‌স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৭ সালের ৬৮৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি নওয়াদার মুনসেফ শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তির ১৮৫৪ সাল ৩১ আগষ্ট তারিখের এক ডিক্রী রদ করিয়া জেলা পশ্চিমাংশ বর্দ্ধমানের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সৈএদ ওসমান আলী খাঁ বাহাদুর ১৮৫৫ সালের ২৬ আপ্রিল তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মগন চক্রবর্ত্তী (প্রতিবাদীগণের মধ্যে একজন) —— আপেলান্ট।
ভুবন মোহন ভুঞা প্রভৃতি (বাদীগণ) ও রামচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) —— রেস্পাণ্ডেন্ট গণ।
বাবু ভুবন মোহন রায় ও বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় —— আপেলান্টের পক্ষ উকীল দ্বয়।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ —— রেস্পাণ্ডেন্ট ভুবন মোহন ভুঞা ও ভবানী চরণ ভুঞার পক্ষ উকীল দ্বয়।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর ও শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

প্রতিবাদী যে এক বাঁদ তৈয়ার করে তাহা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য বাদী তাহার বিরুদ্ধে এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে। বাদী কহে যে তাহার তালুকের উপর দিয়া যে জল বরাবর নির্গত হইত তাহা ঐ বাঁদ জন্য তাহার ভুমিতে যাওয়া রোধ হইয়াছে। প্রতিবাদী আপত্তি করে যে ঐ জল রীতিমত কোন পথদিয়া যায় না সে ব্যক্তি বাঁদ তৈয়ার করাতে বৃষ্টির জল ও গ্রামের নরদমার জল রোধ হইয়াছে মাত্রঅতএব তাহার তালুকে বাঁদ তৈয়ার করাতে এ প্রকার জলের গতি যদিস্যাৎ রোধ হইয়া থাকে তাহাতে বাদী নালিশ করিতে পারে না ইতি বিবেচনায় মুনসেফ বাদির দাবি ডিস্‌মিস্ করেন প্রধান সদর আমীন তাহা ডিক্রী করেন তাহাতে আমরা এই বিষয়ের বিচার জন্য খাস আপীল গ্রাহ্য করিতেছি যে যে জমীদারের ভুমির উপর দিয়া গ্রামের নরদমার জল নিকটস্থ অপর জমীদারের ভুমির উপর বরাবর যায় সেই জমীদার ঐ নিকটস্থ জমীদারের ক্ষতি করিয়া ঐ জলের গতি রোধ করিতে পারেন কি না ও তদ্ধেতু প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা বাহাল রাখা উচিত কি না।

বিচার।

মোকদ্দমার কাগজাতে দৃষ্ট হইতেছে যে অত্যন্ত বৃষ্টি অথবা জলপ্লাবন হইলে যে জল বৃদ্ধি হয় তাহা প্রতিবাদির উচ্চ জমীর উপর দিয়া বাদির ভুমিতে পড়িত ও তথায় তিনটা খাল হইত তদ্দ্বারা বাদী আপন ভুমির উপর জল সেচন করিয়া দিত কিন্তু প্রতিবাদী আপন ভুমির উপর একটা বাঁদ নির্ম্মাণ করাতে ঐ জলের গতি রুদ্ধ হওয়ায় সেই জল বাদির ভুমিতে উক্ত খালে নির্গত হওয়ার ব্যাঘাত হইয়াছে অতএব বাদী সেই বাঁদ ভাঙ্গিবার জন্য প্রতিবাদির বিরুদ্ধে নালিশ করাতে প্রধান সদর আমীন তাঁহার পক্ষে

ডিক্রী দেন প্রতিবাদী তাঁহার অসম্মতিতে এ আদালতে খাস আপীল করিয়াছে।

স্বাভাবিক কোন খালে জল আগত হইলে যে ব্যক্তির ভূমি দিয়া ঐ জল যায় সে আপন কার্য্য সাধন জন্য তাহা ব্যবহার করিয়া উপকার প্রাপ্ত হইতে পারে কিন্তু সেই অভিপ্রায় নিম্ন বা উচ্চস্থ ভূমির মালিকানের ঐ রূপ স্বত্বের বিরুদ্ধ হইবে না এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদিগের সমক্ষে কেবল এই বিষয়ের প্রশ্ন উপস্থিত যে কোন নিরূপিত স্বাভাবিক খালে জল আসিবার পূর্ব্বে তৎপ্রতি অপর এক মালিকের বিরুদ্ধে কোন এক মালিকের স্বত্ব আছে কি না।

এমোকদ্দমার খাটে এরূপ কোন মোকদ্দমা এআদালতের রিপোর্ট বহিতে দৃষ্ট হয় না কিন্তু এবিষয় ইংলণ্ডে কোর্ট আফ একসচেকারের সমক্ষে রেমস বটন ও অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্রুস হারষ্ট সাহেবের মোকদ্দমায় উত্থাপিত হওয়াতে বেরন অলডরসন সাহেব আপন রায় এই রূপ লেখেন যথা "আকাশ হইতে যে জল পতিত হয় ও যে পর্ব্বতের নীচে ঐ খাল আছে সেই পর্ব্বতে যে জল থাকে তাহা স্বাভাবিক ভারিত্ব গুণ জন্য নীচগামী হইয়া ঐ খালে নির্গত হইবেক সন্দেহ নাই কিন্তু যে ভূমির উপর ঐ জল পতিত হয় তাহার মালিক ঐ জল আপন কার্য্য জন্য ব্যবহার করণ পক্ষে তদ্দ্বারা কোন বাধা ঘটে না সেই জল স্বাভাবিক যে খাল বর্ত্তমান আছে তাহাতে একবার পৌছিয়া যদিস্যাৎ নির্গত হইতেছে এমত হয় তাহা হইলে উক্ত মালিক তদ্রূপ ব্যবহার করিতে পারেন না সত্য বটে কিন্তু সেই খালে পৌছছিবার পূর্ব্বে তাহা ব্যবহার করণের তাঁহার সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে"। এই রায়ে আমরা সম্পূর্ণরূপ ঐক্য হইতেছি কারণ এই সর্ব্ব সম্মত বিধি ঐ রায়ের বুনিয়াদ থাকা দৃষ্ট হইতেছে তাহা এই যে যদিও কেহ আপন প্রতিবাসির সম্পত্তির ক্ষতি করিয়া কোন কার্য্য করিবে না তথাপি আপন সম্পত্তি ভোগ দখল জন্য যে কোন আইন সঙ্গত কার্য্য হউক তাহা করণে তাহার কোন বাধা নাই।

আমাদিগের বিবেচনায় প্রতিবাদী ভূমির জল আপন ভূমী দিয়া বাদির ভূমীতে নির্গত হইতে না দেওয়ায় আইনানুযায়ী কার্য্য করিয়াছে কেননা তাহা আপন সম্পত্তির ভোগ দখল জন্যই বটে অতএব আমাদিগের রায়ে ঐ কার্য্য জন্য প্রতিবাদির বিরুদ্ধে বাদী নালিশ করিতে পারে না এহেতু আমরা প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা রদ করিয়া এই খাস আপীল খরচসহ ডিক্রী করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩০ জুলাই।

একলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব }
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ত্রিহুতের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত ই, ড্রিকাষ্টা সাহেবের ১৮৫৫ সালের নভেম্বর তারিখের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে রোবেতা আপীল।

বাবু গুরুর্ক বাহাদুর (বাদী)—————————আপেলান্ট।
বাবু গঙ্গাপ্রসাদ সিংহ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়————————————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
মুনসী আমীর আলী, বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও }
আর, টি এলন সাহেব———————————} রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

কোং ৪৩৬০৫।৶৭ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

বাদী আপন পিতৃব্য বাবু সুকদেব সিংহের কৃত্রিমপুত্র স্বরূপ গণ্য হওনের ও ঐ পিতৃব্যের ওয়ারিস বলিয়া আপন স্বত্ব সাব্যস্ত জন্য ও ঐ গোষ্ঠির সম্পত্তি মৌজা ফতেপুর ওগয়রহের তিন অংশের একাংশের মালিক স্বরূপ আপন নাম রেজেষ্টরী করাইবার প্রার্থনায় দাবি করে।

তাহাতে, নীচের আদালত তামাদী জন্য নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন কারণ প্রধান সদর আমীনের বিবেচনায় বাদির নাবালগী অবস্থা ষোড়শ বর্ষে সমাপ্ত হয় তাহাতে বাঙ্গালা ১২৩২ সালের ২৬ ভাদ্র মোতাবেক ইংরাজী ১৮২৫ সালের ১৩ সেপ্তেম্বর তারিখে বাদির জন্ম হইবার ও ১৮৫৪ সালের ৩০ জানুয়ারি তারিখে অর্থাৎ বাদির জন্মের তারিখ হইতে ২৯ বৎসর ৪ মাস ৭ দিবস পরে এই নালিশ রুজু হওনাতে নাবালগী অবস্থার ১৬ বৎসর বাদ দিলে ১৩ বৎসর ৪ মাস ৭ দিবস পরে এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে।

প্রধান সদর আমীন ১৭৯৩ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার বিধান সকল যে বাদির প্রতি খাটে তাহা বিবেচনা করেন নাই। ঐ ধারা মতে ভূম্যধিকারীগণের নাবালগী অবস্থা ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত অবধারিত হইয়াছে। প্রধান সদর আমীন এই রায় দেন যে ভূম্যধিকারীগণের পক্ষে যে স্থলে আইনানুযায়ী একজন সরবরাহকার নিযুক্ত করা আবশ্যক হয় কেবল ঐ স্থলেই ঐ নিয়ম খাটে।

উক্ত নিষ্পত্তিতে যে আইনের উকরার আছে তজ্জন্য ১৮৫৩ সালের ১৫ আইনের ১২ ধারা মতে মোকদ্দমা খননা জন্য পেশ হয়।

আপেলান্টের পক্ষ বাবু রমাপ্রসাদ রায় এই তর্ক করেন যে ১৭৯৩ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার বিধি বাদির প্রতি খাটে না প্রধান সদর আমীন যে বিবেচনা করেন তাহা ভুল কেননা এবিষয়ে সদর আদালতের ফয়সলা বহির ৫০৫ পৃষ্ঠার লিখিত ৩১২ নম্বরী মোকদ্দমায় ১৮২৩ সালের ২ জুন তারিখের নিষ্পত্তি ও ৭৮২ পৃষ্ঠার লিখিত ৩৭১ নম্বরী মোকদ্দমায় ১৮৫৩ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখের নিষ্পত্তি নজীর স্বরূপ আছে তাহাতে এই বিধি অবধারিত হয় যে ১৭৯৩ সালের ২৬ আইনের ২ ধারা মতে তাবৎ ভূম্যধিকারীগণ নাবালগির সাধারণ নিয়ম হইতে রেহাই পাওনের দাবি করিতে পারে অর্থাৎ অষ্টাদশ বৎসর শেষ হওনাবধি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া বিবেচনা করিতে পারে সুতরাং যদিও প্রধান সদর আমীনের বিবেচনায় বাদির নাবালগী অবস্থা সাধারণ বিধি অনুযায়ী শেষ হইলে এই নালিশে তামাদী ঘটে কিন্তু যে সকল ভূম্যধিকারী একেকালীন সরকার বাহাদুরের খানে রাজস্ব আদায় দেয় তাহাদিগের পক্ষে আইনে যে বর্জনীয় স্থল দর্শিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টিমাত্র বাদির প্রতি খাটান যায় তবে এই নালিশ সময় মধ্যে উপস্থিত হওয়া বলিতে হইবেক। আর প্রতিবাদির জওয়াব হইতে ও উকীল মৌসুফ এরূপ দর্শাইলেন যে ঐ গোষ্ঠির সম্পত্তির পাঁচ অংশের একাংশে বাদী সাক্ষী মালিক স্বরূপ দখলীকার থাকা স্বীকার করা হইয়াছে অতএব তিনি এই তর্ক করেন যে দাবির রকমের প্রতি যে কোন তর্ক হইতে পারে তাহা পরিত্যাগ করিলে ও বাদী ন্যায় মত ঐ রেহাই পাওনের দাবি করিতে পারে অর্থাৎ যে তালুকের রাজস্ব সরকার বাহাদুরের স্থানে আদায় দেওয়া হয় তাহার অংশ জন্য এই দাবি উপস্থিত হওনাতে বাদির ঐ রেহাই পাওন পক্ষে ইহাই যথেষ্ট কারণ হইতেছে কেননা বাদী যে নালিশী স্বত্বানুযায়ী ১৭৯৩ সালের ২৬ আইনের অবধারিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর আইনমতে কার্য্য করিতে পারিত সেই স্বত্ব জন্য নালিশ করিয়াছে বলিতে হইবেক।

রেস্পাণ্ডেন্টের পক্ষ মুনশী আমীর আলী এই তর্ক করেন যে বাদী যে নালিশ করিয়াছে তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার দাবিকৃত পোষ্যপুত্রত্বের নিষ্পত্তি স্থির হইবার প্রার্থনা বাঞ্ছা সৃষ্ট হইতেছে এ প্রকার নালিশ কোন ভূমি সম্পত্তি দখলের জন্য নহে অতএব ১৭[illegible] সালের ২৬ আইনের বিধিত বর্জনীয় স্থল খাটে কি না সে তৎকার্য্যের উপ-

সিদ্ধ হইতে পারে না এবং সাধারণ নিয়মানুযায়ী বয়ঃপ্রাপ্ত হওনের পর ১২ বৎসর মধ্যে বাদির নালিশ করা উচিত ছিল।

বিচার।

মূল কাগজাতে এই রূপ লিখিত থাকা দৃষ্ট হইতেছে যে বাদির পিতৃব্য সুকদেব সিংহ অর্থাৎ যাহার বিরোধীয় সম্পত্তির অংশ জন্য এই নালিশ উপস্থিত সেব্যক্তি ১২৪৮ সালের ১১ আশ্বিন মোতাবেক ১৮৪১ সালের জুন মাহায় ফোৎ করে তৎপূর্ব্বে এরূপ স্বীকার করা হইয়াছে যে বাদী ও তাহার ভ্রাতৃগণ যে সাধারণ সম্পত্তিতে দখলীকার ছিল তাহাতে বাদী একজন সজিমালিক বটে। অতএব এই নালিশের হেতু উত্থাপিত হওন কালীন বাদী যে তালুকের রাজস্ব সরাসর সরকার বাহাদুরের স্থানে আদায় দেওয়া হয় তাহারই এক জন নাবালগ অধিকারী ছিল সুতরাং ১৭৯৩ সালের ২৬ আইনের লিখিত বর্জ্জনীয় স্থল তাহার প্রতি খাটে। প্রধান সদর আমীন বিবেচনা করেন যে ঐ নাবালগ ভূম্যধিকারী কোর্ট আফ ওয়ার্ডের অধীনে থাকিলেই ঐ বিশেষ বিধি তাহার পক্ষে খাটিতে পারে কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সেরূপ কোর্ট আফ ওয়ার্ডের অধীন থাকা আবশ্যক নহে কেননা এরূপ বিশেষ বিধি আইনে দৃষ্ট হয় না ও আপেলান্টের উকীল যে সকল নজীর উল্লেখ করিয়াছেন সে তাবতেও এরূপ কোন প্রভেদ দর্শায় না। সেই সকল নজীরানুযায়ী আমরা এই রায় দিতেছি যে বাদী ঊনবিংশতি বর্ষারম্ভাবধি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া বিবেচনা করিতে হইবেক তাহাতে এই নালিশ সময় মধ্যে রুজু হওয়াতে আমরা এই মোকদ্দমার গুণাগুণের উপর বিচার নিষ্পত্তি জন্য তাহা নীচের আদালতে ফেরৎ পাঠাইলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৩ সালের ৩৪৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা কটকের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু তারাকান্ত বিদ্যাসাগর রায় বাহাদুর ১৮৫৩ সালের ১৪ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাবেতা আপীল।

গণেশ মহাপাত্র প্রভৃতি (বাদীগণ)———আপেলান্টগণ।
লোকনাথ গীর প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু কৃষ্ণ কিশোর ঘোষ, বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মেং আর, টি, এলান সাহেব——— } আপেলান্ট গণের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত, বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, বাবু কিশোরীচন্দ্র চৌধুরী, মুন্সী আমীর আলী ও মেং প্রিন্টার সাহেব——— } রেস্পাণ্ডেণ্ট গণের পক্ষ উকীলগণ।

জগন্নাথের মন্দিরে যে সকল পরিহারী নিযুক্ত আছে তাহাদিগের সকলের তরফ ৬জন প্রধান ২ ব্যক্তি ১৩৬ জন পাণ্ডার বিরুদ্ধে এই একাহারে এই নালিশ উপস্থিত করে যে

ঐ ১০৬ জন ভিন্ন আর কোন পাণ্ডা নাই ও তাহারাই যাত্রিলোককে দর্শন করাইবার জন্য ঐ দেবতার নিকট লইয়া যায় তাহাতে যাত্রিদিগের স্থানে ঐ পাণ্ডারা ১৮৪০ সালের ৪ মে তারিখ হইতে নালিশের তারিখ অবধি যে দান ও দক্ষিণা আদায় করিয়াছে তাহার ।।৶০ আনা রকম অংশ পাইবার জন্য বাদীগণ এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে আর ভবিষ্যতে যাত্রিলোককে ঐ দেবতা দর্শন করাইবার কালীন উক্ত পাণ্ডারা ঐ পরিহারী দিগকে যে সঙ্গে লইয়া যায় ও দান ও দক্ষিণা স্বরূপ তাহারা যাহা পাইবেক তাহা টাকার প্রতি ।।৶০ আনা রকমের হিসাব তাহাদিগকে যে দেয় বাদীগণ তৎপক্ষে আদালতের হুকুম পাওনের প্রার্থনাও রাখে।

আরজীতে যে রূপ লেখে পরিহারীদিগের অবস্থা এই যথা। তাহারা পুরুষ পুরুষানুক্রমে ঐ মন্দিরের রক্ষক যাত্রিদিগের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা ও কোন অপবিত্র ব্যক্তি অথবা বস্তু ঐ মন্দিরে প্রবেশ না করে তাহার সাবধান লওনা যাত্রিলোককে উক্ত দেবতা দর্শন করাইবার জন্য তথায় লইয়া যাওয়া ও সেই স্থলে যে সকল ধর্ম্ম ঘটিত কার্য্যাদি করিতে হয় তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এতাবৎ কার্য্যের ভার তাহাদিগের উপর আছে ও এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য তাহারা যাত্রিদিগের স্থানে দান ও দক্ষিণা পায় ও তাহাদিগের অমনোযোগ জন্য ঐ দেবতাকে যে ভোগ দেওয়া হয় ও যাহা যাত্রিলোকে প্রসাদ পায় তাহা নষ্ট হইলে তাহাদিগের জরীমানা দিতে হয়। ইতি পূর্ব্বে যাত্রিলোককে ঐ দেবতা দর্শন করাইবার স্বত্ব পরিহারী দিগেরই ছিল এই স্বত্ত্ব সাব্যস্ত পক্ষে তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষকে নাগপুরের রাজা রাম বুদ্ধি ভোনালা যে এক সনন্দ দেন তাহা তাহাদিগের নিকট আছে। তৎপরে ঐ স্বত্ত্ব লইয়া পাণ্ডা অর্থাৎ ঐ মন্দিরের চাকর লোক যাহারা ভোগাদির কার্য্য করে ও তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে উক্ত পরিহারীগণ অমলি ১১০৮ অর্থাৎ ইংরাজী ১৭৬৪ সালে মারহাট্টার জজ্ সাহেব সমীপে নালিশ করে তাহাতে ১১৭৮ সালের ২৩ মহরম তারিখে এক একরারনামা লিখিত পঠিত হইয়া এই করার দাদ হয় যে কোন পাণ্ডা যখন এক জন যাত্রিকে দর্শন করাইতে লইয়া যাইবেক তখন এক জন পরিহারী তাহার সঙ্গে লইবেক ও যাত্রিগণের নিকট পাণ্ডারা যে দক্ষিণা পাইবেক তাহার ।।৶০ রকম পরিহারীদিগকে দিবে ও রথ যাত্রা কালীন যে সকল যাত্রি আসিবে প্রতি যাত্রি দরুণ ১।।০ হিঃ ও অন্যান্য যাত্রা কালীন ২ টাকা হিসাবে পরিহারীরা পাণ্ডাদিগের স্থলে পাইবে আর পরিহারীগণের অনুপস্থিতে পাণ্ডারা দক্ষিণা লইলেও তাহার অংশ জন্য হিসাব দিবে ও উভয়ের মধ্যে বিবাদ না হয় তজ্জন্য প্রত্যেকে তাহারা আপনাপন হিসাব রাখিবে।

উক্ত একরারনামানুযায়ী এই দুই দলে ১৮০৬ সাল পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে থাকে ঐ সময়ে পাণ্ডারা একরারনামার সর্ত্তানুযায়ী কার্য্য করিতে অস্বীকার হওয়াতে পরিহারীরা ১৮০৬ সালের ২৩ জানুয়ারি হইতে ঐ সনের ৭ জুলাই পর্য্যন্ত আপনাদিগের দক্ষিণার অংশ জন্য জেলার আদালতে নালিশ রুজু করিলে ১৮০৭ সালের ১ আপ্রিল তারিখে ব্যয়সহ ৫১৮৮ ।।৶১০ টাকার ডিক্রী পায়। সেই ডিক্রী ১৮১০ সালের ৫ আপ্রিল তারিখে কলিকাতাস্থ প্রোবিনসেল কোর্ট সংশোধন করিয়া ৩৩২২৶১১ টাকার ডিক্রী দেন। এই নিষ্পত্তির অসম্মতিতে সদর আদালতে খাস আপীল উপস্থিত হইলে ১৮১৪ সালের ২৮ মার্চ তারিখে উক্ত আদালত যে ডিক্রী দেন তাহাতে যে হার একরারনামায় লিখিত ছিল ও তৎপরে কালেক্টর সাহেবান এক্তাহার জারির দ্বারা যাহা অবধারণ করেন সেই হারে পাণ্ডাদিগের স্থানে পরিহারিদিগের দক্ষিণা পাইবার স্বত্ত্ব বাহাল থাকে। পরিহারীগণ ঐ ডিক্রীজারির দ্বারা ১৮১৪ সালের জুন মাহার শেষ তক আপনাদিগের দক্ষিণার অংশ পাণ্ডাদিগের স্থানে আদায় করিয়া লয় তৎপরে পাণ্ডারা ঐ দক্ষিণার টাকা দিতে অস্বীকার হইবায় ঐ ডিক্রী পুনরায় জারী করিয়া ১৮২৬ সালের ৭ ফিব্রুয়ারি তারিখে সদর আদালত সরাসরী নিষ্পত্তিতে এই হুকুম দেন যে ১৮১৪ সালের ২৮ মার্চের ডিক্রী দ্বারা পূর্ব্বে আদায় হওয়া দক্ষিণার টাকা ও যাহা ভবিষ্যতে আদায়

হইবেক এতদুভয়ের প্রতি পরিহারীগণের স্বত্ত্ব সাব্যস্ত হইয়াছে ও পরিহারীগণ ভবিষ্যতে সেই ডিক্রীর মজমুনানুযায়ী পাণ্ডাদিগের স্থানে আপনাদিগের প্রাপ্য দক্ষিণার টাকা পাইবেক। তদনুযায়ী পরিহারীগণ পুরীর কালেক্টর সাহেবের স্থানে পাণ্ডাদিগের দ্বারা আদায় হওয়া দক্ষিণার টাকার ।।৵০ আনা রকম অংশ পায় তৎপরে ১৮৪০ সালের ৩ মে তারিখে ১৮৪০ সালের ১০ আক্ট জারী হওয়াতে ঐ মন্দিরের সহিত সরকার বাহাদুরের সংস্রব রহিত হইয়া তাহার কার্য্যের অধ্যক্ষতা খুরদহের রাজার প্রতি অর্পিত হয় আর পুরী প্রবেশ কালীন যে সকল ঘাটে সরকারের তরফ অথবা পাণ্ডা ও পরিহারীদিগের তরফ কর আদায় হইত তাহাও ঐ সময়ে উঠিয়া যায় তাহাতে পাণ্ডারা দান ও দক্ষিণার টাকা আপনারাই আদায় করিয়া লইবায় ও পরিহারীদিগকে তাহার কোন অংশ না দিবায় পরিহারীরা ঐ মন্দিরের অধ্যক্ষ খুরদহের রাজা মহারাজা রামচন্দ্র দেবের নিকট দরখাস্তকরিয়া এই প্রার্থনা করে যে উক্ত আক্টের তৃতীয় ধারায় তাহার প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তদনুযায়ী যাত্রিলোকের স্থানে পাণ্ডারা যে দান ও দক্ষিণা পায় তাহার ।।৵০ আনা রকম অংশ সাবেক ব্যবহারানুযায়ী তাহাদিগকে দিতে পাণ্ডাগণের প্রতি আদেশ দেন কিন্তু উক্ত অধ্যক্ষ কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে কহিবায় সাহেব মৌসুফ তাহাদিগকে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে কহেন তৎপরে জেলা কটকের জজ্ সাহেব সমীপে দরখাস্ত করিলে হাকীম মৌসুফ ১৮৫০ সালের ২৮ জানুয়ারি তারিখে খুরদহের রাজার প্রতি এক পরওয়ানা জারী করিয়া এই আদেশ দেন যে এবিষয় মীমাংসা করিয়া সদর আদালতের ডিক্রী অনুযায়ী পাণ্ডারা পরিহারীদিগকে দক্ষিণার টাকা যাহাতে দেয় এমত করেন কিন্তু পাণ্ডারা ঐ অধ্যক্ষের নিকট যাইতে অস্বীকার হইবায় অধ্যক্ষ মৌসুফ জুজ এই মর্ম্মে জজ্ সাহেবের নিকট এক রিপোর্ট করেন যে পাণ্ডারা পরিহারীদিগকে দক্ষিণার অংশ দিতে চাহে না। এই রিপোর্ট প্রাপ্তে জজ্ সাহেব তাহাদিগের দরখাস্ত এই রায় লিখিয়া নথির খারিজ করেন যে ১৮৪০ সালের ১০ আক্টে বলপূর্ব্বক দক্ষিণা লওন নিষেধ হইয়াছে ও দরখাস্তকারীগণ গত ১০ বৎসর কাল পাণ্ডাদিগের স্থানে দক্ষিণার টাকা না পাওয়া প্রকাশ ও খুরদহর রাজা যাহার প্রতি ঐ মন্দিরের কর্ত্তৃত্ব ছিল তিনি হস্তক্ষেপণ করিতে অস্বীকার হওয়াতে জাবেতা নালিশ ভিন্ন কোন হুকুম দেওয়া হইতে পারে না। এই হুকুমের অসম্মতিতে সদর আদালতে সরাসরী মতে আপীল হইলে তাহা এই হেতুতে অগ্রাহ্য হয় যে ১৮৪ সালের ১০ আক্ট জারী হওয়াতে ১৮১৪ সালের ২৮ মার্চ্চ তারিখের ডিক্রীর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইয়াছে কি না একথা জাবেতা নালিশ ভিন্ন মীমাংসা হইতে পারে না সুতরাং সেই কথার বিচার জন্য ও ১৮৪০ সালের ৪ মে তারিখ হইতে পাণ্ডারা যে দান ও দক্ষিণা আদায় করিয়াছে তাহার ।।৵০ আনা রকম আসল একরারনামার সর্ত্তানুযায়ী পাইবার জন্য এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু প্রত্যেক পাণ্ডা কত জন যাত্রিকে লইয়া গিয়াছে অথবা ঠিক কত টাকা তাহারা পাইয়াছে বাদীগণ তাহা অজ্ঞাত থাকাতে তাহারা এই মোকদ্দমার অভিপ্রায় জন্য এই রূপ অনুভব করিয়া লইয়াছে যে প্রত্যেক যাত্রিতে এক টাকা করিয়া দিয়াছে আর তাহারা যে এক হিসাব * দর্শাইয়াছে তদ্দ্বারা যে কালের জন্য এই নালিশ হইয়াছে সে কাল মধ্যে যে সকল যাত্রি ঐ দেবতা দর্শন করিতে যায় তাহারা ১৭০১৮৪ টাকা দেওয়া প্রকাশিয়া ঐ টাকার ।।৵০ আনা রকম অর্থাৎ ১১৭০০১ টাকার দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত।

প্রতিবাদীগণ আপনাদিগের জওয়াবে এই হিসাবের যথার্থতা একেবারে অস্বীকার করিয়া কহে যে ১৮ নালা ঘাটে মামুল লওন উঠিয়া যাওয়া ও বলপূর্ব্বক দক্ষিণা লওন

---

* ১০ বৎসর ১১ মাস ১০ দিনে তাবৎ যাত্রি লোকের স্থানে মোট ২৪৮৭৭৪ টাকা আদায় লিখিয়া ফকির ও ভিক্ষুকদিগের জন্য ৭৮৫২০ টাকা বাদ দিয়াছে।

নিষেধ হওয়াবধি কত জন যাত্রি দক্ষিণা দেয় ও কি পরিমাণে দিয়াছে তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারে না আর তাবৎ পরিহারীদিগের পক্ষে বাদীগণের নালিশ করণের স্বত্বের প্রতি তাহারা আপত্তি করিয়া কহে যে পরিহারীদিগের সংখ্যা ৪০০ শতের অধিক হইবেক ও যে ১৩৬ জন প্রতিবাদির বিরুদ্ধে নালিশ হইয়াছে তৎসেওয়ায় ৬০০ অধিক ভৃত্য সেবক ও অন্যান্য অনেক পাণ্ডা আছে যাহারা যাত্রিলোককে দেবতা দর্শন করাইতে লইয়া যায় ও যাহারা আপনাদিগের প্রাপ্তির বিষয় কাহাকেও হিসাব দেয় না অতএব প্রতিবাদীগণের ওজর এই যে আরজীতে তাবৎ আবশ্যক পক্ষ লিপ্ত না থাকাতে ও তাহার অস্পষ্টতা জন্য ও মোকদ্দমার মুখ্য নিরূপণে ভুল হওয়াতে আরজী দুষ্য হইয়াছে। মোকদ্দমার গুণাগুণ বিষয়ে প্রতিবাদীগণ এই রূপ কহে যে পরিহারী ও পাণ্ডাদিগের জন্য ১৮ নালা ঘাটে সরকার বাহাদুরকর্ত্তৃক নিরূপিত হারে যে কর আদায় হইত পরিহারীরা তাহাদিগের প্রাপ্য ডিক্রী অনুযায়ী তাহারই অংশ পাওনের হকদার ছিল তাহারা কহে যে প্রত্যেক * লাল যাত্রির স্থানে ১৩ টাকা ও প্রত্যেক ভরণি * যাত্রির স্থানে ২।৵০ টাকা হিসাবে ১৮ নালা ঘাটে আদায় হইত তন্মধ্যে ২।০ টাকা পরিহারীদিগকে ও ৵০ টাকা পাণ্ডাদিগকে দেওয়া হইত ও বাকী সরকার বাহাদুর নিজে লইতেন আর লোকনাথ ঘাটে যাহা আদায় হইত যদিও সংখ্যায় কিঞ্চিৎ বিভিন্ন বটে কিন্তু ঐ রূপ বিভাগ করা হইত। পরিহারীরা মালিয়ানা ১৩৩২৫ টাকা মাসুল দিত সুতরাং সকলের অপেক্ষা তাহাদিগের অংশ অধিক ছিল কিন্তু ১৮৪০ সালের ১০ আক্টের দ্বারা মাসুল ও আইনের নিরূপিত রসুম উভয়ই উঠিয়া যাওয়াতে যাহারা যাত্রিলোককে সঙ্গে লইয়া মন্দিরের উপর ঐ দেবতা দর্শন করাইত তাহারা যে টাকা পাইত তাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেওয়া হইত ও তাহা অনিশ্চিত থাকাতে বাদির ডিক্রী অনুযায়ী এক্ষণে কোন দাবি নাই কেননা তাহাতে যে সকল অবস্থার উল্লেখ আছে তাহা সমুদয় রহিত হইয়াছে। আর বাদীগণ ১৮৪০ সালের পর অধিক কাল নিরব থাকাতে তাহারা এই আপত্তি করে যে তদ্দ্বারা বাদীগণের দাবি না থাকা তাহারা নিজে উত্তম রূপ বুঝিয়াছিল একপ সপ্রমাণ হইতেছে এবং বাদীগণ যে ডিক্রী অনুযায়ী দাবি করে তাহাতে দান ও দক্ষিণা শব্দ লিখিত থাকাও প্রতিবাদীগণ অস্বীকার করে। প্রতিবাদীগণ কহে যে সরকারী মাসুল থাকাতেও বাদীগণের পূর্ব্ব পুরুষ ও প্রতিবাদীগণ আপনারা বরাবর দান ও দক্ষিণা লইত তৎপ্রতি কস্মিনকালে কোন দাবি উপস্থিত হয় নাই সুতরাং এক্ষণে যে দাবি উপস্থিত হইয়াছে তৎপ্রতি তামাদী আইন জন্য বাধা ঘটিতেছে। আর ঐ সকল দান যে প্রকারের শাস্ত্রমত তাহা বিভাগের যোগ্য নহে। একরারনামা বিষয়ে প্রতিবাদীগণ তাহার সত্যতার প্রতি আপত্তি না করিয়া কহে যে কোন২ ব্যক্তির সহিত ঐ করার দাদ হয় তাহা ঐ দলীলে প্রকাশ নাই ও আদালত যে সকল ডিক্রী দিয়াছেন তাহা একরারনামা বুনিয়াদে নহে কালেক্টর সাহেবের এস্তাহারের বুনিয়াদে বটে। পরিশেষে পরিহারীদিগের ঐ দেবতা দর্শন করাইবার একক স্বত্ব প্রতিবাদীগণ এককালীন অস্বীকার হইয়া কহে যে ঐ মন্দির স্থাপনাবধি যে ৩৬ শ্রেণীর লোক মন্দিরের কার্য্যে নিযুক্ত আছে সে তাবতেরই ঐ স্বত্ব আছে।

তাহাতে জেলা কটকের প্রধান সদর আমীন বাদীগণের দাবি এই হেতুতে ডিসমিস্ করেন যে দান ও দক্ষিণা স্বরূপ যাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেওয়া হয় আদালতের ডিক্রীদ্বয়ে ও একরারনামায় সে তদুভয়ের কোন উল্লেখ নাই যে রসুম অর্থাৎ নিরূপিত কর আইনের দ্বারা ১৮৪০ সালে উঠিয়া যায় কেবল তাহারই উল্লেখ আছে। হাকীম মৌসুফ কহেন আসলী একরারনামায় দক্ষিণা শব্দ লিখিত নাই কিন্তু ইহা তাঁহার ভুল কেননা আসল উড়িয়া ভাষায় লিখিত একরারনামায় ঐ দক্ষিণা শব্দ অনেক বার উল্লেখ করা হইয়াছে।

* মাসুল আদায় জন্য যাত্রিগণকে এই সকল শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

প্রধান সদর আমীনের এই নিষ্পত্তির অসম্মতিতে এই আপীল রুজু হইয়াছে তাহাতে প্রথমেই এই আপত্তি করা হয় যে তাবৎ আবশ্যক ব্যক্তি মোকদ্দমায় লিপ্ত নাই কিন্তু এ আপত্তি অগ্রাহ্য হইল কেননা আদালতের বিবেচনায় বাদীগণ যে পরিহারির শ্রেণী ভুক্ত তাহারা সেই শ্রেণী ভুক্ত তাবতের যে প্রতিনিধি স্বরূপ তাহা প্রচুর মতে প্রকাশ ও তাঁহারা দেখিতেছেন যে এই ব্যক্তিদিগেরই প্রার্থনামতে ১৮১৪ সালে মোকদ্দমা যখন চলিতে দেওয়া হয় প্রতিবাদীগণের পক্ষে তৎপ্রতি কোন আপত্তি হয় নাই।

আর প্রতিবাদির পক্ষেও কোন আবশ্যক ব্যক্তিকে ছাড়া হয় নাই কেননা বাদীগণ কহে যে প্রতিবাদীগণ ভিন্ন আর কেহ পাণ্ডা ছিলনা ও তাহারাই যাত্রিলোককে ঐ দেবতা দর্শন করাইত একথা প্রমাণের স্থল বটে যে ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে বাদীগণ দাবি-দার নহে তাহাদিগকে মোকদ্দমার শামিল করিতে বাদীগণের প্রতি জোর প্রকাশ হইতে পারে না।

তৎপরে প্রতিবাদীগণের দায়িত্ব যে রীতিতে হিসাব করা হইয়াছে ও যে সকল অস্পষ্ট বিষয় বুনিয়াদে সেই হিসাব তৈয়ার হইয়াছে তৎপ্রতি গুরুতর আপত্তি হয় কিন্তু বাদীগণ পূর্বের পাওনা টাকার প্রতি আপনাদিগের দাবি পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইয়া প্রকাশ করিল যে একরারনামার সর্ত্তানুযায়ী ভবিষ্যতে দক্ষিণার অংশ পাওন পক্ষে তাহাদিগের স্বত্ত্ব আদালতের দ্বারা সাব্যস্ত ব্যক্ত করা হয় তাহা হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট হইবেক তাহাতে আদালত বিবেচনা করিলেন যে এই মোকদ্দমা বহু দিবসাবধি মুলতবী আছে তাহার গুণাগুণের বিচার নিষ্পত্তি করা আবশ্যক ও উভয় পক্ষের বিবাদ শেষ করা উচিত অতএব তাঁহারা মোকদ্দমা চলিতে দিতে স্বীকার হইলেন।

তামাদির বিষয়ে আপত্তি হইয়া পরিত্যাগ করা হইল কেননা গুণাগুণের তদন্তে যাহা প্রকাশ হইবেক ঐ কথার নির্ভর বস্তুতঃতাহাতেই বটে। আর বাদীগণের মোকদ্দমায় তৃতীয় পক্ষের স্বত্ব লিপ্ত থাকার যে আপত্তি হয় আদালত তাহা মাতবর বিবেচনা করেননা কারণ তাঁহাদিগের বিবেচনায় তৃতীয় পক্ষের স্বত্ব লিপ্ত না থাকা স্পষ্ট প্রকাশ আরজীতে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে কোন দাবি জারী করিবার প্রার্থনা নাই যাত্রিগণ নিজে মনোনীত করিয়া যে সকল পাণ্ডাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দক্ষিণা দেয় তাহারই কোন নিরূপিত অংশের প্রতি বাদীগণের স্বত্ব থাকা পক্ষে আদালতের রায় প্রাপ্ত হওয়াই আরজির উদ্দেশ্য বটে

মোকদ্দমার গুণাগুণ বিবেচনা করণে কথিত সনন্দ ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে কেননা মারহাট্টা প্রদেশের জজ্‌ সাহেবের মঞ্জুরীতে পরিহারীরা যখন একরারনামা লিখিয়া দিয়াছে অর্থাৎ যে একরার নামা বুনিয়াদে এই নালিশ উপস্থিত ও তাহাতে বাদীগণ ভবিষ্যতে যে রূপ অবস্থায় থাকিতে স্বীকার তাহা ব্যক্ত করা হয় তখন উক্ত সনন্দ অনুযায়ী তাহাদিগের যে কোন স্বত্ব থাকিতে পারে তাহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে বলিতে হইবেক।

অতএব আমাদিগের প্রথম এই বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক যে ১৮৪০ সালের ১০ আক্ট জারী হওনাবধি পাণ্ডারা যে সকল স্বেচ্ছাধীন দান প্রাপ্ত হইয়াছে উক্ত একরারনামায় ও ১৮১৪ সালের ফয়সলাতে তাহার উল্লেখ আছে কিনা।

আপেলাণ্টগণের উকীলগণ যে সকল তর্ক করিয়াছেন সে তাবৎ সম্পূর্ণ রূপ বিবেচনা করিয়া আমরা কেবল এই সিদ্ধান্ত করিতেছি যে একরার নামা ও ১৮১৪ সালের ফয়সলানুযায়ী পরিহারীগণ যে বৃত্তির প্রতি হক প্রাপ্ত হয় তাহা এতদ্দেশে রাজ সরকারের দ্বারা অবধারিত হইয়াছিল ও তাঁহাদিগের তাহাতে সম্মতি ছিল ও যাত্রিগণ সেই টাকা দেওনে আবদ্ধ ছিল।

এআদালত ১৮১৪ সালে উক্ত একরারনামার যে অর্থ ব্যক্ত করেন তাহাতে উপস্থিত আপেলাণ্টগণ সম্মতি দিয়া তদনুযায়ী বরাবর কার্য্য করিয়াছে। সে ব্যাখ্যা এই রূপ যথা “ অধিকন্তু অমলি ১২০৮ সালের ২৩ মহরম তারিখের লিখিত একরারনামা যাহার সত্যতা

উভয় পক্ষই স্বীকার করেন তদৃষ্টে প্রকাশ যে পরিহারীদিগের প্রাপ্য বৃত্তি রথযাত্রা কালীন ১।৷৵ ও অন্যান্য যাত্রা কালীন ২৲ টাকা নিরীখে অবধারিত হয় ও মারহাট্টাদিগের রাজত্ব কালীন অমলি ১২২৭ সালে শ্রীরাম নামে এক ব্যক্তি ১৮ নালা ঘাটে মুহুরী স্বরূপ যে নিযুক্ত ছিল তাহার সাক্ষ্য বাক্যের দ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে কথিত একরারনামা লিখিত পঠিত হওনের পূর্ব্বে উক্ত নিরীখ প্রচলিত ছিল আর যখন কোন যাত্রি ঐ টাকা দিতে না পারিত তখন পাণ্ডারা তাহাকে পরিহারীদিগের নিকট লইয়া যাইত পরিহারী গণ সেই বৃত্তির মীমাংসা করিতেন ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে যে উভয় বিবাদির মধ্যে যে একরারনামা লিখিত পঠিত হয় তাহাতে তৎকালের রাজ সরকারের দ্বারা যে অবধারিত বৃত্তি মঞ্জুর হইয়াছিল তাহারই উল্লেখ থাকে মাত্র আর পরিহারীগণ ১৮০৬ সালে প্রথমে যে দাবি করে ও তৎপ্রতি আদালতের যে সকল ফয়সলা হয় তাহাও ঐ প্রকার বৃত্তি বিষয়ে হইয়াছিল বটে। বহুকাল পূর্ব্বাবধি ঐ অবধারিত নিরীখের অতি-রিক্ত যে সকল দান ধনী যাত্রিলোক উক্ত পাণ্ডা দিগকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেওয়া স্বীকার করা হইয়াছে তৎপ্রতি উক্ত একরারনামা অথবা ফয়সলা কস্মিন কালে যে জারী হইয়াছিল আপেলান্টগণ এরূপ আসলেই দর্শাইতে পারে নাই। এরূপ স্বীকার করা হইয়াছে যে আইনের অবধারিত নিরীখে সরকারী কার্য্য কারকের দ্বারা যে সকল টাকা আদায় হইত তৎপ্রতি ১৮১৪ সালের ডিক্রী বরাবর জারী হইয়াছে কিন্তু সেই ডিক্রী কোন পাণ্ডার নিজের বিরুদ্ধে কস্মিন কালে জারী হওয়া দৃষ্ট হইতেছে না এরূপ অবস্থায় ইংরাজ বাহাদুরের রাজত্বের পূর্ব্বে আপেলান্টগণের যে রূপ অবস্থা ছিল তাহারা ১৮৪০ সালে বলপূর্ব্বক বৃত্তি আদায় করার নিয়ম উঠিয়া গেলে পুনর্ব্বার সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে কি না সে কথা বিবেচনা করা অনাবশ্যক হইতেছে কারণ তাহারা যে বৃত্তির টাকার অংশ পাইত তৎসম্বন্ধে তাহাদিগের অবস্থা ঐ ঘটনার পূর্ব্বে ও পরে ঠিক এক রূপ থাকা প্রকাশ। আর যে টাকা প্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ী আপেলান্টগণ পাণ্ডা দিগের অবধারিত বৃত্তি হইতে প্রত্যেক যাত্রির জন্য পাওনের হকদার ছিল তাহারা সেই টাকা আদায় করিতে এক্ষণে অক্ষম বলিয়া আমরা এরূপ স্বীকার করিতে পারি না যে এক্ষণে পাণ্ডারা যাত্রিগণের স্থানে স্বেচ্ছামত যে দক্ষিণা পাইতেছে তাহা হইতে আপে-লান্টগণ আপনাদিগের অংশ আদায় করিতে পারে কারণ তাহাদিগের চুক্তি যে বৃত্তি সম্পর্কীয় তাহা আইনানুযায়ী ছিল সেই বৃত্তি লোপ হওয়াতে তৎসম্বন্ধীয় তাবৎ আবদ্ধ কর বিষয়েরও লোপ হইয়াছে এহেতু আমরা প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা বাহাল করিয়া এই আপীল ব্যয় সহ ডিস্মিস্ করিলাম। আরো আপত্তি হইয়াছে যে যে ২৫ জন প্রতিবাদী হাজির হইয়াছে তাহাদিগের তাবৎকে খরচা দেওয়া অনুচিত কেননা তা-হারা এক মর্ম্মেই জওয়াব দিয়াছে ও একটা জওয়াব দিলেই প্রচুর হইত কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় প্রতিবাদীগণের খরচা ও সম্বন্ধ পৃথক২ প্রকাশ হওয়াতে তাহারা পৃথক২ জওয়াব দেওয়া অন্যায় নহে অতএব তদ্বিষয়ে প্রধান সদর আমীন যে নিষ্পত্তি করিয়া-ছেন তৎপ্রতি আমরা হস্তক্ষেপণ করিতে চাহিনা ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেব

জেলা ভাগলপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সি, মেক্‌ডনেল্‌ড সাহেব ১৮৫৩ সালের ৪ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে দুইটা খাবেতা আপীল।

১৮৫৩ সালের ৩৪৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

মিল, মোরেণ কোম্পানি (প্রতিবাদীগণের মধ্যে এক জন) ——————————— } আপেলাণ্ট।

জান, ফ্রিমেন সাহেব (বাদী) ——————— রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও আর, টি, এলান সাহেব--আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলদ্বয়।

বাবু বংশীবদন মিত্র ও মুনসী আমীর আলী——রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল দ্বয়।

১৮৫৩ সালের ৩৭২ নম্বরী মোকদ্দমা।

সৈএদ মহম্মদ তাঁহার মৃত্যু পরে তাহার পত্নী বিবী মিলকা (প্রতিবাদী) ————— } আপেলাণ্ট।

জান, ফ্রিমেন সাহেব (বাদী)————————রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু কৃষ্ণ কিশোর ঘোষ ও আর, টি, এলান সাহেব--আপেলাণ্টের পক্ষউকীলদ্বয়।

রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল নাই।

কোং ১১৮০২৶৯ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

তালুক বিক্রমপুরের শামিল সনবরসা নামক মৌজার মালিক জন, ফ্রিমেন সাহেব বাদী প্রতিবাদীগণের তরফ খাজানা আদায় দিয়াছে বলিয়া ধলিত কুওর প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে আসল ও সুদ সমেত ১১৮০২৶৯ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত করে।

বাদী এই রূপ এজাহার করে যে রাধাকৃষ্ণ আমীনের বাটওয়ারা মতে তালুক বিক্রমপুর চকমারির অদ্ধাংশের সরকারী খাজানা ৭৭১১ টাকা অবধারিত হওয়ায় সকল জমীদারেরা তাহাদিগের প্রত্যেকের আপনাপন হিস্যার খাজানা একত্রে কালেক্টরীতে দাখিল করে বাদী সনবরসা, শিবপুর ওরফে মাধরাপুর, মোজামাবাদ, গোপালপুর কালী ও মহাল ভুরুনিয়া নামক মৌজাহায়ের অদ্ধাংশ খরিদ করে ও সনবরসা, শিবপুর ও মোজামাবাদ মৌজাহায়ের খাজানা ১৪২১।৶৩ টাকা ও গোপালপুর কালী ও মহাল ভুরুনিয়ার খাজানা ১৩১৸৫ টাকা একুনে কোং ১৫৫৩৶৮ টাকা অবধারিত থাকায় কোন২ হিস্যাদারান বাটওয়ারার দরখাস্ত করিলে খুবলাল নামক এক ব্যক্তি আমীন নিযুক্ত হইয়া উক্ত তালুকের সকল গ্রামের জমা নীচের লিখিত মত কমী বেশী করিয়াছিল। বাদির দখলী সনবরসা, শিবপুর ও মোজামাবাদের খাজানা পূর্ব্বে ১৪২১।৶৩ টাকা থাকে ও তাহাতে ৭১০।।/১ টাকা বেসী হইয়া ২১৩১৸৶৪ টাকা হয় ও মেসর্স হোলিস ও ক্রাওফার্ডের জমীদারি ভুক্ত মৌজা মামুলপুর আলী ও সিরানন্দপুর যাহার খাজানা পূর্ব্বে ৬৯৬৸৬৶।॰ টাকা ছিল তাহাতে ১৮৭।২।।॰ টাকা বৃদ্ধি হইয়া ৮৫৪(৯ টাকা হয় ও বক্সাদত্তের জমী ভুক্ত মৌজা জামুলদীনপুর যাহার জমা পূর্ব্বে ৩২৯৸৯ টাকা ছিল তাহাতে ২৩।।/৯।। টাকা বৃদ্ধি হইয়া ৩৫৩।৶৭ টাকা হয় ও বিষ্ণুপুর গোপাল, বাঙ্কুপুর ও বন্দিপুর সরূপল মৌজাহায় যাহার সাবেক মালিক উক্ত বক্সাদত্ত ও বাহাদুর রায় ছিলেন ও বাহাদুর রায়ের মৃত্যু পরে তাহার অংশ মেং বিড় সাহেব কর্ত্তৃক খরিদ হইয়াছে ও যাহার সাবেক জমা ৩৩৭(১১ টাকা ছিল তাহাতে ৩৩।১,টাকা বৃদ্ধি হইয়া ৩৭০।/॰ টাকা হইয়াছে ও ইমদাদ আলির জমীদারির শামিল মৌজা চকরামের সাবেক জমা ৪৭৯/৩ টাকায় ৪৭৯।।২ টাকা হইয়াছে, আর ওমরাও সিংহের জমীদারি ভুক্ত মৌজা তাজিয়ান পুরের সাবেক জমা ২০১৶৯ টাকায় ২২৫/১১।। টাকা বৃদ্ধি হইয়া ৪২৬।/৮।। টাকা হইয়াছে আর শিওপ্রসাদ মিশ্র প্রভৃতির হিস্যা অন্দিপুর মৌজার সাবেক জমা ২৪৩।।৶১ টাকায় ৬৬৶৪ টাকা বৃদ্ধি হইয়া ৩০৯৸/৫ টাকা হইয়াছে ও রিয়ান সিংহ প্রভৃতির দখলী বাকাম পুরের সাবেক জমা ৫০৮ টাকায় ১০৪।৶২ টাকা বৃদ্ধি হইয়া

৬১৩।/৩ টাকা হয় আর শিওদয়াল সিংহ প্রভৃতির দখলী মল কর তারো দহ ও পাদনপুর ওগয়রহের সাবেক জমা ৩৩১।/৭ টাকায় ১৩০।।/২ টাকা বৃদ্ধি হইয়া ৫৬১৮৵৯ টাকা হয় একুনে এই সকল শরীকানের জমা ১৪৫১ টাকা বৃদ্ধি হয় আর শিরোমণি সিংহ প্রভৃতির মৌজা দরবিপুরের সাবেক জমা ৭০৮৵৭ টাকা স্থির থাকে বাদির দখলী গোপালপুর কালী ও ভূষণ দয়ালের সাবেক জমা ১৩১৮৵ টাকায় ৩১।৵১০ টাকা কম হইয়া ১০১।৬ টাকা হয় ও কাশি কনওয়ারের জমীদারী মৌজা পাদনপুরের সাবেক জমা ৩৯৬/০ টাকায় ২১।/৮ টাকা কম হইয়া ৩৭৪।/৪ টাকা হয়, বলিনাথ সাহু প্রভৃতির সম্পত্তি মৌজা বিষ্ণুপুরের সাবেক জমা ১৩০৮/৪ টাকায় ৯।৵৪৮ কম হইয়া ১২১৮১১ টাকা হয় ও বিধ দত্ত সিংহ প্রভৃতির সম্পত্তি মৌজা জয়-পুর জোতির অজিতের সাবেক জমা ৪১৮।।/৯ টাকায় ৬৭।/১ টাকা কম হইয়া ৩৫১।৵৭ টাকা হয় ও দয়মালাতের মৌজাহাত মেজাপুর ও দিঘাপুরের সাবেক জমা ৮৪১৵১১ টাকায় ৭২০।।৵৫ টাকা কম হইয়া ১২১।৬ টাকা হয় আর প্রাণনাথ ঝা ও দিননাথ ঝার জমীদারী মৌজা গঙ্গাপুরের সাবেক জমা ১০৭৮৵২ টাকায় ১০১।।৵৩ কম হইয়া ৭।১১ টাকা হয় ও খুরজাদিপুর, উজ্জ্বল নগর, হাজরাবাদ ও সাহাজাদপুর মৌজাতায় যাহা মহারাজা রহমৎ আলী খাঁ বাহাদুরের সম্পত্তি থাকে পরে মেং টু র্‌ট ও তদ্‌-পরে মেং মিচেল ও এক্ষণে জেমস্ সিমবোরণ কোম্পানির দখলে আছে তাহার সাবেক জমা ৫২০৵৫ টাকায় ৩৮৭।৪ টাকা কম হইয়া ১২১৮৵১ টাকা হয় ও সৈয়দ রিয়াজ আলী প্রভৃতির মৌজা তিলাকপুরের সাবেক জমা ৫১৫।৪ টাকায় ১১১৮৯ টাকা কম হইয়া ৪০৩।/৮ টাকা হয় একুনে এই সকল অংশের জমা হইতে ১৩৫১ টাকা কম হয় তাহাতে বাদী ও অন্যান্য শরীকান মৌজাহাতের রাজস্ব এই রূপ বৃদ্ধি হওয়াতে তাহার অসম্মতিতে কমিসনর সাহেবের নিকট আপীল করিলে সাহেব মৌসুফ ১৮৫০ সালের ২৮ ফিব্রুয়ারি তারিখে খুবলাল আমীনের বাটওয়ারা অগ্রাহ্য করিয়া সাবেক আমীন রাধাকৃষ্ণ যে জমা মোকরর করিয়াছিল তাহাই বাহাল রাখেন আর ১৮৩৯ সালের মে মাহা হইতে ১৮৪৯ সালের নবেম্বর মাহা পর্যন্ত খুবলাল আমীনের বাটওয়ারানুযায়ী অন্যান্য শরীকান যে কম রাজস্ব দিত তৎপরিমাণে বেসী রাজস্ব বাদী ও অন্যান্য শরীকানের স্থানে কালেকটর সাহেব আদায় করিয়া লয়েন ঐ বাড়তী খাজানার মধ্যে বাদির স্থানে ১৮৩৯ সালের মে ইস্তক ১৮৪৯ সালের নবেম্বর মাহা নাগাএদ অন্যায় রূপে ২৪৬১।১১ টাকা আদায় করা হয় পরে খুবলাল আমীনের বাটওয়ারা নামঞ্জুর হইলে যে সকল মালিকান আপনা-দিগের হিস্যা হইতে ন্যূন খাজানা আদায় দিয়াছিল তাহাদিগের স্থানে বাদী যে বাড়তী খাজানা আদায় দেয় তাহা তলব করে তাহাতে মুন্সী জকীউদ্দীন ও মৌজা জয়পুর জলহরের তিনাংশের একাংশের মালিক লালা চেতন সেওয়ায় অন্যান্য ভূম্যধিকারীগণ আপনাদিগের দেনার টাকা আদায় না দিবায় প্রতিবাদীগণ আপ-নাদিগের হিস্যানুযায়ী দেনার টাকা আদায় দিতে অস্বীকার হইবায় ও নালিশ ভিন্ন ঐ টাকা আদায় হওনের কোন আশ্বাস না থাকায় নীচের লিখিত হিসাবানুযায়ী ১১৮০২৵৯ টাকা আসল ও সুদের দাবিতে প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদী এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

প্রতিবাদীগণ পৃথক২ জওয়াব দাখিল করিয়া অনেক কারণে নালিশের প্রতি আপত্তি আনিয়া এই ওজর দেয় যে বাদী তাহাদিগের বিরুদ্ধে যে দাবি করিয়াছে তাহা অন্যায় ও অমূলক কেননা যে টাকার জন্য নালিশ উপস্থিত তাহা বাদী আপন ইচ্ছায় দিয়াছে।

প্রতিবাদীগণ নালিশের নাধার বিষয়ে যে প্রধান আপত্তি করে তাহার মর্ম্ম এই যে

প্রধান সদর আমীন এই রায় দেন যে প্রত্যেক শরীক কি পরি।মাণে দায়ী তাহার বিস্তারিত বিবরণ লেখা বাদির পক্ষে অনাবশ্যক ও ৫৮৩ পৃষ্ঠার লিখিত সদর আদালতের ১৮৫০ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখের নজীরানুযায়ী শরীকানের কর্ত্তব্য যে তাহারা আপন২ হিস্যা ও যে টাকা আদায় দিয়াছে ও যাহা বাকী আছে এতাবৎ ব্যক্ত করিয়া তাহা সাব্যস্ত করতঃ বাদির সাধারণ দাবি খণ্ডন করে। প্রমাণের বিষয়ে প্রধান সদর আমীন এই রায় দেন যে বাদির যে টাকা দেওয়া উচিত ছিল তদতিরিক্ত কোনং কীব বাদ দিয়া আসল ও সুদ বাবতে ১১৩৭৭।৶৭॥ টাকা আদায় দেওয়া তাহার সম্বন্ধে সপষ্ট সপ্রমাণ হইয়াছে আর এই টাকা বাদী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেয় নাই কেননা শবলাল আমীনের কৃত বাটওয়ারার বিরুদ্ধে সে অন্যান্য মালিকের সহিত রেবিনিউ কমিসনর সাহেব সমীপে আপীল করিয়াছিল সুতরাং যে সকল প্রতিবাদীগণ রাজস্ব বাবতে আপনাদিগের হিস্যানুযায়ী আদায় দেয় নাই তাহাদিগের স্থানে বাদী যে বাড়তী টাকা দিয়াছে তাহা ন্যায় মত পাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুলস ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবানের রায়। আমাদিগের রায়ে এ নালিশ একরূপ অবস্থায় দায়ের হইতে পারে না। যে এজমালী তালুক বাটওয়ারাধীনে ছিল বাদী ও প্রতিবাদীগণ তাহার বিশেষ২ মহলের মালিক। একরূপ কথিত হইয়াছে যে কালেকটর সাহেব আমীনের রিপোর্ট প্রাপ্তে ও বাটওয়ারা মঞ্জুর হওয়ার পূর্ব্বে আমীন প্রত্যেক হিস্যার যে জমা ধার্য্য করিয়াছিল তদনুযায়ী হিস্যাদারাণের স্থানে রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করেন পরে ঐ বাটওয়ারা নামঞ্জুর হইলে বাদী দেখিল যে সাবেক বাটওয়ারা যাহা বাহাল হইয়াছে তদনুযায়ী সে নিরীখে তাহার রাজস্ব আদায় দেওয়া উচিত ছিল বাদী তাহার অধিক আদায় দিয়াছে ও তাহার শরীকান কম আদায় দেয়। এক্ষণে কালেকটর সাহেবের কার্য্য সকল যে রূপ কথিত হইয়াছে তাহা ঠিক হইলে বেআইন হইয়াছে বলিতে হইবেক ও তজ্জন্য ঐ কালেকটর সাহেবের বিরুদ্ধে বাদী নালিশ করিতে পারিত কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় একরূপ আপত্তি হইতে পারে না যে বাদী ঐ বাড়তী টাকা দেওনে আবদ্ধ ছিল অথবা তাহার শরীকানের পক্ষে সে রূপ বাড়তী রাজস্ব আদায় দেওয়া একরূপ আবশ্যক ছিল যে সে তজ্জন্য তাহাদিগের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারে। ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৪ ধারার বিধান অনুযায়ী হিসাব করিয়া বাদির স্থানে যত টাকা বাকী ছিল সে ব্যক্তি তাহাই আদায় দিতে পারিত ও সে রূপ আদায় দেওয়া তাহার উচিতও ছিল পরে অন্যান্য শরীকের স্থানে বাকী জন্য ঐ তালুক নিলাম হইলে তাহার মহাল ছাড়িয়া দেওয়া হইত ও হিসাব মীমাংসায় তাহার যে কোন বাড়তী টাকা আদায় দেওয়া প্রকাশ পাইত তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্য বাদী কালেকটর সাহেবের স্থানে দাবি করিতে পারিত। এবিষয়ে সে ব্যক্তি স্বেচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিত ও উপরের দর্শিত উপায় অবলম্বন করণে সে ব্যক্তি আবদ্ধ ছিল না সত্যবটে কিন্তু সেই স্বেচ্ছানুযায়ী তাহার এই মাত্র করা উচিত ছিল যে উক্ত ধারার বিধি অনুযায়ী শরীকানের মহলাৎ হইতে আপন মহল পৃথক করিয়া লয় অথবা তাহাদিগের বাকী জন্য অন্যান্য মহলের শামিল আপনার মহলও নিলাম করায় কিন্তু আইনে তাহার প্রতি আশ্রয় পাইবার যে উপায় করিয়াছে তাহা অবলম্বন না করিয়া শরীকানের এক জন মহাজন হওয়া আমাদিগের বিবেচনায় তাহা উচিত হয় নাই। একরূপ রায় হওয়াতে আমরা নীচের আদালতের নিষ্পত্তি রদ করিয়া এই আপীল ব্যয়সহ ডিক্রী করিলাম।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবের রায়। এই মোকদ্দমা আপীলে শুনানি জন্য পেশ হইলে গিল্ বোরুন কোম্পানি এক জন আপেলাণ্টের উকীল বাবু রমাপ্রসাদ রায়

পশ্চাল্লিখিত ৪ টা ইশ্যু প্রস্তাব করিলেন অর্থাৎ নালিশের বাধা স্বরূপ ২ টা ইশ্যু ও গুণাগুণ বিষয়ে একটা ইশ্যু প্রস্তাব হইয়াছে। প্রথম ইশ্যু এই যে এ নালিশ দায়ের হইতে পারে না কেননা ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ ও ৩৪ ধারা মতে যে সকল তালুক বাটওয়ারাধীনে থাকে তাহার বিশেষ২ মহলের শরীকান ও মালিকানের পক্ষে যে সকল সর্ত্ত করা হইয়াছে বাদী তাহার লভ্য পাইতে চেষ্টা করে নাই। দ্বিতীয় তাঁহার মওক্কেল প্রতিবাদী অর্থাৎ আপেলান্ট বাকী রাজস্ব জন্য যে নিলাম হয় তাহাতে খরিদ করিয়াছে ও সম্পূর্ণ বাটওয়ারার ন্যায় বাদী প্রত্যেক শরীকের প্রতি কি জমা অবধারিত ছিল তাহা ব্যক্ত না করাতে এ রকমের নালিশ দায়ের হইতে পারে না। তৃতীয় বাদী তাবৎ শরীককে প্রতিবাদির শ্রেণী ভুক্ত না করাতে এ নালিশ উপস্থিত হইতে পারে না। চতুর্থ নীচের আদালত গুণাগুণের উপর যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা অনেকানেক বিষয়ে অন্যায় হইয়াছে।

নথীর শামিল গয়রহ দৃষ্টে প্রকাশ যে তালুক বিক্রমপুরের ।।০ আনা বকরের বাটওয়ারা আরম্ভ হইবার পক্ষে ঐ তালুকের প্রত্যেক মৌজার বিশেষ হারে সদর জমা অবধারিত ছিল ও নিলাম বা অন্যান্য কারণে ভিন্ন২ মৌজা ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ ব্যক্তির প্রতি হস্তান্তর হয় ও যে সকল মৌজা একপ হস্তান্তর হইয়াছিল তাহা এক দুই বা অধিক হউক বিশেষ২ মহল হইয়া ঐ মৌজাহায়ের মোট সদর জমা তাহাতে অবধারিত থাকে তৎপরে বাটওয়ারা আরম্ভ হইলে গুবলাল নামে এক জন আমীন বাটওয়ারা করিয়া দিবার জন্য মফঃসলে প্রেরিত হয় তাহাতে সে ব্যক্তি ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১০ ধারার অবধারিত বিধি অনুযায়ী একটা কৈফিয়ৎ তৈয়ার করে অর্থাৎ উক্ত আমীন যে কৈফিয়ৎ তৈয়ার করে তাহাতে প্রত্যেক মৌজার সদর জমা এই নিয়মে ধার্য্য হয় যথা সমুদয় তালুকের উপস্বত্ত্ব পরিমাণে তাহার প্রতি যে জমা অবধারিত ছিল সেই রূপ প্রত্যেক মৌজার উপস্বত্ত্ব পরিমাণে তাহার জমা নিরূপিত হয় তাহাতে কালেক্টর সাহেব ঐ তালুক বাটওয়ারার অধীনে থাকা কালীন উক্ত কৈফিয়ৎ অনুযায়ী কার্য্য করাতে এই ফলোৎপত্তি হয় যে কোন২ ব্যক্তির স্থানে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও কোন২ ব্যক্তির স্থানে কম রাজস্ব তলব হয় তাহাতে বাদী অধিক আদায় দেয় ও প্রতিবাদীগণ কম আদায় দিয়াছিল বাদী সেই অধিক রাজস্ব স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বা বিনা স্বেচ্ছায় দিয়াছিল কি না তাহা এক্ষণে জিজ্ঞাস্য নহে ফলতঃ বাদী সে রূপ আদায় না দিলে সমুদয় তালুক বাকী জন্য নিলাম হইত ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৪ ধারায় যে নিয়ম অবধারিত আছে আপনার বিশেষ মহল রক্ষার্থ বাদী সে উপায় অবলম্বন করে নাই অতএব আমাদিগের সমক্ষে এক্ষণে এই বিবাদের বিচার আবশ্যক যে বাদী ঐ রূপ উপায় অবলম্বন না করাতে আপন হিস্যার সদর জমার অতিরিক্ত যে টাকা আদায় দিয়াছে তাহা আদায় জন্য তাহার শরীকান যাহারা আপন২ হিস্যার কম আদায় দিয়াছিল তাহাদিগের বিরুদ্ধে এই নালিশ উপস্থিত হইতে পারে কি না।

১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩।৩৪ ধারার মজমুনে দৃঢ় আদেশ নাই তাহাতে কোন তালুকের শরীক ও বিশেষ কোন মহলের মালিককে স্বেচ্ছানুযায়ী বিশেষ কোন রীতিতে কার্য্য করিতে কহে যে তদ্দ্বারা সমুদয় তালুক যদি নাবাৎ নিলাম করণের আবশ্যক হয় তাহা হইলে সে ব্যক্তি আপন হিস্যা অথবা পৃথক মহল রক্ষা করিতে পারে একপ অবস্থায় অর্থাৎ যে স্থলে বিশেষ কোন মহলের মালিকান অথবা শরীকানের প্রতি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে সে স্থলে তাহারা সেই বিশেষ রীত্যনুযায়ী কার্য্য না করিলে তাহাদিগের কোন সাধারণ স্বত্ত্ব যে তজ্জন্য রহিত হইবেক এমত নহে অর্থাৎ যে স্বত্ত্ব ঐ আইনের প্রতি দৃষ্টি না করিলে তালুক নিলাম হইতে রক্ষা করিবার জন্য টাকা আদায় দেওয়াতে আপনাদিগের মধ্যে

প্রাপ্ত হয়। মাল মোত্তালকের উক্ত হাকীমানের দ্বারা বাটওয়ারা মঞ্জুর হইবার পূর্ব্বে আমীনের সদর জমাবন্দী অনুযায়ী ভিন্ন২ ব্যক্তির স্থানে কালেক্টর সাহেবের খাজানা তলব করা যে অন্যায় হইয়াছে তাহা আমার বিবেচনায় স্পষ্ট প্রকাশ কিন্তু যাহারা আইনানুযায়ী এক ও পৃথক নহে তাহাদিগের স্থানে অবৈধ রূপে ঐ রূপ খাজানা তলব করাতে তাহাদিগের সাধারণ স্বত্বের ও তাহাদিগের পরস্পরের দায়িত্বের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে না। ১৮৫০ সালের ফয়সলা বহির ৫৮৩ পৃষ্ঠার লিখিত সৈএদ মহম্মদ সা চৌধুরির বিরুদ্ধে কালিদাস নেউগীর মোকদ্দমায় যেরূপ অবধারিত হইয়াছে তদনুযায়ী কোন এজমালী তালুক নিলাম হইতে রক্ষা করিবার জন্য সেই তালুকের কোন শরীক আপনার দেয় অংশের অধিক অন্য শরীকের কারণ সরকারে রাজস্ব আদায় দিলে সেই শরীকের বিরুদ্ধে তজ্জন্য নালিশ করিতে পারে অত্র সন্দেহ নাস্তি। উপরোক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত মোকদ্দমা একই প্রকার দৃষ্ট হইতেছে কেবল বিভিন্নতা এই যে এক স্থলে শরীকানের দায়িত্ব আমা পাইয়ের দ্বারা গণনা করা হয় ও আর এক স্থলে সেই দায়িত্ব প্রত্যেকে যে সদর জমা দেয় তদনুযায়ী গণনা করা হইয়াছে তাহাতে উক্ত বিধি এমোকদ্দমায় খাটাইলে আমার এই বিবেচনা হয় যে বাদী আপন মৌজাহায়ের জন্য বরাবর যে সদর জমার জন্য দায়ী ছিল তাহার অতিরিক্ত যে সকল টাকা দিয়াছে সে তাবতই আপন শরীকের জন্য দেওয়া বলিতে হইবেক অর্থাৎ যাহারা সচরাচর যে খাজানা আদায় দিত তাহার কম আদায় দিয়াছিল আর ঐ রূপ বাড়তী টাকা না দিলে ঐ তালুক বাকী জন্য নিলাম হইত অতএব মফঃসলে আমীন প্রেরিত হওনের পূর্ব্বে উক্ত শরীকান বরাবর যে পরিমাণে আদায় দিত তাহার ন্যূন ও রাজস্ব মোত্তালকের হাকীমানের দ্বারা বাটওয়ারা অন্যথা হওয়াতে তাহারা এক্ষণে যে পরিমাণে আদায় দিতেছে তাহার ন্যূন সে পরিমাণে তাহারা বাকীদার হইয়াছে তজ্জন্য বাদী উপরোক্ত বিধি অনুযায়ী সেই শরীকানের বিরুদ্ধে এই নালিশ অবশ্যই রুজু করিতে পারে অতএব আপেলাণ্টের উকীল নালিশের বাধা পক্ষে যে দ্বিতীয় আপত্তি করিয়াছে তাহার বিচারে প্রবর্ত্ত হইয়া আমি এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে চাহি যে বাদী আপন আরজীতে আপন মামেলা এরূপ সটীক বর্ণন করিয়াছে যে উপরোক্ত কালিদাস নেউগীর মোকদ্দমার অবধারিত বিধি অনুযায়ী তাহার প্রণাপ্রণ শুনানী হইতে পারে কি না কিন্তু আমার সঙ্গি হাকীমানের রায়ে আপেলাণ্টের উকীলের উত্থাপিত প্রথম হেতু জন্য নালিশ দায়ের হইতে পারে না অতএব এ বিষয় আর চলিতে পারে না ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৪ সালের ৪০৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ভাগলপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সি, মেকডোনালড সাহেব ১৮৫৪ সালের ৬ সেপ্তেম্বর তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাবেতা আপীল।

শিওসহায় সাহু (বাদী)————————আপেলাণ্ট।
মোসম্মাৎ সাধু প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও মৌলবী মকরামৎ হোসেন————— } আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।
মুন্সী আমীর আলী————————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।

কোং ১০৮৪৩।৪(১৬ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

জেলা ভাগলপুরের প্রধান সদর আমীন যে হুকুম দেন ও যাহা জজ সাহেব ও সদর আদালত বাহাল রাখেন তাহা রদ করণ জন্য ও বাদী যে এক ডিক্রী পাইয়াছিল সেই ডিক্রীর টাকা ঋণির সম্পত্তি বিক্রয়ের উপস্বত্ব হইতে আদায় করিবার প্রার্থনায় বাদী শিওসহায় সাহু মোসম্মাৎ সাধু প্রভৃতির বিরুদ্ধে নালিশ উপস্থিত করে।

বাদী কহে যে তাহার নাবালগী অবস্থায় তাহার অছিরা নারুফি সাহু ও জোহর আলী চৌধুরী বেহারী সিংহের বিরুদ্ধে ১৮৪০ সালের ৭ জুন মোতাবেক ফসলী ১২২৭ সালের ১৫ আষাঢ় তারিখে ১৮৪১১।/৭ টাকার এক ডিক্রী পান তৎপরে সুদের স্বরূপ আরো ৯৪৬।৯ টাকা একত্র করিয়া সেই ডিক্রী সংশোধন করা হয়। তাহার অছিকে নৈরাশ করণাশয়ে ডিক্রীর দেনাদার বেহারী সিংহের নাবালগ পুত্রগণের অছি স্বরূপ রাজীব সিংহ নামে এক ব্যক্তি ঐ নাবালগদিগের তরফ কোন সম্পত্তির দাবিদার হইয়া এক নালিশ উপস্থিত করে তাহাতে যদিও বাদির অছিরা ও অন্যান্য ডিক্রীদার ঐ দাবির প্রতি আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু নাবালগের পিতা বেহারী সিংহ এরূপ স্বীকার করিল যে বিরোধীয় সম্পত্তি পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে প্রাপ্ত ও তাহার পিতার লিখিয়া দেওয়া এক বিভাগ পত্রানুযায়ী তাহাতে আইন মত ঐ নাবালগের স্বত্ব ছিল এবিধায়ে ঐ অছি এক ডিক্রী হাসিল করে। বাদী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর ১৮৪৮ সালের আগষ্ট মাহায় ঋণির সম্পত্তি বিক্রয় করিবার উপায় করিয়া মৌজা সকরাবাদ, মৌজা সমরাবাদ ও অন্যান্য ১৫ টা মৌজা একত্র করিয়া এক তালিকা দাখিল করে তাহাতে প্রতিবাদীগণ এই এজহারে আদালতে এক দরখাস্ত দেয় যে সদর আদালতের ডিক্রী অনুযায়ী যে সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে তাহার উপস্বত্ব হইতে তাহারা প্রথমে আপনাদিগের সমুদয় দাবির টাকা আদায় করিয়া লইতে পারে। সেই দাবি গ্রাহ্য হইয়া এই হুকুম হয় যে ডিক্রীর দেনদার বেহারী সিংহের বিরুদ্ধে তাহাদিগের দাবির টাকা বেবাক পরিশোধ জন্য তাহারা ১০৫৭৪ টাকা ন্যায় মত পাইতে পারে আর বাকী ২১৯৯।৮/৯ টাকা অন্যান্য ডিক্রীর মহাজনের মধ্যে হারহারী মতে বিভাগ হইবেক একপ বিভাগ করা অন্যায় আর অন্যান্য প্রতিবাদীগণের পূর্ব্বে বাদী বেহারী সিংহের বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইয়াছে আর সে ব্যক্তি প্রথমে ঐ সম্পত্তির নিলাম জন্য এস্তাহার জারী করায় সুতরাং তাহার ডিক্রীর টাকা অগ্রে আদায় হওয়া কর্ত্তব্য আর সদর আদালত সরাসরীমতে তাহাকে জাবেতা নালিশ করিতে হুকুম দিবায় ডিক্রীর দেনদার বেহারী সিংহের সম্পত্তি বিক্রয়ের উপস্বত্ব হইতে এই ডিক্রীর টাকা সুদসহ আদায় জন্য ও তদ্বিপরীতে আদালতহায় যে হুকুম দিয়াছেন তাহা রদ হওনের প্রার্থনায় সে ব্যক্তি এই নালিশ করিয়াছে।

প্রতিবাদীগণ যাহারা মোসম্মাৎ জয়কুমারীর ওয়ারিস তাহারা আপনাদিগের জওয়াবে এই আপত্তি করে যে তাহাদিগেরই ডিক্রীর টাকা অগ্রে পরিশোধ হওয়া কর্ত্তব্য আর বেহারী সিংহের নাবালগ পুত্রগণের পক্ষে যে হুকুম হয় তদ্দ্বারা তাহাদিগের পিতামহের লিখিয়া দেওয়া এক বিভাগ পত্রানুযায়ী ঋণির সম্পত্তি তাহাদিগের প্রতি হস্তান্তর হওয়াতে সেই হুকুম রদের জন্য জাবেতা নালিশ রুজু না করিলে ঋণী বিহারী সিংহের দেনা পরিশোধ জন্য তাহা আসলেই বিক্রয় হইতে পারে না আর প্রতিবাদীগণের মৌরস মোসম্মাৎ জয়কুমারী নিজেই সদর আদালত পর্য্যন্ত মোকদ্দমা করেন সুতরাং সেই সকল মোকদ্দমায় তাঁহার যে ব্যয় ও ক্লেশ হইয়াছে তজ্জন্য তাহারাই উপকার পাইতে পারে অধিকন্তু অন্য কোন ডিক্রীদার সেই মোকদ্দমা চালায় নাই ও নাবালগ-

দগের পক্ষে যে হুকুম হইয়াছিল তৎপ্রতি কোন আপত্তি করে নাই অতএব তাহারা জয়কুমারীর ওয়ারিস হওয়া বিধায়ে অন্যান্য ডিক্রীদারের অগ্রে বেহারী সিংহের বিরুদ্ধে তাহাদিগের যে দাবি আছে তাহা বেবাক পরিশোধ হওয়া কর্ত্তব্য।

তাহাতে প্রধান সদর আমীন এই রায় দেন যে আদালতের যে নিষ্পত্তির দ্বারা বেহারী সিংহের স্বত্ব রদ হইয়া তাহার সম্পত্তি নাবালগ পুত্রদিগের প্রতি অর্শে সেই নিষ্পত্তি রদ করণ জন্য প্রতিবাদীগণের মৌরস মোসম্মাৎ জয়কুমারী কেবল নিজেই আবেতা নালিশ রুজু করণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন আর উক্ত নিষ্পত্তি সেরূপ রদ না হইলে বেহারী সিংহের দেনা পরিশোধ জন্য তাহার সম্পত্তি নিলাম হইতে পারিত না অতএব অন্যান্য ডিক্রীদারের অগ্রে বিহারী সিংহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীগণের ডিক্রীর টাকা বেবাক পরিশোধ হওয়া উচিত এহেতু বাদির নালিশ ব্যয়সহ ডিসমিস্ হয়।

বিচার।

প্রধান সদর আমীনের উক্ত নিষ্পত্তির অসম্মতিতে অত্র আদালতে আপীল হইয়াছে। আপেলাণ্ট সুদ্ধ গুণাগুণ বিষয়ে নীচের আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি এই মর্ম্মে আপত্তি করিয়াছে যে উক্ত নিষ্পত্তি মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অন্যায় বলিতে হইবেক।

এমোকদ্দমার আসল বিবরণ এই যে বাদী ১৮৪০ সালের ২৭ জুন তারিখে বেহারী সিংহের বিরুদ্ধে কোন টাকার ডিক্রী পায় তৎপরে ১৮৪১ সালের জুলাই ও ১৮৪২ সালের জানুয়ারি মাহায় প্রতিবাদীগণের মৌরস মোসম্মাৎ জয়কুমারীও কএকটা ডিক্রী হাসিল করেন সেই সময়ে বেহারির নাবালগ পুত্রগণের অছি রাজীব সিংহ নামে এক ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির জন্য এই হেতুতে নালিশ করে যে বেহারী সিংহের পিতা যে এক বিভাগপত্র লিখিয়া দিয়াছে তাহাতে নাবালগদিগের পিতামহ আপন পুত্র বেহারী সিংহকে ত্যাগ করিয়া সেই সম্পত্তি নাবালগদিগের প্রতি হস্তান্তর করিয়াছে। তৎপরে প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ রেস্পাণ্ডেন্টগণের মৌরস জয়কুমারী সেই হুকুমের অন্যথায় নালিশ করিলে এ আদালত সমক্ষে খাস আপীলে * ১৮৪৮ সালের ১৫ আপ্রিল তারিখে তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত হইয়া এই হুকুম হয় যে আরজির লিখিত সম্পত্তির উপর বেহারী সিংহের বিরুদ্ধে তিনি ডিক্রীজারী করিতে পারেন তৎপরে আদালত বেহারী সিংহের দেনার জন্য যে সম্পত্তি দায়ী থাকা কহেন তাহার বিরুদ্ধে বাদী ১৮৪৮ সালের ৭ আগস্ট তারিখে ১৮৪০ সালের প্রাপ্ত ডিক্রীজারী করণার্থ প্রার্থনা করিলে প্রতিবাদীগণ এই মর্ম্মে দরখাস্ত দেয় যে তাহারা ১৮৪১ ও ১৮৪২ সালে যে ডিক্রী পাইয়াছে তাহার বেবাক টাকা অগ্রে পরিশোধ হওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে প্রধান সদর আমীন ১৮৫০ সালের ২৩ ফিব্রুয়ারি তারিখে সরাসরী মতে হুকুম দেন যে প্রতিবাদীগণের ডিক্রীর টাকা অগ্রে পরিশোধ হইবেক কেননা সুদ্ধ তাহাদিগেরই চেষ্টায় নিলামের প্রতি যে সকল বাধা ছিল তাহা দূর করা হইয়াছে ও জজ্ সাহেব ১৮৫০ সালের ১৩ জুন তারিখে ও এ আদালত ঐ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে সেই হুকুম বাহাল রাখেন। ঐ সকল সরাসরী নিষ্পত্তি রদ করণাভিপ্রায়ে ও প্রতিবাদির পূর্ব্বে বাদী ডিক্রী পাওয়াতে ঋণির সম্পত্তি বিক্রয়ের উপস্বত্ব হইতে তাহার ডিক্রীর টাকা যে অগ্রে পরিশোধ হওয়া উচিত এরূপ স্বত্ব পাইবার জন্য বাদী এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে যে জয়কুমারী দেওয়ানী আদালতে যে নালিশ করেন তাহা সেই রূপ উপস্থিত না হইলে বিরোধীয় সম্পত্তি হইতে বেহারী সিংহের দেনার টাকা কখনই আদায় হইতে পারিত না কারণ বেহারী সিংহের নাবালগ

* সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের রিপোর্ট বহির ৩২০ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর

পুত্রগণের পিতামহ যে এক বিভাগপত্র লিখিয়া দেন তদনুযায়ী দেওয়ানী আদালতের দ্বারে সেই সম্পত্তিতে ঐ নাবালগপুত্রগণের স্বত্ব অর্শিয়াছিল তাহাদিগের পিতার ওয়ারিস স্বরূপ ঐ স্বত্ব যে সাব্যস্ত হইয়াছিল এমত নহে তাহাদিগের পিতামহ যে এক বিভাগ পত্র লিখিয়া দিয়া তাহাদিগের পিতাকে ঐ সম্পত্তির যে কোন অংশ দেন নাই সেই বিভাগ পত্রানুযায়ী ঐ স্বত্ব অর্শিয়াছিল ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে সেই নিষ্পত্তি রদ না হইলে উক্ত সম্পত্তিতে কেশোরী সিংহের অথবা তাহার মহাজনদিগের কোন স্বত্ব থাকিত না কারণ সেই সম্পত্তিতে অপর ব্যক্তিদিগের স্বত্ব থাকার পক্ষে আদালত ডিক্রী দিয়াছিলেন।

যে সকল খরচ যথার্থ হইয়াছে তাহা পরিশোধ করণ বিষয়ে ১৮৪৫ সালের ২ ফিব্রুয়ারি তারিখের ৬৪ নম্বরী সাধারণ লিপিতে যে বিধি অবধারিত আছে তাহার সহিত সাদৃশ্য ও মূল বিধি অনুযায়ী আমাদিগের স্পষ্ট এই রায় হইতেছে যে কোন ডিক্রীর দেনদারের সম্পত্তি ডিক্রী জারীতে বিক্রয় হওনের প্রতি যদিস্যাৎ এরূপ কোন বাধা থাকে যে তাহা দূর না করিলে ঐ সম্পত্তি আসলেই বিক্রয় হইতে পারে না ও সেই বাধা দূর করণ জন্য অনেক ডিক্রীদারের মধ্যে কেহ যদিস্যাৎ নালিশ করিয়া জয়ী হয় তবে ঐ নালিশ আদালতহায়ে চালাইতে তাহার যে সকল ব্যয় হইয়াছে তাহা ঐ সম্পত্তি পরিশেষে নিলাম হইলে সেই নিলামের উপস্বত্ব হইতে অগ্রে আদায় হইবেক ও অন্যান্য যে সকল ডিক্রীদার রীত্যনুযায়ী সময়ে দরখাস্ত করিয়াছে তাহাদিগের ক্ষতি করিয়া ঐ ব্যক্তির ডিক্রীর টাকা যে বেবাক পরিশোধ হইবেক এমত নহে তাহার ডিক্রীর টাকার পরিমাণে হারাহারী মত ঐ বাকী টাকার অংশ পাইবেক।

আমরা উপরে যে রায় প্রকাশ করিলাম তদনুযায়ী নীচের আদালতের ফয়সলা রদ করিয়া এই রায় দিতেছি যে যে দেনাদার কেশোরি সিংহের সম্পত্তি বিক্রয় হওনের যে সকল প্রতিবন্ধক ছিল তাহা মোসম্মাৎ স্বর্ণকুমারি নালিশের দ্বারা যে দূর করিয়াছেন তাহাতে যে সকল ব্যয় হইয়াছে তাহা প্রতিবাদী অর্থাৎ রেস্পাণ্ডেণ্টকে অগ্রে দিয়া জমির সম্পত্তি বিক্রয়ের উপস্বত্ব যাহা বাকী থাকিবেক অন্যান্য যে সকল ডিক্রীদার আদালতে রীত্যনুযায়ী সময়ে দরখাস্ত করিয়াছে তাহাদিগের শামিলে বাদী অর্থাৎ আপেলাণ্ট তাহার হারহারি মতে অংশ পাইবেক ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেব

১৮৫৪ সালের ৪৫২ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা হুগলির প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীশ্বর মিত্র রায় বাহাদুরের ১৮৫৪ সাল ২৪ জুন তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাবেতা আপীল।

শ্রীরামকর (বাদী)———————————আপেলাণ্ট।
অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়———————————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ——————————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।

জোৎ ২২৬ ।/৴ টাকার দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত হয়।

এক অসিদ্ধ লাখেরাজ হুকুক বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য ও মায় ওয়াসিলাৎ কত্তক প্রজিম জমির দখল পাইবার জন্য এক নালিশ করা হয় তাহাতে প্রধান সদর আমীন সেই নালিশ বহু বিষয় ঘটিত অবধারণ করিয়া তাহা ননস্তুট করেন এবং সমুদয় মোকদ্দমার খরচার ডিক্রী প্রতিবাদীগণের পক্ষে দেন।

বর্ত্তমান আপীল শুদ্ধ শেষোক্ত অর্থাৎ খরচার বিষয়ে হইতেছে ওজর দেওয়া হয়, প্রথমতঃ উক্ত মোকদ্দমা গুণাগুণের প্রতি নিষ্পত্তি হইলে প্রতিবাদীগণের উকীলগণ যে ফির দাবি করিতে পারিত ১৮৪৬ সালের ১ আইন ৭ ধারার বিধি অনুযায়ী তাহার চারি অংশের একাংশই কেবল তাহারা পাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যদিও তিন জন প্রতিবাদী এক জন উকীল নিযুক্ত করিয়াছিল এবং তাহাদিগের জওয়াব ফলে সমান ছিল তথাপি তিন জন উকীলের খরচা পাইবার হুকুম তাহাদিগের প্রতি হইয়াছে।

শেষোক্ত বিষয়ে তিন ভিন্ন২ জওয়াব দেওয়া যে অনাবশ্যক ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই সুতরাং এতদ্বিষয়ে এ আদালতের ব্যবহার অনুযায়ী কেবল এক জন উকীলের ফি এই আপেলান্টের জিম্মা করা হইবে।

প্রথম বিষয়ে এই কথা উঠিতেছে যে ১৮৪৬ সালের ১ আইন ৭ ধারার শেষাংশ গুণাগুণের প্রতি বিচার হওয়া মোকদ্দমা সকল ভিন্ন অন্য তাবৎ মোকদ্দমার প্রতি সম্বন্ধ রাখে কি তাহা কেবল সরাসরী ও মোৎফরক্কা মোকদ্দমার সকলের সহিত সম্বন্ধ রাখে?

১৮৪৯ সালের ৮ আগষ্ট তারিখে নিষ্পন্ন মাধবচন্দ্র মজুমদারের মোকদ্দমায় অবধারিত হইয়াছে যে ১৮৪৬ সালের ১ আইন ৭ ধারার শেষ ভাগের লিখিত "অন্যান্য মোকদ্দমা" দুই শব্দে মোৎফরক্কা মোকদ্দমা সকল বুঝায় বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং গুণাগুণের প্রতি নিষ্পত্তি হওয়া ভিন্ন অন্য রকমে নিষ্পত্তি হওয়া বাবেতা মোকদ্দমা সকলের সহিত সে সকলের সম্বন্ধ নাই।

১৮৫৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর তারিখে ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মোকদ্দমায় এই কথা পুনরায় উত্থাপিত হয় কিন্তু সেই মোকদ্দমা এক পক্ষের গরহাজিরী জন্য ডিসমিস্ হওয়া দৃষ্টে তাহাতে এই বিষয় মীমাংসা হয় নাই।

১৮৫৬ সালের ২৬ আপ্রিল তারিখে বিবী বিস্নুমাইতির বিরুদ্ধে রাজা চন্দ্রশেখর মান সিংহ প্রভৃতির মোকদ্দমায় এ আদালত অবধারণ করেন যে রীতি মত ফির চারি অংশের এক অংশ প্রতিবাদীগণের উকীলগণ পাইবে কেননা যখন গুণাগুণের প্রতি বিচার নিষ্পত্তি না হয়, ননসুট হওয়া মোকদ্দমা সকলে ১৮৪৬ সালের ১ আইন ৭ ধারা অনুযায়ী খরচার হিসাব করা হইবে কিন্তু প্রকাশ পাইতেছে যে তৎকালে এই বিষয়ে আদালত সমক্ষে বাদানুবাদ করা হয় নাই এবং ১৮৪৯ সালের পূর্ব্বের বিধিও উল্লেখ করা হয় নাই।

আমরা বিবেচনা করি যে ১৮৪৯ সালের ৮ আগষ্ট তারিখের নিষ্পত্তি প্রশিদ্ধ হইতেছে এবং রীতিমত ফির চারি অংশের একাংশ কেবল সরাসরী বা মোৎফরক্কা মোকদ্দমা সকলের প্রতি খাটে ও ননসুট হওয়া মোকদ্দমা সকলের প্রতি নহে। আমরা বিবেচনা করি যে ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণ ও ১৮১৪ সালের ২৬ আইন ২ ধারার ৭ প্রকরণের প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে, ১৮৪৬ সালের ১ আইনের বিধিতে ঐ সকল আইন উল্লঙ্ঘন করা হইয়াছে। তাহা অন্য রূপ হইলে আমাদিগকে এই অনিয়ম করিতে হয় যে সওয়াল জওয়াব সকল সমাধা হইলে তর্ক বিতর্ক ব্যতীত মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হওয়ার স্থলে উকীল আপন ফির অর্দ্ধেক পাইতে পারে কিন্তু এক বিশেষ বাদানুবাদিত মোকদ্দমা শেষে ননসুট হওয়ার স্থলে সে ব্যক্তি কেবল চারি অংশের একাংশ পাইবে মাত্র। আইনের অভিপ্রায় এরূপ কখনই হইতে পারে না। ননসুটের মোকদ্দমা সকল কোন আইনে প্রকাশ করিয়া লেখে না এবং

আমরা বিবেচনা করি যে ১৮৫৪ সালের ২৬ আইন ২৬ ধারার ৩ প্রকরণের বিধি অনুসারে আদালতের মোকদ্দমার সমুদয় অবস্থা বিবেচনায় যে রূপ মাত্রা ও উপযুক্ত বোধ হয় সেই পরিমাণে উকীলের ফি ইস্তামত এরূপ মোকদ্দমা সকলের নিষ্পত্তিদিগের নিয়ম করিবেন।

প্রকাশ পাইতেছে যে বর্ত্তমান মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব সকল সমাধা হওয়ার পরে তাহা সমুদয় হয় কিন্তু তাহাতে কোন তর্ক বিতর্ক হয় নাই অতএব আমরা বিবেচনা করি যে এস্থলে প্রতিবাদীগণ আপনাদিগের উকীলের ফির অর্দ্ধেক ও সমুদয় মোকদ্দমার খরচা পাইবে। অপরাপর বিষয় অধীন আদালতের ডিক্রী সংশোধনে ঐ মত এক ডিক্রী হইবে ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি বি. ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি. আই, মনি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৩৯২ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা শ্রীহট্টের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী আসদওয়ালী খাঁ, বাহাদুরের ১৮৫৪ সালের ১৩ জানুয়ারি তারিখের ফয়সলা অন্যথায় ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত এফ, ডিক্রুইক সাহেব ১৮৫৫ সালের ১৮ ডিসেম্বরি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অন্যথাজিতে খাস আপীল।

মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক বাহাদুর (বাদী) — — আপেলাণ্ট।
মোসম্মাৎ মাহরাণী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) — — — রেস্পণ্ডেণ্টগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু রমাপ্রসাদ রায় — — আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।
কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বামাচরণ মল্লিক ও বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় — — } রেস্পণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

শ্রীযুক্ত সি, বি ট্রেবর ও শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেবদের স্বাক্ষরিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালে ২৯ ডিসেম্বর তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"প্রতিবাদির এজহার প্রমাণ ত্রিপুরার এক পূর্ব্ব রাজাকর্ত্তৃক তাহাকে যে জমী ব্রহ্মত্ত্বরূপে দেওয়া হয় সেই জমী পুনঃপ্রাপণের নিমিত্ত এই মোকদ্দমার বাদী (খাস আপেলাণ্ট) ত্রিপুরার রাজা নালিশ করিলে উভয় অধীন আদালতকর্ত্তৃক নালিস ডিস্মিস্ হয়, আর জজ সাহেব কহেন যে পাট্টার তারিখ ১২৩৩ সাল হইবাতেও সেই অবধি পাট্টা গ্রহীতা এবং তাহার উত্তরাধিকারীগণ অবিবাদে দখলীকার থাকাতে তামাদী আইনমতে নালিশের প্রতিবন্ধক হইয়াছে, কিন্তু তত্রাপি সাহেব মৌসুক মোকদ্দমার গুণাগুণ বিচারে প্রবর্ত্ত হইয়া তদ্মূলে নিষ্পত্তি করিয়াছেন। খাস আপীলে ৪ টা আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে; প্রথমতঃ প্রতিবাদীগণ অধীন আদালতে তামাদী আইনের সূত্রে কোন উত্তর দাখিল করে নাই; দ্বিতীয়তঃ ঐ আইন খাটিতে পারে না কারণ প্রতিবাদীগণ কোন বিপক্ষ স্বত্ব প্রমাণ দখলীকার না হইয়া বাদির রাইয়ত স্বরূপে ঐ রূপ আছে; তৃতীয়তঃ তামাদী আইনের মোকদ্দমার প্রতিবন্ধক করিলেও তাহার

[illegible] জজ সাহেব অবিধি কার্য্য করিয়াছেন ; অতএব চুম্বক রিপোর্ট [illegible] প্রকাশিত মোসম্মাৎ হরি মালার বিরুদ্ধে ত্রিপুরার রাজার মোকদ্দমায় এজলাসকর্ত্তৃক নিষ্পত্তি অনুসারে মৃত রাজা যে পাট্টা দিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর পরেই রহিত হইয়াছে।

"প্রথম তিন আপত্তি সম্বন্ধে আমাদিগের অভিপ্রায় এই যে তামাদী আইনাম বাদির [illegible] করিয়া মোকদ্দমার ওপারণ তজবীজ করণে যদিও জজ সাহেব অবিধি ও অন্যায়-[illegible] কার্য্য করিয়াছেন বটে তথাপি তাহাতে কেবল কার্য্য আঞ্জাম সম্বন্ধে অবিধি হইয়াছে মাত্র। ফলতঃ তজ্জন্য আপেলাণ্টের কোন ক্ষতি হয় নাই এবং সে মতে ১৮৬৪ সালের ৯ আক্টের বিধি প্রমাণ তাহা মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হওনের কোন হেতু হইতে পারে না ; বিশেষতঃ এই মোকদ্দমা এক জমীদারকর্ত্তৃক আপন প্রজার বিরুদ্ধে রুজু হওয়া প্রযুক্ত তৎপ্রতি তামাদী আইনাম খাটিতে পারে না।

"খাস আপেলাণ্ট মোসম্মাৎ হরি মালার যে মোকদ্দমার ওজর করিয়াছে তাহাতে আমাদিগের দৃষ্ট হইতেছে যে বাদির (ত্রিপুরার রাজার) এক জন পূর্ব্বপুরুষ প্রতিবাদির জীবন পর্য্যন্ত তাহাকে এক তালুকদারী পাট্টা দিয়াছিলেন। ঐ পাট্টা কামাল এজলাসের বিচারে এই হেতুতে অগ্রাহ্য হয় যে মৃত রাজা আপনার নিজ জীবনের কালাতীতে এমত কোন সনন্দ কিম্বা পাট্টা দেওনে সক্ষম নহেন যদ্দ্বারা মূল জমীদারীস্থ জমীর কোন অংশ হস্তান্তর হইতে পারে ; আর ঐ বিচারে যে এক টিপ্পনী সংলগ্ন আছে তাহাতে প্রকাশ যে রাণী কোটী সুকিয়া দেবীর বিরুদ্ধে উক্ত বাদীকর্ত্তৃক নিযোজিত যে মোকদ্দমা ১৮৫৭ সাল ৪ মে তারিখে নিষ্পন্ন হয় ও যাহাতে রাজ্যের ভূমি হস্তান্তর করণপক্ষে ত্রিপুরার রাজার ক্ষমতা থাকা না থাকার বিষয় স্পষ্টই বিচারের মূল হইয়াছিল তাহাতে পূর্ব্ব মোকদ্দমার ন্যায় কুলাচার হেতুকে বাদির স্বাপক্ষে বিচার নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

"যে নিয়মে এই সকল মোকদ্দমার উৎপত্তি তাহার আইন সঙ্গত পক্ষে আমাদিগের সন্দেহ হইতেছে এবং সে নিমিত্ত দুই কারণে আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম, অর্থাৎ ; প্রথমতঃ ত্রিপুরার রাজবংশে উক্ত প্রকার রীতি প্রচলিত আছে কিনা ? এবং দ্বিতীয়তঃ যদ্যপি থাকে তবে যে স্থলে তাহা দেশের সাধারণ আইন বিরুদ্ধ হইয়া তৃতীয় পক্ষদিগের স্বত্বের ক্ষতিবৃদ্ধি করিতেছে সে স্থলে আদালতহায় তাহা বাহাল রাখিতে পারেন কি না ?"

বিচার।

যে প্রথম কথা ধরিয়া এই সর্টিফিকেট গ্রাহ্য হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই। চুম্বক রিপোর্টের ৬ বালমের ১৫৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মোসম্মাৎ হরি মালার বিরুদ্ধে মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের যে মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন আপন ফয়সলায় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এস্থলে সংলগ্ন হয় না, কারণ ঐ মোকদ্দমায় প্রতিবাদী রাজ পরিবারস্থ এক ব্যক্তি ছিল এবং কেবলমাত্র আদালত তাহাতে এই স্থির করেন এবং তদ্ব্যতীত অন্য কোন মত করিতে পারিতেন না যে ত্রিপুরার তৎকালীন রাজা আপনার নিজ জীবনের কালাতীতে রাজ্যের জমীদারীস্থ ভূমীর কোন অংশ আপন পরিবারের কোন ব্যক্তির প্রতি হস্তান্তর করিতে সক্ষম নহেন। কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমায় পাট্টা গ্রহীতা রাজ পরিবারের কোন ব্যক্তি নহে ; সুতরাং ঐ পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রচলিত ব্যবহারানুযায়ী না হইয়া জমীদার ও প্রজার মধ্যে প্রচলিত সাধারণ আইনানুযায়ীই এই মোকদ্দমার বিচার আবশ্যক হইবে।

এরূপ হইলেও আইনের যে কথা ধরিয়া সর্টিফিকেট গ্রাহ্য হইয়াছে তদুত্তরে না [illegible] প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে জজ সাহেবের ফয়সলা যে রূপ রহিয়াছে তদপ্রতিই দৃষ্টি করা কেবল আবশ্যক হইতেছে। জজ সাহেব স্থির করিয়াছেন যে যে ব্যবহার প্রচলিত থাকার ওজর করা হইয়াছে তাহা ঐরূপ না থাকা ব্যতীতও তামাদী আইনাম

প্রথম আদালতের বহির্ভূত হইয়াছে; কিন্তু জমীদার ও প্রজার মধ্যে আদালতে বিবাদ বিষয়ের প্রতি তামাদী আইনের যে খাটে না এবং তৎসম্বন্ধে জজ সাহেবের মৌলুবের বিচারে যে গুরুতর ভ্রান্তি যুক্ত হইয়াছে সে বিষয়ে এই খাস আপীল গ্রাহ্যকারী জজ সাহেবের সহিত আমরা সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য মত হইয়াছি এবং সে মতে আমাদিগের অভিপ্রায় এই যে ১৮৫৩ সালের ১৬ আক্টের দত্ত ক্ষমতা প্রমাণ যথার্থ বিচার করণার্থে তামাদী আইনের সম্বন্ধে অধীন আদালতের যে ভ্রম হইয়াছে তাহার প্রতীকার করা আমাদিগের কর্তব্য। অতএব আমরা মোকদ্দমা এই আদেশে জজ সাহেবের নিকট পুনঃপ্রেরণ করি যে তিনি খাস রেস্পাণ্ডেন্টের দাখিলী পাট্টার প্রভৃতি দৃষ্টি পূর্ব্বক সূক্ষ্ম তাহারই মর্ম্ম প্রতি প্রণিধান করতঃ মোকদ্দমার গুণাগুণ বিবেচনায় যে রূপ হুকুম দেওয়া উচিত ও ন্যায্য জ্ঞান করেন সেইরূপ হুকুম প্রদান করেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ জুলাই।

একত্রে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই. এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি. আই মণি সাহেব

১৮৫৭ সালের ২৪১ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ঢাকার সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী নিযামুদ্দীন মহম্মদের ১৮৫৪ সাল ৮ ফিব্রুয়ারি তারিখের ফয়সলা অন্যথায় ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ নাজিম খাঁর ১৮৫৫ সাল ১৬ মার্চ তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মোসম্মাৎ আলরাকি বিবী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—আপেলাণ্টগণ।
মেং জি, পি, ওয়াইজ সাহেব প্রভৃতি (বাদীগণ)—রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় —— —— —— ——আপেলাণ্টগণেরপক্ষ উকীল।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মেং আর, টি, এলান সাহেব রেস্পাণ্ডেণ্টগণেরপক্ষ উকীলগণ।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর ও শ্রীযুক্ত ডি, আইমণি সাহেবানের পশ্চাল্লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৭ সাল ২ মার্চ তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

“বাদী প্রতিবাদী খাস আপেলাণ্টকে তাহার হক্ক হইতে উঠাইয়া দেওনের ও বরং সেই হক্ক দখল পাইবার নিমিত্ত তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করে প্রতিবাদী জওয়াব দেয় যে এই হক্ক এক মৌরসী মোকররী হক্ক ও যদি ঐ রূপ না থাকিত তথাপি সে বেদখল হইবার যোগ্য হইত না কিন্তু কেবল তাহার জমা বৃদ্ধি হইতে পারিত।

“সদর আমীন প্রতিবাদির স্বত্ব নিষ্ক দৃষ্টি করিয়া বাদির দাবি ডিস্মিস্ করেন। প্রধান সদর আমীন প্রতিবাদী অর্থাৎ খাস আপেলাণ্টের ওজর অপ্রমাণ বিবেচনায় বাদীকে ডিক্রী দেন।

“প্রতিবাদী একণে এই ওজরে খাস আপীল করিয়াছে যে যদিও তাহার মোকররী হক্ক সাব্যস্ত করা হয় নাই তথাপি সে ঐ তালুকদারের এক অধীন হক্কের দখল সূত্রে এক জন অধীন প্রজা স্বরূপ থাকায় বাদী যে এক জন নিলাম খরিদদার ছিল তাহার তাঁহাকে অর্থাৎ প্রতিবাদীকে ১৮৪৫ সালের ১ আক্টের ২৬ ধারার বিধানানুসারে প্রথমে ১৮১২ সালের ৫ আইনানুযায়ী এক নোটিস না দিয়া উঠাইয়া দিবার ক্ষমতা নাই।

“১৮৫৫ সালের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্ট বহির ৩৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রাণ বিবীর বিরুদ্ধে নওয়াব নাজীর সিদ্দি নজর আলী খাঁ প্রভৃতির মোকদ্দমায় এআদালতের

আবকাশে হাকীমানের নিজ্জান্ত প্রভৃতি আনাবেক অংশ হাকীমদিগের বিবেচনা অনুসারে আইনের অর্থ সম্বন্ধে বোধ হইতেছে, অতএব প্রতিবাদির উপর ১৮৫৯ সালের আইনানুযায়ী নোটিস না দেওয়াতেই প্রধান সদর আমীন প্রতিবাদীকে উঠাইয়া দেওনের ডিক্রী দেওয়াতে তাহার ফলাফল। আইন সঙ্গত হইয়াছে কি না ইহার মীমাংসা জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম"।

বিচার।

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুয়েলস ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেবানের রায়। সার্টিফিকেটের উল্লেখিত মোকদ্দমায় আদালতের অল্পাংশ হাকীমান যে সকল অভিপ্রায় লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ রূপে প্রণিধান করিয়া আমাদিগের অভিপ্রায় হইতেছে যে সেই মোকদ্দমায় আদালতের অধিকাংশ হাকীমানের যে সিদ্ধান্ত তাহাই শুদ্ধ ও যে কোন নিলামে খরিদার ১৮৪৫ সালের ১ আক্টের ২৬ ধারার বিধানানুসারে আপন প্রজাদিগকে উঠাইয়া দিতে সমর্থ হইবার জন্য তাহার ১৮৫৯ সালের ৫ আইনের ১০ ধারানুযায়ী নোটিস দেওয়া আবশ্যক নহে। প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ৫ আইনের ১০ ধারানুসারে উঠাইয়া দিবার নোটিস জারী হইতে পারিত না, কারণ ভূমি হইতে উঠাইয়া দিবার নিয়মের সহিত এই ধারার কোন সংস্রব নাই কিন্তু এই উক্ত করিয়াছে যে জমা বৃদ্ধি করিবার স্বত্বের সহিত ভূমি হইতে উঠাইয়া দিবারও স্বত্ব একত্রে লিখা আছে ও খরিদারের নির্দ্ধারিত বেশী জমায় প্রজা অস্বীকার না হইলে তাহাকে কোন প্রকারে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না কিন্তু আমাদিগের অভিপ্রায়ে ১৮৪৫ সালের ১ আক্টের ২৬ ধারার শব্দ সকল আইনের এই রূপ ন্যায়ের সম্যক রূপে বিপরীত। ঐ ধারানুসারে কোন নির্দ্ধারিত বর্জ্জিত নিয়ম দেওয়ায় ও সেই সকল বিষয়ের উপস্থিত তকরারের সহিত কোন সম্পর্ক নাই খরিদার "বন্দোবস্তের পর ঐ জমীদারীতে যে সকল দায় সংযোগ করা গিয়া থাকে সেই সকল দায় রহিত হইয়া জমীদারী" ইত্যাদি অর্থাৎ বাকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে যে সকল ব্যক্তিরা এরূপ বর্জ্জিত নহে তাহারা সাবেক জমীদারদিগের নিকট হইতে কোন একরার সূত্রে যে রূপ দখল রাখে তাহাদিগের সেই সকল দখলী স্বত্ব ঐ নিলামের তারিখে শেষ ও রহিত হয় ও তাহাদিগের স্বত্ব সকল এ নূতন জমীদারকে অর্শে ও ঐ রূপ সকল ব্যক্তিকে যে মঞ্জুর হইয়া থাকে ঐ জমীদার তদ্রূপ আপন বিবেচনানুসারে ঐ সকল হকুক নিজ দখলে রাখিতে কিম্বা তাহা সাবেক প্রজাদিগকে জমা বিলি করিয়া কি তাহা নূতন লোককে দিতে পারেন। উপরোল্লেখিত ধারার প্রথমাংশে যে সকল কথ ব্যক্ত আছে তাহার প্রকৃত মর্ম্মানুসারে ঐ ধারার শেষ অংশে ইহাই অবধারিত হইয়াছে যে ঐ খরিদার দুই কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইবেক অর্থাৎ প্রথমতঃ ঐ সকল বিষয়ে আইনানুযায়ী যে রূপ নোটিস দেওয়া আবশ্যক সেই রূপ নোটিস জারীর পর আপন ইচ্ছানুসারে সমস্ত অধীন হকুকের খাজানা বৃদ্ধি ও দ্বিতীয়ত সেই সকল হকুকের সমস্ত প্রজাদিগকে উঠাইয়া দিতে পারিবেক। ঐ আইনে খরিদারকে দুই ক্ষমতা দেয় ও সে উভয় অথবা তন্মধ্যে কোন এক ক্ষমতা জারী করিতে সমর্থ। সে প্রথমে জমা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিয়া তাহার সর্ত্ত সকলে প্রজা অস্বীকার হইলে তাহাকে উঠাইয়া দিতে পারে কিম্বা সে ঐ প্রজাকে এক কালেই উঠাইয়া দিয়া ঐ জমী সম্বন্ধে নিজ বন্দোবস্ত করিতে পারে, আইনানুযায়ী তাহার পক্ষে ন্যায়মত এই সকল উপায় রহিয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় ১৮৪৫ সালের ১ আক্টের ২৬ ধারার ন্যায় সঙ্গত আর অন্য কোন অর্থ হইতে পারে না। যে কনেষ্ট্রকসন অর্থাৎ আইনের অর্থ দ্বারা এরূপ অবধারিত হইবে যে জমা বৃদ্ধি করণের স্বত্ব জারীর উপর প্রজাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া দিবার স্বত্ব জারী করা নির্ভর করিবেক আইনের সেই কনেষ্ট্রকসন অর্থাৎ অর্থ স্থির করিলে আমাদিগকে ঐ ধারাকে তাহার সাধারণ অর্থের সহিত অনৈক্য এক সর্ত্ত অথবা ন্যূন সংখ্যার এই সর্ত্তে ঐ ধারার সাধারণ মর্ম্ম প্রকৃত রূপে পরিবর্ত্তন

[illegible] এক সঙ্গে নিদিষ্ট করিতে হয়। যদি আইন কর্ত্তাদিগের প্রজাকে উঠাইয়া দিবার নিমিত্তে খরিদারদিগের উপর এক সর্ব্বাধীন ক্ষমতা প্রদান করিবার মনস্থ থাকিত তবে ঐ বিষয়ের নিমিত্ত আমাদিগের আক্টও আইনে যথেষ্টতর যে সকল শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে উঁহারা যে সেই সকল শব্দ ব্যবহার করিতেন তাহাতে আমরা কোনই সন্দেহ করিতে পারি না।

অপর ঐ আইন কষ্টদায়ক বলিয়া যে প্রসঙ্গ করিয়াছে তাহা আইনকর্ত্তাদিগের বিবেচনার বিষয় আমাদিগের বিবেচ্য নহে কিন্তু বস্তুতঃ আপেলাণ্ট আইনের যে রূপ অর্থ করাইবার জন্য বাদানুবাদ করিতেছে তাহা আমাদিগের স্থিরীকৃত অর্থের অপেক্ষা প্রজার পক্ষে যে অধিক উপকার দায়ক এমত ব্যক্ত করা সুকঠিন। স্বেচ্ছানুসারে খাজানা বাড়াইবার যে এক ক্ষমতা তাহা খরিদার প্রত্যেকই প্রজাকে উঠাইয়া দিবার এক উপলক্ষ করিতে পারে ও প্রজার উপর প্রথমতঃ খাজানা বৃদ্ধির এক নোটিস জারী হইলে সে উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার জন্য যে সময় প্রাপ্ত হয় খরিদারের প্রজাকে উঠাইয়া দিবার ক্ষমতা জারী করিবার জন্য যে সকল আইনানুযায়ী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহাতেও প্রজা তদ্রূপ সময় প্রাপ্ত হইতে পারে।

১৮২২ সালের ১১ আইনের ৩০ ধারায় নিলাম খরিদারদিগকে অধীন তালুক সকল বাতিল করিবার ক্ষমতা দেয় (৩১ ধারায় "ধ্বংশ করা" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছে) এবং ঐ বিষয়ে জমীদারেরা সাবেক আইনানুসারে যে ক্ষমতা বিশিষ্ট ছিল ১৮৪৫ সালের ১ আক্টে তাহাদিগের যে সেই ক্ষমতা রহিত করিবার অভিপ্রায় ছিল আমরা এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ দেখি না। বর্ত্তমান আক্টের শব্দ সকল ১৮২২ সালের ১১ আইনের শব্দ সকল হইতে পৃথক কিন্তু বন্দোবস্তের পর হইতে নিলাম খরিদারের পূর্ব্বাধিকারীরা খরিদা সম্পত্তির যে কোন ইজারা অথবা অন্য কোন রূপে বিলি করিয়া থাকে নিলামে খরিদারের সেই সকল ইজারা রহিত হইয়া ঐ খরিদা বিষয় প্রাপ্ত হইবার যে স্বত্ব আছে তাহা উভয় আইনে সমতুল্য রূপে সাব্যস্ত রাখিয়াছে। আইনের এই ভাব অনুযায়ী আমরা অধীন আদালতের ফয়সলা বাহাল করিয়া খরচা সহ আপীল ডিসমিস করিলাম।

শ্রীযুক্ত সি. বি, ট্রেবর সাহেবের রায়। যে সকল বিবরণের উপর এই খাস আপীল নির্ভর করে তাহা খাস আপীল গ্রহণের সর্টিফিকেটে এরূপ বিস্তারিত মত প্রকাশ আছে যে অত্রস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক এক্ষণে আদালতের সমক্ষে উপস্থিত বিষয় এই যে কোন পক্ষ যে ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ২৬ ধারার লিখিত রক্ষিত ব্যক্তিদিগের শ্রেণীভুক্ত নহে অথচ যে ঐ জমীদারির এক অধীন তালুকের প্রকৃত পাট্টাদার বটে নিলাম খরিদার তাহাকে প্রথমতঃ ১৮১২ সালের ৫ আইনানুযায়ী এক নোটিস না দিয়া কি উঠাইয়া দিতে পারে অর্থাৎ খাজানা বাড়াইবার যে এত্তেলা তাহা কি ঐ ধারানুযায়ী এরূপ এত্তেলা যে যে সকল বিষয়ে ১৮৪৫ সালের ১ আক্টের উপরোল্লেখিত ধারা সংলগ্ন হইয়া থাকে সেই সকল বিষয়ে প্রজাকে উঠাইয়া দিবার স্বত্ব উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে ঐ এত্তেলা অবশ্যই জারী করিতে হইবেক।

নবাব নাজীর সিদ্দি নজর আলী খাঁ (প্রতিবাদী) আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে প্রাণ বিবী (বাদীনী) রেস্পাণ্ডেণ্টের মোকদ্দমায় এ আদালতের সমক্ষে ঐ বিষয়ই উপস্থিত ছিল ও তৎকালে আদালতের অধিকাংশ হাকীমান * এই অবধারিত করেন যে ১৮৪৫ সালের ১ আক্টের ২৬ ধারানুযায়ী প্রজাকে উঠাইয়া দিবার পূর্ব্বে তাহাকে খাজানা বৃদ্ধির নোটিস দেওয়া অনাবশ্যক। শ্রীযুক্ত জেকস সাহেব এক বিস্তারিত ও নিপুণ বিচারে ঐ আইনের ইহার এক বিপরীত ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং ঐ বিচারে ঐ ভাব গ্রহণ হওয়া জন্য ও তাহাতে যে সকল তর্ক ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা প্রকৃত রূপে [illegible]

---

* শ্রীযুক্ত লর, আর, বারলো, ও শ্রীযুক্ত প্যাটন সাহেবান।

[illegible] সরকারী [illegible] [illegible]
[illegible] করিয়াছিলেন।

[illegible] সালের ১ আক্টের ২৬ ধারায় এই কথা ব্যক্ত আছে যথা "[illegible] "[illegible] যে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং বারাণসীর কোন জমীদারির "মালগুজারির বাকী আদায়ের নিমিত্ত এই আইন ক্রমে বিক্রয় হইলে যে ব্যক্তি তাহা "খরিদ করে সে ব্যক্তি বন্দোবস্তের সময়ের পর ঐ জমীদারিতে যে সকল দায় সংযোগ "করা গিয়া থাকে সে সকল দায় রহীত হইয়া জমীদারি পাইবেক। এবং ১৮১২ সালের "৫ আইনের ১০ ধারার নির্দিষ্ট এত্তেলা দিলে পর আপন ইচ্ছা ক্রমে [illegible] নিষ্কারিত "বর্জ্জিত ভূমি ব্যতিরেকে ঐ জমিদারির সমস্ত পাট্টাদার প্রজাদিগের খাজানা বাড়াইতে "পারে এবং সমস্ত রাইয়তকে উঠাইয়া দিতে পারে আর চলিত আইনের মধ্যে ইহার "বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না।

অত্র ধারা হইতে প্রথমে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে "বন্দোবস্তের সময়ের পর ঐ জমীদারীতে যে সকল দায় সংযোগ করা গিয়া থাকে সে সকল দায় রহিত হইয়া জমীদারী পাইবেক" এই কএক শব্দের কি অর্থ নির্দিষ্ট করা যাইবেক। ১৮২২ সালের ১১ আইনের ২৯ ধারা যাহা ১৮৪১ সালের ১২ আক্টের দ্বারা রদ হয় তাহাতে এই সকল কথার প্রয়োগ আছে; সেই আইনে ইহাই অঙ্গীকৃত হয় যে যে জমীদারির উপর "সরকারের মালগুজারির টাকা বাকী পড়ে ঐ বাকী আদায় করিবার নিমিত্ত যদি সেই "জমীদারি নিলাম করা যায় তবে ঐ ভূমির বন্দোবস্ত হওনের সময়ে সেই ভূমির অধি- "কারির তাহাতে যে২ স্বত্ব ও অধিকার হইয়াছিল নিলামের দ্বারা সেই২ স্বত্ব ও অধি- "কার ঐ বন্দোবস্তের পরে সেই ভূমির উপর যে২ ঘটনা ও দায় সংযোগ করা গিয়া "থাকে কিম্বা ঘটিয়া থাকে তাহা অর্থাৎ বিক্রয় কিম্বা দান অথবা অন্য কোন রূপে হস্তা- "ন্তর করা কিম্বা বন্ধক দেওয়া অথবা বিবাহ নিমিত্ত পণ স্বরূপ স্ত্রীকে দেওয়া অথবা "লেখাপড়ার দ্বারা অন্য কোন রূপে হস্তান্তর করা ইত্যাদি যা হউক সে সমস্ত রহিত "হইয়া খরিদারের দৃষ্ট হইবেক যে এই সকল কথা মালিকী স্বত্ব হস্তান্তর হওনের সহিত সম্বন্ধ রাখে ও জমীদারেরা আপনাদিগের প্রজাদিগকে যে সকল পাট্টা দেন ও যাহাতে ঐ জমীদারদিগের মালিকী স্বত্বের প্রতি কোন হানি হয় না এই সকল কথার কোন প্রকারেই সেই সকল পাট্টার সহিত কোন সংশ্রব নাই; অতএব ইহাতে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবেক যে ঐ সকল শব্দ ১৮৪৫ সালের ১ আক্টের ২৬ ধারায় ঐ রূপ একই ভাবে প্রয়োগ হইয়াছিল ও যে সকল পক্ষরা সাবেক মালিকদিগের নিকট হইতে বিক্রয় কিম্বা দান অথবা বন্ধক কিম্বা বিবাহের সময় স্ত্রীকে পণের স্বরূপ প্রদত্ত হওন অথবা অন্য কোন প্রকার লেখাপড়ার দ্বারা হস্তান্তর হওন বা এই রূপ অন্য কোন সূত্রে প্রাপ্ত বলিয়া দাবি করে বন্দোবস্তী জেলায় সেই পক্ষদিগের সম্বন্ধে খরিদারের যে কিং অধিকার আছে কেবল তাহাই ব্যক্ত করিবার জন্য ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই বিষয় নির্ণয় হইয়া পশ্চাৎ "১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার নির্দিষ্ট "এত্তেলা দিলে পর আপন ইচ্ছা ক্রমে নীচের লিখিত বর্জ্জিত ভূমি ব্যতিরেকে ঐ "জমীদারির সমস্ত পাট্টাদার প্রজাদিগের খাজানা বাড়াইতে পারে এবং সমস্ত "রাইয়তকে উঠাইয়া দিতে পারে এবং চলিত আইনের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধ কিছু "থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না" যে এই কএক বাক্য ব্যবহার হইয়াছে ইহার যে কি প্রকৃত অর্থ তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। ইহাতে এক পক্ষ এই ব্যাখ্যা- মূলক করে যে এই সকল ক্ষমতা এই অভিপ্রায়ে অর্পণ হয় যে সম্বর মতে অথবা পক্ষদিগের স্বত্ব প্রযুক্ত আবশ্যক হইলে সেই ক্ষমতা সকল পরস্পর পৃথক রূপে জারী হইতে পারিবে ও যে এই সকল মর্ম্মানুসারে জমীদার খাজানা বৃদ্ধি করিতেও পারে প্রজাকে উঠাইয়া দিতে পারে কিম্বা সে ঐ প্রজাকে এককালেই উঠাইয়া দিতে পারে

[illegible] এই [illegible] "কে" এবং" [illegible] আছে তাহাতে উভয় পার্শ্বের [illegible] না হইয়া যে আইনের [illegible] পৃথক হইতেছে তাহার অবশ্যই এই রূপ অর্থ করিতে হইবেক; অপর পক্ষান্তরে এই বাদানুবাদ করে যে ঐ ক্ষমতাদ্বয়ের মধ্যে কোন একটি ক্ষমতা জারী করা অপর ক্ষমতা জারীর সহিত লিপ্ত আছে ও যে পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি করণের ক্ষমতা জারী হইয়া প্রজা তাহা [illegible] অথবা অগ্রাহ্য না করে সে পর্য্যন্ত প্রজাকে উঠাইয়া দিবার ক্ষমতা জারী করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে, ঐ প্রথম ব্যাখ্যার পোষকতায় এক প্রবল তর্ক হইতেছে যে ১৮৪১ সালের ১২ আক্ট যাহার অত্র বিষয়ে ১৮৪৫ সালের ১ আক্টের সহিত একই ভাব সেই ১২ আইন জারী হইবার সময় আইনের যে ভাব ও অবস্থা ছিল ঐ প্রথম ব্যাখ্যার সেই ভাব হইতে বর্ত্তমান আইনে কোন পরিবর্ত্তন বুঝায় না। ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৩০ ধারা যাহা ১৮৪১ সালের ১২ আক্টের দ্বারা রদ হয় তাহাতে এই হুকুম হয় যে "সেই বন্দোবস্তের সময়ে সরকারের রাজস্ব যাহা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহা আদায়ের "নিমিত্ত বাকীদারের ভূমি তাহার দায়ী হয় এই মূল নীতি অনুসারে প্রথমেতে যে ব্যক্তি "সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার স্থলাভিষিক্ত কি লিখনাদির দ্বারা তৎস্বত্ব "প্রাপ্ত বাকীদার কিম্বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা যে২ নিদর্শন পত্রাদি দিয়াছে এবং "বন্দোবস্তের পরে সেই প্রথম বন্দোবস্তকারী কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত লোকেরা প্রজা "ইত্যাদিকে যে২ পাট্টা দিয়া থাকে কিম্বা বহাল রাখিয়া থাকে এবং প্রথম বন্দোবস্ত-"কারী আপন ভূমির বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে যে২ পাট্টা ইত্যাদি রদ করিতে কিম্বা "মতান্তর অথবা পুনঃ নূতন করিয়া দিতে পারিত মালগুজারির বাকী আদায়ের নিমিত্তে "সেই জমীদারী কিম্বা মহল নিলামে বিক্রয় হইলে ঐ নিলামের খরিদার সে সমস্ত "পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্তের সময়ে থাকা সে২ পাট্টা ইত্যাদি নিদর্শনপত্র পুনর্ব্বার নূতন "করিবা লওনের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল কেবল তাহা ব্যতিরেকে রহিত ও রদ করিতে "পারিবেক"; আর ৩০ ধারায় সরকারী মালগুজারির বাকী আদায়ের নিলাম খরিদার দিগের যে সকল স্বত্ব থাকা ব্যক্ত আছে সেই সকল স্বত্ব সম্বন্ধে ঐ আইনের ৩১ ধারায় এই কএক কথা প্রকাশ যে "পাট্টা ইত্যাদি নিদর্শনপত্রের বিষয়ে উপরেতে যে২ নিয়ম "লেখা গিয়াছে সরকারের রাজস্ব পাওনের কোন ব্যাঘাত না হওনের নিমিত্ত সেই২ "নিয়মের অত্যাবশ্যক এবং তৎপ্রযুক্ত সেই২ নিয়ম এই রাজধানীতে কর গ্রহণের রীতির "সাধারণ ও মূল দাঁড়া জ্ঞান করিয়া তদনুসারে সর্ব্বদা কার্য্য করা গিয়াছে"। এক্ষণে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে আইন কর্ত্তাদিগের বিবেচনায় ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৩০ ধারায় জমীদারদিগকে কোন নূতন ক্ষমতার্পণ করে নাই কিন্তু তাহাদের দশ সালা বন্দোবস্তের পর হইতে যে সকল স্বত্ব জারী করণে অধিকার ছিল ঐ ধারায় কেবল সেই সকল স্বত্ব ব্যক্ত হয়; ইহাতে যদি এই রূপ হয় তবে আদালতের অধিকাংশ হাকীমান উপরোল্লেখিত মোকদ্দমায় যে রূপ অবধারণ করিয়াছেন তাহা কেবল যে ১৮২২ সালের ১১ আইন সঙ্গত এমত নহে কিন্তু তৎকালে আইন কর্ত্তারা এই রাজধানীর কর গ্রহণের রীতির এক সাধারণ ও মূল দাঁড়া বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা ঐ মূল দাঁড়ারও সঙ্গত হইতেছে।

বন্দোবস্তের পর হইতে যে সকল হকুকের সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল হকুক রহিত হওনের বিষয়ে মূল নিয়ম ১৮২২ সালে আইন কর্ত্তারা এতাদৃশ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করাতে তাঁহারা ঐ বিষয়ে আদ্যোপান্ত এক নিয়মানুসারে কার্য্য হইয়া আসিয়াছে বলিয়া যে ব্যক্ত করেন তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ রাখিয়া ঐ সনের পূর্ব্বের সমস্ত আইনের প্রতি প্রণিধান করা আবশ্যক; ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৫ ধারায় এই বিধান হয় যে সরকারের রাজস্বের বাকী আদায়ের নিমিত্ত কোন জমীদার কিম্বা ভূমির অন্য কোন প্রকার যথার্থ মালিকের সমুদয় জমী সকল কিম্বা তাহার কোন অংশ প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইলে ঐ রূপ মালিকেরা অধীন তালুকদারদিগের সহিত যে সকল লেখাপড়া

করিয়া থাকে তাহাদের [illegible] হইতে ও যে সকল [illegible] তাহা [illegible] না [illegible] যে জেলা অথবা পরগণার অন্তঃপাতি সেই জেলা কিম্বা পরগণার [illegible] ব্যবস্থার অনুযায়ী সাবেক মালিকদিগের যে কিছু খাজানা করিবার অধিকার থাকিত ঐ নিলামি খরিদারও ঐ প্রকার অধীন তালুকদার প্রভৃতির নিকট হইতে সেই সমস্ত আদায় করিতে সমর্থ হইবেক; আর ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৯ ধারার ৪ প্রকরণে এই আদেশ হয় যে সরকারের মালগুজারির বাকী হেতু প্রকাশ্য নিলাম হইতে খরিদার আদালতের নিকট পূর্ব্বাহ্নে কোন দরখাস্ত না করিয়া যে সকল অধীন প্রজাদিগের পাট্টা সকল ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৫ ধারার দ্বারা রদ হইয়া থাকে তাহাদিগের মধ্যে যাহাকে চাহে; এবং খরিদারের উপরোক্ত আইন ও ১৭৯৪ সালের ৪ আইনের ৭ ধারানুযায়ী প্রজাদিগের নিকট হইতে যে সকল সর্ত্ত লইবার ক্ষমতা আছে যে সকল প্রজারা ঐ রূপ সর্ত্তে আপনাদিগের পাট্টা সকল পুনঃ নূতন করিয়া লইতে অসম্মত হয় তাহাদিগকে উঠাইয়া দিতে পারিবেক।

খরিদারের প্রজাকে উঠাইয়া দিবার আইনানুযায়ী পূর্ব্বে যে ক্ষমতা ছিল না তাহা একণে এস্থলে ঐ খরিদারকে দেওয়া হয়, কিন্তু এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে প্রজার পাট্টা পুনঃ নূতন করিয়া লইবার জন্য যে সকল সর্ত্ত প্রস্তাব করা যায় সে কেবল কি সেই সর্ত্তে নূতন পাট্টা লইতে অসম্মত হইলে তাহাকে ঐ রূপ উঠাইবা দিবার ক্ষমতা জারী করিতে হইবেক কিম্বা ঐ রূপ সর্ত্তের প্রস্তাব ব্যতিরেকে কি তাহা ব্যতিরেকেও প্রজার প্রতি ঐ ক্ষমতা জারী করা যাইতে পারে; যদি এই বিষয়ে [illegible] কর্ত্তার কোন অভিপ্রায় প্রকাশ না করিতেন তবে উপরোক্ত বাক্য সকলের প্রকৃত অর্থ বিষয়ে সমূহ সন্দেহ থাকিতে পারিত; কিন্তু ঐ "এবং" শব্দের পূর্ব্বে সামান্য ছেদ থাকিলে তাহাতে ঐ শব্দের পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ শব্দ সকলের মধ্যে যে রূপ সংযোগ থাকাই অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইত তদ্রূপ এ স্থলে ঐ "এবং" শব্দের পূর্ব্বে এক অর্দ্ধ ছেদ থাকায় ইহাই অনুমান হয় যে তাহাতে ঐ শব্দের পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ শব্দ সকলের মধ্যে সংযোগ না হইয়া বরং তাহা পরস্পর স্বতন্ত্র করিবার অভিপ্রায়ে ঐ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছিল এবং ঐ আইনের মূল মর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ও ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৩০ ধারার পূর্ব্ব উদ্ধৃত কএক কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার অর্থ করায় আমার নিঃসন্দেহই এই বিবেচনা হইতেছে যে ঐ আইন উভয় যে কোন প্রজার হকুক ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ৫ ধারা দ্বারা রক্ষিত হয় সেই প্রজাকে একেবারে উঠাইয়া দিবার জন্য কিম্বা খরিদার তাহাকে ন্যায্য হারে পাট্টা পুনঃ নূতন করিয়া লওনের প্রস্তাব করিলে যদি সেই প্রজা ঐ হারে নূতন পাট্টা লইতে অসম্মত হয় তবে ঐ প্রজাকে উঠাইয়া দিবার জন্য খরিদারের প্রতি ক্ষমতার্পণ করে।

এই রূপ অর্থ করিলে ১৭৯৯ সালের আইন ১৮২২ সালের আইনের সহিত ঐক্য হয়। ইহাতে বন্দোবস্তের পর হইতে যে সকল হকুকের সৃষ্টি হইয়া থাকে সেই সকল হকুক রহিত করিবার ক্ষমতা অর্পণ হইতেছে; ঐ সকল হকুক নিলামি খরিদারের ইচ্ছানুসারে এক কালেই রহিত হইতে পারে কিম্বা প্রজা যদি নিলাম খরিদারের প্রস্তাবিত আইন সঙ্গত সর্ত্ত গ্রাহ্য না করে তবে সে স্থলে সকলেই প্রজাকেই উঠাইয়া দিতে পারে।

আর ১৮৪৫ সালের ১ আক্টের ২৬ ধারা যাহা পূর্ব্ব বাক্য মত এবিষয় সম্বন্ধে ১৮৪১ সালের ১২ আক্টের সহিত একই প্রকার সেই ২৬ ধারার প্রতি প্রণিধান করিয়া এই জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে আদালতের সমক্ষে একণে যে রূপ হকের বিচার উপস্থিত এতদ্রূপ অরক্ষিত হকুক সকল সম্বন্ধে নিলাম খরিদারের অবস্থা কি? দৃষ্ট হইবেক যে এই আইনে এতদ্দেশের [illegible] সংক্রান্ত মূল আইনের কোন পরিবর্ত্তন করার প্রসঙ্গ নাই, ফলে এই আইন জারির নিমিত্ত সাবেক আইনের যে পরিমাণ অংশ উহার মধ্যে রাখার বাঁধা আবশ্যক তাহা এই আইনে সারমর্ম পুনর্গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং

আইনে সুদ্ধ খাজানা আদায় করণের জন্য এক নূতন রীতির বিধান হইয়াছে এবং জমীদারের ক্লেশের যে পর্য্যন্ত সমাধা করা সুসাধ্য তাহার প্রতি সেই সম্প ক্লেশ দিয়া নির্দ্ধারিত কালে খাজানা আদায়ের অভিপ্রায়ে এই আইনের সৃষ্টি হয়। এই রূপ গতিকে আমার বোধ হইতেছে যে দশ সালা বন্দোবস্তের পর হইতে নিলাম খরিদারের যে রূপ অবস্থা ছিল এই আইনানুসারেও, সাধ্যমতে খরিদারের অরক্ষিত হকুক সম্বন্ধে প্রায় ঐ অবস্থা থাকাই অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবেক; কিন্তু আইনে যে সকল শব্দের প্রয়োগ আছে তাহার ঐ রূপ অর্থ কি সম্ভব হইতে পারে? আমার বিবেচনায় এই ধারায় ঐ "এবং" শব্দ তাহার পূর্ব্ব পশ্চাৎ শব্দের মধ্যে পরস্পর স্বতন্ত্রতা নির্দ্দিষ্ট জন্য প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া অর্থ করিলে ১৭৯৯ সালে ঐ আইনের যে রূপ ভাব ছিল এক্ষণের আইনও সেই ভাব সঙ্গত হয়; খরিদারদিগের ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারানুযায়ী এত্তেলা দেওনের পর স্বেচ্ছানুসারে অরক্ষিত হকুক সকলের খাজানা বৃদ্ধি করিবার অধিকার আছে কিন্তু তাহাদিগের ঐ স্বেচ্ছা অবশ্যই ন্যায় সঙ্গত হওয়া কর্ত্তব্য এবং প্রজারা ঐ বিষয়ে কোন চুক্তি করিতে অসম্মত হইলে তাহাদিগকে উঠাইয়া দিবার কিম্বা ঐ প্রজাদিগকে এককালেই উঠাইয়া দিবার ক্ষমতা আছে; উপরোক্ত মতে এই তিন আইন অর্থাৎ ১৭৯৯ সালের আইনের ২৬ ও ২৭ ধারা ও ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৩০ ও ৩১ ধারা এবং ১৮৪৫ সালের ১ আকটের ২৬ ধারার অর্থ করিলে ঐ সকল আইন পরস্পর ঐক্য হয় এবং তাহাতে দশ সালা বন্দোবস্তের পর যে সকল হকুকের সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল হকুক রহিত হওনের বিষয়ে যে নিয়ম আইন কর্ত্তারা স্বয়ং সরকারের আয় রক্ষার্থে নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন ও তদনুসারে যে নিয়ম সর্ব্ব সময়ে এই রাজধানীর কর গ্রহণের নীতির এক সাধারণ ও মূল দাঁড়া স্বরূপ বিবেচনা হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য হইয়া আসিয়াছে তাহাই সাব্যস্ত হয়। অপর কোন নিলাম খরিদারের বিরুদ্ধে যে সকল পক্ষদিগের কোন দখলী স্বত্ত্ব থাকে উপরোক্ত অভিপ্রায় সকল অবশ্যই তাহাদিগের প্রতি খাটে না। অতএব আইনের এই ভাব গ্রহণ করিয়া আমি অধীন আদালতের ফয়সলা বাহাল ও খরচা সহ আপীল ডিস্মিস্ করণে আমার সহকারী হাকীমদিগের সহিত ঐক্য হইলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ জুলাই।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৭ সালের ২৬৭ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের একটিং কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই, এস, পিয়ারসন সাহেবের ১৮৫৪ সালের ৬ নবেম্বর তারিখের ডিক্রী অন্যথায় ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত জে, এইচ, ইয়ং সাহেবের ১৮৫৫ সালের ৩০মে তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল।

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (বাদী)——————আপেলান্ট।

অন্নপূর্ণা দাসী (প্রতিবাদিনী)——————রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু রমাপ্রসাদ রায়—আপেলান্টের পক্ষ উকীলগণ।

মুন্সী আমীর আলী ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত——রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

শ্রীযুক্ত জে, এম, টরেন্স ও শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেবানের নীচের লিখিত সার্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৭ সালের ৩ মার্চ তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"বাদী অর্থাৎ খাস আপেলান্ট আপন পত্তনী তালুকের মধ্যে কতক গুলিন ভুমি যাহা অসিদ্ধ লাখেরাজ হকক স্বরূপ দখল করার বাদানুবাদ করে সেই সকল ভুমির কর ধার্য্যের প্রার্থনায় এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছিল। ঐ মোকদ্দমা প্রথমে এক জন কালেক্টরকর্ত্তৃক এই হেতুতে ডিসমিস হয় যে বাদী ঐ লাখেরাজ স্বত্ব অসিদ্ধ থাকা দর্শাইতে পারে নাই কিন্তু প্রতিবাদিনীর উপর মোকদ্দমার প্রমাণ দেওনের ভারার্পণের আদেশে জজ সাহেবকর্ত্তৃক মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ হইলে অন্য এক জন কালেক্টর যে রূপ আসল সনন্দ দ্বারা ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ২ ও ৩ ধারা অনুযায়ী প্রতিবাদিনীর লাখেরাজ স্বত্বের সিদ্ধতা প্রমাণ হইতে পারিত প্রতিবাদিনীকে তদ্রূপ কোন আসল সনন্দ দাখিল করণে অপারক দেখিয়া ঐ মোকদ্দমা ডিক্রী করেন। অপর বাদির নালিশের বিরুদ্ধে বাধা সম্বন্ধীয় যে তামাদির আপত্তি হইয়াছিল জজ সাহেব আপীলে সেই আপত্তি গ্রহণ করিয়া নিষ্পত্তি করেন যে " সকল মোকদ্দমার পক্ষে যে তামাদী সম্বন্ধীয় সাধারণ আইন অর্থাৎ ১২ বৎসর মেয়াদ আছে জমীদার দিগের উত্থাপিত বাজেআপ্তের মোকদ্দমা সকলও তাহার শামিল " এবং এস্থলে প্রতিবাদিনীর দখলী ভুমি সকল " ১২ বৎসরের অতিরিক্ত কাল নিষ্করে " তাহার দখলে থাকায় তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত হইয়াছে এবং এ মোকদ্দমা অবশ্যই ডিসমিস্ হইবেক।

"আমাদিগের বিবেচনায় এ আদালতের অধিকাংশ হাকীমান গত মে মাহার ২২ তারিখে কিনুরাম রায়ের মোকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন এই ফয়সলা সেই নিষ্পত্তির বিপরীত এবং প্রথমতঃ এই ফয়সলা আমাদিগের উল্লেখিত নজীরের বিপরীত কি না ও পরে যদি তাহা বিপরীত হয় তবে এই ফয়সলা অন্যথা করা কর্ত্তব্য কি না ইহার মীমাংসা জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম "।

বিচার।

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেবানের রায়। অত্র মোকদ্দমায় জেলা পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের জজ সাহেবের ফয়সলা যে কিনুরাম রায়ের মোকদ্দমায় এই আদালতের অধিকাংশ হাকীমানের নিষ্পত্তির বিপরীত তাহাতে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না এবং এস্থলে কেবল এই প্রশ্ন বিবেচ্য রহিতেছে যে ঐ নিষ্পত্তি এ আদালতের সম্পূর্ণ কামেল এজলাসের হাকীমান ১৮৬৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমায় যে এক নিষ্পত্তি পূর্ব্বে করিয়াছিলেন সেই নিষ্পত্তির বিপরীত হইয়াছে কি না।

ব্যক্ত হইয়াছে যে এই আদালতের অন্য এক সম্পূর্ণ এজলাসের হাকীমান ১৮৫৬ সালের ২২ জুলাই তারিখে দিগম্বর মিত্রের মোকদ্দমায় যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তাহাতেই এই প্রশ্নের চুড়ান্ত মীমাংসা হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ইহা এরূপ নহে; দিগম্বর মিত্র যে ভূমি মাল বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিল সে তাহারই খাজানা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নালিশবন্দ হয়। তাহাতে প্রতিবাদী জওয়াব দেয় যে ঐ জমীর কিয়দংশ লাখেরাজ ও কতকাংশ মাল ছিল ও সে সমুদয় নালিশের বিরুদ্ধে তামাদির আইন বাধা জনক হইয়াছে বলিয়া ওজর করে এবং বিশেষতঃ ঐ জায়দাদের লাখেরাজ অংশ সম্বন্ধে সে এই ব্যক্ত করে যে খাজানা বৃদ্ধির জন্য নালিশ না করিয়া

বাজেআপ্তের নিমিত্ত নালিশ উপস্থিত করা কর্ত্তব্য ছিল। মুনসেফ ঐ লাখেরাজ ভূমির জমা ধার্য্য করণের দাবি ডিসমিস্ করেন কারণ তাঁহার বিবেচনায় ঐ রূপ মোকদ্দমা করিবার পূর্ব্বে এক বাজেআপ্তের নালিশে ডিক্রী প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক কিন্তু যে জমী মোকররী বলিয়া দাবি করিয়াছিল মুনসেফ সেই ভূমির খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী দেন। জজ্ সাহেব আপীলে লাখেরাজ ভূমি সম্বন্ধীয় হুকুমের প্রতি কোন প্রণিধান করেন নাই। তাঁহার রায় কেবল ঐ মোকররী জমীর সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং তিনি ঐ বিষয়ে মুনসেফের ফয়সলা এই হেতুতে অন্যথা করেন যে তামাদির আইন খাজানা বৃদ্ধি করণের নালিশের প্রতি সংলগ্ন হয়। এ আদালতের পাঁচ জন হাকীমের এজলাসের সমীপে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে এই শেষোক্ত বিষয় লইয়া তর্ক হয় এবং তাহাতে আদালত ঐ রূপ মোকদ্দমার প্রতি তামাদির আইন অসংলগ্ন স্থির করায় ঐ মোকদ্দমা দোষ গুণ সম্বন্ধে বিচার করণের জন্য মিছিল পুনঃপ্রেরণ হয়।

আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল কহে যে সে ঐ মোকদ্দমা শেষ হইবার সময় প্রতিবাদী যে ভূমি লাখেরাজ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে ও এক হুকুম হওনের প্রার্থনা করিয়াছিল। ইহাতে দাবির এই অংশ সম্বন্ধে স্পষ্টই ইহাই নির্ণয় করা আবশ্যক ছিল যে সে লাখেরাজ ভূমি বাজেআপ্ত হয় নাই ও যাহার কর ধার্য্যের প্রার্থনার মোকদ্দমা মুনসেফকর্ত্তৃক সংস্থাপন না হইবার যোগ্য থাকাই স্থির হইয়াছিল সেই নালিশ উপস্থিত হইবার যোগ্য ছিল কি না। কিন্তু দৃষ্ট হইতেছে যে আদালত এই বিষয়ে কিছুই প্রণিধান করেন নাই এবং প্রতিবাদী যে লাখেরাজের ওজর করিয়াছিল তাহা বিবেচনা করিবার সময় ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের প্রথম ৩ ধারায় যে সকল প্রকার হস্তান্তর উল্লেখ আছে এজহারী হকুক উহার মধ্যে কোন এক প্রকার হকুক ছিল কি না জজ্ সাহেবের প্রতি তাহাই নির্ণয় করণের আদেশ হয়। অপর তাহাতে ইহাও ব্যক্ত হয় যে "কোন ব্যক্তি এক জমীদারী মধ্যে কোন ভূমিতে নিষ্কর স্বত্ব বুনিয়াদে দখলীকার থাকা এজহারে ১৮৫৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখের এ আদালতের নজীরানুযায়ী তামাদী আইনের ওজর করিলে তাহার এরূপ দর্শান আবশ্যক যে সে ব্যক্তি কোন দান সূত্রে দখল পাইয়া সেই তারিখ অবধি তাহার উক্ত স্বত্বের সৃজন হইয়াছে এবং যদিও এ পর্য্যন্ত যে সকল আইন প্রচার হইয়াছে তদনুসারে উক্ত দানের সিদ্ধতা আইনানুযায়ী স্থির হইবে তথাপি অপর কোন অবস্থায় খাজানা আদায় না দিয়া দখলীকার থাকিলে তাহা স্পষ্ট আইন সঙ্গত বলা যায় না যথা উপরোক্ত আইনের ১০ ধারা তাহার প্রমাণ বটে"।

এক্ষণে আমাদিগের বিবেচনায় এই উদ্ধৃত অভিপ্রায় যে কেবল কথা মাত্র স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না অর্থাৎ যে বিষয় ঘটিত কোন ইস্থ হয় নাই ও যে বিষয়ের কোন তর্ক হয় নাই রায়ের মধ্যে সেই বিষয়ে এই অভিপ্রায় দেওয়ায় কোন প্রয়োজন ছিল না অধিকন্তু যদিও এক বাজেআপ্তের মোকদ্দমায় এই রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করা সংলগ্ন বটে তথাপি যে জমী পূর্ব্বে লাখেরাজ স্বত্ব সূত্রে দখলে ছিল ও যে জমীর কর বৃদ্ধির প্রার্থনা ঘটিত মোকদ্দমায় বাজেআপ্তের তদন্ত সকল পূর্ব্বেই সমাপ্ত হওয়াই বিবেচনা করিতে হয় সেই খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমায় এই অভিপ্রায় দেওয়া সঙ্গত হয় নাই। অপর এই অভিপ্রায় ১৮৫৫ সালের ফয়সলার হিস্যার স্বরূপ নহে কারণ ঐ সনে যে রূপ মোকদ্দমা হইয়াছিল তাহা হইতে এক সম্যক রূপে স্বতন্ত্র প্রকার মোকদ্দমায় এই অভিপ্রায় দেওয়া হয় ও আমরা যে রূপ এক্ষণেই দর্শাইব তদনুযায়ী এই অভিপ্রায় বরং ঐ ১৮৫৫ সালের ফয়সলার

সম্পূর্ণ বিপরীত ও আমাদিগের বিবেচনায় কিঙ্করাম রায়ের মোকদ্দমায় যে ফয়সলা হইয়াছিল তাহাও ঐ সনের ফয়সলার বিপরীত।

তামাদী সম্বন্ধীয় আইনসকল দুই প্রকার প্রথমতঃ যে সকল আইন দ্বারা প্রতীকারের পক্ষে বাধা হয় ও দ্বিতীয়তঃ যে সকল আইনে দখলীকারের অনেক কালের দখল সূত্রে এক স্বত্ব উৎপত্তি হয়। যে বিশেষ স্থলে ৬০ বৎসরের দখল নির্দিষ্ট আছে তাহা ও যে স্থলে বাদী ১২ বৎসর কাল উত্তীর্ণ হইলে আদালতে উপস্থিত হওয়া স্বীকার করিয়া কিন্তু আপন কবুল এড়াইবার জন্য কোন বল পূর্ব্বক বেদখল অথবা তঞ্চকের বিশেষ ওজর করে সে স্থলে প্রতিবাদী প্রকৃত স্বত্ব অনুসারে ১২ বৎসরের দখলের ওজর করিয়া বাদির বিরুদ্ধে যে তামাদির আপত্তি করিতে পারে ঐ বল পূর্ব্বক বেদখল অথবা তঞ্চক সেওয়ায় অন্যান্য গতিকে ইংরাজী আইনের চতুর্থ উইলিয়মের ২৭ অধ্যায়ের ৩ ও ৪ ধারার ন্যায় আমাদিগের তামাদির আইন ঐ প্রথম প্রকার। এক্ষণে যে স্থলে তামাদির আইন বহুকালের দখল বিধায় প্রতিবাদীকে কোন এক স্বত্ব না দিয়া কেবল প্রতীকারের পক্ষে প্রতিবন্ধক দায়ক হয় কিম্বা বাদির স্বত্ব ধ্বংশ করে সে স্থলে তামাদির প্রশ্ন বিবেচনা কালীন প্রতিবাদির স্বত্বের প্রতি দৃষ্টি করা স্পষ্টই অনাবশ্যক। ইংলণ্ড দেশে প্রজাকে উঠাইয়া দিবার মোকদ্দমায় ঐ তামাদী আইনের ওজর করাও অনাবশ্যক *। দাবি দারকে দখলের বিষয়ে তামাদির আইনের দ্বারা কোন প্রতিবন্ধকতা বিহীন আইনানুযায়ী স্বত্ব সাব্যস্ত করা সর্ব্বদাই নিতান্ত আবশ্যক। তদ্রূপ আমাদিগের আদালতে তামাদির ওজর উপস্থিত হইলে "প্রতিবাদী কি ১২ বৎসর কাল দখলীকার আছে" এরূপ ইস্যু উত্থাপিত হয় না কিন্তু "বাদির নালিশ করণের স্বত্ব উৎপত্তি হওনের সময় হইতে কি ১২ বৎসর কাল গত হইয়াছে" এই ইস্যু হইয়া থাকে।

গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমায় তামাদির আইনের এই ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সেই মোকদ্দমার রায় এই ভাবের উপরেই নির্ভর করে। শ্রীযুক্ত রেক্স্ ও শ্রীযুক্ত কলবিন্ সাহেবান ব্যক্ত করেন যে "আমাদিগের তামাদির আইন দ্বারা এই নিয়ম অবধারিত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে যে যদি কোন ব্যক্তি ১২ বৎসরের মধ্যে নিজ দাবি উত্থাপন করণে গাফিলিয়ৎ করে তবে আদালত তাহার যে কোন প্রতীকার করিতে পারিতেন সে তাহাতে বর্জ্জিত হইবেক কিন্তু এই সময় বহির্ভূত হওন সূত্রে দখলীকার ব্যক্তির বহুকালের দখল উপলক্ষে কোন স্বত্বের সৃষ্টি হয় না। ইহাতে যে ব্যক্তি ও তাহার প্রতিনিধিগণ কোন এক বিরুদ্ধ স্বত্বের জন্য নালিশ করিতে অবহেলা করিয়াছে তাহাদিগের সেই স্বত্বের নিমিত্ত নালিশ উত্থাপনের পক্ষে কেবল প্রতিবন্ধক হয়"। এবং এই নিয়মানুসারে তৎকালে আদালত এই নিষ্পত্তি করেন যে যে সকল জমীদারেরা ১৭৯৩ সালে বাজেআপ্ত করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া ১২ বৎসরের মধ্যে ঐ ক্ষমতা জারী করিতে অবহেলা করিয়াছে তাহাদিগের ও তাহাদিগের সকল প্রতিনিধিদিগের পশ্চাৎ কস্মিন কালেও ঐ ক্ষমতা জারী করার পক্ষে বাধা হইয়াছে। অপর কিঙ্করাম রায়ের মোকদ্দমার ফয়সলায় ও দিগম্বর মিত্রের মোকদ্দমায় আদালতের প্রদত্ত অভিপ্রায়ে ঐ প্রশ্ন কেবল বহুকালের দখল সূত্রে স্বত্ব ঘটিত বলিয়া বিবেচ্য হইয়াছে।

১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের পর যে ভূমি নিষ্কর করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই ভূমির কোন পরিমাণ কালের দখল উপলক্ষে ঐ নিষ্কর সনন্দ মাতবর না হইতে

---

* প্রজাকে উঠাইয়া দিবার বিষয়ে কোল সাহেবের কৃত গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠা।

পারিবার কথা যে ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ১০ ধারায় ব্যক্ত আছে তাহা সত্য বটে। কিন্তু ঐ ধারায় জমীদারের নালিশ করিবার স্বত্বের কোন উল্লেখ নাই এবং ঐ ধারায় স্পষ্টই এমত কিছুই নাই যে তাহাতে কএক বৎসর পরে তামাদির বিষয়ে যে আইন জারী হয় সেই আইনের প্রতি কোন ব্যাঘাত হইতে পারে। বরং এতদ্বিপরীতে যে সচরাচর তামাদির আইনে বহুকালের দখল সূত্রে স্বত্ব স্বরূপ কোন বিষয়ই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করে না ঐ ধারা প্রকৃত রূপে সেই ধারা সঙ্গতই আছে।

কোন এক জমীদার কোন সময়ে ১০ ধারানুসারে বল পূর্ব্বক দখল করিতে পারে কি না এবং ঐ রূপ গতিকে লাখেরাজদারের নিজ জমী পুনঃ প্রাপ্তের প্রার্থনায় নালিশের পক্ষে বাধা স্বরূপ ঐ ধারার ওজর করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া যায় কি না তাহা আমরা ব্যক্ত করিব না কিন্তু ইহা নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে অন্যান্য যে সকল মোকদ্দমায় উন্মত্ততা অথবা নাবালগী অবস্থায় কোন বিশেষ উল্লেখ নাই তাহাতে জমীদারদিগকে আপনাদের নালিশ করণের স্বত্ব উৎপত্তির তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে যে তাহারা ঐ সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে তাহা দর্শাইতে হয় তাহারা ১০ ধারানুযায়ী বাদির স্বরূপ আদালতে উপস্থিত হইলেও তাহারা সচরাচর তামাদির আইনানুসারে ঐ রূপ ১২ বৎসরের মধ্যে নালিশ উত্থাপন করার নিয়ম সমতুল্য রূপে মান্য করিতে আবদ্ধ। তাহারা যে পর্য্যন্ত এই রূপ না করে সেই পর্য্যন্ত আদালতের প্রতিবাদির মোকদ্দমার বিষয়ে দৃষ্টিপাত করণের প্রয়োজনাভাব।

আমরা কিনুরাম রায় ও দিগম্বর মিত্রের যে দুই মোকদ্দমা উপরে উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে যে হেতুক ১০ ধারানুযায়ী সনন্দ গ্রহীতারা বহুকালের দখল উপলক্ষে কোন স্বত্ব ভোগী থাকার উল্লেখ করণে সমর্থ নহে কিম্বা কোন এক ব্যক্তি লাখেরাজদারের স্বরূপ ১২ বৎসরাতিরিক্ত কাল দখলীকার থাকা প্রমাণ করিয়া তাহাতে বহুকালের দখল সূত্রে স্বত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না এজন্য যে বাদী আপনার নালিশের কারণ উৎপত্তির তারিখ হইতে ১২ বৎসরের অতিরিক্ত কালগত হইলে দখল পাইবার প্রার্থনায় ঐরূপ লাখেরাজদারদিগের বিরুদ্ধে নালিশ উত্থাপন করে সেই বাদির গাফিলিয়ৎ সূত্রে তাহার প্রতীকার প্রাপ্ত হওনের পক্ষে কোন বাধা নাই। ফলে এই সকল মোকদ্দমায় ইহাও অবধারিত হইয়াছে যে প্রতিবাদী যে প্রকার ভূমিতে লাখেরাজ স্বত্ব থাকার প্রসঙ্গ করে তদ্রূপ ভূমির নিমিত্ত মোকদ্দমা সকলে তমাদির প্রশ্ন মীমাংসা করা বাদির নালিশ করিবার স্বত্ব উৎপত্তির তারিখের উপর নির্ভর করে না কিন্তু তাহা প্রতিবাদী যে বিশেষ প্রকার স্বত্বের প্রসঙ্গ করে তাহারি উপর নির্ভর করে। এক্ষণে গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমায় সম্পূর্ণ কামাল এজলাসের কার্য্যমান লাখেরাজদারের দখল যে ঐ রূপ জমীদারের দখলের বিরুদ্ধকর বলিয়া স্পষ্টই ব্যক্ত করায় এ মোকদ্দমায় ঐ লাখেরাজদারের দখল যে ঐ রূপ জমীদারের দখলের বিরুদ্ধ তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। ব্যক্ত হইয়াছে যে জমীদার ও লাখেরাজদারের মধ্যে "নালিশ উত্থাপিত হইলে সমান অবস্থা হয়"। অতএব আমাদিগের অভিপ্রায়ে কিনুরাম রায়ের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি দ্বারা ও দিগম্বর মিত্রের মোকদ্দমার প্রদত্ত অভিপ্রায়ে কেবল যে সম্পূর্ণ কামাল এজলাসের কার্য্যমদিগের ১৮৫৫ সালের ফয়সলা অন্যথা হয় এমত নহে বরং তাহা যে নিয়মের উপর এতদ্দেশের তামাদির আইন নির্ভর করে সেই নিয়মের বিপরীত হইতেছে। আমাদিগের বিবেচনায় ঐ সকল ফয়সলার এই ফল হওয়ায় আমরা ঐ ফয়সলা সকল আমাদিগের প্রতি আবদ্ধ কর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। এ মোকদ্দমায় বাদির নালিশ করিবার স্বত্ব উৎপত্তির কাল হইতে স্পষ্টই ১২ বৎসর গত হইয়াছে। অতএব আমরা গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমার সাবেক নিষ্পত্তি অনুসারে অধীন আদালতের ফয়সলা বাহাল করিয়া খরচা সহ আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম।"

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবের রায়। কিনুরাম রায়ের মোকদ্দমায় এ আদালতের

অধিকাংশ হাকীমান ১৮৫৬ সালের ২২ মার্চ তারিখে * যে নিষ্পত্তি করেন জেলা পুর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের জজ সাহেবের ফয়সলা সেই নিষ্পত্তির বিপরীত কি না ও যদি তাহা বিপরীত হয় তবে ঐ ফয়সলা অন্যথা করা কর্ত্তব্য কি না ইহার মীমাংসা জন্য অত্র খাস আপীল গ্রাহ্য হইয়াছে অথবা বাক্যান্তরে প্রকাশ করিতে হইলে সাতকড়ি সরকারের বিরুদ্ধে গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমায় ১৮৫৫ সালের ১০ সেপ্তেম্বর তারিখে † এ আদালতের সমস্ত হাকীমান যে নিষ্পত্তি করেন জজ সাহেবের ফয়সলা ঐ নিষ্পত্তি সঙ্গত কি নহে ও তাহা এ আদালতের তিন জন জজ সাহেবের কামাল এজলাসের অধিকাংশ হাকীমান কিনুরাম রায়ের মোকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি করেন সেই নিষ্পত্তির বিপরীত কি না ও যদি তাহা ঐ রূপ হয় তবে জজ সাহেবের হুকুম বাহাল রাখা কর্ত্তব্য কি না মীমাংসা জন্য এই খাস আপীল গ্রাহ্য হইয়াছে।

অত্র খাস আপীলে যে বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে তাহার মীমাংসা জন্য প্রথমতঃ সাতকড়ি সরকারের বিরুদ্ধে গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমার প্রতি দৃষ্টিকরা আবশ্যক; এজহারী নিষ্কর হকুক বাজেআপ্তের মোকদ্দমা সকলে সচরাচর তামাদির আইন খাটে কি না ইহার মীমাংসা জন্য সেই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়; শ্রীযুক্ত ডিক সাহেব কহেন আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত প্রশ্ন এই যে ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ৬ ধারানুসারে ১০০/ বিঘার ন্যূন যে সকল নিষ্কর হকুক আদি জমীদারের উপর অর্পণ হইয়াছে সেই সকল জমীদার ও তাহাদিগের পশ্চদ্বর্ত্তী বিষয় প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের ঐ সকল নিষ্কর হকুক বাজেআপ্তের দাবির প্রতি তামাদির আইন কি খাটিবেক। শ্রীযুক্ত সর, রবার্ট, বারলো সাহেব লেখেন যে আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত ইস্থ এই যে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৪ ধারানুযায়ী ১২ বৎসর কাল নির্দ্দিষ্ট থাকাতেও তথাপি ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্ট হইতে ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে যে সকল লাখেরাজ সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে তৎপ্রতি বাজেআপ্ত প্রার্থনায় নালিশবন্দ জমীদারেরা কি আপত্তি করিতে পারে। অপর যদিও শ্রীযুক্ত রেকস ও শ্রীযুক্ত কলবিন সাহেবান রীতি পূর্ব্বক যে ইস্থ উত্থাপিত হয় তাহা সপষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন নাই তথাপি তাহাদগের উভয়ের একত্রে লিখিত ফয়সলায় তাঁহাদের সমীক্ষে এই বিষয় উত্থাপিত থাকা দৃষ্ট হইতেছে যে ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে কোন সনন্দ দ্বারা ১০০/ বিঘার ন্যূন যে সকল ভূমি নিষ্কর দেওয়া হইয়াছিল ও যাহার খাজানা ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ৬ ধারানুসারে জমীদারদিগকে অর্পণ হয় সেই সকল নিষ্কর বাজেআপ্তের জন্য জমীদারদিগের উত্থাপিত মোকদ্দমা সকলের প্রতি কি কোন তামাদির আইন ও সে কি প্রকার তামাদির আইন সংলগ্ন। আর শ্রীযুক্ত প্যাটন সাহেবের রায়েও প্রকাশ যে ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্ট তারিখের পূর্ব্বে অথবা ঐ তারিখের পশ্চাৎ অথচ ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে যে সকল সনন্দ প্রদত্ত হইয়াছিল তাঁহার বিবেচনায় কেবল সেই সকল সনন্দের প্রতি তামাদির প্রশ্ন সংলগ্ন ছিল।

সদর আদালতের অধিকাংশ হাকীমান ১৭৯০ সালের পূর্ব্ব হইতে যে ভূমি লাখেরাজ ছিল সেই ভূমি বাজেআপ্তের প্রার্থনায় নালিশবন্দ জমীদারদিগের পক্ষে সচরাচর তামাদির আইন যে বুনিয়াদে সংলগ্ন থাকা স্থির করেন তাহা এস্থলে বিবেচনা করা আবশ্যক; কিন্তু ঐ শেষোক্ত বিষয়ে অর্থাৎ ১৭৯০ সালের পূর্ব্ব হইতে যে ভূমি লাখেরাজ ছিল তৎসম্বন্ধে কোন সপষ্ট নিষ্পত্তি হয় নাই কারণ ঐ বিষয়ে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হয় নাই; ঐ বিষয়ে আদালত যে নিষ্পত্তি করেন তাহা মোকদ্দমায় উত্থাপিত ইস্থ সকলে যে সকল শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তাহাও ভিন্ন২ হাকীমদিগের রায়ের ভাব হইতে কেবল প্রকারান্তরে স্থির করিতে হইবেক।

* সদর আদালতের ১৮৫৬ সালের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্ট বহির ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

† সদর আদালতের ১৮৫৫ সালের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্ট বহির ৫০১ পৃষ্ঠা।

কিনুরাম রায়ের মোকদ্দমায় যে সকল ভূমি লাখেরাজ বলিয়া দাবি করিয়াছিল অধীন আদালতে ঐ সকল ভূমির কোন লাখেরাজ সনন্দ না থাকাই প্রকাশ হয় এবং তাহাতে এ আদালতের সমক্ষে লাখেরাজদারের পক্ষ উকীল এই বাদানুবাদ করে যে সনন্দ না থাকার কোন ক্ষতি নাই এবং কোন ব্যক্তি ১২ বৎসরাধিককাল কোন জমী লাখেরাজ দখলে রাখার দাবি করিয়া তাহা প্রমাণ করিতে পারিলেই তাহার ঐ দাবি ও ঐ প্রমাণ সূত্রে গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমায় এ আদালতের নিষ্পত্তি অনুসারে বাজেআপ্তের প্রার্থনায় নালিশবন্দ জমীদারের আদালতে উপস্থিত হইবার কাল বহির্ভূত হয়।

আদালতের অধিকাংশ হাকীমান এই অবধারণ করেন যে যে সকল ভূমির কোন লাখেরাজ সনন্দ নাই ও অথচ তাহার কর বাধ্য নাই কোন জমীদার সেই সকল ভূমি বাজেআপ্ত জন্য নালিশবন্দ হইলে তাহার বিরুদ্ধে তামাদির আইন ঘটিত ওজর কার্য্যকারক নহে; এবং সেই মোকদ্দমায় আমি যে রায় দিয়াছিলাম তাহাতে আমি আপনার এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করি যে জজ্‌ সাহেব যে বেওরা নির্যাস করিয়াছেন তাহাতে গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজীর অসংলগ্ন ও সেই নজীরের মোকদ্দমায় আদালত শুদ্ধ এই নিষ্পত্তি করেন যে ১৭৯০ সালের পূর্ব্ব হইতে যেসকল নিষ্কর হকুক আছে ও যাহা ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনে গণ্য হইয়াছিল ও যাহার খাজানা ঐ আইনের ৬ ধারানুসারে ঐ সকল হকুক যে জমীদারদিগের জমীদারির মধ্যে অবস্থিত সেই সকল জমীদারদিগকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল কেবল সেই সকল নিষ্কর হকুক বাজেআপ্তের মোকদ্দমায় সচরাচর তামাদির নিয়ম সকল খাটিয়া থাকে।

পূর্ব্বে যাহা ব্যক্ত হইল তাহা হইতে বোধ হইতেছে যে কিনুরাম রায়ের মোকদ্দমায় আদালত যে নিষ্পত্তি করেন তাহা গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমার নিষ্পত্তির সহিত একত্রে প্রতিপন্ন থাকিতে পারে না কারণ উহার এক মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অন্য মোকদ্দমার বিবরণের সহিত একই প্রকার নহে; উহার মধ্যে এক মোকদ্দমার ভূমি সকলের এক সনন্দ ছিল ও তাহার রেজেষ্টরী হইয়াছিল ও যদিও অধীন আদালতের অভিপ্রায়ে ঐ সনন্দের সিদ্ধতার কোন পোষকতা ছিল না তথাপি ঐ রেজেষ্টরী সনন্দ উপলক্ষে বহু কালের দখল বিধায় তামাদির আইনানুসারে উভয় অধীন ও এ আদালতের অভিপ্রায়ে জমীদারের আদালতে উপস্থিত হইবার কাল বহির্ভূত হওয়াই স্থির হয়; কিন্তু ঐ অন্য মোকদ্দমার কোন সনন্দ কি রেজেষ্টরী ছিল না অর্থাৎ দখলের প্রতিপোষক কিছুই ছিল না ও আদালত বাজেআপ্তের প্রার্থনায় নালিশবন্দ জমীদারের বিরুদ্ধে তামাদির ওজর কার্য্য কারক রূপে উত্থাপন করিতে দেওনের জন্য সেই অপ্রতিপন্ন দখল অযথেষ্ট বলিয়া ব্যক্ত করেন।

ইহাতে যদি কিনুরাম রায়ের মোকদ্দমায় এ আদালতের অধিকাংশ হাকীমানের নিষ্পত্তি গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিপরীত নহে তবে কেবল ইহাই নির্ণয় করা আবশ্যক যে আদালতের সমক্ষে উপস্থিত মোকদ্দমায় জজ্‌ সাহেব যে ফয়সলা করিয়াছেন তাহা ঐ শেষোক্ত মোকদ্দমায় এ আদালতের নিষ্পত্তি অনুসারে শুদ্ধ হইয়াছে কি না।

আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত মোকদ্দমায় বাদী কতকগুলিন ভূমি বাজেআপ্তের প্রার্থনায় নালিশবন্দ হয় কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় প্রতিবাদির ঐ ভূমি লাখেরাজ স্বরূপ দখল করিবার দাবি অসাব্যস্ত স্থির হইয়াছিল। পরে আপীলে জজ্‌ সাহেব দাখিলী বাচনিক ও দলীলী প্রমাণ দৃষ্টে বিবেচনা করেন যে প্রতিবাদির মৌজা গোবিন্দপুরের দখলী জমী ১২ বৎসরের অধিককাল তাহার নিষ্কর দখলে ছিল ও ইহাতে তামাদির সাধারণ আইন সংলগ্ন ও এ বিধায়ে বাদির আদালতে উপস্থিত হইবারকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এই মোকদ্দমায় ঐ ভূমি ১৭৯০ সালের পূর্ব্বের কোন সনন্দ উপলক্ষে দখলে রাখিত ও তাহা ১৭৯০ সালে রেজেষ্টরী হইয়াছিল কি তাহা ঐ সনের পর অন্য কোন তারিখের

সমস্ত অনুসারে দখল করিত কি সেই দখলের প্রতিপোষক কোনই সনন্দ ছিল বা কোথা জজ সাহেব নির্ণয় করেন নাই। তিনি কেবল ইহাই নির্ণয় করিয়াছেন যে লাখেরাজদার ১২ বৎসরের অধিককাল ঐ জমী নিষ্কর দখল করিয়াছে ও সেই দখল হেতু আমাদিগের সাধারণ আইন অনুসারে জমীদারের আদালতে উপস্থিত হইবার কাল বহির্ভূত হইয়াছে।

আমার বোধ হইতেছে যে গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমায় এ আদালত যে ফয়সলা করেন এই নিষ্পত্তি সেই ফয়সলা সঙ্গত নহে। আমার বিবেচনায় গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমায় যে কি ফয়সলা হইয়াছিল তাহা আমি উপরে ব্যক্ত করিয়াছি; কিন্তু ঐ বিষয়ে আর বাহুল্য তর্ক করা অনাবশ্যক; কারণ গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমায় যে কএক জন হাকীম ফয়সলা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে তিন জন জজ সাহেব আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত বিষয়ে আদালত পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি করেন সেই নিষ্পত্তির মর্ম্ম হালের এক মোকদ্দমায় * স্পষ্ট শব্দে এই রূপে পুনরুল্লেখ করিয়াছেন যথা তাহাদিগের উক্তি এই যে "যে ৬/২ বিঘা ভূমি প্রতিবাদী "লাখেরাজ সূত্রে দখলীকার থাকা প্রকাশ করে সেই লাখেরাজের আপত্তি গ্রহণ করিয়া "মীমাংসা করণকালীন নীচের আদালত সাবধানপূর্ব্বক এই স্থির ধার্য্য করিবেক যে "যে লাখেরাজ হকের আপত্তি হইতেছে তাহা ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের প্রথম ধারায় লিখিত হক সকলের শামিল অর্থাৎ তাহা নিষ্কর হক স্বরূপ ১৭৯০ সালের "পূর্ব্বে ছিল কি না তাহা না হইলে উক্ত ভূমি লাখেরাজ ও তাহাতে ১২ বৎসরের অধিক কাল দখলীকার থাকা বলিয়া প্রতিবাদী আপত্তি করাতেই উক্ত আইনের ৩০ ধারায় "যে বিধি আছে তাহা বাদীর পক্ষে যে ব্যাঘাত ঘটিবে এমত নহে। কোন ব্যক্তি "এক জমীদারী মধ্যে কোন ভূমিতে নিষ্কর স্বত্ব বুনিয়াদে দখলীকার থাকা প্রযুক্ত "১৮৫৫ সালের ১০ সেপ্তেম্বর তারিখের এআদালতের † নজীর অনুযায়ী তামাদী "আইনের ওজর করিলে তাহার এরূপ দর্শান আবশ্যক যে সে ব্যক্তি ভূমি মঞ্জুরের "কোন দান সূত্রে দখল পাইয়া সেই তারিখ অবধি তাহার উক্ত স্বত্বের সৃজন হইয়াছে "এবং যদিও এপর্য্যন্ত যে সকল আইন প্রচার হইয়াছে তদনুসারে উক্ত দানের সিদ্ধতা "অনুযায়ী স্থির হইবেক তথাপি অপর কোন অবস্থায় খাজানা আদায় না দিয়া দখলী "কার থাকিলে তাহা স্পষ্ট আইন সঙ্গত বলা যায় না যথা উপরোক্ত আইনের ১০ ধারা তাহার প্রমাণ বটে"।

আপত্তি করিয়াছে যে এক্ষণে যে রায়ের একাংশ উদ্ধৃত হইল তাহা সম্পূর্ণ রূপে আসল বিচারের বহির্ভূত ছিল অতএব ইহা কেবল এক শাসন বিহীন সামান্য অভিপ্রায় মাত্র। আমি এই আপত্তি মাতবর বিবেচনা করিনা; বাদী কোন এক নির্দ্ধারিত ভূমির কর ধার্য্য করিবার নিমিত্ত নালিশবন্দ হইয়াছিল তাহাতে প্রতিবাদী ঐ জমীর কতকাংশ লাখেরাজ দাবি করে ও সে অবশিষ্ট অংশের এক জন মোকররীদার স্বরূপ দখলীকার থাকার দাবি করিয়া ঐ সমুদয় দাবি সম্বন্ধে তামাদির আইনের ওজর করে। ঐ ভূমির যে পরিমাণ লাখেরাজ স্বরূপ দখলী জমীর সহিত সম্বন্ধ ছিল অধীন আদালত সেই জমী সম্বন্ধে করধার্য্যের মোকদ্দমা উত্থাপন না করিয়া এক বাজেআপ্তের মোকদ্দমা উপস্থিত করা কর্ত্তব্য থাকা বিবেচনায় ঐ পরিমাণ দাবি ডিস্মিস্ করেন ও অবশিষ্ট দাবি সম্বন্ধে বাদির পক্ষে এক ডিক্রী হয়। ইহাতে দুই আপীল উপস্থিত হয় এক আপীল বাদী ও অন্য আপীল প্রতিবাদী কর্ত্তৃক উত্থাপিত হয় ও মুনসেফের হুকুমের যে অংশ তাহাদিগের পরস্পর বিরুদ্ধকর হইয়াছিল তাহারা পরস্পর সেই ২ অংশের অন্যথা-

---

* রামসুন্দর মিত্রের বিরুদ্ধে দিগম্বর মিত্রের মোকদ্দমা। ১৮৫৩ সালের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্ট বহির ৬৭১ পৃষ্ঠা।

† অর্থাৎ সাতকড়ি সরকারের বিরুদ্ধে গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমায়।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১১ ফিব্রুয়ারি

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ১৮৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ঢাকার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈএদ আব্বাস আলী খাঁর ১৮৫১ সাল ৫ জানুয়ারি তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিল, এ জেলার এডিসনেল জজ শ্রীযুক্ত এচ, বি, বেলী সাহেব ১৮৫৪ সালের ৮ জুন তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

কালীনারায়ণ চৌধুরী (বাদী) ---------- আপেলাণ্ট।
জেলা ঢাকার কালেক্টর সাহেব প্রভৃতি (প্রতি-) রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
(বাদীগণ) ----------)
মেং আর, টি, এলান ---------- আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ---------- কালেক্টর সাহেবের পক্ষ উকীল।
মৌলবী সৈএদ মহম্মদ হোসেন ---------- অন্যের রকমের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স ও শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেন্স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ২৬ মার্চ তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেবের সর্টিফিকেট। " ঢাকার এডিসনেল জজ্ সাহেব এই মোকদ্দমা ডিস্মিস করেন কারণ তিনি বিবেচনা করেন যে একজন বাদী যাহার স্বত্ব এই বর্ত্তমান নালিশের প্রতি আসিয়াছে তাহার নালিশের বিরুদ্ধে হওয়া ১৮৪১ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখের এক ডিক্রির দ্বারা বর্ত্তমান নালিশের বাধা হইতেছে এবং এ কথার প্রধান কথা এই যে ১৮৪১ সালের ঐ ডিক্রির লিখিত কথা সকলে তৎকালীনের বিরোধী তালুকের এরূপ সীমাবন্দী করা হইয়াছিল কি না যে তাহাতে এ পরিমাণের অতিরিক্ত ভূমির প্রতি দাবি করিবার ক্ষমতা এই বাদির আছে।

" সাবেক মোকদ্দমায় জায়গির স্বরূপে কতকগুলিন ভূমি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেআপ্ত হইবার তাহার প্রতি আপত্তি করা হয় ঐ সকল ভূমি মৌজা গোপ্তটিয়ার মধ্যে এক তালুক রূপে বলা হইয়াছে ও গবর্ণমেণ্টের দাবির বিরুদ্ধে বাদী কহে যে এ গোপ্তটিয়া তাহার জমীদারী পরগণা জাওলের শামিল।

" এক্ষণে দর্শান হইতেছে যে রেবেনিউ সংক্রান্ত হাকীমান কর্ত্তৃক বাজেআপ্তী ঐ ভূমি নাম যাহা কেন হউক না এক তালুক কি তাহার শামিল কি তাহা একটা মৌজার মধ্যে ছিল এবং ঐ সমুদয় ভূমি সেই মৌজার অন্তর্গত কিন্তু ১৮৪১ সালের ডিক্রীতে উক্ত তালুক ও উক্ত মৌজার মধ্যে বিভিন্নতা করা প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে বলে যে " যদিও মৌজা গোপ্তটিয়া বাদির জমীদারির শামিল হইতে পারে বটে কিন্তু বিরোধীয় তালুক তাহার শামিল নহে " আর বলা হইয়াছে যে ঐ বিরোধীয় তালুকের সীমা উক্ত মৌজার

আদালতের অধিকাংশ হাকীমানের ধারা অবধারিত হইল যে বর্ত্তমান নালিশ যে রূপে করা হইয়াছে তাহা গবর্ণমেণ্টের পক্ষেহওয়া বাজেআপ্তী ডিক্রির ভূমির সীমার বহির্ভূত মৌজা গোপ্তটিয়ার ভূমির নিমিত্ত হইতেছে সুতরাং তাহা যে রূপ আদালতে দেখে তাহাতে ১১১৩

সালের ৩ আইন ১৬ ধারা মতে নালিশের বাধা হয় না।
আদালতের অধিকাংশ হাকীমানের দ্বারা আর ও অবধারিত হইল যে বর্ত্তমান মোকদ্দমায় উক্ত আইন খাটাইবার পূর্ব্বে গবর্নমেন্ট কর্ত্তৃক বাজেআপ্তী ভূমির সহিত এক্ষণকার নালিশী ভূমির সমুদয় কি অংশ সমান কি না সরেজমী তজদারক দ্বারা ধার্য্য করা নিতান্ত আবশ্যক। এবিধায়ে এই আদেশে জজ সাহেবের নিকট মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান হইল যে তিনি এই মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকট পাঠাইবেন, প্রধান সদর আমীন আবশ্যক তজদারক করিবার জন্য উপযুক্ত রূপে নিযুক্ত করিয়া জনেক আমী

বাকী ভূমির সহিত সংশ্রব না রাখিয়া ডিপুটী কালেক্টরের জরীপ জমাবন্দী দ্বারা ধার্য্য হইবে।

"এই সকল অনন্তভুরারী এডিসনেল জজ্ সাহেবের ১৮৫৪ সাল ৭ জুন তারিখের ডিক্রী ন্যায় মতে কাএম থাকিতে পারে কি না ইহা বিচার করিবার জন্য আমি এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি"।

শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেন্স সাহেবের সর্টিফিকেট। "আমি এই খাস আপীল গ্রাহ্য পক্ষে ঐক্য হইতে পারি না যেহেতু আমি বিবেচনা করি যে বর্ত্তমান দাবির যথার্থ মর্ম্মের দ্বারা দর্শান হইতেছে যে ১৮৪১ সালের ফয়সলায় যাহা ধার্য্য হয় তাহার সম্যক পুনরুল্লেখ মাত্র কারণ ঐ ফয়সলায় ধার্য্য হয় যে যদ্রূপ তৎকালীন বলা হইয়াছে ঐ সমুদয় মৌজা গোপ্তটিয়া খালাড়ী ভূমি নহে এবং আমার বোধে অধীন আদালতের ফয়সলায় দর্শাইতেছে যে যদ্রূপ তৎকালীন আপত্তি করা হয় এক্ষণকার দাবি করা ভূমি সকল ঐ মৌজার শামিল"।

বিচার।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবানের রায়। নথী দৃষ্টে প্রকাশ পাইতেছে যে তালুক গোপ্তটিয়া নামে কতকগুলিন ভূমি নৌয়াবাদ জায়গির স্বরূপে ১৮৪১ সালে গবর্নমেন্ট কর্ত্তৃক বাজেআপ্ত হয়, পরে প্রকাশ মেং ওয়াইজ এই ওজরে ঐ বাজেআপ্তী ভূমি পুনরায় পাইবার জন্য গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আরম্ভ করে যে চাকরান মহল যে স্থলে ছিল না ও যে সকল ভূমি বাজেআপ্ত করা হইয়াছে সেতাবৎ তাহার জমীদারী মৌজা গোপ্তটিয়ার অংশ। ঐ নালিশ ডিস্মিস্ হয় এবং যে ভূমি ডিপুটী কালেক্টর বাজেআপ্তী মহলের শামিল বলিয়া জরীপ ও জমাবন্দী করিয়াছেন তাহার দখলের স্বত্ত্ব গবর্নমেন্টের ছিল বলা হয়।

গবর্নমেন্টের পক্ষে এক্ষণে বলা হইতেছে যে ঐ মোকদ্দমা ডিস্মিস হওয়ায় বর্ত্তমান নালিশের বাধা হইতেছে। যাহাহউক এরূপ হওয়া আমরা বিবেচনা করি না যেহেতু গবর্নমেন্টের বাজেআপ্তী মহল সম্বন্ধে বাদির দাবি ডিস্মিস্ হয় এবং সেই মহল জরীপের পরে বাজেআপ্ত হওয়ায় ইহাই বুঝাইতেছে যে ঐ জরীপের পরিমাণে ও তাহারই প্রতি কেবল বাদির দাবি ডিস্মিস্ হয়।

অতএব আমাদিগের বোধে পূর্ব্বের ডিক্রির মর্ম্ম ইহাই হইবায় আমরা এমত বিবেচনা করি না যে তদ্দ্বারা বর্ত্তমান নালিশের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইতেছে কেননা গবর্নমেন্টের পক্ষে হওয়া বাজেআপ্তী ডিক্রির সীমার বহির্ভূত ভূমির নিমিত্তই কেবল এই নালিশ হইতেছে কি আমরা এমত বিবেচনা করি না যে প্রধান সদর আমীন বাদির উকীলের যে স্বীকার করার কথা উল্লেখ করেন যে সে ব্যক্তি কহিয়াছে যে আমীনের জরী-পর কাগজ যাহার উপর নির্ভর মতে ঐ বাজেআপ্তী ডিক্রী হইয়াছে তাহার সীমার মধ্যে ঐ বিরোধীয় ভূমি তদ্দ্বারা বাদির নালিশের বাধা হয়। এরূপ স্বীকার আমাদিগের বিবেচনায় তার বোধ হইতেছে না বিশেষতঃ জজ্ সাহেব সে কথা কিছুমাত্র ধরেন নাই।

আমাদিগের অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান নালিশ যে রূপে করা হইয়াছে তাহাতে কোন রকমে তাহার বাধা হয় না আমরা বিবেচনা করি যে ১৭৯৩ সালের ৩ আইন ১৬ ধারা খাটাইবার পূর্ব্বে সরেজমীন তজদারকের দ্বারা ইহা ধার্য্য করা অত্যন্ত আবশ্যক যে এক্ষণকার

নালিশী ভূমির সমুদয় কি তাহার অংশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্তী ভূমির সহিত সমান কি না এবিধায়ে এই আদেশে আমরা জজ সাহেবের নিকট মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাই যে তিনি এই মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকট পাঠাইবেন, প্রধান সদর আমীন মৌসুফ জরীপের কাগজাৎ যাহার উপর ঐ বাজেয়াপ্তী ডিক্রির নির্ভর তৎসহকারে ১৭৯৩ সালের ৪ আইন ১৭ ধারা মতে জনেক আমীন নিযুক্ত করিয়া মফঃসলে পাঠাইবেন, এবং ঐ সকল কাগজাৎ এক্ষণকার নালিশী ভূমির সহিত মিলাইয়া ঐ নালিশী ভূমির সমুদয় কি অংশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে হওয়া পূর্ব্বের ডিক্রীর ভূমির সহিত সমান কি ইহা তাহার সহিত সর্ব্বতোভাবে প্রভেদ ইহা রিপোর্ট করিবেন ও পরে যেরূপ আবশ্যক বোধ হয় ১৭৯৩ সালের ৩ আইন ১৬ ধারা খাটাইবেন এবং অত্র মোকদ্দমায় উক্ত আইন সর্ব্বতোভাবে খাটা না খাটা বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমার গুণাগুণ বিচার করিবেন।

শ্রীযুক্ত ই. এ, স্যামুএলস্ সাহেবের রায়। আমি এই আপীল ডিসমিস্ করি। ১৮৫২ সালে জেলা ঢাকার জজ সাহেব এই আদেশে এই মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকট ফেরৎ পাঠান যে ১৮৪১ সালে যে একটা মোকদ্দমা হয় যাহাতে যে ব্যক্তির দ্বারা এই বাদী দাবি করিতেছে সে ব্যক্তি বাদী ছিল তাহাতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে হওয়া ডিক্রির ভূমির সহিত বর্ত্তমান নালিশী ভূমি সমান কি না তাহা তদন্ত করিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিবেন, তাহাতে প্রধান সদর আমীন আপন ফয়সলায় লেখেন যে বাদির উকীলকে জিজ্ঞাসা করায় সে ব্যক্তি কহে যে আমীন যেরূপ সীমা লেখে এই নালিশী ভূমি তাহার মধ্যে ও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ডিক্রী হওয়া জায়গির মহলের ভূমির শামিল। তাঁহার তর্ক স্পষ্ট ইহাই ছিল যে সীমা সরহদ্দের সহিত সংশ্রব ব্যতীত মৌজা গোস্তুটিয়ার তাবদ্ভূমি তাহার মাক্কেলের প্রাপ্য, তাহার অতিরিক্ত যে ভূমি জরীপী কাগজাতে দেখান হয় তাহা গবর্ণমেণ্টের মহলের শামিল। এইরূপ স্বীকার করায় প্রধান সদর আমীন তদনুযায়ী এ মোকদ্দমা ডিসমিস করেন। যদ্রূপ ইচ্ছা করা যাইতে পারে জজ সাহেবের ফয়সলা তদ্রূপ পরিষ্কার হয় নাই কিন্তু তিনি স্পষ্ট বলেন যে যে তালুকের প্রতি বাদির পূর্ব্বের দাবি ডিসমিস্ হয় এক্ষণকার নালিশী তালুক ঠিক তাহাই বটে এই কারণ তিনি বিবেচনা করেন যে ১৭৯৩ সালের ৩ আইন ১৬ ধারা মতে এই নালিশের বাধা হয় কারণ উহাতে বলে যে যে সকল নালিশ পূর্ব্বে এক উপযুক্ত আদালত কর্ত্তৃক শুনা ও বিচার নিষ্পত্তি করা হইয়াছে সে সকল নালিশ পুনর্ব্বার গ্রহণ করা হইবে না, অতএব জজ সাহেবের এরূপ অবধারণ দৃষ্টে এস্থলে খাস আপীলের কোন যে হেতু আছে আমি এমত বিবেচনা করি না।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১১ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৬ সালের ১৯৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা মুরসিদাবাদের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈএদ আবদুল ওয়াহিদ খাঁর ১৮৫৩ সাল ২১ আপ্রিল তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া ঐ জেলার জজ্ শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব ১৮৫৪ সালের ৯ জুন তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মেং আর, ওয়াটসন স্বয়ং ও জে, ওয়াটসনের অছি স্বরূপে (বাদী)—————— } আপেলাণ্ট।

জগদানন্দ বিশ্বাস প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

বাবু রমাপ্রসাদ রায়————————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ কোন উকীল নাই।

এক জন জমীদার একটা জমীদারির আয় সমুদয় লাভজনক স্বত্ব খাস আপেলাণ্টগণের প্রতি অর্পণ করিবায় অবধারিত হইল যে এ জমীদারির মধ্যে পত্তনী তালুকের নিলাম স্থগিতের টাকা যাহা আবশ্যকমতে ঐ জমীদারের নামে কালেক্টরীতে আমানত করা হয় তাহা জমীদার মজকুরের দেনার নিমিত্ত দায়ী নহে।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স ও শ্রীযুক্ত জে, এইচ, টরেন্‌স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ২ আপ্রিল তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

" দরখাস্তকারীগণ কুঙর রামচন্দ্র ও রাণী অন্নপূর্ণার নিকট হইতে ২০ বৎসর মেয়াদে কএকটা বিষয়ের পাট্টা পায়, সেই পাট্টা মত বিষয় দখলের জন্য ১৮১৯ সালের ৮ আইনানুযায়ী এক পত্তনী তালুকের নিলাম জন্য এক দরখাস্ত করিবার আবশ্যক হয়। যাহা হউক প্রকাশ পাইতেছে যে পাট্টা গ্রহীতা অত্র বিষয়ে আপন নামে কার্য্য করিবার গরসুবিধা জানিয়া কুঙর রামচন্দ্রের নামে ঐ দরখাস্ত করিবার জজ্ সাহেব অবধারণ করেন যে ঐ নিলাম স্থগিত করিবার জন্য পত্তনীদার যে টাকা দেয় তাহা জমীদারের সম্পত্তি সুতরাং ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী জারীতে ঐ টাকা ক্রোক ও আদায় হইতে পারে।

" এই সকল অবস্থানুযায়ী দরখাস্তকারীগণের পক্ষে ঐ খাজানার এরূপ বরাৎ ছিল, কি না যে তাহাতে পত্তনীদার কর্ত্তৃক আমানতী টাকার প্রতি তাহাদিগের লাভজনক স্বত্ব হইতে পারে ইহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি "।

বিচার।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর ও শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেবানের রায়। আমাদিগের অভিপ্রায়ে কুঙর রামচন্দ্র ও রাণী অন্নপূর্ণার নিকট হইতে ওয়াটসন কোম্পানি যে বিষয়ের পাট্টা লয় তাহার তাবৎ লাভজনক স্বত্ব সর্টিফিকেটের লিখিত বরাৎ দ্বারা এই খাস আপেলাণ্টগণ ওয়াটসন কোম্পানির প্রতি দেওয়া হইয়াছিল এবং কুঙর

রামচন্দ্রের নামে পত্তনীদার কর্তৃক কালেকটরীতে আমানতী টাকার প্রতি কুঙর মঙ্গ-কুরের কোন স্বত্ত্ব ছিল না, কারণ ঐ আমানতী টাকা পত্তনী তালুকের খাজানার হিসাবে দেওয়া হয় এবং তাহা একাএক খাস আপেলান্টগণের পাওনা।

পত্তনী আইনের বিশেষ বিধির ঘটনানুযায়ী এরূপ আবশ্যক হওয়ায় যে ঐ পত্তনী তালুকের নিলাম জন্য জমীদার রামচন্দ্র কুঙর কর্তৃক রেবেনিউ সংক্রান্ত হাকীমানের নিকট দরখাস্ত হওয়া উচিত এবং তাহার বাকী আমানৎ স্থলে তাহা ঐ জমীদারের হিসাবে দেওয়া হইবে তাহাতে এই ব্যক্তিদিগের পরস্পর প্রকৃত সম্বন্ধের বৈলক্ষণ্য হয় না কিম্বা যে খাজানা খাস আপেলান্টগণের প্রতি বরাৎ হইয়াছে তাহা কুঙর রামচন্দ্রের দেনার নিমিত্ত দায়ী হয় না। এবিধায়ে আমরা জজ্ সাহেবের ফয়সলা অন্যথা করিয়া খরচা সুদ্ধা এই আপীলের ডিক্রী দিলাম।

শ্রীযুক্ত ডি, আইমণি, সাহেবের রায়। যদিও অত্র মোকদ্দমায় আমি জেলা আদালতে খাস আপেলান্টগণের বিরুদ্ধে ডিক্রী দিয়াছি কিন্তু আমি তাহা এই হেতুতে দেই যে তা-হারা ইজারদার ছিল এহেতু ১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধি অনুযায়ী পত্তনী তালুকের নিলাম জন্য দরখাস্ত করিবার কোন ক্ষমতা তাহাদিগের ছিল না এবং পত্তনীদার কর্তৃক আমানতী টাকা উক্ত আইনানুযায়ী জমীদার স্বরূপে কেবল কুঙর রামচন্দ্রের প্রাপ্য এহেতু ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ডিক্রী অনুযায়ী আইন সঙ্গত রূপে তাহা ক্রোক হইতে এবং সেই ডিক্রীদারীকে তাহা খাস রেস্পাণ্ডেণ্টকে দেওয়া হইতে পারে। যদিও আমার এই মত স্থির হইয়াছিল বটে কারণ কুঙর রামচন্দ্রের পাট্টাদার ও এজেণ্ট স্বরূপে উপরোক্ত আইনানুযায়ী কুঙর মঙ্গকুরের পত্তনী তালুকের নিলাম জন্য দরখাস্ত করণ পক্ষে যে ক্ষমতা তাহার দিবার অধিকার ছিল না সেই ক্ষমতা তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া যে রকমে এই খাস আপেলান্টগণ নালিশ করে তাহা ক্ষমতা না পাওয়া রকম আমার বোধ হয়। ঐ পাট্টা যাহা পুনর্ব্বার অত্র আদালতে দাখিল হইয়াছে ও যাহাতে পত্তনী খাজানা খাস আপেলান্টগণের প্রতি বরাতের কথা স্পষ্ট লেখে (যে প্রসিদ্ধ কথার প্রতি তখন কোন জোর দেওয়া হয় নাই) তাহার সর্ত্ত সকল আরও বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া পুনর্ব্বিবেচনায় আমি অত্র মোকদ্দমায় আমার সঙ্গি হাকীমান যে রায় দেন তাহাতে ঐক্য হইতে বাধ্য হইলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১১ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস্ সাহেব } একটিংজজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২০৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা পাটনার একটিং অতিরিক্ত মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী মহীউদ্দীনের ১৮৫৩ সাল ২৯ জুলাই তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ হানিফ খাঁ। ১৮৫৪ সাল ১৮ জুলাই তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

একজন ডিক্রীদারের নিকট হইতে এক ব্যক্তি এক ডিক্রী ক্রয় করিয়া তাহা জারী করে, তৎকালীন উহার টাকা জজ সাহেবের আদালতে আমানত থাকে তৎকালীন ঐ ডিক্রীদারের উকীল আপন ফির নিমিত্ত নালিশ করিয়া তাহা ঐ আমানতী টাকা হইতে প্রাপ্ত হন, তাহাতে ঐ ডিক্রির ক্রেতা মজকুর এরূপ দেওয়া টাকার নিমিত্ত ডিক্রীদার ও উকীলের নামে নালিশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী পায়।

এই ফয়সলা বরাহালে তা বধারিত হইল

জয়রাম ভট্ট ও অপর একব্যক্তি (প্রতিবাদীগণের মধ্যে দুইজন) —————— } আপেলাণ্টগণ।

ঝুকলু (বাদী) ও মোসম্মাৎ কুনওর প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) —————— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

মুনসী আমীর আলী —————— আপেলাণ্টগণের পক্ষউকীল।

রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষে কোন উকীল নাই।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবদের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুযায়ী ১৮৫৬ সালের ১৪ আপ্রিল তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"জয়রাম ভট্ট নামে এক ব্যক্তি এক ডিক্রী পাইয়া সেই ডিক্রী ঝিলু নামে এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিবায় ঝিলু তাহা জারী করিয়া বিচার সাব্যস্ত দেনদারের সম্পত্তি নিলাম করে, সেই নিলামের টাকা যৎকালীন আদালতে আমানৎ থাকে তৎকালীন ডিক্রির বিক্রেতা জয়রাম ভট্টের উকীল ৭৩৷৷৹ টাকা ফির জন্য জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া ঐ আমানতী টাকা হইতে তাহা পায়, ঐ টাকা পাওন কালীন কোন ব্যক্তি কোন আপত্তি তাহাতে করে নাই।

"পরে ঐ ডিক্রির ক্রেতা ঝিলু উহার বিক্রেতা জয়রাম ও উক্ত উকীলের নামে জজ সাহেবের হুকুম মত উকীল মজকুরকে দেওয়া টাকার নিমিত্ত এই বলিয়া নালিশ করে যে সে ব্যক্তি মুক্ত ঐ ডিক্রী মাত্র ক্রয় করিয়াছে, তাহা পাইবার নিমিত্ত জয়রামের যে সকল দেনা হইয়াছে তাহা সে ক্রয় করে নাই। অধীন আদালতদ্বয় যে ঐ ডিক্রী বিক্রয় করে অর্থাৎ জয়রামের বিরুদ্ধে বাদীকে ডিক্রী দিয়াছেন।

"ঐ ব্যক্তি এক্ষণে এই হেতুতে খাস আপীল করে যে সে যখন ঐ ডিক্রী বিক্রয় করে তখন তাহার সহিত তৎসৃটিত তাবৎ দায়ও বিক্রয় করিয়াছে এবং যে মোকদ্দমায় ঐ ডিক্রী হয় তাহাতে নিযুক্ত উকীলের ফিও উহার মধ্যে ধর্ত্তব্য হইতেছে সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহা অন্যায়।

"উক্ত ডিক্রির বিক্রেতা ও ক্রেতা ইহাদিগের মধ্যে এতদ্বিষয়ে কোন স্পষ্ট একরার না থাকিবায় উকীল ফি ডিক্রির শামিল বিবেচিত হইবে কি না অথবা যে মোকদ্দমায় ঐ

ডক্রী পাওয়া হয় তাহা চালাইবার জন্য উকীলের প্রাপ্য ফির নিমিত্ত ডিক্রীদারের দায় উক্ত বিক্রয় হইতে স্বাধীন ও তাহা ডিক্রীদারের নিজের দায় কি না ইহা বিচার করিবার জন্য এই খাস আপীল আমরা গ্রাহ্য করি[১]।

যে যে দলীল অনুযায়ী ঐ ডিক্রী বিক্রয় হয় তাহাতে এই ব্যক্তিরা অবশ্যই আবদ্ধ কিন্তু ডিক্রীদারের পূর্ব্বের দায় দিবার কোন সর্ত্ত তাহাতে ছিল না। ১৮৪৬ সালের ১ আক্ট ৮ ধারা ও ১৮৪২ সালের ২৮শে সেপ্তেম্বর তারিখের সরকুলর অর্ডর অনুযায়ী আরও অবধারিত হইল যে আপনাদিগের মওক্কেলগণের ডিক্রী জারীতে আদায়ী টাকার প্রতি উকীলদিগের কোন সাধারণ স্বত্ব নাই।

বিচার।

আমরা দেখিতেছি এই মোকদ্দমার বিষয় যে ডিক্রী তাহা এক কওবালা অনুযায়ী বাদীকে বিক্রয় করা হয়, ঐ দলীলের সর্ত্তে এই ব্যক্তিরা অবশ্যই আবদ্ধ। আমাদিগের বক্তব্য যে ক্রেতা কর্তৃক উক্ত ডিক্রীসম্বন্ধীয় বিক্রেতার দায় দিবার কোন সর্ত্ত তাহাতে নাই এবং কোন রীতি নীতির ওজর দিয়া তাহার অর্থ আমাদিগের বুঝান হইতে পারে না যেহেতু আপন মওক্কেলের ডিক্রী জারীতে আদায়ী টাকার প্রতি কোন সাধারণ স্বত্ব আমাদিগের আইনানুযায়ী কোন উকীলের নাই। ১৮৪৬ সালের ১ আক্ট ৮ ধারাতে স্পষ্ট বলে যে একালতী কার্য্যের নিমিত্ত দেয় মেহনৎ আনা সম্বন্ধে ব্যক্তিদিগ ও তাহাদিগের উকীলগণের মধ্যে যে একরার থাকে তাহা জাবেতা নালিশ ব্যতীত আর কিছুতে জারী হইতে হইবে না এবং ১৮৪২ সালের ২৮ সেপ্তেম্বর তারিখের ২২৯ নম্বরী সরকুলর অর্ডরে অধীন আদালতহায়কে বিদিত করে যে মোকদ্দমা সকলে নিযুক্ত উকীলগণ কোন বিশেষ ক্ষমতা ব্যতীত আপনাদিগের মওক্কেলগণের ডিক্রী জারীতে আদায়ী আমানতী টাকা হইতে ফি লইতে পারে না। এবিষয়ে অত্র মোকদ্দমার অধীন আদালতের কৃত ফয়সলা যাহা আমাদিগের নিকট উপস্থিত তাহা আমাদিগের অভিপ্রায়ে ঠিক হইবায় আমরা তাহা বাহাল করিয়া খরচা সুদ্ধা এই আপীল ডিস্‌মিস্ করি। ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১১ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২১০ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা পাটনার সদর আমীন শ্রীযুক্ত রাম দাতারামের ১৮৫৩ সাল ৪ জুন তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া ঐ জেলার জজ্ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, ট্রেবর্শ সাহেব ১৮৫৪ সালের ১৭ জুলাই তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মোসম্মাৎ উলফন প্রভৃতি (বাদীগণ)————আপেলাণ্টগণ।
মোহনলাল পাটওয়ারী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মুন্সী আমীর আলী————————আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল।

রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ কোন উকীল নাই।

শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেন্স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুযায়ী ১৮৫৬ সালের ১৫ আপ্রিল তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

একজন পাটওয়ারী … তহার …

বাদের বিরুদ্ধে একটা ডিক্রী হইবার পেশোক্ত ব্যক্তিই কেবল আপীল করে। এই জামিন নামা যাহাতে দাবির এক অংশ মাত্র লেখে, তাহা। সপ্রমাণ হওয়া জজ সাহেব বিবেচনা করিয়া অধীন আদালতের সমুদয় ডিক্রী অন্যথা করেন। অবধারিত হইল যে উক্ত পাটওয়ারী আপীল করে নাই বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে হওয়া অধীন আদালতের ডিক্রী কায়েম থাকিবে, এবং জজ সাহেবের হুকুম সংশোধিত হইল

"দরখাস্তকারী ইবরাহিম আলী নামে এক ব্যক্তির জামিন মতে মোহনলাল পাটওয়ারীকে যে আদায়ের কার্য্যে নিযুক্ত করে তাহার আসল মায় সুদ পাইবার জন্য ঐ মোহনলালের নামে নালিশ করে, উক্ত ইবরাহিমের উত্তরাধিকারীগণকে প্রতিবাদী করা হয়। সদর আমীন অবধারণ করেন যে উক্ত পাটওয়ারির আদায়ের অধীন সম্পত্তির রকম ৶১৯ কেবল ঐ জামিনীতে লেখে এহেতু তিনি ঐ পরিমাণে জামিনদারের উত্তরাধিকারীগণের বিরুদ্ধে ডিক্রী দেন কিন্তু সমুদয় টাকার ডিক্রী ঐ পাটওয়ারির বিরুদ্ধে দেন। জজ সাহেবের নিকট তাহার আপীল হইলে উক্ত জামিনী অপ্রমাণ ও দূষ্য বিবেচিত হইবার জজ সাহেব অধীন আদালতের হুকুম অন্যথা করিয়া সমুদয় দাবি ডিস্‌মিস্ করেন। দরখাস্তকারীগণ কহে যে জামিনী অগ্রাহ্য হওয়ায় তাহা উক্ত পাটওয়ারির বিরুদ্ধে দাবি ডিস্‌মিস্ হওয়ার কোন কারণ নহে এবং দাবির ঐ অংশ ডিস্‌মিস্ যে কেন করেন তাহা জজ সাহেব ফয়সলায় কিছু লেখেন না।

"অতএব উপরোক্ত আপত্তি সকলানুযায়ী জজ সাহেবের ফয়সলা স্বরূপ উচিত কিনা তাহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি"।

বিচার।

আমরা বিবেচনা করি যে অধীন আদালতের ফয়সলা অন্যথা করিয়া আপন হুকুমের কার্য্য হইতে মোহনলাল পাটয়ারীকে ছাড়িয়া না দিয়া জজ সাহেব যে ফয়সলা করেন তাহা স্পষ্ট ভুল হইয়াছে যেহেতু মোহনলাল পাটওয়ারী যাহার বিরুদ্ধে সদর আমীন সমুদয় দাবির ডিক্রী দেন সে ব্যক্তি জজ সাহেবের আদালতে কোন আপীল করে নাই উক্ত জামিনদারের উত্তরাধিকারীরাই কেবল ডিক্রির ঐ অংশ যাহাতে বাদির দাবির ৶১৯ পরিমাণে তাহারা দায়ী হয় তাহার বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছে। এবিধায় আমরা জজ সাহেবের ফয়সলা সংশোধন করিয়া স্থির করি যে সদর আমীনের ডিক্রির যে অংশের বিরুদ্ধে মোহনলাল পাটওয়ারী আপীল করে নাই তাহার নিমিত্ত সে ব্যক্তি দায়ী। এই সকল অবস্থানুযায়ী এই খাস আপীলের খরচা দরখাস্তকারী দিবে ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৪ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব } জজ্।

১৮৫৬ সালের ৫৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

১৮৫৪ সালের ১০২ নম্বরী মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত এ, ডিক, শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ ও শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেবান ১৮৫৬ সালের ১ মার্চ তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার পুনর্দ্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত।

ভগবানলাল সাহু (রেস্পাণ্ডেণ্ট)——————দরখাস্তকারী।
বিবী হকীনাত জান প্রভৃতি (আপেলাণ্টগণ)———প্রতিপক্ষ।
বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ও বাবু রমাপ্রসাদ রায়—দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলদ্বয়।

প্রতিপক্ষের কোন উকীল নাই।

ফয়সলার হেতু সকল ও তাহাতে এআদালতের হুকুম পক্ষে ১৮৫১ সালের ৫৪ নম্বরী মোকদ্দমা দৃষ্টি কর ইতি। পূর্ব্বের মোকদ্দমা দৃষ্ট করা।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৪ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস্ সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৬ সালের ১১০ নম্বরী মোকদ্দমা।

১৮৫৩ সালের ২১৮ নম্বরী মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস্ ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবান ১৮৫৬ সালের ৩১ জুলাই তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার পুনর্দ্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত।

ঈশানচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি (আপেলাণ্টগণ)———দরখাস্তকারীগণ।
বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী (রেস্পাণ্ডেণ্ট)——————প্রতিপক্ষ।
বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র——————————দরখাস্তকারীগণের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ——————————প্রতিপক্ষের উকীল।

দরখাস্তকারির উকীল বিচার পুনর্দ্দৃষ্টির প্রার্থনা এই হেতুতে করে যে নথীতে প্রাপ্ত যথেষ্ট হেতু ঘটনা সকলের সহিত আদালতের ফয়সলার অনৈক্য হইতেছে আর যখন আমীনের দর্শিত মা রিপোর্ট পরীক্ষা করিবার জন্য নূতন সরেজমীন তদারকের হুকুম হয় তখন ভূমি সকল বায় বিক্রির পূ

পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল।

দেখাইয়া দিবার জন্য প্রতিবাদীগণকে তলব না করিয়া বাদীকে তলব করা উচিত ছিল এবং প্রতিবাদীগণের বিশেষ প্রার্থনা মতে নহে উভয় পক্ষের দরখাস্তমতে অধীন আদালত উক্ত তদারকের হুকুম দেন।

উক্ত আমীন যে ব্যক্তি সরেজমীন তদারকের কার্য্য অতিশয় সাবধান পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করে প্রকাশ ও যে ব্যক্তি ঐ তদন্তে নিযুক্ত হইয়া প্রায় দুই বৎসরকাল সেই স্থানে থাকে তাহার রিপোর্ট মূল্যে আদালতের ফয়সলা প্রধান রূপে হইয়াছে। প্রতিবাদীগণ আমীনের তদারকের ফল যাহা বাদির পক্ষে হইয়াছিল তাহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া এক দরখাস্ত করে এবং যদিও প্রধান সদর আমীনের পরের কার্য্যের দ্বারা এমত কিছু প্রকাশ পাইতেছে না যে উহাদিগের বিশেষ প্রার্থনা মতেই কেবল নূতন তদারকের নিমিত্ত উক্ত আমলাকে পাঠান হয় তথাপি যখন তাহারা সরেজমীনে উপস্থিত হয় তখন আমীনের রিপোর্টের যথার্থতা অপ্রমাণ পক্ষে প্রতিবাদীগণ কোন প্রমাণ দিতে পারে নাই।

বিচার পুনর্দৃষ্টির যথেষ্ট হেতু দর্শিত না হইবায় আমরা এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৪ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ১২৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

১৮৫৪ সালের ৭৫ নম্বরী মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর, শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবান ১৮৫৬ সালের ২৯ জুলাই তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত।

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (রেস্পাণ্ডেণ্ট) ——— দরখাস্তকারী।
মেওয়া লাল ও গণপতিলাল (আপেলাণ্টগণ) ——— প্রতিপক্ষ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মেং ডবলিউ, রিচি ——— দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলদ্বয়।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ——— প্রতিপক্ষের উকীল।

নির্দ্ধারিত মেয়াদ মধ্যে বিচার পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত দাখিল না করিবার কোন

দরখাস্তকারির উকীল মেং রিচি সাহেব তিনি বিচার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনা গ্রাহ্য পক্ষে কারণ দর্শাইতে প্রবর্ত্ত হইতেছিলেন তৎকর্তৃক মোকদ্দমার বিবরণ উল্লেখ কালীন প্রতিপক্ষের উকীল বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ আপত্তি করিলেন যে পুনর্দৃষ্টির এই দরখাস্ত মেয়াদ মধ্যে করা না হইবায় ১৮২৫ সালের ২ আইন, ৪৯০ নম্বরী কনেষ্ট্রকসন ও ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধি অনুযায়ী তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না।

১৮৫৬ সালের ২৯ জুলাই তারিখে এআদালতের নিষ্পত্তি হয় কিন্তু ঐ সালের ৪ নবেম্বর তারিখে এই দরখাস্ত দাখিল হয়।

দরখাস্তকারির পক্ষে তর্ক করা হইল যে যদিস্যাৎ নিষ্পত্তি হওয়ার তারিখ হইতে তিন মাস গতে বিচার পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত দাখিল হয় তাহা হইলে ঐ দরখাস্ত গ্রহণে এ আদালতের নিষেধ পক্ষে কোন বিশেষ আইন নাই। উল্লেখিত আইন অর্থাৎ ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারা ২ প্রকরণ সুদ্ধ জেলা আদালতের বিচার পুনর্দৃষ্টির প্রতি সম্বন্ধ রাখে, যদিও এমত স্থির হয় যে ঐ আইনে এআদালত ও জেলা আদালতের পদ্ধতির শৃঙ্খলা করে তাহা হইলেও ২৬ আইনের ৪ ধারার ৩ প্রকরণ অনুযায়ী নির্দ্ধারিত মেয়াদ গতে বিচার পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত দাখিল হওয়ার স্থলে ন্যায্য বিচারের অনুরোধে সেই দরখাস্ত গ্রহণ করণ পক্ষে এ আদালতের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।

আরও বলা হইল যে এই ত্রুটি ঘটনাধীন হইয়াছে কারণ দরখাস্তকারির উকীল মেং এলানের প্রতি এই দরখাস্ত করিবার ভারার্পণ হইয়াছিল কিন্তু তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।

আমাদিগের নিকট উপস্থিত এই সাধারণ প্রশ্ন মতে আমাদিগের ইহাতে সন্দেহ হইতেছে না যে জেলা আদালতের বিচার পুনর্দৃষ্টি সম্বন্ধে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারা ২ প্রকরণে যে সকল নিষেধ বিধি আছে সে সকল ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ৩ ও তৎসম্মিলিষ্ট প্রকরণের বিধি অনুযায়ী এআদালতের বিচার পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত লওয়া না লওয়ার কার্য্য শৃঙ্খলা করণ পক্ষে এআদালতের প্রতি সমভাবে আবশ্যক এবং আমরা দেখিতেছি যে মেং শিবেষ্টর সাহেবের ছাপান রিপোর্ট বহির ৫৯১ পৃষ্ঠার লিখিত ১৮৫০ সালের ৩০ জুলাই তারিখে নিষ্পন্ন দরখাস্তকারীগণ সি, ও, এম, হণ্টর সাহেবের মোকদ্দমায় এআদালতের কামাল এজলাসে উক্ত রূপ অবধারণ করা হইয়াছে।

এ মোকদ্দমায় নির্দ্ধারিত মেয়াদ মধ্যে বিচার পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত যে কেন করা হয় নাই তাহার ন্যায্য ও কারণসঙ্গত কোন হেতু আদালতের হৃৎপ্রত্যয় পক্ষে দর্শান হয় নাই এবং বিচার পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত দাখিল করিবার আইন অনুযায়ী মেয়াদ মধ্যে এআদালতের ফয়সলার নকলের জন্যও কোন দরখাস্ত করা হয় নাই। এবিধায়ে আমরা এই উপস্থিত দরখাস্ত গ্রাহ্য করিবার কোন হেতু না দেখিয়া খরচা সুদ্ধা তাহা অগ্রাহ্য করি ইতি।

ন্যায্য ও কারণ সঙ্গত হেতু আদালতের হৃৎপ্রত্যায় পক্ষে দর্শিত না হইবায় তাহা অগ্রাহ্য হইল এবং অবধারিত হইল যে জেলা আদালতের, বিচার পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত গ্রাহ্য পক্ষে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণে যে সকল নিষেধ বিধি আছে সে সকল ঐ আইনের ৩ প্রকরণ যাহা ২ প্রকরণের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহার বিধি সকল অনুযায়ী সদর আদালতের প্রতি সমভাবে আবশ্যক।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৪ ফিব্রুয়ারি।

একজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব জজ্।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেব একটিং জজ্।

১৮৫৬ সালের ৭৪০ নম্বরী দরখাস্ত।

দরখাস্তকারী এই যে ওজর দেয় যে খোদকস্তা রাইয়ত বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে জমা বৃদ্ধির নালিশ হইবে না তাহা অগ্রাহ্য হইল কিন্তু অবধারিত হইল যে জমা বৃদ্ধির দাবির কারণ দর্শাইতে বাদী আবদ্ধ ছিল আর ডিক্রীজারী কালীন জমার নিরীখ ধার্য্য করিতে রাখায় অনিয়ম কার্য্য করা হইয়াছে।

প্রতিবাদী ঈশ্বরচন্দ্র গোপের বিরুদ্ধে বাদী দিগম্বর বিশ্বাসের মোকদ্দমায় জেলা হুগলির সদর মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের ১৮৫৫ সাল ২০ নবেম্বর তারিখের ফয়সলা অন্যথা করিয়া ঐ জেলার জজ্ শ্রীযুক্ত এইচ, বি, বেলী সাহেব ১৮৫৬ সালের ৭ মে তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় ঈশ্বরচন্দ্র গোপ ১৮৫৬ সালের ২৭ জুন তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,——
বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র ও বাবু শ্রীনাথ দাস } দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলগণ।

প্রতিপক্ষের কোন উকীল নাই।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

এই দরখাস্তকারির ভোগদখলী ২ খাদা ১৩ ছটাক বাস্ত ও উদ্বাস্তু ভূমির খাজানা বৃদ্ধির জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয় এবং জজ সাহেব আপীলে এই দাবির ডিক্রী দিবায় দরখাস্তকারী খাস আপীল গ্রাহ্য পক্ষে একণে দুইটা হেতু দর্শাইতেছে।

প্রথম, বলা হয় যে দরখাস্তকারী যে ভূমি ভোগদখল করে তাহা খোদকস্তা হকুক, সুতরাং তাহার জমা বৃদ্ধি হইতে পারে না। কিন্তু খোদকস্তা রাইয়তেরা জমা বৃদ্ধির নালিশ হইতে কোন রকমেই আইনানুযায়ী নিষ্কৃতি পাইতে পারে না, কোন সময়ে এমত কথা উপস্থিত হইতে পারে যে এরূপ ভূমির ন্যায্য জমাবন্দী হইয়াছে কি না এবং তাহাতে এরূপ অবধারিত হইতে পারে যে রাইয়ত এপর্য্যন্ত যে খাজানা দিয়া আসিতেছে বরং তাহার অধিক তাহাকে দিতে হইবে না কিন্তু এরূপ নালিশ যে হইবে না তাহ বলিবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

দরখাস্তকারী আরও কহে যে পরগণার নিরীখ সপ্রমাণ করিবার ভার জজ্ সাহেব অন্যায় রূপে তাহার প্রতি দিয়াছেন এবং বাদির দাবি করা নিরীখ উপযুক্ত নিরীখ ধার্য্য করিয়া সে কথা ডিক্রীজারী কালীন পুনরায় তদন্ত হইবার জন্য রাখিয়াছেন। আমরা বিবেচনা করি যে এই ইশুর প্রতি জজ্ সাহেব যে অবধারণ করিয়াছেন তাহা বাহাল হইতে পারে না। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে যখন বাদী এই কথা বলিয়া আদালতে আসিতেছে যে যে হারে * খাজানা সে দাবি করে তাহা ন্যায্য হার তখন তৎকর্ত্তৃক বেশী হারের দাবি করার কারণ দর্শাইতে সে আবদ্ধ ছিল। আর বাদির উল্লেখিত নিরীখ গ্রাহ্য করিয়া ডিক্রীজারী কালীন সরাসরী রীতিতে নিরীখ ধার্য্য হওয়া অনিয়ম কার্য্য। জমারহার কি হওয়া উচিত তাহা এই মোকদ্দমার বিষয় হইতেছে সুতরাং এই

* ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ৫০ ধারার দুই প্রকরণ দৃষ্টি কর।

মোকদ্দমার ফয়সলা হওয়ার পরে সরাসরী রীতিতে তাহা ধার্য্য না হইয়া এই মোকদ্দমাতেই তাহার ধার্য্য হওয়া উচিত। এবিধায়ে জজ্‌ সাহেব কর্ত্তৃক পুনর্ব্বিচার জন্য মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান হইল।

দরখাস্তকারী বলাই ঘোষের ৭৪১ নম্বরী দরখাস্তে ও এই হুকুম খাটিতেছে ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৪ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস্‌ সাহেব জজ্‌।
শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস সাহেব এক[illegible]জজ্‌।

১৮৫৬ সালের ৭৪১ নম্বরী দরখাস্ত।

প্রতিবাদী বলাই ঘোষের বিরুদ্ধে বাদী দিগম্বর বিশ্বাসের মোকদ্দমায় জেলা হুগলির সদর মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের ১৮৫৫ সাল ২০ নবেম্বর তারিখের ফয়সলা অন্যথা করিয়া ঐ জেলার জজ্‌ শ্রীযুক্ত এইচ, বি, বেলী সাহেব ১৮৫৬ সালের ৭ মে তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় বলাই ঘোষ ১৮৫৬ সালের ২৭ জুন তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

পূর্ব্বের মত ফেরৎ পাঠান হইল।

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়——— } দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল গণ।
বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র ও বাবু শ্রীনাথ দাস }

প্রতিপক্ষের কোন উকীল নাই।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

৭৪০ নম্বরী দরখাস্তে যে হুকুম হইয়াছে ইহাতেও সেই হুকুম হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৪ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেব জজ্‌।
শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস সাহেব একটিং জজ্‌।

১৮৫৬ সালের ৭৭১ নম্বরী দরখাস্ত।

প্রতিবাদীগণ মক্ষু চৌধুরী প্রভৃতির বিরুদ্ধে বাদী বাবু প্রতাব নারায়ণের মোকদ্দমায় চৌকী মিওরার মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী সইয়দ আমজাদ আলির ১৮৫৪ সাল ২৩ নবেম্বর তারিখের ফয়সলা অন্যথা করিয়া জেলা ত্রিহুতের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত ই, ডেকাষ্টা সাহেব ১৮৫৬ সালের ৫ আপ্রিল তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রর্থনায় প্রতিবাদীগণের মধ্যে এক জন মক্ষু চৌধুরী ১৮৫৬ সালের ৩ জুলাই তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

এই ব্যক্তিদিগের মধ্যে পূর্ব্বে যে একটা মোকদ্দমা হয়, তাহাতে এই বিরোধের কথা থাকে এবং তাহা এক স্বতন্ত্র দরখাস্ত

বাবু অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় } দরখাস্তকারির উকীলগণ।
ও বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় }

মতে পূর্ব্বে ফে রৎ পাঠান হয় তাহার সহিত একত্রে পুনর্ব্বিচার হইবার জন্য এ মোকদ্দমাও ফেরৎ পাঠান হইল।

মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ হোসেন——————প্রতিপক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নিচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

মৌজা হারামপুর দিগরের রকম /॰ আনা ৬ দাম অংশ যাহা এই দরখাস্তকারী ১৮৫৩ সালের নবেম্বর মাহায় এক কওবালা সুরৎ পণ্ডিত লাল নামে এক ব্যক্তির নিকট খরিদ করে তাহার নিমিত্ত তাহার নামে এই নালিশ উপস্থিত হয়। এই মোকদ্দমার বাদী কহে যে দরখাস্তকারির খরিদ সিদ্ধ নহে কারণ ঐ বিষয়ে বাদির হকসফার স্বত্ত্ব ছিল ও সেই স্বত্ত্ব প্রকাশের নিমিত্ত বিক্রয়ের সময়ে আবশ্যক নোটিস দেওয়া হইয়া ছিল। প্রতিবাদী দরখাস্তকারী ওজর দেয় যে সে ব্যক্তি ঐ মৌজার রকম।॰ আনা পূর্ব্বে খরিদ করিবায় এরূপ খরিদের দ্বারা এক্ষণকার নালিশী /॰ আনা ৬ দাম অংশের প্রতি তাহারও হকসফার স্বত্ত্ব হইয়াছে। এই বাদী ইতিপূর্ব্বে যে একটা মোকদ্দমা উপস্থিত করে তাহাতে ঐ।॰ আনা সম্বন্ধে মুনসেফ যে ফয়সলা করেন, যাহাতে তিনি বাদীর দাবি ডিসমিস করিয়া [illegible]দীগণকে ডিক্রী দেন তদনুযায়ী বর্ত্তমান মোকদ্দমাতেও তিনি সেই রূপ করেন [illegible]দী মজকুর সেই মোকদ্দমার ও বর্ত্তমান মোকদ্দমার আপীল প্রধান সদর আ[illegible]র নিকট করিলে প্রধান সদর আমীন বাদির হকসফার স্বত্ত্ব গ্রাহ্য মতে মুনসেফের ফয়সলা অন্যথা করিয়া প্রতিবাদী দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে ডিক্রী দেন। দরখাস্তকারী এক্ষণে ওজর দেয় যে রকম।॰ আনার নিমিত্ত উপস্থিত মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন যে ফয়সলা করেন তাহা তৎকর্ত্তৃক উপস্থিত খাস আপীল মতে অত্র আদালতে বাহাল হয় নাই, সেই মোকদ্দমা বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখে পুনর্ব্বিচার জন্য ফেরৎ পাঠান হয়। সে কহে যে রকম।॰ আনা সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারে যদি মুনসেফের ফয়সলা বাহাল থাকে তবে /॰ আনার প্রতি তাহার স্বত্ত্বও অবশ্য গ্রাহ্য হইবে, এহেতু সে প্রার্থনা করে যে তাহার পূর্ব্ব খরিদা।॰ আনা অংশের সহিত একত্রে পুনর্ব্বিচার হইবার জন্য ইহাও ফেরৎ পাঠান হয়। আমরা দেখিতেছি যে যদ্রূপ দরখাস্তকারী কহে।॰ আনা অংশ সম্বন্ধীয় মুনসেফ যে ফয়সলা করেন তাহার ফলের প্রতি তাঁহার বর্ত্তমান মোকদ্দমার ফয়সলায় নির্ভর এবং ঐ অংশ খরিদের সিদ্ধতা দ্বারা বাদী কর্ত্তৃক উত্থাপিত স্বত্ত্বের বিপরীত দরখাস্তকারী কর্ত্তৃক অত্র মোকদ্দমায় উত্থাপিত স্বত্ত্বের ক্ষতি বৃদ্ধি হইতেছে এহেতু আমরা এই মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকট ফেরৎ পাঠাই তিনি উপরোক্ত ফেরৎ পাঠান মোকদ্দমার সহিত একত্রে ইহার পুনর্ব্বিচার করিবেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৬ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ টি, রেকস্ সাহেব জজ্
শ্রীযুক্ত সি, বি, টেবর সাহেব একটিং জজ্

১৮৫৫ সালের ৬৮৬ নম্বরী দরখাস্ত।

প্রতিবাদীগণ যাদবেন্দ্র পাল প্রভৃতির বিরুদ্ধে বাদী হারাধন দাস কর্ম্মকার দরখাস্তকারির মোকদ্দমায় জেলা পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের সদর আমীন শ্রীযুক্ত ডবলিউ রাইট সাহেবের ১৮৫৫ সাল ২৬ জুলাই তারিখের ফয়সলা অন্যথা করিয়া ঐ জেলার একটিং জজ শ্রীযুক্ত জে, ই, এস, লিলি সাহেব ১৮৫৬ সালের ১৪ আপ্রিল তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় হারাধন দাস কর্ম্মকার ১৮৫৬ সালের ১৭ জুন তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু রমাপ্রসাদ রায়—দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল হয়।

প্রতিপক্ষের কোন উকীল নাই।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

বাদী বর্দ্ধমানে একখানা দোকান ও তাহার ভূমি দখলের নিমিত্ত প্রতিবাদীগণের নামে নালিশ করে কহে যে বৈষ্ণবচরণ মদক ঐ দোকানের মালিক ছিল, ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইবায় তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র তাহা উত্তরাধিকার করিয়া ১২৬১ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠ তারিখে ঐ দোকান বাদীকে বিক্রয় করে প্রতিবাদীগণ ঐ দোকানের রাইয়ত ছিল, তাহাতে উক্ত বিক্রয়ের পরে দোকান পরিত্যাগ করিতে তাহাদিগকে নোটিশ দেওয়া হইবায় তাহারা উহার প্রতি আপত্তি করে।

প্রতিবাদীগণ কহে যে তাহাদিগের পিতার নিকট হইতে তাহারা ঐ দোকান উত্তরাধিকার করিয়াছে, তাহাদিগের পিতা বৈষ্ণবচরণের নিকট হইতে ১২৫৫ সালের ২৫ চৈত্র তারিখে তাহা খরিদ করে এবং তাহারা ঐ বৈষ্ণবচরণের নামে সরাসর মোকররীদারের নিকট খাজানা দিতেছে, ঐ বৈষ্ণবচরণের নাম অদ্যাবধি তাহাদিগের হিসাবে লেখা আছে কারণ অধিক টাকা ব্যয় জন্য তাহারা নাম খারিজ দাখিল করিয়া লয় নাই।

নাম মাত্র প্রতিবাদী কার্ত্তিকচন্দ্র ও মোকররীদার বাদির দাবির যথার্থতা স্বীকার করে।

প্রধান সদর আমীন দুই টা প্রধান ইস্যু করেন।

প্রথম। প্রতিবাদীগণ যাহারা এক্ষণে দখলীকার বলা হয় তাহাদিগের পিতাকে ১২৫৫ সালের ২৫ চৈত্র তারিখে বৈষ্ণবচরণ বিরোধীয় বাটী ও তাহার ভূমি বিক্রয় করে কি না।

দ্বিতীয়। যদিস্যাৎ সে ব্যক্তি এরূপ বিক্রয় না করিয়া থাকে তাহা হইলে প্রতিবাদী কার্ত্তিক অবশ্যই তাহার নিকট হইতে তাহা উত্তরাধিকার করিয়া ১২৬১ সালের ২৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখে তাহা বাদীকে বিক্রয় করিয়াছে।

সদর আমীন প্রথম ইস্যুর প্রতি অসম্মতি ও দ্বিতীয় ইস্যুর প্রতি সম্মতি প্রকাশ করিয়া মালিক স্বরূপে ঐ সম্পত্তি দখলের ডিক্রী বাদীকে দেন।

এই আদেশে জজ সাহেবের নিকট মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান হইল যে প্রথমে প্রতিবাদীগণের স্বত্ব সপ্রমাণার্থ তাহাদিগের নিকট হইতে প্রমাণ তলব করিয়া সদর আমীন যে রীতিতে তদন্ত করিয়াছেন তদনুযায়ী এবং আপন ফয়সলার হুকুমের কর্তৃক উত্থাপিত ইস্যুর প্রতি নির্ভর মতে তিনি এই মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করেন।

এই ফয়সলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আপীল করিবার জজ সাহেব এই অভিপ্রায়ে যে সদর আমীন মোমুক্ত প্রমাণের ভার অন্যায় রূপে প্রতিবাদীগণের প্রতি দিয়াছেন, ইহাতে তিনি প্রথমে বাদির স্বত্বের প্রতি তদন্ত করিয়া এবং তাহা সপ্রমাণ না হওয়া বিবেচনা করিয়া অধীন আদালতের ফয়সলা অন্যথা মতে বাদির দাবি ডিসমিস করেন।

বাদী এক্ষণে খাস আপীল করিয়া ওজর দিতেছে যে এই মোকদ্দমার বাদানুবাদ অনুযায়ী প্রথমে প্রমাণের ভার প্রতিবাদীগণের প্রতি দেওয়া হয় কারণ তাহারা বৈষ্ণবচরণ কর্ত্তৃক কথিত বিক্রয় মতে বৈষ্ণবচরণের ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী কার্ত্তিকচন্দ্র যাহার নিকট হইতে বাদী খরিদ করিয়াছে উক্ত সম্পত্তিতে তাহার উত্তরাধিকারিত্বের প্রতি বাধা দেয়।

আমাদিগের অভিপ্রায়ে খাস আপেলাণ্ট যে আপত্তি করে তাহা মাতবর কারণ আপনাদিগের স্বত্ব সপ্রমাণ করণার্থ প্রমাণের ভার প্রতিবাদীগণের প্রতিই ছিল এবং সদর আমীন যে রীতিতে তদন্ত করেন তদনুযায়ী ও তিনি আপন ফয়সলার হুকুমে যে ২ ইস্তু উত্থাপন করেন তাহার উপর নির্ভর মতে এই মোকদ্দমার তদন্ত হওয়া উচিত ছিল। এবিধায়ে আমরা এই আদেশে মোকদ্দমা জজ্ সাহেবের নিকট ফেরৎ পাঠাই যে তিনি উপরোক্ত কথানুযায়ী মোকদ্দমার পুনর্বিচার করিয়া তাহাতে যে রূপ ফয়সলা করা আবশ্যক হয় তাহা করিবেন।

এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান হইবায় নাম মাত্র প্রতিবাদী কার্ত্তিকচন্দ্র ও মোকররীদার যাহারা এই আপীলের রেস্পাণ্ডেণ্ট তাহাদিগকে নথী হইতে খারিজ করা গেল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৭ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ১১৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

১৮৫৪ সালের ৩০৯ নম্বরী মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর, শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স, ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবান ১৮৫৬ সালের ৩১ জুলাই তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত।

মোসম্মাৎ সহেবুন্নিসা খাতুন (আপেলাণ্ট)————দরখাস্ত কারিণী।
রামগোপাল সেন প্রভৃতি (রেস্পাণ্ডেণ্টগণ)————প্রতিপক্ষ।
মুনশী আব্বাস আলী ও মেং জি, ফেগান————দরখাস্ত কারিণীর উকীলগণ।

প্রতিপক্ষের কোন উকীল নাই।

বিচার পুনর্দৃষ্টির এক দরখাস্তে সর্টিফিকেট সংশো

এই মোকদ্দমার বিচার পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত যাহা মেং ফেগান ও মুনশী আব্বাস আলী আমাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে খাস আপেলাণ্টের একটা ওজর যাহা খাস আপীল গ্রাহ্য কার্য্যে নিযুক্ত জজ সাহেবান সর্টিফিকেটে লিখিয়াছেন তাহা গ্রহণ করণার্থ আমাদিগকে লওয়াইবার চেষ্টা করা হইতেছে কিন্তু যে কএক বিষয় বিচার

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস সাহেবের সর্টিফিকেট। বাদির এজ্‌হার এই যে নালিশী ও আমানতি টাকা অদ্যাবধি প্রতিবাদির নিকট পাওনা থাকায় তৎকর্ত্তৃক আদায় যোগ্য হইয়াছে। জজ্ সাহেব প্রমাণ সুনিয়া ও প্রতিবাদির উল্লেখিত হিসাব বহি সকল পরীক্ষা করিয়া ঐরূপ প্রমাণ দৃষ্টে মীমাংসা করেন যে বাদির হিসাবে ঐ টাকা খরচ হয় বটে। এস্থলে এই মোকদ্দমার এই ভাব গ্রহণ করিলে খাস আপীলের ঐ নিষ্পত্তির প্রতি আমরা হস্তক্ষেপ যে করিতে পারি তাহা আমার দৃষ্টি হয় না কিম্বা মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব প্রমাণ ভূমি খরিদের বিষয় তদন্ত করা জজ্ সাহেবের পক্ষে যে আবশ্যক ছিল তাহা আমি বিবেচনা করি না।

বিচার।

এমোকদ্দমায় প্রতিবাদী বাদির নিকট টাকা পাওয়া কিম্বা বাদির ব্যবহারে ও তাহার আদেশ মতে তাহা খরচ করা অস্বীকার করে নাই। তাহার কেবল আপত্তি এই যে সে ব্যক্তি বাদির নিমিত্ত এক সম্পত্তি খরিদ করিতে ব্যয় করিবার ঐ টাকার নিমিত্ত সে দায়ী নহে। এক সম্পত্তি খরিদ করিবার জন্য ঐ টাকা ব্যয় করিতে বাদী প্রতিবাদীকে ক্ষমতা যে দিয়া ছিল অথবা তাহার নিজ হিসাবে ঐরূপ কোন সম্পত্তি যে খরিদ হইয়াছিল তাহা বাদী আপন জওয়াবল জওয়াবে অস্বীকার করে অতএব উভয় বিবাদির মধ্যের এই বিষয়ে স্পষ্ট ইশু একত্রীত করা উচিত ছিল কিন্তু জজ্ সাহেব এ বিষয়ের বিচার করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন বোধ হইতেছে কেননা বাদী প্রতিবাদির নিকট যে বিশেষ কারণে ঐ টাকা আমানত রাখে কহে তাহা প্রমাণ করিতে সে ব্যক্তি পারে নাই।

যাহাহউক আমাদিগের বিবেচনায় বিশেষ আদেশানুসারে খরচ করিবার জন্য প্রতিবাদির নিকট বাদী টাকা আমানত রাখে যখন এই প্রধান এজ্‌হার স্বীকার করা হইয়াছে তখন ঐরূপ প্রমাণ করিতে না পারা কোন কার্য্যের নহে এবং বাদির দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আপত্তি করিতে পারিবার নিমিত্ত এ সকল আদেশানুসারে ঐ টাকা সে ব্যক্তি যে খরচ করে তাহা প্রমাণ করা আবশ্যক। জজ্ সাহেবের রায়ে নালিশী টাকাতে এক সম্পত্তি খরিদ করিতে আদেশ পাওয়া সে ব্যক্তি প্রমাণ করিয়াছে কিন্তু সে ব্যক্তি প্রকৃত রূপে উক্ত খরিদ যে করে তদ্বিষয়ে তদন্ত করিতে জজ্ সাহেব অস্বীকার করিবায় সে ব্যক্তি তাহা প্রমাণ করে নাই অতএব আমাদিগের রায়ে এই বিষয়ে জজ্ সাহেবের নিষ্পত্তি দূষ্য হইয়াছে সুতরাং আমরা তাঁহার নিকট এই আদেশে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করি যে হাকীম মৌসুফ পুনরায় ইহা এই নথির শামিল করিয়া ও যদ্রূপ প্রতিবাদী কহে তদ্রূপ বাদির নিমিত্ত নালিশী টাকার একটা সম্পত্তি খরিদ করিতে তাহার ব্যয় করা প্রমাণ করিতে প্রতিবাদীকে তলব করিয়া মীমাংসা কৃত সকল ঘটনা বিবেচনায় যদ্রূপ আবশ্যক সেই রূপ হুকুম দিবেন ইতি।

দেওয়া হইবার যে কথা বাদী কহে তাহা সে সপ্রমাণ করে নাই। অবধারিত হইল যে প্রতিবাদী যখন সেই টাকা পাওয়া অস্বীকার করে নাই তখন বাদির সম্মতিতে ঐটাকা ব্যয় করার যে বিশেষ ওজর সে দেয় তাহা সপ্রমাণ করিতে সে ব্যক্তি আবদ্ধ ছিল এবং যে কারণে বাদী প্রতিবাদির নিকট টাকা আমানৎ রাখে তাহা বাদির প্রমাণ করিতে না পারা মাতবর বিষয় নহে।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৭ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, টেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস্ সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২০৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা বিরভূমের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী এজমুল হকের ১৮৫৩ সাল ৩১ মার্চ তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার জজ্ শ্রীযুক্ত ডবলিউ টি, টেলর সাহেব ১৮৫৪ সালের ৮ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মোহন্ত মুর্জনপুরী গোস্বামী (বাদী)—————আপেলান্ট।
মৃত লোচন নারায়ণ দেওর পুত্র ললত নারায়ণ দেও (প্রতিবাদী)————— } রেসপাণ্ডেন্টগণ।
মুন্সী আমীর আলী—————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ—————রেস্পাণ্ডেন্টের পক্ষ উকীল।

জজ সাহেব তামাদী আইনের বিষয় মিমাংসা করিতে ত্রুটি করায় সেই বিষয়ের নিষ্পত্তি হওন জন্য এই মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরিত হইল।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স ও শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেন্স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ১৪ আপ্রিল তারিখে এমোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

বাদী একটি ভূমি লাখেরাজ স্বরূপ দাবি করিয়া তাহার দখল প্রার্থনায় নালিশ করে এবং প্রতিবাদী সেই ভূমি মাল কহে ইহাতে প্রথম আদালতে তামাদী আইনমতে মোকদ্দমার বাধা ঘটে বলিয়া ঐ দাবি ডিস্মিস্ করেন। জজ্ সাহেব উক্ত আইন খাটার বিষয়ে ঐক্য হয়েন বটে কিন্তু ডিস্মিসের হুকুম পরিবর্তন করিয়া দাবি ননসূট করেন। এস্থলে দরখাস্তকারী কহিতেছে যে কেন ঐ মোকদ্দমার বাধা হওয়া অবধারণ করেন জজ সাহেব তাহার কোন কারণ দেন নাই ও তিনি এক্ষণে যে হুকুম দেন তদ্দারা ঐ দাবির বিষয়ে কি উপায় করিতে হইবে তাহা সে ব্যক্তি জ্ঞাত নহে। এবিধায়ে জজ্ সাহেব যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা সংশোধন হওয়া উচিত কি না এই বিষয় বিচার করিতে আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

জজ্ সাহেবের এই হুকুম স্পষ্ট দুষ্য ও ভুল হইয়াছে কেননা যদিস্যাৎ এমোকদ্দমায় তামাদী আইন খাটে এমত হয় তাহা হইলে ঐ মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করা হাকীম মৌসুফের উচিত ছিল কিন্তু এই বিষয়ে তিনি যে রায় প্রকাশ করেন তিনি তাহার কোন কারণ দেন নাই এবিধায়ে তামাদির বিষয়ে এক স্পষ্ট নিষ্পত্তি করিয়া তাহাতে যেরূপ আবশ্যক হয় সেই রূপ হুকুম দিবার নিমিত্ত জজ্ সাহেবের নিকট এই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৭ ফিব্রুয়ারি।

এজ্‌লাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্‌।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২১৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা বেহারের সদর মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী, সৈএদ মহম্মদ ইয়াহির ১৮৫৩ সাল ১১ আগষ্ট তারিখের এক ডিক্রী বাহাল রাখিয়া ঐ জেলার আডিসনেল জজ্‌ শ্রীযুক্ত ই, লেটোর সাহেব ১৮৫৪ সালের ১৪ আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

ফতে নারায়ণ (বাদী)———————আপেলাণ্ট।
মহাদেও দত্ত প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)-রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মুনসী আমীর আলী———————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের মধ্যে রামলালের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্‌ ও শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"দরখাস্তকারী এক হকসফার বজায়রাখে বলিয়া তাহার শরীক এক জন ভূমি ব্যক্তিকে যে সম্পত্তি বিক্রয় করে সেই বিরোধীয় বিষয় রক্ষা করিবার প্রার্থনায় নালিশ করে। ভূমির বিক্রয় বিষয়ে অধীন আদালত এই২ ঘটনা দৃষ্টি করেন যে প্রথমে লিখিত হওয়া এক কওয়ালা অনুসারে ঐ সম্পত্তির মৎ ৭৫ টাকা মূল্য নির্দ্ধারিত হয় ও এই মূল্যেই দরখাস্তকারী ঐ সম্পত্তি খরিদ করিতে চাহে কিন্তু জজ্‌ সাহেব অবধারিত করেন যে সে ব্যক্তি ঐ মূল্যে তাহা পাইতে পারে না কেননা ডিক্রীর পাওনাদার অর্থাৎ বাদী বিক্রেতার দেনার পরিশোধার্থ উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইবে অর্থাৎ ঐ পাওনাদারের নিকট বিরোধীয় সম্পত্তি দায়া থাকা দৃষ্টি করিবায় বিক্রেতা এক খানা দ্বিতীয় কওয়ালা লিখিয়া দিয়া মহাজনের টাকা পরিশোধ ও ফলতঃ তাহার খরিদ বাহাল রাখিবার মানসে মৎ ১৯৫ টাকায় তাহার মূল্য বৃদ্ধি করে।

"হকিকৎ বিবেচনায় নিজ হকসফার স্বত্ব অনুসারে মৎ ১৯৫ টাকা উক্ত ভূমির মূল্য দিতে দরখাস্তকারী আবদ্ধ আছে ইহা জজ্‌ সাহেব বিবেচনা করিয়া বাদীর দাবি ডিস্‌মিস্‌ করেন।

দরখাস্তকারী খাস আপীলে এই ওজর দেয় যে যখন বিক্রেতা প্রথমে মৎ ৭৫ টাকা মূল্যে সম্মত হয় ও সে ব্যক্তি নিজেই এক বিপক্ষ মহাজনের হস্তহইতে রক্ষা পাইবার আশয়ে উক্ত বৃদ্ধি হওয়া মূল্য দেয় মাত্র তখন প্রথম নির্দ্ধারিত মূল্যেই দরখাস্তকারী নিজ হকসফার স্বত্ব দাবি করিতে পারে তদর্থে সে ব্যক্তি ১৮৫২ সালের সদর আদালতের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্ট বহির ৮৫৯ পৃষ্ঠার লিখিত শিওদয়াল রায়ের মোকদ্দমা উল্লেখ করে তাহাতে নির্দ্ধারিত হয় যে একবার কৃত বিক্রয় নামঞ্জুর হইলেও সফার দাবি অপ্রসিদ্ধ হইতে পারে না।

সর্টিফিকেটের লিখিত বিষয় উত্থাপিত হয় নাই। ইহাতে অবধারিত হইল যে পূর্ব্বে যে স্বত্বদর্শিত হয় নাই বাদি প্রতিবাদির বিরুদ্ধে সেই নূতন স্বত্ব উত্থাপন করিয়া মোকদ্দমার ইস্ত সকল পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। এই নূতন স্বত্ব তদন্ত করণের নিমিত্তক যে দরখাস্ত করা হয় তাহা অগ্রাহ্য হইল।

"প্রথম কওয়ালায় যে মূল্য নির্দ্ধারিত হয় তাহাতে বিক্রয় সম্পন্ন করণে দরখাস্তকারির স্বত্বের বিরুদ্ধে জজ্ সাহেব যে বিধি করেন তাহা সন্দেহসূচক হইবায় আমরা ঐ বিষয় বিচার করিতে এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

"যদিস্যাৎ দরখাস্তকারির পক্ষে এই বিষয় মীমাংসা হয় তাহা হইলে দরখাস্তকারির প্রতি সফার স্বত্ব অংশে বিরোধীয় সম্পত্তিতে সেই রূপ তাহার অপেক্ষা কৃত উৎকৃষ্টতর সম্বন্ধ থাকার বিষয়ে জজ্ সাহেব যে বিচার করেন তাহা অধীন আদালত স্পষ্ট রূপে মীমাংসা করিয়াছেন কি না এবিষয় এ আদালত বিবেচনা করিবেন কিম্বা তদ্রূপ না হইলে ঐ জন্য মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরণ করিবেন"।

বিচার।

অধীন আদালতের নিষ্পত্তি দৃষ্টি করিয়া আমরা দেখিলাম যে বাদী অর্থাৎ খাস আপেলাণ্ট খরিদারের বিরুদ্ধে এই বলিয়া হকসফার স্বত্বের দাবি করে যে শেষোক্ত ব্যক্তি যে সম্পত্তি খরিদ করে তাহাতে তাহার কোন হকসফার স্বত্ব ছিল না। অথচ উভয় আদালত বাদির স্বত্বের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করেন এই রূপ হইবায় বাদির হকসফার দাবি পোষকতা করিবার পূর্ব্বে বাদির দ্বারা বিশেষ কওয়ালার দরুণ টাকা দেওয়া হইবে তাহার পরীক্ষা যদ্রূপ জজ্ সাহেব করিয়াছেন তাহা করা আবশ্যক ছিল না কেননা যে স্থলে ঐ হকসফার স্বত্ব নাই সে স্থলে আর কোন তদন্ত আবশ্যক নহে অতএব খাস আপীলের লিখিত হেতু এস্থলে উত্থাপিত হইতেছে না।

খাস আপেলাণ্ট এক্ষণে দর্শাইতেছে যে এই মোকদ্দমা পুন প্রেরিত হওয়া উচিত কেননা নিঃসন্দেহ প্রতিবাদির হকসফার স্বত্ব থাকিলেও খাস আপেলাণ্টেরও ঐ রূপ স্বত্ব আছে অতএব সে ব্যক্তি খাস রেস্পাণ্ডেণ্টের খরিদা সম্পত্তির এক হিস্যা পাইতে পারে।

দৃষ্ট হইতেছে যে অধীন আদালতদ্বয় উপস্থিত সওয়াল জওয়াব প্রমাণ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া যে ব্যক্তির হকসফার স্বত্ব নাই বাদী কহে তাহার বিরুদ্ধে বাদির হকসফার দাবি অগ্রাহ্য করিয়াছেন অতএব এই বলিয়া এক্ষণে বাদী মোকদ্দমার ইশু পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না যে প্রতিপক্ষের ও হকসফার স্বত্ব আছে সে জন্য তাহার খরিদা সম্পত্তির সমান অংশ সে ব্যক্তি নিজে পাইতে পারে। এই রূপ দাবি প্রথম আদালতে দর্শান উচিত ছিল।

উপরের লিখিত ভাবানুসারে আমরা খরচা সহিত এই খাস আপীল অগ্রাহ্য করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৭ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুয়েল্‌স সাহেব } একটিং জজ্‌।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২১৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

হাজারিবাগের সদর মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুর রহিমের ১৮৫৩ সাল ১৯ জানুয়ারি তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া ঐ জেলার গবর্নর জেনেরেলের এজেন্টের প্রধান সহকারী শ্রীযুক্ত কাপ্তেন টি, সিম্‌সন সাহেব ১৮৫৪ সালের ৩১ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

রাজা সম্ভুনাথ সিংহ বাহাদুর (বাদী)——— আপেলাণ্ট।
অমিরকুঞ্জর মাতা ও অছি শিবন্‌ কনোদী } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——————
বাবু রমাপ্রসাদ রায়————————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল নাই।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্‌স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"কএক মৌজার কিছু দিনের নিমিত্ত প্রতিবাদির সহিত বন্দোবস্ত হয়বলিয়া বাদী সেতাবতের দখল পুনঃপ্রাপ্ত হইবার প্রার্থনায় নালিশ উপস্থিত করে ইহাতে মুনসেফ মোকদ্দমার গুণাগুণ বিবেচনায় মোকদ্দমা ডিক্রী করেন এবং প্রতিবাদী কর্ত্তৃক আপীল হইলে সহকারী কমিস্যনর সাহেব ঐ হুকুম অন্যথা করিয়া এইহেতু নন্‌সুটের হুকুম দেন যে অধীন হকুকের নিমিত্ত নালিশ হইবার অনুমানিক প্রকৃত মূল্য না ধরিয়া ভুলক্রমে জমার তিন গুণ মূল্যে দাবি করা হইয়াছে।

"খাস আপীলের হেতু এই যে আপীলে কিম্বা অধীন আদালতে মূল্যের বিষয় উত্থাপিত হয় নাই অতএব নন্‌সুটের হুকুম আইন বিরুদ্ধ হইয়াছে।

"১৮৫৪ সালের ৯ ধারার বিধি কিম্বা পূর্ব্বের প্রচলিত কোন আইন অনুসারে মূল্যের প্রতি আপত্তি ধরিয়া বাদির দাবি নন্‌সুট করা অধীন আপীল আদালতের উচিত ছিল কি না এই বিষয় বিচার করিতে আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিতেছি"।

অধীন আদালতে বাদির কম মূল্য ধরার বিষয় উত্থাপিত না হওয়া স্থলে মোকদ্দমার সকল অবস্থা বিবেচনায় অধীন আপীল আদালত তাহা ধরিয়া বিচার করিবার ন্যায্য কর্ম্ম হয় নাই।

বিচার।

যেস্থলে মোকদ্দমার গুণাগুণের বিবেচনায় প্রথম আদালত বাদির পক্ষে ডিক্রী দেন ও প্রতিবাদী কর্ত্তৃক আপীলে মূল্যের বিষয়ে ওজর উত্থাপিত হয় নাই সে স্থলে ১৮৫৪ সালের ৯ আইনের বিধি প্রমাণ ঐ ওজর তুলিয়া নন্‌সুটের হুকুম দেওয়া প্রধান সহকারির উচিৎ ছিল না এবিধায়ে আমরা আপীল আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া মোকদ্দমা গুণাগুণের প্রতি পুনর্ব্বিচার হইবার জন্য তাঁহার নিকট ইহা পুনঃপ্রেরণ করি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৭ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্‌।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২১৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের সদর আমীন শ্রীযুক্ত জে, এস, রেল সাহেবের ১৮৫৪ সাল ২৬ মে তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত এইচ, এফ, জেমস সাহেব ১৮৫৪ সালের ২২ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মহারাজাধিরাজ মাহাতাপচন্দ্র বাহাদুর (বাদী)--আপেলাণ্ট।
রামধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মুনসী আমীর আলী ————————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল নাই।

পত্তনী দারান যাহাদিগের হকুক বাকী খাজানার নিমিত্ত নিলাম হয় তাহাদিগেরও বাকী দায় ডাকদেওনীয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাকী খাজানার নিমিত্ত এক জমিদার নালিশ করে। অধীন আদালতের নিষ্পত্তির দ্বারা এই অবধারিত হয় যে বাকিদার ডাক দেওনীয়া ব্য

শ্রীযুক্ত জে, এস্‌, টরেনস ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে এমোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

চন্দ্রহস্তি তালুক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতিবাদী নীলমাধব এই দুই ব্যক্তিকে পত্তনী দেওয়া হয়। এই দুই ব্যক্তি ১২৫৮ সালের শেষ ষণ্মাসিক মালগুজারী আদায় দিতে না পারিবায় ১৮১৯ সালের ৮ আইনানুসারে ১২৫৯ সালের ৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখে ঐ তালুক নিলাম হয়। তৎকালে মং ৩১৩৫/৪ টাকা দেনা থাকে ও নিলাম কালিন রামধন মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি মং ৩২০০ টাকা পণে ঐ তালুক খরিদ করে কিন্তু সমুদায় পণের টাকা না দেওয়ায় পুনরায় ১৪ জ্যৈষ্ঠ তারিখে মং ২২০৫ টাকা পণে ঐ তালুক রামনাথ মুখোপাধ্যায়কে বিক্রীত হয়।

অতএব প্রথমে যে টাকার ডাক উঠে ও দ্বিতীয় বারে যে টাকা পণ পাওয়া যায় ইহার বিভিন্নতা অর্থাৎ খেসারতের নিমিত্ত বাকিদার ডাক দেওনীয়া রামধন মুখোপাধ্যায় ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারানুসারে স্পষ্ট দায়ী হইয়াছে।

উক্ত আইনের ধরাতে যে উপায় নির্দ্ধারিত আছে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া জমীদার মজকুর ঐ খেসারতের নিমিত্ত নালিশ না করিয়া যে তালুকদারানের সম্পত্তি বিক্রয় হইল তাহাদিগের ও বাকীদার ডাক দেওয়ানিয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১২৫৮ সালের শেষ ষণ্মাসিকের বাকী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে।

অধীন আদালত সাবেক পত্তনীদারানের বিরুদ্ধে জমীদারকে এক ডিক্রী দেন কিন্তু যে কালের নিমিত্ত ঐ বাকী পড়ে তৎকালের মধ্যে ঐ মহলের সহিত বাকীদার ডাক দেওনিয়া ব্যক্তির কোন সংশ্রব না থাকা প্রযুক্ত সে ব্যক্তিকে ঐ বাকী খাজানার নিমিত্ত দায়ী অবধারিত করা যাইতে পারে না বিবেচনা করিয়া তাহাকে অব্যাহতি দেন।

খাস আপীলে জমীদার দর্শান যে উভয় তালুকদারান ও বাকীদার ডাক দেওনিয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে নালিশ ন্যায্য হইয়াছে ও প্রথম নিলামে যে টাকার ডাক উঠে ও দ্বিতীয় নিলামে যে টাকা পাওয়া যায় ইহার খেসারতের যে নাম দেওয়া হউক তাহার পক্ষে খাজানা ব্যতিত আর কিছুই নহে সেই খেসারতের নিমিত্ত শেষোক্ত ব্যক্তি দায়ী ও বাকী খাজানার নিমিত্ত প্রথমোক্ত ব্যক্তি দায়ী হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত অবস্থা বিবেচনায় অধীন আদালতের নিষ্পত্তি ন্যায্য কি না এই বিষয় বিচার করিতে আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

আমাদিগের বিবেচনায় জজ্ সাহেবের নিষ্পত্তি সম্পূর্ণ ন্যায্য হইয়াছে কেননা প্রথম ও দ্বিতীয় নিলামের ডাকের খেসারতের খাজানা নাম দিয়া নহে বরং সেই খেসারৎ বলিয়াই বাকীদার ডাক দেওনিয়া ব্যক্তি দায়ী হইতে পারে না যেহেতু ঐরূপ খাজানার সহিত এই ব্যক্তির কোন সংশ্রব নাই এবিধায়ে মোকদ্দমার এই ভাব গ্রহণ করিয়া আমরা খরচা সহিতে এই খাস আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম ইতি।

কি মিজ তাকের ও পরে নিলাম হইলে যে টাকা পাওয়া যায় তাহার মধ্যে বিভিন্নতা অর্থাৎ খেসারতের নিমিত্ত দায়ীনহে এবং এই বাকী খাজানার নালিশে ঐ খেসারৎ দিতে তাহাকে বাধ্য করা যাইতে পারে না।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৮ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেব } জজ্।

১৮৫৬ সালের ৮৪৫ নম্বরী দরখাস্ত।

চণ্ডী দাসী প্রতিবাদিনীর বিরুদ্ধে মহেশ্বরী দাসী বাদিনীর মোকদ্দমায় চৌকি নিকলির মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচরণ দাসের ১৮৫৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখের এক নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া জেলা ময়মন সিংহের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সৈএদ আহমদ বক্স খাঁ বাহাদুর ১৮৫৬ সালের ২৪ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় ১৮৫৬ সালের ১৫ জুলাই তারিখে মহেশ্বরী দাসী এআদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়————————দরখাস্তকারিণীর পক্ষ উকীল।

প্রতিপক্ষের উকীল নাই।

নিষ্পত্তির হেতু স্পষ্টরূপে লিখিবার নিমিত্ত এই মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরিত হইল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

দরখাস্তকারিণী ওজর দেয় যে কএক বৎসরের বাকী খাজানা বাবদী আসল ও সুদ হিসাবে মং ২০৬ টাকার নিমিত্ত সে ব্যক্তি নালিশ করিয়াছে এবং প্রতিবাদিনী কহে যে সে ব্যক্তি মং ১৯৬।০ টাকা দেয় কেবল মং ১২।৶৮ টাকা খাজানা বাকী আছে মাত্র। এই বাকী সে ব্যক্তি দিতে চাহিলে বাদিনী তাহা লইতে অস্বীকার করে।

মুনসেফ মৌসুফ বাদিনীকে সমুদয় টাকার ডিক্রী দেন।

প্রধান সদর আমীন মৌসুফ এই নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া রায় দেন যে প্রতিবাদিনী বাদিনীর দাবির অতিরিক্ত মং ১৮০॥৶৮ টাকা আদায় দেওয়া প্রমাণ করিয়াছে।

এই খাস আপীলের ওজর এই যে বাদিনীর নিকট মং ১২।।৶৮ টাকা দেনা থাকা প্রতিবাদিনী জওয়াবে স্বীকার করিবায় এবং মং ১৮০।।৶৮ টাকা দেওয়া প্রধান সদর আমীন অবধারিত করিবায় দাবি করা টাকা ও আদাই টাকার বিভিন্নতা অর্থাৎ ২৮ টাকা এক আনা পাওনেডিক্রী বাদিনীকে দেওয়া হাকীম মৌসুফের উচিত ছিল।

প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারি না কেননা তিনি প্রতিবাদিনীর জওয়াব প্রমাণ হইয়াছে বলিয়া রায় দেন যে যে মং ১৮০।।৶৮ টাকা আদায় দেওয়া হয় তাহা বাদিনীর নিকট দেনার পরিমাণের অধিক অতএব এই রায় ঐ দাখিলী জওযাবের সহিত অসঙ্গত ও পরস্পর বিরুদ্ধ হইবায় প্রতিবাদিনীর আদায়ী টাকা হইতে বাদিনী সমুদয় বাকী খাজানা পাওযা হইয়াছে ইহার কোন হিসাব প্রধান সদর আমীনের হৃৎপ্রত্যয় হইল তদ্বিষয়ে এক ব্যাখ্যা পাইবার জন্য আমরা এমোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৯ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস্ সাহেব } জজ্।

১৮৫৬ সালের ৪৮৩ নম্বরী দরখাস্ত।

এক বয়বাৎ জারি অন্তসারে দখল পাইবার প্রার্থনায় এক মোকদ্দমায় প্রতিবাদী অর্থাৎ বন্ধক দাতা এই ওজর দেয় যে বন্ধক গ্রহিতা অর্থাৎ বাদীঅথবা এক ব্যক্তির নামেবিরোধীয় সম্পত্তি ইজারা লওয়ায় তাহার মুনফা হইতে সকল দেনার টাকা পরিশোধ করিয়াছে। ইহাতে অবধারিত হইল যে এই ওজরের প্রতি তদন্ত করা উচিত।

দীনবন্ধু বসু প্রতিবাদির বিরুদ্ধে আনন্দমোহন পাল প্রভৃতি বাদীগণের মোকদ্দমায় জেলা ঢাকার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ নাজিম খাঁ বাহাদুরের ১৮৫৪ সাল ২৪ নবেম্বর তারিখের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া এ জেলার একটিং জজ্ শ্রীযুক্ত আর, জি, স্কট সাহেব ১৮৫৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় ১৮৫৬ সালের ২৪আপ্রিল তারিখে দীনবন্ধু বসু এআদালতে দরখাস্ত করে।

মেং আর, টি, এলান সাহেব ও বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়———————— } দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলদ্বয়।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত———প্রতিপক্ষের উকীলদ্বয়।

এক বয়বাত জারী করিয়া একটি সম্পত্তির দখল পুনপ্রাপ্ত হইবার প্রার্থনায় এই মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং এই দরখাস্তকারি প্রতিবাদীও বন্ধকদাতা থাকে এবং এই ব্যক্তি অধীন আদালতে এই এক প্রধান ইস্তু উত্থাপন করে যে বাদী হরিদাস কুণ্ডু তাহার ভাগিনেওর নামে এই বন্ধকী সম্পত্তি ইজারা লইয়া বন্ধকদাতার বিরুদ্ধে তাহার যে দাবি থাকে তাহার অধিক ঐ সম্পত্তির উপস্বত্ত্ব হইতে আদায় করিয়াছে।

এই ওজর সম্বন্ধে জজ্ সাহেব নিজ সম্মতিতে রায় দেন যে হরিদাস কুণ্ডু বন্ধক গ্রহীতার অধীন হউক বা না হউক এমোকদ্দমায় তাহার কোন সংশ্রব নাই কেননা

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস সাহেবের সর্টিফিকেট। বাদির এজহার এই যে নালিশী ও আমানতি টাকা অদ্যাবধি প্রতিবাদির নিকট পাওনা থাকায় তৎকর্ত্তৃক আদায় যোগ্য হইয়াছে। জজ্ সাহেব প্রমাণ সুনিয়া ও প্রতিবাদির উল্লেখিত হিসাব বহি সকল পরীক্ষা করিয়া ঐরূপ প্রমাণ দৃষ্টে মীমাংসা করেন যে বাদির হিসাবে ঐ টাকা খরচ হয় বটে। এস্থলে এই মোকদ্দমার এই ভাব গ্রহণ করিলে খাস আপীলের ঐ নিষ্পত্তির প্রতি আমরা হস্তক্ষেপ যে করিতে পারি তাহা আমার দৃষ্টি হয় না কিম্বা মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব প্রমাণ ভূমি খরিদের বিষয় তদন্ত করা জজ্ সাহেবের পক্ষে যে আবশ্যক ছিল তাহা আমি বিবেচনা করি না।

বিচার।

এমোকদ্দমায় প্রতিবাদী বাদির নিকট টাকা পাওয়া কিম্বা বাদির ব্যবহারে ও তাহার আদেশ মতে তাহা খরচ করা অস্বীকার করে নাই। তাহার কেবল আপত্তি এই যে সে ব্যক্তি বাদির নিমিত্ত এক সম্পত্তি খরিদ করিতে ব্যয় করিবায় ঐ টাকার নিমিত্ত সে দায়ী নহে। এক সম্পত্তি খরিদ করিবার জন্য ঐ টাকা ব্যয় করিতে বাদী প্রতিবাদীকে ক্ষমতা যে দিয়া ছিল অথবা তাহার নিজ হিসাবে ঐরূপ কোন সম্পত্তি যে খরিদ হইয়াছিল তাহা বাদী আপন জওয়াবল জওয়াবে অস্বীকার করে অতএব উভয় বিবাদির মধ্যের এই বিষয়ে স্পষ্ট ইস্যু একত্রীত করা উচিত ছিল কিন্তু জজ্ সাহেব ঐ বিষয়ের বিচার করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন বোধ হইতেছে কেননা বাদী প্রতিবাদির নিকট যে বিশেষ কারণে ঐ টাকা আমানত রাখে কহে তাহা প্রমাণ করিতে সে ব্যক্তি পারে নাই।

যাহাহউক আমাদিগের বিবেচনায় বিশেষ আদেশানুসারে খরচ করিবার জন্য প্রতিবাদির নিকট বাদী টাকা আমানত রাখে যখন এই প্রধান এজ্হার স্বীকার করা হইয়াছে তখন ঐরূপ প্রমাণ করিতে না পারা কোন কার্য্যের নহে এবং বাদির দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আপত্তি করিতে পারিবার নিমিত্ত ঐ সকল আদেশানুসারে ঐ টাকা সে ব্যক্তি যে খরচ করে তাহা প্রমাণ করা আবশ্যক। জজ্ সাহেবের রায়ে নালিশী টাকাতে এক সম্পত্তি খরিদ করিতে আদেশ পাওয়া সে ব্যক্তি প্রমাণ করিয়াছে কিন্তু সে ব্যক্তি প্রকৃত রূপে উক্ত খরিদ যে করে তদ্বিষয়ে তদন্ত করিতে জজ্ সাহেব অস্বীকার করিবায় সে ব্যক্তি তাহা প্রমাণ করে নাই অতএব আমাদিগের রায়ে এই বিষয়ে জজ্ সাহেবের নিষ্পত্তি দূষ্য হইয়াছে সুতরাং আমরা তাঁহার নিকট এই আদেশে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করি যে হাকীম মৌসুফ পুনরায় ইহা এই নথির শামিল করিয়া ও যদ্রূপ প্রতিবাদী কহে তদ্রূপ বাদির নিমিত্ত নালিশী টাকায় একটা সম্পত্তি খরিদ করিতে তাহার ব্যয় করা প্রমাণ করিতে প্রতিবাদীকে তলব করিয়া মীমাংসা কৃত সকল ঘটনা বিবেচনায় যদ্রূপ আবশ্যক সেই রূপ হুকুম দিবেন ইতি।

দেওয়া হইবার যে কথা বাদী কহে তাহা সে সপ্রমাণ করে নাই। অবধারিত হইল যে প্রতিবাদী যখন সেই টাকা পাওয়া অস্বীকার করে নাই তখন বাদির সম্মতিতে ঐটাকা ব্যয় করায় যে বিশেষ ওজর সে দেয় তাহা সপ্রমাণ করিতে সে ব্যক্তি আবদ্ধ ছিল এবং যে কারণে বাদী প্রতিবাদির নিকট টাকা আমানৎ রাখে তাহা বাদির প্রমাণ করিতে না পারা মাতবর বিষয় নহে।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৭ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস্ সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২০৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা বিরভূমের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী নজমুল হকের ১৮৫৩ সালে ৩১ মার্চ তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত ডবলিউ টি, টেলর সাহেব ১৮৫৪ সালের ৮ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মোহন্ত সুর্জনপুরী গোস্বামী (বাদী)————————আপেলান্ট।
মৃত লোচন নারায়ণ দেওর পুত্র ললত নারায়ণ দেও (প্রতিবাদী)———————————— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মুনসী আমীর আলী——————————————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ——————————————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

জজ সাহেব তামাদী আইনের বিষয় মিমাংসা করিতে ত্রুটি করিবায় সেই বিষয়ের নিষ্পত্তি হওন জন্য এই মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরিত হইল।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস ও শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেনস সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ১৪ আপ্রিল তারিখে এমোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

বাদী একটি ভূমি লাখেরাজ স্বরূপ দাবি করিয়া তাহার দখল প্রার্থনায় নালিশ করে এবং প্রতিবাদী সেই ভূমি মাল কহে ইহাতে প্রথম আদালতে তামাদী আইয়াম মোকদ্দমার বাধা ঘটে বলিয়া ঐ দাবি ডিস্‌মিস্ করেন। জজ সাহেব উক্ত আইন খাটার বিষয়ে ঐক্য হয়েন বটে কিন্তু ডিস্‌মিসের হুকুম পরিবর্ত্তন করিয়া দাবি নামঞ্জুর করেন। এস্থলে দরখাস্তকারী কহিতেছে যে কেন ঐ মোকদ্দমার বাধা হওয়া অবধারণ করেন জজ সাহেব তাহার কোন কারণ দেন নাই ও তিনি এক্ষণে যে হুকুম দেন তদ্দ্বারা ঐ দাবির বিষয়ে কি উপায় করিতে হইবে তাহা সে ব্যক্তি জ্ঞাত নহে। এবিধায়ে জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা সংশোধন হওয়া উচিত কি না এই বিষয় বিচার করিতে আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

জজ সাহেবের এই হুকুম স্পষ্ট দুষ্য ও ভুল হইয়াছে কেননা বদিস্যাৎ এমোকদ্দমার তামাদী আইন খাটে এমত হয় তাহা হইলে ঐ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করা হাকীম মৌসুফের উচিত ছিল কিন্তু এই বিষয়ে তিনি যে রায় প্রকাশ করেন তিনি তাহার কোন কারণ দেন নাই এবিধায়ে তামাদির বিষয়ে এক স্পষ্ট নিষ্পত্তি করিয়া তাহাতে যেরূপ আবশ্যক হয় সেই রূপ হুকুম দিবার নিমিত্ত জজ সাহেবের নিকট এই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৭ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৬ সালের ২১৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা বেহারের সদর মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী, সৈএদ মহম্মদ ইব্রাহিম ১৮৫৩ সাল ১১ আগষ্ট তারিখের এক ডিক্রী বাহাল রাখিয়া ঐ জেলার আডিসনেল জজ্ শ্রীযুক্ত ই, লেটোর সাহেব ১৮৫৪ সালের ১৪ আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

ফত্তে নারায়ণ (বাদী)————আপেলান্ট।
মহাদেও দত্ত প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)-রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
মুন্‌সী আমীর আলী————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ————রেস্পাণ্ডেন্টগণের মধ্যে রামলালের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ ও শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"দরখাস্তকারী এক হকসফার স্বত্ত্বাধীনে বলিয়া তাহার শরীক এক জন উমি ব্যক্তিকে যে সম্পত্তি বিক্রয় করে সেই বিরোধীয় বিষয় রক্ষা করিবার প্রার্থনায় নালিশ করে। ভূমির বিক্রয় বিষয়ে অধীন আদালত এই ২ ঘটনা দৃষ্টি করেন যে প্রথমে লিখিত হওয়া এক কওয়ালা অনুসারে ঐ সম্পত্তির মৎ ৭৫ টাকা মুল্য নির্দ্ধারিত হয় ও এই মুল্যেই দরখাস্তকারী ঐ সম্পত্তি খরিদ করিতে চাহে কিন্তু জজ সাহেব অবধারিত করেন যে সে ব্যক্তি ঐ মুল্যে তাহা পাইতে পারে না কেনন৷ ডিক্রীর পাওনাদার অর্থাৎ বাদী বিক্রেতার দেনার পরিশোধার্থ উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিনা লইবে অর্থাৎ ঐ পাওনাদারের নিকট বিরোধীয় সম্পত্তি দায়া থাকা দৃষ্টি করিবায় বিক্রেতা এক খানা দ্বিতীয় কওয়ালা লিখিয়া দিয়া মহাজনের টাকা পরিশোধ ও ফলতঃ তাহার খরিদ বাহাল রাখিবার মানসে মৎ ১৯৫ টাকায় তাহার মুল্য বৃদ্ধি করে।

"হকিকৎ বিবেচনায় নিজ হকসফার স্বত্ত্ব অনুসারে মৎ ১৯৫ টাকা উক্ত ভূমির মুল্য দিতে দরখাস্তকারী আবদ্ধ আছে ইহা জজ্ সাহেব বিবেচনা করিয়া বাদীর দাবি ডিস্‌মিস্ করেন।

দরখাস্তকারী খাস আপীলে এই ওজর দেয় যে যখন বিক্রেতা প্রথমে মৎ ৭৫ টাকা মুল্যে সম্মত হয় ও সে ব্যক্তি নিজেই এক বিপক্ষ মহাজনের হস্তহইতে রক্ষা পাইবার আশয়ে উক্ত বৃদ্ধি হওয়া মুল্য দেয় মাত্র তখন প্রথম নির্দ্ধারিত মুল্যেই দরখাস্তকারী নিজ হকসফার স্বত্ত্ব দাবি করিতে পারে তদর্থে সে ব্যক্তি ১৮৫২ সালের সদর আদালতের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্ট বহির ৮৫৯ পৃষ্ঠার লিখিত শিওদয়াল রায়ের মোকদ্দমা উল্লেখ করে তাহাতে নির্দ্ধারিত হয় যে একবার কৃত বিক্রয় নামঞ্জুর হইলেও সফার দাবি অপ্রসিদ্ধ হইতে পারে না।

সর্টিফিকেটের লিখিত বিষয় উত্থাপিত হয় নাই। ইহাতে অবধারিত হইল যে পূর্ব্বে যে স্বত্বদর্শিত হয় নাই বাদি প্রতিবাদির বিরুদ্ধে সেই নূতন স্বত্ব উত্থাপন করিয়া মোকদ্দমার ইস্তু সকল পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। এই নূতন স্বত্ব তদন্ত করণের নিমিত্তক যে দরখাস্ত করা হয় তাহা অগ্রাহ্য হইল।

"প্রথম কওয়ালায় যে মূল্য নির্দ্ধারিত হয় তাহাতে বিক্রয় সম্পন্ন করণে দরখাস্তকারির স্বত্বের বিরুদ্ধে জজ্ সাহেব যে বিধি করেন তাহা সন্দেহসূচক হইবায় আমরা ঐ বিষয় বিচার করিতে এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

"যদিস্যাৎ দরখাস্তকারির পক্ষে এই বিষয় মীমাংসা হয় তাহা হইলে দরখাস্তকারির প্রতি সফার স্বত্ব অর্শে বিরোধীয় সম্পত্তিতে সেই রূপ তাহার অপেক্ষা কৃত উৎকৃষ্টতর সম্বন্ধ থাকার বিষয়ে জজ্ সাহেব যে বিচার করেন তাহা অধীন আদালত স্পষ্ট রূপে মীমাংসা করিয়াছেন কি না এবিষয় এ আদালত বিবেচনা করিবেন কিম্বা তদ্রূপ না হইলে ঐ জন্য মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরণ করিবেন"।

বিচার।

অধীন আদালতের নিষ্পত্তি দৃষ্টি করিয়া আমরা দেখিলাম যে বাদী অর্থাৎ খাস আপেলাণ্ট খরিদারের বিরুদ্ধে এই বলিয়া হকসফার স্বত্বের দাবি করে যে শেষোক্ত ব্যক্তি যে সম্পত্তি খরিদ করে তাহাতে তাহার কোন হকসফার স্বত্ব ছিল না অথচ উভয় আদালত বাদির স্বত্বের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করেন এই রূপ হইবায় বাদির হকসফার দাবি পোষকতা করিবার পূর্ব্বে বাদির দ্বারা বিশেষ কওয়ালার দরুণ টাকা দেওয়া হইবে তাহার পরীক্ষা যদ্রূপ জজ্ সাহেব করিয়াছেন তাহা করা আবশ্যক ছিল না কেননা যে স্থলে ঐ হকসফার স্বত্ব নাই সে স্থলে আর কোন তদন্ত আবশ্যক নহে অতএব খাস আপীলের লিখিত হেতু এস্থলে উত্থাপিত হইতেছে না।

খাস আপেলাণ্ট এক্ষণে দর্শাইতেছে যে এই মোকদ্দমা পুন প্রেরিত হওয়া উচিত কেননা নিঃসন্দেহ প্রতিবাদির হকসফার স্বত্ব থাকিলেও খাস আপেলাণ্টেরও ঐ রূপ স্বত্ব আছে অতএব সে ব্যক্তি খাস রেস্পাণ্ডেণ্টের খরিদা সম্পত্তির এক হিস্যা পাইতে পারে।

দৃষ্ট হইতেছে যে অধীন আদালতদ্বয় উপস্থিত সওয়াল জওয়াব প্রমাণ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া যে ব্যক্তির হকসফার স্বত্ব নাই বাদী কহে তাহার বিরুদ্ধে বাদির হকসফার দাবি অগ্রাহ্য করিয়াছেন অতএব এই বলিয়া এক্ষণে বাদী মোকদ্দমার ইস্যু পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না যে প্রতিপক্ষের ও হকসফার স্বত্ব আছে সে জন্য তাহার খরিদা সম্পত্তির সমান অংশ সে ব্যক্তি নিজে পাইতে পারে। এই রূপ দাবি প্রথম আদালতে দর্শান উচিত ছিল।

উপরের লিখিত ভাবানুসারে আমরা খরচা সহিত এই খাস আপীল অগ্রাহ্য করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৭ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুয়েল্‌স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২১৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

হাজারিবাগের সদর মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুর রহিমের ১৮৫১ সাল ১৯ জানুয়ারি তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া ঐ জেলার গবর্নর জেনরেলের এজেন্টের প্রধান সহকারী শ্রীযুক্ত কাপ্তেন টি, সিম্‌সন সাহেব ১৮৫৪ সালের ৩১ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

রাজা সম্ভুনাথ সিংহ বাহাদুর (বাদী)——— আপেলাণ্ট।
অমিরকুঞ্জুর মাতা ও অছি সিবন কনোদী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——— } রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়——— আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

রেস্পাণ্ডেন্টের উকীল নাই।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

অধীন আদালতে বাদির কম মূল্য ধরার বিষয় উত্থাপিত না হওয়া স্থলে মোকদ্দমার সকল অবস্থা বিবেচনায় অধীন আপীল আদালত তাহা ধরিয়া বিচার করিবার ন্যায্য কর্ম্ম হয় নাই।

"কএক মৌজার কিছু দিনের নিমিত্ত প্রতিবাদির সহিত বন্দোবস্ত হয়বলিয়া বাদী মেতাবতের দখল পুনঃপ্রাপ্ত হইবার প্রার্থনায় নালিশ উপস্থিত করে ইহাতে মুনসেফ মোকদ্দমার গুণাগুণ বিবেচনায় মোকদ্দমা ডিক্রী করেন এবং প্রতিবাদী কর্তৃক আপীল হইলে সহকারী কমিস্যনর সাহেব ঐ হুকুম অন্যথা করিয়া এই হেতু ননসুটের হুকুম দেন যে অধীন হকুকের নিমিত্ত নালিশ হইবায় অনুমানিক প্রকৃত মূল্য না ধরিয়া ভুমক্রমে জমার তিন গুণ মূল্যে দাবি করা হইয়াছে।

"খাস আপীলের হেতু এই যে আপীলে কিম্বা অধীন আদালতে মূল্যের বিষয় উত্থাপিত হয় নাই অতএব ননসুটের হুকুম আইন বিরুদ্ধ হইয়াছে।

"১৮৫৪ সালের ৯ ধারার বিধি কিম্বা পূর্ব্বের প্রচলিত কোন আইন অনুসারে মূল্যের প্রতি আপত্তি ধরিয়া বাদির দাবি ননসুট করা অধীন আপীল আদালতের উচিত ছিল কি না এই বিষয় বিচার করিতে আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিতেছি"।

বিচার।

যেস্থলে মোকদ্দমার গুণাগুণের বিবেচনায় প্রথম আদালত বাদির পক্ষে ডিক্রী দেন ও প্রতিবাদী কর্তৃক আপীলে মূল্যের বিষয়ে ওজর উত্থাপিত হয় নাই সে স্থলে ১৮৫৪ সালের ৯ আইনের বিধি প্রমাণ ঐ ওজর তুলিয়া ননসুটের হুকুম দেওয়া প্রধান সহকারির উচিৎ ছিল না এবিধায়ে আমরা আপীল আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া মোকদ্দমা গুণাগুণের প্রতি পুনর্ব্বিচার হইবার জন্য তাঁহার নিকট ইহা পুনঃপ্রেরণ করি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৭ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২১৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের সদর আমীন শ্রীযুক্ত জে. এস. রেল সাহেবের ১৮৫৪ সাল ২৬ মে তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত এইচ, এফ, জেমস সাহেব ১৮৫৪ সালের ২২ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মহারাজাধিরাজ মাহাতাপচন্দ্র বাহাদুর (বাদী)--আপেলাণ্ট।
রামধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মুনসী আমীর আলী ————————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল নাই।

পত্তনী দারান যাহাদিগের হকুক বাকী খাজানার নিমিত্ত নিলাম হয় তাহাদিগেরও বাকী দায় ডাক দেওনীয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাকী খাজানার নিমিত্ত এক জমিদার নালিশ করে। অধীন আদালতের নিষ্পত্তির বাহালে এই অবধারিত হয় যে বাকিদার ডাক দেওনীয়া ব্য

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে এমোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

চন্দ্রহাটি তালুক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতিবাদী নীলমাধব এই দুই ব্যক্তিকে পত্তনী দেওয়া হয়। এই দুই ব্যক্তি ১২৫৮ সালের শেষ ষণ্মাসিক মালগুজারী আদায় দিতে না পারিবায় ১৮১৯ সালের ৮ আইনানুসারে ১২৫৯ সালের ৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখে ঐ তালুক নিলাম হয়। তৎকালে মং ৩১৩১/৪ টাকা দেনা থাকে ও নিলাম কালিন রামধন মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি মং ৩২০০ টাকা পণে ঐ তালুক খরিদ করে কিন্তু সমুদায় পণের টাকা না দেওয়ায় পুনরায় ১৪ জ্যৈষ্ঠ তারিখে মং ২২০৫ টাকা পণে ঐ তালুক রাম নাথ মুখোপাধ্যায়কে বিক্রীত হয়।

অতএব প্রথমে যে টাকার ডাক উঠে ও দ্বিতীয় বারে যে টাকা পণ পাওয়া যায় ইহার বিভিন্নতা অর্থাৎ খেসারতের নিমিত্ত বাকিদার ডাক দেওনীয়া রামধন মুখোপাধ্যায় ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারানুসারে স্পষ্ট দায়ী হইয়াছে।

উক্ত আইনের ধরাতে যে উপায় নির্দ্ধারিত আছে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া জমীদার মজকুর ঐ খেসারতের নিমিত্ত নালিশ না করিয়া যে তালুকদারানের সম্পত্তি বিক্রয় হইল তাহাদিগের ও বাকীদার ডাক দেওয়ানিয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১২৫৮ সালের শেষ ষণ্মাসিকের বাকী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে।

অধীন আদালত সাবেক পত্তনীদারানের বিরুদ্ধে জমীদারকে এক ডিক্রী দেন কিন্তু যে কালের নিমিত্ত ঐ বাকী পড়ে তৎকালের মধ্যে ঐ মহলের সহিত বাকীদার ডাক দেওনিয়া ব্যক্তির কোন সংস্রব না থাকা প্রযুক্ত সে ব্যক্তিকে ঐ বাকী খাজানার নিমিত্ত দায়ী অবধারিত করা যাইতে পারে না বিবেচনা করিয়া তাহাকে অব্যাহতি দেন।

খাস আপীলে জমীদার দর্শান যে উভয় তালুকদারান ও বাকীদার ডাক দেওনিয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে নালিশ ন্যায্য হইয়াছে ও প্রথম নিলামে যে টাকার ডাক উঠে ও দ্বিতীয় নিলামে যে টাকা পাওয়া যায় ইহার খেসারতের যে নাম দেওয়া হউক তাহার পক্ষে খাজানা ব্যতিত আর কিছুই নহে সেই খেসারতের নিমিত্ত শেষোক্ত ব্যক্তি দায়ী ও বাকি খাজানার নিমিত্ত প্রথমোক্ত ব্যক্তি দায়ী হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত অবস্থা বিবেচনায় অধীন আদালতের নিষ্পত্তি ন্যায্য কি না এই বিষয় বিচার করিতে আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

ক্তি নিজ তা কেঁর ও পত্তনি নিলাম হইলে যে টাকা পাওয়া যায় তাহার মধ্যে কিছি মতা অর্থাৎ খেসারতের নিমিত্ত দায়ীনহে এবং এই বাকী খাজানার নালিশে ঐ খেসারৎ দিতে তাহাকে বাধ্য করা যাইতে পারে না।

বিচার।

আমাদিগের বিবেচনায় জজ সাহেবের নিষ্পত্তি সম্পূর্ণ ন্যায্য হইয়াছে কেননা প্রথম ও দ্বিতীয় নিলামের ডাকের খেসারতের খাজানা নাম দিয়া নহে বরং সেই খেসারৎ বলিয়াই বাকীদার ডাক দেওনিয়া ব্যক্তি দায়ী হইতে পারে না যেহেতু ঐরূপ খাজানার সহিত এই ব্যক্তির কোন সংশ্রব নাই এবিধায়ে মোকদ্দমার এই ভাব গ্রহণ করিয়া আমরা খরচা সহিতে এই খাস আপীল ডিস্‌মিস্‌ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭সাল ১৮ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেব } জজ্।

১৮৫৬ সালের ৮৪৫ নম্বরী দরখাস্ত।

চণ্ডী দাসী প্রতিবাদিনীর বিরুদ্ধে মহেশ্বরী দাসী বাদিনীর মোকদ্দমায় চৌকি নিকলির মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচরণ দাসের ১৮৫৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখের এক নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া জেলা ময়মন সিংহের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সৈএদ আহম্মদ বক্স খাঁ বাহাদুর ১৮৫৬ সালের ২৪ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় ১৮৫৬ সালের ১৫ জুলাই তারিখে মহেশ্বরী দাসী এআদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

নিষ্পত্তির হেতু স্পষ্টরূপে লিখিবার নিমিত্ত এই মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরিত হইল।

বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়————————দরখাস্তকারিণীর পক্ষ উকীল।

প্রতিপক্ষের উকীল নাই।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

দরখাস্তকারিণী ওজর দেয় যে কএক বৎসরের বাকী খাজানা বাবদী আসল ও সুদ হিসাবে মং ২০৬ টাকার নিমিত্ত সে ব্যক্তি নালিশ করিয়াছে এবং প্রতিবাদিনী কহে যে সে ব্যক্তি মং ১৯৬।০ টাকা দেয় কেবল মং ১২।৵৮ টাকা খাজানা বাকী আছে মাত্র। এই বাকী সে ব্যক্তি দিতে চাহিলে বাদিনী তাহা লইতে অস্বীকার করে।

মুনসেফ মৌসুফ বাদিনীকে সমুদয় টাকার ডিক্রী দেন।

প্রধান সদর আমীন মৌসুফ এই নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া রায় দেন যে প্রতিবাদিনী বাদিনীর দাবির অতিরিক্ত মং ১৮০।।৵৮ টাকা আদায় দেওয়া প্রমাণ করিয়াছে।

এই খাস আপীলের ওজর এই যে বাদিনীর নিকট মং ১২৸৶৮ টাকা দেনা থাকা প্রতিবাদিনী জওয়াবে স্বীকার করিবায় এবং মং ১৮০৸৶৮ টাকা দেওয়া প্রধান সদর আমীন অবধারিত করিবায় দাবি করা টাকা ও আদাই টাকার বিভিন্নতা অর্থাৎ ২৮ টাকা কএক আনা পাওনেডিক্রী বাদিনীকে দেওয়া হাকীম মৌসুফের উচিত ছিল।

প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারি না কেননা তিনি প্রতিবাদিনীর জওয়াব প্রমাণ হইয়াছে বলিয়া রায় দেন যে যে মং ১৮০।৸৶৮ টাকা আদায় দেওয়া হয় তাহা বাদিনীর নিকট দেনার পরিমাণের অধিক অতএব এই রায় ঐ দাখিলী জওয়াবের সহিত অসঙ্গত ও পরস্পর বিরুদ্ধ হইবায় প্রতিবাদিনীর আদায়ী টাকা হইতে বাদিনী সমুদয় বাকী খাজানা পাওয়া হইয়াছে ইহার কোন হিসাব প্রধান সদর আমীনের হুৎপ্রত্যয় হইল তদ্বিষয়ে এক ব্যাখ্যা পাইবার জন্য আমরা এমোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৯ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস্ সাহেব } জজ্।

১৮৫৬ সালের ৪৮৩ নম্বরী দরখাস্ত।

এক বয়বাৎ জারি অনুসারে দখল পাইবার প্রার্থনায় এক মোকদ্দমার প্রতিবাদী অর্থাৎ বন্ধকদাতা এই ওজর দেয় যে বন্ধক গ্রহিতা অর্থাৎ বাদী অন্য এক ব্যক্তির নামেবিক্রোধীয় সম্পত্তি ইজারা লওয়ায় তাহার মুনফা হইতে সকল দেনার টাকা পরিশোধ করিয়াছে। ইহাতে অবধারিত হইল যে এই ওজরের প্রতি তদন্ত করা উচিত।

দীনবন্ধু বসু প্রতিবাদির বিরুদ্ধে আনন্দমোহন পাল প্রভৃতি বাদীগণের মোকদ্দমায় জেলা ঢাকার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ নাজিম খাঁ বাহাদুরের ১৮১৪ সাল ২৪ নবেম্বর তারিখের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ঐ জেলার একটিং জজ্ শ্রীযুক্ত আর, জি, হুট সাহেব ১৮৫৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় ১৮৫৬ সালের ২৪আপ্রিল তারিখে দীনবন্ধু বসু এআদালতে দরখাস্ত করে।

মেং আর, টি, এলান সাহেব ও বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়—————— } দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলদ্বয়।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত——প্রতিপক্ষের উকীলদ্বয়।

এক বয়বাত জারী করিয়া একটি সম্পত্তির দখল পুনপ্রাপ্ত হইবার প্রার্থনায় এই মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং এই দরখাস্তকারি প্রতিবাদী ও বন্ধকদাতা থাকে এবং এই ব্যক্তি অধীন আদালতে এই এক প্রধান ইস্তু উত্থাপন করে যে বাদী হরিদাস কুণ্ডু তাহার ভাগিনেওর নামে এই বন্ধকী সম্পত্তি ইজারা লইয়া বন্ধকদাতার বিরুদ্ধে তাহার যে দাবি থাকে তাহার অধিক ঐ সম্পত্তির উপস্বত্ত্ব হইতে আদায় করিয়াছে।

এই ওজর সম্বন্ধে জজ্ সাহেব নিজ সম্মতিতে রায় দেন যে হরিদাস কুণ্ডু বন্ধক গ্রহীতার অধীন হউক বা না হউক এমোকদ্দমায় তাহার কোন সংশ্রব নাই কেননা

অন্যায় কর্ম্মের লাভভোগী হইতে পারে না ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক হানি কৃত হয় নাই এই নিয়ম বিশেষ রূপে এমোকদ্দমায় খাটিতেছে। বাদী সরকার বাহাদুরের নিকট যে ঋণী আছে ও সাবেক মালিককে যে জামিন দেওয়া হয় তাহার আদায় নিমিত্ত ঐ টাকায় প্রতি সরকার বাহাদুরের যে কোন স্বত্ব আছে ইহা তর্ক করা হয় নাই আর বাদী আপন একরার অনুসারে কর্ম্ম করে নাই বলিয়া কেবল সরকার বাহাদুর বল গ্রহণ করিতেছেন মাত্র।

আমাদিগের রায়ে এমোকদ্দমা এরূপ নহে যে তাহাতে বাদী যে অব্যাহতি প্রার্থনা করিতেছে সে ব্যক্তি তাহা পাইলে এমত বলা যাইতে পারিবে যে বাদী আপন অন্যায় কর্ম্মের লাভভোগী হইল কিম্বা এরূপ মোকদ্দমাও নহে যে তাহাতে সরকারী উকীল যে মূল নিয়ম উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যথার্থ বিচারানুসারে খাটিতে পারে।

যে২ মোকদ্দমায় সহ্যকৃত ক্ষতিতে বাদী নিজে সহায়তা করিয়াছে কিম্বা যে কর্ম্মেতে ঐ ক্ষতি ঘটে তাহাতে সম্মত থাকে সেই২ মোকদ্দমাতে এই মূল নিয়ম সচরাচর খাটে যাহাহউক আমরা এমোকদ্দমায় বাদির পক্ষে কোন গর্হিত দোষ ও এরূপ স্বেচ্ছাক্রমে অমনোযোগ দেখিতে পাই না যে তদ্দ্বারা তাহার প্রার্থনীয় অব্যাহতি সে ব্যক্তি পাইতে পারে না। এস্থলে বিবেচনা কর্ত্তব্য রূপে গণ্য হয় অর্থাৎ যেস্থলে নালিশ করণের স্বত্বের পূর্ব্বে বাদির আপন একরার অনুসারে কর্ম্ম করণ এক সর্ত্ত হইবে সেই স্থলেই বাদির ঐ রূপ কর্ম্ম করা না করা প্রতিবাদির পক্ষে এক বিবেচনার বিষয় হয় কিন্তু বাদির পক্ষে এরূপ কর্ম্ম করা হয় নাই যে সে ব্যক্তি আদালতে নালিশ করিতে পারিবে না। ইহা দৃষ্ট করিতে হইলে আমরা একরারের আসল বিষয় ও একরারের আবদ্ধ উভয় পক্ষের অভিপ্রায় দেখিব কেননা যদিস্যাৎ বাদী উত্তম বিশ্বাসের সহিত কর্ম্ম করিয়া আপন একরার অনুসারে কর্ম্ম করিতে আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা হইলে এআদালত ঐ সকল সর্ত্তানুসারে কর্ম্ম করণের তুচ্ছ ও গরমাতবর অন্যথাচরণের অনিষ্টকর লাভভোগ করিতে প্রতিবাদীকে দিবেন না।

বাদী আপন একরার অনুসারে কর্ম্ম যে করিয়াছিল ও সর্ত্তাধীন মেয়াদের কিছু দিন পরে চুক্তির সমুদয় টাকা আদায় দিয়া সেই একরার সম্পন্ন করিতে তৎপর ও ইচ্ছুক ছিল ইহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। এস্থলে আমাদিগের স্পষ্ট রায় হইতেছে যে এমোকদ্দমায় সময় অর্থাৎ মেয়াদ এই একরারের আসল বিষয় নহে কেননা একরারের রকমে কিম্বা সর্ত্তে এরূপ কিছু নাই যে তদ্দ্বারা ঐরূপ সিদ্ধান্ত হইবে আর আদায়ের নির্দ্ধারিত সর্ত্তানুসারে কর্ম্ম করা যে আবশ্যক বাদির প্রতি এরূপ কোন স্পষ্ট সমাচার দেওয়া হয় নাই আর বাদী স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ঐ সময় নির্দ্ধারিত করে ও বন্দোবস্ত না হওয়া প্রদেশে সরকার বাহাদুর ও তাহাদিগের ইজারদারানের মধ্যে আদায়ের বিষয়ের ঠিক নিয়মের প্রতি জেদ করা সচরাচর পদ্ধতি নহে।

যে সময়ে দিবার কথা তাহার ৫ দিন পরে যখন বাদী দ্বিতীয় দফে ২০০ টাকা দিতে চাহে তখন কাচারের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব একরার অনুসারে কর্ম্ম না হওয়া স্পষ্ট

যার অনুসারে কর্ম্ম করণের আন্তরিক ভাব প্রকাশ করিয়াছে তখন এ আদালত উক্ত সর্ত্তানুসারে কর্ম্ম করণের গরমাতবর অন্যথা চরণের লাভ ভোগী প্রতিবাদিকে হইতে দিবেন না আর যখন বাদী নিজ একরার অনুসারে কর্ম্ম করিতে বিলম্ব করিয়াছে বলিয়া প্রতিবাদি তাহার নামে এক নালিশ রক্ষা করিতে পারিত না তখন তিনি অর্থাৎ প্রতিবাদি আমানতি টাকা হারাণের প্রতি দাবি করিতে পারেন না।

হেতুকে ঐ টাকা লইতে যে অস্বীকার করেন কিম্বা তৎকালে কি তাহার পূর্ব্ব বিলম্ব সূত্রে যে নালিশ করেন ইহা দৃষ্ট হইতেছে না।

বরং তদ্বিপরীতে বাঙ্গালা ১২৪৮ সালের ১৮ কার্ত্তিক মোং ইং ১৮৪১ সালের ২ নবেম্বর তারিখে যৎকালে ঐ টাকা দাখিল করিতে চাওয়া হয় ও বাদী ও রোজ গত হওয়া স্বীকার করিয়া অবশিষ্ট টাকা দিবার অনুমতি প্রার্থনা করে তৎকালে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মৌসুক তাহার দরখাস্তের পৃষ্ঠে এক হুকুম লিখিয়া তাহাকে জানান যে তৎকালে টাকা লইবার আবশ্যক নাই তাহাতে ইহা স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে আবশ্যক হইলে টাকা দিতে হইবেক।

আমাদিগের বিবেচনায় ঐ রূপ হেতুকে বাদির টাকা দিতে চাহিলে তাহা লইতে অস্বীকার করা, বাদির নিজ একরার অনুসারে কর্ম্ম না করা অগ্রাহ্য অথবা মাপ করণের তুল্য গণ্য হইয়াছে ও তাহাকে সে ব্যক্তি যাহা দিয়াছে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওন ও তাহার দেয় টাকা গ্রাহ্য করণ জন্য প্রতিবাদী কর্ত্তৃক একরারের সর্ত্ত সম্পন্ন করণের প্রার্থনায় বাদির নালিশ করিবার স্বত্ব রাখিয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় ফলতঃ ইহাকে প্রতিবাদির পক্ষে একরার অনুসারে অন্যায় কর্ম্ম করা অথবা নিষেধ করা বুঝায় ও উভয় পক্ষেই বাদির অনিষ্ট করিয়া আমরা প্রতিবাদিকে ইহার লাভ ভোগী হইতে দিতে পারি না।

১৮৪১ সালের ২ নবেম্বর তারিখ যৎকালে ঐ বাকী টাকা দিতে চাওয়া হয় ও ১৮৪২ সালে ৮ ফিব্রুয়ারি তারিখ যৎকালে বন্দোবস্ত করা হয় এই দুই সময়ের মধ্যে যে কি ঘটিয়াছিল নথিতে তাহা সাব্যস্ত করিবার কোন প্রমাণ নাই এবং বাদী ও অন্যান্য ব্যক্তির সহিত তৎকালে যে বন্দোবস্ত হয় তাহার রকম বিবেচনায় ঐ বন্দোবস্ত সমাপ্ত করণ মানসে না হউক বরং বাদির সহিত যে বন্দোবস্তের প্রস্তাব হয় তাহা সংশোধন করণ মানসেই বাদী টাকা দিতে চাহিলে তাহা অগ্রাহ্য করা হয় আর বাদী টাকা আদায় দিতে যে বিলম্ব করিয়াছিল তাহা অতি তুচ্ছ ও তাহাতে প্রতিবাদির কোন হানি হয় নাই আর বাদির আপন একরার সম্পূর্ণ করিতে বিলম্ব হওয়া হেতুতে বাদির বিরুদ্ধে খেসারৎ পূরণের নিমিত্ত প্রতিবাদী যে এক নালিশ রক্ষা করিতে পারিত না ইহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। ঐ রূপ হওয়ায় বাদির আমানতি টাকা হারাণ পক্ষে হকিকৎ বিবেচনায় প্রতিবাদী যে দাবি করিতে পারে ইহা আমরা অনুমতি করিতে পারি না কেননা জষ্টিস ষ্টোরি কর্ত্তৃক উক্তয় কথিত হইয়াছে যথা " হকিকৎ আদালতহায়ের উপদেশে খেসারত পূরণ ভিন্ন হারাণ পক্ষে বিধি করে না" অতএব যে স্থলে প্রথমোক্তের কোন কারণ না থাকে সে স্থলে শেষোক্তের স্বত্ব হইতে পারে না।

অতএব আমাদিগের বিবেচনায় বাদী যে অব্যাহতি প্রার্থনা করিতেছে তাহা সে ব্যক্তি পাইতে পারে এবিধায়ে আমরা জজ সাহেবের নিষ্পত্তি বাহাল রাখিয়া খরচা সহিত আমরা এই আপীল ডিসমিস করিলাম।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবের রায়। এমোকদ্দমায় বাদী এজহার করে যে ভুবনময় সিংহ রাজকুমার নামে তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নিজ নামে জেলা কাচারস্থিত জমিদারী সমদাবাদ ভোগ করিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয় তৎকালে সদর খাজানা বাবুদি মং ৮৩৯ টাকা ও সরকার হইতে তাহাকে যে আগামী টাকা দেওয়া হয় সেই বাবদী মং ২৪২৪৸৴১ টাকা বাকী থাকে আর বাদী আপনার সহিত ঐ বন্দোবস্ত করিতে চাহে ও বাদিস্যাৎ ঐ

সম্পত্তি তাহাকে দেওয়া হয় তাহা হইলে ৮ কিস্তিতে উক্ত আগামি পাওয়া টাকা পরিশোধ করিতে চাহে তাহাতে ১২৪৯ সালের ৩০ চৈত্র মোং ১৮৪৩ সালের ১১ আপ্রেল তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে সমুদয় টাকা আদায় দেওয়া হইলে কাচারের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাহার সর্ত্তে সম্মত হয়েন আর ১৮৪১ সালের ১২ আক্টবর তারিখে বাদী সাহেব মৌসুফের খাজাঞ্চি খানায় মং ২০০ টাকা আমানত দেয় ও যৎকালে অপর মং ২০০ টাকা বাদী আদায় দিতে চাহে তৎকালে ঐ টাকা আবশ্যক নাই বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করা হয় তদন্তর সদর খাজানা বাবদী মং ৮৩৯ টাকা আদায় দিলে সেই বিবেচনায় উক্ত সম্পত্তি দুই অংশে বিভক্ত হয় কিন্তু সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আগামী টাকা বাবদী বাদির আমানতী মং ২০০ টাকা ফেরৎ দিতে অস্বীকার করেন অতএব এই টাকার নিমিত্ত বাদী নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

কাচারের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব উপরোক্ত এজহার স্বীকার করিয়া এই জওয়াব দেয় যে নির্দ্ধারিত মেয়াদ মধ্যে দেওয়া হয় নাই বলিয়া দ্বিতীয় মং ২০০ টাকা অগ্রাহ্য করিয়াছে অনন্তর উক্ত সম্পত্তি দুই অংশে বিভক্ত হইয়া বাদী ও অন্যান্য ব্যক্তির দেওয়া সর্ত্তানুসারে তাহার বন্দোবস্ত করা হয়।

জেলার জজ্ সাহেব বাদীকে এক ডিক্রী দেন কেননা যে একরার অনুসারে ঐ টাকা দেওয়া হয় তাহা পরস্পর ত্যাগ করিয়াছে ও তাহাতে এরূপ কোন দণ্ড বিধান নাই যে তদ্দ্বারা ঐ টাকা হারাণ পক্ষে ডিক্রী দেওয়া যাইতে পারে।

প্রমাণের দ্বারা প্রকাশ যে বাদী ঐ মর্ম্মে দরখাস্ত করিলে যে জমীদারী তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার দখলে ছিল ১৫ রোজের মধ্যে ৪০০ টাকা ও বাঙ্গালা ১২৪৯ সালের ৩০ চৈত্র তারিখে বাকী টাকা দিলে কাচারের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বাদির সহিত উক্ত সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিতে সম্মত হয়েন আর প্রথম কিস্তির যে মেয়াদ দেওয়া হয় তন্মধ্যে কেবল মং ২০০ টাকা দেওয়া হয় মাত্র ও ঐ মেয়াদের ৫ রোজ পরে আর ২০০ টাকা দিতে চাহিলে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মৌসুফ আবশ্যক নাই যখন আবশ্যক হইবে তখন চাওয়া হইবে বলিয়া তাহা লইতে অগ্রাহ্য করেন আর ১২৪২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে উক্ত সম্পত্তির নূতন বন্দোবস্ত করা হয় ও যে আগামী টাকা বাদী দিতে সম্মত হইয়াছিল তাহা অনাদায়ী বলিয়া হিসাবে খরচ লেখা হয়।

আমার বিবেচনায় বাদির পক্ষে ১৫ রোজের মধ্যে মং ৪০০ টাকা ও ৩০ চৈত্র তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে বাকী টাকা দেওয়া সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট হইতে জমীদারির বন্দোবস্ত পাইবার পূর্ব্বের এক সর্ত্ত মাত্র অতএব বাদির পক্ষে সমুদয় একরার মত কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে পর অন্য পক্ষের দায়ীত্ব অর্শিবে এবং যখন ভিন্ন২ কিস্তির ভিন্ন২ সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে তখন টাকা আদায় একরারের এক আসল বিষয় বলিতে হইবেক। এইভাব গ্রহণ করিয়া মেয়াদ মধ্যে প্রথম কিস্তির টাকা আদায় না হইবায় একরার হইতে আপনাকে অব্যাহতি কর. প্রতিপক্ষের অর্থাৎ কাচারের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য ও বাদী আপন একরারের এক অংশ মাত্র সম্পন্ন করিলে কোন স্বীকৃত মূল নিয়মে একরার অনুসারে কিম্বা তাহার টাকা ফেরৎ পাইবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারেন যদিও বাদির কর্ম্ম দ্বারা প্রতিবাদী লাভভাগী হইয়াছে বটে।

আরও সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মৌখিক প্রথম ২০০ টাকা গ্রহণ করিয়া ও যৎকালে দ্বিতীয় ২০০ টাকা দিতে চাওয়া হয় তৎকালে যে রূপ রায় দেওয়া হয় সেই রূপ রায় দিয়া পূর্ব্বের কএক সর্ত্ত অনুসারে বাদির কর্ম্ম করণ হইতে তাহাকে অব্যাহতি দেন নাই অথবা জজ সাহেব যদ্রূপ কহিয়াছেন সেই রূপ প্রয়োগ করিলে একরারের সর্ত্ত ত্যাগ করেন নাই বোধ হইতে তিনি প্রথম কিস্তি বাবদী প্রথম মং ২০০ টাকা গ্রহণ করেন ও মেয়াদ মধ্যে দেওয়া হয় নাই বলিয়া শেষ ২০০ টাকা লইতে অস্বীকার করেন আর তৎ কালে চাহি না যদি আবশ্যক হয় তবে চাওয়া যাইবে বলিয়া যে রায় দেওয়া হয় তাহা টাকা লইতে অস্বীকারের সহিত যোগ করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে তদ্দ্বারা একটা নূতন বন্দোবস্তে আবদ্ধ হইবার সম্ভাবনার ইঙ্গিৎ বুঝায়।

যখন বাদি আপন একরার অনুসারে কর্ম্ম করিতে না পারিবায় আপনা হইতে নালিশ করা হইতে রহিত হইয়াছে তখন জজ সাহেবের নিষ্পত্তি বাহাল করিয়া খরচা সহিত বাদির দাবি ডিসমিস করা আমার অভিপ্রায় ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৪ ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২০৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সাহাবাদের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় চন্দ্রলাল বাহাদুরের ১৮৫২ সালের ২৭ আপ্রিল তারিখের এক ডিক্রী বাহাল রাখিয়া ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, টেলর সাহেব ১৮৫৪ সালের ২৫ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মোসম্মাৎ প্রাণপ্যারী ও মোসম্মাৎ রক্ষিয়া (প্রতিবাদিনীগণ)———— } আপেলাণ্টগণ।
সীওলাল সিংহ (বাদি)————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু মধুনাথ পণ্ডিত ও বাবু কালী প্রসন্ন দত্ত———— } আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীলদ্বয়।
মুনসী আমীর আলী————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

খরচা বিষয়ক এক হুকুমের অসম্মতিতে অধীন আপীল আদালতের রেস্পাণ্ডেণ্ট এক স্বতন্ত্র আপীল

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ১৫ আপ্রিল তারিখে এমোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

এক ডিক্রীদার যে ব্যক্তি মাল তালিকা দাখিল করে ও যে ব্যক্তির দখলে ঐ সকল মাল থাকে ঐ উভয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যে কতক স্থলীন ভূপভোগী পত্তু এক তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারিতে ক্রোক করা হইয়াছে, সে তাবৎ পুনপ্রাপ্ত হওণ প্রার্থনায় ও সেতাবৎ ক্রোক হইবার তদ্দ্বারা সম্ভাবিত উপকার না হওন জন্য খেসারতের দাবিতে এই নালি

উপস্থিত করা হইয়াছে ইহাতে প্রধান সদর আমীন যে ব্যক্তির সত্ত্বে ঐ সকল পত্র থাকে সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেত্তাবত্তের নিমিত্ত বাদীকে ডিক্রী দেন কিন্তু ক্ষতির নিমিত্ত দাবি অগ্রাহ্য করিয়া ডিক্রীদারকে অব্যাহতি প্রদান করেন।

এই বিচারে ডিক্রীদারের অব্যাহতি হওয়া ও ক্ষতি বিষয়ক দাবি অগ্রাহ্য হওয়ায় অসন্তুষ্ট হইয়া বাদী এবং ডিক্রীদার অধীন আদালতের ডিক্রী দ্বারা অব্যাহতি পাইলেও আপনার খরচা জিম্মা হইবায় সেন্যক্তিও আপীল করে।

যৎকালে বাদির আপীল জজ সাহেবের সমক্ষে উপস্থিত থাকে তৎকালে হাকিম মৌসুফ অধীন আদালতের নিষ্পত্তি সংশোধন করিয়া ডিক্রীদার প্রাণপ্যারির নিকট যে ক্ষতির দাবি হয় তাহার নিমিত্ত উক্ত ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে নালিশের তারিখ হইতে এই তারিখ পর্য্যন্ত আসল টাকার সুদ ও খরচা এবং এই তারিখ হইতে আদায়ের তারিখ নাগাইদের ডিক্রীর সমুদায় টাকার সুদ সমেত আপেলাণ্টকে ডিক্রী দেন।

এই নিষ্পত্তির অসম্মতিতে উক্ত ডিক্রীদার এক্ষণে খাস আপীল করিয়া দর্শাইতেছে যে বাদির আপীল জজ সাহেব কখন গ্রাহ্য করেন নাই ও তাহার নিজের প্রতি হাজিরী নিমিত্ত এস্তেহার জারী করা হয় নাই অথচ তৎকালে হাকিম মৌসুফ প্রধান সদর আমীনের হুকুম সংশোধন করেন।

জজ্ সাহেব আপন রায়ে লেখেন যে " দৃষ্ট হইতেছে যে এ মোকদ্দমায় উভয় বিবাদী এ আদালত সমক্ষে উপস্থিত থাকে ও রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীলগণ বাদানুবাদ করে এজন্য উপরোক্ত সংশোধন দ্বারা রেস্পাণ্ডেণ্টের ক্ষতি বৃদ্ধি হইলেও তাহার প্রতি এস্তেহার দেওয়া প্রয়োজন নাই "।

এবিধায়ে প্রথমে রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর এস্তেহার জারী না করিয়া উপরোক্ত সকল অবস্থা বিবেচনায় রেস্পাণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি সংশোধন করা জজ সাহেবের উচিত ছিল কি না এই বিষয় বিচার করিবার নিমিত্ত আমরা এই খাস আপীল করিলাম।

করিবার বিচারের বিধি বিবেচনায় যে ব্যক্তি আদালতের সমক্ষে উপস্থিত থাকে বলিয়া তাহার প্রতি সমনজারী না করিয়া জজ সাহেব অধীন আদালতের নিষ্পত্তি সংশোধন করণ স্থলে অবধারিত হইল যে এরূপ কার্য্য রীতি বিরুদ্ধ ও রেস্পাণ্ডেণ্টের হাজিরী জন্য রীতিমত এস্তাহার জারী করা ও তাহাকে জওয়াব দাখিল করিবার সময় দেওয়া হাকীম মৌসুফের উচিত ছিল।

বিচার।

প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে জজ সাহেবের সমক্ষে দুই আপীল উপস্থিত হয় তন্মধ্যে ঐ নিষ্পত্তির যে অংশে এই খাস আপেলাণ্টকে আপন মোকদ্দমার খরচা জিম্মা করে তাহার অসম্মতিতে ও এই খাস রেস্পাণ্ডেণ্ট যে ব্যক্তি এ মোকদ্দমায় বাদী সে ব্যক্তি খাস আপেলাণ্টকে নিজ দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অসন্তুষ্ট বিধায়ে এ নিষ্পত্তির অসম্মতিতে আপীল করে। জজ সাহেব বাদির আপীল ধরণ পূর্ব্বক মোকদ্দমার গুণাগুণের প্রতি তদন্ত করিয়া খাস আপেলাণ্টের প্রতি সমন অর্থাৎ এস্তেহার জারি না করিয়া অধীন আদালতের নিষ্পত্তি সংশোধন করেন। তৎকালে খাস আপেলাণ্টের উকীল তাহার নিজের আপীল চালাইতে উপস্থিত থাকিয়া সে মোকদ্দমায় জজ্ সাহেবের সমক্ষে বাদানুবাদ করিবার ক্ষমতা না পাইলেও আদেশ অতিরিক্ত অর্থাৎ খাস আপেলাণ্ট উপস্থিত না থাকিলেও তাহার হইয়া বাদানুবাদ করে এই সকল অবস্থা বিবেচনায় আমাদিগের রায় হইতেছে যে খাস আপেলাণ্টের হাজিরী নিমিত্ত রীতিমত তাহার নামে এস্তেহার জারী করা ও গুণাগুণ বিষয়ক আপীলের বিরুদ্ধে তাহার জওয়াব ও সকল আপত্তি দাখিল করিবার সাবকাশ তাহাকে দেওয়া জজ্ সাহেবের উচিত ছিল।

অতএব খাস আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি সংশোধন করিয়া জজ্ সাহেব যে হুকুম দেন তাহা রীতি বিরুদ্ধ এবিধায়ে আমরা ঐ হুকুম অন্যথা করিয়া এই আদেশে মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইতেছি যে জজ্ সাহেব এই খাস আপেলাণ্ট

ও অন্যান্য রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব দিয়া উক্ত আপীলের বিচার করণ পূর্ব্বক নূতন নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৫ ফিব্রুয়ারি।

এজ্‌লাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্‌।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৪ সালের ২৩৬ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সারণের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মির্জা মহম্মদ সাদিক খাঁ বাহাদুর ১৮৫৪ সালের ১৭ আপ্রিল তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

বাবু গঙ্গাগোবিন্দ (বাদী) ——————— আপেল্যাণ্ট।
বাবু ভগবান লাল সাহু প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মৌলবী অক্তারুদ্দীন মহম্মদ ও সৈএদ মরুহাম্মং জোমেন ——————— } আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল দ্বয়।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মুন্‌সী আমীর আলী ——— রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল দ্বয়।

ডিক্রির যে মদার বাদীকে মালিকি স্বত্ব হস্তান্তর করিয়াছে বলিয়া এক ডিক্রী জারির নিলাম অন্যথা করণ প্রার্থনায় এক নালিশ অবধারিত হইল যে যদিও বাদির সহিত বন্দোবস্ত হওয়ার ব্যাপার হইতে মালিকী স্বত্ব তাহাকে অর্পণ পক্ষে এক

কোং ১৪৯৫২৸৴২ টাকার দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত।

১৮৪৪ সালের ২ আপ্রিল তারিখে সৈএদপুর কন্‌ হরিয়াতে নিমু বক্সের যে স্বত্ত্ব ও সম্বন্ধ থাকে সেতাবৎ এক ডিক্রী জারিতে বিক্রীত হয় ও ভগবান লাল সাহু নামে প্রতিবাদী তাহা খরিদ করিয়া দৃষ্টতঃ বিনা তাপত্তিতে উক্ত সম্পত্তির দখল প্রাপ্ত হয় কিন্তু ডিক্রীর পূর্ব্বে উক্ত মৌজার মালিকী স্বত্ত্ব নিমু বক্স তাহাকে হস্তান্তর করিয়াছে বলিয়া ঐ নিলাম রহিত করিবার প্রার্থনায় নিলামের পরে প্রধান সদর আমীনের নিকট সরাসরী রূপে এক দরখাস্ত করিলে * প্রধান সদর আমীন মৌসুফ ঐ নিলাম রদ করেন। অনন্তর জজ সাহেবের নিকট তাহার আপীল হইলে ঐ হুকুম সম্পূর্ণ বেআইন হইয়াছে বলিয়া তাহা রদ করা হয় তাহার পরে ১৮৪২ সাল নাগাইদ কোন উপায় করা হয় নাই অর্থাৎ কেবল সেই সময়ে উক্ত নিলাম অন্যথা করণ ও তাহাতে যে সম্পত্তি বিক্রীত হয় তাহা পুন প্রাপ্ত হওন প্রার্থনায় বাদী এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

ইহাতে তাহার এজহার যে বিরোধীয় মৌজা তাহার কুটুম্ব নিমু বক্স ও যশবক্স বক্সের লাখেরাজ সম্পত্তি, রাজস্ব মোতালকের হাকিমান কর্ত্তৃক বাজেআপ্ত হইলে পর উক্ত দুই স্ত্রী লোকের সহিত ইহার বন্দোবস্ত করিতে বোর্ড আদেশ দেন। অনন্তর তাহারা বাদীকে উক্ত সম্পত্তি দিয়া ১৮৪২ সালের ২৯ নবেম্বর তারিখে তাহার সহিত বন্দোবস্ত ও কালেক্টর সাহেবের বহিতে নাম খারিজ দাখিল করিবার প্রার্থনায় এক দরখাস্ত

* সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৫২ সালের ফয়সলা বহির ৬০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত ও ঐ সালের ১০ জুন তারিখে নিষ্পন্ন মহম্মদ নসিরুদ্দীনের মোকদ্দমা।

কালেক্টর সাহেবের নিকট করে তাহাতে তদ্রূপ করা হয় আর সে ব্যক্তি নিলামের তারিখ নাগাএদ অবিরোধে বিষয় ভোগ দখল করিয়া আসিয়াছে ও কালেক্টরিতে তাহার নাম খারিজ দাখিল হইলে পর নিমু বহু ও যশবন্ত বহুর উক্ত সম্পত্তিতে কোন সম্বন্ধ ছিল না। বাদী আরও কহে যে অনেক বিষয়ে ঐ নিলাম অরীতি হইয়াছে ও প্রতিবাদীগণ নিলামের অছিলায় কেবল নিমু বহুর অংশ নহে যশবন্ত বহুর অংশ ও দখল করিয়াছে।

প্রতিবাদীগণ বাদির মালিকী স্বত্ত্ব অস্বীকার করিয়া কহে যে সে ব্যক্তি মালিক স্বরূপ কখন দখল পায় নাই ও সমুদায় মৌজা নিমু বহুর সম্পত্তি এবং জানায় যে নিমু বহু ও যশবন্ত বহুর নামে যে দরখাস্ত দ্বারা কালেক্টরিতে বাদির নাম খারিজ হয় তাহা তাহাদিগের অজ্ঞাত সারে করা হয়।

যে দুই স্ত্রীলোকের বিরোধীয় সম্পত্তি অধিকার থাকে বাদী কেবল তাহাদিগের সরবরাহকার থাকে মাত্র ও কালেক্টর সাহেবের নিকট যে দরখাস্ত করা হয় তাহা তাহারা যে দস্তখৎ করিয়াছে ইহা বাদি প্রমাণ করিতে পারে নাই বিবেচনা করিয়া প্রধান সদর আমীন মোকদ্দমা ডিসমিস করেন।

এই নিষ্পত্তির অসম্মতিতে বাদী আপীল করিয়া তাহার পূর্ব্বের সকল এজহার দর্শিয়াছে ও আপত্তি করিয়াছে যে উভয় নিলাম খরিদার ও ডিক্রীদার দুই জনা প্রতিবাদির জওয়াব এক সমান হইলেও তদুভয়েরই খরচা তাহার জিম্মা হইয়াছে।

দৃষ্ট হইতেছে যে বাদী আরজির কোন স্থলেই স্পষ্টরূপে কহে নাই যে উক্ত মৌজাতে নিমু বহুর যে মালিকী স্বত্ত্ব সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করিতেছে তাহা উক্ত বহু ত্যাগ করে আর উক্ত মৌজার হস্তান্তর সম্বন্ধে কেবল " তসলিম ,, শব্দ প্রয়োগ হয় মাত্র ইহার যথার্থ অর্থে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে হস্তান্তর করা মাত্র বুঝায় আর হস্তান্তর কালে কোন পণ যে দেওয়া হয় তাহা সে ব্যক্তি বলিতে পারে না ও ঐ রূপ পণ ব্যতিরেকে কি জন্য নিমু বহু ঐ সম্পত্তি যে ত্যাগ করে সে ব্যক্তি তাহার কোন কারণ দিতে পারে না। কালেক্টর সাহেবের নিকট দাখিলী যে দরখাস্ত বাদির নালিশের মূল সূত্র তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে কেন না প্রকাশ পাইতেছে যে জেলা পাটনা স্থিত নিমু বহুর অধিকার এক সম্পত্তির দখল বাহাল রাখিবার হেতু স্বরূপ বাদী ঐ রূপ আর এক খানা দরখাস্ত উপস্থাপন করে আর নিমু বহু তাহার বিরুদ্ধে যে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করে ও যাহা ১৮৫২ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে জেলা পাটনার আদালতে নিষ্পত্তি হয় তাহাতে বাদী হারে ও তাহাতে রায় দেওয়া হয় যে নিমু বহুকে বঞ্চনা করিয়া ও তাহার অসম্মতে ঐ দরখাস্ত করা হয় আর এ মোকদ্দমায় ঐ দরখাস্ত লিখিত হওয়ার কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই যদ্রূপ প্রধান সদর আমীন মৌসুফ কহেন ঐ দরখাস্ত অকৃত্রিম অনুভব করিলে তাহার মধ্যে মালিকী স্বত্ত্বের হস্তান্তর প্রকাশ পায় না বরং দর্শায় যে মালিকানের সহিত বাদী ভারাপিত ব্যক্তির ন্যায় সম্বন্ধ রাখে ও তাহারা সরকারি বহিতে তাহার নাম থাকা ও তাহার নামে সদর খাজানা আদায় দেওয়া

মাতবর অনুভব উপস্থাপন হইতেছে বটে কিন্তু এই স্বত্ত্বের বিরুদ্ধে তজ্জন্য অন্যান্য মাতবর অনুভব সকল প্রবল হইতেছে অতএব একটা পণ নাই য়া ডিক্রীর দেনদার কর্ত্তৃক উক্ত সম্পত্তি যে তাহাকে হস্তান্তর করা হয় তাহা তাহার প্রমাণ করা উচিত কিন্তু সে তাহা করিতে পারে নাই বলিয়া এই মোকদ্দমা ডিসমিস হইল।

প্রার্থনা করে কেননা তাহার স্ত্রীলোক বিষয়কর্ম্ম অজ্ঞাত ও বাদী তাহাদিগের কুটুম্ব বলিয়া সে ব্যক্তি বিষয়ের সরবরাহ করিবে বলিয়া প্রার্থনা করে।

নিমু বহু ও যশবন্ত বহু অর্থাৎ উক্ত দরখাস্তকারীগণের সহিত সম্পত্তির বন্দোবস্ত করণের বোর্ড যে হুকুম দেন তাহার বিষয়ে উক্ত দরখাস্তে বিবরিয়া লেখে যে "হে মহাশয় আমরা নিরাশ্রয় বিধবা স্ত্রী লোক সদর খাজনা আদায় করিতে অপারক অতএব উক্ত মৌজার বন্দোবস্তের প্রতি দাবী সম্বন্ধে আমরা প্রার্থনা করি যে বাবু গঙ্গাগোবিন্দ অর্থাৎ বাদী যে ব্যক্তি তাহাদিগের কুটুম্ব তাহার নিকট ঐ দরখাস্ত গ্রহণ করা হয় ও সদর খাজানা আদায় দেওন নিমিত্ত তাহাকে আমল দস্তক দেওয়া হয়" এই দরখাস্ত হইতে উক্ত মৌজার মালিকত্ব হস্তান্তর করণের অভিপ্রায় বুঝায় না ইহাতে যে বন্দোবস্ত প্রস্তাবিত হয় তাহা কেবল উক্ত দরখাস্তকারীগণের সুবিধা নিমিত্তক বলিতে হইবেক কেননা সদর খাজানার নিমিত্ত সরকার বাহাদুর কেবল বাদীকে ধরিবেন দরখাস্তকারীগণ ও বাদী এতদুভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ বিবেচনায় তাহাদিগের পরস্পরে স্বত্ব কোন রূপে পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

বাদির সহিত বন্দোবস্ত হওয়া সরকারী বহিতে তাহার নাম খারিজ দাখিল থাকা হইতে, মালিক স্বত্ব তাহাতে অর্শান পক্ষে এক মাত্তবর অনুভব উৎপাদিত হইতেছে কিন্তু অন্য দিকে সে ব্যক্তি নিমু বহু ও যশবন্ত বহুর মালকী স্বত্ব স্বীকার করিয়াছে ও আরজিতে এরূপ কোন এজহার অভাবে যে সে ব্যক্তি তাহাদিগের হইতে দান কি খরিদ সূত্রে ঐ স্বত্ব পায় ও আদালতের এক ডিক্রী অনুসারে ৯ বৎসরকাল প্রতিবাদী ঐ বিষয় অবিরোধে ভোগদখল করিয়াছে এতাবৎ বিষয় হইতে তাহার দাবির বিরুদ্ধে অভাবে তাহার তুল্য মাত্তবর অনুভব উৎপাদিত হইতেছে অতএব এই দুই অনুভবের তারতম্য অনুসারে বাদির উচিত যে সে ব্যক্তি নিমু বহুকে অথবা উক্ত বহু দখলীকার থাকিলে তাহার প্রতিনিধি এই প্রতিবাদীকে বেদখল করিবার যোগ্য আপন মোকদ্দমা বলবৎ করিতে নিলামের তারিখের পূর্ব্বে একটা পণের পরিবর্ত্তে ডিক্রির দেনদারের সম্পত্তি যে তাহাকে অর্শিয়াছে খরিদারকে বেদখল করিতে পারিবার পূর্ব্বে সে ব্যক্তি তাহা প্রমাণ করিবে কিন্তু ইহা সে প্রমাণ করিতে পারে নাই। যদ্রূপ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বাস্তবিক সে ব্যক্তি ঐ রূপ যত্ন করে নাই।

প্রতিবাদীগণ অধীন আদালতে যে এক জওয়াব দাখিল করে তাহা দৃষ্ট হয় না বরং তাহাদিগের সতন্ত্র২ জওয়াব দাখিল করা প্রকাশ পাইতেছে অতএব এই বিষয়ে প্রধান সদর আমীন যে নিষ্পত্তি করেন তাহা নড়চড় করিবার আমরা কোন কারণ দেখি না এ বিধায়ে প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি বাহাল রাখিয়া খরচা সহিত এই আপীল ডিস্মিস্ হইল ইতি।

কিম্বা তাহারা তিন জনেই একত্রে ঐ দলীল লিখিয়া দিত; যে বাদির সহিত তাহার শত্রুতা থাকাতে এই মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে; যে নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত লক সাহেবের হুকুমানুসারে ১২৪৯ সালে বাদির পিতা রাধাবল্লভ পরামানিক কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করণের জন্য গ্রেফ্তার হওয়ায় সে এই ওজর করিয়াছিল যে প্রতিবাদির সহিত তাহার শত্রুতা থাকাতে প্রতিবাদী তাহার বিরুদ্ধে ঐ মিথ্যা তহমত রচনা করিয়াছিল; ও যে সেই কাল ইস্তক বাদির পিতার সহিত প্রতিবাদির শত্রুতা থাকায় বাদী এক্ষণে প্রতিবাদির শত্রুদিগের সহায় পাইয়া প্রতিবাদীকে নষ্ট করিবার মানসে উপস্থিত নালিশ উপস্থাপন করিয়াছে। প্রতিবাদী শেষ এই প্রার্থনা করে যে আদালত তাহার এই সকল ওজর বিবেচনা করিয়া খরচা সমেত তাহাকে ঐ দাবি হইতে অব্যাহতি দেন।

প্রতিবাদী যে তমাদির আপত্য করিয়াছে প্রধান সদর আমীন তদ্বিষয়ে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে ১২৪৩ সালের ৭ বৈশাখ হইতে ১২৪৭ সালের ১৪ পৌষ নাগাএদের সুদের দরুণ যে সিক্কা ১৬৩৭।।০ টাকার দাবি করিয়াছে তন্মধ্যে ১২৪৭ সালের শ্রাবণ মাহা হইতে ঐ সনের ১৩ পৌষ নাগাএদের ১৭৬ টাকা সুদ ব্যতিত বাকী সময়ের সুদ সম্বন্ধে তমাদী আইন বাধাজনক হইয়াছে। কিন্তু ঐ আসল দেনার বাকী সিক্কা ২৮৬২।।০ টাকা সম্বন্ধে তমাদী আইন খাটিতে পারে না কারন নালিশ উপস্থাপনের তারিখের পূর্ব্বে ১২ বৎসর কাল মধ্যে কথক২ দেনা পরিশোধ হওয়া প্রমাণ হইয়াছে। অপর মোকদ্দমার দোষ গুণ সম্বন্ধে প্রধান সদর আমীনের অভিপ্রায় এই যে কিস্তিবন্দীনামা অকৃত্রিম দলীল ও ঐ দলীলের যে দস্তখত আছে তাহা প্রত্যয় যোগ্য প্রমাণ দ্বারা ও তাহা আদালতে দাখিলী প্রতিবাদির দস্তখতি অন্যান্য কাগজের সহিত ঐক্য করায় ঐ দস্তখত প্রতিবাদিরই হস্তাক্ষর সাব্যস্ত হইয়াছে ও যে ঐ দলীলের পৃষ্ঠার লিখিত প্রতিবাদী কর্ত্তৃক ১২৪৭ সালের ৪ শ্রাবণ তারিখের পরিশোধী ২০০ টাকা বাদী যে মেষরস্ কার টাকুর কোম্পানির উপর এক বরাতি হুণ্ডীর দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজ প্রমাণেই সাব্যস্ত হয় এবং ঐ দলীলের পৃষ্ঠায় লিখিত ৪০০ টাকা পরিশোধ হওয়া ও সেই লেখা যে প্রতিবাদির হস্তাক্ষর তাহা রামচাঁদ ও তারাচাঁদ পরামাণিকদিগের সাক্ষ্যতায়ও নিঃসন্দেহ প্রতিবাদির যে সকল অন্যান্য হস্তাক্ষর ছিল তাহার সহিত ঐ লেখার ঐক্য করায় সপ্রমাণ হইয়াছে। অপর শত্রুতা সূত্রে এই মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া যে আপত্তি করে তাহার প্রতিপোষক কোন প্রমাণ নাই। ইহাতে প্রধান সদর আমীন বাদির পক্ষে দাবিকৃত আসল ২৮৬২।।০ টাকা ও সেই পরিমাণ সুদ একুনে ৫৭২৫ টাকা ও সাবেক সুদের দাবির মধ্যে ১৭৬।৩ টাকা একুনে ৫৯০১।৩ টাকা ও নালিশের তারিখ হইতে ডিক্রির তারিখ পর্য্যন্ত আসল টাকার সুদ কোং ৩৭৪(৬০ টাকা অর্থাৎ সর্ব্ব সুদ্ধা ৬২৭৫।৯ টাকা ও আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত ঐ টাকার উপর সুদ সমেত ডিক্রী দেন। ডিক্রী পরিমাণ খরচার টাকা প্রতিবাদির জিম্মা হয় ও দাবির যে পরিমাণ টাকা ডিক্রী হয় নাই তাহার খরচার জন্য বাদী দায়ী থাকে।

বিচার।

অত্র মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের ফয়সলার অসম্মতিতে অত্র আদালতে দুই আপীল হইয়াছে তাহার মধ্যে অধীন আদালতে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক এক আপীল ও অন্য আপীল বাদী কর্ত্তৃক উপস্থাপিত। আপেলাণ্ট প্রতিবাদী যে সকল হেতুতে আপীল করে

কবুল দেওয়াতে ঐ কিস্তিবন্দী নামায় জমা হইয়াছে ও তজ্জন্য আর তমস্সুকের তারিখ কিস্তিবন্দী নামার তারিখ কিস্তি ২ কিস্তির টাকা পাওনা হওনের তারিখ হইতে তামাদির কাল হিসাব হইতে পারে না।

অপর সাধারণমতে ইহা অবধারিত হইল যে কোন অধিকৃত দেনার মধ্যে কতক অংশ পরিশোধ জন্য যে টাকা দেওয়া হয় সেই টাকা যদি খতের পৃষ্ঠে দেনাদারের হস্তাক্ষরে উসুল পড়িয়া থাকে কিম্বা ঐ উসুল দেনদারের অনুমতসারে দেওয়া হইয়া থাকে তবে সেই পরিশোধ অঙ্গীকারের ন্যায় গণ্য হইবেক ও তদ্দ্বারা ঐ মোকদ্দমা তামাদির আইন হইতে নিষ্কৃতি পাইবেক।

উপস্থিত মোকদ্দমার কিস্তীবন্দিনামা ও সেই দলীলের পৃষ্ঠে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক যে বাকী দেনার কবুল লেখা ব্যক্তকরে তাহা অকৃত্রিম প্রমাণ হইয়াছে। এজন্য প্রতিবাদী বাদির নিকট যে টাকা দেনা থাকা কবুল করিয়াছেবাদী প্রতিবাদির নিকট সেই টাকা ও সেই পরিমাণ ও সুদ অধীন আদালতে মোকদ্দমা দায়ের থাকার কালের আসল টাকার সুদ ও প্রধান সদর আমীনের ফয়সলার তারিখ হইতে আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত মোট টাকার সুদ পাইবার হকদার ব্যক্ত হইল। যেহেতুক যে বাদি ডিক্রী ও ডিসমিস হইল প্রত্যেক পক্ষ সেই২ পরিমাণে অধীন

তাহা এই যে প্রথমত বাদী যেরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করে তাহাতে তমাদী আইন প্রতিবন্ধক হইয়াছে ও দ্বিতীয়ত মোকদ্দমার দোষগুণ সম্বন্ধে অধীন আদালতের ফয়সলা অন্যায় ও প্রমাণের বিপরীত। আপেলান্ট বাদির তরফ ওজর এই যে প্রথমত যেস্থলে অধীন আদালতের বিচারে তমাদী আইন মুল দাবি সম্বন্ধে খাটিতে না পারাই স্থির হইয়াছে সুতরাং সেস্থলে ঐ আইন সুদের দাবির পক্ষে খাটিতে পারে না ও দ্বিতীয়ত অধীন আদালত আসল ও সুদের টাকার হিসাবে সহক্রমে যে এক ভুল করিয়াছেন তাহা এক্ষণে সংশোধন হওয়া কর্ত্তব্য।

আদালত এই দুই আপীল একত্রে বিচার আরম্ভ করেন এবং ঐ কিস্তিবন্দীনামা ও তাহার পৃষ্ঠার লেখা সকল অকৃত্রিম স্বীকারে উভয় আপেলান্ট অধীন আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি যে আপত্তি করে তাহা বাদির দাবির প্রতি তমাদী আইনের সংলগ্নতা সূত্রে উত্থাপন হওয়ায় আমরা উভয় আপেলান্টের হেতুবাদ এককালেই বিবেচনা করিলাম।

প্রতিবাদী আপেলান্টের পক্ষ মুনসী আমীর আলী এই ওজর করেন যে যে তারিখ হইতে তমাদীর হিসাব হউক না কেন বাদির নিজ দাবাস্থ মত তাহার আদালতে উপস্থিত হইবার কাল বহির্ভূত হইয়াছে; যদি প্রতিবাদির পিতার দত্ত ১২৩৮ সালের চৈত্র মাহার এক্তারি আদ তমসুক ঐ নালিশ উৎপত্তির কারণ হয় তবে ঐ তারিখ হইতে এই নালিশ উত্থাপনের তারিখ অর্থাৎ ১২৫৯ সালের ৩১ আশ্বিন নাগাএদ ২০ বৎসরাতিরিক্ত কাল গত হইয়াছে; পুনশ্চয় যদি ঐ কিস্তিবন্দীনামা এই নালিশ উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য হয় তবে যে তারিখে ঐ দলীল প্রতিবাদী কর্ত্তৃক লিখিয়া দেওয়া ব্যক্ত করে সেই তারিখ অর্থাৎ ১২৪২ সালের ৫ বৈশাখ হইতে এই মোকদ্দমা উত্থাপনের তারিখ পর্য্যন্ত ১৭ বৎসরকাল গত হইয়াছে কিম্বা যে তারিখে শেষ কিস্তি পাওনা হইয়াছিল সেই তারিখ অর্থাৎ ১২৪৫ সালের বৈশাখ মাহা হইতে তমাদীর হিসাব করিলেও ঐ তারিখ অবধি নালিশের তারিখ পর্য্যন্ত ১৪ বৎসর গত হইয়াছে তাহাতে যে প্রকারে হিসাব হউক বাদির দাবির পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়াছে। পশ্চাৎ বাবু রমাপ্রসাদ রায় ঐ পক্ষেই এই ওজর করেন যে ঐ দলীলের লিখিত চারি কিস্তির দ্বারা ভিন্ন২ কালের চারটি পৃথক২ দেনার সৃষ্টি হইয়াছে ও ঐ ভিন্ন২ কাল হইতে প্রত্যেক পৃথক দেনার তমাদির হিসাব হইবেক ও যে বাদির উল্লেখিত পরিশোধী সিক্কা ১৬৩৭ টাকা সর্ব্বাগ্রের কিস্তির আসল ও সুদ জমা দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল তাহাতে ঐ টাকার মধ্যে ৭৫০ টাকা প্রথম কিস্তির সুদ ও ৭৫০ টাকা ঐ কিস্তির আসলে শোধ পড়িত ও অবশিষ্ট ১৩৭ টাকা দ্বিতীয় কিস্তির সুদে জমা হইত। বাদী যদি পরিশোধী টাকা এই রূপ জমা করিত ও সে এই রূপ না করাতেও আদালত অবশ্যই ঐ রূপ হিসাব গ্রহণ করিবেন তবে প্রতিবাদির যে কবুলের প্রসঙ্গ করিয়াছে তাহা কোন কবুল বলিয়াই গণ্য হইত না কিম্বা তাহা কবুল বলিয়া গণ্য হইলেও সে দেনা অর্থাৎ যে কিস্তী পরিশোধ জন্য ঐ টাকা যথার্থই দেওয়া হইয়াছিল উক্ত সংখ্যার ঐ কবুলের সেই কিস্তির সহিত সম্পর্ক থাকে এবং উপস্থিত বিষয়ে ঐ কবুল ১২৪৮ সালের বৈশাখ মাহার দরুণ ১২৫০ টাকার কিস্তির প্রতি খাটিতে পারে তাহাতে ঐ কিস্তির তলবে প্রতি তমাদির আইন সংলগ্ন হইবার পক্ষে ঐ কবুল প্রতিবন্ধক দেয় স্বীকার করিলেও পশ্চাৎ যে সকল কিস্তির টাকা পাওনা হয় ও যাহার সহিত ঐ পরিশোধের আসলেই কোন সংস্রব নাই সেই সকল কিস্তির প্রতি ঐ কবুল খাটিতে পারে না।

আপেলাণ্ট বাদির পক্ষ বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ এই ওজর করেন যে প্রতিবাদী ঐ দলিলের পৃষ্ঠে যে কবুলে দস্তখত করে তাহা ঐ কবুলকৃত দেনার এক নূতন তমসুক তুল্য ও সুতরাং তাহা আসল দেনার প্রতি তমাদির আইন খাটিবার পক্ষে বাধাজনক ও নির্দ্ধারিত তারিখে প্রতিবাদী কিস্তির টাকা দেওনে অশক্ত হওয়ায় উপস্থিত বিষয়ে যে তজ্জন্য সুদের দাওয়া করিয়াছে সেই দাওয়া বজায় রাখিবার জন্য ঐ কবুল পূর্ব্ব দৃষ্ট হইয়া বলবৎ থাকিবে।

আদালতেরও উভয় আপীলের খরচার দায়ী হইবেক।

আমাদিগের অভিপ্রায়ে কোন সাবেক তমসুকের পরিবর্ত্তে কোন কিস্তিবন্দিনামায় লেখা পড়া হইলে প্রকৃতার্থরূপে ঐ কিস্তিবন্দিনামার দ্বারা কোন নূতন দেনার সৃষ্টি হয় না কিন্তু তাহাতে ঐ সাবেক দেনা পরিশোধের জন্য নূতন বন্দোবস্ত হয় ও সুতরাং নূতন করিয়া তমাদির নিয়ম খাটাইবার প্রয়োজন হয় ও যদি পশ্চাৎ ঐ কিস্তিবন্দী সূত্রে দেনদার আপন দেনার কথকাংশ টাকা পরিশোধ কালীন ঐ সকল কিস্তির যে সমুদয় টাকা বাকী থাকে তাহাতে কবুল লিখিয়া দেয় তবে সেই কবুলে এক নূতন দলীলের ফল হইবেক। অত্র বিষয়ে আইনান্তর্গত সাধারণ নিয়ম এই যে কোন দেনা পরিশোধ জন্য যে টাকা দেওয়া হয় তাহা ঐ সময়ের প্রাপ্য এক অধিক দেনার কথকাংশ পরিশোধ হেতু তাহাতে উসুল পড়িয়া যদি দেনদারের দ্বারা দলিলের পৃষ্ঠে সাক্ষরিত হয় কিম্বা ঐ দেনদারের জ্ঞাতসারে এ উসুল দেওয়া যায় তবে তাহাতে এক নূতন অঙ্গিকারের ন্যায় ফল হইবেক ও মোকদ্দমা ও তদ্দ্বারা তমাদি আইন ঘটিত প্রতিবন্ধক হইতে মুক্ত হইবে।

উপস্থিত বিষয়ে এই নিয়ম খাটাইয়া আমাদিগের এই অভিপ্রায় হইতেছে যে ঐ দলীল অকৃত্রিম বিবেচনা করিলে প্রতিবাদী ১২৪৭ সালে ১৪ পৌষে যে আসল ২৮৬২ টাকা দেনা কবুল করিয়াছে বাদির সুদ সমেত সেই টাকার দাবির পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক ঘটে নাই কিন্তু ঐ কিস্তিবন্দিনামার পরিবর্ত্তে প্রতিবাদির কবুল বলবৎ হওয়ায় বাদির ঐ সাবেক কিস্তিবন্দিনামার কিস্তি বরখেলাপ সূত্রে সুদের দাবি নষ্ট হইয়াছে।

অপর মোকদ্দমার দোষ গুণ সম্বন্ধে অধীন আদালতের বিচার অন্যায় হওয়া প্রসঙ্গে আপেলাণ্ট প্রতিবাদী যে দ্বিতীয় আপত্তি করে আমরা এক্ষণে তাহারি বিচার করিব।

উপস্থিত মোকদ্দমায় প্রতিবাদির উকীল এই আপত্তি করেন যে আদ্য তমসুকের কিছুই প্রমাণ হয় নাই; যে সেই দলীল দাখিল হয় নাই ও তদনুসারে কোন টাকা পরিশোধ হওয়া সপ্রমাণ নহে; যে ঐ কিস্তিবন্দিনামার কথনই রেজেষ্টরী হয় নাই ও মোং সান্তিপুরে ঐ দলীল লেখা হয় তাহাতে ঐ স্থানে ইষ্টাম্প বিক্রয় কারিদিগের বসতি থাকায় ও ঐ দলীলের ইষ্টাম্প ১৮৫৩ সালের ৮ আপ্রিল তারিখে ঐ মোকাম হইতে কএক ক্রোশ দূর সিকারপুর নামক গ্রাম হইতে এক জন আজীম নামক বেহারার দ্বারা খরিদ হয় ও ঐ ক্রেতারও প্রমাণ লওয়া হয় নাই; যে ঐ দলীলের মজলিসি সাক্ষী সকল অতি নীচ জাতীয় ও সামান্য ব্যক্তি; যে ঐ পৃষ্টার লিখিত পরিশোধি টাকা যে সকল ব্যক্তির মারফৎ দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগের প্রমাণ লওয়া হয় নাই; যে দলীলের পৃষ্টার লিখিত প্রতিবাদির ১২৪৭ সালের ৪ শ্রাবণ তারিখে রাধাবল্লভ পরামানিকের পক্ষে ঠাকুর কোম্পানির উপর ২০০ টাকার বরাতি হুণ্ডী দেওয়ার বিষয়ে বাবু দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুর যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না কারণ ঐ বাবু উক্ত প্রকার ব্যাপার সকল উত্তম রূপে জ্ঞাত নহেন বরং ব্যবসার কাজ কর্ম্মে নিপুণ মেসরস গরডন ও ইষ্টুয়ার্ট সাহেবদিগের জবানবন্দিতে প্রকাশ যে তাহাদিগের ঐ বিষয়ের কোন স্মরণ নাই; ও উভয় পক্ষের মধ্যে শত্রুতা সুত্রে এই মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে ও বাদী আপন মোকদ্দমা কি সাক্ষী কি নিজ হিসাব বহি দ্বারা সপ্রমাণ না করায় তাহার নালিশ অসাব্যস্ত হইয়াছে।

পক্ষ্যান্তরে বাদির তরফ এই জওয়াব দেয় যে যদিও দলীল রেজষ্টরী করা সৎপরামর্শ বটে কিন্তু তাহা যে অবশ্যই করিতে হইবেক এমত নহে ও সুতরাং কেবল তাহার অভাবে যে কোন দলীল অসিদ্ধ হইবেক তাহাও নহে; যে যে ব্যক্তি টাকা কর্জ্জ লয় তাহার ইষ্টাম্প দেওয়া কর্ত্তব্য ও ১৮৪৮ সালের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্ট বহির ৮৪ পৃষ্ঠার লিখিত এই আদালতের এক জন জজ্ সাহেব দীননাথ রায়ের বিরুদ্ধে মোল্লা মহম্মদ মেহিদীর মোকদ্দমায় যে রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তদনুসারে কর্জ্জ দাতাকে ইষ্টাম্পের কোন কৃত্রিমতার জন্য দায়ী করিলে লেনদেনের কারবার রক্ষার উপায় নষ্ট করা হয়; যে যদিও ঐ দলীলের সাক্ষী সকল উৎকৃষ্ট জাতীয় নহে তথাপি তাহারা শান্তিপুর কি তন্নিকট নিবাসি ভদ্র লোক ও তাহাদিগের মধ্যে কএক জন প্রতিবাদির রাইয়ত ও তাহারা যে দস্তখত প্রতিবাদির বলিয়া প্রমাণ দিয়াছে তাহা প্রতিবাদীর, কবুলি অন্যান্য দস্তখতের সহিত ঐক্য করায় সাব্যস্ত হইয়াছে; যে ঐ দলীলের পৃষ্ঠের লিখিত শেষ দুই উসুলের বিষয়ে যে সকল লোক সাক্ষী দেয় তাহারা প্রত্যয় যোগ্য ব্যক্তি ও তাহাদিগের উপর কোন দোষারোপ হইতে পারে না ও যে সকল ব্যক্তির মারফৎ ঐ সকল টাকা দেওয়া হয় তাহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে ও যদি তাহাদিগের মৃত্যু না হইয়া থাকে তবে তাহারা প্রতিবাদির আমলা থাকায় প্রতিবাদীই তাহাদিগকে তলব করাইতে পারিত; যে বাদী আপন হিসাব বহি সকল দাখিল করিয়া যদিও তাহা প্রমাণ করে নাই কিন্তু প্রতিবাদী যাহাতে তাহা সাব্যস্ত করিতে হয় এমত কোন আপত্তি করে নাই ও যে এবিষয়ে বাদী ডিক্রী ও অধীন আদালতের ফয়সলা বাহালি হুকুম পাইবার অধিকারী।

উভয় পক্ষের দাখিলী প্রমাণ ও হেতুবাদ মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করায় বাদীর দাবির সত্যতা ও হকের পক্ষে আমাদিগের মনে কোনই সন্দেহ নাই; অস্মদ সমীপে অত্র বিষয় যে রূপে উপস্থিত তাহাতে যেন এক ব্যক্তি তমাদি আইন ঘটিত এক ব্যাপার উত্থাপন করিতেছে কিন্তু যে ব্যক্তি শুদ্ধ শত্রুতা জন্য অন্যের নামে নালীশদন্দ সে যে ঐ নালিশ আইন ঘটিত কঠিন বাদানুবাদ মিশ্রিত করিয়া ঐ মোকদ্দমা জড়ীভূত করিবে ইহা অতিশয় অসম্ভব সেস্থলে যে রূপে মোকদ্দমা উত্থাপন করিলে নিঃসন্দেহই বাদীর মানস সিদ্ধ হব স্পষ্ট সেই রূপেই নালিশ উত্থাপন হইত এবং শুদ্ধ এই বিবেচনা বশতঃ আমরা অনুমান করি যে মোকদ্দমার প্রকৃত অবস্থাতে তাহার যথার্থতার চিহ্ন রহিয়াছে। অধিকন্তু এ মোকদ্দমার দাখিলী প্রমাণ দৃষ্টে আমাদিগের ঐ অনুভব দৃঢ় হইতেছে ও যে ঐ দলীল প্রতিবাদী উমেশচন্দ্র রায়ের দত্ত ও যে ঐ দলীলের পৃষ্ঠার শেষ দুই উসুল অনুযায়ী যে নগদ টাকা ও হুণ্ডী দ্বারা কথক দেনা পরিশোধ হইয়াছিল ও যে বাদির নিকট প্রতিবাদির অবশেষে যে দেনার জন্য দায়ী থাকে তাহা সে অর্থাৎ প্রতিবাদী যে স্বহস্তে লিখিয়া দেয় তাহা ঐ দলীলের সাক্ষী ও তাহার পৃষ্ঠার লিখিত শেষ দুই দফা উসুলের সাক্ষীদিগের সাক্ষ্যতায় আমাদিগের সম্পূর্ণ প্রত্যয় যোগ্য রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে।

ইহাতে আমাদিগের অভিপ্রায়ে ঐ কিস্তিবন্দি নামা অকৃত্রিম হওয়ায় ও প্রতিবাদী ১২৪৭ সালের ১৪ পৌষে বাদীর নিকট যে আসল টাকা দেনা থাকা কবুল করে বাদী স্পষ্টই সুদ সমেৎ ঐ আসল টাকার ডিক্রী পাইবার হকদার থাকায় প্রধান সদর আমীন সিক্কা টাকার স্থলে ভ্রমবশতঃ কোম্পানির টাকা অনুমানে যে হিসাবে ভুল করিয়াছেন কেবল তাহাই আমাদিগের ফয়সল্লার সংশোধন করা আবশ্যক।

মোকদ্দমার উপরোক্ত ভাবানুসারে প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা সংশোধন করিয়া আমরা বাদীর পক্ষে সিক্কা ২৮৬২৸৹ টাকার কাল্ড কোং ৩০৫৩।/৬৸= টাকা ও ঐ পরিমাণে সুদ একুনে ৬১০৬৸৶৪)৪ টাকা ও অধীন আদালতে মোকদ্দমা দায়ের থাকা কালের আসল টাকার সুদ ও প্রধান সদর আমীনের ডিক্রির তারিখহইতে আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত মোট টাকার সুদের ডিক্রী করিলাম। যে২ পরিমাণে দাবি ডিক্রী ও অগ্রাহ্য হইল সেই২ পরিমানে অধীন আদালতের ও উভয় আপীলের খরচা প্রত্যেক পক্ষের জিম্মা ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৮ফিব্রুয়ারি।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৩ সালের ৪৮৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ঢাকার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী সাইএদ আব্বাস আলী খাঁ বাহাদুরের ১৮৫৩ সালের ১০ সেপ্তেম্বর তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে আপেক্ষা আপীল।

মৃত মেজা সাদত হোসেনের স্ত্রী মোসম্মাত নওয়াব জান বিবী স্বয়ং ও নাবালগ মেজা মোজেফর হোসেনের অছি স্বরূপ (বাদিনী) } আপেলান্ট।
মেজা নসরু হোসেন প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) —— রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু সম্ভুনাথ পণ্ডিত —— আপেলান্টের পক্ষ উকীলদ্বয়।
মেং আর নরিস বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও মুনশী আমির আলী —— } রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

কোং ১২৬০৯ টাকার দাবিতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। স্থির হইল
মৃত মেজা সাদত হোসেনের স্ত্রী স্বয়ং ও মেজা মোজফর হোসেনের মাতা ও অছি স্বরূপ যে কোন দৌ

তুক দত্তের দলীল কি বিবাহ পত্র স্বরূপ * কোন দলীল প্রমাণ না থাকায় ও সাদত হোসেন যে বাদিনীকে বিবাহ করে তাহার সেই বিবাহে কবুল থাকা প্রকাশক তাহার দত্ত কোন লিখিত দলীল দাখিল না করায় ও আদালতের সম্মুখে যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছে তন্মধ্যে সাদত হোসেনের বিবাহের পর মৃত্যু পর্য্যন্ত এমত কোন কার্য্য প্রকাশ না থাকায় যে তদৃষ্টে বাদিনীর সহিত বিবাহে তাহার কবুল থাকা সিদ্ধান্ত হয় ও যে সকল ব্যক্তির ঐ বিবাহের ক্রিয়ায় উপস্থিত থাকায় উল্লেখ করে কি যাহারা, বাদিনীর সহিত সাদত হোসেনের বিবাহ হওয়া

দেওয়ানী আদালতের এক সরাসরী হুকুমের অন্যথার জন্য ও মৃত সাদত হোসেনের ত্যেজ্য বিষয়ের মধ্যে এক বখতে দখল পাইবার প্রার্থনায় মেঃ নসরু হোসেন প্রভৃতির নামে নালীশবন্দ হয়।

বাদিনী কহে যে সে পূর্ব্বে আলাহি বক্স ওরফে বকসু চাপরাসি নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী ছিল তাহাতে তাহার স্বামির সহিত বনিবনাও না হওয়ায় তাহার স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করে যে সে পশ্চাৎ আপনার মাতার সহিত সহবাস করিত পরে সাদত হোসেন আপন বিমাতা মতি খানমের দ্বারা তাহাকে নাজির বাজার মোকামের নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া ১২৫৩ সালের ৩ পৌষে বিবাহ করত অনেক সাক্ষীদিগের উপস্থিতে তাহাকে ৫০ টাকা দেন মোহর দেয় পরে তাহারা উভয়ে স্ত্রী পুরুষে একত্রে কথক কাল বসবাস করিলে ১২৫৪ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠ তারিখে সাদত হোসেন বাদিনীকে গর্ব্ভবতী রাখিয়া পরোলোক প্রাপ্ত হয় যে সে তাহাতে ঐ মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সকল নির্ব্বাহ পূর্ব্বক তাহার দখলি সমস্ত বিষয় দখল করে ও পরে ঐ সময়ে যে কএক মোকদ্দমা দায়ের ছিল ও যাহাতে তাহার স্বামী সাদত হোসেন এক পক্ষ থাকে সে ঐ সকল মোকদ্দমায় আপন স্বামির পরিবর্ত্তে নিজ নাম জারী হওনের প্রার্থনা করে তাহাতে প্রধান সদর আমীন ও জজ্ সাহেব ঐ নাম জারী হওনের হুকুম দেন কিন্তু তাহার স্বামির কএক জন জ্ঞাতির দ্বারা সদর আদালতে আপীল উত্থাপন হওয়ায় সেই আদালত ঐ বিবাহের নির্ব্বন্ধ পত্র না থাকায় তাহার স্বামির নামের পরিবর্ত্তে সরাসরী দরখাস্ত মতে তাহার নাম জারী হইতে না পারা বিবেচনায় ঐ সকল হুকুম অন্যথা করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে নসরু হোসেন প্রভৃতি কএক জনার নাম জারী করণের হুকুম দেন। এই সকল হুকুমানুসারে জজ্ সাহেব অত্র মোকদ্দমার প্রতিবাদীগণের দরখাস্ত মতে যে সকল বিষয় তাহার স্বামির ইকজিকিউটরের হস্তে ছিল তাহা ঐ প্রতিবাদীদিগকে দিতে হুকুম দেন ও তাহাতে তাহারা তাহাকে অর্থাৎ বাদিনীকে বেদখল করে; ও তাহার আপন স্বামির বিষয় অন্য কোন প্রকারে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার উপায় না থাকাতে বাদিনী আপন স্বামির বিষয় পুনঃ দখল পাইবার প্রার্থনায় অর্থাৎ ঐ বিষয়ের ৵০ আনা রকম সে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী থাকা বিধায় তাহার নিজ ও অবশিষ্ট ৸৶০ আনা সে ঐ মৃত ব্যক্তির নাবলগ পুত্রের অছি হেতু তাহার প্রাপ্য বলিয়া সে এক্ষণে এই নালিশবন্দ হইয়াছে।

প্রতিবাদীগণ আপনাদিগের জওয়াবে বাদিনীর দাবী আসলেই অস্বীকার করে। তাহারা কহে বকসু কখনই বাদিনীকে পরিত্যাগ করে নাই; যে সে নিজে ভ্রষ্টা ও আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়াছিল: যে পরে সে অপ্রেভেদে পুরুষের সহিত সহবাস করিয়া ইতস্তত কাল যাপন করিয়াছে যে সাদত হোসেন তাহাকে কখনই বিবাহ করে নাই ও যে সে ঐ বিবাহ সাব্যস্ত করিবার জন্য যে সকল সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করণের মানস করে তাহার সহিত সেই সকল সাক্ষীদিগের প্রণয় আছে; যে ঐ যে পুত্র জন্মিয়াছে তাহা সাদত হোসেনের নহে ও যে ফলিতার্থ বাদিনীর উল্লেখিত সমুদয় বাহানা আদ্যন্ত মিথ্যা।

প্রধান সদর আমীন আপনার রায়ে এই ব্যক্ত করেন যে বাদিনীর সাদত হোসেনের সহিত বিবাহ হওয়া ও সাদত হোসেনের মৃত্যুর পর তাহার জাত মোজফর হোসেনের জন্ম হওয়ার বিষয় জবানী প্রমাণ দ্বারা প্রত্যয় যোগ্য রূপে প্রমাণ হয় নাই ও ঐ বিষয় সাব্যস্ত করিবার জন্য কোন মাতবর দলীল মাত্র দাখিল করে নাই; অধিকন্তু সাদত হোসেন এক জন সম্ভ্রান্ত জমীদার থাকায় তাহার বিবাহের নির্ব্বন্ধ পত্র থাকা

নির্ঘণ্ট।

অত্যন্ত আবশ্যক ছিল কিন্তু বাদিনীর নিকট ঐ রূপ কোন দলীল নাই। উপস্থিত বিষয়ে ঐ রূপ দলীল বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ বাদীনী নিজ কহত প্রমাণ বক্সু চাপরাশীর ত্যাজ্য বনিতা বিধায় তাহার পশ্চাৎ বিবাহের সিদ্ধতা সাবস্ত জন্য কোন দলীল আবশ্যক হইতেছে। অপর বাদিনীর বক্সুর সহিত বিবাহ ও তাহার কর্ত্তৃক ত্যাজ্য হওয়া ও তাহার পশ্চাৎ সাদত হোসেনের সহিত বিবাহের যে সকল সাক্ষীগণ তাহারা সম্ভ্রান্ত লোক নহে এবং ঐ সকল লোকের প্রমাণানুসারে সাদত হোসেনের জমীদারী অন্যান্য সম্পত্তিতে মোসলমানদিগের সরা অনুযায়ী যথার্থ উত্তরাধিকারীদিগকে রহিত করিয়া অন্যকে ডিক্রী দেওয়া অকর্ত্তব্য। এই সকল কারণ বসত প্রধান সদর আমীন খরচা সমেত বাদিনীর দাবী ডিস্‌মিস্ করেন।

বিচার।

প্রধান সদর আমীন বাদিনীর বিরুদ্ধে যে ফয়সলা করেন বাদিনী তাহার অন্যথা জন্য অত্র আদালতে আপীল করিয়াছে ও সে কহে অধীন আদালতে তাহার দাবি ডিস্‌মিসের যে হুকুম হইয়াছে তাহা যথার্থ বিচারের ও মোকদ্দমায় দাখিলী প্রমাণের বিপরীত।

বাদিনী কহে যে সে পূর্ব্বে সেখ আলাহি বক্স ওরফে বক্সু চাপরাশী নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী ছিল যে ঐ ব্যক্তি তাহাকে ১১৫২ সালের ৭ অগ্রহায়ণে পরিত্যাগ করে; যে সে পরে ১২৫৩ সালের ৩ পৌষে মেঞা সাদত আলীকে বিবাহ করে; যে ঐ ব্যক্তি তাহাকে গর্ভবতী রাখিয়া ১২৫৪ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠতে পরোলোক প্রাপ্ত হয়; যে তাহার মৃত্যুর পাঁচ মাস পর তাহার এক পুত্র হয় ও সেও তাহার পুত্র মুসলমানদিগের সরার মতে তাহার মৃত স্বামীর বিষয়ের যে অংশ পাইবার হকদার সে তাহার জন্য এক্ষণে নালিশবন্দ। মোসলমানদিগের সরারমত সাদত হোসেনের উত্তরাধিকারী প্রতিবাদীগণ বাদিনীর সাদত হোসেনের সহিত বিবাহ ও তাহার মৃত্যুর পর বাদিনীর যে সন্তান জন্মে সেই সন্তান সাদত হোসেনের ঔরষজাত হওয়ার বিষয় অস্বীকার করে।

বাদিনীর সাদত হোসেনের সহিত উল্লেখিত বিবাহের উপর উপস্থিত মোকদ্দমা বিশেষ রূপ নির্ভর করায় আদালত ঐ বিষয়ে অগ্রে মনসংযোগ করিয়াছেন এবং ঐ বিষয় সাব্যস্ত জন্য যে সকল প্রমাণ দাখিল করে তাহা শ্রবণ করিয়া আদালতের অভিপ্রায়ে বাদিনী আপন মোকদ্দমা সাব্যস্ত করণে সম্যক প্রকারে অপারক স্থির হইল।

যে সকল ব্যক্তিদিগের ঐ বিবাহে উপস্থিত থাকা ব্যক্ত করে কি যাহারা বাদিনীর সাদত হোসেনের সহিত বিবাহ হওয়া জ্ঞাত হইয়াছিল কেবল ঐ দুই প্রকার লোকের জবানী প্রমাণ দিয়াছে: উহাদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তিদিগের প্রমাণ এমত নহে যে তাহা অন্য কোন প্রতিপোষক কারণ ব্যতীত আমাদিগের প্রত্যয়যোগ্য হয় ও যদিও বিবাহ সম্বন্ধে জনশ্রুতি প্রমাণ অন্যান্য আইন অপেক্ষা মুসলমানদিগের আইনমতে অধিক মাতবর তথাপি ঐ দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তিদিগের সাক্ষ্য আমাদিগের বিবেচনায় বাদিনীর মোকদ্দমার কোন প্রকারেই প্রতিপোষক নহে অপর ঢাকার দেওয়ানী আদালতের নাজীর সাদত হোসেনের বিবাহ ও তাহার পুত্র হওয়ার বিষয় সাব্যস্ত করে যে রিপোর্ট করে সেই দলীলও আমাদিগের বিবেচনায় বাদিনীর মোকদ্দমার পক্ষে কোন বিশেষ উপকার দায়ক নহে।

জ্ঞাত হইয়াছিল সুদ্ধ সেই সকল ব্যক্তির দিগের জবানি প্রমাণের উপর বাদিনীর দাবি নির্ভর করায় সেই দাবি সপ্রমাণ নহে। বাদিনীর দাবি তজ্জন্য ডিসমিস হইল ও খরচা সমেত অধীন আদালতের ফয়সলা বহাল রহিল।

পুনশ্চ মোসলমানদিগের আইন মত কন্যার যৌতুক বিবাহ চুক্তির এক আবশ্যক অঙ্গ ও বাদিনী কহে যে সে বিবাহের পূর্ব্বে বিবাহের যৌতুক স্বরূপে ৫০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিল কিন্তু সাবেক হোসেনের অবস্থা বিবেচনায় তাহার আপনার স্ত্রীকে ঐরূপ বহু-সামান্য যৌতুক দেওয়া অত্যন্ত অসম্ভব বোধ হয়। সম্ভ্রান্ত মোসলমানদিগের মধ্যে বিবাহের সময় যৌতুক পত্র কি বিবাহের নির্ব্বন্ধ পত্র স্বরূপ কোন লিখিত দলীল সাক্ষর করিয়া দেওনের প্রথা আছে এবং জবানী প্রমাণ দৃষ্টে অত্র আদালতের বর্ত্তমান মোকদ্দমার বুনিয়াদ না থাকার যে অনুভব হইয়াছে তাহা উপস্থিত বিষয়ে ঐরূপ কোন কাগজ অভাবে আরো অধিক বলবৎ হইতেছে।

আর সাবেক হোসেনের দত্ত এমত কোন লিখিত দলীল দাখিল নাই যে তাহাতে সে বাদিনীর সহিত আপনার বিবাহ কবুল করে ও তাহার বিবাহের পর এই মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার কৃত এমত কোন কার্য্য আদালতের গোচরে উপস্থিত নাই যে তদ্দৃষ্টে তাহার বাদিনীর সহিত বিবাহ বিষয়ে অনুভব থাকা নিশ্চয় হয়।

অতএব সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করায় আমাদিগের অভিপ্রায়ে বাদিনী মৃত সাবেক হোসেনের সহিত আপন বিবাহ সপ্রমাণ করিতে পারে নাই এবং সে ব্যক্তিকে তাহার সম্মুখে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ও তাহাতে মোকদ্দমার ইস্যুতে যে অন্য এক বিষয়ের উত্থাপন করে অর্থাৎ বাদিনীকে দেনমহর দাবির হেতু এবং যথার্থ কি নহে ও ঐ পরিত্যাগ অন্যথা হইতে পারে কি না ও যদি তাহা অন্যথা হইতে পারে তবে তাহার আলী নকী কোন কার্য্যের দ্বারা তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিল কি না ও সমষ্টি রূপে কি প্রকারে ঐ নিষ্ঠ পরিত্যাগের কার্য্য কি এরূপ অন্যথা করিয়াছিল যে তদ্দ্বারা বাদিনীর পশ্চাৎ সাবেক হোসেনের সহিত বিবাহ ক্রিয়া যথার্থ সম্পন্ন হইয়া থাকিলেও সেই ক্রিয়া অকার্য্য কারক হইবেক; এই সকল বিষয়ের আমাদিগের কোন তজবিজ করা অনাবশ্যক হইতেছে। উপরোল্লেখিত সমস্ত কারণ বশত আমরা খরচা সমেত আপীল আদালতের হুকুমনামা বহাল রাখিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২ মার্চ।

একত্রাকে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব }

১৮৫৫ সালের ১২৩৮ নম্বরী দরখাস্ত।

প্রতিবাদীগণ রাম কিশোর রায় প্রভৃতির বিরুদ্ধে বাদীগণ করীম খাঁ প্রভৃতির মোকদ্দমায় ফরীদপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সি, মেকে সাহেবের ১৮৫৪ সালের ১৬ জুন তারিখের এক নিষ্পত্তি বাহালে জেলা ঢাকার একটিং অতিরিক্ত জজ শ্রীযুক্ত এইচ, সি, মেটকাফ সাহেব ১৮৫৫ সালের ৩০ মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অন্যথা-ক্রিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হউক, প্রার্থনায় প্রতিবাদীগণের মধ্যে একজন রামকিশোর রায় ১৮৫৫ সালের ২৯ আগষ্ট তারিখে এই আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় ———— দরখাস্তকারির পক্ষে উকীল।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ———— প্রতিপক্ষের উকীল।

আমার যাইতেছে যে নীচের লিখিত হেতু সকল জন্য উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

জজ সাহেব এয়োজনমত যে নিষ্পত্তি করেন তাহা সেলা আদালতের উক্ত সালের নিষ্পত্তি বহির ১১৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবেক। উভয় পক্ষের মধ্যে নিষ্পত্তির এই ওজর করা হয় যে বিবাদীয় জমীন প্রতিবাদীগণের তালুক মৌজা কোনার মধ্যে কি বাদীগণের তালুক মিজার মধ্যে। নীচের উভয় আদালত উক্ত জমীন বাদীগণের তালুকের সামিল নিশ্চয় করিয়াছেন তাহাতে খাস আপীলে এই ওজর দর্শিত হইতেছে যে দরখাস্তকারী নীচের আপীল আদালতে যে বিশেষ ওজর দর্শান জজ সাহেব তৎপ্রতি মনোযোগ না করিয়া নীচের আদালতের ফয়সলা বহাল করিয়াছেন সে ওজর এই যে তালুক মিজার বাটওয়ারা কাগজ দাখিল হইয়াছিল তদ্দ্বারা প্রকাশ যে তৎকালীন বাটওয়ারা কার্য্য চলিতেছিল তৎকালীন বাদীগণ এক্ষণকার বিবাদীয় জমীন আপনাদিগের তালুক ভুক্ত থাকা কহে, কিন্তু কালেক্টর সাহেব তাহা প্রতিবাদির তালুক ভুক্ত থাকা পক্ষে রায় দেন। আমরা দেখিতেছি যে বিবাদীয় জমীন কোন তালুকভুক্ত এক্ষণ ধার্য্য করণ বিষয়ে যে সকল বাটওয়ারার কাগজের প্রতি দরখাস্তকারী নির্ভর করে তাহা অতি বিশিষ্ট প্রমাণ বটে আর খাস আপীলে যে রূপ আপত্তি হইতেছে সেরূপ প্রকাশ হইতে যে ঐ সকল কাগজ কি রূপ মাতবর বিবেচনা করিতে হইবেক তৎপ্রতি নীচের আপীল আদালত আসলেই মনোযোগ করেন নাই এবং আপীলের দরখাস্তে যদিও সে তারিখের বিশেষ উল্লেখ হয় কিন্তু নীচের আপীল আদালত সেতারিখের প্রতি কোন রায় প্রকাশ করেন নাই অতএব আমরা এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাই জজ সাহেব ঐ সকল কাগজ বিবেচনান্তে আপীলের পুনর্বিচার করিবেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৫ সাল ৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৫ সালের ৯৪৩ নম্বরী দরখাস্ত।

দরখাস্তকারী অর্থাৎ প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে তিনকড়ি রায় প্রভৃতি বাদীগণের মোকদ্দমায় জেলা বীরভূমের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ আলির ১৮৫৪ সাল ১৭ আপ্রেল তারিখের ফয়সলা রদ করিয়া ঐ জেলার একটিং জজ শ্রীযুক্ত ডবলিউ টেলর সাহেব ১৮৫৫ সালের ২৩ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের প্রার্থনায় কেনারাম রায় প্রভৃতি ১৮৫৫ সালের ১৮ জুলাই তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

মৌলবী মহম্মদ হুসেন———— দরখাস্তকারীগণের পক্ষ উকীল।
বাবু হরকালী ঘোষ————প্রতিপক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত হেতু সকল জন্য উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

প্রতিবাদীগণ যে ভূমী নিষ্কর বলিয়া দখল করে তাহা বাজেয়াপ্ত জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয়।

প্রতিবাদীগণ এই আপত্তি করে যে কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ হক স্থাপিত হয় ও প্রতিবাদীগণ তাহাতে ৬০ বৎসরের অধিককাল দখলীকার আছে।

তাহাতে প্রধান সদর আমীন মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন সেই নিষ্পত্তি জজ সাহেব আপীলে এই হেতুতে রদ করেন যে রাজ সরকারে নিযুক্ত থাকা অথবা সাধারণের উপকার জন্য ঐ সকল ভূমি যে দান করা হইয়াছিল তাহা দর্শান পক্ষে প্রতিবাদীগণ কোন দলিলী প্রমাণ গুজরায় নাই আর প্রতিবাদীগণের সাক্ষীগণ বিরোধীয় ভূমির চৌহদ্দী জ্ঞাত ছিল না।

উক্ত নিষ্পত্তির অসম্মতিতে প্রতিবাদীগণ এই হেতুতে খাস আপীল করিয়াছে যে ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারা ও ১৮২৫ সালের ১৪ আইন এতদুভয় আইন মতে তামাদী আইন বুনিয়াদে মোকদ্দমা শুনানী না হওন পক্ষে প্রধান সদর আমীনের সমক্ষে তাহারা যে আপত্তি করিয়াছিল তাহা জজ সাহেবের সমীপে উপস্থিত হওয়াতেও জজ সাহেব সেতাবৎ বিবেচনা ও মীমাংসা করেন নাই।

জজ সাহেবের ফয়সলা অতি সংক্ষেপ এবং উপরোক্ত আপত্তি সকলের প্রতি যে রূপ মনোযোগ করা আবশ্যক ছিল জজ সাহেব সেরূপ মনোযোগ করেন নাই দৃষ্ট হইতেছে। অতএব আমাদিগের বিবেচনায় হাকীম মৌসুফের তজবিজ অসম্পূর্ণ হওয়াতে তাঁহার ফয়সলা রদ করিয়া এই আদেশে পুনর্ব্বিচার জন্য তাঁহার সমীপে মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইতেছি যে তিনি দরখাস্তকারির আপত্তি গ্রহণ ও মীমাংসা করিয়া প্রত্যেক আপত্তির প্রতি স্পষ্ট রায় দিবেন এবং মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যে রূপ আবশ্যক হয় তামাদী আইন অন্য কোন প্রকারে খাটাইবেন ইতি।

মোকদ্দমা। জজ সাহেবের আদেশে সমীপে পুনঃ উপস্থিত হইল যে দরখাস্তকারির উত্থাপিত আপত্তি সকলের প্রতি মনোযোগ করিয়া প্রত্যেক আপত্তির স্পষ্ট রায় দিবেন এবং মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে যে রূপ আবশ্যক হয় সেই রূপ তামাদী আইন অন্য প্রকারে খাটাইবেন।

ইংরেজী ১৮৫৭ সাল ৪ মার্চ।

একত্রাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস্ সাহেব } একটিং জজ;
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মর্ণি সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৩০৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌরী নিমাদের একটীং মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চরণ বসুর ১৮৫১ সালের ৭ মার্চ তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া জেলা মেদিনীপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত এ, ডেবিডসন সাহেব ১৮৫৫ সালের ২৪ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অন্যথাতিতে খাস আপীল।

সুভন জুঞা——————————(বাদী) আপেলাণ্ট।
রামকৃষ্ণ দাস প্রকৃতি——————(প্রতিবাদীগণ) রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু কৃষ্ণমধ্য মুখোপাধ্যায়——————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়——————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত কে, এস, টরেন্স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সার্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ১৭ জুন তারিখে এমোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

বাদী অর্থাৎ দরখাস্তকারী ৫এক জন প্রতিবাদির বিরুদ্ধে খেসারতের নালিশ করিয়া ১৮৫১ সালের ৭ মার্চ তারিখে এক ডিক্রী পায় ১৮৫৪ সালের ২২ ফিব্রুয়ারি তারিখে যে ৩ জন প্রতিবাদী নীচের আদালতে হাজীর হইয়াছিল ও যে এক জন প্রতিবাদী হাজীর হয় নাই তাহাদিগের তাবতেরই আপীল গ্রাহ্য হইয়া ১৮৫৪ সালের ২২ জুন তারিখে প্রধান সদর আমিন মুনসেফের ফয়সলা রদ ও আপীল ডিক্রী করেন বাদী এক্ষণে খাস আপীল করিয়া এই আপত্তি করে যে নীচের আদালতে যাহারা হাজীর হইয়াছিল ও যে ব্যক্তি হাজীর হয় নাই তাহাদিগের তাবতেরই আপীল মুনসেফের ফয়সলার তারিখের প্রায় ৪ বৎসর পর প্রধান সদর আমীন গ্রাহ্য করিয়াছেন কিন্তু এরূপ কার্য্য রামধন দাসের বিরুদ্ধে গঙ্গাচরণ জানার মোকদ্দমায় সদর আদালত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের যে ব্যাখ্যা করেন তাহার বিপরীত।

আমাদিগের রায় এই যে খাস আপেলাণ্টের উত্থাপিত বিষয় আপত্তির জন্য বটে অতএব উপরোক্ত অবস্থা বিবেচনায় আপেলাণ্টের আপীল প্রধান সদর আমীনের গ্রাহ্য করা ঠিক হইয়াছে কি না তাহার বিচার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি।

বিচার।

বাদী প্রতিবাদীগণের কথানুযায়ী ভোজের আয়োজন করিলে প্রতিবাদীগণ বাদী জাতি ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহা গ্রহণ না করাতে বাদী খেসারতের জন্য এই নালিশ উপস্থিত করে।

[illegible] মোকদ্দমার [illegible] ডিক্রী [illegible] প্রতি-বাদীরা হাজির হইয়া আপীল করণের অনুমতি প্রার্থনা করে ও বিলম্বের [illegible] প্রকা-র হেতু দর্শান প্রধান সদর আমীন ঐ সকল হেতুর প্রতি মনোযোগ না করিয়া আপীল এই হেতুতে গ্রাহ্য করেন যে মুনসেফ মৌখিক জাতি পুনঃপ্রাপ্ত হওন বিষয়ে হুকুম দিয়াছেন কিন্তু এরূপ কার্য্য আদালতের রীতির বিপরীত পরিশেষে তাঁহারা মৌখিক মুনসেফের ফয়সলা রদ করেন।

এই সকল অবস্থায় স্পেশিয়ালের নিমিত্ত বিষয় উত্থাপন হয় না কিন্তু আইনের অবধারিত কাল পরে প্রধান সদর আমীন আপীল গ্রাহ্য করণের যে হেতু দর্শান তাহা প্রসিদ্ধ কি না তাহার বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল এই আপত্তি করেন যে এক জন প্রতিবাদির সম্বন্ধে মোকদ্দমা এক তরফা বিচার নিষ্পত্তি হয় এবং ডিক্রী ও ডিক্রী জারির মধ্যে এক বৎসরের অধিক কাল গত হয় অতএব ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণের বিধানানুযায়ী জজ্ সাহেবের এরূপ ক্ষমতা ছিল যে তিনি যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন সেই রীতিতে অর্থাৎ আপীল গ্রাহ্য করিয়া ডিক্রী জারী না হওনের প্রতি হেতু দর্শাইতে প্রতিবাদীগণকে অনুমতি দেন এবং ১০৩৮ নম্বরী কনষ্ট্রক্সনের স্পষ্ট দর্শান মতে অবস্থা বিবেচনায় এই রীতি অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য হইয়াছে।

আমাদিগের বিবেচনায় আপীল বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণের কোন সংস্রব নাই। আর ১০৪৮ নম্বরী কনষ্ট্রক্সনে আপীলের বিষয় উল্লেখ ভিন্ন অধিক কিছু লেখে না ও তাহাতে যে রায় প্রকাশ আছে তাহা ৯৭৯ নম্বর কনষ্ট্রক্সনের স্পষ্ট বিধান ও আইনের স্পষ্ট মজমুনের বিপরীতে মাতবর হইতে পারে না। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৬ প্রকরণ ১৮৩১ সালের ৭ আইনের ৭ ধারা দ্বারা রদ হইয়াছে এবং ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৬ ধারা এক্ষণে বলবৎ থাকা অনুভব করিলেও আপীলের বিষয়ে তাহাতে জজ সাহেব দিগের প্রতি এই মাত্র স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা অর্পণ করে যে নিরূপিত কালের মধ্যে আপীল দায়ের না হওনের বিশিষ্ট হেতু দর্শিত হইলে তাঁহারা সেই আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন এক্ষণে জজ্ সাহেবের প্রতি এমত কোন ক্ষমতা নাই যে নিরূপিত কাল গতে অনিয়ম অথবা ভ্রম হওয়া হেতুতে কোন আপীল গ্রাহ্য করিতে পারিবেন অতএব আমরা প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা রদ করিয়া আপীল ব্যয় সহ ডিক্রী করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৫ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব

জেলা বেহারের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ রাফিক ১৮৫৩ সালের ৯ ডিসেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে এই দুই আপীল।

১৮৫৪ সালের ২১৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

রানী ফিকন (বাদিনী)—————————আপেলান্ট।
রানী মোরাধন ও রাজা হোসেন বকস খাঁ (প্রতিবাদীগণ)-রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
মৌলবী মহম্মদ হোসেন—————————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
মুনসী আমীর আলী—————————রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষ উকীল।

কোং ১৪১৩৮ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

১৮৫৪ সালের ২০ নম্বরী মোকদ্দমা।

রানী মোরাধন, রাজা জাহাঙ্গির খাঁ ও রাজা হোসেন বকস খাঁ। (প্রতিবাদীগণ)———— } আপেলান্টগণ।
রানী ফিকন খাপর (বাদিনী)————————রেস্পাণ্ডেন্ট।
মুনসী আমীর আলী————————আপেলান্টগণের পক্ষ উকীল।

কোম্পানি ২৯২৩৬।৷৵ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

বাদিনী ও প্রধান প্রতিবাদিনী রানী মোরাধন উভয়েই মৃত রাজা জাহাঙ্গির খাঁর পত্নী তাহাতে রাজার জীবদ্দশায় প্রত্যেক রানীর বরাবর যে বয়মকনা পত্র লিখিয়া দেন ও প্রত্যেককে আপন সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ করিয়া দিয়া যে এক বিভাগ পত্র লিখিত হয় এতাবৎ সূত্রে উক্ত রানী দ্বয় একত্রে স্বামির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার করেন উক্ত বয়মকনা পত্র ১৮১৬ সালের ১১ মার্চ ও উক্ত বিভাগ পত্র ঐ সালের ২৫ মে তারিখে লিখিত হয়। বাদিনী কহেন যে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে যে অস্থাবর সম্পত্তি দেন তাহার সমুদয় অংশ হইতে ও স্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ বাটী হাতে তাহার যে অংশ ছিল তাহার অর্দ্ধেক হইতে প্রতিবাদীগণ তাঁহাকে বেদখল করিয়াছে। ইহাও কথিত হইয়াছে যে ঐ সকল বাটীর সংখ্যা ১২ টা বটে ও তাহা মৌজা এনিওয়াসে স্থিত আর অস্থাবর সম্পত্তি রাজা জীবিত থাকা কালীন তাহার তোসা খানায় ছিল প্রতিবাদিনী মোরাধন তাহা গোপনে স্থানান্তর করিয়া নিজে গ্রহণ করিয়াছে।

জওয়াবের মর্ম্ম এই যে রাজার কোন অস্থাবর সম্পত্তি ছিল না ও বয়মকনা ও বিভাগ পত্র দ্বারায় বাদিনীকে যে সকল বাটী দেওয়া হয় বাদিনী সেতাবতে দখলীকার আছেন

বৎসর পরে বাদিনী ঐ ক্রমীন বুনিয়াদে নালিশ করিয়াছেন সেতাবৎ ... সালের মধ্যে ডিক্রী হওয়া তাহার নিমিত্ত ... তামাদী আইনের ... বাদিনীর প্রতি বাধা জন্মিতেছে কেননা বাদিনীর ... দখলের তারিখ হইতে প্রায় ৩৬ বৎসর গত হইয়াছে।

তাহাতে প্রধান সদর আমীন ফৌজদারি আদালতের এক হুকুম দৃষ্টিতে তামাদী আইনের আপত্তি অগ্রাহ্য করেন কিন্তু সেই হুকুম মিছিলের শামিল থাকা বুঝা যায় না আর বিরোধীয় বাটীর মধ্যে একটার মধ্যে সে ... এক ব্যক্তির যোগ প্রতি-বাদিনীর দখলীকার থাকার বক্তব্যের প্রতি বাদিনী আপত্তি করিলে জেলার আমীন তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণ প্রধান সদর আমীন অগ্রাহ্য করিয়া এই স্থির করেন যে দাবি কৃত অস্থাবর সম্পত্তির প্রতি বাদিনী আপন দাবি সাব্যস্ত করিতে পারেন নাই, এহেতু আরজির লিখিত ১১ টা বাটীর অর্দ্ধাংশ পক্ষে হাকিম মৌসুফ বাদিনীর প্রতি ডিক্রী দিয়া বাদিনী তালুকীর আদশ ঘরের লিখিত বাটী ছাড়িয়া দিয়াছেন অথচ তাহার কারণ লেখেন নাই।

উক্ত ডিক্রিদির অসম্মতিতে ২ টা আপীল উপস্থিত হইয়াছে ১ টা অর্থাৎ ১৮৫৪ সালের ২১৩ নম্বরী বাদিনী রাণী ... কর্তৃক প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির যে অংশে অস্থাবর সম্পত্তি ও তালুকীর লিখিত ১২ নম্বরের বাটীর প্রতি বাদিনীর দাবি ডিসমিস করা হয় তৎপ্রতি সূলে ও আর ১ টা অর্থাৎ ১৮৫৪ সালের ২০ নম্বরী রাণী ... ও তাঁহার পুত্র রাজা হোসেন ... প্রতিবাদীগণ কর্তৃক প্রধান সদর আমীনের যে হুকুমে তামাদী আইনের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিবাদীগণের দখলী ১১ টা বাটীর অর্দ্ধাংশ পক্ষে বাদিনীর দাবির প্রতি ডিক্রী দেওয়া হয় তাহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হয়।

প্রতিবাদীগণের আপীলে বাদিনীর নালিশ শুননি হওনের প্রতি আপত্তি উপস্থিত হওয়াতে আদালত স্থির করিলেন যে তাহারই প্রতি প্রথমে সওয়াল জওয়াব হইবেক।

রেস্পাণ্ডেন্টদিগের উকীল এই তর্ক করেন যে বাদিনী বয়নামা ও বিভাগ পত্র মত অনুযায়ী মালিক স্বত্ব হইয়া দখলীকার থাকা কহেন অতএব নালিশ রুজুর ১২ বৎসর মধ্যে সেই দখল থাকা ও প্রতিবাদীগণ কর্তৃক বেদখল হওয়া বাদিনীর সাব্যস্ত করা কর্তব্য এরূপ সাব্যস্ত না করিলে ... জন্য তাঁহার নালিশের প্রতি বাধা জন্মিয়াছে কেননা যে সকল ... বুনিয়াদে তিনি নালিশ করিতেছেন সেতাবৎ ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত পঠিত হয় ও তামাদী আইন মতে এক্ষণে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।

প্রতি পক্ষ এই তর্ক করে যে প্রতিবাদীগণ বাদিনীর বিরুদ্ধে তামাদী আইনের আপত্তি করিতে পারে না কেননা দাবি কৃত বাটী সকলে বাদিনী দখলীকার থাকা প্রতি-বাদীগণ স্বীকার করে ও উভয় পক্ষকে যে সনদ দেওয়া হয় তৎসম্বন্ধে তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ হওয়াতে কোর্ট আমীন কর্তৃক ও ফৌজদারী আদালতে যে সকল বিচার কার্য্য হয় তদ্দ্বারা বাদিনীর স্বত্ত্ব ও হক বজায় আছে।

তামাদী আইনের এ মোকদ্দমায় না খাটার প্রতি প্রধান সদর আমীন যে সকল হেতু লেখেন সেতাবৎ এরূপ অস্পষ্ট যে ঐ সকল হেতু মাতবর ও বলবৎ কি না তাহা আমরা বিশিষ্ট মতে স্থির করিতে পারি না অতএব মিছিলে যে রূপ হাল প্রকাশ আছে তদ্দৃষ্টে আমরা এ কথা মীমাংসা করিব।

আমাদিগের বোধ এই যে সময় মধ্যে বাদিনীর নালিশ করিতে হইলে তাহার এরূপ সাব্যস্ত করা আবশ্যক যে তিনি যে সত্ত্ব উপস্থিত করিতেছেন তদনুযায়ী নালিশের তারিখের ১২ বৎসর মধ্যে তাঁহার দখল ছিল ও তাঁহার এজহার অনুযায়ী ১৮৪৩ সালে বেদখল হইয়াছেন এই দুই বিষয়ে আমরা কিছুই কোন প্রমাণ দেখি না আর বোধ হইতেছে যে ঐ সকল আপত্তি স্বীয় দাবির মোকদ্দমার যে মাতবর হেতুর স্বরূপ বাদিনী তৎপ্রতি আদালতই মনোযোগ করেন নাই। তামাদী আইনের না খাটার পক্ষে বাদিনীর উকীল এই তর্ক করেন যে বিরোধীয় বাটী সকলে বাদিনীর দখল থাকা প্রতিবাদীগণ স্বীকার করিয়াছে কিন্তু মিছিলে সে সকল বিষয় প্রকাশ আছে তদ্দ্বারায় একথা সাব্যস্ত হইতেছে না অথবা মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াবে প্রতিবাদীগণের পক্ষে এরূপ কোন স্বীকার থাকা দেখি না তাহারা এই মাত্র স্বীকার করে যে রাজা তাজালি খাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তির কিয়দংশ বাদিনীর প্রাপ্য বটে ও তাহা বাদিনী রীত্যনুযায়ী উত্তরাধিকার করিয়াছেন এবং যে সকল বাটী বাদিনী এক্ষণে দাবি করিতেছেন সেতাবতই প্রতিবাদী-গণের দখলে বরাবর আছে কেবল কতক গুলিন বাটী পড়িয়া গিয়াছে ও সেই স্থানে বাদিনী বাটী নির্মাণ করিয়া দখলীকার আছে তৎপ্রতি প্রতিবাদির কোন দাবি নাই অতএব মোকদ্দমার কাগজাত দৃষ্টে প্রতিবাদির দখল থাকা সপষ্ট অনুভব হওয়ার স্থলে বাদিনীর এরূপ দর্শান কর্ত্তব্য যে প্রতিবাদির দখল থাকার পক্ষে যে সত্ত্ব আছে তাহার প্রমাণ তলবের পূর্ব্বে আইনের নিরূপিত কাল মধ্যে এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে আর কোরব আমীনের সম্বন্ধে যে সকল কার্য্য হওয়া বলা হয় সেতাবৎ বাদিনীর পক্ষে তামাদী আইনের বিধি না খাটার প্রতি কিরূপ হেতু হইল তাহা মীমাংসা করা সুকঠিন কেননা প্রধান সদর আমীন যে রূপ স্থির করিয়াছেন তদনুযায়ী ঐ সকল কার্য্যে যে সকল অবস্থা প্রকাশ সেতাবৎ বাদিনীর দখলের বিরুদ্ধ হইতেছে।

এবিষয়ে আমাদিগের এই রূপ অভিপ্রায় হওয়াতে আমরা এই রূপ স্থির করিতেছি যে কালাতীত জন্য বাদিনীর নালিশের প্রতি বাধা ঘটিয়াছে ও প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি ভ্রমময় বটে অতএব বাদিনীর প্রতি ১১ টা বাটীর অর্দ্ধাংশ পক্ষে যে ডিক্রী দেওয়া হয় সেই হুকুম আমরা রদ করিলাম আর অন্যান্য সম্পত্তির প্রতি বাদিনীর দাবি ডিসমিস্ করণ পক্ষে যে হুকুম দিয়াছেন তৎপ্রতি হস্তক্ষেপণ করণের কোন কারণ দৃষ্ট হয় না ইহাতে বাদিনী ১৮৫৪ সালের ২১৩ নম্বরী যে আপীল উপস্থিত করেন তাহা নিষ্পত্তি হইল উভয় আপীলের খরচা বাদিনীর জিম্মা ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৫ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস্ সাহেব

১৮৫৫ সালের ২২৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা বাখরগঞ্জের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশ ১৮৫৫ সালের ৯ নবেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে স্পেশ্যাল আপীল।

গোলোকচন্দ্র রায় প্রভৃতি (বাদীগণ) ——————আপেলাণ্টগণ।

বাবু গোপাললাল ঠাকুর প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—রেস্পণ্ডেণ্টগণ।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও মুন্সী আমীর আলী—————— } আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ

বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় ও মেং আর, টি, এলান সাহেব—————— } রেস্পণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ

জোং ৬৯৮৯।৵০ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

নীচের আদালত তামাদী আইনানুসারে নালিশ ডিস্‌মিস করিয়া যে ফয়সলা করেন তাহা বাহাল থাকিল।

অত্র আদালতে এক্ষণে যে আপীল করিয়াছে সে ব্যক্তি মৌজা চাঁদপুরের ভূমি আবাদ জমীদারী তালুক আরাধন রায়ের শামীল বলিয়া ও নিজে তালুক মজকুরের ৮০ আনা হক্কের মালীক থাকা এজহারে ঐ ভূমির দখল পুনঃপ্রাপ্ত জন্য নালিশ উপস্থিত করে আপেলাণ্টের এজহার এই যে বিরোধীয় ভূমি আসো তালুক আরাধন রায়ের শামীল তাহার দখলে ছিল পরে তাহার সহিত বাবু গোপাললাল ঠাকুর বিবাদ উপস্থিত করাতে ১৮৪ সালের ৪ আক্টের মতে বিচার হইয়া পরিশেষে সেসন জজ সাহেব এই স্থির করেন যে উক্ত ভূমিতে গোপাললাল ঠাকুর দখলীকার ছিলেন। সেসন জজ সাহেবের এই হুকুম রদ করিয়া বিরোধীয় ভূমির দখল জন্য বাদী নালিশ করিলে নীচের আদালত তামাদী আইন দৃষ্টে নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন অতএব অত্র আপীলে শুদ্ধ সেই বিবেচ্য প্রতি আমাদিগের মনোযোগ করিতে হইবেক।

বাদী অর্থাৎ আপেলাণ্টের নালিশের প্রতি কালাতীত জন্য বাধা ঘটা পক্ষে প্রধান সদর আমীন এই প্রধান কারণ লেখেন যে বাবু লাডলিমোহন ঠাকুরের প্রাপ্ত এক ডিক্রিজারীতে জজ সাহেবের ১৮২৮ সাল ২২ মার্চ তারিখের এক রোবকারীর দ্বারা মৌজা চাঁদপুর ডিক্রীদারকে দেওয়া স্থির হয় এবং তৎকালে রামকিশোর ঘোষ যে ব্যক্তি তাহার পিতা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কাএম মোকাম হওয়া আপেলাণ্ট আপন উকীলের দ্বারা স্বীকার করিতেছে সে ব্যক্তি বাবু লাডলিমোহন ঠাকুরের বিরুদ্ধে মৌজা চাঁদপুরের দখলীকার থাকার প্রতি দাবিদার হইলে তাহার দাবি প্রমাণাভাবে স্পষ্ট অগ্রাহ্য হইয়াছে

সেই রূপ অন্যান্য কাগজাতিদ্বারাতে আপেলাণ্টের উকীলগণ আমাদিগের সমক্ষে তর্ক করিয়াছেন। এরূপ কথিত হইলে ১৮২৮ সালের ডিক্রীজারী সংক্রান্ত যে সকল কার্য্য হয় আপেলাণ্ট তাহার পরে দখলীকার ছিল এবং এবিষয়ে আপেলাণ্ট যে প্রমাণ দিয়াছে তাহা আমাদিগের সমক্ষে অর্পিত হইয়াছে অর্থাৎ ১৮৩২ ও ১৮৩৩ সালের খাজানা বাবত ৩টা সরাসরী ডিক্রী দর্শান হয় ঐ সকল মোকদ্দমার কোন মোকদ্দমাতেই দাবির প্রণালীর প্রতি কালেকটর সাহেব তজবিজ করেন নাই আরজীর নিম্নভাগে এই মাত্র বলা হয় যে সরবরাহকারী যে খাজানার সুরতি করিয়াছিল তাহা প্রাপ্ত হওয়া স্বীকার করাতে ঐ সকল মোকদ্দমা খারিজ হয় এবং ঐ সকল হুকুমের মধ্যে দুইটী হুকুমে যদিও এরূপ লেখা হইয়াছে যে গোপাললাল ঠাকুর ঐ দাবির প্রতি আপত্তি করিয়াছিলেন এবং সেই আপত্তির পোষকতায় কোন প্রমাণ দেন নাই তথাপি ঐ সকল রোবকারীতে উক্ত জমীনে সরবরাহকারির দখল থাকা পক্ষে এমত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে তৎপ্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে কিন্তু এরূপ ন্যায়মত অনুভব হইতেছে যে সরবরাহকারী আপনার মামেলা ঐ রূপ নিষ্পত্তি হওনের দ্বারা ভূম্যধিকারির স্বরূপ দখলীকার থাকার দাবির গুণাগুণ বিষয়ে তর্ক না হয় এমত ইচ্ছা করিয়াছিল।

তদ্ভিন্ন ভিন্ন ২ সনের জমাওয়াসিল বাকীর কাগজ ও ১১৫৫ সালের ৫ খানা কবুলিয়ত এতাবৎ দাখিল করিয়া আপেলাণ্ট মৌজা চাঁদপুরের যে খাজানা পাইয়াছিল এই কথার পোষকতায় সাক্ষী গুজরাইয়াছেন আমাদিগের সমক্ষে যে সকল জোবানবন্দী পাঠ করা হইয়াছে তাহা চূড়ান্ত নহে এবং আসল বিচার্য্য বিষয় স্পষ্ট প্রকাশ না করণের অভিপ্রায়ই তাহাতে প্রকাশ ১৮২৮ সালের ডিক্রীজারী সমাধা জন্য যে আমীন নিযুক্ত হয় সে ব্যক্তি কি রূপ কার্য্য করিয়াছিল তাহার বিবরণ ঐ সকল জোবানবন্দীতে পাওয়া যায় না এবং আপেলাণ্ট নিজেও আমাদিগের সমক্ষে এরূপ দর্শাইতে চেষ্টা করে নাই যে ঐ ডিক্রীজারির যে অভিপ্রায় ছিল সেরূপ বলবৎ হয় নাই অথবা সেই ডিক্রীজারী বিরোধীয় ভূমির প্রতি হয় নাই অন্য কোন ভূমির প্রতি হইয়াছিল। এরূপ বলা হয় যে অনেক বৎসর হইল চাঁদপুর নামে একটা চর থাকা সম্ভব এবং ইহাও সম্ভব বটে যে বাবু লাডলিমোহন এ ডিক্রীজারীতে সেই চর চাঁদপুর পাইয়াছিলেন মৌজা চাঁদপুর নহে কিন্তু গওয়াহির পরিবর্ত্তে আমরা মন্তাক্য বিষয় গ্রহণ করিতে পারি না। দৃষ্ট হইতেছে যে প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির প্রতি আপত্তি করণের প্রধান মাতবর হেতু আপেলাণ্ট দর্শাইতে পারে নাই হাকীম মৌসুফের ডিক্রীতে স্পষ্ট প্রকাশ যে ১৮২৮ সালে আপেলাণ্টের পিতা মৌজা চাঁদপুর নিজের থাকা আপত্তি করাতেও উক্ত মৌজা ঐ সালে লাডলি মোহন ঠাকুরের হস্তে আইসে অধিকন্তু এই বিবাদ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আপেলাণ্টের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র তৃতীয় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে নালিশ করে তাহাতে সে ব্যক্তি স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছে যে গোপাললাল ঠাকুর চাঁদপুরের ভূমিতে দখলীকার ছিল অতএব তজ্জন্য তাহার নালিশ করণের অভিপ্রায় আছে। এই সকল হেতুতে আমাদিগের বিবেচনায় তমাদী আইন না খাটার পক্ষে আপেলাণ্ট কোন হেতু দর্শায় নাই অতএব আমরা এই আপীল ডিসমিস করিলাম তাবৎ খরচা আপেলাণ্টের জিম্মা ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৫, সাল ৫ মার্চ।

"এজলাসে উপস্থিত।"

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব } জজ.
শ্রীযুক্ত এ, জোন্স সাহেব

"১৮৫৪ সালের ৩০৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা রাজসাহির প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন্দ বন্দোপাধ্যায় দ্বারা যাহা দুরের ১৮৫৪ সাল ২৫ জুন তারিখের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে খাস আপীল।

মেং হেনরী গ্রোষ্টর ফেগু সাহেব (প্রতিবাদী)—আপেলান্ট।

বারাণসী বন্দ্যোপাধ্যায় (বাদী) ও বাবুরাম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—— } রেস্পণ্ডেণ্টগণ।

মুন্সী আমীর আলী ও মেং আর, টি, এলান সাহেব—— } আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলদ্বয়।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ——রেস্পণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।

যাঁহের আসামীর কয় জনা স্থলে উভয় পক্ষের সম্মতিতে কোন এক বিষয় সংশোধিত হইল যোর পক্তনী খরিদ জমা সেই পত্তনির অর্দ্ধাংশ জামিনীতে আবদ্ধ রাখিয়া, তমসুক বুনিয়াদে কর্জ্জ লওয়া হয় এস্থলে তমসুক বুনিয়াদে ডিক্রী হইলে প্রথমে বন্ধকী সম্পত্তি হইতে ডিক্রির টাকা আদায় হইবেক।

এক কর্জ্জা খত বুনিয়াদে আসল ও সুদ কোং ১২২৭৬ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

মেং হেনরি গ্রোষ্টর ফেগু সাহেবের নাবালগা কন্যা মিস ফেগুর ব্যবহার ও উপকারার্থে জমীদার ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফি যে পত্তনী দেন তাহার পণের দং বাকী উপরোক্ত টাকার জন্য সাহেব মৌসুফ আপন কন্যার অলী ও অভিভাবক স্বরূপ যে এক তমসুক লিখিয়া দেন তাহা আদায় জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয় তাহাতেও লেখে যে ঐ দেনার মাতবরী জন্য খরিদা পত্তনী অর্দ্ধাংশ থাকিল সেই টাকা ৬০ দিবস পরে আদায় দেওয়া হইবেক তাহা না দিলে উক্ত বন্ধকী অর্দ্ধাংশ তাহা পরিশোধার্থে প্রথমে বিক্রয় হইবেক তৎপরে যে সকল সম্পত্তি মেং ফেগু সাহেবের নিজের দখল ও অধিকারে আছে তাহা বিক্রয় হইবেক।

মেং ফেগু সাহেব খত লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করাতে তদনুযায়ী নিজে দায়ী না থাকা যে আপত্তি করেন তাহা নামঞ্জুর করিয়া প্রধান সদর আমীন সাহেব মৌসুফের বিরুদ্ধে নগদ দেনা স্বরূপ সমুদয় টাকার ডিক্রী দেন।

তাহাতে মেং ফেগু সাহেব আপীল করিয়াছেন এবং তাহার উকীল প্রথমে কতকগুলিন আপত্তি করিলেন যেহেতুক সুরিয়াতে লিখিত নাই তৎপরে মুখ্য এই বিষয়ে আপীল হইয়াছে কহিলেন যে এক পত্তনির পণের টাকার জন্য ফেগু সাহেব ঐ টাকা কর্জ্জ লওয়া প্রকাশ এবং সেই পত্তনী মুক্ত আপন নাবালগা কন্যার ব্যবহার ও উপকারার্থে লওয়া হয় এবং সেই দেনার মাতবরী স্বরূপ পত্তনির ৷৷০ আনা বিশেষ করিয়া বন্ধক রাখা হইয়াছে এমতাবস্থায় ডিক্রী দ্বারা প্রথমে ঐ বন্ধকী সম্পত্তি দায়ী থাকা অবধারণ করিতে হইবেক এবং সেই সম্পত্তি নিলাম হইলে পর ডিক্রির টাকা আদায়ের যাহা বাকী থাকিবেক মুক্ত তাহারই জন্য ডিক্রীদারকে ফেগু সাহেবের বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করণের অনুমতি দিতে হইবেক।

প্রতিবাদীর উকীল অনুরোধ করায় আপেলান্টের উকীল জেলার আদালতের ডিক্রী এই রূপ পরিবর্তন করিতে অস্বীকার করাতে তিনি সন্তুষ্ট আছেন অতএব হুকুম হইল যে প্রধান সদর আমীন যে ডিক্রী দিয়াছেন তাহা বাহাল রাখা যায় কিন্তু উপরোক্ত বন্দোবস্তু বিষয়ে [illegible] আপন কন্যার অংশী ও অভির স্বরূপ যে তমসুক লিখিয়া দেন তাহারে [illegible] সম্পত্তি যে পর্য্যন্ত বাকী হয় সেই পর্য্যন্ত ডিক্রীদার উহাকে তাহাই নিলাম করাইয়া ডিক্রির টাকা আদায় করণের চেষ্টা করিবে তৎপরে টাকা বাকী থাকিলে তাহা [illegible] নিকট আদায় করিয়া লইবেক এবং এই রূপে ডিক্রির তাবৎ টাকা আদায় হইবেক। খরচা আপেলান্টের জিম্মা হইল।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৫ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেক্স্ সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব

১৮৫৬ সালের ২৭৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সাহাবাদের জজ শ্রীযুক্ত এ, লিটেল ডেল সাহেবের ১৮৫৬ সাল ২৪ জানুয়ারি তারিখের এক নিষ্পত্তির অসম্মতিতে খাস আপীল।

সেখ আমীরুল্লা (বাদী) ———————— আপেলান্ট।

শম্ভুনাথ খাঁ ও মহম্মদ মেহিদী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)-রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ হোসেন ———————— } আপেলান্টের পক্ষ উকীলদ্বয়।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও মুনসী আমীর আলী—রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলদ্বয়।

কোং ৯৭০৭৸৹ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

কোন মোকররী হকুক হইতে প্রতিবাদীকে বেদখল করণ জন্য তালুক কএলার নিলাম খরিদারান এই হেতুতে এই নালিশ উপস্থিত করে যে প্রতিবাদী যে পাট্টানুযায়ী দখলী কার তাহা নিলাম খরিদার অর্থাৎ তাহাদিগের বিরুদ্ধে বলবৎ হইতে পারে না আর প্রতিবাদির প্রতি ইস্তাহার জারী করিয়া খাজানা বৃদ্ধি করণের স্বত্বের প্রতি প্রতিবাদী আপত্তি করাতে তাহারা প্রতিবাদীকে একেবারে বেদখল করণের ও বাদীগণের বিনা সম্মতিতে যে ব্যক্তি যে কাল দখলীকার ছিল তাহার ওয়াসিলাৎ পাওনের স্বত্বের প্রতি দাবি রাখে।

প্রতিবাদী অন্যান্য আপত্তির মধ্যে এই এক আপত্তি করে যে বাদীগণ ঐ পাট্টা রদ অথবা জমির প্রতি কর বৃদ্ধি করিতে পারে না তদ্বিষয়ে জজ সাহেব এই রায় দেন যে প্রতিবাদী যে মোকররী পাট্টা বুনিয়াদে দখলীকার তাহা শুদ্ধ ফিকরি গনের ১ রমজান

কোন পাট্টা। বুনিয়াদে ৬০ বৎসর দখলীকার থাকে লেও নীলাম খরিদার আই নের তারিখ হতে ১২ বৎসর মধ্যে বেদখল করণ জন্য নালিশ করি লে তাহার

কোন প্রতিবন্ধক ঘটিবেক না। কিন্তু বিরোধীয় হকুক যে ১০ সালা বন্দোবস্ত কালীন ছিল তাহা সপ্রমাণ হওয়াতে এবং ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ২৬ ধারা মতে যে ব্যক্তি জমা বৃদ্ধি জন্য নালিশ করিতে তাহাকে প্রতি সেইরূপ জমা বৃদ্ধি করণের স্বত্ব সাব্যস্ত করণের ভারগ্রাহ বেদখল করণ জন্য যে এই নালিশ উপস্থিত হয় তাহা ১৮৪৫ সালের ১ আক্টের ২৬ ধারার বিধানের বিপরীত হইবায় অগ্রাহ্য হইল।

১১৯৫ সাল অর্থাৎ ১০ সালা বন্দোবস্তের ২ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আছুক্ত হইয়াছে এহেতু ১৮৪৫ সালের ১ আক্টের ২৬ ধারার লিখিত বর্জিত হক সকলের মধ্যে ইহা একটী হক নহে সুতরাং তাহা রদ হওনের যোগ্য ও প্রতিবাদী আপন দখলী ভূমি হইতে বেদখল হইবেক হাকীম মৌসুফ তদনুযায়ী ডিক্রী দিয়াছেন।

আপেলাণ্টের উকীল আমাদিগের সমক্ষে দুইটা হেতু উত্থাপন করেন একটা ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণ পাট্টার প্রতি এই বলিয়া দর্শান যে উক্ত মোকররী পাট্টা রদের জন্য এই নালিশ উপস্থিত হওয়ায় ৬০ বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে তাহা দেওয়া হয় এহেতু স্বত্বের আদি দোষ জন্য এত কাল পরে ঐরূপ নালিশের হেতু বিষয়ে আদালত তাহা তদন্ত করিতে পারেন না। দ্বিতীয় হেতু এই যে নীচের আদালতের নিষ্পত্তিতে এরূপ প্রকাশ হইতেছে যে ঐ মোকররী পাট্টার তারিখ দৃষ্টে তাহা ১০ সালা বন্দোবস্তের সময়ে ছিল অতএব প্রতিবাদী বেদখল হওনের যোগ্য বলিয়া আদালত রায় দিতে পারেন না কেননা ১৮৪৫ সালের ১ আক্টের ২৬ ধারার ২ প্রকরণের বিধান সকলে এই আদেশ আছে যে ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারার লিখিত হেতু সকল জন্য এরূপ হকুক হারের করবৃদ্ধি হওয়া কর্ত্তব্য এরূপ প্রমাণ না হইলে সে তাবৎ হকুক রেহাই দিতে হইবে কিন্তু এরূপ প্রমাণ বাদী আসলেই দর্শাইতে পারে নাই।

১৮০৫ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণ পাট্টা বিষয়ে আমাদিগের রায় এই যে নিলাম খরিদার খরিদের তারিখ হইতে ১২ বৎসর মধ্যে নালিশ উপস্থিত করিলে তাহার খরিদা সম্পত্তির কোন প্রকার উত্থাপিত স্বত্বের বিক্রেতার প্রতি আপত্তি করণ বিষয় তামাদী আইনানুযায়ী তাহার প্রতি বাধা ঘটিবেক না সুতরাং এরূপ নালিশে এই কথার বিচার করিতে হইবেক যে ১৮৪৫ সালের ১ আক্টের ২৬ ধারানুযায়ী স্বেচ্ছানুযায়ী কর বৃদ্ধি ও বেদখল করণ পক্ষে নিলাম খরিদার যে ক্ষমতা রাখে ও যাহা সাধারণে স্বীকার করে তাহার বিপরীত কোন স্বত্ব সিদ্ধ কি না অতএব এরূপ তাবৎ মোকদ্দমাতে যে রূপ হইয়া থাকে এ মোকদ্দমায় মুক্ত এই বিষয় বিচার্য্য হইতেছে যে প্রজার পক্ষে কোন আশ্রয় আছে কি না কেননা নিলাম খরিদারের হস্তক্ষেপণ করণের যে স্বত্ব আছে তাহার সন্দেহ নাই আর উল্লেখিত আইনের বিধানের দ্বারা প্রতিবাদীগণ মোকররী পাট্টানুযায়ী বহুদিবস অবিবাদে দখলীকার থাকাতে তাহাদিগের প্রতি যে আবহমান প্রসিদ্ধ স্বত্ব অর্পিত হয় মুক্ত তদ্দৃষ্টেই উক্ত আইন বিশেষ রূপে খাটে কি না তাহা বিবেচনা করিতে হইবেক মুক্ত তামাদী জন্য আপন দাবি উত্থাপন করণে বাদির স্বত্বের প্রতি যে বাধা ঘটে তদ্দৃষ্টে নহে।

আপেলাণ্টের উকীলগণ এই তর্ক করেন যে যে অভিপ্রায়ে কোন স্বত্ব সৃজিত হয় সেই অভিপ্রায় জন্য তাহা দৃষ্টতঃ প্রচুর হইলেও তাহা আদৌ যদিস্যাৎ দূষ্য হয় ও অনিয়ম অথবা অসম্পূর্ণতা হেতুতে তৎপ্রতি যদিস্যাৎ আপত্তি হইতে পারে এমত হয় তাহা হইলেও ৬০ বৎসরগত হওয়াতে সেই স্বত্ব এরূপ সম্পূর্ণ হয় যে তাহার মাতবরির প্রতি কোন আপত্তি হইতে পারে না সুতরাং এ মোকদ্দমায় এই মোকররী পাট্টার প্রতি যে কোন দোষ ন্যায়যুক্ত আরোপ করা যাইতে পারে তাহা কালাতীত জন্য সম্পূর্ণ রূপ শোধরাম হইয়াছে এবং যদিও ঐ পাট্টা যৎকালীন দেওয়া হয় তৎকালীন তাহা এরূপ প্রচুর ছিল না যে তদ্দ্বারা পাট্টাগ্রহীতাকে পাট্টাই স্বত্বের চিরকাল ভোগবান রাখিতে

[illegible] পাট্টার সর্ত্তানুযায়ী ৬০ বৎসরের অধিককাল সেই সকল বৃদ্ধি জোত জমা আছে ১৮০০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণের বিশেষ আদেশ মতে সেতাবৎ চিরস্থায়ী হইয়াছে এবং লোপ হইতে পারে না।

[illegible] বৎসর গত হইলে পর উক্ত আইনের প্রকৃত রূপে বিশেষ আবহমান প্রসিদ্ধ স্বত্ব অর্পণ করে কি না এই তকরারি বিষয়ের প্রতি একণে প্রবর্ত্ত না হইয়া আমরা এই রায় দিতেছি যে যে তারিখ হইতে কোন দোষ বিশিষ্ট স্বত্বের উৎপত্তি হয় তিনি যাহা দিতে পারিবেন এবং যাহা গ্রহীতা তাহার প্রতি অর্পণ হইয়াছে বিবেচনা করিতে পারে উক্ত আইনের বিশেষ আদেশ দ্বারা শুদ্ধ তাহাই অর্পিত হয় যে অনিয়ম অথবা দোষের প্রতি আদৌ দৃষ্টি করা হয় নাই আইনের দ্বারা তাহা এই পর্য্যন্ত শোধরান হয় যে কোন বিশেষ সময় গত হইলে পর তদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হইবেক যে এরূপ কোন দোষ ছিল না কিন্তু পাট্টাদির দ্বারা কোন সম্পত্তির প্রতি দায় সৃজন করণে আমরা এই রায় দেই যে ১০ সালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে এই রূপ যে সকল দায় সৃজিত হয় সেতাবৎ ১৮৪৫ সালের ১ আক্টের ২৬ ধারা দ্বারা সম্পত্তি নিলাম হইলে বিশেষ আইনের দ্বারা রদের যোগ্য বলা হয় সুতরাং যে কোন মূল হইতে সেতাবস্বত্ব উৎপত্তি হউক অর্থাৎ সাবেক মালীকের স্বীকৃত কার্য্য অথবা তামাদী আইনানুসারে কোন পক্ষের অমনোযোগ জন্য চিরস্থায়ী হইয়াছে এরূপ বলা হইলেও ঐ সকল স্বত্ব উপরোক্ত আইনের তুল্যরূপে অধীন হইবে এবং উক্ত আইনে যে সকল বর্জ্জনীয় স্থলের পক্ষে আশ্রয় প্রদান করে তাহার অন্তর্গত না হইলে সেই আইনের সাধারণ বিধি হইতে কখনই রেহাই পাইতে পারে না যদিস্যাৎ এইমত ঠিক হয় অর্থাৎ যাহা আমরা ঠিক বিবেচনা করিতেছি তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আদৌ যে হকুক চিরস্থায়ী বলিয়া পাওয়া যায় নাই তাহা মালীকের কার্য্যের দ্বারা সে রূপ চিরস্থায়ী হইতে পারে উক্ত বিশেষ আবহমান স্বত্বের দ্বারা সেই রূপ কায়েমী হইবেক অতএব শুদ্ধ এই বিষয়ের বিবেচনা আবশ্যক যে প্রতিবাদীগণ যে কাল মোকররী হকুকে দখলীকার আছে তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সেই মোকররী হকুক উপরোক্ত ধারার লিখিত বর্জ্জনীয় স্থল সকলের অন্তর্গত কি না।

ইহাতে দ্বিতীয় বিষয় মীমাংসা হইবেক নীচের আদালত বিবেচনা করেন যে ইংরাজী ১৭৮৮ সালে অর্থাৎ ১৭৯০ সালের ১০ সালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ঐ হকুক স্থাপিত হয় আমরা দেখিতেছি বাদীগণ ঐ পাট্টা প্রকৃত না থাকা কহে কিন্তু মিছিলে এমত কিছুই দৃষ্ট হয় না যে তদ্দ্বারা ঐ এজাহার যথার্থ হইতে পারে অতএব জজ সাহেবের সহিত ঐক্য হইয়া আমরা এই রায় দিতেছি যে উহার তারিখ দৃষ্টে ঐ দশ সালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে তাহা সৃজিত হয়।

এই রূপে উক্ত হকুক ২৬ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত বর্জ্জনীয় স্থল সকলের অন্তর্গত হইতেছে অর্থাৎ যে সকল হকুক ১০ সালা বন্দোবস্ত কালীন ছিল ও যে তাবৎ ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারার লিখিত হেতু জমা কর বৃদ্ধি করণের যোগ্য সাব্যস্ত হয় নাই অন্যথা সাব্যস্ত হইতে পারে না। এই ৫১ ধারা ৪৮ ধারার সহিত তাবৎ অধীন তালুক হায় সম্বন্ধীয় বিবেচনা করিতে হইবেক অর্থাৎ যে তাবৎ জমীদার ও অধীন তালুকদারগণের মধ্যে আদৌ যে বন্দোবস্ত হয় তাহার অধীন যে মোকররী পাট্টা একণে উপস্থিত তাহার সত্ত্ব দৃষ্টে বাদির পক্ষে কিছুই প্রমাণ হয় না এবং আমাদিগের বিবেচনায়

প্রতিবাদীগণ এরূপ সাব্যস্ত করিয়াছে যে তাহাদিগের মকুব ১০ বিঘা জমা কমাবন্দ জমীর ছিল এস্থলে কর বৃদ্ধি করণের যজ্ঞ সাব্যস্ত করণের ভার বাদির প্রতি বিবেচনা করিতে হইবেক কিন্তু এই মোকদ্দমা যাহা প্রকারে বেদখল করিয়া উপস্থিত হয় তাহা উক্ত আইনের মুকদ্দমের বহির্ভূত থাকা সকলি প্রকাশ অতএব আমাদিগের বিবেচনায় এই নালিশ ডিসমিস করা কর্তব্য।

বাদী যদিস্যাৎ এরূপ বিবেচনা করে যে কর বৃদ্ধি করণের যজ্ঞ সে ব্যক্তি সাব্যস্ত করিতে পারিবেক তাহা হইলে একণে যে নালিশ ডিসমিস হইল তাহাতে ঐ তকরার উপস্থিত না হইবার তজ্জন্য কর বৃদ্ধির এরূপ দাবির প্রতি কোন বাধা ঘটিবেক না।

অতএব এই নালিশ উভয় আদালতের খরচার সহিত বাদীগণের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৫ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি. রেকস্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেব }

১৮৫৬ সালের ২৮৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ভাগলপুরের সদর মুনসেফ শ্রীযুক্ত জে, ডি, কষ্টা সাহেবের ১৮৫৩ সাল ২০ জুলাই তারিখের এক ডিক্রী বহালে জেলা ভাগলপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সি. জেক্‌ ডাভ্‌ সাহেব ১৮৫৫ সাল ৩০ আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অনুমতিতে খাস আপীল।

হিরারাম মিশ্র ও বাবু বেনিমাধব সিংহ (বাদীগণ)—আপেলান্টগণ।
মক্ষণ রাউত (প্রতিবাদী)————————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ————————আপেলান্টগণের পক্ষউকীল।
মৌলবী সৈএদ মহম্মদ হুসেন————————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

আপীল অগ্রাহ্য হইলকে মধ্যে বাদীকে ম ভূমি মাল বলিয়া দাবি করে সেই ভূমি ১৭৯৩ সালে যে কর আদায় হইয়াছিল তাহা প্রমাণ হয় নাই এবং ১৭৯৯ সালের

নীচের লিখিত সার্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ৩ জুন তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত এ. স্কোনস সাহেবের সার্টিফিকেট। এই মোকদ্দমার বাদী অর্থাৎ দরখাস্তকারীরা ১০/ বিঘা মালের জমী তাহার জমীদারি ভুক্ত ও তৎকালীন নূতন জরীপ হওয়া দ্বারে তাহার দখল পুনঃপ্রাপণ জন্য নালিশ করিলে প্রতিবাদী মক্ষণ রাউতের তকরারানুযায়ী নীচের আদালতের এই বিবেচনায় তাহার দাবি ডিসমিস করেন যে ঐ জমীন লাখেরাজ ২০৮ বিঘা জমীনের অংশ মাত্র ঐ ২০৮/ বিঘা জমীন ১৭৯৯ সাল হইতে সরকার বাহাদুর কএক জন ভাতিকে দেন।

এই দরখাস্তে দরখাস্তকারী এই প্রধান আপত্তি করে যে নীচের আদালত হাত সম্পূর্ণ তদন্ত না করিয়া উক্ত ভূমি লাখেরাজ থাকা কহিয়াছেন বিশেষতঃ তাঁহারা এরূপ গ্রহণ করেন যে খাস ডিপুটী কালেক্টরের ১৮৪০ সালের ১৫ সেপ্তেম্বর তারিখের নিষ্পত্তিতে উক্ত ভূমি লাখেরাজ বলিয়া উল্লেখ হয় কিন্তু তাহার বিপরিত যেহেতু ডেপুটী

কালেক্টর যৌথুক হন্ত এই কারণে সরকার বাহাদুরের পক্ষে ভূমি মজকুর বাজেআপ্ত করেন নাই যে সেই ভূমিতে ১০০/ বিঘার ন্যূন একখণ্ড ছিল তন্মধ্যে ১০/ বিঘার ও ন্যূন ছিল এবং সেই ভূমি কর ধার্য্য হওয়া তালুকের সীমার অন্তর্গত।

কোন ভূমি নিকর রূপে যে দান করা হয় উক্ত ভূমি তাহার শামিল প্রতিবাদীগণের দখলেছিল।

খাস আপীলের উত্থাপিত এই সকল হেতু সম্বন্ধে আমার এই রায় হইতেছে যে নীচের আদালতদ্বয় এই মোকদ্দমার তদন্ত করনে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন সেতাবৎ প্রকৃত রূপে দূষ্য বটে। এরূপ গ্রাহ্য হউক যে অনেক বৎসর হইল ২০৮/ বিঘা ভূমি কএক জন ব্যক্তিকে দেওয়া হয় এক্ষণে এই আপত্তি উপস্থিত হইতেছে যে এ অংশের বিরোধীয় ১০/ বিঘা ঐ অংশের শামিল কি না কিন্তু ডেপুটী কালেক্টরের উপরোক্ত রোবকারী দৃষ্টে ও রেস্পণ্ডেণ্টের উকীলের স্বীকার মতে প্রকাশ হইতেছে যে উক্ত ২০৮/ বিঘা ভূমি এক দানভুক্ত নহে ভিন্ন২ ব্যক্তির মধ্যে ক্ষুদ্র২ অংশ বিতরণ করা হয় তন্মধ্যে ১০/ বিঘারও ন্যূন ছিল এরূপ সাধারণ রূপে স্থির হইয়াছে যে বিরোধীয় ভূমি উক্ত ২০৮/ বিঘার অন্তর্গত কিন্তু এই বিষয় পূর্ব্বাহ্নে তদন্ত করা উচিত ছিল যে প্রতিবাদী সেই ২০৮/ বিঘার কি পরিমাণ অংশে দখলীকার ছিল আর প্রতিবাদির পুরাতন সনন্দে উক্ত বিরোধীয় ১০/ বিঘা ভূমি ছিল কি তাহা কেবল অংশ মাত্র।

এ বিষয়ে নীচের আদালতদ্বয় কোন রায় দেন নাই এবং প্রতিবাদীও সাবেক লাখেরাজ ভূমির মধ্যে কি পরিমাণ অংশ তাহার নিজের তাহা কিছুই ব্যক্ত করে নাই। তাঁহারা যে ভূমিতে দখলীকার ছিল তাহার সমুদয় একণে বিচার্য্য নহে এবং নীচের আদালতের তদন্ত অসম্পূর্ণ বোধ হইতেছে কেনন। বিরোধীয় ভূমি আদৌ যে প্রতিবাদীকে দেওয়া হয় তাহা মীমাংসা না করিয়া ও সে ব্যক্তি কি পরিমাণ পাওনের যোগ্য তাহা প্রতিবাদির প্রমুখাৎ না শুনিয়া ভূমি মজকুর তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। নীচের আদালতদ্বয় কর্তৃক যে কিছু দর্শিত হইয়াছে তাহাতে এরূপ হইতে পারে যে তাঁহারা তাহাকে ১০/ বিঘা দিয়াছেন কিন্তু তাহার অংশ ৫/ বিঘার অধিক নহে। আমি আরো দেখিতেছি প্রতিবাদী কহে যে যে ২০৮/ বিঘা আদৌ দেওয়া হয় তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তে ঐ ২৫/ বিঘা চর ভূমি পয়স্তি হইয়াছে কিন্তু নীচের আদালতদ্বয়ের নিষ্পত্তিতে এরূপ প্রকাশ নাই যে বিরোধীয় জমীন ঐ ২৫/ বিঘা জমীনের অংশ ছিল কি প্রতিবাদী স্বয়ং ঐ ২৫/ বিঘা জমীনের কোন অংশে দখলীকার আছে এবং যদিস্যাৎ এরূপ হয় তাহা হইলে কি হেতুতে বাদী ঐ নূতন পয়স্তী জমীনে দখলীকার না হইয়া তিনি অর্থাৎ প্রতিবাদী দখলীকার হইবেন।

"এই সকল কারণে আমি এই বিষয় বিচার জন্য খাস আপীল গ্রাহ্য করি যে যে ডিক্রির প্রতি আপত্তি করা হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ তদন্ত পরে হইয়াছে কি না।"

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেবের সর্টিফিকেট। আমি এ রায়ে ঐক্য হইতে পারে না কারণ আমার বিবেচনায় এরূপ হইতেছে যে নীচের আদালত যথার্থ রূপে বিচার করিয়া তাহাতে স্পষ্ট রায় প্রকাশ করিয়াছেন ও আবশ্যকীয় তাবৎ বিচার্য্য বিষয় তন্মধ্যে অন্তর্গত হইতেছে।

বাদী নূতন পয়স্তী ১০/ বিঘা জমীন তাহার জমীদারি ভুক্ত হওয়াতে ঐ জমীনের মালীক স্বরূপ দখল পুনঃ প্রাপণ জন্য এই নালিশ করিয়াছেন কেননা জমীমজকুর হইতে তিনি ১৮৪০ সালের ৪ আক্টের মোতাবেক বেদখল হয়েন।

প্রতিবাদী এই রূপ প্রকাশ করে যে এই ১০/ বিঘা জমীন ২০৮/ বিঘা জমীনের অংশ মাত্র যাহা সরকার বাহাদুর কর্তৃক ১৭৯৯ সালে কতকগুলিন ব্যক্তিকে নিষ্কর রূপে দান করা হইয়াছে।

আর নীচের আদালত ২০৮/ বিঘা জমীন ঐ রূপ দখল করার তথ্যার্থতার বিষয়ে খাস ডিপুটী কালেকটরের এক কয়ফলা প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন তদ্দ্বারা প্রকাশ যে ঐ ভূমি ক্ষুদ্র২ খণ্ডে দখলীকার ব্যক্তিদিগকে বাস্তবিক দেওয়া হয় এবং কর ধার্য্য হওয়া তালুকের অন্তর্গত হওয়াতে তাহা বাজেআপ্তী জন্য সরকার বাহাদুর নালিশ করিতে পারেন না।

অতএব ভূমি মজকুর এরূপ যে দান করা হইয়াছিল তাহা স্থির করিয়া বিরোধীয় ১০/ বিঘা তাহার শামিল কিম্বা নীচের আদালতদ্বয় এই বিষয়ের তদন্তে প্রবৃত্ত হওত এই স্থির করেন যে ভূমি মজকুর সেইরূপ অন্তর্গত বটে অতএব বাদী খাসের ভূমি বলিয়া তৎপ্রতি যে দাবি করে তাহা ডিসমিস করিয়াছেন।

খাস আপীলে এই আপত্তি হইতেছে যে নীচের আদালত উক্ত ভূমি লাখেরাজ বলিয়া জ্ঞান দেন অতএব ১৮১৯ সালের ২ আইনের ১০ ধারার বিধান মতে মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত ছিল।

এই আপত্তি প্রথম আপীল আদালতে উত্থাপিত হয় নাই ভদ্ভিন্ন আমার বিবেচনায় তাহা আদৌ খাটে না যে তকরার উপস্থিত হয় ও যাহা এমোকদ্দমার বিচার্য্য হইতেছে তাহা লাখেরাজদার স্বরূপ দখল করণ পক্ষে প্রতিবাদিগণের স্বত্ব আছে কি না তৎসম্বন্ধীয় নহে সে তকরার এই যে যে ২০৮/ বিঘা দান করা হয় উক্ত ১০/ বিঘা তাহার অংশ কি না আর ঐ স্বত্ব ঘটিত আপত্তি তকরার সূত্রে আনা জমীদারের ইচ্ছাধীন ছিল কিন্তু তাহা না করিয়া আপন সীমা সরহদ্দ ভুক্ত বলিয়া জমীদার ভূমির প্রতি দাবি করেন তাহাতে ঐ রূপ সরহদ্দ ভুক্ত না থাকা পক্ষে নীচের আদালতদ্বয় নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

অতএব আমার বিবেচনায় নীচের আদালতের তদন্তে কোন অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হয় না। প্রতিবাদী ৫০/ বা ৫/ বিঘাতে দখলীকার নীচের আদালতদ্বয় যে রূপ স্থির করিয়াছেন সে রূপ যদিস্যাৎ প্রমাণ হয় যে উক্ত ভূমি ২০৮/ বিঘার শামিল ও তৎপ্রতি জমীদারদের এপর্য্যন্ত মালিকী স্বত্ব ছিল না তাহা হইলে এই জমি সম্বন্ধে তদ্দ্বারা কোন ক্ষতি হয় না।

অতএব আমার সঙ্গি হাকিম যে কথা পুনঃ বিবেচনা জন্য প্রস্তাব করিতেছেন তদ্দ্বারা আমার বিবেচনায় এই মোকদ্দমার লিপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যথার্থ বিবাদ মীমাংসা হয় না। এ বাস্তবিক প্রতিবাদী কি পরিমাণ ভূমিতে দখলীকার তাহার প্রমাণ যদিস্যাৎ প্রতিবাদীর স্থানে তলব করা যায় এবং সেই বুনিয়াদেই বাদির স্বত্ব যদিস্যাৎ মীমাংসা করিতে হয় তাহা হইলে বিরোধীয় ভূমি উক্ত ২০৮/ বিঘার অন্তর্গত কি না তাহা ব্যক্ত হইবেক না অথচ তাহাই এই মোকদ্দমার মূল বিষয় হইতেছে।

আমার বিবেচনায় খাস আপীল গ্রাহ্য করা উচিত নহে।

বিচার।

শ্রীযুক্ত এইচ. টি. রেকস ও শ্রীযুক্ত জে. এইচ. প্যাটন সাহেবানের রায়। বাদী এই এজহারে নালিশ করে যে তাহার খাসের কোন ভূমি হইতে প্রতিবাদী তাহাকে বেদখল করিয়াছে তাহাতে নীচের আদালতদ্বয় এই স্থির করেন যে বিরোধীয় ভূমি হইতে কখন খাজানা আদায় হওয়া অর্থাৎ যে বুনিয়াদে বাদী নালিশ করে তাহা সে ব্যক্তি আদবেই সাব্যস্ত করিতে পারে নাই এবং তাঁহাদিগের বিবেচনায় প্রতিবাদী এরূপ স্পষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছে যে সে ব্যক্তি ভূমি মজকুরে প্রকৃত রূপ দখলীকার বটে এবং ১৭৯৯ সালে যে ২০৮/ বিঘা ভূমি কএক জন ভাক্তিকে নিষ্কর রূপে দান করা হয় বিরোধীয় ভূমি তাহার শামিল।

কোন আইনের তকরারি জন্য অথবা নীচের আদালত সম্বন্ধে যে গতিকাদি দর্শিত হয় তাহা প্রকারান্তর বুঝিবার অথবা ভুল বশতঃ নীচের আদালতের ফয়সলা যে অসম্পূর্ণ অথবা দূষ্য হইয়াছে এরূপ কোন বুনিয়াদে সেই ফয়সলার প্রতি হস্ত ক্ষেপণ করণের কোন কারণ দৃষ্ট হয় না অতএব আমরা এই খাস আপীল ব্যয় সহ ডিস্‌মিস্ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত এ, জোন্‌স সাহেবের রায়। এই বিষয়ে অত্যো তর্ক শুনিয়া আমার এই বিবেচনা হইতেছে যে এই আপীল গ্রাহ্য করণের যে সকল হেতু লিখিত হইয়াছে তাহাতে নীচের আদালতের নিষ্পত্তির অসম্পূর্ণতা প্রকাশ ও বিচার্য্য বিষয়ের আরো ঠিক মীমাংসা জন্য মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান কর্ত্তব্য।

খাস আপেলাণ্ট মৌজা চাম্পা নগরের জমীদার। ঐ মৌজা কাঠিমী বন্দোবস্তী তালুক দারীগণ কহে যে দাবিকৃত ভূমি ঐ তালুকের শামিল ফলতঃ বিরোধীয় ভূমি যে মৌজা চাম্পা নগরে স্থিত প্রতিবাদী এ কথা অস্বীকার করে না খাস আপীলে যে ব্যক্তি এই আপত্তি করে যে ১৭৯৯ সালে ২০৮/ বিঘা ভূমি কএক জন তাঁতিকে নিষ্কর রূপে দান করা হয় ও দাবিকৃত ১০/ বিঘা তাহারই শামিল। প্রতিবাদী কহে যে কএক জন তাঁতি ঐ জমী ১৭৯৯ সালে পায় কিন্তু তাহাদিগের নাম অথবা ভূমির সংখ্যা কহে না অথবা কোন দান ভুক্ত বিরোধীয় ভূমি তাহাও ব্যক্ত করে না। এরূপ স্বীকার করা হয় যে ১৭৯৯ সালে যে ভূমি দান করা হইয়াছিল তাহা এক সনক্ষ ভুক্ত নহে অনেক সনন্দ ভুক্ত বটে কিন্তু প্রতিবাদী অথবা নীচের আদালত হায় আপনাদিগের নিষ্পত্তিতে প্রতিবাদির দখলী ভূমি পৃথক করিতে চেষ্টা করেন নাই এবং আমার বিবেচনায় ১৭৯৯ সালে এত ভূমি দেওয়া হইয়াছে ও যে ভূমি আদৌ বণ্টন করা হয় বিরোধীয় ভূমি তাহার অন্তর্গত মুক্ত এরূপ একরারে এরূপ স্পষ্ট প্রকাশ হয় না যে রীতিমত তদন্ত হইয়াছে ও তজ্জন্য বিরোধীয় ভূমি কর দায়ী হওয়া সত্বেও অংশ না হওয়া এবং অনিশ্চিত পরিমাণে তাহ কোন এক জন তাঁতি যাহার নাম প্রকাশ নাই তাহাকে সরকার বাহাদুর দান করা পক্ষে নীচের আদালত যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা সাধ্য হইয়াছে ইতি।

৫

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৫ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্ স সাহেব

১৮৫৬ সালের ২৯১ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি নলছিটার মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরহরি বসুর ১৮৫৪ সাল ১৮ ডিসেম্বর তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া জেলা বাখরগঞ্জের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশ ১৮৫৫ সালের ১৬ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

চন্দ্র কুনওয়ার সিংহ প্রভৃতি (বাদীগণ) —————— আপেলান্টগণ।
সেখ জোলাই প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) —————— রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু বংশীবদন মিত্র —————— আপেলান্ট গণের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় —————— } সত্যচরণ ঘোষালের পক্ষ উকীলদ্বয়।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় —————— সেখ জোলাইর পক্ষ উকীল।

দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মুনসেফ বাকী খাজানার ডিক্রী দেন তাহাতে যে কবুলিয়ত বুনিয়াদে নালিশ হয় তাহা সপ্রমাণ না হওয়া ও বলবৎ না থাকে। আপীল আদালত স্থির করেন এস্থলে শুদ্ধ একজন প্রতিবাদির আপীল মতে মুনসেফ বৌস্থকের সমুদয় নিষ্পত্তি রদ করণের ক্ষমতা আপীল আদা

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেক্স ও শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ১০ জুন তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

জোলাই ও মুঙ্গাইর লিখিয়া দেওয়া এক কবুলিয়ত বুনিয়াদে বাদী অর্থাৎ সরবরাহকারী বাকী খাজানার জন্য নালিশ করিলে মুনসেফ তাহার বিচার করিয়া বাদির পক্ষে উভয়ের বিরুদ্ধে ডিক্রী দেন সেই নিষ্পত্তির অসম্মতিতে শুদ্ধ জোলাই প্রধান সদর আমীন সমীপে আপীল করাতে হাকীম মৌসুফ উভয় প্রতিবাদির বিরুদ্ধে মুনসেফের যে নিষ্পত্তি হয় তাহা রদ করেন তৎকালে তৃতীয় এক ব্যক্তি যে মোকদ্দমায় এক জন প্রতিবাদী ছিল না সে ব্যক্তিও দ্বিতীয় একটা আপীল উপস্থিত করে।

অতএব মুনসেফের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে মুঙ্গাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপীল করে নাই তৎসম্বন্ধে মুনসেফের নিষ্পত্তি বাহাল করা উচিত কি না তাহার বিচার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি।

বিচার।

সর্টিফিকেটের লিখিত বিষয়ে খাস আপেলান্টের পক্ষ উকীলের এজহার শ্রবণান্তে রেস্পাণ্ডেন্টগণের উকীলগণ এ আদালতের দুইটা ভিন্ন২ নিষ্পত্তি উল্লেখ করিলেন সেই সকল নিষ্পত্তিতে এই অবধারিত হয় যে যদিও তাবৎ প্রতিবাদীগণ আপীলে লিপ্ত না থাকুক তথাপি তাবতের বিরুদ্ধে প্রথম আদালত যে ডিক্রী দিয়াছেন তাহা আপীল আদালত রদ করিতে পারেন প্রথম নিষ্পত্তির তারিখ ১৮৫২ সালের ১০ জুন ও দ্বিতীয় ১৮৫৩ সালের ফয়সলা বহির ২০২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে শেষোক্ত নিষ্পত্তিতে এই রায়

দেওয়া হয় যথা—“আমাদিগের রায় এই যে এক পার্টির উপর সমুদয় মোকদ্দমার হক্কের নির্ভর ও সেই পার্টী নীচের আদালত প্রকৃত না থাকা স্থির করিয়াছেন এ স্থলে তাবৎ অবধারিত প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা শুদ্ধ এক জন প্রতিবাদির আপীল ইতে রদ করণের ক্ষমতা জজ্ সাহেবের প্রতি ছিল”। উপস্থিত মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন কর্ত্তৃক এই অবধারিত হইয়াছে যে দাবী ভূমিতে দখলীকার থাকা অথবা তাহার দর্শিত কবুলিয়ত বুনিয়াদে কখন খাজানা প্রাপ্ত হওয়া এতাবৎ কিছুই সপ্রমাণ করিতে পারে নাই এহেতু উপরোক্ত নজীরানুযায়ী আমরা এই আপীল রায় সহ ডিস্মিস্ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৫ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, জোনস্ সাহেব

১৮৫৬ সালের ৩০৬ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি লেচড়া গঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু পদ্মলোচন দাসের ১৮১৫ সাল ২ আগষ্ট তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া জেলা ঢাকার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত হসমত নাজীম খাঁ ১৮৫৬ সালের ২৪ জানুয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অনমতিতে খাস আপীল।

রামমণি দাসী (প্রতিবাদিনী)————————আপেলাণ্ট।
গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রভৃতি (বাদীগণ)——————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ————————————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
মুনশী আমীর আলী, বাবু ভুবনমোহন রায় ও }
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়———————— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস ও শ্রীযুক্ত এ, জোনস সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ১৬ জুন তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত এ, জোনস সাহেবের সর্টিফিকেট। এই দরখাস্তে কেবল তামাদী আইনের তকরার উপস্থিত প্রধান সদর আমীন এই স্থির করিয়াছেন যে মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারা খাটিতেছে। দৃষ্ট হইতেছে যে কোন সম্পত্তির পুনঃপ্রাপণ জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয় সেই সম্পত্তিতে উভয়ের পূর্ব্ব পুরুষ শিবশঙ্কর পুরুষ পক্ষে শেষ দখলীকার ছিল ও সেই দখলের প্রতি কখন আপত্তি হয় নাই শিবশঙ্করের মৃত্যু হইলে তাহার পত্নী জয়দুর্গা উত্তরাধিকারিণী হয়েন তাহার মৃত্যু হইলে বাদীগণ কহে যে তাহাদিগের সম্মতিতে উক্ত সম্পত্তি জয়দুর্গার কন্যা রাজেশ্বরী প্রাপ্ত হয়েন বাদীগণ কহে যে ১২৫১ সালে রাজেশ্বরীর মৃত্যু হয় সেই তারিখের পর তাহার পোষ্যপুত্র উপর্যুক্ত ক্রমে দখলীকার হয়। আর প্রতিবাদীগণের এজহার মতে

[illegible] লিখিয়াছেন [illegible] পুরী অনুযায়ী [illegible] প্রাপ্ত [illegible] বিরুদ্ধ বলিয়া এই রূপ যেন [illegible] বাদী ৬০ বৎসরের মধ্যে দাবি করিতে পারে।

অতএব আমি এই বিষয়ের বিচার জন্য এক বার আপীল গ্রাহ্য করি যে প্রথমত ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারার [illegible] প্রকরণ মতে প্রধান সদর আমীনের লিখিত মতে বাদীগণ আপনাদিগের আরজী অথবা জওয়াবল জওয়াবে এরূপ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছে কি না যে হাকীম মৌসুফ যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা তদৃষ্টে ন্যায্য হইতে পারে। দ্বিতীয় বাদীগণ আপনাদিগের আরজীতে রাজেশ্বরীর তোমা দখল থাকা স্বীকার করাতে ১২৩৬ সালে জয়দুর্গার মৃত্যুর তারিখ হইতে ১২ বৎসর মধ্যে তাহাদিগের নালিশ করা কর্ত্তব্য কি না কেননা জয়দুর্গার মৃত্যু হইতে তাহারা আপনাদিগের নালিশের হেতু উৎপত্তি হওয়া কহে।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেবের সর্টিফিকেট। খাস আপীল গ্রাহ্য করণের প্রথম বিষয়ে আমার রায় এই যে বাদীগণের আরজির মজমুন দৃষ্টে হেবা নামার প্রতি আপত্তি করণের দায় হইতে তাহারা নিষ্কৃতি পাইতেছে কেননা ঐ হেবা নামার বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিয়া তাহারা নালিশবন্দ হয় ও কহে যে জয়দুর্গার মৃত্যুর পরে তাহার কন্যা রাসমণির দখলে তাঁহার খোরপোষ জন্য তাহাদিগের অনুমতি মতে বিরোধীয় সম্পত্তি থাকে কিন্তু ঐ রাসমণি যাহাকে পোষ্যপুত্র লয়েন বলা হয় তাহারই দখল অনুচিত বলে প্রতিবাদীগণ আপত্তি করিয়া তাহাকে বেদখল করণ জন্য নালিশ করিয়াছে।

কেবল জওয়াবেই হেবা নামানুযায়ী রাসমণির আপত্তি উত্থাপিত হয় তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে যে বাদীগণ ঐ দলীল জওয়াবল জওয়াবে অস্বীকার করে অতএ আরজী যে রূপ লিখিত ও জওয়াবল জওয়াবে আরজির প্রার্থনার যে রূপ পোষকতা করা হইয়াছে তদৃষ্টে বাদীগণের পক্ষে আর কিছু অধিক করা যে আবশ্যক এমত কারণ দেখি না। বাদীগণ অদিন্যাৎ ঐ হেবা নামা থাকা স্বীকার করিয়া এত দিন পরে তাহার আইন সিদ্ধতার প্রতি দোষারোপ করতঃ নালিশবন্দ হইত তাহা হইলে আমার মতে হাকীম যে রূপ লেখেন আইনানুযায়ী কার্য্য করা আবশ্যক হইত কিন্তু বাদীগণের নালিশের অভিপ্রায় এরূপ নহে এবং তাহাদিগের নালিশের প্রতি আপত্তি করণ জন্য হেবা নামা সূত্রে জওয়াবে এই প্রথমবার ওজর দর্শিত হওয়া স্পষ্ট প্রকাশ।

প্রথম আদালত এই নিষ্পত্তি করেন যে বাদীগণের নালিশ সময় গতে রুজু হইয়াছে কেননা উক্ত হেবা নামা ছল অথবা বল ক্রমে যে পাওয়া হয় বাদীগণ এরূপ সাব্যস্ত করিতে পারে নাই।

তাহাতে প্রধান সদর আমীন এই স্থির করেন যে কোন বিধবা আপন কন্যাকে কাহাকে পৈতৃক সম্পত্তি শাস্ত্র মতে দান করিতে পারেন না এরূপ দান নিজেই অসিদ্ধ সুতরাং তৎসূত্রে দখলীকার থাকিলে তাহাকে তঞ্চক সূচক বলিতে হইবেক এহেতু সেই সম্পত্তির দখল পুনঃ প্রাপণ জন্য ৬০ বৎসর মধ্যে নালিশ হইতে পারে।

এ আদালত ১৮৫৯ সালের ৫ আপ্রিল তারিখের নিষ্পত্তিতে ১৮২ পৃষ্ঠায় যে মু[illegible] বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন উক্ত নিষ্পত্তি তদনুযায়ী বটে যে ব্যক্তিকে এই দান কর[illegible] সে ব্যক্তি উক্ত বিধবার স্বামির কন্যা অতএব উক্ত নজীরে যে রূপ অবধারিত হইয়াছে সেই ব্যক্তি এরূপ দান অসিদ্ধ থাকা ও তাহাতে কোন চিরস্থায়ী স্বত্ব হস্তান্তর হইতে না পারা অবশ্যই জ্ঞাত ছিলেন বিবেচনা করিতে হইবেক সুতরাং তৎসূত্রে এ পর্য্যন্ত যে

[illegible] লিশ করণের [illegible] জন্যের প্রতি নির্ভরকরে যে [illegible] দানপত্র পাই যাছে কহে [illegible] । তঞ্চক [illegible] এ এস্থলে তাহা ধারিত হইল যে ঐ আপন মৃত্যুর পূর্ব্বে ১২ বৎসরকাল ঐ দলীলানুযায়ী উক্ত ওয়ারিশানের সম্পত্তিতে দখলীকার থাকাতে এরূপ পুনঃ স্বত্বানুযায়ী [illegible] দখল বাদীগণের বিরুদ্ধ হইয়াছে ও [illegible] অর্থাৎ [illegible] মৃত্যুর তারিখ হইতে বাদীগণের নালিশের হেতু উৎপাদিত হয় ও তদ্দায়ী আইন [illegible] বিধয়ে ৬০ বৎসর যে নিয়ম আছে তাহা বাদীগণের মোকদ্দমায় খাটে না।

[illegible] জিম্মা [illegible] ভিন্ন মতে, [illegible] প্রধান সদর আমীন ন্যায় রূপে সেই [illegible] বিবেচনা করিয়াছেন ও এই [illegible] মঞ্জুর করা গেইল।

আপীলের [illegible]।

এই মোকদ্দমা [illegible] পেশ হইলে খাস আপেলান্টের উকীল আদালতে জানাইলেন যে বাদীগণ আপনাদিগের আরজীতে ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণ মতে নালিশ বন্ধ হওয়া দেখে কেননা জয়দুর্গা আপন কন্যা রাজেশ্বরী অর্থাৎ তিনি প্রতিবাদীকে পোষ্যপুত্র লয়েন তাহার পক্ষে যে হেবানামা লিখিয়া দেন প্রতিবাদীগণ তৎসূত্রে দখলীকার থাকা যে [illegible] করে, বাদীগণ তাহা জ্ঞাত হইয়াছিল সুতরাং সর্টিফিকেটের লিখিত প্রথমবিষয় উকীল মৌজুদের বিবেচনায় বাহাল থাকিতে পারে না।

আর যে দ্বিতীয় বিষয়ের বিচার জন্য এই খাস আপীল গ্রাহ্য হয় তৎসম্বন্ধে আমাদিগের সমক্ষে যে আসল আরজী দর্শিত হইয়াছে তাহা পাঠে প্রকাশ পাইতেছে যে এ মোকদ্দমার তামাদী [illegible] তকরার সম্বন্ধে যে যথার্থ বিষয় আদালতের পক্ষে বিবেচনা করা উচিত তাহা বাদির এই এজহার হইতে উপস্থিত হয় অর্থাৎ বাদী কহে যে জয়দুর্গার কন্যা রাজেশ্বরী তাহার মাতা জয়দুর্গার মৃত্যু পরে বাদির পিতৃ পুরুষ অর্থাৎ যাহারা জয়দুর্গার মৃত্যু পরে যথার্থ ওয়ারিস ছিল তাহাদিগের সম্পূর্ণ সম্মতি ক্রমে বিরোধীয় সম্পত্তিতে দখলীকার থাকে সুতরাং রাজেশ্বরী আপন জীবদ্দশায় যে দখলীকারিণী ছিলেন তাহা বাদীগণের পক্ষে বিরুদ্ধ দখল বলা যায় না অতএব জয়দুর্গা প্রতিবাদির মাতাকে হেবা করা ও প্রতিবাদী তাহার ওয়ারিস বলিয়া বিরোধীয় সম্পত্তিতে অন্যায় ক্রমে যে দখলীকার ছিল তাহাতেই তাহাদিগের নালিশের হেতু উৎপত্তি হয় এবং সেই হেতুতেই তাহার নালিশবন্দ হইয়াছে সুতরাং তাহাদিগের নালিশের হেতু ১২৫১ সালে রাজেশ্বরীর মৃত্যু কালীন উপস্থিত হয় তাহাতে সময় মধ্যে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবেক বাদির উক্ত এজহার মতে উকীল এই প্রস্তাব করিলেন যে আদালত এই বিষয়ের বিচার করিবেন অর্থাৎ বাদির এরূপ দর্শান কর্তব্য কি না যে ১২৩৬ অর্থাৎ জয়দুর্গার মৃত্যুর তারিখ হইতে ১২৫১ সাল অর্থাৎ রাজেশ্বরীর মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত রাজেশ্বরী যে দখলীকারিণী ছিল তাহা বাদির পক্ষে প্রতিপক্ষ দখল মতে ও জয় দুর্গার স্বামির ওয়ারিসানের স্বত্বের বিরুদ্ধ ছিল না হেতু রাজেশ্বরীর পুত্র বিরোধীয় সম্পত্তিতে দখলীকার হইলেই বাদির নালিশের হেতু উত্থাপিত হয়।

আদালতের সমক্ষে যে আসল আরজী উপস্থিত তাহা পাঠ করিয়া যে প্রকার ও যে মজমুন প্রস্তাব করা হইল, আদালত তদনুযায়ী সর্টিফিকেট সংশোধন করিয়া ও তৎপ্রতি উকীলদিগের তর্ক শ্রবণান্তে এই নিষ্পত্তি করিলেন যথা।

বিচার।

দৃষ্ট হইতেছে যে বাদীগণ মুক্ত এই এজহারে নালিশবন্দ হয় যে রাজেশ্বরী যত দিবস দখলীকারিণী ছিলেন তাহা তাহাদিগের সম্মতিতে ও রাজেশ্বরীর খোর পোষ জন্যই ছিল অতএব রাজেশ্বরী বাদীগণের চুক্তিমাত্র ছিলেন এবং এ কথা সাব্যস্ত হইলে

বাদীগণ যে পূর্ব্বে নালিশ করিয়াছিল তাহা খারিজ হইতে পারে কিন্তু প্রতিবাদী রাজেশ্বরীর একরূপ অংশের দখলীকার ছিলেন এবং প্রধান আমীন ও তাহা প্রকৃত বিবেচনা করিয়াছেন যে কেশবময়ী মৃত্যুর পর রাজেশ্বরী দখলীকারিণী থাকে এবং রাজেশ্বরী জীবিতা থাকা কালীন অন্যান্য মোকদ্দমায় সেই দলীল দর্শিত হইয়াছিল ফলতঃ তাঁহার মৃত্যুর ১২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঐ দলীলানুযায়ী দখলীকারিণী ছিলেন অতএব রাজেশ্বরীর দখল যে বাদীগণের অনুমতি ক্রমে ছিল না বাদীগণের বিরুদ্ধ ছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর দিন অবধি বরাবর সেই রূপ বিরুদ্ধ ছিল আমরা এইরূপ সাব্যস্ত হওয়া বিবেচনা করিতেছি অতএব তাঁহার মৃত্যুর তারিখ হইতেই এ বিষয়ে বাদির পূর্ব্ব পুরুষদিগের বিরুদ্ধে তামাদী আইনের আরম্ভ হওয়া উচিত ইহাতে জাহির তত বাদীগণের নালিশের হেতু ১২৩৬ সালে উপস্থিত হইয়াছে বাদীগণ বহুকাল পরে নালিশ করিয়াছে।

বাদীগণ যে বলে তাহার অনেক পূর্ব্বে এই নালিশের হেতু উপস্থিত হওয়া মীমাংসা হইয়াছে এবং বাদীগণের এজহার প্রমাণ রাজেশ্বরীর দখল যে তাহাদের ক্রমে ছিল এরূপ বিশেষ আপত্তি দর্শিত হয় নাই অতএব একরূপ হেতুতে নালিশের যে বিশেষ অতিরিক্ত সময় অবধারিত আছে তাহা খাটিতে পারে না এবং তামাদী আইনের সাধারণ আইনানুযায়ী বাদী নালিশ করিতে পারে না। নিরূপিত সময় গত হওয়াতে আইনানুযায়ী বাদীগণ প্রতীকার পাইতে পারেন না অতএব প্রতিবাদী যে স্বত্বানুযায়ী দখলীকার তাহা ছিল কি না সে বিষয় মীমাংসা করণে আদালত প্রবর্ত্ত হইতে পারেন না অতএব বাদী যে সময় অতীতে নালিশ করিয়াছে ইহার অতিরিক্ত কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমরা সেই হেতুতে নীচের আদালতের নিষ্পত্তি রদ করতঃ বাদির বিরুদ্ধে খরচা সহ মোকদ্দমা ডিসমিস করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৫ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ সাহেব। জজ।
শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেব। একটিং জজ।

১৮৫৬ সালের ৬৫৮ নম্বরী দরখাস্ত।

খাস আপীলের দরখাস্ত মতে মোকদ্দমা জজ সাহেবের সমীপে এই অভিপ্রায়ে ফেরত পাঠাইবার হুকুম হইল যে তে আপত্তি বিষয়ে সমস্তুটের হুকুমের পু নঃ বিচার

প্রতিবাদীগণ লোকনাথ চৌধুরী প্রভৃতির বিরুদ্ধে পূর্ণচন্দ্র রায় প্রভৃতি বাদীগণের মোকদ্দমায় জেলা ঢাকার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ নাজীর খাঁ বাহাদুরের ১৮৫৫ সাল ২৬ জুন তারিখের এক নিষ্পত্তি রদ করিয়া ঐ জেলার অতিরিক্ত জজ শ্রীযুক্ত আর, জি, স্কট সাহেব ১৮৫৬ সালের ২৯ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় লোকনাথ চৌধুরী প্রভৃতি ১৮৫৬ সালের ১০ জুন তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করেন।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু বংশীবদন মিত্র { দরখাস্তকারীগণের পক্ষ উকীল দ্বয়।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ——প্রতিপক্ষের উকীলদ্বয়।

জানান যাইতেছে নীচের লিখিত হেতু সকল জন্য উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

জজ সাহেবের নিষ্পত্তি ঐ মাসের ফয়সলা বহির ৫৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবেক।

বাদীগণের পাওনা বলিয়া এক কর্জ্জা বাবদী এই নালিশ উপস্থিত হয় ও পূর্ব্বে এই বিষয়ের এক নালিশ আপীল পর্য্যন্ত হইয়া এ আদালত কর্ত্তৃক নন্‌সুট হইয়াছে। এই নালিশ পুনরায় উপস্থিত হইলে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক তাহাদির ওজর দর্শিত হওয়াতে জজ সাহেব এই বলিয়া আপীলে তাহার ওজর শুনিতে অস্বীকার করেন যে তাঁহার অভিপ্রায়ে পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা নন্‌সুট হইয়াছে যৎকালীন আপীলে তাহা এডিসনেল জজ সাহেব সমীপে দায়ের ছিল তৎকালীন তাহার ঐ ওজর মীমাংসা হইয়াছে পুনরায় মীমাংসা করণের আবশ্যক নাই। তিনি তদপরে মোকদ্দমার গুণাগুণের বিচারে প্রবর্ত্ত হইয়া বাদির পক্ষে ডিক্রী দেন। প্রতিবাদী খাস আপীলে এই ওজর করিতেছে যে তাহাদির ওজর হাকীম মৌসুফের শুনা কর্ত্তব্য ছিল যেহেতু পূর্ব্বের মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যে নন্‌সুট হইয়াছে যৎকালীন তাহা দায়ের ছিল তৎকালীন তাহাতে যে সকল হুকুম হইয়াছে তাহা উপস্থিত মোকদ্দমায় চূড়ান্ত নহে।

উপস্থিত মোকদ্দমায় তাহাদির ওজর শুনা আবশ্যক ছিল যেহেতু পূর্ব্বকার নন্‌সুট হওয়া মোকদ্দমায় এডিসনেল জজ সাহেব যে নিয়ম অবধারণ করিয়াছেন তাহা উপস্থিত মোকদ্দমায় কোন কার্য্যের হইতে পারে না অতএব আমরা মোকদ্দমা এই হেতুতে জজ সাহেব সমীপে পুনঃপ্রেরণ করিতেছি যে তিনি ঐ ওজর মীমাংসা করিয়া তদনুযায়ী বিচার নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৬ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেব } জজ্।

১৮৫৬ সালের ১২০২ নম্বরী দরখাস্ত।

দরখাস্তকারী প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদিনী ভগবতী দাসীর মোকদ্দমায় জেলা পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের একটিং কালেক্টর শ্রীযুক্ত এইচ, এম, রিড সাহেবের ১৮৫৫ সাল ১৫ ডিসেম্বর তারিখের এক নিষ্পত্তি বাহালে ঐ জেলার একটিং জজ্ শ্রীযুক্ত জে, ই, এম, লিলি সাহেব ১৮৫৬ সালের ৮ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় মুকুন্দ দাস প্রভৃতি ১৮৫৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে এ আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু শ্রীনাথ দাস——————————দরখাস্তকারীগণের পক্ষ উকীল।

বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়——————প্রতিপক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত হেতু সকল জন্য উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

বাদিনী ১১॥০ বিঘা লাখেরাজ ভূমী না মাতবর খজ্ঞ বুনিয়াদে দখল করায় তাহা বাজেআপ্ত জন্য এই নালিশ উপস্থিত করিলে কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক দাবি ডিক্রী ও আপীলে জজ্ সাহেব ৯॥০ বিঘার প্রতি কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি বাহাল রাখেন।

দরখাস্তকারী অর্থাৎ প্রতিবাদীগণ ৫।৪ বিঘা ভূমি মাল থাকা স্বীকার করে ও বক্রী ৪/১ বিঘা ভূমি সম্বন্ধে ১।১ ভূমি ১১৬৭ সালের সনন্দানুযায়ী দখলীকার থাকা কহে কিন্তু অবশিষ্ট ২৸০ বিঘা ভূমিতে লাখেরাজ স্বরূপ ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে যে দখলীকার ছিলে এরূপ দর্শায় নাই।

দরখাস্তকারীগণ এই ওজর দর্শায় যে এ দাবির প্রতি তামাদী হইয়াছে কিন্তু এরূপ কহে না যে ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্ব হইতে ঐ ২৸০ বিঘা জমীতে দখলীকার ছিল এহেতু ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ১০ ধারানুসারে তৎপ্রতি তাহাদিগের লাখেরাজের দাবি না মাতবর ও অকর্ম্মণ্য হইতেছে। কিন্তু তাহারা কহে যে ১১৬৭ সালে ১।১ বিঘা জমী তাহাদিগকে দান করা হয়। অতএব সনন্দ না মাতবর বলিয়া লাখেরাজের স্বত্ব অগ্রাহ্য করা জজ সাহেব যে রূপ কহেন তাহা আমাদিগের বিবেচনায় যথেষ্ট নহে। যদ্যপি দরখাস্তকারীগণ ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বরের পূর্ব্ব হইতে ঐ জমী তাহাদিগের লাখেরাজ সূত্রে দখলে থাকা সাব্যস্ত করিতে পারে তাহা হইলে ৬০ বৎসর গত হওয়াতে বাজেআপ্তের নালিশের প্রতি বাধা ঘটিবেক।

আর ১৮০৫ সালের ফয়সলা বহির ৫০১ পৃষ্ঠায় লিখিত এ আদালতের অবধারিত মতীবানুসারী আমাদিগের এই রায় হইতেছে যে উপরোক্ত ১।১ বিঘা ভূমির প্রতি উক্ত নিষ্পত্তি খাটে কি না তাহা দরখাস্তকারীগণের প্রার্থনা মতে জজ সাহেবের বিচার করা উচিত।

আর আরজীর যে অংশে কিয়দংশ ভূমি মাল থাকা স্বীকার করা হয় তৎসম্বন্ধে মোকদ্দমার খরচা দেওনে দরখাস্তকারীগণ আপত্তি করে কিন্তু এবিষয় মীমাংসা করিতে তাহাদিগকে তলব হইলে তাহারা তাহা মীমাংসা না করাতে এবিষয়ে খাস আপীলের কোন হেতু দৃষ্ট হয় না অতএব উপরোক্ত মতে ১।১ বিঘা ভূমির বিষয়ে আমরা যে রায় দিয়াছি তদনুযায়ী এ মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৭ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ

১৮৫৫ সালের ২৯৮ নম্বরী দরখাস্ত।

দরখাস্তকারী প্রতিবাদির বিরুদ্ধে বাদীগণ মবাই সর্দার প্রভৃতির মোকদ্দমার জেলা বাখরগঞ্জের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশের ১৮৫৫ সাল ২৩ মে তারিখের এক নিষ্পত্তি যাহাতে ঐ জেলার অতিরিক্ত জজ শ্রীযুক্ত এইচ, বি, বেলি সাহেব ১৮৫৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় গোপাললাল ঠাকুর ১৮৫৫ সালের ২০ মার্চ তারিখে এ আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও আর, টি, এলান সাহেব—দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলদ্বয়।
মৌলবী মহম্মদ হোসেন——————প্রতিপক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত হেতু সকল জন্য উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

কোন ভূমিতে দখল ও ওয়াসিলাৎ পাওনের প্রার্থনায় ও ১৮৪০ সালের ৪ আক্ট মোতাবেক যে হুকুম হয় তাহা রদ জন্য তায়দাদ প্রভৃতি খাস আপেলান্ট গোপাললাল ঠাকুরের নামে নালিশ করে। বাদীগণ বিবাদীয় জমীন আপনাদের তালুকের

জজ সাহেবের নিষ্পত্তি
র মজমুন সম্বন্ধে
বস্তুচক হওয়া
তে মোকদ্দমা
এই আদেশে
তাহার সমী
পে পুনঃপ্রে
রিত হইল যে
তিনি যে গও
য়াহি লইয়া-
ছেন তাহার
ই প্রতি নির্ভ
র করিয়া অথ
বা আবশ্যক বি
বেচনা করিলে

শামিল বলিয়া দাওয়া করে প্রতিবাদী এমত বর্ণন করে যে অধীন মহকুর তাহার জমীদারী শিলপুরের অন্তর্গত।

তাহাকে প্রধান সদর আমীন বাদীগণের পক্ষে ডিক্রী দেন ও জজ সাহেব আপীলে নীচের আদালতের নিষ্পত্তি বাহাল রাখেন।

নীচের আদালতের প্রতিবাদী একণে এই বলিয়া খাস আপীলের দরখাস্ত দেয় যে যদ্যপিও জজ সাহেব দ্বিতীয় ইস্যুতে বিরোধী বিষয় যথার্থ রূপে ধরিয়াছেন কিন্তু ঐ বিষয়ে তাঁহার নিষ্পত্তি ঘোর দোষ হইয়াছে ও তজ্জন্য মোকদ্দমা তাঁহার নিকট এই হেতুতে ফেরৎ পাঠান কর্তব্য যে তিনি দ্বিতীয় ইস্যুর বিচার্য্য বিষয় ঠিক এবং পরিষ্কার রূপে আপন রায় লিপিবদ্ধ করেন।

আমরা দেখিতেছি যে জজ সাহেব যে সকল হেতুবাদ স্বীয় নিষ্পত্তিতে লিখিয়াছেন তদনুযায়ী আমরা কার্য্য করিতে পারি না কেননা সেই রুবকারীর দৃষ্টে এরূপ সন্দেহ হয় যে উক্ত মোকদ্দমার প্রত্যর্থীর পক্ষে [illegible] বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এই [illegible] আমরা এই উদ্দেশে মোকদ্দমা জজ সাহেবের সমীপে পুনঃপ্রেরণ করিতেছি যে তিনি যে সকল [illegible] লইয়াছেন তাহারই প্রতি নির্ভর করিয়া অথবা আবশ্যক বিবেচনা করিলে [illegible] নিকট হইতে নূতন প্রমাণ গ্রহণে উভয় বিবাদির মধ্যে দ্বিতীয় ইস্যুতে যে বিবাদী বিষয় স্থির হয় তাহার মীমাংসা করিয়া স্বীয় রায় ঠিক ও পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত করেন ইতি।

উভয় বিবাদির নিকট হইতে নূতন প্রমাণ গ্রহণে উভয় বিবাদির দ্বিতীয় ইস্যুতে যে বিবাদী বিষয় ধরা হয় তাহার মীমাংসা করিয়া স্বীয় রায় ঠিক ও পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করেন।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৭ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ. স্লোনস্ সাহেব } জজ।

১৮৫৬ সালের ১২০৮ নম্বরী দরখাস্ত।

প্রতিবাদী ইব্রাহিম [illegible] পোগোসের বিরুদ্ধে বাদী নবনারায়ণ ধরের মোকদ্দমায় [illegible] জিলার মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ১৮৫৫ সালের ২৪ মে তারিখে এক নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া জেলা ময়মনসিংহের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৈয়দ [illegible] আহম্মদ বকস খাঁ ১৮৫৬ সালের ১০ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় নবনারায়ণ ধর ১৮৫৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে এ আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

মৌলবী মৈয়দ মহম্মদ হোসেন —————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু [illegible] }
মুখোপাধ্যায় ———————— } প্রতি পক্ষের উকীলগণ।

জানা যাইতেছে যে নীচের লিখিত হেতু সকল জন্য উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

দরখাস্তকারী বাদী স্বরূপ তপ্পে [illegible] অন্তঃপাতি [illegible] চূড়ার শামিল কজকটা মৌজার ১১। ক্রান্তির অংশ জন্য নালিশ করিলে মুনসেফ মৌসুফ দাবি ডিক্রী করেন কিন্তু আপীলে প্রধান সদর আমীন তামাদী আইনের বুনিয়াদে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করেন।

এই মোকদ্দমায় যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা আশ্চর্য্য ও অসাধারণ বলিতে হইবেক। আমাদিগের এই রূপ বোধ হইতেছে যে ১৮৪৫ সালে এবং তৎপূর্ব্বেও

[illegible] যে কোন ভূমির দখল লইয়া বিবাদ হইলে সাব্যস্ত হইতে সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৪৫ সালে ঐ ভূমি ক্রোক হয় এবং ১৮৪৭ সালে দখল পাইবার জন্য যে বাদী নালিশ করে তাহা ১৮৫০ সালে ডিস্মিস্ হওয়াতে পর এই নালিশ ১৮৫৩ সালে রুজু করে।

অবধারিত হইল যে তামাদী আইন খাটাইতে হইলে বাদির বিরুদ্ধে তাহার দখলচ্যুতির ঠিক পূর্ব্বে ১২ বৎসর সময় গণ্য করা হইবেক সেমত এই মালিশের প্রতি বাধা ঘটিবে নাই।

হইতে পারে এই জমী ক্রোক বিবাদী ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ বিষয় দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি হওয়া তক তাহা ক্রোক রাখেন তদনুসারে এই রূপ বোধ হইতেছে যে ১২৫১ সালের ২৬ মাঘ অর্থাৎ ১৮৪৫ সালে এক্ষণকার প্রতিবাদী তাহার স্বত্ব বজায় ও স্বীয় অংশে দখল পাইবার জন্য নালিশ উপস্থিত করে। প্রথম আদালত ১৮৪৭ সালের ৯ মার্চ তারিখে তাহার পক্ষে ডিক্রী দিলে কিছু দিন পরে সে ব্যক্তি দখল পায় কিন্তু পরে ১৮৫০ সালের ১৫ ফিব্রুয়ারি তারিখে সে নিষ্পত্তি রদ করা হয় এবং তৎকালের বাদী অর্থাৎ এক্ষণকার প্রতিবাদির দাবি এই বলিয়া অগ্রাহ্য হয় যে বিরোধীয় অংশ ব্রজনারায়ণ বসু কর্ত্তৃক খরিদ ও দখল করা হয় এই প্রকার ঘটনাক্রমে এক্ষণকার প্রতিবাদী যদিও তাহার পক্ষে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইয়াছে ও মোকদ্দমার গুণাগুণের তদন্তে তাহার বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হওয়াতেও সে ব্যক্তি দখল পাইবার চেষ্টা করিয়া দখল পাইয়াছে।

এক্ষণকার দরখাস্তকারী ১৮৫৫ সালের ২১ মে তারিখে এই নালিশ করে তাহাতে প্রধান সদর আমীন এই রূপ রায় দেন যে সে ব্যক্তি ১২ বৎসর মধ্যে আপনার দখল সাব্যস্ত করিতে না পারায় তাহার প্রতি তামাদী ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রধান সদর আমীন দুই এক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই প্রথম ১৮৪৫ সাল হইতে ঐ জমী ক্রোক থাকে দ্বিতীয় প্রতিবাদী যে আপন মামেলার প্রথম নিষ্পত্তি অনুযায়ী বিরোধীয় জমী দখল করে তাহার উত্থাপিত স্বত্ব আইন সিদ্ধ না থাকা সাব্যস্ত হয় ও বাস্তবিক ১৮৫০ সালের ১৫ ফিব্রুয়ারি তারিখের নিষ্পত্তিতে প্রতিবাদির স্বত্ব অগ্রাহ্য হওয়াতে দরখাস্ত কারির স্বত্ব বাহাল হয়। তদ্ভিন্ন মাজিস্ট্রেট সাহেব কোন্ ব্যক্তি যথার্থ দখলীকার তাহা নির্ণয় করণে অশক্ত হওয়া প্রযুক্ত ১৮৪৫ সালে ঐ বিষয় ক্রোক রাখেন ও ১৮৫০ সালের ১৫ ফিব্রুয়ারি তারিখের নিষ্পত্তিতে প্রতিবাদির দখল সাব্যস্ত না হইবার বাদী অর্থাৎ দরখাস্তকারী কিম্বা তাহার ভ্রাতার দখল থাকা কাজেকাজেই অনুভব হইতেছে। এই সকল কারণে দরখাস্তকারী ১৮৫০ সালের ১৫ ফিব্রুয়ারি তারিখের নিষ্পত্তির ৫ বৎসর এক কএক মাস পরে নালিশ করিবায় আমাদিগের বিবেচনায় তাহার দাবির প্রতি তামাদী হইতে পারে না অতএব আমরা প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী অন্যথা করিয়া বাকী বিষয় সকলের প্রতি বিচার জন্য মোকদ্দমা তাঁহার সমীপে পুনঃপ্রেরণ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৯ মার্চ।

একত্রে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব } একটিং জজ্।

১৮৫৫ সালের ৫০৮ নম্বরী দরখাস্ত।

মোকদ্দমা এই অভিপ্রায়ে জজসাহেব

প্রতিবাদী রামমোহন চক্রবর্ত্তির বিরুদ্ধে বাদীগণ হরিহর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির মোকদ্দমায় চৌকি বগড়ির মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ১৮৫৪ সাল ১৬ আগষ্ট তারিখের এক নিষ্পত্তি হাহালে জেলা মেদিনীপুরের প্রধান সদর আমীনে

শ্রীযুক্ত এ, ডেবিডসন সাহেব ১৮৫৫ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় হরিহর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ১৮৫৫ সালের ২৪ আপ্রিল তারিখে এ আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ———————— দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।

বাবু শ্রীনাথ সেন ———————— প্রতি পক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত হেতু সকল জন্য উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

বাদির পিতা কর্ত্তৃক প্রতিবাদির পিতার নিকট যে বিষয় বন্ধক রাখা হয় তাহার দখল জন্য এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে।

মুনসেফ মৌখিক প্রমাণের উপর দাবি ডিস্মিস্ করেন।

প্রধান সদর আমীন মুনসেফের নিষ্পত্তি এই বলিয়া বাহাল করেন যে উভয় বিবাদির পিতাদিগের মধ্যে যে একরারনামা লিখিত হয় তাহা সত্য প্রমাণ হইলেও তাহাতে এমত কোন সর্ত্ত লিখিত নাই যে তদ্দ্বারা তাহাদিগের ওয়ারিসান আবদ্ধ হইবেক সে জন্য প্রতিবাদির বিরুদ্ধে উক্ত একরারনামা কোন কার্য্যের হইতে পারে না।

দরখাস্তকারীগণ কর্ত্তৃক খাস আপীলে এই ওজর করা হয় যে প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি অন্যায় কারণ এরূপ ব্যাপার সকলে পিতৃপুরুষদিগের স্বত্ব ও দায় তাহাদিগের ওয়ারিসানের প্রতি বর্ত্তে।

আমরা এ ওজর যাথার্থ্য বিবেচনায় খাস আপীল গ্রাহ্য করিয়া প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি রদ করত মোকদ্দমা এই আদেশে তাঁহার নিকট পুনঃপ্রেরণ করি যে তিনি একরারনামার লিখিতার প্রতি তদন্ত করিয়া মোকদ্দমার গুণাগুণের বিচারে যে হুকুম হওয়া উচিত তাহা প্রকাশ করেন ইতি।

সমীপে পুনঃ প্রেরিত হইল যে মোকদ্দমায় যে একরারনামা দাখিল হয় তাহার লিখিতার প্রতি তদন্ত করিয়া মোকদ্দমার গুণাগুণ বিবেচনায় যেরূপ হুকুম দেওয়া আবশ্যক হয় তাহা প্রকাশ করেন।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৯ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটল্ সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেব

জেলা ঢাকার একটিং অতিরিক্ত জজ শ্রীযুক্ত এইচ, সি, মেট্‌কাফ সাহেবের ১৮৫৬ সালের ২৫ মে তারিখের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে একটা আবেদন আপীল।

১৮৫৬ সালের ২৫৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জে, ষ্টিফেন সাহেব (প্রতিবাদী) ——————আপেলান্ট।

জি, পি, ওয়াইজ সাহেব (বাদী) এবং অপর এক ব্যক্তি —————————— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও আর, নরিস সাহেব —————— } আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও আর, টি, এলান সাহেব —————— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

কোং ১০০০ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

১৮৫৬ সালের ২৫১ নম্বরী মোকদ্দমা।

জি, পি, ওয়াইজ সাহেব (বাদী) ——————আপেলাণ্ট।

জে, ষ্টিফেন সাহেব (প্রতিবাদী) ——————রেস্পাণ্ডেণ্ট।

আর, টি, এলান সাহেব ও বাবু রমাপ্রসাদ রায়-আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলদ্বয়।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও আর, নরিস সাহেব-রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীলদ্বয়।

নিন্দাসূচক লিপি বিষয়ক মোকদ্দমায় অবধারিত হইল যে প্রতিবাদী অর্থাৎ আপেলাণ্ট কর্তৃক সমাচার পত্রিকায় তাহা ছাপান সাব্যস্ত হইয়াছে।

ইহাও অবধারিত হইল যে পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট কোন নালিশ করণের অবকাশ আছে বলিয়া তজ্জন্য সেই নালিশ সমাচার পত্রিকায় ছাপাইবার অব কাশ [illegible] আর ঐ নিন্দাসূচক লিপির সত্যতা প্রতিবাদী অর্থাৎ আপেলাণ্ট সাব্যস্ত করিতে পারে নাই।

নিন্দা সূচক লিপি ছাপান জন্য রেস্পাণ্ডেণ্ট যে নালিশ করে তাহা হইতে এই আপীল উপস্থিত হইয়াছে ১৮৫১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে বেংলিসমেন পত্রিকার যে দুই লিপি প্রকাশ হয় উক্ত নিন্দা তাহাতে লিখিত ছিল সেই সকল লিপি জে, ষ্টিফেন সাহেব ১৮৫১ সালের ১৪ আপ্রিল ও ২২ জুলাই তারিখে পুলিসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ডবলিউ. ডেমপিয়ার সাহেবকে যে দুই চিঠী লেখেন তাহারই নকল মাত্র ঐ লিপি লেখক মেং ষ্টিফেন সাহেব ও উক্ত পত্রিকার প্রিনটর বেলামী সাহেব বাদী উভয়কেই প্রতিবাদী করিয়াছে নীচের আদালত বেলামী সাহেবকে দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন কিন্তু আপেলাণ্ট ষ্টিফেন সাহেবের বিষয়ে জজ সাহেব এই স্থির করেন যে যে লিপির বিরুদ্ধে নালিশ উপস্থিত তাহা নিন্দা সূচক বটে ও আপেলাণ্ট তাহা ছাপাইয়াছে ও প্রকৃত বা কাল্পনিক অত্যাচার জন্য উক্ত লিপি লেখক আইনানুযায়ী প্রতীকার পাওনের যে চেষ্টা করিতে পারে তাহা গ্রাহ্য করিলেও যে লিপি এক্ষণে দর্শিত হইয়াছে তাহার

...হুকুম সম্পূর্ণ অন্যায় বলিতে হইবেক এহেতু জজ্‌ সাহেব বাদির পক্ষে ১০০০ টাকার খেসারতের ডিক্রী দেন।

উক্ত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে তর্ক করণে আপেলান্টের উকীলগণ আদালত সমক্ষে ৩ টা দেশের আপত্তি ও একটা সাধারণ ইস্যু প্রস্তাব করিয়াছেন।

প্রথম আপত্তি এই যে যে সকল লিপি সূত্রে নালিশ উপস্থিত তাহা আপেলান্ট কর্তৃক ছাপান হওয়া সপ্রমাণ হয় নাই অতএব সে তাবৎ ছাপান জন্য আপেলান্ট দায়ী হইতে পারেন না ফলতঃ আপেলান্ট যে ঐ সকল লিপি লেখক ছিলেন তাহা অস্বীকার করা হয় নাই কিন্তু ঐ সকল লিপি লেখা কিম্বা কি রীতিতে ছাপা হয় অর্থাৎ ঐ সকল লিপি পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রেরণ করা এতাবতের উপর এ মোকদ্দমার নির্ভর নহে সমাচার পত্রিকায় যে ছাপান হয় ও দর্শিত সওয়াতি ঐ কার্য্যের সহিত আপেলান্টের সংশ্রব থাকা পক্ষে প্রচুর কি না তাহাই আমাদিগের বিবেচনা করিতে হইবেক। আপেলান্টের সঙ্গি প্রতিবাদী অর্থাৎ উক্ত পত্রিকার প্রিন্টর এবিষয়ের বিবরণ এই রূপ কহে যে পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে যে দুই চিঠী লেখা হয় তাহার নকল ইংলিসমেন পত্রিকায় ছাপাইবার জন্য ষ্টিফেন সাহেব তাহাকে অনেক চিঠী লিখিয়া খ্রীষ্টীয়ান সাহেবের যোগে তদর্থে আর এক চিঠী ডবলিউ, সি, হরি সাহেবকে লেখেন এক্ষণে আমরা আপেলান্টের পক্ষ এরূপ স্বীকার করিতে পারি যে তাহার সঙ্গি প্রতিবাদির জওবার তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না আরো বক্তব্য এই যে মেং রেলাগী সাহেব যে সকল চিঠী তাঁহাকে লেখা হয় কহেন সেতাবৎ দর্শিত হয় নাই সুদ্ধ খ্রীষ্টীয়ান সাহেবের সওয়াহি ও উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মেং হরি সাহেবকে ঐ খ্রীষ্টীয়ান সাহেব ১৮৫১ সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে যে এক চিঠী লেখেন তদ্দৃষ্টেই আমাদিগের বিবেচনা করিতে হইবেক খ্রীষ্টীয়ান সাহেব উক্ত চিঠীতে এই লেখেন যে যে সকল লিপি সূত্রে নালিশ উপস্থিত তাহার নকল হরকরা পত্রিকায় ছাপাইবার জন্য আপেলান্ট কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু উক্ত পত্রিকায় ছাপা না হইলে ইংলিসমেন পত্রিকায় ছাপাইতে হরি সাহেবকে বিশেষ করিয়া লেখে ও তদর্থে তাঁহার নিকট জাবেতে নকল প্রেরিত হইবেক উক্ত চিঠী যাহা দর্শিত হইয়াছে খ্রীষ্টীয়ান সাহেব কর্তৃক লিখিত হওয়া তিনি আপন জবানবন্দীতে স্বীকার করিয়া তাহার যে কারণ দর্শান তাহা বঙ্গভাষায় এই রূপ যথা ওয়াইজ সাহেবের অত্যাচার বিষয়ে ষ্টিফেন সাহেব ছাপাখানায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা ছাপা হইতে পারে আরো কহেন ষ্টিফেন সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ঐ সকল চিঠী ছাপাইতে পরামর্শ দেন ঐ সকল চিঠী যাহা নিন্দাসূচক ছিল তাহা ছাপাইবার জন্য খ্রীষ্টীয়ান সাহেব নিজে প্রেরণ করা স্বীকার করেন না ও ষ্টিফেন সাহেব প্রেরণ করাও কহেন না এবং এবিষয়ে নিজে হস্তক্ষেপণ করা ভিন্ন যদিস্যাৎ অন্য কোন কথা তাহার সওয়াহিতে পাওয়া না যাইত তাহা হইলে আপেলান্টের বিরুদ্ধে যে এই নালিশ হইয়াছে তাহা অবশ্যই ডিস্‌মিস্‌ হইত কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান সাহেব যেন নিজে জ্ঞাত থাকিয়া একরূপ কহেন যে আপেলান্ট আর এক পত্রিকায় ঐ সকল লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন

বাদিকৃত ডা... কার মধ্যে যে পরিমাণে ইষ্ট... সারতের ডি... ক্রী হয় বাদির খরচা সেই প... রিমাণে প্রতি... বাদির জিম্মা হইল।

ও ঐ সকল চিঠী যথার্থ নকল বলিয়া ষ্টিফেন সাহেব অঙ্গীকার করেন আর ষ্টিফেন সাহেবের প্রেরিত চিঠী সকল ছাপাইবার জন্য খ্রীষ্টীয়ান সাহেব ইংলিসমেন ছাপাখানার কর্ম্মচারীদিগকে চিঠী লেখা স্বীকার করেন এতাবৎ হেতুতে খ্রীষ্টীয়ান সাহেব যে পরামর্শ দেন তাহা আপেলাণ্ট গ্রহণ করা ও যে ছাপান সূত্রে নালিশ উপস্থিত তাহা তৎকর্ত্তৃক হওয়া ও যে সকল লিপি তিনি প্রথমে নিজে লেখেন তাহার নকল ছাপাইবার জন্য তিনি প্রেরণ করা এতাবৎ ন্যায় মতে অনুভব হইতেছে।

আপেলাণ্টের পক্ষে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে তাঁহাকে যে সকল চিঠী লেখা হয় সে তাবৎ নালিশের হেতু হইতে পারে না এইরূপ সাধারণ কথায় যাহা ব্যক্ত করা হইল তাহাতে আমরা সম্মতি দিতেছি যদিস্যাৎ কেহ কোন অপরাধ করে তাহা হইলে যে সকল হাকীমান অপরাধি ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারেন তাহাদিগের সমীপে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নালিশ করণের ক্ষমতা আছে সত্য বটে কিন্তু আরজীতে যে নিন্দার বিষয় ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট কোন গর্হিত অপরাধের বিষয়ে দরখাস্ত করণ জন্য উপস্থিত হয় নাই সমাচার পত্রিকায় কতকগুলিন লিপি ছাপান হয় ও পত্র লেখক আপনার বিবেচনা মত তাহাতে কোন অপবাদ লেখেন এবং তাহাই আরজীতে লেখা হইয়াছে এক্ষণে তৃতীয় ইস্যুর বিচার আবশ্যক সে ইস্যু এই যে আপেলাণ্ট ওয়াইজ সাহেবের চরিত্র যেরূপ কহে তাহা সাব্যস্ত করিয়াছে।

বাদী যে নিন্দা সূচক বিষয় জন্য বিশেষরূপে নালিশ করে তাহা ১৮৫১ সালের ১৪ আপ্রেল তারিখের লিপিতে দৃষ্ট হইবেক এবং তৎপরে ২২ জুলাই তারিখের চিঠীতেও তাহার উল্লেখ ও পোষকতা করা হইয়াছে। ১৪ আপ্রেল তারিখের চিঠীর সমুদয় মজমুনে নিন্দা থাকা প্রকাশ এরূপ কথিত হয় কিন্তু নীচের লিখিত কএক কথায় বাদী বিশেষ রূপ অসন্তুষ্ট অর্থাৎ লিপি লেখক এইরূপ কহেন যথা "ওয়াইজ সাহেব ও তাহার লোকদিগের অত্যাচার ও তাহাদিগের কর্ত্তৃক লুটাদি" ইহাও বলা হয় যে কেতালুকে ষ্টিফেন সাহেব একজন শরিক মালিক তাহার অংশ ওয়াইজ সাহেব দখল করাবধি "ক্রমাগত অত্যাচার ও নিষ্ঠুর কার্য্যের আরম্ভ হওয়া বলিতে হইবেক" তদ্ভিন্ন ইহাও লিখিত হয় যে ঐ সকল ব্যক্তিরা অর্থাৎ ওয়াইজ সাহেব প্রভৃতি ভয় প্রদর্শনের দ্বারা এবং অনেক স্থলে বল পূর্ব্বক দুঃখি প্রজাদিগের স্থানে কবুলতি লিখিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং "ওয়াইজ সাহেব ও তাহার লোকেরা নানা প্রকার উপদ্রবকর." ইহাও লেখে।

যে ইস্যু আমরা এক্ষণে বিবেচনা করিব তাহাতে ঐরূপ কথা ন্যায়মত লিখিত হওয়া আপেলাণ্ট কহে এবং আপেলাণ্ট যে সকল অত্যাচারের বিষয় লেখে তাহা সত্য ও সাব্যস্ত হইয়াছে কহে এ আপত্তির এইমাত্র জওয়াবই যথেষ্ট যে উল্লেখিত অপরাধ সকলের বিস্তারিত বিবরণ লিখিত না হইয়া সাধারণ কথায় এবং এরূপ রীতিতে লেখক কর্ত্তৃক নিন্দা করা হইয়াছে যে তাঁহার নিজের স্থানে তাহার প্রমাণ তলব অথবা ওয়াইজ সাহেবের পক্ষে ঐ অপবাদের জওয়াব দেওয়া হইতে পারে না আপেলাণ্টের উকীলগণ যে গওয়াহির উল্লেখ করেন তাহাতে ষ্টিফেন সাহেবের বিশেষ সংশ্রব নাই এবং যে সময়ে অথবা যে সকল অবস্থায় উক্ত নিন্দা সূচক পত্র লেখা হয় তাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। গৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাওয়ার বিষয়ে ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবান ও পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত ১৮৪৭ সালে যে সকল চিঠী লিখিত পঠিত হয় তাহা দর্শিত হইয়াছে। জেলা ময়মনসিংহের

মাজিষ্ট্রেট সাহেব কহেন যে এই মোকদ্দমা অতি লজ্জাকর এবং ওয়াইজ সাহেবের রোবকারী তাহাতে লিপ্ত থাকা বলা হয় তদ্ভিন্ন ১৮৫২ সালের ২৪ মার্চ তারিখের এক রোবকারীও আমাদিগের সমক্ষে দর্শিত হওয়াতে তদ্দ্বারা প্রকাশ যে ওয়াইজ সাহেবের নাএব ও জমাদার বলিয়া দুই ব্যক্তি অস্ত্রধারী লোক লইয়া দাঙ্গা করণ জন্য অপরাধী ও দণ্ডনীয় হয় কিন্তু যে নিন্দা সূচক লিপি সূত্রে এক নালিশ উপস্থিত তাহা উপরোক্ত কোন মোকদ্দমা বিবেচনায় ন্যায্য বলা যাইতে পারে না এই সকল মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন হাকীমের চিঠী অথবা রোবকারী ষ্টিফেন সাহেব বিনা অপকারে ছাপাইতে পারেন কি না সে কথায় বিবেচনা এক্ষণে আবশ্যক নহে কিন্তু সে তাবতের সহিত তাঁহার নিজের চিঠীর কোন সংস্রব নাই ও কোন সম্বন্ধতাও প্রাপ্ত হয় না আর প্রথমোক্ত মোকদ্দমা ঘটিবার ৪ বৎসর পরে ও শেষোক্ত মোকদ্দমায় অপরাধ সাব্যস্ত হওন পক্ষে রায় লিখিত হওনের অনেক মাস পূর্ব্বে এ চিঠী ছাপা হয় তদ্ভিন্ন আপেলান্টের পক্ষ কএকটা জবানবন্দীও দর্শিত হয় কিন্তু যে তাবৎ অতি অসম্পূর্ণ ও উপস্থাপিত ইস্তুর সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই ফলতঃ যে সকল বদরবস্তা অত্যাচার প্রদর্শন ও নিষ্ঠুর কার্য্য ওয়াইজ সাহেবের প্রতি আরোপ হয় তাহার কোন প্রমাণ না থাকাতে ঐ চিঠী ছাপান যে ন্যায্য বলিয়া আপত্তি হইয়াছে তাহা অগ্রাহ্য হইল অতএব জজ সাহেব এমোকদ্দমা যেরূপ বিবেচনা করেন আমরা তাঁহার সহিত ঐক্য হইলাম ও তিনি যে খেসারতের পরিমাণ ধার্য্য করিয়াছেন তাহা ন্যূন করণের কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

বাদী খরচা বিষয়ে পৃথক একটা আপীল করিয়াছে জজ সাহেব লেখেন যে ডিক্রির টাকার পরিমাণ মতে প্রতিবাদী ষ্টিফেন সাহেব বাদির খরচা দিবেক বাদী ১০০০০ টাকা খেসারৎ ধার্য্য করে তাহার দশাংশের একাংশ ডিক্রী হইয়াছে ইহাতে প্রকাশ যে বাদী অতিরিক্ত টাকার দাবি করিয়াছিল এমত অবস্থায় অতিরিক্ত মূল্য ধরাতে বাদী যে খরচার দায়ী হইয়াছে তাহা আমাদিগের বিবেচনায় প্রতিবাদির জিম্মা হইতে পারে না।

আপেলান্টেরা আপনং আপীলে এআদালতের তাবৎ খরচার দায়ী ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব	একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব	
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব	

১৮৫৬ সালের ১৭৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সারণের সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী ফানিক খাঁর ১৮৫৩ সাল ১৩ জুলাই তারিখের এক ডিক্রী বাহালীতে ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ মানিক খাঁ বাহাদুর ১৮৫৪ সালের ১৯ আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

জটাধারী রায় (প্রতিবাদী)——————————আপেলাণ্ট।
জমুনা দাসী (বাদিনী)——————————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়——————————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু বংশীবদন মিত্র ও মৌলবী মহম্মদ হোসেন—রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীলদ্বয়।

শ্রীযুক্ত এ, জোন্স ও শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ১৯ মার্চ তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত এ, জোন্স সাহেবের সর্টিফিকেট। বাদিনী জমুনা দাসী দরখাস্তকারী মৌজা জম্পা মুজফ্ফরের ঠিকাদার বলিয়া বাকী খাজানার নালিশ করিয়া বাঁদ জেড়ী নামে এক নূতন বাব তাহার দত্ত পাট্টার লিখিত জমা হইতে পৃথক বলিয়া এই হেতুতে দাবি করে যে সে ব্যক্তি মৌজা মজফ্ফরের মালিক থাকা বিধানে কালেক্টর সাহেব তাহার স্থানে এ বাবের দরুণ টাকা আদায় করিয়া লইয়াছেন অতএব এ হিসাবে ঠিকাদার মজফ্ফর রাইয়তগণের স্থানে যাহা আদায় করিয়াছে বাদিনী তাহাই চাহে নীচের আদালতদ্বয়ের ফয়সলা সকলে প্রকাশ যে কালেক্টর সাহেব ৪ কেতা দাখিলা দিয়া বাদিনীর স্থানে ৩১ টাকা লয়েন আর ইহাও সাব্যস্ত হইয়াছে যে দরখাস্তকারী অর্থাৎ প্রতিবাদী ঐ বাবের দরুণ রাইয়তগণের স্থানে টাকার প্রতি ।।০ আনা হারে আদায় করিয়া লইয়াছে কিন্তু কালেক্টর কি সর্ত্তানুযায়ী বাদিনীর স্থানে ঐ টাকা লয়েন তাহা কিছুই প্রকাশ নাই অথবা ঐ টাকা বাদিনীর যদিস্যাৎ যথার্থ দেনা হয় তাহা হইলে সেই টাকা ঠিকাদারের স্থানে যে দাবি করিতে পারে অথবা ঠিকাদার রাইয়তগণের স্থানে তাহা যে ন্যায়মত পাইতে পারে এতাবৎ কিছুই দর্শিত হয় নাই।

দরখাস্তকারী কহে তাহার সহিত পাট্টা সূত্রে যে বন্দোবস্ত হয় তাহার সর্ত্তানুযায়ী এরূপ দাবি অকর্ম্মণ্য অতএব আমি এই বিষয়ের বিচার জন্য এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি যে মোকদ্দমার তদন্তে এ বিষয়ে নীচের আদালতদ্বয়ের ডিক্রীতে বিশেষ দোষ দৃষ্ট হইতেছে কি না।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেবের সর্টিফিকেট। আমার বিবেচনায় প্রধান সদর আমীন যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহাতে দরখাস্তকারির দরখাস্তের লিখিত হেতু সকল

কবুলিয়ত বুঝিয়াদে সেটাকা পাওনা হয় ও বাঁদ জেড়ী বাবতে বাদিনী যে টাকা কালেক্টর সাহেবকে আদায় দিয়াছে ও প্রজাগণের স্থানে দখলীকার ব্যক্তি কর্ত্তৃক আদায় করণের যে রীতি প্রচলিত ছিল এতাবৎ জন্য দরখাস্তকারী অর্থাৎ ইজারদারের বিরুদ্ধে বাদিনী নালিশ করাতে নীচের আদালত দায়

উত্থাপিত হইতে পারে না বাদিনীর এজহার এই যে ঠিকাদার মফস্বল দখলীকার থাকাতে কালেক্টর সাহেব যে বাঁধ ভেড়ীর টাকা আদায় করিয়া লইয়াছেন তাহা বাদিনীর পক্ষে আদায় দেওয়া ও দখলীকার ব্যক্তির পক্ষে প্রজাগণের স্থানে তাহা আদায় করা প্রচলিত রীত্যনুযায়ী বটে। ফলতঃ বাঁধ ভেড়ীর দরুণ ঐ রূপ কর যে আইন বিরুদ্ধ কোন পক্ষ হইতে এরূপ আপত্তি হয় নাই এবং প্রথমে সদর আমীন ও তৎপরে প্রধান সদর আমীন পাটোয়ারী ও প্রজাগণের সাক্ষ্য দ্বারা ঠিকাদার কর্তৃক ঐ টাকা প্রজাগণের স্থানে আদায় হওয়া সাব্যস্ত বিবেচনা করিয়াছেন তদ্ভিন্ন মালিকের স্থানে কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা আদায় করিয়া লওয়া দর্শিত হইয়াছে প্রকৃত ব্যাপার ও প্রচলিত রীতি বিষয়ে গওয়াহি দৃষ্টে উক্ত হাকীমান ডিক্রী দিয়াছেন অতএব আমার রায়ে এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা কর্তব্য।

বিচার।

মিছিলের কাগজাৎ দৃষ্টে প্রকাশ যে দরখাস্ত কারির লিখিয়া দেওয়া এক কবুলিয়ত বুনিয়াদে যে টাকা পাওনা ছিল ও বাঁধ ভেড়ী বাবতে যে টাকা কালেক্টর সাহেবের নিকট আদায় দেওনে বাদিনী যমুনা দাসী বাধ্য হয়েন ও দখলীকার ব্যক্তির পক্ষে প্রজাগণের স্থানে যে টাকা আদায় করণের রীতি প্রচলিত ছিল এতাবৎ আদায় জন্য দরখাস্তকারী ইজারাদার বিধায়ে বাদিনী তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করেন।

তাহাতে প্রতিবাদী অর্থাৎ দরখাস্তকারী শেষোক্ত দাবির প্রতি এই বলিয়া আপত্তি করে যে জমীদারের সহিত তাহার যে চুক্তি ছিল এরূপ দাবি তদন্তর্গত নহে।

দৃষ্ট হইতেছে যে বাদিনীর স্থানে কালেক্টর সাহেব যে টাকা আদায় করিয়া লয়েন তাহা আদায় জন্য কবুলিয়তের সর্ত্তানুযায়ী নালিশবন্দ নহে এক প্রথানুযায়ী বটে সুতরাং এরূপ দাবি দরখাস্তকারির পাট্টার সর্ত্তানুযায়ী নহে বলিয়া দরখাস্তকারী যে জওয়াব দেয় তাহা যদিও সত্য বটে কিন্তু অপ্রচুর ও উপস্থিত ওজরাতের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনের সমক্ষে যে গওয়াহি দর্শিত হয় তদ্দৃষ্টে তাঁহারা এই নিষ্পত্তি করেন যে দখলীকার ব্যক্তির পক্ষে প্রজাগণের স্থানে বাঁধ ভেড়ীর টাকা আদায় করণের রীতি প্রচলিত আছে এবং উপস্থিত স্থলে ইজারাদার সেই টাকা প্রজাদিগের স্থানে আদায় করিয়া লইয়াছে ও কালেক্টর সাহেব তাহা মালিকের স্থানে আদায় করিয়াছেন এই সকল অবস্থায় উক্ত হাকীমান বাদিনীর পক্ষে ডিক্রী দিয়াছেন।

তাহাতে দরখাস্তকারী খাস আপীলে এই আপত্তি করে যে তাহার সহিত পাট্টা সূত্রে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার সর্ত্তানুসারে এরূপ দাবি গ্রাহ্য যোগ্য নহে কিন্তু বাঁধ ভেড়ী বাবতে যে টাকার দাবি করা হইতেছে তাহা আদায় জন্য বাদিনী যদিস্যাৎ দরখাস্তকারির লিখিয়া দেওয়া কবুলিয়ত অনুযায়ী নালিশবন্দ হইতেন তাহা হইলে উক্ত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারিত বটে সে যাহা হউক বাদিনী পৃথক এক হেতুতে অর্থাৎ যে প্রথা প্রচলিত থাকা নিম্ন উভয় আদালতই সাব্যস্ত বিবেচনা করিয়াছেন তৎসূত্রেই নালিশবন্দ হয়েন অতএব খাস আপেলাণ্টের উত্থাপিত আপত্তি মোকদ্দমায় লিপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিচার্য্য না হওয়া বিধায়ে এই খাস আপীল খরচা সহ ডিস্মিস্ হইল ইতি।

উপস্থিত আছে যাহারা কবুলিয়তের রীতের উত্থাপিত হয় তদুক্তয় সাব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া বাদীকে ডিক্রী দেন।

অবধারিত হইল যে এমোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব দৃষ্টে বোধ হইবে যে যে বিষয় ধরিয়া এই খাস আপীল গ্রাহ্য হয় তাহা উত্থাপিত হয় নাই কেননা খাস আপীল গ্রাহ্যকারী জজ সাহেব যদ্রূপ বিবেচনা করেন কবুলিয়ত সূত্রে ভেড়ীর খার্য্য জমা বলিয়া নহে বরং যদ্রূপ অধীন আদালতদ্বয় দেখিয়াছেন প্রচলিত এক রীতি অনুসারে ঐ টাকার দাবিতে বাদীগণ এই নালিশ করে।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব		
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব	}	একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব		

১৮৫৬ সালের ১৭৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সারণের সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ হানিফ খাঁর ১৮৫৩ সাল ১৩ জুলাই তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মেজ্জা মহম্মদ সাদিক খাঁ বাহাদুর ১৮৫৪ সালের ১৯ আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

জটাধারী রায় (প্রতিবাদী)———————— আপেলাণ্ট।
জিতমল (বাদী) ————————————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়———————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু বংশীবদন মিত্র ও মৌলবী মরহামৎ হোসেন ——রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীলদ্বয়।

যে সকল হেতুতে খাস আপীল গ্রাহ্য হয় ও তাহাতে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে সে তাবৎ ১৮৫৬ সালের ১৭৪ নম্বরী মোকদ্দমার দৃষ্ট হইবেক ইতি।

পূর্ব্বকার মোকদ্দমা দৃষ্টি কর।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব		
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব	}	একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব		

১৮৫৬ সালর ১৭৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সারণের সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী হানিফ খাঁর ১৮৫৩ সাল ১৩ জুলাই তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মেজ্জা মহম্মদ সাদিক খাঁ বাহাদুর ১৮৫৪ সালের ১৯ আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

জিতমল প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——— ————আপেলাণ্টগণ।
জটাধারী রায় (বাদী)———————————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
মৌলবী মরহামৎ হোসেন——————————আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়——————————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স ও শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ১৯ মার্চ তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়

কোন ইজারদার খাজানা আদায় দেওয় কারণ মাত বরী পরগণ মস্তাজেরদারগণের নিকট যে ৫০০ টাকা আমানৎ রাখা হয় তাহা আদায় জন্য বাদী ১৮৫০ সালের নবেম্বর মাসায় প্রতিবাদী অর্থাৎ মস্তাজেরকারীগণের নামে নালিশ করে। বাদী কহে যে ১২৫৮ সাল পর্য্যন্ত যেখাজানা পাওনাছিল তাহা বেবাক আদায় দি

দরখাস্তকারীগণের বাকি ৮০০ টাকা আদায় জন্য কটাদারী বাবৎ এই নালিশ উপস্থিত করে। জমলা বুজুর্গ ও অন্যান্য মৌজার দরখাস্তকারীগণের অৰ্দ্ধেক রকম হিস্যা বাবতে তাহারা বাদীকে যে এক ঠিকা বিলি করিয়াছিল সেই ঠিকার দরুণ তাহার স্থানে যে খাজানা পাওনা ছিল তাহা আদায় দেওন জন্য সে ব্যক্তি ঐ ৫০০ টাকা দরখাস্তকারীগণের নিকট মাতবরী স্বরূপ আমানৎ রাখে। বাদী স্বীয় দাবির ন্যায্যতা দর্শাইবার জন্য কহে যে ১২৫৮ সাল পর্য্যন্ত তাবৎ খাজানা আদায় দিয়া ১২৫৯ সালে সে ব্যক্তি ঐ ঠিকা পরিত্যাগ করে। আমাদিগের সমক্ষে অদ্যকার তারিখে উপস্থিত অন্যান্য মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সকল দৃষ্টে প্রকাশ যে প্রধান সদর আমীন যে তারিখে এই মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করেন সেই তারিখে ১২৫৮ সালের খাজানা বাবতে এই মোকদ্দমার বাদির স্থানে উক্ত দরখাস্তকারীগণের ৮০০ টাকার অধিক পাওনা বলিয়া হাকীম মৌসুফ ডিক্রী দেন।

দরখাস্তকারীগণ এই মোকদ্দমা গ্রাহ্য যোগ্য নহে বলিয়া আপত্তি করে কেননা বাদির স্থানে যে খাজানা পাওনা তাহার সমুদয় আদায় না দেওয়া তক বাদী যে একরারনামা স্বীকার করে তদনুসারী ঐ আমানতী ৫০০ টাকা ফেরৎ পাওনার দাবি করিতে পারে না অতএব এই সকল অবস্থা বিবেচনায় নীচের আদালতের নিষ্পত্তি বাহাল রাখা উচিত কি না তাহার বিচার জন্য আমরা এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য করি।

বিচার।

মিছিল দৃষ্টে প্রকাশ যে বাদী ৫০০ টাকা আদায় জন্য ১৮৫১ সালের ১০ আইনের মতে প্রতিবাদী অর্থাৎ দরখাস্তকারীগণের নামে নালিশ করে। ফসলী ১২৫৬ ইস্তক ১২৫৯ নাগাএদ যে সম্পত্তি বাদীকে ইজারা দেওয়া হয় তাহারই খাজানা আদায় দেওন কারণ মাতবরী স্বরূপ ঐ টাকা দরখাস্তকারীগণের নিকট আমানৎ রাখা হয়। বাদী কহে যে ১২৫৮ সাল পর্য্যন্ত যে খাজানা পাওনাছিল তাহা বেবাক আদায় দিয়া ১২৫৯ সালে সে ব্যক্তি ইজারা পরিত্যাগ করে তৎপরে ১৮৫০ সালের ৩ জানুয়ারি তারিখে ফসলী ১২৫৮ সালের বাকী খাজানা বাবতে এই মোকদ্দমার বাদী কটাদারী বাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ দরখাস্তকারীগণ এক নালিশ উপস্থিত করিলে প্রধান সদর আমীন তাহাদিগের পক্ষে ৮০০ টাকার অধিক ডিক্রী দেন অথচ সেই তারিখে খাজানা আদায় দেওন কারণ প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ দরখাস্তকারীগণের নিকট যে ৫০০ টাকা আমানৎ ছিল তৎপক্ষে এ মোকদ্দমার বাদির প্রতি হাকীম মৌসুফ ডিক্রী দেন।

উপরোক্ত অবস্থা সকল বিবেচনায় অর্থাৎ বাদী এই নালিশ উপস্থিত করণ কালীন প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ দরখাস্তকারীগণের পক্ষে বাদির স্থানে খাজানা বাকী থাকাতে আমাদিগের রায় এই যে বাদির নালিশ ডিক্রী হইতে পারে না কেননা খাজানা বাকী থাকাতে দরখাস্তকারীগণের নিকট যে টাকা আমানৎ ছিল তৎপ্রতি তাহাদিগের অধিকার আছে। বাদির কর্ত্তব্য যে প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ দরখাস্তকারীগণের প্রাপ্ত ডিক্রীজারী কালীন ডিক্রির টাকা হইতে আমানতী ৫০০ টাকা বাদির পক্ষে যেন বাদ দেওয়া হয় এরূপ দৃষ্টি রাখে। দরখাস্তকারীগণ অত্র মোকদ্দমায় বাদির বিরুদ্ধে যে ডিক্রী পাইয়াছে তাহার অসম্মতিতে বাদী যদিস্যাৎ আপীল করিয়া সেই মোকদ্দমা আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিত তাহা হইলে পুনর্দৃষ্টি জন্য প্রধান সদর আমীনের নিকট এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইয়া উভয় পক্ষের প্রতি আমরা সুবিচার করিতে পারিতাম কিন্তু আমাদিগের সমক্ষে রীত্যনুযায়ী সে রূপ উপস্থিত না থাকাতে হাকীম মৌসুফের হুকুমের প্রতি আমরা হস্ত ক্ষেপণ করিতে পারি না। অত্র মোকদ্দমায় আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় হওয়াতে আমরা নীচের আদালতদ্বয়ের নিষ্পত্তি রদ করিয়া এই আপীল খরচ সহ ডিক্রী করিলাম ইতি।

বাদী জামায় ১২৫৯ সালে সে ব্যক্তি জানা পরিত্যাগ করে তৎপরে ১৮৫০ সালের ৩ জানুয়ারি তারিখে ১২৫৮ সালের বাকী খাজানা বাবতে বাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এক নালিশ উপস্থিত করিলে প্রধান সদর আমীন তাহাদিগের পক্ষে ৮০০ টাকার অধিক ডিক্রী দেন অথচ সেই তারিখে খাজানা আদায় দেওন কারণ দরখাস্তকারীগণের নিকটে ৫০০ টাকা আমানৎ ছিল তৎপক্ষে প্রথম মোকদ্দমায় বাদির প্রতি হাকীম মৌসুফ ডিক্রী দেন। বাদী আত্মরক্ষা স্বরূপ যে ৫০০ টাকা আমানৎ রাখে তৎপক্ষে প্রধান সদর আমীন ডিক্রী দিলে সেই নিষ্পত্তির পক্ষ হইতে আপীল উপস্থিত হওয়াতে এই অবধারিত হইল যে বাদী এই নালিশ উপস্থিত করণ কালীন প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ দরখাস্তকারীগণের পক্ষে বাদির স্থানে খাজানা বাকী থাকাতে বাদির নালিশ উপস্থিত হইতে পারে না কেননা খাজানা বাকী থাকাতে দরখাস্তকারীগণের নিকট যে টাকা আমানৎ ছিল তৎপ্রতি তাহাদিগের অধিকার ছিল।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৭ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস্ সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২৪৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি ধাম নগরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বম্ভর বিদ্যাভূষণের ১৮৫৪ সাল ২৯ মে তারিখের এক ডিক্রী রদ করিয়া জেলা কটকের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু তারক নাথ ভট্টাচার্য্য রায় বাহাদুর ১৮৫৪ সালের ২০ আকটোবর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

বলরাম মহাপাত্র এবং জগবন্ধু মহাপাত্র (বাদীগণ)——আপেলাণ্টগণ।
দামোদর মহাপাত্র (প্রতিবাদী)——————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
মেং আর, টি, এলান সাহেব——————আপেলাণ্টগণের পক্ষউকীল।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়——————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষউকীলদ্বয়।

মোসম্মাৎ সুভদ্রা দাই বাদির স্থানে কর্জা টাকা বাবতে যে পাওনা ছিল তৎপক্ষে বাদী তাহার বিরুদ্ধে এক ডিক্রী পায় এবং ঐ কর্জা টাকার আজবরী স্বরূপ তালুক কাবারের যে ৵০ আনা রকম অংশ বন্ধক ছিল তাহাতে সুভদ্রা দাইর স্বত্ব ও সম্বন্ধে উক্ত ডিক্রী জারীতে নিলাম করাইয়া বাদী তাহা স্বয়ং খরিদ করে।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন ও শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ৭ মে তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

মৌজা নদিদাপুরের যে ৵০ আনা রকম বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হয় ও যাহা নিলামের পূর্ব্বে প্রতিবাদী দামোদর মহাপাত্রের দখলে ছিল তাহার পণ ফাজিল জন্য ও ডিক্রী জারীতে খরিদের দ্বারা উক্ত সম্পত্তিতে যে তারিখে বাদির স্বত্ব অর্শে কহে সেই তারিখ হইতে ওয়াসিলাৎ পাইবার প্রার্থনায় দরখাস্তকারী এই নালিশ উপস্থিত করে। উক্ত সম্পত্তির ৵০ আনা রকম প্রথমে এক কর্জ্জা টাকা জন্য তৎকালীনের মালিক সুভদ্রা দাই কর্ত্তৃক বাদির স্থানে বন্ধক দেওয়া হয় তৎপরে তাহার তালুকের শামিল এই মৌজা ও আর দুইটা মৌজার ।/০ আনা রকম হিস্যা দাই মজকুরা প্রতিবাদী দামোদরকে বিক্রয় করিলে তাহার স্থানে খাজানা বাকী পড়াতে নিলাম হয়। এই নিলামের পূর্ব্বে ও বাদির নিকট বন্ধক দেওয়ার পর বন্ধকদাত্রী অর্থাৎ সুভদ্রা একটা বন্দোবস্তের দ্বারা তৎ কর্ত্তৃক বিক্রীত মৌজা নদিদাপুর ও আর দুই মৌজার ।/০ আনা রকম অংশ পরিবর্ত্তে মৌজা নদিদাপুরের সমুদয় অংশ দামোদরকে দেন তাহাতে বাদির গৃহী ও খরিদ পুরস্কার বলিয়া মুনসেফ বাদির পক্ষে এই মর্ম্মে এক ডিক্রী দেন যে সে ব্যক্তি পণ ফাজিলের টাকা ৵০ আনা রকম পাইবেক কিন্তু প্রধান সদর আমীন এই সকল হুকুম রদ করেন কেননা তাঁহার বিবেচনায় খরিদ ও গৃহী সূত্রে বাদির যে স্বত্ব ছিল তাহা দামোদরের স্বত্ব পক্ষে হানিকর হইতে পারে না তাহার কারণ দামোদর সুভদ্রার সহিত যে বন্দোবস্ত করে তাহাতে মৌজা নদিদাপুরে সে ব্যক্তি আপন স্বত্ব পৃথক রূপে পাইয়াছে।

ম্বরখাস্তকারী এই আপত্তি করে যে গৃবী ও খরিদ সুত্রিয়াদে ৵৹ আনা রুকমে আইনানু- যায়ী তাহার যে স্বত্ব আছে তাহা ঐ বন্দোবস্তের দ্বারা রদ হইতে পারে না।

অতএব আমরা এই বিষয়ের বিচার জন্য মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য করিতেছি যে পূর্ব্বকার দায় সুত্রে বাদির যে স্বত্ব ছিল তাহা উক্ত সম্পত্তির যে ৵৹ আনা রকম বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হয় তৎসম্বন্ধে বাস্তবিক কি না ও তাহা হইলে পৎ কাজিলের টাকা ও ওয়াসিলাতের প্রতিও সিদ্ধ কি না।

বিচার।

মোসম্মাৎ সুভদ্রা দাই তালুক কাজারের ষোল আনা রুকমের মালিক ছিলেন তাহাতে কোন কর্জ্জা টাকার মাতবরী স্বরূপ তালুক মজকুরের ৵৹ আনা রুকম বাদির পূর্ব্ব পুরুষের নিকট গৃবী রাখিয়া তাহার ।/৬৬--১৫ বট রকম প্রতিবাদির স্থানে বিক্রয় করেন তৎপরে মাল মোক্তালকের হাকীমান কর্ত্তৃক উক্ত তালুক বাটওয়ারা সুত্রে বিভাগ হইয়া তালুক মজকুরের উক্ত ।/৬৬--১৫ বট রুকম হিস্যার পরিবর্ত্তে মৌজা নসিদাপুর প্রতিবাদির সম্পত্তি বলিয়া সরকারী সেরেস্তায় লিখিত হয়।

পরে বাদী স্বীয় কর্জ্জা টাকা বাবতে সুভদ্রা দাইর বিরুদ্ধে ডিক্রী হাশীল করিলে ডিক্রীজারীতে তালুক মজকুরের ৵৹ আনা রুকমে সুভদ্রা দাইর যে স্বত্ব ও হক ছিল তাহা বিক্রীত হইবায় বাদী তাহা খরিদ করে।

তৎপরে বাকী রাজস্ব জন্য মৌজা নসিদাপুর নিলাম হয় তাহাতে ঐ মৌজা নিলামের দরুণ ওয়াসিলাৎ সমেত পৎ ফাজিলের ৵৹ আনা রুকম হিস্যা জন্য বাদী এই নালিশ উপস্থিত করে।

বাদির দাবি ন্যায্য বিবেচনায় মুনসেফ বাদির পক্ষে ডিক্রী দেন কিন্তু প্রধান সদর আমীন সেই নিষ্পত্তি এই হেতুতে রদ ও বাদির নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন যে মৌজা নসিদাপুরে মোসম্মাৎ সুভদ্রা দাইর কোন স্বত্ব ও হক না থাকাতে খরিদার অথবা বন্ধক গ্রহীতা স্বরূপ উক্ত মৌজার কোন হিস্যায় বাদির হক ছিল না।

বাদির পক্ষে মেং এলান সাহেব এই তর্ক করেন যে অত্র মোকদ্দমায় উভয় খরিদার ও বন্ধকগ্রহীতা স্বরূপ বাদী নালিশবন্দ হইয়াছে অর্থাৎ যে বন্ধকীপত্র সুত্রে বিরোধীয় সম্পত্তির প্রতি তাহার স্বত্ব অর্শে তদনুযায়ী সে ব্যক্তি নালিশ করিয়াছে তদ্ভিন্ন খরিদ সুত্রেও তাহার স্বত্ব আছে আর ঐ তালুকের সমুদয় অংশে তাহার স্বত্ব আছে ও প্রতিবাদী এবং সুভদ্রা দাইর মধ্যে গৃবীর পরে যে কোন ঘটনা হউক তদ্দ্বারা বাদির স্বত্বের প্রতি হানি হইতে পারে না আর গৃবী সুত্রে সে ব্যক্তি যে স্বত্ব পাইয়াছে তাহা ও মৌজা নসিদাপুরের নিলামের দরুণ পৎ ফাজিলের ৵৹ আনা রকম অংশ এতাবৎ সে ব্যক্তি ন্যায় মত পাইতে পারে।

আমাদিগের বিবেচনায় বাদির গৃবী সুত্রে এই সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব অর্শে না। সুভদ্রা দাই ও প্রতিবাদির মধ্যে তালুক বিভাগ হওয়াতে কোন তঞ্চক অথবা যোগ সাজস যে ছিল বাদী কস্মিনকালে এরূপ কথা কহে নাই আর মাল মোক্তালকের হাকীমান কর্ত্তৃক যে বাটওয়ারা হয় তৎসুত্রেই ঐ মত বিভাগ হইয়াছে অতএব দেওয়ানী আদালতে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবেক।

নিলামের পূর্ব্বে অর্থাৎ বন্ধকের পরে মাল মোক্তালকের হাকীমান কর্ত্তৃক ঐ সম্পত্তির বাটওয়ারা হইয়া মৌজা নিসিদাপুর প্রতিবাদির অংশে পড়ে।

এই সকল অবস্থায় অবধারিত হইল যে মোসম্মাৎ সুভদ্রা দাইর স্বত্ব ও সম্বন্ধের খরিদার বা বন্ধক গ্রহীতা স্বরূপই হউক মৌজা নিসিদাপুর যাহা উক্ত বাটওয়ারা মতে প্রতিবাদির অংশে পড়িয়াছে তাহাতে অথবা বাকী রাজস্বের জন্য তাহা যে নিলাম হয় তাহার পৎ কাজিলের প্রতি বাদী অর্থাৎ স্বরখাস্তকারির কোন স্বত্ব নাই কিন্তু যে সম্পত্তির ঐ প্রকার বাটওয়ারা হয় তাহার ।।৶ আনা রকম অর্থাৎ অর্দ্ধ

ঐ তালুকের সমুদয় অংশের মধ্যে ৵৹ আনা রকমের সমতুল্য যাহা সুভদ্রা দাইর অংশে পড়ি আছে তৎপ্রতি বাদির স্বত্ব আছে বটে। এহেতু খাস আপীল ব্যয় সহ ডিসমিস হইল।

উক্ত বিভাগমতে মৌজা বসিদাপুরের সমুদয় অংশ অর্থাৎ নাবেক তালুকের ।৵ আনা রকম প্রতিবাদির দখলে ও বক্রী ।৵ আনা সুভদ্রা দাইর দখলে আছে এহেতু বাকী রাজস্ব জন্য উক্ত মৌজা নিলাম হওন কালীন সুভদ্রা দাইর তাহাতে কোন স্বত্ব বা হক ছিলনা সুতরাং তৎপ্রতি আইনানুযায়ী বাদিরও কোন স্বত্ব না থাকা বলিতে হইবেক।

ফলতঃ পূর্ব্বীসূত্রে বক্রী ।।৵ আনার সাবেক তালুকের ষোল আনার মধ্যে ৵৹ আনা রকম হিস্যার সমতুল্য অংশ বাদির আছে কিন্তু ঐ তালুকের ৵৹ আনা রকম ডিক্রী জারীতে নিলাম হইবায় ও বাদী তাহা খরিদ করাতে আমাদিগের রায় এই যে বাদী আপন ন্যায্য পাওনা পাইয়াছে ও পূর্ব্বী সুনিয়াদে কোন স্বত্ব নাই সুতরাং খরিদার বা বন্ধক গৃহীতা স্বরূপই হউক বাদির মামলা অকর্ম্মণ্য হইতেছে।

এহেতু আমরা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি বাহাল করিয়া আপীল ব্যয় সহ ডিস্মিস্ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব }

১৮৫৬ সালের ১২৫৩ নম্বরী দরখাস্ত।

আপেলান্টের হাজিরী জন্য তাহাকে রীতিমত তলব না করিয়া, উক্ত সাক্ষী স্বরূপ সে ব্যক্তি হাজির না হওয়া হেতু নীচের আপীল আদালত আপীল ডিসমিস করিতে পারেন না।

অভিত চরণ নন্দী প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদী শ্রীধরচন্দ্র নন্দির মোকদ্দমায় জেলা মেদিনীপুরের সদর মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্রের ১৮৫৬ সাল ১৯ ফিব্রুয়ারি তারিখের এক নিষ্পত্তি বাহাল করিয়া ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত এ, ডেবিড্সন সাহেব ১৮৫৬ সালের ৭ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় ১৮৫৬ সালের ৩১ আক্টোবর তারিখে শ্রীধরচন্দ্র নন্দী অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী——————দরখাস্ত কারির পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু রমাপ্রসাদ রায়—প্রতিপক্ষের উকীল দ্বয়।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত হেতু সকল জন্য উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

কোন বাটীতে দখল পাইবার জন্য বাদী অর্থাৎ দরখাস্তকারী এই নালিশ উপস্থিত করে। তাহাতে মুন্সেফ কর্ত্তৃক তামাদী আইনানুযায়ী মোকদ্দমা ডিস্মিস হয় পরে এই নিষ্পত্তির অসম্মতিতে যে আপীল হয় তাহা প্রধান সদর আমীন কর্ত্তৃক শুনানি হওন কালীন প্রতিবাদী অর্থাৎ রেস্পাণ্ডেন্ট এরূপ স্বীকার করে যে বাদী শপথ পূর্ব্বক যে এজহার দিবে তাহাই গ্রাহ্য তাহাতে বাদির হাজিরী জন্য প্রধান সদর আমীন

আপেলাণ্টের উকীলকে আদেশ দেন কিন্তু এই আদেশানুযায়ী আপেলাণ্ট হাজির না হওয়াতে ১৮৫৩ সালের ১৯ আক্টের বিধানানুসারে হাকীম মৌসুফ আপীল ডিস্‌মিস করেন।

খাস আপীলের হেতু এই যে, আইনের অবধারিত রীতিতে আপেলাণ্টকে তলব না করিয়া সে ব্যক্তি সাক্ষী স্বরূপ হাজির না হওয়া হেতুতে আবেতা আপীল ডিস্‌মিস করা রীতি বিরুদ্ধ।

প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির মজমুনে এরূপ স্পষ্ট প্রকাশ নাই যে আপেলাণ্টকে সাক্ষী মানিয়া তাহাকে তলব করা রেস্পাণ্ডেণ্টের অভিপ্রায় ছিল বরং তাহার এরূপ অভিপ্রায় থাকা প্রকাশ হইতেছে যে আপেলাণ্ট স্বেচ্ছানুযায়ী হাজির হয় এবং এই বিষয় তাহার উকীলের দ্বারা তাহাকে জ্ঞাত করা যায় কিন্তু এরূপ হইলে ১৮৫৩ সালের ১৯ আক্টের বিধান খাটিতে পারে না এবং প্রধান সদর আমীনের উচিত ছিল যে মুনসেফ যে বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়াছেন তৎ পাতি অন্যান্য গওয়াহি ও প্রমাণ দৃষ্টে স্বীয় রায় প্রকাশ করেন আর রেস্পাণ্ডেণ্টের বদিস্যাৎ আপেলাণ্টকে সাক্ষী স্বরূপ তলব করণের অভিপ্রায় ছিল এমত হয় তাহা হইলে আপেলাণ্টের হাজিরী জন্য তাহাকে রীতিমত তলব না করিয়া ১৮৫৩ সালের ১৯ আক্টমতে গরহাজরী কসরে আপীল ডিস্‌মিস্ করা আইন বিরুদ্ধ বলিতে হইবেক অতএব এই সকল রায় দৃষ্টে পুনর্বিচার জন্য প্রধান সদর আমীনের নিকট আমরা মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব } জজ্‌।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেব }

১৮৫৬ সালের ১২৮৮ নম্বরী দরখাস্ত।

নীচের আপীল আদালতের নিষ্পত্তি অসম্পূর্ণ হওয়া বিধায়ে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইল।

সেখ সদৎউল্লা প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদিনী বিবী সফিজানের মোকদ্দমায় জেলা পূর্ণীয়ার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল আজীজ খাঁ বাহাদুরের ১৮৫৫ সাল ১১ আগষ্ট তারিখের এক নিষ্পত্তি রদ করিয়া ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত জি, লক্ সাহেব ১৮৫৬ সালের ৩০ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় প্রতিবাদীগণের মধ্যে এক জন সেখ সদৎউল্লা ১৮৫৬ সালের ৩১ আক্টোবর তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

মৌলবী মরহামৎ হোসেন ও বাবু বংশীবদন মিত্র—দরখাস্তকারিরপক্ষউকীলদ্বয়।

মৌলবী আফতাবুদ্দীন মহম্মদ ও বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় } প্রতিপক্ষের উকীল দ্বয়।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত হেতু সকল জন্য উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

বাদিনী ভিন্ন ব্যক্তির নিকট মৌজা গজনি যে খরিদ করেন তাহা বাহাদের প্রার্থনায় ও জজ্‌ সাহেব ১৮৫২ সালের ১০ জুন তারিখে উক্ত খরিদ সাজসী থাকা ও দর-

খাজনাকারী মৌজা মজকুরের রাজস্ব আদায় দেওয়াতে অমর্থে যে এক ডিক্রী পায় সেই ডিক্রীজারীতে উক্ত সম্পত্তি নিলাম হইতে রক্ষা করণাভিপ্রায়ে বাদিনী তাহা খরিদ করা এতাবৎ মর্ম্মে যে এক সরাসরী হুকুম দেন তাহা রদ করণ জন্য বাদিনী এই নালিশ উপস্থিত করেন।

তাহাতে প্রধান সদর আমীন স্বীয় নিষ্পত্তিতে এই স্থির করেন যে বাদিনীর দর্শিত কওয়ালা লিখিত পঠিত হওয়া সাব্যস্ত হয় নাই আর বিক্রেতাদিগের মধ্যে একজন নাবালগ ছিল।

এই নিষ্পত্তির অসম্মতিতে আপীল হইলে কওয়ালার সিদ্ধতার বিষয়ে অত্র মোকদ্দমায় যে প্রমাণ দর্শিত হয় জজ সাহেব তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া এই মাত্র রায় দেন যে উক্ত খরিদ সাব্যস্ত থাকা পক্ষে উক্ত সরাসরী হুকুমে যেহেতু লিখিত হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ আর যে কেহ হউক বাদিনীর খরিদের সিদ্ধতার প্রতি আপত্তি করিতে পারিবে।

জজ সাহেবের ডিক্রির মর্ম্ম এই যে বাদিনীর কথিত খরিদ সিদ্ধ বটে আর এই বিষয় যদিও আরজীতে উত্থাপিত হইয়া প্রধান সদর আমীন তাহা বাদিনীর প্রতিকূলে মীমাংসা করিয়াছেন কিন্তু তদ্বিষয়ে জজ সাহেব কোন রায় দেন নাই। অতএব জজ সাহেবের নিষ্পত্তি যে অসম্পূর্ণ তাহা স্পষ্ট প্রকাশ এহেতু আমরা এই অভিপ্রায়ে মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাই যে বাদিনীর স্বত্বের সিদ্ধতা বিষয়ে হাকীম মৌসুফ স্পষ্ট করিয়া রায় দিবেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৫১ নম্বরী মোকদ্দমা।

মুঙ্গেরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত সি, মেকডোনাল্ড সাহেবের ১৮৫২ সাল ১৩ ডিসেম্বর তারিখের এক ডিক্রী রদ করিয়া জেলা ভাগলপুরের একটিং জজ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, বেল সাহেব ১৮৫৫ সালের ১৯ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

জওহর মিশ্র (বাদী)—————— আপেলান্ট।
ভগু মিশ্র প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——রেস্পাণ্ডেণ্ট গণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
মৌলবী মহম্মদ হোসেন————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।

অন্যান্য পুরোহিতেরা কোন যজমানদিগের স্থা

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৭ সালের ১৭ জানুয়ারি তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়

[illegible] রিয় নোটিসের নিমিত্ত গদুচন্দ্র জেলা পুর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের জজ সাহেবের নিকট [illegible] করে। পরে ১২৪৫ সালের ৩১ শ্রাবণ মোতাবেক ইং ১৮৩৮ সালের ৪ আগষ্ট তারিখে মন বিবীর মৃত্যু হওয়ার এই বাদী তাহার বিষয় উত্তরাধিকার করিয়া ১৮৪১ সালের ৮ অক্টোবর তারিখে ঐ পত্তনী তালুকের রকম ।/০ আনা অংশের জন্য জেলা পুর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের প্রধান সদর আমীনের আদালতে নালিশ করিবায় ঐ বিষয় জেলা বীরভূমের শামিল থাকায় উপযুক্ত স্থানে নালিশ না হওয়া হেতুক ১৮৪২ সালের ৫ আগষ্ট তারিখে সেই মোকদ্দমা ননসুট হইবায় বাদী বীরভূম জেলায় নালিশ করিয়া ১৮৪৫ সালের ২০ মার্চ তারিখে ডিক্রী পায় সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীলে যে জেলার শামিল ঐ সম্পত্তি সেই জেলার আদালত হইতে বয়নামার নোটিস জারি হইয়াছিল কি না তদন্ত জন্য ১৮৪৬ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে ঐ মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান হয়। ১৮৪৭ সাল সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট বহির ৪৮৩ পৃষ্ঠায় ঐ নিষ্পত্তি দৃষ্টি হইবে। তাহাতে ঐ সম্পত্তি জঙ্গল মহলের শামিল হয় কিন্তু জেলা পুর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের আদালত হইতে নোটিস জারী হওয়া দৃষ্টি করিয়া প্রধান সদর আমীন ১৮৪৮ সালের ৯ মার্চ তারিখে ঐ মোকদ্দমা ননসুট করেন, পরে ১৮৪৮ সালের ৩১ আগষ্ট তারিখে বয়নামার নোটিস জারির নিমিত্ত বাদী বীরভূম আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে এবং ১৮৫০ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে দখলের নিমিত্ত নালিশ করিয়া তাহার ডিক্রী পায়।

জওয়াবে তামাদী আইনের ও অন্যান্য উজর বর্ণনা করার ওপর দেওয়া হয়। শম্ভুচাঁদ স্বয়ং ও আপন মৃত ভ্রাতার অংশ সমেত ১৮৩২ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে বয়নামার তারিখে প্রথম নোটিস জারি করে, পরে তাহার মৃত্যু হইবায় তাহার স্ত্রী ১৮৪০ সালের সেপ্টেম্বর তারিখে রকম ।/০ আনা অংশ দখলের জন্য নালিশ করিবার মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়া বলিয়া ১৮৪৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে সেই নালিশ ডিসমিস হয় এবং ১৮৪৭ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে জজ সাহেব কর্ত্তৃক ঐ ফয়সলা বাহাল হয় এবং সদর দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক তাহার খাস আপীল অগ্রাহ্য হয়।

প্রতিবাদী মনজুর প্রধান সদর আমীনের ফয়সলার বিরুদ্ধে আপীল করিয়া প্রথমে তামাদী আইনের ওজর দেয়। উক্ত শর্ত্ত টাকা পরিশোধের ওয়াদার তারিখ ১২৩৮ সালের ২৫ চৈত্র মোতাবেক ইং ১৮৩১ সালের ৬ মে এবং ১৮৫০ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে এই নালিশ উপস্থিত হয় অতএব টাকা পাওনা হওয়ার তারিখ হইতে ২১ বৎসরের অধিক কাল গত হইয়াছে প্রধান সদর আমীন এ উজর এই বলিয়া অন্যথা করেন। প্রথমতঃ বাদী নাবালক ছিল এবং তাহার বয়ঃপ্রাপ্তের তারিখ হইতে গণনা করিলে তাহার নালিশ মেয়াদ মধ্যে হইয়াছে বলিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ বাদী পূর্ব্বে বর্দ্ধমান আদালতে এতদ্বিষয়ের এক নালিশ করিয়াছিল। নাবালকীর ওজর সম্বন্ধে বক্তব্য যে বিলম্বের কারণ স্বরূপে তাহা এপর্য্যন্ত স্পষ্ট উত্থাপন করা হয় নাই কিন্তু তাহার নাবালকীর সময় বাদ দিলেও এই নালিশ উপস্থিত করার সময় গত হইয়াছে বলিতে হইবে; কারণ ১২৪৫ সালের শ্রাবণ মোতাবেক ইং ১৮৩৮ সালের আগষ্ট মাসে মন বিবীর মৃত্যু হয় এবং ১২৪৬ সালের পৌষ মোতাবেক ইং ১৮৩৯ সালের ডিসেম্বর কি ১৮৪০ সালের জানুয়ারি মাসে বাদী বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং সে ব্যক্তি ১৮৫০ সালের আপ্রিল মাসে আইন অনুযায়ী এই নালিশ উপস্থিত করে, আর মতিচাঁদ, শম্ভুচাঁদ অথবা মন বিবী ইহারা কেহই নাবালক ছিল না, সুতরাং তাহাদিগের নালিশ উপস্থিত করিবার কোন বাধা ছিল না, অতএব বাদির নাবালকী সময় ১৩ বা ১৪ মাস বাদ দিলেও এই নালিশ উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে ২১ বৎসরেরও অধিক গত হইয়াছে। যদিও বর্দ্ধমান আদালতে একটা নালিশ করা হইয়াছিল বটে কিন্তু এতদ্বিষয়ে যে আদালতের এলাকা নাই তাহাতে নালিশ করা হইবার তদ্দ্বারা সময় রক্ষা হইতে পারে না, কারণ ঐ সকল নালিশ আইন সঙ্গত হয় নাই, যেহেতু বাদী তদ্দ্বারা কোন লাভ ভাগী হইতে পারে না। বাদী

কর্ত্তৃক বয়নামার নোটিস জারী হওয়ার তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে সে ব্যক্তি এই নালিশ করিয়াছে সত্য বটে কিন্তু এরূপ নোটিস জারির দ্বারা স্বত্ব রক্ষা হইতে পারে না। আইনে বলে যে স্বত্ব সংক্রান্ত তাবৎ নালিশ ও টাকা পরিশোধের ওয়াদার তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে, তাহাতে দায়মালী কর্জা ও বন্ধকী কর্জার মধ্যে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। আইনে কোন প্রভেদ করে না এবং আমরার আদালতের রিপোর্ট বহিতে ... আদালত এক অভিপ্রায়ের ঠিক অবধারণ করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে উকীল ... আমরার সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট বহির ৩২২ পৃষ্ঠার লিখিত ১৮৫০ সালের ১৭ জুলাই তারিখে নিষ্পন্ন ১৮২ পৃষ্ঠার লিখিত ১৮৫৩ সালের ২৮ নবেম্বর তারিখে নিষ্পন্ন ও ৩১৮ পৃষ্ঠায় লিখিত ১৮৪৫ সালের ৪ আগষ্ট তারিখে নিষ্পন্ন এক তরফা মোকদ্দমা নজীর দিলেন।

আপেলাণ্ট কর্ত্তৃক উক্ত ... সকলের লিখিত ঘটনা সকল কোন বিষয়েই বর্ত্তমান মোকদ্দমার ঘটনা সকলের তুল্য হইতেছে না, কারণ সেগুলিতে প্রকাশ যে ঐ সকল মোকদ্দমায় ... গৃহীতা দখলীকার ছিল এবং সে ব্যক্তি বেদখল হওয়ার দখল পাইবার জন্য নালিশ করিয়াছিল কিন্তু এ মোকদ্দমার বাদী বন্ধকী সম্পত্তির পূর্ব্বে দখল না পাইয়া কেবল স্বত্বের সর্ত্ত জারী করিবার জন্য নালিশ করিতেছে। শুদ্ধ খত কর্জা ও বন্ধকী কর্জার মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রথমোক্ত স্থলে খতের নির্দ্ধারিত টাকা পরিশোধের ওয়াদার তারিখে মহাজনের স্বত্ব সম্পূর্ণ হয় এবং দাবী করার মত টাকা না দিলে সেই তারিখ হইতে মহাজনের নালিশ করিবার কারণ উৎপত্তি হয় অতএব তদ্রূপ আইনে লেখে নালিশের কারণ উৎপত্তির তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে ঐ টাকা পাইবার জন্য নালিশ করা তাহার কর্ত্তব্য কিন্তু বন্ধকী খতের আইনের লিখিত সকল ক্রিয়া করা যে পর্য্যন্ত সমাধা করা না হয় সে পর্য্যন্ত বন্ধকী সম্পত্তির দখলের প্রতি বন্ধকগ্রহীতার স্বত্ব সম্পূর্ণ হয় না, সুতরাং ঐ সকল কার্য্য সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত যখন আপন খতের সর্ত্ত সকল জারী করিবার নিমিত্ত নালিশ করিবার প্রতি বন্ধকগ্রহীতার স্বত্ব হয় না তখন টাকা পরিশোধের ওয়াদার তারিখ হইতে না হইয়া ঐ সকল কার্য্য সমাধা করণের তারিখ হইতেই তাহার নালিশের কারণ উৎপত্তি হওয়া অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন আইনে এমত বলে না যে টাকা পরিশোধের ওয়াদার তারিখ হইতে কোন নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে বন্ধকগ্রহীতাকে আপন স্বত্ব সম্পূর্ণ করিতে হইবে কারণ ১৮০৬ সালের ১৭ আইন ৮ ধারার লিখিত কথা সকল সাধারণ হইতেছে এবং তাহাতে এমন কোন সীমা নির্দ্ধারণ করে না যে বন্ধকগ্রহীতা তদ্বহির্ভূতে আপন স্বত্বের প্রারম্ভকে সম্পূর্ণ স্বত্বে পরিণত করিতে পারিবে না। অতএব আমরা বিবেচনা করি যে তামাদী আইনের ওজর রক্ষায় থাকিতে পারে না আর আপেলাণ্ট যখন সমুদয় টাকা না পাওয়ার কথা সপ্রমাণ করিতে পারে নাই এবং খত ও একরারনামা লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করিয়াছে তখন আমরা অধীন আদালতের ফয়সলা বাহাল করিয়া খরচা সুদ্ধা এই আপীল ডিসমিস করি ইতি।

বাকি ১৬৮ টাকা ... সহিত, মোকাম ... খাজানা লইবার তাহা জমীদারের নাম হয় পরে, তাহা পুনর্ব্বার বন্দোবস্ত করণ ... জমা হইতে ৬৮ টাকা কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব উক্ত ... নির্দ্ধারিত জমা সরকারে ঐ তালুক হস্তান্তর করা হয় এবং তদনুসারে মঞ্জুর সেলামীর মূল্য তাহা গ্রহণ করে। কি কারণে ঐ ৬৮ টাকা কম হইল তাহা কিছু লেখা নাই, তাহা কোন বিশেষ ভূমি সম্বন্ধে কি কোন বিশেষ মৌজার জমা বাদ দিয়া করা হয় ... জমা ও সমুদয় তালুকের প্রতি কমান হয় তাহাও এ ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পর ... প্রকাশ পাইতেছে যে খাস আপেলান্ট যদি জমায় অর্থাৎ ৮৬০ টাকার ঐ পত্তনী তালুকের ... করিবার ভার গ্রহণ করে, তবে কমী দেওয়া হইবে ... লেখাপড়ায় প্রকাশ হয়। সুতরাং কি মতে ঐ তালুক খরিদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করা হয় তাহা বিচার করিবার কোন উপায় আমরা পাই না বন্দোবস্তের কাগজ আমাদিগের নিকট উপস্থিত নাই, শুদ্ধ ... খাস আপেলান্ট ঐ তালুক পুনর্ব্বার পত্তন লওয়ার প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে ... পূর্ব্বের পত্তনীদার অপেক্ষা খাস আপেলান্ট ৬৮ টাকা কম দেন ইহা।

খাস আপেলান্টের পক্ষ বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ এক্ষণে যে প্রকারের দাবি করে বন্দোবস্তের মূল ইহাতে হইতেছে যে ১২২৭ সালের এক পত্তনী বন্দোবস্ত অনুসারে ২০৪ বিঘার ... মৌজা বন্দরিয়া ... টাকা জমায় পত্তন দেওয়া হয়। ঐ জমার পরিমাণে ভূমি কম হইয়াছে যে ব্যক্তি এক্ষণে তাহার নিকাশের প্রার্থনা করিতেছে কিন্তু ১২২৭ সালে যে পত্তনী বন্দোবস্ত হয় তাহার সহিত বর্ত্তমান বন্দোবস্তের যে কোন সম্বন্ধ আছে এমত আমাদিগকে দর্শান হয় নাই। প্রথমতঃ পত্তনীতে ৬৩ টি মৌজা ছিল এবং কোন সময়ে ও কি অবস্থা অনুযায়ী ঐ তালুক যে অংশ হয় তাহা আমাদিগকে বলা হয় নাই বর্ত্তমান পত্তনীদারের সহিত যে লেখাপড়া হইয়াছে তাহা ... হইতে ... হইতেছে এমত নহে, এতদুভয়ের মধ্যে ... একই বন্দোবস্ত হওয়া ... থাকিল। যদিও আমরা ... ১২২৭ সালের বন্দোবস্তের ... সকল ... করিতে পারি না বটে কিন্তু এমত বলা যাইতে পারে যে প্রত্যেক মৌজার বিশেষ জমার দ্বারা সেই পত্তনি মহলের মোট জমা ধার্য্য হওয়া প্রকাশ পাইতেছে। তাহাতে মৌজা বন্দরিয়ার জমা ... টাকা ধরা হইয়াছে। এক্ষণে ... কিন্তু ... বলা হইয়াছে সেই সকল বিবরণ এই খাস আপেলান্টের ... লেখা ছিল না এবং আমরা এমত স্বীকার করিতে পারি না যে ... ৮৬০ টাকার মধ্যে বন্দরিয়ার জমা ... কি ... তাহার কম টাকা ছিল।

বর্দ্ধমান রাজের পোষকতার্থ কএকটা নজীর উল্লেখ করা হইয়াছে। সদর ১৮৩৭ সালের রিপোর্ট বহির ১৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত ১৮৪৮ সালের রিপোর্ট বহির ৩০৬ পৃষ্ঠায় লিখিত ও ১৮৪৯ সালের রিপোর্ট বহির ৪৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত এই কএক মোকদ্দমা উল্লেখ করা হয়। প্রথমোক্ত মোকদ্দমার ... এক ... ঘর্দ্দার বাকি দাবি করা ... পাইবার যোগ্য হয় তাহার মধ্যে ... যে অতিরিক্ত খাজানা আদায় করা হইয়া ছিল তাহা ফেরত দিবার হুকুম হয়। দ্বিতীয় মোকদ্দমার প্রকাশ পাইতেছে যে জমীদার মফস্বল এক মৌজা পরে দুই ব্যক্তিকে পত্তন দেন যদিও প্রথম বন্দোবস্তের পরে এক দেওয়ানী নালিশ দ্বারা নিষ্পত্তি হয় যে সেই মৌজা নিষ্কর ছিল এবং এআদালতের ফয়সলায় বলা হয় যে সেই মৌজা সম্বন্ধে যে মামলা পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহা এড়াইবার জন্য তঞ্চক করিয়া সেই মৌজা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পত্তন দেওয়া হয়। তৃতীয় মোকদ্দমার নিষ্পত্তির হেতু সকল বিস্তার করিয়া লেখা হয় নাই কিন্তু প্রকাশ পাইতেছে যে রাধামোহনপুর নামে এক মৌজায় দুই জন ভিন্ন তালুকদারের সহিত পত্তনী বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল এবং তাহাতে অনবারিত হয় যে কোন পত্তনীদারের লেখাপড়ায় সর্ত্তে এমন লেখা ছিল যে ঐ মৌজা তাহাকে দেওয়া

হইবে না এবং যখন [illegible] করা হয় তখন যে ব্যক্তি আপন পাওনার [illegible] পাইতে পারেন [illegible] প্রত্যেক মোকদ্দমাতেই আদালতের বিশেষ [illegible] উপর বিভিন্ন মত ও মিনাহের হুকুম দেওয়া হয় এবং এক্ষণে এই নিষ্পত্তি করিবার পূর্বে [illegible] ফয়সলা সকলের [illegible] অবশ্যই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। [illegible] ফয়সলায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে এরূপ মোকদ্দমা সকল সম্বন্ধে কোন অপরিবর্ত্তনীয় বিধি স্থাপিত হইতে পারে না এবং এ প্রকার মোকদ্দমা সকল উপস্থিত হইলে সেই বন্দোবস্তের বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী বন্দোবস্তের নিষ্পত্তি অবশ্যই হইবে, অতএব আমরা এমত বলি না যে [illegible] আর কোন দাবি হইবে না তবে বাদী খাস আপেলাণ্ট কর্ত্তৃক প্রার্থিত মিনাহের প্রাপ্ত আপন স্বত্ব সে সপ্রমাণ করে নাই।

খরচা সুদ্ধা এই খাস আপীল আমরা ডিস্মিস্ করিলাম।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, উইলসন সাহেবের বাদ এই খাস আপীলের বিচারে আমার সঙ্গি হাকীমান যে নিষ্পত্তি করিলেন আমি তাহাতে সম্মত হইতেছি না। প্রথমতঃ আমি বিবেচনা করি যে আদালত সম্বন্ধে খাস আপীল উপস্থিত বলিয়া আদালত এ কথার বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না যে জমীদারের সহিত লেখাপড়া অনুযায়ী পত্তনীদার জমা কমী পাইতে পারে কি না, যদিস্যাৎ প্রধান সদর আমীনের অবধারণের সহিত সংপ্রাপ্ত [illegible] এই বিষয়ে সম্পূর্ণ বিচার করা কর্ত্তব্য হইত তাহা হইলে সার্টিফিকেট সংশোধিত হওয়া উচিত ছিল যেহেতু, প্রকাশ যে পত্তনিদার মজকুর জমা কমী পাইতে পারে এই অবধারণ করিয়া প্রধান সদর আমীন যে ফয়সলা করেন সেই হেতুতে এই খাস আপীল গ্রাহ্য হইয়াছে, প্রধান সদর আমীন আপন ফয়সলায় লেখেন যে উক্ত পত্তনিতে জমার পরিমাণ মত বিভাগ করিবার কোন উপায় ছিল না, তাহা থাকিলে তিনি ঐ মিনাহ দিতে পারিতেন খাস রেস্পণ্ডেণ্টগণ কর্ত্তৃক ভুল বিষয়ে স্বীকার করা হইয়াছে এবং অত্র মোকদ্দমায় আমার সঙ্গি হাকীমান যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে তাহা প্রকাশ পাইবে। প্রথমতঃ এই খাস আপীলের দরখাস্তে সমানী কালাম এই মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবার কারণ স্বরূপে যে কএকটা পূর্ব্ব মোকদ্দমা উল্লেখ করা হয় তদ্দ্বারা বর্ত্তমান দাবির বিষয়ে বাধা হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ জমীদার মজকুর ঐ পত্তনির আদৌ যে বন্দোবস্ত করেন তাহাতে মৌজা বরাবর যে জমা ও ভূমি ধার্য্য হয় তাহাতেও সেই জমা সেই ভূমি ধার্য্য হইয়াছে, উক্ত পত্তনির বিক্রয়ের পরে বর্ত্তমান পত্তনীদারের সহিত শেষে যে বন্দোবস্ত করা হয় [illegible] বন্দোবস্তের কথা তাহাতেও বরাবর উল্লেখ আছে। বন্দোবস্তের কাগজাতে যে রূপ উল্লেখ করে উক্ত পত্তনী পাট্টার দ্বারা কাগজাতের বিস্তার লিখিত ১০৪, বিঘা ভূমি সহ সমুদয় মৌজা [illegible] পত্তনীদার মজকুরকে দেওয়া হয় এবং এক্ষণে দেখা হইয়াছে যে ঐ সমুদয় মৌজার ভূমি ৪৩ বিঘা মাত্র এরূপ বিবেচনা করিলে আমি অনুমান করি যে ১৮৪৮ সালের [illegible] ও ১৮৪৯ সাল ১৩ ডিসেম্বর তারিখের নজীর অনুযায়ী বাদী খাস আপেলাণ্ট সর্ব্বতোভাবে আপন জমার পরিমাণ মত মিনাহ পাইতে পারে, কারণ পাট্টার দ্বারা ঐ মৌজার যে ভূমি তাহাকে দেওয়া হয় তাহার কম ভূমি থাকা স্বীকার করা হইয়াছে, এবং জমাবন্দির মোকদ্দমা সকলে যে রূপ সচরাচর তদন্ত হইয়া থাকে প্রধান সদর আমীনও সেই রূপ তদন্তের দ্বারা কি রূপ মিনাহের ডিক্রী দেওয়া উচিত তাহা অনা-য়াসে ঠিক নির্ণয় করিতে পারিতেন; অতএব আমি এই মোকদ্দমা খাস আপেলাণ্টের পক্ষে নিষ্পত্তি করি এবং এই আদালত তাহা প্রধান সদর আমীনের নিকট ফেরত পাঠান যে তিনি উক্ত মৌজার কমি ভূমির পরিমাণ উপযুক্ত মিনাহ ধার্য্য করিতে প্রবৃত্ত

কিম্বা উক্ত বিবাদির সাক্ষাতে সরেজমীনে প্রমাণ লওন পক্ষে নিষেধক কোন আইন থাকা আমরা জ্ঞাত নহি। ইহা অধীন আদালতের এক সামান্য পদ্ধতি। ইহাতে এ আদালত সম্মতি প্রদান করিয়াছেন ও ইহার প্রতি হস্তক্ষেপ করণের কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না আর দৃষ্ট হইতেছে যে সরেজমীন তদন্তের সতত আবশ্যকতা হইতে পারে ও সেই তদন্ত উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইলে তদ্দ্বারা অতিরিক্ত মামলা মোকদ্দমা নিবারিত হয় ও সূক্ষ্ম প্রমাণ অনুসারে আদালতের নিষ্পত্তি অপেক্ষা সরেজমীনে কার্য্যকে উভয় পক্ষই অতি সন্তুষ্ট হয়।

খাস আপেলান্টের পক্ষের উকীল আপত্তি করেন এই যে মুনসেফ মৌসুফের সরেজমীন গমন কালীন উভয় বিবাদীকে কোন সমাচার দেওয়া হয় নাই কিন্তু আমাদিগের দৃষ্ট হইতেছে যে মুনসেফ মৌসুফের ঐ নিয়মের বিচার কার্য্যের অসম্মতিতে প্রধান সদর আমীনের নিকট কোন আপীল উপস্থিত হয় নাই সুতরাং আমাদিগের অনুমত সিদ্ধান্ত হইতেছে যে সরেজমীন তদন্ত কালীন উভয় বিবাদী অথবা তাঁহার উকীলগণকে রীতিমত সমাচার দেওনা ও প্রত্যেক কর্ম্ম ন্যায্য ও আইন সঙ্গত করা হইল যে এই বিধানে আমরা এই আপীল অগ্রাহ্য করি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২০ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২৫৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা মজঃফরপুরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল বকসের ১৮৫৩ সালের ১১ ফিব্রুয়ারি তারিখের এক নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া জেলা ত্রিহুতের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত ই, চকউ সাহেব ১৮৫৪ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

ঘসু খাঁ (বাদী) ———————————— আপেলান্ট।
মনোহর কুর্ম্মি প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) ———————— রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
মৌলবী সৈএদ মহম্মদ হোসেন ———————— আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় ———————— { মনোহর কুর্ম্মি ব্যতিরিক্ত অন্যান্য রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষউকীল।

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবানের নীচের লিখিত সার্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ৯ জুলাই তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"এই খাস আপেলান্ট জেলা ত্রিহুতের এক জন ঠিকাদার, বাকী খাজানার নিমিত্ত এক জন রাইয়তের নামে নালিশ করে ইহাতে এক তৃতীয় পক্ষ বিরোধীয় ভূমিতে খাস আপেলান্টের কোন স্বত্ব থাকা অস্বীকার করিয়া মোজাহেম দেয় কিন্তু মুনসেফ মৌসুফ সদর আদালতের ১৮৫২ সালের ২০ জানুয়ারি তারিখের নিষ্পন্ন এক নজীর অনুসারে

আইনের সাধারণ বিধি এই যে বাদী ও প্রতিবাদী ব্যতিরেকে অপর কোন ব্য

এরূপ মোকদ্দমায় এক তৃতীয় পক্ষ মোজাহেম দিতে পারে না অবধারণ করিয়া বাদির পক্ষে ডিক্রী দেন। ইহার অসম্মতিতে প্রতিবাদী আপীল করে নাই কেবল তৃতীয় পক্ষ আপীল করিলে প্রধান সদর আমীন ১৮৪৮ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখে নিষ্পন্ন সদর আদালতের এক নজীর উল্লেখ করিয়া মুনসেফের নিষ্পত্তি অন্যথা করেন আমাদিগের বিবেচনায় এই মোকদ্দমার সহিত এই নজীরের কোন সংস্রব নাই ও প্রধান সদর আমীন যে নিষ্পত্তি করেন তাহা, ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২ ধারা ও মুনসেফের উল্লেখিত নজীরের বিপরীত। আর তৃতীয় পক্ষের মোজাহেম ও আপীল করণের স্বত্ব বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ নজীর থাকা দেখিয়া আমরা এই বিষয় বিচার জন্য এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিতেছি যে প্রচলিত আইনানুসারে মোকদ্দমায় বাদী ও প্রতিবাদী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি আপীল করিতে পারে কি না যদি পারে এমত হয় তাহা হইলে এ মোকদ্দমার তৃতীয় পক্ষকে প্রধান সদর আমীন ঐ স্বত্বানুসারে কর্ম্ম করিতে দেওয়াতে তাহার ন্যায্য কর্ম্ম হইয়াছে কি না"?

বিচার।

খাস রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল এই মোকদ্দমার খাস রেস্পাণ্ডেণ্টের মোজাহেম দিবার স্বত্বের পোষকতা পক্ষে তর্ক করত এ আদালতের ১৮৫৩ সালের ১৪ জানুয়ারি তারিখে নিষ্পন্ন খুনকার রিহানুদ্দীনের মোকদ্দমা উল্লেখ করিলেন।

দৃষ্ট হইতেছে যে এ আদালতে যে মোকদ্দমায় মোজাহেম দিবার স্বত্ব এক ঘটনা বশতঃ উত্থাপিত হয় মাত্র যথা মুনসেফ মৌসুফের নিকট স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দরখাস্তকারীগণ উপস্থিত হয় কিন্তু প্রতিবাদীগণের মধ্যে গণ্য হয় নাই এবং তাহারা জজ সাহেবের নিকট আপীল করিলে মুনসেফ মৌসুফের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে আপেলাণ্টগণ স্বরূপ হাজির হওন পক্ষে রেস্পাণ্ডেণ্টগণ কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই সেই জন্যই এ আদালতে তাহাদিগকে আপীল চালাইতে দেওয়া হয়।

১৮৫১ সালের ৩ আপ্রিল তারিখে নিষ্পন্ন গোবর্দ্ধন সিংহের মোকদ্দমায় এ আদালতের বিধি হয় যে যদিস্যাৎ এক ডিক্রির দ্বারা এক তৃতীয় পক্ষের স্বার্থের হানি হয় তাহা হইলে সে তৃতীয় পক্ষ ঐ ডিক্রির অসম্মতিতে আপীল করিতে পারিবে।

অন্যান্য মোকদ্দমায় যে স্থলে নিষ্পত্তি দ্বারা মোজাহেমদারের স্বত্বের হানি করিতে পারে নাই স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়াছে সেই স্থলে এ আদালত সেই তৃতীয় পক্ষের দাবি গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ২ ধারার সাধারণ বিধি এই যে "বাদীগণ ও প্রতিবাদীগণ অথবা তাহাদিগের উকীলগণ কিম্বা সাক্ষীগণ ব্যতিরিক্ত দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমার কোন অবস্থাতে অন্য কোন ব্যক্তির কথা শুনা যাইবে না কিম্বা সে ব্যক্তি কোন কর্ম্ম করিতে পারিবে না"।

কিন্তু যদিস্যাৎ কোন তৃতীয় পক্ষ বিবেচনা করেন যে আদালতে দায়ের থাকা কোন মোকদ্দমার সম্ভাবিত ডিক্রী দ্বারা তাহার নিজের স্বার্থের হানি হইবে তাহা হইলে আপনার রক্ষার নিমিত্ত সে ব্যক্তি এক দরখাস্ত করিতে পারিবে ও আবশ্যক বিবেচনা হইলে বিচারপতি এক তিজিম্মা দ্বারা তাহাকে প্রতিবাদী করণের সাবকাশ বাদীকে দিবেন।

যাহা হউক উপস্থিত মোকদ্দমা বাকী খাজানা ঘটিত অতএব ইহার নিষ্পত্তিতে মোজাহেমদারের স্বত্বের হানি হইতে পারে না সুতরাং সেই জন্য উভয় বিবাদির মধ্যে

কিন্তু কথা ও না যাইবেক কিন্তু যদি স্যাৎ এক তৃতীয় পক্ষ বিবেচনা করে যে সম্ভাবিত কোন ডিক্রী দ্বারা তাহার স্বত্বের হানি হইবেক তাহা হইলে এক দরখাস্ত করিয়া সে ব্যক্তি মোজাহেম দিতে পারিবেক এবং আদালত তাহাকে প্রতিবাদী করিবার সাবকাশ তৎকালে বাদীকে দিবেন আর বাকী খাজানার নিমিত্ত এই মোকদ্দমায় মুনসেফ মৌসুফ মোজাহেমদারের মামলার বিচার করিতে অস্বীকার করিবায় সে ব্যক্তি আইন মতে আদালতে উপস্থিত হইতে পারে না ও তাহার আপীল করিবার কোন ক্ষমতা নাই।

...হইতে পারে না। আর মোজাহেমদারের মামলার বিচার করিতে অস্বীকার ...তে মুনসেফ... কর্ম্ম করিয়াছেন এবিধায়ে যে আদালতের বিচার প্রাপ্ত না ...বার আপীল করিবার তাহার কোন স্বত্ত্ব নাই।

এজন্য আমরা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি অন্যথা করিলাম।

খরচার বিষয়ে দর্শান হয় যে প্রধান সদর আমীনের সমক্ষে আপীলে এই খাস ...পেলাণ্ট উপস্থিত না থাকিবায় সে ব্যক্তি খরচা পাইতে পারে না কিন্তু আমাদিগের ...বেচনায় যখন মুনসেফের সমক্ষে মোকদ্দমায় খাস রেস্পাণ্ডেণ্ট লিপ্ত ছিল না তখন ...াকদ্দমার অবস্থা বশতঃ সে ব্যক্তি খরচা পাইতে পারে না এবিধায়ে ঐ মোকদ্দমার সদর খরচা খাস রেস্পাণ্ডেণ্ট দিবে ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২০ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৩৫৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

...ৌকি দরবুজার মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী আহমদ ...র ১৮৫৩ সালের ১১ ডিসেম্...রি তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া জেলা ...ের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত ... ডিকষ্টা সাহেব ১৮৫৪ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার ...ম্মতিতে খাস আপীল।

...র্ খাঁ (বাদী) ——————————— আপেলাণ্ট।

...ক্কাও খতুরা প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) ——————— রেস্পাণ্ডেণ্ট।

মৌলবী সৈএদ মহম্মদ ...েন ——————— আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় ——————— { ...ক্কাও খতুরা ব্যতিরিক্ত অন্যান্য রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।

খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের কএক ... ও উহাতে এ আদালতের নিষ্পত্তি পাইবার ...িমিত্ত ১৮৫৬ সালের ৩৫৩ নম্বরী পূর্ব্বের মোকদ্দমা দৃষ্টি কর।

উপর দৃষ্টি কর।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ২০ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ সাহেব। জজ।
শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেব। একটিং জজ।

১৮৫৬ সালের ৮৩৩ নম্বরী দরখাস্ত।

দরখাস্তকারী প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি বাদী-...ের মোকদ্দমায় জেলা যশোহরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ...রক্তের ১৮৫৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর তারিখের নিষ্পত্তি বাহাল রাখিয়া ঐ জেলার

অধীন আপীল আদালত কর্ত্তৃক এক

বিষয় বিচার না হইবার তা হায় নিষ্পত্তি নিমিত্ত খাস আপীলের দরখাস্তে জারির হুকুম হইল।

একটিং জজ্ শ্রীযুক্ত ই, কেরিজন সাহেব ১৮৫৩ সালের ১৪ আপ্রিল তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অনৈক্যতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় ১৮৫৩ সালের ২৪ জুলাই তারিখে প্রতিবাদীগণের মধ্যে এক ব্যক্তি আলেকজন্দর মেকআর্থর সাহেব এ আদালতে এক দরখাস্ত দাখিল করে।

মেং ফেগেন সাহেব ও মৌলবী লুৎফর রহমান——দরখাস্তকারির পক্ষউকীলদ্বয়।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু রমাপ্রসাদ রায়——— } প্রতিপক্ষের উকীলগণ।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

বাকী খাজানার নিমিত্ত দরখাস্তকারির নামে নালিশ হয় ইহাতে তাহার আপত্তি এই যে সমুদয় হকুকের কত্তকে মেং জি, আর, ফেগু সাহেব দখলীকার থাকিবায় সমুদয় দাবির নিমিত্ত সে ব্যক্তি অর্থাৎ দরখাস্তকারী দায়ী নহে।

দরখাস্তকারী কহে যে ঐ পত্তনী হকুক আদৌ মেং ডনলপ সাহেবের অধিকার থাকে পরে দরখাস্তকারী ও মেং জি, আর, ফেগু সাহেবের দখলে আইসে জজ্ সাহেব ঐ বিষয়ে তদন্ত করেন নাই কারণ মেং ফেগু সাহেবের দখল থাকা জানা বাদী অস্বীকার করিবায় জজ্ সাহেব অবধারিত করেন যে যে স্থলে এই দরখাস্তকারী এক দরখাস্ত দ্বার নালিশী সমুদয় মালগুজারির নিমিত্ত দায়ী থাকা স্বীকার করিয়াছিল সে স্থলে ঐ বিষয় প্রমাণ করা দরখাস্তকারির উচিত ছিল। আমাদিগের বিবেচনায় দরখাস্তকারী সমুদয় হকুক দখল করা অস্বীকার করিলে পর ও পত্তনীদার স্বরূপ মেং ডনলপ সাহেবের নাম রেজেষ্টরী থাকা দৃষ্টে দরখাস্তকারী একাকী ঐ খাজানার নিমিত্ত যে দায়ী তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বাদীকে তলব করা উচিত ছিল এবিধায়ে দরখাস্তকারির এই আপত্তি অনুসারে পুনস্তদন্ত হইবার নিমিত্ত আমরা এই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৪ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৭ সালের ২৫৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা রাজসাহির প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৪ সালের ৬ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাবেজা আপীল।

রাণী অন্নপূর্ণা প্রভৃতি (বাদীগণ)———————আপেলাণ্ট গণ।
মেং, জে, সি, এবট সাহেব প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়——————————আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল।

প্রতিপক্ষের উকীল নাই।

কোং ৮১২৭।৮৬ টাকার দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত।

১২৫৭ সালের ১ আশ্বিন তারিখে প্রতিবাদীগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বেদখল হইয়াছে বলিয়া মৌজা কোগাছি স্থিত মং ২৩ বিঘা হাটের ভূমি দখল পাইবার প্রার্থনায় এই নালিশ হয়; বাদির মদামি বন্দোবস্তি কোগাছি সম্পত্তির সংক্রান্ত বলিয়া বাদী উক্ত ভূমি দাবি করে কিন্তু প্রতিবাদীগণ বিরোধীয় সম্পত্তি কখন বাদির দখলে থাকা অস্বীকার করিয়া তাহা লাখেরাজ কহে কিন্তু প্রধান সদর আমীন বাদীকে মং ১৪৮/ বিঘা ভূমির ডিক্রী দিয়া অবশিষ্ট দাবি ডিসমিস করেন।

বাদী এই নিষ্পত্তির শেষ ভাগের অসম্মতিতে আপীল করিয়া তর্ক করে যে প্রতিবাদীগণ এক লাখেরাজ স্বত্ব উত্থাপন করিবার প্রমাণের ভার তাহাদিগের উপরি দেওয়া উচিত ছিল ও বাদী আপন দাবির পোষকতায় যে প্রমাণ দাখিল করে তাহার প্রতি প্রধান সদর আমীন মৌসুফ সম্পূর্ণ ভার নিয়োগ করেন নাই।

এস্থলে রেস্পাণ্ডেণ্ট হাজির নাই।

অসিদ্ধ লাখেরাজ হকুক বাজেয়াপ্ত করণ নিমিত্ত এ মোকদ্দমা হয় নাই যে ইহাতে প্রতিবাদী আপন বিশেষ স্বত্ব অবশ্য প্রমাণ করিবে আর বাদী কএক কেতা মাল ভূমি দখল ও পরে তাহা হইতে বেদখল হওয়া এজহার সূত্রে এই নালিশ স্থাপন করিয়াছে ও যখন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এক হুকুম অনুসারে প্রতিবাদী দখলীকার আছে তখন প্রতিবাদীকে আপন স্বত্ব প্রমাণ করাইবার পূর্ব্বে তাহার আপন মামলা প্রমাণ করা বাদির আবশ্যক।

প্রমাণ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে প্রধান সদর আমীন মৌসুফ নিজে সরেজমীনে গমন করিয়া বাদির দাখিলী কানুনগোয়ের এক নক্সার সহিত ভূমির সীমানা সরহদ্দ মিল করিয়া দেখিয়াছেন আর সম্পূর্ণরূপে প্রমাণের প্রতি বিচার করিয়াছেন অতএব বাদির পক্ষ উকীল আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে সকল তর্ক বিতর্ক করিলেন তাহা

বল পূর্ব্বক বেদখল হওয়া এজহারে দখল পাইবার প্রার্থনায় এক নালিশে প্রতিবাদী – ওজর দেয় যে বিরোধীয় ভূমি তাহার নিস্কর লাখেরাজ বস্তু তাহাতে বাদী কখন দখলদার নাই এবং বাদী আপীলে তর্ক করে যে নিস্কর লাখেরাজ প্রমাণ করিতে প্রতিবাদীকে বাধ্য করা উচিত তাহাতে অবধারিত হইল যে যখন

মাজিষ্ট্রেট সা হেবের এক হু কুম ক্রমে প্র তিবাদী দখলী স্বত্ব থাকে ত খন নিজ স্বত্ব প্রতিবাদীকে প্রমাণ করাই বার পূর্ব্বে বা দী আপন মা মলা সাব্যস্ত করিতে আব শ্যক আছে ইতি

বিলক্ষণ সাবধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত হইতে অনৈক্য হইবার আমরা কোন কারণ দেখিতে পাই না এবিষয়ে আমরা তাহার নিষ্পত্তি বাহাল রাখিয়া এই আপীল ডিস্‌মিস্‌ করিলাম ইতি।

ইং ১৮৫৭ সাল ২১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ সাহেব জজ্।

১৮৫৬ সালের ৮৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

১৮৫০ সালের ১৯১ নম্বরী মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেবন্স, শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ ও শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেবান ১৮৫৬ সালের ২৬ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনার দরখাস্ত।

মেং জি, আর, ফেুঞ্চ সাহেব (আপেলাণ্ট) ——দরখাস্তকারী।

বাবু ইন্দ্রচন্দ্র নিজে ও নাবালগ গোবিন্দচন্দ্রের অছি স্বরূপ এবং বাবু নন্দরাজ গোমাস্তা (রেস্পাণ্ডেণ্টগণ) } প্রতিপক্ষ।

মেং আর, টি, এলান সাহেব——দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।

প্রতিপক্ষের উকীল নাই।

যে প্রমাণ এক্ষণে দাখিল করিতে চাহে তাহা পূর্ব্বে না দেওয়ার সম্পূর্ণ কারণ না দর্শাইবায় বিচার পূর্ব্বক পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল এবং চাহিতে এক নূতন ১০ ধারার রোবকারী অনাবশ্যক বিবেচনা হইল।

১৮৫০ সালের ১৯১ নম্বরী মোকদ্দমার এআদালতের ১৮৫১ সালের ৬ আপ্রিল তারিখের যে নিষ্পত্তি ১৮৫২ সালের নজীর বহির ২৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্তকারী মেং জি, আর, ফেুঞ্চ সাহেব এক দরখাস্ত করে।

এই মোকদ্দমার পূর্ব্ব বিবরণ জেলা রাজসাহির ১৮৪৯ সালের মার্চ মাসের ফয়সলা বহির ১১ পৃষ্ঠা ও ১৮৫০ সালের জানুয়ারি মাসের ফয়সলা বহির ২ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

এ আদালত দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করেন। তৎকালে অবধারিত হয় যে ১৮৪৯ সালে মার্চ মাসে পুনঃপ্রেরণের হুকুমের পর যখন জজ্ সাহেব আদি মোকদ্দমা স্বরূপ ঐ মোকদ্দমার বিচার করেন তখন নূতন ১০ ধারার রোবকারী আবশ্যক হয় নাই কেননা "দরখাস্তকারীকে হুণ্ডী ফেরৎ দেওয়া হইয়াছিল কি না" এই আবশ্যক ইশু পূর্ব্বে প্রস্তাবিত হয় আর দরখাস্তকারী ঐ হুণ্ডী তৎকালে দাখিল করিতে চাহিলে এআদালত তাহা দাখিল করিতে দিতে অস্বীকার করেন কেননা অধীন আদালতে বরাবর বিচার কালীন ঐ হুণ্ডী তাহার নিকট থাকা সে ব্যক্তি অস্বীকার করিয়াছে আর ইহার অভাবে বাদী সাধ্যমতে যে প্রমাণ দাখিল করে তাহা এআদালত গ্রাহ্য করিয়াছেন।

১০ ধারার এক নূতন রোবকারী আবশ্যক বলিয়া পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনা হয় কেননা জজ্ সাহেবের নিকট পুনঃপ্রেরণের হুকুমে অতিরিক্ত তদন্ত করণের বন্দোবস্ত করে কিন্তু কোন্ বিষয়ে ঐ তদন্ত আবশ্যক তাহা বিশেষ করিয়া বলে না আমি পুনর্দৃষ্টির এই হেতু গ্রাহ্য করিতে পারি না যেহেতু জজ্ সাহেবের ১৮৪৯ সালের নিষ্পত্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ যে হুণ্ডী দরখাস্তকারীকে ফেরৎ দেওয়া হয় কি না এই বিষয়ই বিচার্য্য থাকে ও এই বিষয়েই ইশু ধরা হয় কিন্তু প্রধান সদর আমীন তাহার বিচার করেন নাই।

মোকদ্দমার এই অবস্থায় ঐ হুণ্ডী গ্রাহ্য করণ বিষয়ে বক্তব্য এই যে আদালতের অপরিবর্তনীয় নিয়ম ও পদ্ধতি এই যে যে প্রমাণ অধীন আদালতে গ্রাহ্য হয় নাই তাহা পূর্ব্বে দাখিল না করার মাতব্বর ও সম্পূর্ণ কৈফিয়ৎ ব্যতিরেকে আপীলে গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। দরখাস্তকারী ঐ বিষয়ে কোন কারণ দর্শায় নাই শুদ্ধ বলিয়াছে যে তাহার নিকট ঐ হুণ্ডী ছিল না কিন্তু কার্‌রেল কোম্পানির নিকট হইতে সে ব্যক্তি যে ঐ হুণ্ডী প্রাপ্ত হয় ও অধীন আদালতে তাহা দাখিল করিতে পারিত এই বক্তব্য অনুভব সিদ্ধান্ত কাটিতে কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই।

ঐ আদালত যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াছেন তাহার আইন সঙ্গততার প্রতিও দোষারোপিত হইয়াছে কিন্তু সেই প্রমাণ ঐ হুণ্ডী দরখাস্তকারীকে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে কি না এই বিষয়ের সহিত কেবল সংশ্রব রাখে মাত্র তাহার দাবির পোষকতায় যে সরাসর প্রমাণ দ্বারা এ আদালতের সন্তোষ জন্মে তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই এ বিধায়ে আমি ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২১ মার্চ

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব। জজ।
শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেব। একটিং জজ।

১৮৫৬ সালের ১১৯৭ নম্বরী দরখাস্ত।

মোসম্মাৎ সুন্দরী দেবী প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য বাদির মোকদ্দমায় চৌকি মর্জিমাবাদের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গা প্রসাদ বসুর ১৮৫৫ সালের ১৩ জুন তারিখের এক নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া জেলা পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের একটিং জজ শ্রীযুক্ত জে, ই, এস, লিলি সাহেব ১৮৫৬ সালের ৩০ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য করণ প্রার্থনায় নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ১৮৫৬ সালের ১ সেপ্তেম্বর তারিখে অত্র আদালতে এক দরখাস্ত দাখিল করে।

বাদির সালিশের বাধা স্বরূপ যে প্রতিপক্ষ দখলের ওজর দেওয়া হয় তাহা সে কখন গ্রাহ্য হয় এই বিষয়ে জজ সাহেব সম্পূর্ণরূপে তদন্ত না করিবার দোষে মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরিত হইল।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু অভয়চরণ বসু——দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলদ্বয়।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত, বাবু দ্বারকানাথ মিত্র ও বাবু শ্রীনাথ দাস——} প্রতিপক্ষের উকীলগণ।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

জেলার ঐ মাসের রিপোর্ট বহির ১০৩ পৃষ্ঠায় জজ সাহেবের এই নিষ্পত্তি পাওয়া যাইবে পৈতৃক সম্পত্তির এক হিস্যা নিমিত্ত এই নালিশ উপস্থিত হয় ইহাতে বাদী এজহার করে যে তাহার পিতার লোকান্তর হইলে তাহার মাতা যাবজ্জীবন বিষয় ভোগ দখল করিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হওন পর্য্যন্ত তাহার উত্তরাধিকারের স্বত্ত্ব অর্শিয়াছে আর জওয়াব দেওয়া হয় যে বাদির পিতা বর্ত্তমানে প্রতিবাদীকে কতক সম্পত্তি বিক্রয় করে ও সে ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে যে অনুমতি পত্র দিয়া যায় তদনুসারে পরে আর কতক বাদির মাতাকর্ত্তৃক বিক্রীত হয় আর প্রতিবাদী কর্ত্তৃক সম্পত্তি দখল করা বাদী স্বীকার করে বটে কিন্তু কহে

যে উক্ত সম্পত্তি প্রতিবাদির জিম্মায় থাকে মাত্র বাস্তবিক যেরূপ প্রতিবাদী কহে তদ্রূপ বিক্রয়ের দ্বারা হস্তান্তর হয় নাই।

মুনসেফ বাদীকে ডিক্রী দেন কিন্তু আপীলে জজ সাহেব তামাদীআইন মোকদ্দমার বাধা হয় অবধারণ করিয়া ঐ নিষ্পত্তি অন্যথা করেন কেননা তাঁহার রায়ে নালিশের ১২ বৎসরের অধিকের পূর্ব্বে যৎকালে প্রতিবাদী মালিকী স্বত্ব গ্রহণ করে তৎকালে এই মোকদ্দমার কারণ উৎপত্তি হয়।

এই খাস আপীলে দর্শান হয় যে উল্লেখিত তারিখে প্রতিবাদির প্রকৃত রূপে মালিকী স্বত্ব ও দখল প্রাপ্ত হওয়া স্পষ্ট প্রমাণ না হইলে বাদির মাতার মৃত্যু হইতে বাদির মোকদ্দমার কারণ উৎপত্তি হইয়াছে বলিতে হইবেক আর দর্শান হয় যে প্রতিবাদির প্রতি কখন মালিকী স্বত্ব প্রকৃত রূপে অর্শে কিম্বা কথিত অন্যরূপ অর্শে কি না এবিষয়ে জজ সাহেব বিচার করেন নাই।

আমাদিগের বিবেচনায় জজ সাহেব তামাদী বিষয়ে নিষ্পত্তি করিতে উল্লেখিত কওলা হস্তান্তর অনুসারে দখল প্রাপ্ত ও তদনুসারে স্বত্ব অর্শান অনুভব হয় কি না এই বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে বিচার করেন নাই এবিধায়ে উপরোক্ত রায় অনুসারে তামাদী বিষয়ে পুনর্বিচার জন্য আমরা এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেক্স সাহেব }
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব }

১৮৫৫ সালের ২৮১ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা বাখরগঞ্জের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশ ১৮৫৪ সাল ১১ নবেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

রবিউল্লা কাজী প্রভৃতি (বাদীগণ)————————আপেলাণ্টগণ।
সরকার বাহাদুরের পক্ষে সুন্দর বনের কমিসনর সাহেব ও মহম্মদ হাদিশ (পাপর) প্রতিবাদীগণ———— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মেং আর টি, এলান সাহেব ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ } আপেলাণ্টগণেরপক্ষ উকীলগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়———————————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষউকীল।

কোং ৬৫০০ টাকার দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত।

১৮২৮ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারা অনুসারে, সরকার বাহাদুর সুন্দর

সুন্দর বনের চক আদৌ পরিষ্কার করিয়া মঙ্গল সাহ ফকীর নামে এক ব্যক্তি আবাদ করে তাহার স্বত্বের উত্তরাধিকারী স্বরূপ রকম ৸০ আনার হিস্যাদার বলিয়া রবিউল্লা কাজী প্রভৃতি এক নালিশ উপস্থিত করে।

দেনদার আনন্দ রায়ের তিন গ্রামে যে স্বত্ব ও অধিকার ছিল তাহা বিক্রয়াধীন হইলে বর্ত্তমান বাদী ব্রজবেহারীলাল ৬১০৲ টাকায় তাহা ক্রয় করে; কিন্তু তৎপরে উক্ত তিন গ্রামে আনন্দ রায়ের যে স্বত্বাধিকার থাকা অনুভব হইয়াছিল তাহা বাস্তবিক তাহার নহে এরূপ আদালতের কএক রীতিমত ডিক্রী দ্বারা স্থির হইবায় ক্রেতা ব্রজবেহারীলাল উক্ত বিক্রয় অন্যথা পূর্ব্বক আপনার পণবাহার টাকা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত এই নালিশ করে। অধীন আদালতে বাদির পক্ষে ডিক্রী হয় এবং সে জন্য আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত তিন আপীলে, বাদির দাবির প্রমাণ সম্পর্কে ও যে প্রকারে মোকদ্দমার খরচা বিভাগ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে প্রধান সদর আমীন যে হুকুম দেন, তৎপ্রতি আপত্তি করা হইয়াছে।

উক্ত বিক্রয়ের নিষ্কতা বলবৎ রাখনার্থে প্রথম আপেলান্ট আপীল করিয়াছে। এবং তাহারই দরখাস্ত প্রমাণ ও তাহারই ডিক্রীজারীতে ১৮৪৫ সাল ১৩ ডিসেম্বর তারিখের বিক্রয় হয়। ১৮৫৫ সাল ১৮ নবেম্বর তারিখে অত্র আদালতে ফুল বেঞ্চ এক ঐক্যে যে নিষ্পত্তি করেন ও যাহাতে এই অবধারিত হয় যে ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৭ প্রকরণের বিধি প্রমাণ ডিক্রীজারির বিক্রয়ে ঐ ডিক্রির দেনদারের স্বত্বাধিকার ভিন্ন অন্য কোন স্বত্বাধিকার নিলাম খরিদারেরা দাবি করিতে পারে না, সেই নিষ্পত্তির উপর আপেলান্ট নির্ভর করিয়া কহে যে কিরূপ স্বত্বাধিকার বিক্রয় হয় তাহা নির্ণয় করা ক্রেতারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং সে মতে ক্রয় করণে আপনার অবিবেচনার ও উচিত সাবধানতার অভাব জন্য সে পণবাহার টাকা ফেরৎ পাইতে পারে না; আর উচিত পূর্ব্ব সাবধানতার অভাবে তাহার যদি ক্ষতি হইয়া থাকে তবে "ক্রেতা সাবধান হউক" এই সূত্র তাঁহার স্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে সংলগ্ন হইতেছে।

উক্ত নিষ্পত্তি সামান্যত ভবিষ্যৎ বিচার পক্ষে এক নজীর স্বরূপ গৃহীত হওনের উপযুক্ত ইহা মানিয়াও খরিদার বাদির পক্ষে বাবু রমাপ্রসাদ রায় এই তর্ক করেন যে কাউন্সল আর লর্ডদিগের সমাজে সম্প্রতি যে এক ফয়সলা হইয়াছে তদ্দ্বারা উপস্থিত মত মোকদ্দমার মূল নির্ণয়ের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হইয়াছে এবং অদ্যাপিও তাহার নিশ্চিত মীমাংসা হয় নাই। তাঁহার ওজর এই যে কোন চুক্তি সিদ্ধতা পক্ষে কোন বস্তু বাস্তবিক থাকা আবশ্যক অতএব যে স্থলে বস্তু নাই সে স্থলে বিক্রয়ও হইতে পারে না। গস্টেবস কর্টেরিস সাহেব প্রভৃতি বাদীগণের অর্থাৎ যাহাদিগের নালিশ বিচার জন্য নিম্ন আদালত হইতে উচ্চ আদালতে প্রেরিত হয়, তাহাদিগেরই যে মোকদ্দমা লর্ড সমাজে ১৮৫৬ সাল ১৭ জুন তারিখে নিষ্পন্ন হইয়াছে বাবু রমাপ্রসাদ রায় সেই মোকদ্দমার উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় শস্যের যে এক বিক্রয় ঐ শস্য পৌঁছিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশে সমাধা হয় তৎসম্বন্ধে উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ঐ শস্য আদপেই পৌঁছে নাই, কারণ উল্লেখিত দেশে উক্ত বিক্রয় যে তারিখে সমাধা হয় তাহার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে তাহা বিক্রয় হইয়াছিল। ইহাতে ক্রেতা আপন খরিদ অস্বীকার করা প্রযুক্ত যে গোমাস্তা ইংলণ্ড দেশে ঐ শস্য বিক্রয় করিয়াছিল তাহার নামে মূল্য জন্য জাহাজী সওদাগরেরা নালিশ করিবায় অবধারিত হয় যে উক্ত গোমাস্তা দায়ী নহে; কিন্তু তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত লর্ড, চ্যান সেলর সাহেব যে রূপ উক্তি করেন তদ্দ্বারা ঐ মোকদ্দমার অবস্থা উপস্থিত মোকদ্দমার অবস্থা হইতে বিশেষ প্রভেদ হইতেছে; যেহেতু সাহেব মৌসুফ কহেন যে "শুদ্ধ চুক্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমার এই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে বিক্রেতা ও ক্রেতা এরূপ

বাদী ডিক্রীজারির বিক্রয়ে সম্পত্তি বিশেষ ক্রয় করে। পরে এক মোকদ্দমায় ইহা নিষ্পত্তি হয় যে উক্ত সম্পত্তি ডিক্রির দেনদারের নহে; এবং তাহাতে খরিদার পণ বাহার টাকা ফেরৎ পাইবার নিমিত্ত একণে নালিশ করে।

অবধারিত হইল যে এরূপ মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে না কারণ ডিক্রী জারির বিক্রয় প্রমাণ বাদী শুদ্ধ ডিক্রির দেনদারের স্বত্বাধিকারই প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র কিন্তু ঐ স্বত্বাধিকার বাস্তবিক আছে কি না তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান দ্বারা নিশ্চিন্ত থাকা আইন সঙ্গত বাদির কর্তব্য ছিল।

অনুভব করিয়াছিলেন যে খরিদ ও বিক্রয় করণোপযুক্ত কোন বস্তু বাস্তবিক ছিল" । সাহেব মৌসুফ আরো কহেন যে " ঐ চুক্তির স্পষ্ট অর্থ এই যে তৎসময়ে ক্রয় বিক্রয়োপযুক্ত কোন বস্তু সম্ভব ছিল" । ইহাতে বক্তব্য এই যে উক্ত মোকদ্দমায় যে চুক্তির উল্লেখ আছে তৎপ্রমাণ বস্তু বিশেষ বাস্তবিক আছে এমত জ্ঞান করা হইয়াছিল কিন্তু আমরা এক্ষণে যে চুক্তির বিচারে প্রবর্ত্ত হইয়াছি তাহার অবস্থা কোন বস্তু বাস্তবিক থাকা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত চুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে । ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৭ প্রকরণে স্পষ্ট কহে যে কোন ডিক্রী জারির বিক্রয়ে ঐ ডিক্রির দেনদারের স্বত্বাধিকার ব্যতীত অন্য কোন স্বত্বাধিকার নিলাম খরিদারেরা দাবি করিতে পারিবে না । শাস বিক্রয়ের চুক্তির সর্ত্ত এই ছিল যে বস্তু বিশেষ বাস্তবিক আছে, কিন্তু এ স্থলে যদিও বস্তু বিশেষের স্থায়িত্ব বিলক্ষণ সম্ভব বটে তথাপি তাহা যে বাস্তবিক আছে এতদর্থে কোন নিশ্চিত ওয়ারান্টী করা হইতেছে না । ফলতঃ ডিক্রীজারির বিক্রয়ে বস্তু বিশেষ যে বাস্তবিক আছে এরূপ সর্ত্ত কোন মতেই থাকিতে পারে না । মৌজা গুনিয়ারপুর ও অন্য তিন গ্রামের ।৵৫ রকম অংশে আনন্দ রায়ের যে স্বত্বাধিকার ছিল তাহা যেপ্রকার হউক কেবল তাহাই বাদী খরিদ করে । পরে প্রকাশ হয় যে উক্ত গ্রামহায়ে আনন্দ রায়ের কোন স্বত্বাধিকার নাই । কিন্তু এরূপ ঘটনাধীন বাদী আপনই এইবাক্তির কারণ বিক্রয় করণে তাহাকে এমত নিশ্চিত করা যায় নাই যে কোন সম্পত্তি বাস্তবিক আছে, বরং তদ্বিপরীতে ঐ বিষয়ে উচিত তদন্ত করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল এবং সে মতে এক্ষণে বিক্রয় অস্বীকার করণের তাহার কোন সিদ্ধ হেতু নাই । এতন্নিমিত্ত হেতুকে আমাদিগের বিবেচনায় অধীন আদালতের ফয়সলা অন্যথা পূর্ব্বক বাদির নালিশ ডিস্‌মিস্ করা আবশ্যক ।

খরচা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে বাদীগণ আপন নালিশে পরাজিত হইলে উভয় পক্ষের সমুদয় খরচার দায়ী হওনের যে সাধারণ বিধি আছে এমোকদ্দমায় ঐ বিধির অন্যথা করণের আমরা কোন হেতু দেখিতেছি না; যে হেতুক এস্থলে আমাদিগের মতে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হইতেছে যে বাদী আইন অসঙ্গত এক নালিশ উপস্থিত করিয়া যে ব্যক্তিদিগের সে আদালতে আনিয়াছে তাহাদিগের খরচা সুতরাং তাহাকেই দিতে অবশ্য হইবেক; অতএব এই সকল আপীলের খরচা তাহার শিরে নিক্ষিপ্ত হইল ইতি ।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩০ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত জি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২১৭ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি মাদার গঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিঙ্কর রায়ের ১৮৫৪ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখের ডিক্রী বাহালে জেলা ময়মন সিংহের জজ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, টি, টকর সাহেবের ১৮৫৪ সালের ১৩ জুলাই তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল।

গোপীনাথ শর্ম্মা চক্রবর্ত্তী (এক জন প্রতিবাদী)—আপেলাণ্ট।
কমললোচন আইচ প্রভৃতি (বাদীগণ) ও রাজ } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
কৃষ্ণ শর্ম্মা প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—— }
মেং আর, টি, এলান—————————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ —————— { রেস্পাণ্ডেণ্ট হিলোচন আইচের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত জে, এম, টরেনস ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবদের নীচের লিখিত সার্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ২১ আপ্রিল তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"বাদিনীর পিতা কোন তালুকের জমীর যে ১০ গণ্ডা রকম অংশ ক্রয় করিয়াছিল বাদিনী সেই জমীর খাজানা প্রজার নিকট আদায় করিয়া পশ্চাৎ ঐ ভূমি হইতে বেদখল হওয়ায় তাহার পুনর্দখল পাইবার প্রার্থনায় নালিশ রুজু হয়। ঐ নালিশের প্রতি তামাদী আইন বাধাজনক বিবেচনায় মুনসেফ মোদ্দুক মোকদ্দমা ডিসমিস্ করেন। প্রধান সদর আমীনের নিকট আপীল হওয়ায় তিনি ঐ মোকদ্দমা গ্রহণের পক্ষে তামাদির যে আপত্তি হইয়াছিল তাহা অন্যথা করিয়া ঐ নালিশের দোষ গুণ সম্বন্ধে পুনর্বিচার হইবার জন্য মুনসেফের নিকট মিছিল ফেরৎ পাঠান তাহাতে বাদিনীর পক্ষে ফয়সলা হয়। প্রতিবাদীগণ দ্বিতীয় আপীলে জজ সাহেবের সমক্ষে ঐ তামাদী আইন ঘটিত আপত্তি উত্থাপন করায় তিনি এই অভিপ্রায় করেন যে মুনসেফের প্রথম ফয়সলার অসম্মতিতে আপীল হওয়ায় তাহাতে যে পূর্ব্বে হুকুম হইয়াছিল সেই সাবেক হুকুম সম্বন্ধে তিনি ঐ আপত্তি মীমাংসা করিতে অশক্ত। খাস আপীলের দরখাস্তকারী কহে যে অত্র আদালতে রামসিংহের আপীলে ১৮৫০ সালের ২৬ আগস্ট তারিখে যে নিয়ম অবধারিত হয়, জজ সাহেবের এই সকল হুকুম সেই নির্দ্ধারিত নিয়মের বিপরীত। যেহেতু উপরোক্ত বিচার দৃষ্টে বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমা দ্বিতীয় আপীলে জজ সাহেবের সমক্ষে যে রূপ অবস্থায় উপস্থিত ছিল তাহাতে এই নিয়মানুসারে তিনি তামাদির বিষয়ে তদন্ত করিতে সমর্থ ছিলেন, অতএব আমরা ঐ বিষয় বিচার জন্য খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম"।

বিচার।

দৃষ্ট হইতেছে যে মুনসেফ তামাদির হেতুতে এই মোকদ্দমা ডিসমিস্ করেন। তাহাতে বাদী প্রধান সদর আমীনের নিকট আপীল করিলে ইশুতে তামাদী ঘটিয়াছে কি না এই

মুনসেফ ও। সদর মোকদ্দমা ডিসমিস করেন। আপীলে প্রধান সদর আমীন ঐ ওজর অগ্রাহ্য করিয়া মোকদ্দমার গুণ দোষ সম্বন্ধে বিচার করণের জন্য মিছিল ফেরৎ দেওয়ায় তাহার তদনুযায়ী বিচার হয়; পরে জজ সাহেবের নিকট আপীল হইলে ঐ তামাদী সংক্রান্ত প্রশ্নের পুনরুত্থাপনকরণের চেষ্টা করায় তিনি তাহা গ্রাহ্য করণে অসম্মত

হয়েন। এই বিষয়ে খাস আপীলে এই অবধারিত হইল যে জজ সাহেব ন্যায় করিয়াছেন ও যে স্থলে আপীল আদালতের [illegible]

প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় ঐ প্রশ্ন রীতিমত বাদির পক্ষে নিষ্পত্তি হওয়ায় প্রতিবাদী (খাস আপেলাণ্ট) এই হুকুমের অসম্মতিতে আপীল কি বিচার পুনর্দৃষ্টি হওনের প্রার্থনার দরখাস্ত করে নাই সুতরাং আইনানুযায়ী ঐ হুকুম চূড়ান্ত হয়। প্রধান সদর আমীনের সমক্ষে উত্থাপিত বিরোধীয় বিষয় এই রূপ নিষ্পত্তি হইলে ঐ মোকদ্দমা দোষগুণ সম্বন্ধে নিষ্পত্তি হইবার আদেশে মুনসেফের নিকট পুনঃপ্রেরণ হওয়ায় তাহা তদনুসারে বিচার হয়, তাহাতে প্রতিবাদী পুনরায় তামাদির ওজর উত্থাপন করায় মুনসেফ ঐ বিষয় পূর্ব্বে নিষ্পত্তি হওয়া হেতু তাহার বিবেচনা করণে অস্বীকার হয়েন। একণে খাস আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল এই বাদানুবাদ করে যে ইহা অন্যায় হইয়াছে ও মিছিল পুনঃপ্রেরণ হওয়াতে ঐ সমুদয় মোকদ্দমা আপীল আদালতের ডিক্রির হুকুম সামত আমাদিগের "আদালতের চলিত প্রথানুযায়ী পুনর্বিচারের স্থলে আসিয়াছে" যদি [illegible] বিষয় ঐ রূপ হইত, তবে মুনসেফ ক্রমশঃ ঐ তামাদির আপত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক মোকদ্দমা ডিস্‌মিস করিলেও আপীলে প্রধান সদর আমীন ঐ ওজর অন্যথা করিয়া যে কদম দোষগুণ সম্বন্ধে বিচার করণের জন্য মিছিল ফেরৎ পাঠাইলে যে পর্য্যন্ত এ দুই আদালত প্রচলিত থাকিত সেই পর্য্যন্ত এক মোকদ্দমা সম্বন্ধে আদালতে বিরোধ চলি[illegible] পারিত। আপীল আদালতের ক্ষমতার প্রতি যে এতদ্রূপ তাচ্ছল্য করা হইতে পারে না ও যেহেতু মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণের হুকুম সাধারণ কিন্তু কোন বিশেষ সীমাবদ্ধ নহে ও দেওয়ানী আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহের পদ্ধতি বিষয়ে মেকফার্‌সন সাহেবের কৃত গ্রন্থের উক্তি অনুযায়ী যে স্থলে আপীল আদালতের প্রকাশিত অভিপ্রায় সকল "কোন নির্দ্দিষ্ট আদেশের বিনিয়োগ নহে" কেবল সেই স্থলেই মিছিল পুনঃপ্রেরণ হইলে ঐ সমুদয় মোকদ্দমা অধীন আদালতের পুনর্বিচারের যোগ্য তাহা ব্যক্ত করাই প্রা[illegible] [illegible] আদালত কর্ত্তৃক ইহাই বারম্বার অবধারিত হইয়াছে ও আমাদিগের বিবেচনায় এই বিষয়ে কোন সন্দেহের স্থল নাই। আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের হুকুম মুনসেফকে শুদ্ধ ঐ মোকদ্দমার দোষগুণ [illegible] বের আদেশ দর ও মোকদ্দমার প্রতিবাদীর যে ওজর আপীল আদালত কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হইয়াছিল সেই ওজরের পুনর্বিবেচনা করিতে নিষেধ করে। *

কিন্তু কথিত হইয়াছে যে এই বিষয় স্বীকার করিলেও জেলার জজ সাহেবের প্রধান সদর আমীনের সহিত সমতুল্য জেলার বিশিষ্ট আদালতের কর্ত্তৃত্ব থাকায় জজ সাহেব ঐ প্রশ্নের বিষয়ে বিবেচনা করিতে পারিতেন ও তাঁহার যে এরূপ করণের ক্ষমতা ছিল তাহা প্রমাণ জন্য সর্টিফিকেটের উল্লেখিত মোকদ্দমার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের দৃষ্টি হইতেছে যে ঐ মোকদ্দমা এস্থলে সংলগ্ন নহে। সেই মোকদ্দমায় ঐ আদালত ১৮৪৮ সালের ৬ আপ্রিল তারিখে এই সাধারণ আদেশ সম্বলিত মিছিল ফেরৎ পাঠান যে জজ সাহেব "মোকদ্দমার দোষগুণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তদন্ত করিয়া যে রূপ নিষ্পত্তি করা ন্যায় ও কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন সেই রূপ ফয়সলা করেন"। বাকি সম্বন্ধীয় কোন ওজরের বাদানুবাদ কি নিষ্পত্তি হয় নাই জজ সাহেব এ আদালতের যে ডিক্রির উপর নির্ভর করিয়া বাদির দাবি ডিস্‌মিস্‌ করিয়াছিলেন কেবল সেই ডিক্রী পুনর্দৃষ্টে উক্ত ডিস্‌মিসের পূর্ব্বে অন্যথা হওয়ায় জজ সাহেবের হুকুম অন্যথা হয়। জজ সাহেবের ঐ মোকদ্দমার দোষগুণ সম্বন্ধীয় ফয়সলার অসম্মতিতে এই আদালতে দ্বিতীয়বার অপীল হওয়ায় সেই মোকদ্দমা যে রূপ নিয়মানুযায়ী সংস্থাপন হইয়াছিল তাহা তদনুসারে গ্রহ

* ১০০৯ নম্বরী কম্পেইন্ট্‌ কসন, শ্রীমতী বেগমের মোকদ্দমা ১৮৪৮ সালের তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর জগমোহন দাস [illegible] কাম হই প্রতিবাদী, ১৮৫২ সাল তারিখ ৬ সেপ্টেম্বর

দীর না থাকা হেতু ডিস্‌মিস্‌ হয় ও সাবেক আপীলের সময় আদালত যে ঐ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এমত বোধ হয় না ও যদি তাঁহারা ঐ বিষয়ে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন তবে সে কেবল আনুমানিক সিদ্ধান্ত মাত্র। এরূপ গতিকে আদালত এই স্থির করেন যে তাহাদিগের সাক্ষাতে তৎকালে ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য হওন বিষয়ক প্রশ্ন যে এই প্রথমবার উত্থাপন হইয়াছে তাঁহাদিগের তদ্বিষয়ের বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করণের পক্ষে আদালতের সাবেক কার্য্য সকল প্রতিবন্ধক দেয় নাই। ইহাতে প্রধান সদর আমীন কর্তৃক যে বিষয় রীতিমত নিষ্পত্তি হইয়া সেই হাকীমের ফয়সলার অসম্মতিতে জজ সাহেবের নিকট ঐ বিষয়ের আপীল হয় নাই, জজ সাহেবের সেই বিষয় বিচার করিবার ক্ষমতা আছে কি না, এই প্রশ্ন বর্ত্তমান বাদানুবাদে উত্থাপিত হওয়ায় ঐ মোকদ্দমার এই বাদানুবাদের সহিত কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

সদর আদালতের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত রিপোর্ট বহির পঞ্চম বালমের ১৬৮ পৃষ্ঠায় যে রূপচাঁদ সাহুর অন্য এক মোকদ্দমা আছে তাহা এই বিষয়ে প্রকৃত রূপে সংলগ্ন ও দৃষ্ট হইবেক যে খাস আপেলাণ্টের উকীল এই প্রশ্নের যে ভাবের জন্য বাদানুবাদ করে সদর আদালত সেই মোকদ্দমায় তদ্বিষয়ে ইহা হইতে এক বিলক্ষণ ভিন্ন ভাব গ্রহণ করেন। সদর আদালত এক সাবেক আপীলে যে সেই মোকদ্দমায় তামাদী আইন খাটিতে পারে না ইহা স্থির করিয়া দোষগুণ সম্বন্ধে বিচার করণের জন্য ঐ মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান। পরে যৎকালে ঐ মোকদ্দমা দ্বিতীয়বার ঐ আদালতে উপস্থিত হয়, তখন ঐ তামাদির আপত্তি পুনর্ব্বার উত্থাপন করেন এবং আদালতের উপস্থিত জজ এই স্থির করেন যে "অধীন আদালত ও কি আপীলে সদর আদালত ঐ তমাদির প্রশ্নের পুনর্বিচার করিতে সমর্থ নহে"। ঐ সকল রিপোর্ট বহিতে আমাদিগের এমত কোন মোকদ্দমা দৃষ্ট হয় না যে তাহাতে কার্য্য করণের ইহার বিপরীত পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে সকল মোকদ্দমায় অধীন আদালত তামাদির ওজরের উপর নির্ভর করেন সেই তামাদির আপত্তি অন্যথা হইয়া তদ্রূপ মোকদ্দমা সকল প্রতি বৎসরেই এ আদালত হইতে পুনঃপ্রেরণ হইয়া থাকে এবং ঐ সকল মোকদ্দমার দোষ গুণ সম্বন্ধে বিচার হইলে তাহা সর্ব্বদাই পুনর্ব্বার অত্র আদালতে উপস্থিত হয়; কিন্তু যে বুনিয়াদে আদালত পূর্ব্বে তামাদির আপত্তি অগ্রাহ্য করেন প্রতিবাদীকে সেই বুনিয়াদে ঐ তামাদির আপত্তি যে পুনর্ব্বার উত্থাপন করিতে দেওয়া হইয়াছে এমত কোন দৃষ্টান্ত আমাদিগের দৃষ্টিগোচর নাই। কিংষ্টনের ডচেসের মোকদ্দমায় লর্ড চিফ জষ্টিস ডিগ্রে সাহেব এই ব্যক্ত করেন যে "কোন এক আদালতে কোন পক্ষদিগের মধ্যে কোন বিষয়ের এক প্রশ্ন উপস্থিত থাকিলে সেই সটীক বিষয়ে যদি ঐ উভয় পক্ষের মধ্যে ঐ আদালতের অধিকার সমতুল্য এলাকা বিশিষ্ট অন্য কোন আদালতে এক নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তবে সে নিষ্পত্তি ঐ উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত আদালতে উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে কি ওজর কি প্রতিবন্ধক কি প্রমাণ, তদ্রূপ চূড়ান্ত গণ্য হয়"। আমরা বিবেচনা করি যে এই পরিষ্কার রূপে প্রকাশিত নিয়মানুযায়ী আমাদিগের আদালত সকল আবহমান কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ফলে যে স্থলে প্রতিবাদির তামাদির ওজর এক উপযুক্ত আদালতে নিষ্পন্ন হইয়াছে ও সেই ফয়সলার বিরুদ্ধে কোন আপীল হয় নাই ও বাদীকে আপন মোকদ্দমার দোষ গুণ প্রমাণ করণের জন্য কষ্ট স্বীকার ও অর্থ ব্যয় করণে প্রবর্ত্ত করা হইয়াছে সে স্থলে প্রতিবাদীকে তাহার বাধা বিষয়ক সাবেক আপত্তি পুনরুত্থাপন করিতে দিলে তাহা নালিশবন্দ ব্যক্তিদিগের পক্ষে কেবল যে অসহ্য কষ্টদায়ক হইবেক এমত নহে বরং আপীল সংক্রান্ত আইনে যে সকল বিধান আছে তাহারও আইন সম্বন্ধীয় যে বিখ্যাত বিধান যে এক ব্যক্তিকে এক হেতু উপলক্ষে দুইবার বিরক্ত করা হইবেক না, তাহাতে সেই বিধানের প্রকৃত তাৎপর্য্যের স্পষ্টই বিপরীত কার্য্য হইবেক।

আপেলাণ্টের পক্ষে এলান সাহেব এই তর্ক করেন যে তামাদির বিষয় আইনান্তর্গত প্রশ্ন তাহাতে এক্ষণে ঐ মোকদ্দমা সদর আদালতের সম্মুখে হকিয়তের বিচার যোগ্য মতে উপস্থিত থাকায় সদর আদালত অধীন আদালতের কার্য্য সকলের শুদ্ধতা কি অশুদ্ধতার সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া ঐ তামাদির বিষয় বিবেচনা করিতে পারেন।

কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় যে স্থলে আইনান্তর্গত কোন প্রশ্ন মুকদ্দমায় এক উপযুক্ত আদালতের বিচারে নিষ্পত্তি হইয়াছে ও সেই বিচারের অসম্মতিতে আপীল করণের কাল ইচ্ছা পূর্ব্বক বহির্ভূত হইতে দিয়াছে, সে স্থলে সদর আদালত ঐ আইনান্তর্গত প্রশ্নের বিষয়ও পুনর্বিবেচনা করিবেন না, ও এই তামাদির বিষয় যে রূপ আইনান্তর্গত প্রশ্ন তাহা তদ্রূপ বৃত্তান্ত ঘটিত প্রশ্ন বটে। প্রধান সদর আমীন কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি তামাদির প্রশ্ন পুনস্থাপন করণে জজ সাহেব যে অস্বীকার করেন কেবল তাহার শুদ্ধতা কি অশুদ্ধতা উপলক্ষে এই মোকদ্দমা খাস আপীলে আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে যদি মুনসেফ আপীল আদালতের হুকুম অবজ্ঞা করণে অস্বীকার হওয়ায় তাহার যথার্থ মত কার্য্য হইয়াছে এমত স্বীকার করিতে হয় ও আমাদিগের বিবেচনায় ঐ বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না, তবে জজ সাহেবের নিকট ঐ বিষয়ের আপীল হওয়ায় তাঁহার তাহা ডিসমিস্ করায় অবশ্যই যথার্থ হইয়াছে, ও সুতরাং ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে জজ সাহেবের ফয়সলায় এমত কোন অশুদ্ধতা নাই যে তদুপলক্ষে আমরা খাস আপীল সংক্রান্ত আইন প্রমাণে তাহার বিচার অন্যথা করিতে পারি।

অপর প্রধান সদর আমীনের বিচার সম্বন্ধে আমরা কিছুই বিবেচনা করিতে পারি না কারণ তাঁহার ফয়সলার অসম্মতিতে অত্র আদালতে আপীল করণের মেয়াদ অনেক কালগত হইয়াছে ও আপেলান্ট উচিত সময়ের মধ্যে আপীল না করণের কোন কারণ দর্শায় নাই। এস্থলে যে তামাদির ওজরের উপর খাস আপীল নির্ভর করে সেই ওজরনাইন প্রতি অনুধাবন করণের আমাদিগের আইনানুযায়ী কি নজীর প্রমাণ কোন বিধি

অতএব আমরা খরচা সমেত আপীল ডিসমিস্ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩০ মার্চ

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ;
শ্রীযুক্ত ডি আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২৩৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা বাখরগঞ্জের প্রধান সদর আমীন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশের ১৮৫৪ সালের ১৭ জানুয়ারি তারিখের ডিক্রির অন্যথায় ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত সি ষ্টিয়ার সাহেবের ১৮৫৪ সালের ১২ জুন তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল

সোণা উল্লা ও মহম্মদ আসগর (বাদীগণ)——আপেলান্টগণ।
রাণী রাজেশ্বরী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—— রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়———————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ——————{ রেস্পাণ্ডেন্ট রাণী রাজেশ্বরীর পক্ষ উকীল।

কান অর্থা শ্রীযুক্ত এ, জোন্স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট দ হকুমের মে নুযায়ী ১৮৫৬ সালের ৭ মে তারিখে এমোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত এ, জোন্স সাহেবের সর্টিফিকেট। "এই দরখাস্তকারীগণের মধ্যে এক জন অর্থাৎ সোণা উল্লা মালিয়ানা ১৭৫ টাকা খাজানা ধার্য্যে যে এক কবুলতি লিখিয়া দেয় সেই কবুলতি সূত্রে ঐ সোণা উল্লার বিরুদ্ধে খাজনা বাবৎ এক সরাসরী মোকদ্দমায় ডিক্রী হওয়ায় ঐ ডিক্রী জারীতে ঐ হাওয়ালা বিক্রয় হয় একণে ঐ হাওয়ালার একাংশে দখলী চারান ঐ সোণা উল্লা ও আসগর উভয়ে এই সকল কার্য্য অন্যথা করিবার প্রার্থনায় এই বুনিয়াদে নালিশ করে যে ঐ সোণা উল্লা কখনই ঐ ১৭৫ টাকার কবুলতি লিখিয়া দেয় নাই ও যে ঐ হাওয়ালায় আসগরেরও যে এক স্বত্ব আছে তাহার সেই স্বত্ব সোণা উল্লার বিরুদ্ধে সরাসরী যে সকল নাপ র হইয়াছে তদুপলক্ষ নষ্ট হইবেক না।

"ঐ সোণা উল্লা যে ১৭৫ টাকার ঐ কবুলতি লিখিয়া দেয় তাহা জজ সাহেব নিশ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সরাসরী কার্য্য সকলে আসগরের অংশের প্রতি যে পরিমাণ হানি হইয়াছে জজ সাহেব সেই পরিমাণ যে এই মোকদ্দমার কোন বিচার করেন নাই ইহাই এ দরখাস্তের হেতু। আমার বিবেচনায় ইহা এক মাতবর আপত্তি বটে ও অধীন আপীল আদালত তাহার সম্পূর্ণ তদন্ত করেন নাই। আসগর আদালতে আপনাকে এক জন এজমালের হাওয়ালাদার বলিয়া স্পষ্ট আপন অংশ প্রকাশ করে এবং আমার বিবেচনায় ঐ বিষয়ের প্রশ্নের প্রতি উজ্জ্বল রূপে দৃষ্টিপাত করা অকর্ত্তব্য। দৃষ্ট হইতেছে যে আসগর সোণা উল্লার সহিত যে একত্রে একাবস্থায় ছিল তাহা প্রধান সদর আমীন ১৮৩১ সালের এক ডিক্রী ও তাহাদিগের দাখিলী দাখিলা সকল দৃষ্টে সত্য নিশ্চয় করেন ফলে নালিশের আরজীতে ঐ ভূমীর সহিত আসগরের সম্বন্ধ ও তাহাতে তাহার দখল থাকার প্রসঙ্গ করে, ও যে বিষয়ের কোন মীমাংসা হয় নাই ও যাহার আমি একণে মীমাংসা হওনের অভিপ্রায় করিতেছি এই যে বাদী আপনার আরজির বিবরণ প্রমাণ কি পর্য্যন্ত আপনার নালিশ সাব্যস্ত করিয়াছে ও জমীদার কেবল সোণা উল্লার বিরুদ্ধে নালিশ উপস্থাপন করিয়া এক জনার নিকট প্রাপ্য একহারী বাকির জন্য দুই জনার হাওয়ালা বিক্রয় করায় ঐ অংশের প্রতি হানি করিয়াছে কি না।

"অতএব ঐ বিষয় বিবেচনা ও নির্দ্দেশ করার জজ সাহেবের ডিক্রী অসম্পূর্ণ হইয়াছে কি না ও ঐ সরাসরী কার্য্যে আসগরের হাওয়ালাদারের প্রতি কি হানি হইয়াছে তাহার তদন্ত হেতু আমি এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম"।

শ্রীযুক্ত সি, বি, টেবর সাহেবের সর্টিফিকেট। "আমি উপস্থিত দরখাস্ত গ্রাহ্য করিলাম না, কেবল যে পক্ষের নাম জমীদারী কাগজাতে দাখিল ছিল ও ঐ অবস্থা প্রযুক্ত কেবল যে পক্ষের বিরুদ্ধে ঐ হাওয়ালার খাজানার জন্য নালিশ হইতে পারিত সেই পক্ষের অর্থাৎ সোণাউল্লার দত্ত এক কবুলতির উপর ঐ সরাসরী ডিক্রী নির্ভর করে।

"ঐ সরাসরী ডিক্রী ও সেই ডিক্রী জারী সূত্রে যে ঐ হাওয়ালা বিক্রয় হয় তাহা অন্যথা করণের অভিপ্রায়ে সোণা উল্লা ও মহম্মদ আসগর নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপস্থিত নালিশ উপস্থাপিত হইয়াছে।

"যে কবুলতির বুনিয়াদে ঐ সরাসরী মোকদ্দমা হয় প্রধান সদর আমীনের বিবেচনায় সেই কবুলতি এক কৃত্রিম দলীল বোধ হওয়ায় ও তাহার খাতিরজমা মতে ঐ হাওয়ালায় কেবল ১২৮ টাকা জমা প্রমাণ হওয়ায় তিনি ঐ সরাসরী মোকদ্দমা ও নিলাম অন্যথা করেন। পরে আপীলে সোণা উল্লার ঐ যে কবুলতি উপলক্ষে ঐ সরাসরী ডিক্রী হয় জজ সাহেবের বিবেচনায় সেই কবুলতি সপ্রমাণ স্থির হওয়ায় ও সেই দলীলানুসারে খাজানা দেওয়ার ও প্রমাণ হওয়াতে তিনি প্রধান সদর আমীনের হুকুম অন্যথা করেন।

সকল অংশীদারেরা কবুলতি লিখিয়া দেয় নাই কি যাহাদিগের নাম জমীদারী সেরেস্তায় দাখিল নাই, জমীদার কোম্প ন জানা। যাহ দী মকদ্দমায় সেই সকল ব্যক্তিকে না লিশ ভুক্ত করিতে আবশ্যক নহে, কারণ ঐ সকল অংশীদার আপনার, পক্ষ হইতে দাখিলা আপনাদিগের নাম জুদা খারিজ না হইলে ... মালিক ... তাহাদিগের সমদারের সাহত কোন চুক্তি নাই, তাহাদিগের যে চুক্তি তাহা কেবল তাহাদিগের শরীকানের সহিত আছে ও তাহাদিগের হকুক যে স্বত্ব তাহা জমীদার জ্ঞাত না থাকিতে পারেন।

" একণে অধীন আদালতের বাদী আসগর এই হেতুতে খাস আপীল করে যে জজ সাহেব ভুক্ত সোণাউল্লার কত এক কবুলতির মাতবরির উপলক্ষে তাহার মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করায় তাহার ঐ সম্পত্তির যে স্বত্বের বিষয়ে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ছিল সেই স্বত্বের প্রতি আপত্তি হইয়াছে।

আমার অভিপ্রায় এই যে যে হাওয়ালাদারের নাম দাখিল ছিল, জমীদার আইনানুযায়ী কেবল সেই ব্যক্তির নিকট খাজানার দাওয়া করিতে পারিত ও তজ্জন্য সুদ্ধ ঐ চিহ্নিত প্রজার প্রত্যয় যোগ্য কার্য্যের বুনিয়াদে যে সরাসরী মোকদ্দমা ও জজ সাহেবের ফয়সলা হয় তাহা ঠিক হইয়াছে। যদি সোণাউল্লার কার্য্য বশতঃ বাদী বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে তবে তাহার বিরুদ্ধে বাদির নালিশ করণের উপায় আছে কিন্তু সে যেস্থলে নিজ শৈথিল্য হেতু আপনার নাম জারী না করাইয়া একক আদালতের এলাকার বহির্ভূত হইয়াছে সে স্থলে ঐ সোণাউল্লার বিরুদ্ধে যে এক হকিয়তের ডিক্রী হইয়াছে তাহা সে ঐ সোণাউল্লার সহিত এক এজমালির স্বত্ব সূত্রে একণে অন্যথা করিতে পারে না "।

বিচার।

আমাদিগের দৃষ্ট হইতেছে যে আসগর কালেক্টর সাহেবের সমীপে উপস্থিত হয় নাই ও যে সে ও সোণাউল্লা কালেকটর সাহেবের ডিক্রী অন্যথা হওনের প্রার্থনায় উভয়ে একত্র হইয়া এই হেতুতে বর্ত্তমান নালিশ উত্থাপন করে যে আসগর সোণাউল্লার সহিত একত্রে দখলীকার থাকায় যদিও কেবল ঐ শেষোক্ত ব্যক্তির নাম কবুলতি ও জমীদারের রেজেষ্টরে লিখিত ছিল, তথাপি কেবল সোণাউল্লার বিরুদ্ধে নালিশ উত্থাপন করা কর্ত্তব্য ছিল।

অধীন আদালতের যে ফয়সলায় এই ওজর অন্যথা হয় তাহা আমাদিগের অভিপ্রায়ে সম্পূর্ণ রূপে অন্যায়। খাজানা বাবদী নালিশ সম্বন্ধে এক আবশ্যক নিয়ম এই যে জমীদারকে আপনার নিকট দায়ী ব্যক্তিগণের নির্ণয় করণ জন্য নিজ কবুলতি কি রেজেষ্টরী অতিরিক্ত অন্য কিছু অনুসন্ধান করণে আবদ্ধ করা হইতে পারিবেক না।

যদি কোন অধীন হকুকের এজমালের শরীকান জমীদারের নিকট হইতে পাট্টা লইবার মানস পূর্ব্বক কেবল এক জন অংশীদারের নামে ঐ পাট্টা লেখাইয়া আপনাদিগের অন্য সকলে পশ্চাতে অপ্রকাশ থাকে, তবে ঐ রূপ বন্দোবস্ত সূত্রে যে কোন অসুবিধা হয় তাহা তাহাদিগের অবশ্যই সহ্য করিতে হইবেক। তাহাদিগের জমীদারের সহিত কোন চুক্তি নাই ও তাহাদিগের জমীদারের উপর কোন দাবি নাই। তাহাদিগের কেবল নিজ তুল্য অংশীদারের সহিত চুক্তি। জমীদার তাহাদিগের ঐ হকুকে স্বত্ব থাকার বিষয় জ্ঞাত কি অজ্ঞাত থাকিতে পারে, এবং ঐ প্রজার নিকট হইতে তাহার দখলী জায়দাদে যে সকল লোক একং অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহাদিগের প্রত্যেককে নালিশ ভুক্ত না করিলে যদি জমীদারের খাজানার ডিক্রী সকল অন্যথা হইবার যোগ্য হইত তবে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে যে এই সকল ডিক্রী অকার্য্যকারক হইত, কারণ পেটাও দখলীকার আপন হকুকের কতকাংশ নিজ কর্ত্তৃক হস্তান্তর হওয়ার এক নিদর্শনী দাখিল করিয়া সর্ব্বদাই ঐ সকল ডিক্রী নিষ্ফল করিতে পারিত।

রেস্পণ্ডেণ্ট অত্র মোকদ্দমায় আপন অভিলাষ সিদ্ধ হওনের কোন প্রত্যাশা রাখিয়া দরখাস্তকারী আসগরের বিরুদ্ধে নালিশবন্দ হইতে পারিত না, কারণ সে ঐ ব্যক্তির সহ এমত কোন একরার রাখে না যে তদুপলক্ষে নালিশ উত্থাপন করিতে সক্ষম ও সে যে তাহার নিকট হইতে কখন খাজানা পাইয়াছিল তাহাও প্রমাণ করিতে পারিত না। ঐ কবুলতি দৃষ্টে সুস্পষ্টই প্রত্যক্ষ যে ঐ জমা সোণা উল্লার ও তাহা কেবল তাহারি জমা। জমীদারির বহি সকলে দরখাস্ত কারির তালুকের পশ্চাৎ সোণা উল্লার নাম ব্যতীত

অন্য তাহার নাম লিখিত নাই ও আমানার তাহার সকলে অবশ্যই ঐ ব্যক্তির নাম থাকিবেক। যে রূপ বাদানুবাদ হয়েছে তদ্রূপ যদি জমীদার আসগর ও সোণাউল্লার বিরুদ্ধে একত্রে নালিশ করিত তবে আসগরের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাহাকে কেবল এই সকল বিবরণ উপলক্ষে আপত্তি করিতে হইত এতদবস্থায় তথাপিও জমীদারের ঐ ব্যক্তিকে নালিশ ভুক্ত করা যে কর্ত্তব্য ছিল এমত কোন মতেই বলা হইতে পারে না। আমরা অধীন আদালতের রায় বাহাল রাখিয়া খরচা সমেত আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩০ মার্চ।

একলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২৭০ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ময়মন সিংহের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈএদ আহমদ বক্স খাঁর ১৮৫৪ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখের ডিক্রী বাহালে ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, টি, ট্রেবর সাহেবের ১৮৫৫ সালের ৮ মার্চ তারিখের ফয়সলার অন্যথাভিতে খাস আপীল।

চন্দ্রাবলী দেবী (এক জন প্রতিবাদিনী)———— আপেলান্ট।
বেণীপ্রসাদ বাজপেয়ী (বাদী) ও ভুবনময়ী দেবী চৌধুরিণী (প্রতিবাদিনী)———— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়———— আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়———— } রেস্পাণ্ডেণ্ট বেণীপ্রসাদ বাজপেয়ির স্ত্রী অন্নদা দেবীর পক্ষ উকীলগণ।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সার্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ২১ মে তারিখে এ মোকদ্দমায় খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"খতী কর্জ্জার আসল ও সুদ বাবদী ২৪৮০ টাকা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য ভুবনময়ী ও চন্দ্রাবলীর বিরুদ্ধে এই নালিশ উপস্থিত করে। উভয় অধীন আদালতে এই স্থির হইয়াছে যে বাদী ভুবনময়ীর বিরুদ্ধে নিজ দাবি প্রমাণ করিতে পারে নাই কিন্তু চন্দ্রাবলী ঐ তমসুক যে লিখিয়া দেওয়া হয় তাহা স্বীকার করায় তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী দেওয়া ন্যায় হইয়াছে। পরে চন্দ্রাবলী যে এক জওয়াব দাখিল করে ও যে জওয়াব অতি বিলম্বে দাখিল হওয়ায় তাহা অগ্রাহ্য হয় সেই জওয়াব দৃষ্টে প্রকাশ যে চন্দ্রাবলী ঐ তমসুক যে লিখিয়া দেয় তাহা স্বীকার করে কিন্তু ঐ কর্জ্জার টাকার কোন অংশই নিজে প্রাপ্ত হওয়ার বিষয় অস্বীকার করে।

একজন প্রতিবাদিনীর জওয়াব নিয়মিত কালের মধ্যে দাখিল না হওয়ায় অধীন আদালত তাহা গ্রাহ্য করণে অস্বীকার হইয়া তথাপি ঐ দলীল

"এই সকল অবস্থানুসারে জজ সাহেবের এই বিবেচনায় যে চন্দ্রাবলীর জওয়াব অগ্রাহ্য হওয়াতে তাঁহার সম্বন্ধে ঐ মোকদ্দমার এক তরফা বিচার ও ঐ চন্দ্রাবলির জওয়াব দাখিল না হওয়ার তুল্য হইয়াছে, এবিষয়ে এই তর্ক করে যে বাদির দাবি তাহার নিজ প্রমাণের উপর নির্ভর করায় ও ঐ প্রমাণ অপ্রচুর স্থির হওয়াতে ঐ দাবি ডিস্মিস্ করা কর্ত্তব্য ছিল।

"দ্বিতীয়তঃ এই আপত্তি করে যে ঐ তমসুক লিখিয়া দেওয়ার বিষয়ে কবুলে ঐ তমসুকের কবালী টাকা প্রাপ্ত হওয়ার বিষয় স্বীকার করে নাই তাহাতে বাদির উপরেই প্রমাণ দেওনের ভার ছিল।

অতএব জজ সাহেবের রায় বজায় রাখিবার যোগ্য কি না তাহা বিচার করণের জন্য আমরা খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম"।

যে সকল বিষয় কবুল ছিল সেই কবুল সূত্রে ঐ প্রতিবাদিদ্বারার জবাবে নিষ্পত্তি কতদূর স্থির হইতে পারে এই বিষয় স্পষ্ট অনিষ্পত্তি হইবাতে ঐ মোকদ্দমা এই হেতুতে পুনঃপ্রেরণ হইল যে প্রতিবাদির জওয়াব রীতিমত দাখিল করিয়া লও যাহাতে ও তাহাকে ঐ জবাবের লিখিত সকল ওজরের পোষকতায় প্রমাণ দাখিল করিবার অবকাশ দেওয়া হয়।

বিচার।

অধীন আদালতের সকল কার্য্যেই প্রত্যক্ষ অনিয়ম দৃষ্ট হইতেছে। চন্দ্রাবলীর যে জওয়াব অল্প গতে দাখিল হওয়ায় অগ্রাহ্য হইয়াছিল সেই জওয়াব যে গ্রাহ্য হয় ও তল্লিখিত ওজর সমূহের যে বিবেচনা ও নিষ্পত্তি হয় এমত মানসে যে জজ সাহেব মোকদ্দমা ফেরৎ দিয়াছিলেন তাহা সম্ভব বটে, কিন্তু তাঁহার পুনঃপ্রেরণের হুকুমে ঐ জওয়াব নথিতে শামিল করণের স্পষ্ট আদেশ ছিলনা ও তাহাতে দরখাস্তকারির জওয়াবে যে সকল কবুল ছিল সেই সকল কবুলের যে কি ফল সুদ্ধ তাহাই বিবেচনা করণের জন্য প্রধান সদর আমীনের প্রতি আদেশ ছিল; সুতরাং প্রধান সদর আমীন ও জজ সাহেবের সমক্ষে আইনানুযায়ী যে দলীল উপস্থিত ছিল না তাঁহারা উভয়ে সেই দলীলের লিখিত কবুল অনুসারে দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করিয়াছেন। এতদবস্থায় আমরা জজ সাহেবের হুকুম অন্যথা করিয়া প্রধান সদর আমীনের নিকট মোকদ্দমা এই আদেশে ফেরৎ পাঠাই যে তিনি দরখাস্তকারির জওয়াব যিছিলে রীতিমত দাখিল করিয়া লয়েন ও দরখাস্তকারী সেই জওয়াবের লিখিত সকল ওজরের পোষকতায় যে কোন প্রমাণ দিতে চাহে সেই প্রমাণ দাখিল করিবার জন্য তাহাকে অবকাশ দেন ও পরে ঐ তমসুক সম্বন্ধে তাহার জওয়াব দিবির বিষয়ে যে রূপ হুকুম দেওয়া আবশ্যক হয় তাহাই দেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

জেলা নদীয়ার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু রামলোচন ঘোষের ১৮৫৩ সাল ৩১ জানুয়ারি তারিখের ফয়সলা দ্বয়ের অসম্মতিতে দুইটা খাদেতা আপীল।

১৮৫৩ সালের ৮৭ নম্বরী মোকদ্দমা।

নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——আপেলাণ্টগণ।
সুখময়ী দেবী প্রভৃতি (বাদীগণ)————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ—আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও বাবু গোবিন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়———} রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

১৮৫৩ সালের ৯৬ নম্বরী মোকদ্দমা।

মৃত হারাধন মুখোপাধ্যায়ের বিধবা স্ত্রী সুখময়ী দেবী (বাদিনী)——} আপেলাণ্ট।
নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
ভগবতী দাসীর পক্ষে মোক্তার হরচন্দ্র বিশ্বাস—দরখাস্তকারী।
বাবু শ্রীনাথ সেন ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত—আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।
বাবু বংশীবদন মিত্র————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।

কো। ১৫৭৩৪৫৸৶ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

মৃত ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায় ও প্রতিবাদীগণের এজমালী সম্পত্তি বিশেষ সকলে ঐ মৃত বাদীগণ ব
ব্যক্তির যে অংশ আছে ও ঐ ব্যক্তির একা স্বোপার্জ্জিত তালুক ডিহী বলহর এবং ঘনশ্যাম মুখো
তাহার যে অস্থাবর সম্পত্তি বিশেষ আছে, এতাবতের দখল পাইবার নিমিত্ত ঐ মৃত ব্যক্তির পাধ্যায়ের
নাবালগ পোষ্যপুত্র হারাধন মুখোপাধ্যায়ের স্বাপক্ষ তাহার রক্ষকগণ জগচ্চন্দ্র মুখো- বালগ পোষ্য
পাধ্যায় ও প্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাদীগণ ১৮৫৩ সাল পুত্রের অভি

১৭ আক্‌টোবর তারিখে গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রসানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং অনুপ নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে নালিশ করে।

বাদী কহে যে ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের গোবিন্দরাম মুখোপাধ্যায়, গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রসানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অনুপ নারায়ণ মুখোপাধ্যায় নামক চারি সহোদর ও বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় নামক এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিল; যে ঘনশ্যামের দুই বিবাহ হয়। কিন্তু উভয় স্ত্রীর মধ্যে কাহারো সন্তান না হওয়ায় ও তাহার নিজ বার্দ্ধক্য দশা ও স্ত্রীদিগের অধিক বয়ঃক্রম হওয়াতে তাহার ঐ স্ত্রীদিগের গর্ব্ভজ সন্তান হওনের অসম্ভবতা হেতু সে এই মোকদ্দমার এক জন প্রতিবাদী আপন ভ্রাতা গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে; যে পরে বেণীমাধবের মৃত্যু হওয়ায় ঘনশ্যাম আপন ভ্রাতা রসানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র হারাধন মুখোপাধ্যায়কে পোষ্যপুত্র লইবার মানস করে; যে তৎপরে ঘনশ্যাম অত্যন্ত পীড়া বশতঃ আপন দ্বিতীয় স্ত্রী লালমণিকে পোষ্যপুত্র লওনের জন্য ১২৩১ সালের আষাঢ় মাহ অর্থাৎ ইং ১৮২৪ সালে এক অনুমতি পত্র লিখিয়া দেয় ও পশ্চাৎ ঐ পীড়া হইতে আরোগ্য হওয়ায় সে ঐ হারাধন নামক বালককে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া অবশেষে এক উইলের দ্বারা বাদীগণকে আপন পোষ্যপুত্রের অছি মোকরর করিয়া ১২৩১ সালের ১৯ মাঘ অর্থাৎ ১৮২৫ সালের ৩০ জানুয়ারি তারিখে পরলোক প্রাপ্ত হয়; পরে বাদীগণ ঐ উইলের অভিপ্রায় সকল আমলে আনিবার চেষ্টা করায় প্রতিবাদী গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিবন্ধক হয়, তাহাতে বিবাদ উপস্থিত হইয়া ঐ জিলার নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে উপস্থিত করায় তিনি ঘনশ্যাম ও গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একান্নে ও বিষয় সম্পত্তির এজমালে দখলীকার থাকায় বুঝিয়া সে ১৮২৮ সালের ২৩ মে তারিখে এই হুকুম দেন যে ঐ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করার বিষয় দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত গোলোকচন্দ্র, ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের বিষয়ের দখলীকার থাকিবেক; যে ঘনশ্যামের স্ত্রীগণ আপনাদিগের স্বামির সহিত সহগমন করায় ও ঘনশ্যামের জীবদ্দশায় তাহার প্রথম পোষ্যপুত্র বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওন জন্য ঐ বেণীমাধবের বিধবা ভার্য্যা কেবল পোষণ পাইবার অধিকারিণী থাকায় দ্বিতীয় পোষ্যপুত্র হারাধন মুখোপাধ্যায় মৃত ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের সমুদয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির একক উত্তরাধিকারী। অতএব বাদীগণের প্রার্থনা এই যে বাদির পোষ্যপুত্র গ্রহণ হওনের বিষয় প্রমাণ দর্শাইয়া তাহারা ঐ মৃত ব্যক্তির বিষয়ের দখল পায়।

প্রতিবাদী গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আপন জওয়াবে ঐ নাবালগ হারাধনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ ও ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের ঐ উইল করার বিষয় অস্বীকার করিয়া ঘনশ্যামের ১৮২৫ সালের ৩০ জানুয়ারি তারিখের তাহার পক্ষে লিখিয়া দেওয়া এক দানপত্র উপলক্ষে এবং তাহারা উভয়ে একত্রে ও একান্নে বসবাস করিয়া আপনাদিগের বিষয় সম্পত্তির আজ্ঞালাভের এজমালে দখলীকার থাকা হেতু ঐ মৃত ব্যক্তির বিষয় সম্পত্তিতে দখলের দাওয়া করে। অধিকন্তু সে তাহার সহকারী প্রতিবাদীগণ রসানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অনুপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের ঐ মৃত ব্যক্তির বিষয়ের অংশ পাইবার কোন স্বত্ব থাকার পক্ষে অস্বীকার করিয়া কহে যে ঐ ব্যক্তিদিগকে অন্যায়মত মোকদ্দমা ভুক্ত করা হইয়াছে।

অতএব ঐ মৃত
ঘনশ্যাম মুখো
পাধ্যায়ের ত্য
ক্ত [illegible]
বিষয়ের অং
শে দখলের
প্রার্থনায় ও
ঐ মৃত ব্যক্তির
স্বোপার্জ্জিত
তালুক ভিন্ন ব
সত্ব ও তাহা
র বিষয় সম্বন্ধী
য় কতক গুলি
ন অস্থাবর স
ম্পত্তি পাইবা
র জন্য নালি
শ হেতুক। প্রি
ভী কৌনসেল
ঐ পোষ্যপুত্র
গ্রহণ করা সি
দ্ধ স্থির করি
য়া ঐ অছি
প্রায় সূত্রে এ
ই মোকদ্দমায়
আপেলাণ্টী গ
ণের দাবি যে
রূপে আমলে
আনা যাইবা
র হয় তাহা
সেই রূপ আ
মলে আনিবা
র আদেশ যু
ক্ত ঐ অছি
পোষ্য সন্নিহিত
মোকদ্দমা ফ
য়সল তাহার
কে ফেরৎ পা
ঠান তাহাতে
ডেক্রি নিম্ন
স্থ আদালত প্রত

যে আরো কহে যে বাঙ্গালা ১১৯৯ অর্থাৎ ইং ১৭৯২ সালে ঐ বংশের অমুদয় এজমালের বিষয় ঐ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিভাগ হয় ও পশ্চাৎ বাঙ্গালা ১২২৩ অর্থাৎ ১৮১৭ সালে ঐ সকলের পরস্পরের যোপাৰ্জ্জিত বিষয়ের বন্টন হয়; এই সকল অংশ দ্বারা সাবিদ করা যাইতে পারে, যে এই রূপ বিভাগ হওয়াতেও ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায় অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত পৃথক হইয়া তাহার সহিত একমালে সরীকার ও একান্নে ছিল ও যে তাহার নিজ ভ্রাতার সহিত তাহার অত্যন্ত প্রণয় থাকায় তাহাকে ঐ দান পত্র লিখিয়া দেওয়া হয়। অতএব প্রতিবাদির প্রার্থনা যে বাদির দাবি এক কথিত পোষ্যপুত্র লওনের উপর নির্ভর করায় তাহা ডিস্‌মিস্ হয় ও তাহার পক্ষে ঐ দানপত্র বহাল থাকে।

অন্য কএক জন প্রতিবাদী হাজির হয় নাই ও গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়ায় তাহার পুত্র ও ওয়ারিসগণ অর্থাৎ মথুরানাথ মুখোপাধ্যায় নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই মোকদ্দমায় জওয়াব দেওন জন্য প্রতিবাদির স্থলে গ্রাহ্য হইয়া তাহাদিগের পিতা নিজ জওয়াবে যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছিল তাহার অতিরিক্ত আপনাদিগের রদ্দ জওয়াবে এই ব্যক্ত করে যে তাহাদিগের সাধারণ বিষয়ে গোলোকচন্দ্রের ।।৵০ আনা রকম ও ঘনশ্যামের ।৵০ আনা রকম অংশ ছিল।

দাবিকৃত বিষয় সকল নদীয়া, যশোহর, বর্দ্ধমান ও চব্বিশপরগণার মধ্যে থাকায় তাহা মুরশিদাবাদের প্রোবিন্সিএল কোর্টের এলাকার অধীন হেতু ঐ আদালতে মোকদ্দমা শুননী হওয়ায় বাদীগণ আপেলান্টের পোষ্যপুত্র গ্রহণ হওয়া ও পোষ্যপুত্র লওনের অনুমতি পত্র ও তাহাদিগের নিজ প্রকাশিত উইল সম্বন্ধে যে মোকদ্দমা উত্থাপন করে, আদালত তাহা অপ্রত্যয় যোগ্য বিবেচনা করিয়া তদনুসারে খরচা সমেত মোকদ্দমা ১৮৩১ সাল ১৭ ফিব্রুয়ারি তারিখে ডিস্‌মিস্ করেন। পরে অত্র আদালতে আপীল হওয়ায় যে সকল হাকীমানের নিকট ঐ মিছিল পেশ হয় তাহারা প্রোবিন্সিএল কোর্টের তর্ক বিতর্কে ঐক্য হইয়া ঐ ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নাবালগ হারাধন মুখোপাধ্যায়ের কখন পোষ্যপুত্রের স্বরূপ গ্রহণ হওয়া প্রমাণ না হওয়াই স্থির করেন। কিন্তু ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের লোকান্তর গমন করিবার অত্যল্প কাল পূর্ব্বে গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে যে দানপত্র লিখিয়া দেওয়ার কথা উল্লেখ হইয়াছে তাহা ঐ হাকীমদিগের বিবেচনায় খাতিরজমা মত সাব্যস্ত না হওয়ায় তাঁহারা তদনুসারে এই ব্যক্ত করেন যে ঐ ডিক্রীতে এই অবধারিত থাকা উচিত যে ঐ ফয়সলা ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের অন্য কোন ভ্রাতার দাওয়ার পক্ষে প্রতিবন্ধক হইবেক না এবং ঐ পরিমাণে প্রোবিন্সিএল কোর্টের ফয়সলা পরিবর্ত্তন করেন।

পরে ঐ পোষ্যপুত্র হারাধন মুখোপাধ্যায় প্রিবীকৌন্সেলে আপীল করে। ১৮৪৯ সালের ১৩, ১৪ ও ১৫ ফিব্রুয়ারি তারিখে ঐ মোকদ্দমা শুননী হইয়া ঐ সনের ২৫ জুন তারিখে ঐ কৌন্সেলের হাকীমান এই রায় * দেন যে যে বিচারের এই আপীল হইয়াছে সেই বিচার অন্যথা পূর্ব্বক এই ব্যক্ত করা যায় যে আপেলান্ট ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের পোষ্যপুত্র স্বরূপ আপন হক সাব্যস্ত করিয়াছে ও এই প্রকাশিত অভিপ্রায় সম্বলিত

* মুর সাহেবের ইণ্ডিয়ান আপীল রিপোর্টের ৪ বালমের ৩১৪ ও ৪৩০ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

লিত না থা-
কায় অব্য
কালে ঐ বি
ছিল। যে
পৌছিলে
হা নদীয়া
ধাম সদর আ
মীনের নিকট
প্রেরণ করায়
তিনি ঐ মো
কদ্দমায় এক
চূড়ান্ত হুকুম
দেন।

ইহাতে আ
পীলে এই স্থি
র হইল যে স
দিও মালিকী
বিষয় সকলকা
র ভিন্ন২ হ
লাতে, কিন্তু
ও এই আদা
লত ঐ বিষয়ে
কোন বিশেষ
উপদেশ দেন
নাই তথাপি
যখন এ আদা
লত কর্ত্তৃক জো
সা নদীয়ার প্র
ধান সদর আ
মীনকে এই
মোকদ্দমা শু
নিবার কারণ
আদেশ দেও
য়া হয় তখন
ঐ মিছিলের
বিষয় তাহা
ছিল তাহা ঐ
আদালতের

জাতে থাকাই সাব্যস্ত হইতে হইবেক, যে এ আদালতের জেলা, মধ্যীয়া রুকিজাজ সাহেব কিংবা প্রধান সদর আমীনকে এই মোকদ্দমা শ্রবণ করণের অনুমতি দিবার ক্ষমতা ছিল এবং ঐ দুই জমার মধ্যে কোন এক আদীদের দ্বারা এই মোকদ্দমার বিচার হওয়াতে তাহাদিগের এলাকার বহির্ভূত হুকুমের কোন সমাতন্ত্র আপত্তি উপস্থাপিত হইতে পারে না।

অপর ইহাতে স্থির হইল যে, যেহেতু মনশ্যাম মুখোপাধ্যায় স্বয়ং যে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন তাহাকে প্রতি কোবলের ফয়সলা হয় এ বিধানে ঐ ঘন শ্যাম পোষ্যপুত্র লইবার জ

ও তৎসূত্রে এই মোকদ্দমার আপেলান্টের দাবি যে রূপে থাকে তাহা আবশ্যক তাহা তদনুসারে আমলে আনিবার আদেশ যুক্তে অধীন আদালতে মোকদ্দমা ফেরত করাযায়।

মিছিলের কাগজাৎ অত্র আদালতে ফেরৎ আসায় তাহা জিলার জজ সাহেবের নিকট প্রেরিত হয় এবং আপেলান্ট ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের পোষ্যপুত্র থাকায় সে যে সকল সম্পত্তি পাইবার অধিকারী সেই সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের তদন্ত ও মীমাংসা হইবার জন্য জজ সাহেব এ আদালতের অনুমতি লইয়া ঐ মিছিল ঐ জেলার প্রধান সদর আমীনের নিকট পাঠান।

প্রধান সদর আমীন মোকদ্দমার কাগজাৎ ও প্রমাণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ১৮৫৩ সালের ২৩ জানুয়ারি তারিখে এই অভিপ্রায় করেন যে গোলোকচন্দ্র ও ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের যে বিষয় সম্পত্তি একমালের দখলে ছিল প্রতিবাদী সেই বিষয়ে গোলোকচন্দ্রের ।।৵০ আনা ও ঘনশ্যামের ।৵ আনা রকম অংশ থাকা প্রমাণ করে নাই; যে তজ্জন্য বাদী হারাধন মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়ায় তাহার স্ত্রী সে আপন মৃত স্বামির স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে সে হিন্দুদিগের আইনানুযায়ি আপন স্বামির অংশ অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২২৩ সালের অংশনামায় লিখিত সমুদয় বিষয়ের এক অর্দ্ধাংশ পাইবার অধিকারিণী; যে ডিক্রি বলহর যে ষোল আনা রূপে ঘনশ্যামের স্বোপার্জিত বিষয় ছিল তাহা বাদী তাঁহার প্রত্যয় যোগ্য রূপে সাব্যস্ত করে নাই এবং প্রমাণ দৃষ্টে নিতান্তই এই সিদ্ধান্ত হয় যে ঐ দুই ভ্রাতা সমতুল্য অংশে ঐ বিষয় একমালে দখল করিত। অপর অবশিষ্ট যে সকল বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হয় নাই তাহা প্রধান সদর আমীন আরজির লিখিত দাবি প্রমাণে বাদির পক্ষে ডিক্রী করেন। আর নীল ও ধান্যের মূল্য সম্বন্ধে বাদী ঐ মূল্য প্রমাণ করিতে সম্যক রূপে অপারক হওয়ায় এই বিষয়ে কোন ডিক্রী হয় নাই। যে সকল বিষয় ডিক্রী হয় দখলীকার প্রতিবাদীগণের নিকট হইতে নালিশের তারিখ হইতে সেই সকল বিষয়ের ওয়াসিলাৎ আদায়ের হুকুম হয় ও বাদীকে ডিক্রী পরিমাণ মোকদ্দমার খরচা দিবার আদেশ হয়।

বিচার।

প্রধান সদর আমীনের ফয়সলার অসম্মতিতে অত্র আদালতে দুই আপীল হইয়াছে তন্মধ্যে অধীন আদালতে প্রতিবাদী কর্তৃক এক আপীল ও অন্য আপীল বাদী কর্তৃক উপস্থাপিত। অধীন আদালতের বিচারের প্রতি(প্রতিবাদীগণ)আপেলান্টগণ যে সকল আপত্তি করে তাহা এই যে প্রথমতঃ বিরোধীয় বিষয় সকল চারি জেলায় থাকায়ও ঐ গতিকে ঐ মোকদ্দমা শ্রবণ করণের ক্ষমতা অর্পণ করিবার হেতু সদর আদালত ঐ বিষয়ে প্রধান সদর আমীনকে কোন বিশেষ আদেশ না দেওয়ায় ঐ বিচার এলাকার বহির্ভূত হইয়াছে ও তজ্জন্য ঐ ফয়সলা বাতিল; দ্বিতীয়তঃ যে বিষয় ঐ পোষ্য পুত্রের ছিল তাহা ঐ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করণের বিশেষ সর্ব্বাধীন অনুমতি অনুসারে তাহার বিধবা স্ত্রীর ভোগ দখল করিবার কোন স্বত্ব নাই কিন্তু ঐ পোষ্যপুত্রের নিঃসন্তান হইয়া মৃত্যু হওয়ায় হিন্দুদিগের আইন মত ঐ বিষয় সাধারণ উত্তরাধিকারীদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছে; তৃতীয়তঃ প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা নানা প্রকার বৃত্তান্ত সংক্রান্ত প্রমাণের বিপরীত ও চতুর্থতঃ যে সকল বিষয়

তাহাদিগের [illegible] নাই তাহাদিগের বিরুদ্ধে সেই সকল বিষয়ের ওয়াসিলাৎ ও নালিশের আরজীতে প্রার্থনা না থাকাতেও নালিশের তারিখ হইতে ওয়াসিলাতের ডিক্রী দেওয়ায় প্রধান সদর আমীন আদালতের চলিত প্রথার বিপরীত কার্য্য করিয়াছেন। অপর (বাদীগণ) আপেলান্টের পক্ষে আপত্তি এই যে প্রধান সদর আমীন আপন ফয়সলায় তাঁহাকে ডিহি বলছরের কেবল ৷৶৹ রকম অংশের ডিক্রী দেওয়ায় ঐ ফয়সলা অশুদ্ধ হইয়াছে; যে, ঐ বিষয় ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি, যে সে ঐ বিষয়ের একক মালিক ছিল ও যে সে কেবল তাহার ৷৹ আনা রকম অংশ হস্তান্তর করায় ঐ বিষয়ের অবশিষ্ট ৸৹ আনা তাহাকে অর্থাৎ আপেলান্টকে ডিক্রী দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

আমাদিগের স্পষ্ট অভিপ্রায় হইতেছে যে (প্রতিবাদীগণ) আপেলান্টগণের প্রথম আপত্তি কোন কার্য্যকারক নহে। মিছিল দৃষ্টে প্রকাশ যে ঐ মোকদ্দমা সর্ব্বাগ্রে প্রোবিন্সিএল কোর্টে বিচার হয় ও তাহা চারি জেলার অন্তর্গত বিষয় ঘটিত উপস্থাপিত হয়। প্রিবীকৌন্সেলের ফয়সলা প্রাপ্তে তৎকালে প্রোবিন্সিএল কোর্ট চলিত না থাকায় ঐ মোকদ্দমা কোন এক জেলা আদালতে পাঠান আবশ্যক হয় ও তাহাতে ঐ মিছিল নদীয়া জেলায় ফেরৎ পাঠান যায়। ঐ বিষয়ে যে কোন বিশেষ আদেশ দেওয়া হয় নাই তাহা সত্য বটে কিন্তু আদালতের সমক্ষে উপস্থিত মিছিলে যে বিষয় স্পষ্ট প্রকাশ ছিল আদালতের সেই বিষয় জ্ঞাত থাকাই স্বীকার করিতে হইবেক এবং ঐ স্বীকার সূত্রে আদালত ঐ সম্পত্তি চারি জেলায় থাকাও জ্ঞাত ছিলেন; এই রূপ হইলে আদালত নদীয়ার জজ সাহেব কি প্রধান সদর আমীনকে ঐ মোকদ্দমার বিচার করণের অনুমতি দেওনে সম্যক রূপে সমর্থ ছিলেন এবং দুই জনের মধ্যে কোন এক জন কর্ম্মাধ্যক্ষ ঐ মোকদ্দমার বিচার করায় তাহাদিগের এলাকা না থাকা বুনিয়াদে কোন মাতবর আপত্তি উপস্থাপিত হইতে পারে না।

আমাদিগের বোধ হইতেছে যে প্রিবীকৌন্সেলের ফয়সলার প্রকৃতার্থের বিপরীত ভাব বুঝিয়া এই দ্বিতীয় আপত্তি উপস্থিত করিয়াছে: ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায় পোষ্য পুত্র লইবার জন্য আপন দ্বিতীয় ভার্য্যা কালমণিকে যে অনুমতি দেয়; ঐ ফয়সলা সেই অনুমতি সূত্রে হারাধন মুখোপাধ্যায়ের পোষ্যপুত্র গ্রহণ হওয়া সিদ্ধ উল্লেখ করে না কিন্তু ঘনশ্যাম স্বয়ং যে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিল সেই কার্য্যানুসারে ঐ বিষয় সিদ্ধ করে। প্রিবী কৌন্সেল আপনাদিগের বিচারে প্রকাশ করেন যে "কোন ব্যক্তি আপন জীবদ্দশায় পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিতে পারে কিম্বা তাহার মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীগণের মধ্যে যে কেহ আপন স্বামির নিকট হইতে ঐ বিষয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে সে পোষ্য পুত্র লইতে পারে; আপেলান্টের মোকদ্দমার অবস্থা এই যে ঘনশ্যাম প্রথমতঃ পীড়িতাবস্থায় ঐ শেষ পদ্ধতি মতে পোষ্যপুত্র লইবার বন্দোবস্ত করে; কিন্তু পশ্চাৎ আরোগ্য হইয়া সে স্বয়ং ঐ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে। যে সকল বৃত্তান্ত দ্বারা এই সকল বিষয় সাব্যস্ত হইয়াছে সেই সকল বৃত্তান্ত সত্য থাকার বিষয়ে অনেকানেক সাক্ষীগণ শপথ করে ও তাহাদিগের এজহার সাব্যস্ত কর দলীল সকল দাখিল হইয়াছে ও তাহার মধ্যে একটি ভিন্ন ও যে বিষয়ে আমরা এক্ষণেই অনুধাবন করিব, অর্থাৎ হিন্দুদিগের সমুদয় প্রমাণের উপর সহজে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া ও কৃত্রিম দলীল প্রস্তুত করায় যে সাধারণ অপবাদ থাটিতে পারে সেই অপবাদ ব্যতীত এই সাক্ষীগণ কি দলীল সকল অন্য কোন দোষাশ্রিত দৃষ্ট হয় না" মোকদ্দমার এই অবস্থা থাকায় ও হিন্দুদিগের আইনানুসারে ঐ পোষ্যপুত্রের

ভুল বশতঃ প্রধান সদর আমীনের হুকুমে যে এক সামান্য সংশোধন করিতে হইল তাহা ছাড়া ঐ সমুদয় হুকুম খরচা সমেত বাহাল রহিল।

পিতা মৃত্যুর মত যাবৎ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করায় তাহাতে যদি ঐ বিধবার স্বামীর বংশের জন্য আপনার দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রতি কোন অনুমতি থাকিত ও তদনুসারে পোষ্যপুত্র গ্রহণ হইত তবে ঐ অনুমতিতে সীমাবদ্ধকর কোন শব্দের ব্যবহার থাকিলে তাহা ঐ পোষ্যপুত্রের বিধবা স্ত্রীর স্বত্বের পক্ষে বাধাজনক হইত কি না আমাদিগের তাহার কোন তদন্ত করা অনাবশ্যক কারণ ইহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে ঐরূপ সীমাবদ্ধকর শব্দ সকল বাধাজনক হউক বা না হউক কিন্তু তাহাতে প্রিবীকৌন্সেল যে পোষ্যপুত্র গ্রহণ সিদ্ধ স্থির করিয়াছেন সেই পোষ্যপুত্র গ্রহণ সূত্রে ঐ বিধবার যে স্বত্ব তাহার প্রতি কোন হানি হইতে পারে না।

অপর (প্রতিবাদী) আপেলাণ্টের তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে প্রধান সদর আমীনের যে অভিপ্রায় যে প্রতিবাদীগণ নিজ এজমহার মত প্রত্যেক সম্পত্তির ।।৵০ আনা ও ।৵০ আনা রকম অংশ সংক্রান্ত আপনাদিগের বিশেষ ওজর প্রমাণ করণে অসমর্থ হইয়াছে তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য হইতেছি ও আমাদিগের সমক্ষে যে প্রমাণ উপস্থিত তদৃষ্টে আমরা বিবেচনা করি যে ঘনশ্যাম ও গোলোকচন্দ্রের এজমালের দখলী বিষয়ে তাহাদিগের উভয়ের সমতুল্য অংশে দখল ছিল; অপর (বাদী) আপেলাণ্ট অধীন আদালতের বিচারের প্রতি যে আপত্তি করে তদৃষ্টে আমাদিগের এই বিবেচনা হইতেছে যে ভিহি বলহার যে ষোলআনা রূপে ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের স্বোপার্জ্জিত বিষয় ও যে তাহা ঐ ব্যক্তির একক দখলে ছিল তাহা প্রমাণ করণে (বাদী) আপেলাণ্ট সম্যক রূপে অপারক হইয়াছে এবং আমাদিগের অভিপ্রায়ে ঐ বিষয় অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় সমতুল্য অংশানুসারে এজমালের দখলে ছিল; অতএব ইহাতে (বাদী) আপেলাণ্ট ঐ বিষয়ের ।।০ আনা অংশের অধিকারী কিন্তু সে ।০ আনা রকম অংশ বিক্রয় হওয়া স্বীকার করায় প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী অনুসারে তাহার ।৵০ আনা অংশ প্রাপ্য না হইয়া ।০ আনা অংশ ন্যায্য হইতেছে।

চতুর্থ আপত্তি সম্বন্ধে আমাদিগের বিবেচনায় (প্রতিবাদীগণ) আপেলাণ্টগণের ওজর করিবার কোন প্রকৃত হেতু নাই, প্রিবীকৌন্সেল যে দান পত্র "এককৃত্রিমতা" ও এক "সূক্ষ্ম কল্পনা" বলিয়া ব্যাখ্যা করেন তাহারা সেই দানপত্রের উল্লেখ করে ও ঐ দলীলের ছলে আদি প্রতিবাদী গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাহার উত্তরাধিকারীগণ অর্থাৎ বর্ত্তমান (প্রতিবাদীগণ) আপেলাণ্টগণের ঐ পোষ্যপুত্র ও তাহার বিধবা স্ত্রীকে তাহাদিগের স্বত্বাধিকার হইতে ৬০ বৎসরকাল বেদখল করিয়া রাখিবার উপায় করিয়াছে। এই সকল শক্তিকে আমরা বিবেচনা করি যে মোকদ্দমার বাদীকে যে ব্যক্তি পোষ্যপুত্র লয় সে সেই পিতার বিষয় সম্পত্তির তাহার পক্ষে আদি অত্যাচারকারির উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে আদায় করিবার ডিক্রী পাইলে সে প্রকাশ্য রূপে ওয়াসিলাতের প্রার্থনা করুক বা না করুক কিন্তু সে নালিশের তারিখ হইতে ঐ ব্যক্তিদিগের স্থানে ওয়াসিলাৎ পাইবার অধিকারী ও প্রধান সদর আমীন দখিলীকার প্রতিবাদীগণের নিকট হইতে ওয়াসিলাৎ আদায়ের হুকুম দিয়া আপনার রায়ে যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা যদিও যে সকল অন্যান্য পক্ষ যাহারা এই মোকদ্দমা উত্থাপনের পর ঐ বিষয়ের কোন অংশের দখলীকার হইয়া থাকে তাহাদিগের প্রতি হানিকর ও যদিও ফলে ঐ সকল ব্যক্তি কর্তৃক কোন আপীল হয় নাই কিন্তু উক্তনা তাহাদিগের আপীল করণের এক হেতু হইয়াছে তথাপি ঐ সকল শব্দ (প্রতিবাদীগণ) আপেলাণ্টগণের পক্ষে বিলক্ষণ লভ্যদায়ক ও তাহাতে তাহাদিগের আপত্তি করিবার কোন মাতবর কারণ নাই।

উপরের প্রকাশিত ভাবে মোকদ্দমা দৃষ্টি করিয়া ডিক্রির যে অংশে বাদীকে উচিত মত ভিহি বলহারের ।০ আনা অংশের অধিকারী নির্দ্ধার্য্য না করিয়া ঐ বিষয়ের ।৵০ আনা রকম অংশ পাইবার অধিকারী থাকা প্রকাশ করে আমরা বিবেচনা করি যে ডিক্রির সেই অংশ ব্যতীত প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা সম্পূর্ণ রূপে শুদ্ধ হইয়াছে,

অতএব আমরা এই সামান্য সংশোধন পূর্ব্বক অধীন আদালতের ফয়সলা বাহাল রাখিলাম। দাবির যে পরিমাণে ডিক্রী ও ডিস্‌মিস্ হয়, অধীন আদালতের খরচা সেই২ পরিমাণে উভয় পক্ষের জিম্মা। উপরোল্লেখিত সামান্য সংশোধন হইয়া উভয় আপীল যে ডিস্‌মিস্ হইল তাহার খরচা আপেলাণ্টগণের জিম্মা ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, সামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মাণি সাহেব

১৮৫৪ সালের ২৩৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ভাগলপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী মোহাম্মদ আলী খাঁ বাহাদুরের ১৮৫২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখের ফয়সলার অনুমতিতে রাবেতা আপীল।

মির খয়রাৎ আলী ও সৈএদ মনওয়ার আলী প্রভৃতি (বাদীগণ) .... } আপেলাণ্টগণ।
গৌহরন্নিসা প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) .... রেস্পণ্ডেণ্টগণ।
মৌলবী মহম্মদ হোসেন ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।
মুন্সী আমীর আলী ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ..... রেস্পণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

কোং ৫১৮১৭৩.৮ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

প্রতিবাদী সৈএদ ইনাএৎ আলির নিকট বন্ধকী ৩৫/ বিঘা লাখেরাজ জমীর দখল পাইবার জন্য ও ঐ ব্যক্তি ১২৩৮ সাল হইতে ১২৫৬ সাল পর্য্যন্ত বন্ধকী ভূমি নিজ দখলে থাকার সময় সুদ সমেত আসল দেনার অতিরিক্ত যে বেশী সিক্কা ৭৩১৮ টাকা উপস্বত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল সেই টাকা পাইবার প্রার্থনায় বাদীগণ মির খয়রাৎ আলী ও সৈএদ মনওয়ার আলী তাহার নামে নালিশবন্দ হয়।

বাদীগণ কহে যে তাহাদিগের পিতা মির হোসেন আলী তাহাদিগকে ও তাহাদিগের মাতা মোসম্মাৎ বিবী মোহনকে আপন উত্তরাধিকারী রাখিয়া লোকান্তর গমন করে; সে তাহারা ঐ জায়দাদের দখলীকার ছিল ও মির খয়রাৎ আলির উপর সকল বিষয়ের বন্দোবস্তের ভার থাকাতে সে টাকার প্রয়োজন হওয়ার সিক্কা ৬৫০ টাকা কর্জ্জ লইয়া বাঙ্গালা ১২৩৮ সালের ৩ মাঘ তারিখে সৈএদ ইনাএৎ আলীকে ৩৫/ বিঘা ভূমির এক কটকওয়ালা লিখিয়া দেয় ও ঐ ইনাএৎ আলী ঐ তারিখেই বাদী খয়রাৎ আলীকে সাক্ষীদিগের দস্তখত ও কাজির মোহর সংযুক্ত যে এক কেতা একরারনামা দেয় তাহার মর্ম্ম এই; যে বাঙ্গালা ১২৪৪ সালের শেষ নাগাএদ যদি বাদী কি তাহার উত্তরাধিকারীগণ

প্রতিবাদীগণের দরুন সৈএদ ইনাএৎ আলী বাদীগণের পিতাকে সিক্কা ৬৫০ টাকা কর্জ্জ দেওয়াতে সে অর্থাৎ দেনদার ঐ পরিবর্ত্তে সিক্কা জমি উপস্বত্ত্বভোগের ক্ষমতাযুক্ত এক কটকওয়ালা লিখিয়া দেয়, ঐ দলীলের লিখিত কাগজ পত্র কওয়ার প্রতিবাদীগণ ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারামতে বাদীগণের উপর ময়য়াদের নোটিস জারী করিলে, বাদীগণ প্রতিবাদীগণের দখলী বিষয়ের উপস্বত্ত্ব হইতে দেনার আসল ও সুদ আদায় হইয়াছে বলিয়া ঐ বৎসরের মধ্যে এক দরখাস্ত দাখিল করে, কিন্তু তাহারা কোন টাকা আমানৎ করে নাই প্রমাণ সব রক্ষা

আমাকে কি আমার উত্তরাধিকারীগণকে লিখিত মেয়াদ মধ্যে আসল টাকা পরিশোধ করে তবে আমি কি আমার উত্তরাধিকারীগণ কোন ওজর ও আপত্তি বিহীনে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত দলীল ফেরৎ দিব কি দিবে; যে প্রতিবাদী ঐ দলীলের সর্ত্তানুযায়ী ১১৩৮ সাল হইতে ঐ বিষয় দখল পূর্ব্বক তাহার উপস্বত্ত্ব ভোগ করিয়া পশ্চাৎ ঐ জেলার জজ সাহেবের নিকট বয়বাৎ জারির প্রার্থনায় এক দরখাস্ত দাখিল করে; যে ঐ দরখাস্ত নিষ্পত্তি কারণ প্রধান সদর আমীনের নিকট প্রেরণ হওয়ায় তিনি ঐ মোকদ্দমা নম্বর খারিজ করিয়া যে পক্ষের কোন দাবি থাকে তাহাকে জাবেতা নালিশ করণের আদেশ দেন; যে তাহাদিগের অর্থাৎ বাদীগণের মাতা বাদীগণকে আপন উত্তরাধিকারী রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাহারা প্রতিবাদির প্রাপ্য আসল ও সুদ বাদে তাহাদিগের প্রাপ্য ৯৯১।৶৬ টাকা পাইবার প্রার্থনায় জেলা মুঙ্গেরের সদর আমীনের নিকট নালিশ করে কিন্তু তাহার দখলের নিমিত্ত নালিশবন্দ না হওয়ায় ঐ হাকীম ১৮৪১ সালের ২৫ আগষ্ট তারিখে তাহাদিগের দাবি মনমুট করেন; যে তাহারা অর্থাৎ বাদীগণ ঐ বন্ধকী ভূমির দখল জন্য ও প্রতিবাদী আসল ও আইনানুযায়ী সুদ অতিরিক্ত যে বেশী টাকা পাইয়াছিল সেই বেশী টাকা তাহার নিকট হইতে পুনঃপ্রাপ্ত হেতু পাপরে নালিশ করিবার প্রার্থনায় ১৮৪০ সালের ১৫ সেপ্তেম্বর তারিখে ভাগলপুরের জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করে; যে পশ্চাৎ অনেক নৈরাশের পর ২১ ফিব্রুয়ারি তারিখে তাহাদিগের দরখাস্ত গ্রাহ্য হয় অতএব উল্লেখিত কওয়ালা অন্যথা হইয়া ওয়াসিলাৎ সমেত পূর্ব্বোক্ত ভূমির দখল পাইবার প্রার্থনায় বাদী নালিশ করিতেছে।

প্রতিবাদী আপন জওয়াবে বন্ধক সম্বন্ধীয় বাদির উল্লেখিত বিবরণ কবুল করে কিন্তু কহে যে বাদী নির্দ্ধারিত কাল মধ্যে সমুদয় বন্ধকী দেনা পরিশোধ করে নাই; যে তজ্জন্য সে অর্থাৎ প্রতিবাদী ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার বিধানানুযায়ী বয়বাতের প্রার্থনায় ১৮৪১ সালের ৬ জানুয়ারি তারিখে এক দরখাস্ত দাখিল করে; যে তাহাতে বাদী ঐ বন্ধকী মূল্যের টাকা আমানৎ না করিয়া কেবল আসল ও সুদ এ জামদান হইতে আদায় হইয়াছে বলিয়া এক ওজরের দরখাস্ত দাখিল করে; যে ঐ কারণ বশতঃ ঐ বয়বাৎ সিদ্ধ হইয়াছে এবং বাদির উপস্থিত মোকদ্দমা বজায় থাকিতে পারে না।

প্রধান সদর আমীন অভিপ্রায় করেন যে বন্ধক গ্রহীতারা ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারানুযায়ী বয়বাতের নোটিস জারী করাতে ও দেনা পরিশোধের করারী তারিখের পর যে অনুগ্রহ স্বরূপ এক বৎসর অতিরিক্ত মেয়াদ দেওনের প্রথা আছে সেই এক বৎসর মেয়াদ গত হওয়ায় ও বাদীগণের ঐ মেয়াদি বৎসরের মধ্যে ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারা ও ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৭ ধারানুযায়ী আসল দেনার টাকা যে-রূপ আমানৎ করা কর্ত্তব্য ছিল তাহারা তাহা না করাতে ও বন্ধক গ্রহীতা দখলীকার থাকায় ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে এবং উপস্থিত মোকদ্দমা কাল বহির্ভূত হইলে উত্থাপিত হইয়াছে ও তাহা রুজু হইতে পারে না; ঐ কারণ বশতঃ বাদির দাবি ডিস্‌মিস্‌ হয়।

বিচার।

অত্র মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের ফয়সলার অসম্মতিতে ঐ ফয়সলা আইন বিরুদ্ধ বলিয়া অধীন আদালতের বাদীগণ আপীল করে।

বাদী ঐ পক্ষ দিগকে আপনাদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি জন্য জাবেতা নালিশ করিতে বলেন, এ অতিরিক্ত যে মেয়াদের বৎসর গত হইয়াছে, প্রতিবাদীগণের দখলীকার থাকায় তাহারা আপনাদিগের দখল পাইবার প্রার্থনায় কোন নালিশ করে না কিন্তু বাদীগণ ঐ বিষয়ের এক হিসাব নিকাশ হইবার প্রার্থনায় ও ঐ বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে দেনার আসল ও সুদ পরিশোধ হওয়াতে তাহারা ঐ বিষয়ের দখল পাইবার জন্য বর্ত্তমান নালিশ উপস্থিত করে। প্রধান সদর আমীন কোন তদন্ত না করিয়া বাদীগণের দাবি ডিসমিস করেন।

স্থির হইল যে এই মোকদ্দমার অবস্থানুযায়ী বাদীগণের বিষয় উদ্ধার জন্য এক জাবেতা নালিশে ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ৮ ধারানুসারে হিসাব নিষ্পত্তি ও বিষয় পুনঃপ্রা

মোকদ্দমার বিবরণ সম্বন্ধে কোন বিবাদ নাই। দৃষ্ট হইতেছে যে বর্ত্তমান প্রতিবাদীগণের মুরুব্বি বাদীগণকে সিক্কা ৬৫০ টাকা কর্জ্জ দেয় এবং বাদীগণ প্রতিবাদীগণকে ভূমির কিয়ৎকাল উপস্বত্ব ভোগ করণের সর্ত্ত বিশিষ্ট এক কটকওবালা লিখিয়া দেয়। বন্ধকী দেনা পরিশোধ করণের কওবালার লিখিত কাল গতে প্রতিবাদী ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারানুযায়ী বাদীগণের উপর বএবাতের নোটিস জারী করায় বাদী ঐ দেনার আসল ও সুদ ভূমির উপস্বত্ব হইতে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক আদায় হইয়াছে বলিয়া ঐ বৎসরের মধ্যে এক দরখাস্ত দাখিল করে কিন্তু সে কোন আমানৎ করে নাই, প্রধান সদর আমীন উভয় পক্ষকে আপনাদিগের বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আবেক্ত নালিশ করণের আদেশ দেন, দেনা পরিশোধ জন্য যে অনুগ্রহের স্বরূপ এক বৎসর অতিরিক্ত মেয়াদ দেওয়ার নিয়ম আছে তাহা গত হইয়াছে, প্রতিবাদীগণ দখলীকার থাকায় তাহারা আপনাদিগের সিদ্ধ বএবাৎ অনুসারে বন্ধকী বিষয় দখলের নালিশ করে নাই। কিন্তু বাদীগণ ঐ বন্ধকী বিষয় দখলের জন্য ও প্রতিবাদীগণ এ বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে আদি বন্ধকী দেনার আসল ও সুদ অতিরিক্ত যে বেশী টাকা পাইয়াছে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার প্রার্থনায় একণে এই উপস্থিত নালিশ উপস্থাপন করে।

এই সকল বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ কহে যে তাহাদিগের মওক্কেলগণ দখলীকার বন্ধক গ্রহীতার হিসাব সকল পরীক্ষা হওনের দাবি করিতে পারে; যে অতিরিক্ত মেয়াদ মধ্যে তাহাদিগের বন্ধকী দেনার আসল টাকা আমানৎ না করা নিষেধ কারিক নহে ও ঐরূপ আমানৎ আইনানুযায়ী আবশ্যক নহে; যে তাহারা একণেও এই উক্তির উপর নির্ভর করে যে ঐ মেয়াদ পরিশুদ্ধ হওনের সময় কিছুই দেনা ছিল না, যে তাহারা যে দাবি করিয়াছে তাহার দায় তাহারা আপনাদিগের উপর লইতেছে অর্থাৎ যদি তাহাদিগের এই উক্তি অযথার্থ প্রমাণ হয় তবে তাহারা এ ব্যাপার বশতঃ এক কালেই মোকদ্দমায় পরাজিত হওনের যোগ্য হইবেক; যে সকল বিষয়ে কিছু দেনা বাকী থাকে সেই সকল বিষয়ের সহিত ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ১ ধারা ও ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার সম্বন্ধ আছে, কিন্তু দেনা থাকা বা না থাকাতেও ঐ দুই ধারা সে সকল বন্ধকদাতার উপর অবশ্যই খাটিবেক এমত নহে; যে ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩ ধারানুযায়ী বাদীগণের হিসাব নিকাশের প্রার্থনা করণের অধিকার আছে, কারণ তাহারা কহে যে ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে দেনার আসল ও সুদ এ বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে আদায় হইয়াছে; যে যদি প্রতিবাদীগণ বএবাৎ জারির পর দখলের জন্য নালিশবন্দ হইত তবে তাহারা অর্থাৎ বাদীগণ আপনাদিগের জওয়াবে এই কথা উত্থাপন করিতে পারিত ও যে প্রতিবাদী দখলীকার থাকায় তাহার দখলের জন্য নালিশ করা অনাবশ্যক হইয়াছে বটে কিন্তু তথাপি তাহাতে এই মোকদ্দমার অবস্থানুযায়ী বন্ধকী বিষয় উদ্ধার জন্য বাদীগণের নালিশ করণের স্বত্ব রহিত হয় নাই; ও যে এই জন্য এই মোকদ্দমা পুনর্বিচার হেতু প্রধান সদর আমীনের নিকট ফেরৎ পাঠান কর্ত্তব্য।

অপর (প্রতিবাদী) রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ এই জওয়াব দেয় যে কোন টাকা দেনা থাকুক বা না থাকুক তথাপি প্রধান সদর আমীনের ফয়সলায় উল্লিখিত আইনানুযায়ী বন্ধক

প্রের দাওয়াক
রিবার সম্পূর্ণ
স্বত্ব আছে,
কিন্তু যদি অতি
রেকে ঐ অতি
রিক্ত মেয়াদে
র বৎসর গত
হইবার তারি
খেও দেনার
কিছু বাকী থা
কা প্রকাশ হ
য়, যে বাকী
অত্যাল্পহউক
না কেন, ত
থাপি তাহাতে
বাদীগণের বি
ষয় উদ্ধার কর
ণের স্বত্ব লুপ্ত
রহিত ও মো
কদ্দমা ডিসমি
স হইবেক আ
র যদি দখলকা
রী বন্ধকগ্রহী
তার দাখিলী
হিসাবে ১৮০৬
সালের ১৭ আ
ইনের ৮ ধারা
য় নির্দ্ধারিত ঐ
অতিরিক্ত মে
য়াদের বৎসর
উত্তীর্ণ হইবার
পূর্ব্বে বন্ধকগ্র
াহক কর্ত্তৃক
সমুদয় আসল
ও সুদ আদা
য় হওয়ায় প্র
কাশ হয় তবে
বাদীগণের বি
ষয় উদ্ধার কর
ণের ও বন্ধক
গ্রাহক বন্ধকী
কওবালানুসারে
যে উপস্বত্ব পা
ইবার অধিকা
রী প্রতিবাদী
গণ তদতিরিক্ত
যে উপস্বত্ব পা
ইয়াছে সেই অ
তিরিক্ত উপস্বত্ব

পুনঃপ্রাপ্ত হওনের অধিকার থাকিবেক।

অপরসাধারণ রূপে ইহা ও অবধারিত হইল যে বন্ধক গ্রহীতার উত্থাপিত কোন দখলের নালিশে বন্ধকদাতা সেই দাবির ওয়ারে যে আপত্তি করিতে পারে সে অর্থাৎ ঐ বন্ধকদাতা ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের ঐ বৎসর গত হওয়ার পর নিজ উত্থাপিত নালিশেও ঐ আপত্তির বিষয় উত্থাপন করিতে সমর্থ।

অধীন আদালতের ফয়সল অন্যথা হইল ও প্রধান সদর আমীনের নিকট মোকদ্দমা এই আদেশে ফেরৎ দেওয়া গেল যে তিনি বন্ধক গ্রহীতাকে ঐ বিষয়ের আদায় ও খরচের হিসাব দাখিল করিবার জন্য তলব করেন ও ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তি হইতে প্রতিবাদির প্রাপ্য সুদ ও আসল সমুদয়ে না আদায় হইয়াছে কি না তাহা নির্ণয় করিয়া উঁহার

দাতা বাদীগণের বন্ধকী দেনার আসল টাকা অবশ্যই আমানৎ করা কর্ত্তব্য ছিল, ও সে তাহা না করাতে ও বয়বাতের নোটিস জারী ও ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের বৎসর গত হওয়ায় ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে ও বাদীগণের আদালতে উপস্থিত হইবার কাল নাই।

আমাদিগের অভিপ্রায়ে যদিও বন্ধকী কওয়ালার নির্দ্ধারিত কাল বহির্ভূত ও ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারানুযায়ী বয়বাতের নোটিস জারী ও ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের বৎসর গত হইয়াছে ও বাদীগণ কোন আমানৎ করে নাই তথাপি তাহাদিগের এই মোকদ্দমার অবস্থানুযায়ী ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ৩ ধারানুসারে হিসাব নিষ্পত্তি ও বিষয় খালাসের জাবেতা নালিশে বিষয় পুনঃপ্রাপ্তের দাবি করণের সম্পূর্ণ স্বত্ত্ব আছে; ইহাতে যদি অনুসন্ধানে এমত প্রকাশ হয় যে ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের বৎসর গত হওনের তারিখে ও ঐ বন্ধকী দেনার কিছু বাকী ছিল সে বাকী অত্যাল্প হউক না কেন, তথাপি বাদীগণের বিষয় উদ্ধার করণের হক সপষ্টই নষ্ট হইয়া থাকিবেক ও ঐ মোকদ্দমা অবশ্যই ডিস্‌মিস্ হইবেক, কিন্তু দখলীকার বন্ধক গ্রহীতাদিগকে অবশ্যই যে সকল হিসাব দাখিল করিতে হইবেক যদি সেই সকল হিসাবে এমত প্রকাশ হয় যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার নির্দ্ধারিত ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে বন্ধকগ্রহীতারা সমুদয় আসল ও সুদ আদায় করিয়াছে, তবে বাদীগণের আপনাদিগের বিষয় পুনরুদ্ধার করণের ও প্রতিবাদীগণ বন্ধকী কওয়ালা সূত্রে যে উপস্বত্ত্ব পাইবার অধিকারী তদতিরিক্তে যে যে উপস্বত্ত্ব পাইয়াছে সেই উদ্ধৃত ওয়াসিলাৎ পুনঃপ্রাপ্ত হওনের অধিকার থাকিবেক। অপর কিছু দেনা থাকুক বা না থাকুক তথাপি উপস্থিত নালিশের তুল্য মোকদ্দমায় সকল গতিকেই বন্ধকদাতার নিজ বিষয় উদ্ধার করণের হক রক্ষার নিমিত্ত বয়বাতের নোটিস জারী হইলেই বন্ধকী দেনার আসল টাকা আমানৎ করা আবশ্যক বলিয়া যে তর্ক উপস্থিত করে তাহা আমাদিগের বিবেচনায় বজায় থাকিতে পারে না; ১৮০৬ সালের ১৭ আইন বন্ধকদাতাগণের রক্ষা ও কষ্ট শান্তির নিমিত্ত প্রচলিত হয়, ঐ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সাবেক যে সকল আইন আছে, পূর্ব্বোক্ত আইন সেই সকল সাবেক আইন রদ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে জারী হয় নাই বরং তাহা ঐ সকল আইনের অতিরিক্তে চলিত হয়, তাহাতে যে সকল মোকদ্দমায় ঐ আইন বিশেষ রূপে খাটে অর্থাৎ যে সকল মোকদ্দমায় বন্ধকগ্রহীতা কর্ত্তৃক বয়বাতের নোটিস জারী হইলও আদি দেনার কতক অংশ বাকী থাকে যদিও সেই সকল মোকদ্দমায় ঐ রূপ আমানৎ না করা সাংঘাতিক ও তাহাতে পূর্ব্ব কথিত মত বন্ধকদাতার আপন বিষয় উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত হইবেক তথাপি কোন বন্ধকদাতার ঐ আইনানুসারে কার্য্য না করায় সাবেক আইনানুযায়ী তাহার যে উপায় থাকে তাহার প্রতি কোন হানি হয় না।

অধিকন্তু আমাদিগের অভিপ্রায়ে এক সাধারণ নিয়ম এই যে দখলের প্রার্থনায় বন্ধক গ্রহীতার উত্থাপিত কোন নালিশে বন্ধকদাতা আপন জওয়াবে যে বিষয়ের আপত্তি করিতে পারে সে অর্থাৎ বন্ধকদাতা ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের বৎসর গত হওয়ার পর নিজ উত্থাপিত নালিশেও সেই আপত্তির বিষয় উত্থাপন করণে সমর্থ; অতএব যে যে স্থলে বন্ধক গ্রহীতার উত্থাপিত কোন দখল প্রার্থনায় মোকদ্দমার বিরলের উপস্বত্ত্ব হইতে বন্ধকী দেনা পরিশোধ হওয়ার সপষ্টই আপত্তি করিতে পারিত সে স্থলে আমাদিগের বিবেচনায় সে উপস্থিত নালিশে স্বয়ং ঐ আপত্তি উত্থাপন করণের ও তদ্বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের সপষ্ট ও নির্দ্ধারিত নিষ্পত্তি পাইবার অধিকারী। এই মোকদ্দমায় উপরের প্রকাশিত ভাবানুসারে আমরা প্রধান সদর আমীনের ফয়সল অন্যথা করিয়া এই আদেশে মোকদ্দমা তাহার নিকট ফেরৎ পাঠাই যে তিনি বন্ধগ্রহীতাকে ঐ বিষয় হইতে

যে মোট আদায় ও সেই বিষয় রক্ষা ও তাহার আদায় ইত্যাদির কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য যে খরচ হইয়াছে তাহার হিসাব দাখিল করিতে তলব করেন ও রক্ষগ্রহীতাদিগের দখলী বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে সমুদয় বন্ধকী দেনা সুদ সমেত পরিশোধ হইয়াছে কি না তাহার নির্ণয় করিয়া তাহার সম্বন্ধে যে প্রমাণ দাখিল হয় সেই প্রমাণানুযায়ী ও ঐ আইনের আদালত উপরে যে ভাব প্রকাশ করিলেন সেই ভাবানুসারে অবশেষ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন ইতি।

সম্বন্ধে উপস্থিত প্রমাণানুযায়ী ও ঐ আইনের ও আদালত কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভাবানুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি. বি. ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি. আই, মণি সাহেব }

১৮৫৪ সালের ২৪৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা হুগলির প্রধান সদর আমীন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশের ১৮৫৪ সালের ২৯ মার্চ তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল।

নাবালগ প্রসন্ন কুমার সেনের গার্ডিয়ানসর্বরাকার } আপেলান্ট।
আর মেং আর. ডব্লিউ, কোর্ট সাহেব প্রতিবাদী) }

চন্দ্রকুমার সেন (বাদী)——— ——— – – – —রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও মেং আর. টি. এলান —আপেলান্টের পক্ষ উকীলগণ।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ——রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

কোং ১৮৭৩০/২,১৩ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

এই মোকদ্দমায় উভয় পক্ষদিগের সাধারণ পূর্ব্ব পুরুষ রামরাম সেনের নবকৃষ্ণ সেন ও কালাচাঁদ সেন নামক দুই পুত্র ছিল। ঐ শেষোক্ত পুত্র আপন স্ত্রী তারিণীকে পোষ্যপুত্র লইবার ক্ষমতা অর্পণ করিয়া ১২২৮ সালে লোকান্তর গমন করিলে সেই বিধবা স্ত্রী ঐ ক্ষমতানুসারে ১২২৯ সালের ১ আষাঢ় অর্থাৎ ইং ১৮২২ সালে বাদীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে। পরে কালাচাঁদের মৃত্যুর পর নবকৃষ্ণ নিজ পৈতৃক সম্পত্তির রকম ।।/০ আনা অংশের আপনি ওয়ারিস বলিয়া সেই অংশ ও তদ্ভিন্ন কালাচাঁদের পৈতৃক অধিকার অবশিষ্ট ।৵০ আনার মধ্যে রকম ৶১০ আনা ঐ কালাচাঁদ কর্ত্তৃক তাহার অর্থাৎ নবকুমারের পুত্র কালীকুমারকে দত্ত বলিয়া সেই ৶১০ আনা অংশের দাওয়া করায় কালাচাঁদের বিধবা স্ত্রীর সহিত নবকুমারের নানা বিবাদ হয়। পরে ১২২৯ সাল অর্থাৎ ১৮২৩ সালের ১৩ ফিব্রুয়ারি ও ১২৩১ সাল অর্থাৎ ১৮২৪ সালের ১৯ আগষ্ট তারিখের দুই কেতা সোলেনামার দ্বারা এই সকল বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়া তদনুসারে ঐ সম্পত্তির ।।৵০ আনা রকম নবকৃষ্ণের নির্দ্ধার্য্য হয় ও ।৵০ আনা রকম অংশ তারিণী বাদির মাতা ও অতি থাকায়

এক ব্যক্তির নাবালগের কারণ উৎপত্তির কাল হইতে সে সম্পত্তিতে বরাবর তিন পুরুষ কর্ত্তৃক ভোগ দখল হইয়া আসিয়াছে সেই সম্পত্তির উপর দাবি করিয়া নিজ নাবালগী অবস্থা বিশেষও তার

তাহার দখলে থাকে। ১২৩৩ সালে নবকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র কালীকুমার সেন আপন পৈতৃকাধিকারানুসারে উত্তরাধিকারী হইয়া ১২৩৫ সালে পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার পোষ্যপুত্র রাজকুমার সেন ঐ পৈতৃক বিষয়ের অধিকার প্রাপ্ত হয় তাহাতে এই মোকদ্দমার মূল প্রতিবাদী প্রসন্নকুমার সেন ঐ রাজকুমার সেনের পুত্র বিধায় সে নবকৃষ্ণ সেনের প্রপৌত্র হইতেছে। পরে পোষ্যপুত্র গ্রহণ সূত্রে বাদির মাতা তারিণীর, ১২৫০ সালে মৃত্যু হইলে বাদী ১৮২৩ ও ১৮২৪ সালের সোলেনামা সকল অন্যথা করিবার জন্য ও যে ৵০ আনা রকম সম্পত্তি তাহার অছি তারিণী কর্তৃক হস্তান্তর হইয়াছিল তাহা তাহার পৈতৃক বিষয় ও তাহা হস্তান্তর করা আইন বিরুদ্ধ বলিয়া সেই অংশ বেদখলের তারিখ হইতে ওয়াসিলাৎ সমেত পুনঃপ্রাপ্ত হইবার প্রার্থনায় ১২৫৪ সালের ১৯ আশ্বিন অর্থাৎ ১৮৪৭ সালের ৪ আকটোবর তারিখে এই নালিশ উত্থাপন করে। প্রধান সদর আমীনের বিবেচনায় এই নালিশ নিয়মিত কালের মধ্যে সংস্থাপিত হওয়া স্থির হওয়ায় সে ডিক্রী প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অত্র আদালতে আপীল হইলে কোন এক রীতি বিরুদ্ধ দোষোপলক্ষে মোকদ্দমা ফেরৎ দেওয়া হয়, তাহাতে প্রধান সদর আমীন আপনার সাবেক বিচার বজায় রাখায় এই মোকদ্দমা আপীল সূত্রে দ্বিতীয় বার আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে।

অত্র আদালতে সুদ্ধ এক তামাদির বিষয়ে বাদানুবাদ হওয়ায় মোকদ্দমার দোষ গুণ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের বাদানুবাদের প্রতি অনুধাবন করা অনাবশ্যক। প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ আপেলান্টগণের পক্ষে এই বাদানুবাদ করে যে ১২২৯ সালে বাদী পোষ্যপুত্র গ্রহণ হইবার সময় তাহার ৫ বৎসরাতীত বয়ঃক্রম হইয়াছিল; যে শাস্ত্র মতে হিন্দু জাতির কোন ব্যক্তির ১৫ বৎসর সম্পূর্ণ হইলে তাহার সম্প্রাপ্ত বয়স হয়; ও যে সেই কারণ বশতঃ বাদী ১২৩৮ সালে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল ও ১২২৯ ও ১২৩১ সালে নালিশের কারণ উৎপত্তি হওয়াক তাহার ১২৫০ সালে এই নালিশ উপস্থিত করা কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু সে ১২৫৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নালিশবন্দ হয় নাই। সে যাহাহউক বাদী গবর্নমেন্টের খেরাজী সম্পত্তির মালিক থাকায় ১৭৯৩ সালের ২৬ আইনের বিধানানুসারে তাহার ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম সম্পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত যে তাহার নাবালগী অবস্থা থাকিবেক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই: প্রতিবাদী ১২২৯ সালে বাদির যে বয়স থাকা হিসাব করে তথাপি তাহাতেও বাদির আদালতে উপস্থিত হইবার কাল বহির্ভূত হইয়াছে এবং তাহাতে বাদির মোকদ্দমার প্রতি যে তামাদির আইন বাধাজনক নহে তাহাই বাদির প্রমাণ করা আবশ্যক। ঐ বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য বাদী এক খান জন্ম পত্রিকা অর্থাৎ ঠিকুজী দাখিল করে ও ঐ ঠিকুজী যদি অকৃত্রিম হয় তবে তদ্দ্বারা ১২২৭ সালের ২১ অগ্রহায়ণ তারিখ বাদির জন্ম দিন স্থির হয়। সে কহে যে ঐ হেতু ১২৪৫ সালের ২১ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত তাহার নাবালগী অবস্থা ছিল ও ঐ তারিখ হইতে ৯* বৎসর কাল মধ্যে তাহার নালিশ উত্থাপিত হইয়াছে। অতএব এই জন্ম পত্রিকার অকৃত্রিমতা ও তাহাতে যে তারিখ বাদির জন্মদিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে সেই তারিখ যথার্থ জন্মদিন সাব্যস্ত জন্য বাদী ঐ দলীল দেওয়ায় অন্য যে কোন প্রমাণ দাখিল করিতে সমর্থ সেই প্রমাণের উপর এই সমুদয় মোকদ্দমা নির্ভর হইতেছে। ঐ জন্মপত্রিকার প্রতিপোষক যে কোন স্পষ্ট প্রমাণ তাহা কেবল বাদির প্রকৃত পিতা রামলোচন সেন কর্তৃক দেওয়া হইয়াছে ঐ ব্যক্তি যে নিজ জীবনধারণ জন্য আপন পুত্রের দাতৃত্বের উপর নির্ভর করে তাহা সে স্বীকার করিয়াছে ও সে আদালতে যে বিষয় সাব্যস্ত করিতে উদ্যত তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে তাহার স্মরণ শক্তির অত্যন্ত হীনতা দৃষ্ট হইয়াছে। যদিও তাহা

সূত্রে তামাদী আইন হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিলে তাহাকে অবশ্য উক্ত তামাদির সাধারণ আইন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার হক থাকায় বিলক্ষণ স্পষ্ট ও চূড়ান্ত প্রমাণ দাখিল করিতে হইবেক। এই বিষয়ে বাদির প্রমাণ সমূহ সন্দেহযুক্ত ও অপ্রত্যয় যোগ্য হওয়াতে তাহার মোকদ্দমা ডিসমিস হইল জন্ম পত্রিকার লিখিত তারিখের সহিত সময়, আদালতের পাঞ্জিকার এক অনৈক্যতা হেতু আপত্তি করাতে ঐ ওজর এই কারণে অমান্য হইল যে জ্যোতিষের গণনায় যে পঞ্জিকা সম ব্যবহার হয় তাহা সর্ব্বদাই ব্যবহৃত সনের সহিত দুই এক দিবসের অগ্র-পশ্চাৎ হইয়া থাকে ও বাস্ত

* ৮ বৎসর ৯ মাস ২৮ দিন।

বাঙ্গলা দেশে তিন প্রকার পঞ্জিকা প্রচলিত তাহাতে জ্যোতিশাস্ত্রে বৎসরের গণনায় পরস্পর অনৈক্য হয়।

প্রমাণ সাব্যস্ত হইলে তাহা নিঃসন্দেহই মাতবর বলিয়া গণ্য হইতে পারে তথাপি তাহার অন্য কোন পোষকতা অভাবে সেই প্রমাণ বাদির পক্ষে কোন বিশেষ উপকার দায়ক নহে। ঐ জন্মপত্রিকাতে ২১ অগ্রহায়ণ তারিখের যে সকল বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে তাহার এ আদালতের পণ্ডিতদিগের প্রকাশিত ১২২৭ সালের পঞ্জিকা সকলের বৃত্তান্তের সহিত অনৈক্যতা জন্য প্রতিবাদির উকীল ঐ জন্মপত্রিকার উপর দোষারোপ করিয়াছে। ঐ জন্মপত্রিকায় প্রকাশ যে বাদী শকাব্দ * ১৭৪২ অর্থাৎ ১২২৭ সালের ২১ অগ্রহায়ণ তারিখের সোমবার কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশী বিশাখা নক্ষত্রে ভূমিষ্ট হয় কিন্তু ঐ পঞ্জিকাতে দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ ২১ অগ্রহায়ণ তারিখে মঙ্গলবার শুক্লপক্ষ প্রতিপদ অনুরাধা নক্ষত্র ছিল। এই আপত্তি অধিক মাতবর নহে কারণ শকাব্দা সন মতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রায় যে রূপ গণনা হইয়া থাকে তাহাতে সেই সন অনুসারে এই জন্মপত্রিকার তারিখ নির্দ্দিষ্ট হওয়ার যে দুই এক দিবসের অগ্র পশ্চাৎ হইয়াছে, করনেল ওয়ারেন সাহেবের "কাল সঙ্কলিত" নামক পাণ্ডিত্য বিশিষ্ট গ্রন্থ দৃষ্টে প্রকাশ যে শকাব্দা অনুসারে গণনা ব্যবহৃত কালের সহিত প্রায় ঐ রূপ দুই এক দিবসের অগ্র পশ্চাৎ হইয়া থাকে। অপর বাঙ্গালা দেশে তিন প্রকার পঞ্জিকা প্রচলিত ও তাহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রে বৎসরের গণনায় পরস্পর অনৈক্যতা আছে বলিয়া বাদীগণ যে কৈফিয়ৎ দেয় তাহা তাহাদিগের দাখিলী শকাব্দা ১৭৭৬ অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২৬১ সালের একখানি পঞ্জিকা দৃষ্টে যথার্থ প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু ঐ জন্মপত্রিকা অকৃত্রিম দলীল স্বরূপ জ্ঞান করিবার পক্ষে অন্যান্য ও আরও অধিক সাংঘাতিক প্রতিবন্ধক হইতেছে। নালিশী আরজীতে ঐ জন্মপত্রিকার নিশ্চয় তারিখ দেয় নাই ও এই দোষ ১৮৫৪ সালের ৭ ফিব্রুয়ারি তারিখের পূর্ব্বে সংশোধন হয় নাই অর্থাৎ এ আদালত হইতে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ হওনের পর ঐ তারিখে এক তিতিম্মা দরখাস্ত দাখিল করিয়া এ দোষ সংশোধন করে। এই ত্রুটি দৃষ্টে প্রতিবাদীগণ যে ন্যায়মত সিদ্ধান্ত করে মোকদ্দমা উত্থাপিত কালে ঐ দলীল ছিল না। অপর বিষয়হীন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে রূপ সামান্য ঠিকুজী রাখা প্রচলিত ঐ জন্মপত্রিকা সেই রূপ এক ঠিকুজী মাত্র ও তাহাতে বাদির কেবল ভূমিষ্ট হওনের কাল নির্দ্দিষ্ট ব্যতীত আর কিছুই লিখিত নাই।

বাদির পিতা যোত্রহীন ব্যক্তি ছিল তাহাতে সে যে আপন পুত্রের ঐ রূপ জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করাইবেক তাহা সম্ভব বটে কিন্তু বাদী এক্ষণে যে প্রকার ধনবান সংসারে অবস্থিত তাহাকে সেই সংসারে পোষ্যপুত্রের ন্যায় গ্রহণ করণের কল্পনা স্থির হইবার অগ্রে তারিণী যে হিন্দুদিগের বিশ্বাস মত ঐ বালকের ভাবি ভাগ্য নিরাকরণ জন্য ও তাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা যুক্তি সিদ্ধ কি না তাহা নির্ণয়ার্থে যে পূর্ব্বোক্ত তাহার ঠিকুজী হইতে বিস্তারিত কোষ্ঠী প্রস্তুত করাইত তাহাতে আমারদিগের বিবেচনায় কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এই দলীলের অভাব থাকায় কোন কারণ দর্শায় নাই। স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ জন্মপত্রিকা কখন কোন প্রকাশ্য স্থলে দাখিল হয় নাই ও আমাদিগে কেবল যে এক দলীলে বাদির বয়ঃক্রম সঠিক রূপে নির্দ্দিষ্ট থাকা দৃষ্ট হইতেছে তাহা বাদির ফৌজদারী সংক্রান্ত কোন অপরাধের বিচার কালীন জেলা বাখর গঞ্জের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে ১৮৪১ সালের ১৮ জুলাই তারিখে তাহার দাখিলী এক কেত,

* পুরাণ সম্বন্ধীয় শালিবাহন নামক এক জন দক্ষিণের রাজা যে ইং ৭৮ সালে জন্ম গ্রহণ করে তাহার জন্ম বৎসর হইতে শকাব্দা সনের গণনা হইয়া থাকে। জ্যোতিঃ শাস্ত্রের গণনায় এই সন সচরাচর হইয়া থাকে।

হওয়ার মাত্র; সেই জওয়াবে সে আপন বয়ঃক্রম ২১ বৎসর বলিয়া প্রকাশ করে। এক্ষণে বাদির তরফ ব্যক্ত করিতেছে যে ঐ কথা সপষ্ট মিথ্যা ও যে সময় সে ঐ অপরাধ গ্রস্ত হয় সেই সময় তাহার নাবালগী অবস্থা থাকা সাব্যস্ত করিবার অভিপ্রায়ে ঐ মিথ্যা কথার উল্লেখ হইয়াছিল। ফলে এই রূপ বৃত্তান্ত যথার্থ হওয়াও সম্ভব হইতে পারে কিন্তু তত্রাপি তাহার পক্ষে এই বিলক্ষণ হানিকর বিবরণ রহিতেছে যে বাদীকে সুদ্ধ যে এক সময়ে প্রকাশ্য রূপে আপন বয়ঃক্রম ব্যক্ত করিতে তলব হইয়াছিল তাহার সেই সময়ের এজহার তাহার এক্ষণের উত্থাপিত মোকদ্দমার সহিত সম্যক রূপে অনৈক্য। অপর বাদী যে তারিখে আপন বিষয় কর্ম্মের ভার গ্রহণ করে তাহার বয়ঃক্রম সম্বন্ধীয় কোন সন্ধান উপেক্ষায় সেই তারিখের প্রতি অনুধাবন করিলে আমাদিগের আরও এই দুষ্করত্ব দৃষ্ট হইতেছে যে সে আপনি নিজ পৈতৃক জমীদারির মালিকের ন্যায় গণ্য হইবার জন্য আপন মাতার মৃত্যুর তারিখে অর্থাৎ ১৮৪৪ সালের পূর্ব্বে দরখাস্ত করে নাই তাহাতে ঐ বিষয়ের উপর কিছুই নির্ভর হইতে পারে না। বাদির নিজ পিতার প্রমাণ দেওয়ায় তাহার পক্ষে অন্যান্য সাক্ষীদিগের সাক্ষ্যতা কেবল তাহারা ঐ পোষ্য-পুত্র গ্রহণের সময় যাহা শুনিয়াছিল ও সেই কালে তাহারা ঐ বালকের যে বয়স থাক অনুমান করিয়াছিল সুদ্ধ সেই পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রমাণের বিপক্ষে প্রতি-বাদীগণের দখলী বিরুদ্ধকর প্রমাণ আছে তাহাতে আমরা ঐ প্রমাণের উপর কিছুই নির্ভর করিতে পারি না। ঐ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করণের দলীলেও আমরা কোন সহায়তা প্রাপ্ত হই না, কারণ যদিও প্রতিবাদীগণ তন্নির্দ্ধারিত তারিখে ঐ পোষ্যপুত্র গ্রহণ হওয়া স্বীকার করে তথাপি যে দলীল দাখিল হইয়াছে সেই দলীল তাহারা কৃত্রিম বলিয়া ব্যক্ত করে ও ঐ রূপ দলীলে ঐ বালকের বয়ঃক্রমের উল্লেখ থাকা অবশ্যই অপ্রথানুযায়ী ও তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। প্রতিবাদীগণ যে ঐ পোষ্যপুত্রের ৫ বৎসর ৬ মাস কাল বয়ঃক্রম থাকার উল্লেখে বাদানুবাদ করে তদ্বিষয়ে বাদির পক্ষে এই ব্যক্ত করিয়াছে যে ঐ রূপ বয়স্ক বালককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করণের ব্যবহার নাই কিন্তু এই বিষয়ের প্রত্যু-ত্তরে বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ যে রূপ ব্যক্ত করেন তদনুসারে এই বাদী যে প্রকার পোষ্যপুত্র অর্থাৎ সে যে বংশে পোষ্যপুত্র হয় সেই বংশের তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকাতে ও তাহাকে দেশের দূরান্তর হইতে আনয়ন করায় তাহার পক্ষে ঐ রূপ বয়স্ক থাকা কোন ক্রমেই অনচরাচর নহে। ফলে প্রতিবাদীগণের উল্লেখিত বৃত্তান্তে এমত কোন অন্তর্জ্জাত অসম্ভবতা নাই যে তদৃষ্টে আমরা বাদির এজহার যে নিশ্চয় রূপে যথার্থ স্থির করিতে পারি।

বাদির নালিশের কারণ উৎপত্তির কাল হইতে যে সম্পত্তি ক্রমশঃ তিন পুরুষের ভোগ-দখলে থাকিয়া এক্ষণে বর্ত্তমান দখলীকারের হস্তে আসিয়াছে বাদী সেই সম্পত্তির উপর দাবি করিয়া ও তাহার নিজ ব্যাখ্যামত সে বয়ঃপ্রাপ্ত হওনের পর নয় বৎসর পর্য্যন্ত আপন অধিক কার্য্যের প্রতি কোন আপত্তি করে নাই এক্ষণে সেই কার্য্যের উপর দোষা-রোপ করিয়া আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। সে এই কর্ম্ম করিতে সমর্থ হই-বার জন্য নাবালগী অবস্থার বুনিয়াদে তামাদী আইন হইতে বিশেষ অব্যাহতি পাইবার দাওয়া করে। উপস্থিত মোকদ্দমা এ প্রকার যে ইহাতে বাদির নালিশের তারিখ পর্য্যন্ত ঐ রূপ অব্যাহতি পাইবার হক থাকার অপ্রবল ও সন্দেহ যুক্ত প্রমাণ কার্য্যকারক হই-বেক না। বাদী এই বিষয়ে যে প্রমাণ দেয় তাহা অবশ্যই সপষ্ট ও চূড়ান্ত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু উপস্থিত বিষয়ে এই রূপ হওয়া দূরে থাকুক বরং বাদির প্রমাণ সম্পূর্ণ রূপে সন্দেহ বিশিষ্ট ও অপ্রত্যয় যোগ্য। বাদির যথার্থ কি বয়ঃক্রম ও সে যে বয়ঃপ্রাপ্ত হওনের তারি-খের পর ১২ বৎসরের মধ্যে নালিশ উত্থাপন করিয়াছে তাহা সে আমাদিগের প্রত্যয় যোগ্য রূপে সাব্যস্ত করিতে পারে নাই। অতএব আমরা প্রধান সদর আমীনের ফয়-সলা অন্যথা করিয়া খরচা সমেত আপীল ডিক্রী করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, টেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব } একটিং জজ্।

১৮৫৫ সালের ১১০৩ নম্বরী দরখাস্ত।

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে গদাধর কেওয়ারি প্রভৃতি বাদীগণের মোকদ্দমায় চৌকি ক্ষীরপাইর মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু মদনগোপাল ঘোষের ১৮৫৫ সাল ১৫ আপ্রিল তারিখের ফয়সলার অন্যথায় জেলা হুগলির প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীশ্বর মিত্রের ঐ সনের ২ জুন তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের প্রার্থনায় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ১৮৫৫ সালের ১৪ আগষ্ট তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

মুন্সী আমীর আলী ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ—দরখাস্তকারীগণের পক্ষউকীলগণ।
সৈএদ মহম্মদ হোসেন ———————— প্রতিপক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

এক জলকরের দখলের নিমিত্ত নালিশ উপস্থিত হয়। প্রতিবাদীগণ এই আপত্তি করে যে তাহারা বাদীগণের নামে এক নালিশ উত্থাপন করিয়া ঐ মোকদ্দমায় আদালতের ডিক্রী অনুসারে যে কতক গুলিন জমীতে দখল পাইয়াছিল, ঐ জলকর সেই সকল ভূমির সরহদ্দের শামিল। মুনসেফ সরেজমীনে একজন আমীন পাঠাইয়া তাহার জরীপ ও রিপোর্ট অনুসারে ঐ জলকর ডিক্রির জমীর সরহদ্দের শামিল স্থির করিয়া ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার বিধান নালিশের প্রতি বাধাজনক বিবেচনায় মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন।

বাদীগণ এই ফয়সলার অসম্মতিতে প্রধান সদর আমীনের নিকট আপীল করিয়া এই ওজর করে যে সাবেক মোকদ্দমায় প্রতিবাদীগণের পক্ষে যে জমীর ডিক্রী হয় তাহা কেবল ডাঙ্গা ভূমি বলিয়া ব্যক্ত আছে কিন্তু কোন জলকর বলিয়া নির্দিষ্ট নাই।

সাবেক মোকদ্দমা জমীর নিমিত্ত ও বর্তমান মোকদ্দমা এক জলকরের জন্য উপস্থিত হওয়ায় প্রধান সদর আমীন সাবেক মোকদ্দমা উপস্থিত মোকদ্দমা হইতে পৃথক বিবেচনায় এ আদালতের ১৮৫৩ সালের ২১ মার্চ তারিখের আপেলান্ট রাজা রাজনারায়ণ রায়ের মোকদ্দমার নজীরের উল্লেখ করিয়া সেই নজীরানুসারে মুনসেফের ফয়সলা অন্যথা করিয়া মোকদ্দমা দোষগুণ দৃষ্টে পুনর্বিচার জন্য মুনসেফের নিকট মিছিল ফেরৎ পাঠান।

দরখাস্ত কারীগণ খাস আপীলে এই আপত্তি করে যে বিরোধীয় উপস্থিত বিষয় মোকদ্দমার উভয় পক্ষদিগের মধ্যে সাবেক মোকদ্দমায় নিষ্পত্তি হওয়ায় এই নালিশের পক্ষে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার বিধান বাধা জনক ও প্রধান সদর আমীন দুই মোকদ্দমার মধ্যে যে প্রভেদ স্থির করিয়াছেন তাহা তাহার ভ্রান্তি মাত্র।

বাদীগণ এক জলকর দখলের নিমিত্ত নালিশ করে ও প্রতিবাদীগণ তাহাতে এই আপত্তি করে যে তাহারা ইতিপূর্ব্বে বাদীগণের বিরুদ্ধে এক নালিশ উত্থাপন করিয়া আদালতের ডিক্রী অনুসারে যে কতক গুলিন জমীতে দখল পাইয়াছিল ঐ জলকর সেই সকল জমীর সরহদ্দের শামিল।

মুনসেফ একজন আমীনের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া ঐ জলকর প্রতিবাদির পক্ষে দত্ত সাবেক ডিক্রির জমী সকলের সরহদ্দের শামিল থাকা স্থির করেন ও তজ্জন্য বাদীগণের দাবির প্রতি ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারা বাধা জনক বিবেচনায় ঐ দাবি ডিস্‌মিস করেন।

সাবেক মোকদ্দমা জমীর নিমিত্ত ও বর্তমান মোকদ্দমা এক জলকরের জন্য উপস্থিত হওয়ায় প্রধান সদর আমীন সাবেক মোকদ্দমা উপস্থিত মোকদ্দমা হইতে পৃথক বিবেচনা করিয়া তদনুসারে পুন

বিচার জন্য মুনসেফের নিকট মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান। আদালত অবধারিত করিলেন যে উভয় পক্ষের মধ্যে মুল বিরোধীয় বিষয় এই যে ঐ জলকর প্রতিবাদীগণের পক্ষে সাবেক ডিক্রির জমীর শামিল কি না; যে বর্ত্তমান মোকদ্দমায় উভয় পক্ষই জমীদার থাকা দুষ্ট হইতেছে তাহাতে বিরোধীয় জমী সাবেক ডিক্রির ভুমি সকলের সরহদ্দের শামিল থাকা প্রকাশ হইলে ঐ জমী শুষ্ক হউক কি জলা। জলাচ্ছাদিত থাকায় কোন ক্ষতি নাই; এ জন্য মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারক জন্য প্রধান সদর আমীনের নিকট ফেরৎ দেওয়া গেল।

আমাদিগের স্পষ্ট এই অভিপ্রায় হইতেছে যে প্রধান সদর আমীনের উভয় পক্ষের মধ্যে এই মুল হেতু নিষ্পত্তি করা কর্ত্তব্য ছিল যে প্রতিবাদীগণের পক্ষে সাবেক ডিক্রির জমীর সরহদ্দের মধ্যে ঐ জলকর ছিল কি না। উভয় পক্ষই জমীদার তাহাতে যে পর্য্যন্ত ঐ স্থান সাবেক ডিক্রির জমীর সরহদ্দের শামিল থাকে সে পর্য্যন্ত ঐ স্থান জলাচ্ছাদিত কিম্বা তাহা শুষ্ক ভূমী থাকুক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। তিনি অর্থাৎ প্রধান সদর আমীন যে নজীরের প্রসঙ্গ করিয়াছেন তাহা অসংলগ্ন। যদিও ঐ নজীরের মোকদ্দমা ও সাবেক নালিশ প্রমাণ স্থলে একই প্রকার বেওয়া ও একই প্রকার হেতুর উপর নির্ভর ছিল তথাপি ঐ নজীরের মোকদ্দমার পক্ষগণ সাবেক মোকদ্দমার পক্ষগণ হইতে সম্যক রূপে স্বতন্ত্র প্রকার লোক। আমরা প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা অন্যথা করিয়া পুনর্ব্বিচার জন্য তাঁহার নিকট মোকদ্দমা এই আদেশে ফেরৎ পাঠাই যে তিনি যে বিষয়ের কোন মীমাংসা করেন নাই তাহা এক্ষণে বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি করেন অর্থাৎ ঐ জলকর সাবেক ডিক্রির জমীর সরহদ্দের শামিল কি না, ও যদি তাহা শামিল হয় তবে বিরোধীয় ব্যক্তিদিগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার বিধান খাটিতে পারে কি না তাহা নির্ণয় পূর্ব্বক মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যে রূপ হুকুম দেওয়া আবশ্যক তাহাই দেন। প্রধান সদর আমীন নথির দাখিলী নক্সের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া এই মোকদ্দমা বিচার করিবেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস্ সাহেব }

১৮৫৫ সালের ১৩১৭ নম্বরী দরখাস্ত।

অসম্পূর্ণ তজবিজ হেতু মোকদ্দমা ফেরৎ দেওয়া গেল।

গোকুলচন্দ্র সেন প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদী শুভানি মল্লিকের মোকদ্দমায় চৌকি শ্রীরামপুরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত এইচ, এম, বেল সাহেবের ১৮৫৫ সালের ২০ ... তারিখের ফয়সলার অন্যথায় জেলা হুগলির প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ মিত্রের ১৮৫৫ সালের ২১ জুন তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের প্রার্থনায় শুভানি মল্লিক ১৮৫৫ সালের ১১ সেপ্তেম্বর তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

মুনসী আব্বাস আলী খাঁ——————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় ——————প্রতিপক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

দরখাস্তকারী (বাদী) ১৮১২ সালের ৫ আইনানুযায়ী এক বেআইনী ক্রোক ও বিক্রয় অন্যথা করিবার জন্য ও সে ঐ ক্রোকের ছলে তাহার যে বিষয় লুট হইয়াছে বলে এই সাক্ষ্যদ্বারে সেই লুট পরিমাণ ক্ষতি পূরণ পাইবার প্রার্থনায় ও এক নালিশ উপস্থিত করিয়া মুনসেফের নিকট ডিক্রী প্রাপ্ত হয়। প্রধান সদর আমীন তাহার বিষয় লুট হওয়ার বিষয়ে তাহার সাক্ষীদিগের প্রমাণ অপ্রত্যয় করিয়া ঐ ক্রোক সিদ্ধ কি অসিদ্ধ তদ্বিষয়ে

কোন অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক বলিয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন। বাদির ওজর এই যে প্রধান সদর আমীন যে বিষয়ের তদন্ত করিতে অস্বীকার সেই বিষয় জন্যই তাহার নালিশ করার বিশেষ তাৎপর্য্য ও যে সে ঐ বিষয়ের তদারক হইয়া তাহার নিষ্পত্তি পাইবার অধিকারী। অত্র বিষয়ে প্রধান সদর আমীনের বিচার স্পষ্টই দোষাশ্রিত হইয়াছে। ইহাতে এই আদেশে মোকদ্দমা ফের২ দেওয়া গেল যে তিনি পুনর্ব্বার মিছিল নম্বর ভুক্ত করিয়া বাদির দাখিলী প্রমাণ বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ ক্রোক ও বিক্রয় সিদ্ধ কি অসিদ্ধ তদ্বিষয়ে স্পষ্ট অভিপ্রায় দেন ও পরে যে সকল বেওরা সাব্যস্ত হয় তদনুসারে ক্ষতি পূরণ দেওয়া না দেওয়ার যে রূপ আবশ্যক বোধ করেন সেই রূপ হুকুম দেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।

১৮৫৫ সালের ১২২৭ নম্বরী দরখাস্ত।

গবর্ণমেণ্ট ও নীলরতন বসু প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে কাশীনাথ ঘটক প্রভৃতি বাদীগণের মোকদ্দমায় জেলা হুগলির মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু সীতারাম সিংহের ১৮৫৪ সালের ১১ সেপ্তেম্বর তারিখের ফয়সলা বাহালে জেলা পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সৈয়দ ফজল রবি খাঁর ১৮৫৫ সালের ২৬ জুলাই তারিখের ফয়সলায় অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় কাশীনাথ ঘটক প্রভৃতি ১৮৫৫ সালের ১১ সেপ্তেম্বর তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

অধীন আদালত এক অসংক্রান্ত নজীরের উপর দেওয়াতে পুন বিচার জন্য মোকদ্দমা ফের২ দেওয়া গেল।

বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় } দরখাস্তকারীগণের পক্ষ উকীলগণ।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু বংশীবদন মিত্র } প্রতিপক্ষের উকীলগণ।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

খাস সংক্রান্ত কার্য্যকারকদিগের জরীপী কতকগুলিন দাগের মধ্যস্থিত ৩০।১৮বিঘা জমী-তে বাদির অধিকার সাব্যস্ত জন্য পশ্চাল্লিখিত কএক কারণ বশতঃ এ মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বাজেআপ্ত সংক্রান্ত তদারকের কামীন ডিপুটী কালেক্টর তিন প্রকার জমীর জরীপ করেন তন্মধ্যে কতক গুলিন জমী উপস্থিত মোকদ্দমার প্রতিবাদীগণের আয়মা ও কতক গুলিন তাহাদিগের দখলী খারিজা আয়মা ও কতক গুলিন প্রতিবাদির দখলী লাখেরাজ বলিয়া জরীপ হয়। অবশেষে ঐ সকল ভূমি বাজেআপ্তের কার্য্য হইতে খালাস পায় আর বর্ত্তমান মোকদ্দমার বাদী নিজ দাখিলী এক বিবরণ পত্রানুসারে আপন জমী মুদ্ধ ২৪।০ বিঘা বলিয়া সেই পরিমাণে জরীপ করিতে দেয়। উপস্থিত

নালিশে সে কহে যে তাহার মোক্তার ভ্রম বশতঃ ঐ জমী সকলের ঐ বিস্তারিত লিখিত বেওরা দাখিল করিয়াছিল ও যে ঐ ২৪।০ বিঘা জমী অতিরিক্তে এক্ষণের দাবিকৃত বেশী জমী যাহা ডিপুটী কালেক্টর প্রতিবাদীগণের নামে জরীপ করিয়াছেন সে সেই জমীরও দখলীকার আছে।

অত্র আদালতে ১৮৫৪ সালের ৪ মে তারিখে যে এক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া এই অবধারিত হয় যে কোন পক্ষ চট্টগ্রামের বাসিন্দা থাকিয়া মাল সংক্রান্ত কর্ম্মকর্ত্তা-দিগের নিকট হইতে যে জমী প্রাপ্ত হওয়ার রসিদ কি আয়দাদ দেয়, সে তদ্বিপরীত কোন দাবি উপলক্ষে নালিশ করিতে পারিবেক না, অধীন আদালতদ্বয় এই নালিশ সেই মোকদ্দমার তুল্য বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমা ননসুট করেন।

এ মোকদ্দমার অবস্থা চট্টগ্রামের মোকদ্দমার ফয়সলার লিখিত অবস্থার সহিত ঐক্য না থাকা বুনিয়াদে বর্ত্তমান দরখাস্ত দাখিল করে। ঐ উভয় মোকদ্দমার মধ্যে যে ঐক্যতা নাই তাহা আমাদিগের স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে, বাদী যে বিবরণপত্র দেয় তাহা তাহার দাবির প্রমাণের পক্ষে যে রূপ বিরুদ্ধকর হউক কি তাহাতে সে যে দখল বাহালের নিমিত্ত বর্ত্তমান নালিশ করে, ঐ নালিশ করণের জন্য তাহার যোগ্য দখল না থাকা সাব্যস্ত হউক তথাপি সুদ্ধ তাহার সেই বিবরণ পত্র দেওনাই তাহার নালিশের পক্ষে বাধা জনক নহে। উপরোক্ত অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ও যদি এতদ্রূপ মত দখল থাকা সত্য হয় তবে ডিপুটী কালেক্টরের সুদ্ধ জরীপে বাদির প্রতি কোন যথার্থ হানি হইয়াছে কি না তদ্বিষয়ে কোন আশঙ্কা আছে কি না তাহা উপরোক্ত কথা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বিচার করিবার কারণ অধীন আদালতদ্বয়ে মোকদ্দমা ফেরৎ দেওয়া গেল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ

১৮৫৫ সালের ১৩৩৫ নম্বরী দরখাস্ত।

সাধারণ নিয়ম এই যে নালিশের তারিখ হইতে ওয়াসিলাতের ডিক্রী হইবেক, কিন্তু নালিশের তারিখের পূর্ব্বের কোন কাল সংক্রান্ত ঐপ্রকার উপস্বত্বের টাকা

দুন্দ রায় ও অন্য এক জন প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদী টাগো রায়ের মোকদ্দমা চৌকি কোলির মুনসেফ প্রযুক্ত মুনসী মহম্মদ তালব করিমের ১৮৫৪ সালের ২৯ তারিখের ফয়সলা বাহাল জেলা ত্রিহুতের প্রথম প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত ই, ডি, ষ্টী সাহেবের ১৮৫৫ সালের ১১ জুলাই তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় দুন্দরায় ১৮৫৫ সালের ১২ সেপ্তেম্বর তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু রমাপ্রসাদ রায়——————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত——————প্রতিপক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

কোন বিক্রয় কওয়ালানুসারে কতক গুলিন জমী দখলের প্রার্থনায় নালিশ উপস্থিত হয়। প্রধান সদর আমীন বিক্রয় কওয়ালার তারিখ হইতে বাদির দখল প্রাপ্ত হওনের তারিখ

পর্য্যন্ত সুদসমেত ওয়াসিলাতের ডিক্রী দেন; তাহাতে দরখাস্তকারী কেবল নালিশের তারিখ হইতে ওয়াসিলাতের সুদের ডিক্রী দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল বলিয়া ঐ ফয়সলার অসম্মতিতে আপীল করে। ইহাই যে সাধারণ নিয়ম তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ও ১৮৫০ সালের ১ আক্টোবর তারিখে এ আদালতের কামাল এজলাসে রঙ্গওয়ালা চৌধুরিয়ানের সরাসরী মোকদ্দমার বিচার হইয়া এই আদেশ হয় যে যৎকালে অধীন আদালত নালিশের তারিখের পূর্ব্ব কোন কাল সম্পর্কীয় ওয়াসিলাতের সুদ ডিক্রী করেন তৎকালে যে বিশেষ কারণ বশতঃ ঐ হুকুম দেওয়া হয় অধীন আদালতকে সেই কারণ স্পষ্টরূপে লিখিতে হইবেক। অতএব আমরা প্রধান সদর আমীনের নিকট মোকদ্দমা এই নিমিত্ত ফেরৎ পাঠাই যে তিনি আপন বিচারের এই অংশ পুনর্ব্বিবেচনা করিয়াও যদি বিক্রয় কওয়ালার তারিখ হইতে সুদ দেওয়ান কর্ত্তব্য অনুমান করেন তবে তাহার ঐ রূপ কার্য্য করণের বিশেষ হেতু লেখেন ইতি।

ডিক্রী হইলে ঐরূপ ডিক্রী দেওনের বিশেষ কারণ অবশ্যই স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবেক।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এস. টরেন্স্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্।

১৮৫৫ সালের ১৩৩৪ নম্বরী দরখাস্ত।

প্রতিবাদীগণ ভগবান রায় ও অন্য এক সমরের বিরুদ্ধে বাদী টাঙ্গো রামের মোকদ্দমায় চৌকি কোলির মুনসেফ শ্রীযুক্ত মুনসী মহম্মদ জালেব করিমের ১৮৫৪ সালের ২৯ মে তারিখের ফয়সলা বহালে জেলা ত্রিহুতের প্রথম প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত ই, ডেকষ্টা সাহেবের ১৮৫৫ সালের ২২ জুলাই তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় এক জন প্রতিবাদী ভগবান রায় ১৮৫৫ সালের ১২ সেপ্তেম্বর তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

১৩৩৩ নম্বর দৃষ্টি কর।

মেং আর, ই. টৌইডেল সাহেব——————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত——————————প্রতি পক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

অদ্য ১৩৩৩ নম্বরী যে দরখাস্ত নিষ্পত্তি হইয়াছে অত্র মোকদ্দমার দরখাস্তকারী সেই দরখাস্তকারির সহকারি প্রতিবাদী। সেই মোকদ্দমার মূল ও ওয়াসিলাৎ সম্বন্ধে যে হুকুম দেওয়া হইয়াছে সেই হুকুম সম্বলিত এ মোকদ্দমাও ফেরৎ পাঠাইতে হইবেক। এতদ্ব্যতীত দরখাস্তকারী যে তাহার অনুমতি না লইয়া তাহার সহকারি প্রতিবাদী কর্ত্তৃক ঐ বিক্রয় কওয়ালায় তাহার অর্থাৎ দরখাস্তকারির নাম দস্তখত হওয়ার যে আপত্তি করে ও যে আপত্তি প্রধান সদর আমীনের নিকট উত্থাপিত হওনায় দৃষ্ট হইতেছে যে তিনি তাহাতে মনোযোগ করেন নাই, প্রধান সদর আমীন সেই আপত্তি বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্‌।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২২১ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি ফরিদপুরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু রামবেহারী ঘোষের ১৮৫১ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখের ডিক্রির অন্যথায় জেলা ঢাকার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সি, মেকে সাহেবের ১৮৫৪ সালের ৩১ জুলাই তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল।

চন্দ্রমণি দেবী (বাদিনী)----------------আপেলান্ট।
কীর্ত্তিচন্দ্র রায় প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)------রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
মেং আর, টি, এলান সাহেব ------ -----আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
বাবু ঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায়----------- { রেস্পাণ্ডেন্ট কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের পক্ষ উকীল।

আদালতের অধিকাংশ হাকীমান কর্তৃক ইহা অবধারিত হইল যে যে সকল মোকদ্দমায় এক পক্ষ কোন এক অধিকারের কথা উত্থাপন করিয়া তদনুসারে যথার্থ স্বত্বাধিকার থাকা ও পশ্চাৎ বেদখল হওয়ার প্রসঙ্গে নালিশ উপস্থিত করে, ও প্রতিবাদী বাদির বিপরীত এক অধিকারের উল্লেখ করিয়া তদনুসারে ক্রমশঃ প্রকৃত ও বাদির

শ্রীযুক্ত জে, এম, টরেনস্‌ ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুযায়ী ১৮৫৬ সালের ২৪ আপ্রিল তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"খাস আপেলান্ট চন্দ্রমণি দেবী কহে যে সে গুরুপ্রসাদ রায়ের বিধবা স্ত্রী; যে ঐ ব্যক্তি চারি নাবালগ পুত্র রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন; যে উহাদিগের মধ্যে তিন জনার নাবালগী অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাহাদিগের পৈতৃক বিষয়ের অংশে তাহার অর্থাৎ আপেলান্টের অধিকার হয়; যে ঐ চতুর্থ পুত্রেরও নাবালগী অবস্থায় মৃত্যু হয়; যে তাহার চতুর্থ পুত্র জগচ্চন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত এক মৌরসী পাট্টার উপলক্ষে কীর্ত্তিচন্দ্র রায় প্রভৃতি প্রতিবাদীগণ তাহাকে তাহার বিষয় হইতে বেদখল করে; যে তাহাতে সে ঐ বিষয়ের দখলের জন্য নালিশ করিয়া আপন স্বত্ব বুনিয়াদে মুনসেফের নিকট হইতে এক ফয়সলা প্রাপ্ত হয় ও যে তাহার মৃত নিজ নাবালগ পুত্রগণের বিষয়ে উত্তরাধিকারিত্ব যে স্বত্ব ছিল ও প্রতিবাদীগণ যে রূপ পাট্টার উল্লেখ করে জগচ্চন্দ্রের তদ্রূপ পাট্টা দিবার ক্ষমতা না থাকার জন্য সে অর্থাৎ আপেলান্ট যে আপত্তি করে, প্রধান সদর আমীন তদ্বিষয়ে কোন অনুসন্ধান না করিয়া তাহার বেদখল হওয়া প্রমাণ করিতে না পারায় তাহার দাবি ডিস্‌মিস্‌ করেন।

"পূর্ব্বোক্ত গতিকে প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা আবশ্যক বিষয়ে অসম্পূর্ণ হইয়াছে কি না তাহা বিচার জন্য আমরা খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম"।

বিচার।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবের রায়। এ মোকদ্দমার আরজী জওয়াব ইত্যাদি কাগজের প্রতি অনুধাবন করিয়া সকল অনৈক্য বিবরণ বাদে আমার এই দৃষ্ট হইতেছে

যে বাদিনী কহে যে পরগণে জলালপুরে মিবলগ ১৪৪।৪ টাকা জমার মহল জাকুন্দ নামক এক খারিজা তালুকের ।।০ আনা রকম অংশ কীর্ত্তিচন্দ্র রায় প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিমন ও তাহারা বাটওয়ারার চিঠা অনুযায়ী স্ব২ অংশের দখলীকার আছে; যে অবশিষ্ট ।।০ আনাকে ষোল আনার মত বিবেচনা করিলে তাহার ।।৵০ আনা রকম অংশের মধ্যে ।১০ আনা রকম অংশ প্রতিবাদির দখলে আছে ও অবশিষ্ট ।৶০ আনার মধ্যে ৵১০ আনা রকম অংশ দরখাস্তকারিণীর মৃত স্বামী গুরুপ্রসাদ রায়ের পৈতৃক বিষয় স্বরূপ ঐ ব্যক্তির দখলে ও তাহার মৃত্যুর পর বাদিনীর গর্ব্ভে তাহার যে সকল পুত্র হইয়াছিল সেই সকল পুত্রের দখলে ও তাহাদিগের মৃত্যু হওয়ায় বাদিনীর উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে উল্লেখিত অংশে অধিকার থাকাতে ঐ অংশ তাহার অর্থাৎ বাদিনীর দখলে ছিল; যে কতক গুলিন জমী যাহার মোট পরিমাণ ১/১৶ ও যাহা দরখাস্তকারিণীর স্বত্বের শামিল তাহা তাহার দখলে ছিল কিন্তু ১২৫২ সালের ফাল্গুণ মাহা হইতে প্রতিবাদীগণ বাদিনীকে বেদখল করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভূমি সকল আপনারা দখল করিয়াছে, অতএব সে ঐ বিষয়ের আপন অংশের শামিল যে ভূমি হইতে বেদখল হইয়াছে সেই সকল ভূমির ওয়াশিলাৎ সমেত পুনর্দখল পাইবার প্রার্থনায় ও প্রতিবাদীগণ যে কএকটা বৃক্ষ ছেদন করিয়াছে সেই সকল বৃক্ষের মূল্যের জন্য বর্ত্তমান নালিশ উপস্থিত করে।

প্রতিবাদীগণ জওয়াব দেয় যে বাদিনী যে সীমাবন্দী দেয় তন্মধ্যে ১।২ বিঘা ভূমি আছে ও তাহা ১/১ বিঘা নহে; যে তাহারা ঐ ১।২৸ বিঘা জমীর মধ্যে ৸৩ কাঠা ভূমি ঐ বিষয়ের এক অংশের মালিক আনন্দমোহন ও মদনমোহন রায়ের নিকট হইতে ইজারা লয় ও বাদিনীর পুত্র জগচ্চন্দ্রের অন্য তিন ভ্রাতার তাহাদিগের পিতার জীবিতাবস্থায় মৃত্যু হওয়াতে সে একক আপন পিতার উত্তরাধিকারী হইয়াছিল তাহারই নিকট হইতে ।।৪ কাঠা ভূমির ইজারা লয়; ও যে তাহারা বাদিনীকে তাহার কথিতমত ১২৫২ সালের ফাল্গুণ মাহায় বলপূর্ব্বক বেদখল করে নাই কিন্তু তাহারা বাদিনীর পুত্র জগচ্চন্দ্রের নিকট হইতে যে ইজারা পাইয়াছিল তদনুসারে ঠিক মাহায় বিনা বিবাদে দখল পায়।

পরে বাদিনী আপন জওয়াবল জওয়াবে প্রতিবাদির উক্তি সকলের সত্যতা অস্বীকার করিয়া, নালিশী সমুদয় ভূমিতে আপন স্বত্বের দাবির পুনরুল্লেখ করে; আপর প্রতিবাদীগণ যে তাহার পুত্র জগচ্চন্দ্রের নিকট হইতে বাঙ্গালা ১২৫১ সালের ২৭ চৈত্র তারিখে ।।৪ কাঠা ভূমির এক পাট্টা লওয়ার প্রসঙ্গ করে বাদিনী কহে ঐ বিবরণ মিথ্যা ও ঐ পাট্টা কৃত্রিম ও তাহা রেজেষ্টরী হয় নাই ও যে স্থলে প্রতিবাদীগণের নিজ কথিত প্রমাণ ১২৫২ সালের পূর্ব্বে ঐ পরিবারের মধ্যে শত্রুতা থাকা প্রকাশ সে স্থলে যে এক জন শত্রুকে পাট্টা দেওয়া হইয়াছে এমত সম্ভব নহে; কিঞ্চিৎ বাদিনীর স্বামী মৃত গুরুপ্রসাদ রায় জগচ্চন্দ্র, মহিমাচন্দ্র, কৈলাশচন্দ্র, ও রামচন্দ্র নামক চারি পুত্রকে আপন উত্তরাধিকারী রাখিয়া লোকান্তর গমন করে; যে মহিমাচন্দ্র ও দুই সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাদিনী ও জগচ্চন্দ্রকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া অবিবাহিতাবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হয়; যে বাদিনী ঐ কারণ বশতঃ আপন মৃত পুত্রগণের উত্তরাধিকারিণী ছিল ও জগচ্চন্দ্রের একক কাহাকেও মৌরসি পাট্টা দিবার ক্ষমতা ছিল না; ও প্রতিবাদী যে কহে যে বাদিনীর তিন পুত্রের তাহাদিগের পিতার পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে ও যে জগচ্চন্দ্র আপন পিতার একক উত্তরাধিকারী থাকায় তাহার ঐ পাট্টা দিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, তাহা মিথ্যা, অতএব বাদিনীর প্রার্থনা যে তাহার পক্ষে যথার্থ বিচার হয়।

প্রতিবাদীগণ বিরোধীয় সীমাবন্দির মধ্যে ৸৩ কাঠা ভূমি ঐ বিষয়ের যে দুই অংশিদার আনন্দমোহন ও মদনমোহন রায়ের নিকট হইতে ইজারা সূত্রে প্রাপ্ত উল্লেখ করে;

বিরুদ্ধকর . দখল রাখায় ও জোর করে সে স্থলে উল্লেখিত বেদখল বাদির নালিশের সূত্র হেতু ও তজ্জন্য তাহাই মূল ব্যাপার বশতঃ বাদীকে ঐ বেদখল হওয়ার বিষয় অবশ্য প্রমাণ করিতে হইবেক। দ্বিতীয়যে সকল মোকদ্দমায় এক পক্ষ কোন এক অধিকার ও তদনুসারে যথার্থ দখল থাকা ও পশ্চাৎ বেদখল হওনের কথার উল্লেখ করে ও অন্য পক্ষ বাদির বর্ত্তমান অধিকার অস্বীকার কি বাদির বিরুদ্ধকর কোন দখলের প্রসঙ্গ করে না ও যে স্থলে ঐ জন্য তামাদির আইন ঘটিত কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে না সে সেই সকল মোকদ্দমায় বদিও অধিকার সংক্রান্ত সাধারণ হেতুর সহিত ঐ দখল ও বেদখলের কথার উল্লেখ

করে তথাপি ঐ দখল ও বে দখলের বৃত্তান্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় নহে ও তদ্বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক। এ মোকদ্দমার বিবরণ সকলের কতকাংশ উপরের নির্দ্দিষ্ট প্রথম নিয়ম ও কতকাংশ দ্বিতীয় নিয়ম অনুযায়ী থাকাতে মোকদ্দমা এই কারণ জন্য ফেরৎ পাঠান হইল যে প্রধান সদর আমীন উচিত ইস্যু স্থির করিয়া আদালতের উপরের অবধারিত নিয়ম সকল যে পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমায় সংলগ্ন হয় তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে মোকদ্দমার পুনস্তদন্ত করেন।

সেই দুই ব্যক্তি ঐ ব্যাপার অস্বীকার করিয়া কহে যে ঐ ৫৩ কাঠা ভূমি তাহাদিগের বিষয় ও তাহা বাদিনীর নহে ও যে তাহারা ঐ বিষয় জন্য প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এই সকল বিবরণ অনুযায়ী আমার দৃষ্ট হইতেছে যে বাদিনী আপন মৃত পুত্রগণের উত্তরাধিকারিণী স্বরূপ অধিকার সূত্রে ও ঐ জমীতে আপন দখল ও পশ্চাৎ বেদখল হওয়ার উপলক্ষে বিরোধীয় ভূমির জন্য নালিশবন্দ, প্রতিবাদীগণ তাহাদিগের বাদিনীর বিরুদ্ধকর নিজের কোন মালিকী স্বত্ত্ব থাকার প্রসঙ্গ করেনা, কিন্তু তাহারা কহে যে তাহারা ইজারা সূত্রে ঐ নালিশী ভূমির কতকাংশ কোন পক্ষ দিগের নিকট প্রাপ্ত হয় কিন্তু সেই পক্ষরা ঐ ব্যাপার অস্বীকার করে ও অবশিষ্টাংশ বাদিনীর পুত্রের নিকট প্রাপ্ত হয় ও যে তাহারা ঐ ইজারা সূত্রে দখলীকার আছে।

প্রতিবাদীগণ যে বাদিনীকে বাঙ্গালা ১২৫২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাহায় বেদখল করিয়াছিল, বাদিনী সুদ্ধ তাহা প্রমাণ করিতে না পারায় প্রধান সদর আমীন তাহার দাবি ডিস্মিস্ করেন।

এ মোকদ্দমার উভয় পক্ষের বাদানুবাদ সম্বন্ধে প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা আসল বিষয়ে অসম্পূর্ণ হইয়াছে কি না তাহা মীমাংসা কারণ উপস্থিত খাস আপীল গ্রাহ্য হইয়াছে।

এ আদালত পশ্চাল্লিখিত তিন বিষয় বিলক্ষণ স্পষ্টরূপে অবধারিত করিয়াছেন ঃ—

প্রথমতঃ, যদি কোন পক্ষ দখলীকার থাকিয়া পশ্চাৎ তাহার দখলের প্রতি প্রকৃত রূপে ব্যাঘাত কিম্বা কোন কর্ম্মের গতিকে ঐ রূপ ব্যাঘাতের সূত্র হওয়ান কি তাহার বেদখল হওনের আশঙ্কা হেতু সে ঐ রূপ দখলীকার থাকার বুনিয়াদে নিজ দখলের স্বত্ত্ব আদালত কর্ত্তৃক ব্যক্ত করাইবার জন্য নালিশ উপস্থিত করে তবে ঐ রূপ মোকদ্দমায় সে যে দখলের স্বত্ত্ব ব্যক্ত করাইবার জন্য নালিশবন্দ তাহা তাহার দখলের বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করায় ঐ দখল যথার্থ থাকার প্রমাণই বিশেষ প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ যে মোকদ্দমায় কোন এক পক্ষ কোন এক অধিকারের কথা উত্থাপন করিয়া সেই অধিকারানুসারে যথার্থ দখলীকার থাকা ও পশ্চাৎ বেদখল হওয়ার প্রসঙ্গে নালিশবন্দ হয় ও প্রতিবাদী বাদির বিপরীত এক অধিকারের উল্লেখ করিয়া তদনুসারে ক্রমশঃ প্রকৃত ও বাদির বিরুদ্ধকর দখল রাখার ওজর করে সে স্থলে কথিত বেদখল বাদির নালিশের সূত্র হেতু ও তজ্জন্য তাহাই মূল ব্যাপার বশতঃ বাদীকে ঐ বেদখল হওয়ার বিষয় অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবেক।

তৃতীয়তঃ যে স্থলে এক পক্ষে কোন এক অধিকার ও তদনুসারে যথার্থ দখল থাকা ও পশ্চাৎ বেদখল হওয়ার কথার উল্লেখ হয় ও পক্ষান্তরে প্রতিবাদী বাদির বর্ত্তমান অধিকার অস্বীকার কি বাদির বিপরীত কোন দখলের প্রসঙ্গ করে না ও যে স্থলে ঐ কারণ বশতঃ তামাদির আইন ঘটিত কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে না সে স্থলে যদিও নালিশী আরজীতে অধিকার সম্বন্ধ সাধারণ হেতুর সহিত দখল ও বেদখলের কথার উল্লেখ করে তথাপি ঐ দখল ও বেদখলের বৃত্তান্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় নহে ও তদ্বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক।

তিলকধারী সাহু প্রভৃতির বিরুদ্ধে বাবু জগৎপতি সিংহের মোকদ্দমায় এ আদালত ১৮৫১ সালের ১০ মার্চ তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহাতে ঐ প্রথম বিষয়ের স্পষ্ট ১৮৫১ সালের রিপোর্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও ঐ বিষয়ের কোন নজীর না থাকিলেও ঐ নিয়ম ন্যায় থাকা হেতু তাহা স্বভাবতই সকলের গ্রহণীয় হইত।

বহির ১৩১ পৃষ্ঠায় দৃষ্টি কর।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ৫ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্‌
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৬ সালের ১০৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি খরকির মুনসেফ শ্রীযুক্ত জলালুদ্দীন হোসেন খাঁর ১৮৫৩ সাল ৩০ আগষ্ট তারিখের এক ডিক্রী পরিবর্ত্তন করিয়া সদর পাটনার একটিং জজ্‌ শ্রীযুক্ত জি, ডি, উইল কিনস সাহেব ১৮৫৫ সালের ৪ জুন তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মেং জি, মিলর (বাদী)——————————আপেলান্ট।
গঙ্গা সিংহ ও বটু সিংহ (প্রতিবাদীগণ)——————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মুনসী আমীর আলী——————————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু অনুকূল মুখোপাধ্যায়——————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

শ্রীযুক্ত এ. ডিক ও শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ১৯ ফিব্রোয়ারি তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"নথী দৃষ্টে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে জজ্‌ সাহেব আপীলে এই মোকদ্দমার তদন্ত পক্ষে এক প্রসিদ্ধ ভুল করিয়াছেন যথা বাদির দাবি যাহা প্রথম আদালতে ডিক্রী হয় তাহার এক অধিকাংশ কোনমতে প্রণিধান করিতে জজ সাহেব ছাড়িয়া গিয়াছেন অতএব জজ্‌ সাহেবের এ ফয়সলা অন্যথা হওয়া উচিত কি না ইহাই বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি"।

জজ সাহেবের তদন্তের কোন দোষ প্রকাশ না পাইবায় খরচা সমেত এই মোকদ্দমার আপীল ডিস্‌মিস হইল।

বিচার।

বাদী নকদী ভূমী ১৭৸১ ও ভাওয়ালী ভূমী ১/১॥ বিঘার খাজানার নিমিত্ত নালিশ করে। আম্‌ ইত্যাদি যে সকল ফলের বৃক্ষের উৎপন্নের প্রতি বাদী দাবি করে সে সকল উক্ত ভাওয়ালী ভূমীর উপর ছিল। জজ্‌ সাহেব অবধারণ করেন যে যেকএক সনের উৎপন্নের দাবি করা হইয়াছে সে কএক সন পর্য্যন্ত কোন ভাওয়ালী আবাদ যে হইয়াছিল তাহা দৃষ্ট হইতেছে না তাহাতে তিনি প্রতিবাদীগণের স্বীকার মতে শুদ্ধ নকদী ভূমীর খাজানার ডিক্রী বাদীকে দেন। জজ্‌ সাহেবের তদন্তের কোন দোষ আমরা দেখিতেছি না, এবিধায়ে খরচা সমেত এই আপীল আমরা ডিস্‌মিস্‌ করি ইতি।

সেই দুই ব্যক্তি ঐ ব্যাপার অস্বীকার করিয়া কহে যে ঐ ৫৩ কাঠা ভূমি তাহাদিগের বিষয় ও তাহা বাদিনীর নহে ও যে তাহারা ঐ বিষয় জন্য প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এই সকল বিবরণ অনুযায়ী আমার দৃষ্ট হইতেছে যে বাদিনী আপন মৃত পুত্রগণের উত্তরাধিকারিণী স্বরূপ অধিকার সূত্রে ও ঐ জমীতে আপন দখল ও পশ্চাৎ বেদখল হওয়ার উপলক্ষে বিরোধীয় ভূমির জন্য নালিশবন্দ, প্রতিবাদীগণ তাহাদিগের বাদিনীর বিরুদ্ধকর নিজের কোন মালিকী স্বত্ব থাকার প্রসঙ্গ করেনা, কিন্তু তাহারা কহে যে তাহারা ইজারা সূত্রে ঐ নালিশী ভূমির কতকাংশ কোন পক্ষ দিগের নিকট প্রাপ্ত হয় কিন্তু সেই পক্ষরা ঐ ব্যাপার অস্বীকার করে ও অবশিষ্টাংশ বাদিনীর পুত্রের নিকট প্রাপ্ত হয় ও যে তাহারা এ ইজারা সূত্রে দখলীকার আছে।

প্রতিবাদীগণ যে বাদিনীকে বাঙ্গালা ১২৫২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাহায় বেদখল করিয়াছিল, বাদিনী সুদ্ধ তাহা প্রমাণ করিতে না পারায় প্রধান সদর আমীন তাহার দাবি ডিস্‌মিস্‌ করেন।

এ মোকদ্দমার উভয় পক্ষের বাদানুবাদ সম্বন্ধে প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা আসল বিষয়ে অসম্পূর্ণ হইয়াছে কি না তাহা মীমাংসা কারণ উপস্থিত খাস আপীল গ্রাহ্য হইয়াছে।

এ আদালত পশ্চাল্লিখিত তিন বিষয় বিলক্ষণ স্পষ্টরূপে অবধারিত করিয়াছেন :—

প্রথমতঃ, যদি কোন পক্ষ দখলীকার থাকিয়া পশ্চাৎ তাহার দখলের প্রতি প্রকৃতরূপে ব্যাঘাত কিম্বা কোন কর্ম্মের গতিকে ঐ রূপ ব্যাঘাতের সূত্র হওয়ায় কি তাহার বেদখল হওনের আশঙ্কা হেতু সে ঐ রূপ দখলীকার থাকার বুনিয়াদে নিজ দখলের স্বত্ব আদালত কর্ত্তৃক ব্যক্ত করাইবার জন্য নালিশ উপস্থিত করে তবে ঐ রূপ মোকদ্দমায় সে যে দখলের স্বত্ব ব্যক্ত করাইবার জন্য নালিশবন্দ তাহা তাহার দখলের বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করায় ঐ দখল যথার্থ থাকার প্রমাণই বিশেষ প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ যে মোকদ্দমায় কোন এক পক্ষ কোন এক অধিকারের কথা উত্থাপন করিয়া সেই অধিকারানুসারে যথার্থ দখলীকার থাকা ও পশ্চাৎ বেদখল হওয়ার প্রসঙ্গে নালিশবন্দ হয় ও প্রতিবাদী বাদির বিপরীত এক অধিকারের উল্লেখ করিয়া তদনুসারে ক্রমশঃ প্রকৃত ও বাদির বিরুদ্ধকর দখল রাখার ওজর করে সে স্থলে কথিত বেদখল বাদির নালিশের সূত্র হেতু ও তজ্জন্য তাহাই মূল ব্যাপার বশতঃ বাদীকে ঐ বেদখল হওয়ার বিষয় অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবেক।

তৃতীয়তঃ যে স্থলে এক পক্ষে কোন এক অধিকার ও তদনুসারে যথার্থ দখল থাকা ও পশ্চাৎ বেদখল হওয়ার কথার উল্লেখ হয় ও পক্ষান্তরে প্রতিবাদী বাদির বর্ত্তমান অধিকার অস্বীকার কি বাদির বিপরীত কোন দখলের প্রসঙ্গ করে না ও যে স্থলে ঐ কারণ বশতঃ তামাদির আইন ঘটিত কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে না সে স্থলে যদিও নালিশী আরজীতে অধিকার সম্বন্ধ সাধারণ হেতুর সহিত দখল ও বেদখলের কথার উল্লেখ করে তথাপি ঐ দখল ও বেদখলের বৃত্তান্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় নহে ও তদ্বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক।

তিলকধারী সাহু প্রভৃতির বিরুদ্ধে বাবু জগৎপতি সিংহের মোকদ্দমায় এ আদালত ১৮৩১ সালের ১০ মার্চ তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহাতে ঐ প্রথম বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও ঐ বিষয়ের কোন নজীর না থাকিলেও ঐ নিয়ম ন্যায় থাকা হেতু তাহা স্বভাবতই সকলের গ্রহণীয় হইত।

১৮৩১ সালের রিপোর্ট বহির ১৩১ পৃষ্ঠায় দৃষ্টি কর।

করে তথাপি ঐ দখল ও বেদখলের বৃত্তান্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় নহে ও তদ্বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক। এ মোকদ্দমার বিবরণ সকলের কতকাংশ উপরের নির্দিষ্ট প্রথম নিয়ম ও কতকাংশ দ্বিতীয় নিয়ম অনুযায়ী থাকাতে মোকদ্দমা এই কারণ জন্য ফেরৎ পাঠান হইল যে প্রধান সদর আমীন উচিত হইছিল করিয়া আদালতের উপরের অবধারিত নিয়ম সকল যে পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমায় সংলগ্ন হয় তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে মোকদ্দমার পুনস্তদন্ত করেন।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ৫ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব ⎫
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব ⎬ একটিং জজ্
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব ⎭

১৮৫৬ সালের ১০৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি ঘরহির মুনসেফ শ্রীযুক্ত জলালুদ্দীন হোসেন খাঁর ১৮৫৪ সাল ৩০ আগষ্ট তারিখের এক ডিক্রী পরিবর্ত্তন করিয়া সদর পাটনার একটিং জজ্ শ্রীযুক্ত জি, ডি, উইল কিনস সাহেব ১৮৫৫ সালের ৪ জুন তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মেং জি, মিলর (বাদী)——————————আপেলান্ট।
গঙ্গা সিংহ ও বটু সিংহ (প্রতিবাদীগণ)——————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মুন্সী আমীর আলী——————————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
বাবু আশুতোষচট্টোপাধ্যায় ও বাবু অনুকূল মুখোপাধ্যায়—————— ⎫ রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ। ⎭

শ্রীযুক্ত এ. ডিক ও শ্রীযুক্ত জে. এইচ, প্যাটন সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ১৯ ফিব্রুবারি তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"নথী দৃষ্টে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে জজ্ সাহেব আপীলে এই মোকদ্দমার তদন্ত পক্ষে এক প্রসিদ্ধ ভুল করিয়াছেন যথা বাদির দাবি যাহা, প্রথম আদালতে ডিক্রী হয় তাহার এক অধিকাংশ কোনমতে প্রণিধান করিতে জজ্ সাহেব ছাড়িয়া গিয়াছেন অতএব জজ্ সাহেবের এ ফয়সলা অন্যথা হওয়া উচিত কি না ইহাই বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি"।

জজ সাহেবের তদন্তের কোন দোষ প্রকাশনা পাইবায় খরচা সমেত এই মোকদ্দমার আপীল ডিস্‌মিস হইল।

বিচার।

বাদী নকদী ভূমী ১৭৵১ ও ভাওয়ালী ভূমী ১৵১॥ বিঘার খাজানার নিমিত্ত নালিশ করে। আম ইত্যাদি যে সকল ফসের বৃক্ষের উৎপন্নের প্রতি বাদী দাবি করে সে সকল উক্ত ভাওয়ালী ভূমীর উপর ছিল। জজ্ সাহেব অবধারণ করেন যে যেকএক সনের উৎপন্নের দাবি করা হইয়াছে সে কএক সন পর্য্যন্ত কোন ভাওয়ালী আবাদ যে হইয়াছিল তাহা দৃষ্ট হইতেছে না তাহাতে তিনি প্রতিবাদীগণের স্বীকার মতে শুদ্ধ নকদী ভূমীর খাজানার ডিক্রী বাদীকে দেন। জজ্ সাহেবের তদন্তের কোন দোষ আমরা দেখিতেছি না, এবিধায়ে খরচা সমেত এই আপীল আমরা ডিস্‌মিস্ করি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ৫ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব	একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব	
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব	

১৮৫৬ সালের ১৮১ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা নদীয়ার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু রামলোচন ঘোষের ১৮৫২ সাল ২৪ জুলাই তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া ঐ জেলার জজ্ শ্রীযুক্ত এ. জোনস্ সাহেব ১৮৫৪ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

দুর্গাচরণ বিশ্বাস (বাদী)——————আপেলাণ্ট।

মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী বরদাসুন্দরী দেবী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ——————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ কোন উকীল নাই।

অবধারিত হইল যে বন্ধকদাতা ইচ্ছা করিলে অপরাপর বন্ধকদারের সম্মতি ব্যতীত আপন উদ্ধারের স্বত্ব পরিত্যাগ করিতে এবং বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধক গ্রহীতাকে একেবারে হস্তান্তর করিতে পারে। যে স্থলে ঐ খরিদদারের বন্ধকী কওয়ালার তারিখের পূর্ব্বের অন্যে বন্ধকী কওয়ালা থাকে সে স্থলে পূর্ব্বের কওয়ালার দায় গ্রহণমতে সেই সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইবে কিন্তু যে স্থলে ঐ বন্ধক পরের তারিখের হয় সে স্থলে প্রথম বন্ধক

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৫ সালের ১৬ মার্চ তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"১৮৫৩ সালের জেলা নদীয়ার রিপোর্ট বহির ৭৬ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

"এই বিষয় বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি যে এক বন্ধকদাতা ১২৪৮সালে বাদীকে এক কওয়ালা লিখিয়া দিয়া পুনরায় ১২৫০সালে মহেশচন্দ্রকে সে দ্বিতীয় কওয়ালা লিখিয়া দিতে পারে কি না, যদিস্যাৎ না দিতে পারে এমত হয় তাহা হইলে ইহাই নিষ্পত্তি করা আবশ্যক যে মহেশচন্দ্রের ১২৪৬ সালের দলীল যাহা জজ সাহেব অকৃত্রিম বলিয়া গণ্য করিয়াছেন তদনুযায়ী সে ব্যক্তির দাবি পরিশোধ করিবার করারে বাদী দখল পাইতে পারে কি না"।

বিচার।

১২৪৮ সালের এক কট কওয়ালা প্রমাণ যে একটা অধীন হকুক বন্ধক দেওয়া হয় তাহা দখলের নিমিত্ত বয়বাৎজারির পরে এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে। প্রতিবাদী, যে ব্যক্তি দখলীকার আছে সে কহে যে ঐ হকুক ইতিপূর্ব্বে ১২৪৬ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখে তাহার নিকট বন্ধক দেওয়া হয় ও এই বন্ধকদাতা ১২৫০ সালের ১৫ পৌষ তারিখের কর্জ্জা টাকার নিমিত্ত যে সম্পত্তি সে পূর্ব্বে কট কওয়ালায় বন্ধক রাখিয়াছিল তাহা খোশ কওয়ালায় তাহাকে বিক্রয় করে। জজ সাহেব অবধারণ করেন যে ১২৪৬ ও ১২৫০ সালের দলীল সকল প্রসিদ্ধ বটে আরও বলেন যে প্রতিবাদির দখল সপ্রমাণ হইয়াছে, তিনি বিবেচনা করেন যে ১৮৫০ সালের ব্যাপার প্রমাণ ১২৪৬ সালের কট কওয়ালা সম্পূর্ণ হইয়াছিল ও তাহার প্রতি আপত্তি করা হইতে পারে না। এবিধায়ে তিনি বাদির মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করেন।

আমাদিগের অভিপ্রায়ে এই বন্ধকদাতা ইচ্ছা করিলে আদালতের সহায়তা ব্যতিরেকে আপন উদ্ধারের স্বত্ব পরিত্যাগ করিতে এবং বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধক গ্রহীতাকে একেবারে হস্তান্তর করিতে যে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এরূপ হস্তান্তর করা কোন আইনের বিরুদ্ধ নহে, সুতরাং বিক্রয়, দান অথবা অন্য কোন রকমে যে কোন ব্যক্তিকে সে ইচ্ছা করে আপন মালিকীস্বত্ব সেই ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিবার প্রতি তাহার ক্ষমতা পক্ষে ১৭৯৩ সালের ১ আইন ৯ ধারা চূড়ান্ত হইতেছে। যে স্থলে সেই খরিদারের বন্ধকী কওয়ালার তারিখের পূর্ব্বের অন্যের বন্ধকী কওয়ালা থাকে সেস্থলে পূর্ব্ব কওয়ালার দায় গ্রহণ মতে সেই সম্পত্তি যে হস্তান্তরিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু বর্ত্তমান মোকদ্দমার ন্যায় যেস্থলে বন্ধক পরের তারিখের হয় সুতরাং প্রথম বন্ধকের অধীন হয় সেস্থলে প্রথম বন্ধক যাহাতে বয়নাতের ডিক্রির সমুদয় ফল আছে তৎপ্রমাণ বন্ধকদাতা আপন উদ্ধারের স্বত্ব পরিত্যাগ করিলে তদ্দ্বারা দ্বিতীয় বন্ধকগ্রহীতা একেবারে বহিষ্কৃত হইতেছে ও ঐ ভূমীর প্রতি তাহার স্বত্বের শেষ হইতেছে। আমাদিগের বন্ধক সংক্রান্ত আইন সকলে এমত কিছু লেখে না যে বন্ধকদাতা ও তাহার আইনানুযায়ী প্রতিনিধিগণ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও প্রতি বয়বাৎজারির নোটিস দেওয়া আবশ্যক, ১৮৫৩ সালের সদরের রিপোর্ট বহির ৮৮০ পৃষ্ঠার লিখিত ডিবরেণ সাহেবের বিরুদ্ধে ক্যাম্বেল সাহেবের মোকদ্দমায় অবধারিত হইয়াছে যে ঐ সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে দ্বিতীয় বন্ধক গ্রহীতা গণ্য হইতে পারে না, অতএব এস্থলে দ্বিতীয় বন্ধকগ্রহীতা প্রতিবাদী কর্ত্তৃক বয়বাতের নোটিস জারির প্রতি জেদ করিতে পারে না এবং যখন বন্ধকদাতা প্রথম বন্ধকগ্রহীতাকে আপন উদ্ধারের স্বত্ব পরিত্যাগ করিবার পরে ভিন্ন দ্বিতীয় বন্ধকগ্রহীতার বয়বাৎ সিদ্ধ হয় নাই তখন উক্ত কার্য্য হইতে কোন ফল লাভের দাবি সে ব্যক্তি কখনই করিতে পারে না। এবিধানে আমরা এই আপীল ডিস্মিস্ করিয়া খরচা সুদ্ধা অধীন আদালতের ফয়সলা বাহাল রাখি ইতি।

যাহাতে বয়নাতের ডিক্রির সমুদয় ফল আছে তৎপ্রমাণ বন্ধক দাতা আপন উদ্ধারের স্বত্ব পরিত্যাগ করিলে তদ্দ্বারা দ্বিতীয় বন্ধক গ্রহীতা একেবারে বহিষ্কৃত হইতেছে এবং উক্ত ভূমার প্রতি তাহার স্বত্বের শেষ হইতেছে।

বন্ধকদাতা এবং তাহার আইন অনুযায়ী প্রতিনিধিগণ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও প্রতি বয়নাৎ জারির নোটিস দিবার আবশ্যক করে না। যেহেতু দ্বিতীয় বন্ধক গ্রহীতা উহার দিগের মধ্যে গণ্য হয় না। খাস আপীল ডিসমিস হইল এবং খরচা সুদ্ধা অধীন আদালতের ফয়সলা বাহাল হইল।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ৬ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেব জজ।
শ্রীযুক্ত জে, এস, টৈরেনস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৬ নম্বরী দরখাস্ত।

১৮৫২ সালের ৫৬৮ নম্বরী মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস, শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব ১৮৫৬সালের ১৮ ফিব্রুয়ারি তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত।

সাধচরণ পাণ্ডে (রেস্পাণ্ডেণ্ট)——————দরখাস্তকারী।
মোসম্মাৎ সাঙ্কু বিবী প্রভৃতি (আপেলাণ্টগণ)——প্রতিপক্ষ।
বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়——————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।
প্রতিপক্ষের কোন উকীল নাই।

বিচার পুনর্দৃষ্টির দরখাস্তের হেতুসকল অযথেষ্ট হওয়ায় তাহা অগ্রাহ্য হইল।

রিপোর্ট বহির ৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিত গত ফিব্রুয়ারি মাসের ১৮ তারিখে নিষ্পন্ন জাবেতা আপীলের রেস্পাণ্ডেণ্ট সেই ফয়সলার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় ঐ দরখাস্ত করিয়া তাহার পোষকতায় এই তিনটা স্বতন্ত্র হেতু দর্শাইতেছে।

প্রথম দরখাস্তকারী ওজর দেয় যে বাদিনী সাঙ্কু বিবী প্রতিবাদীগণের জামিন হওয়া প্রযুক্ত তাহার যে সম্পত্তি বিক্রয় হয় তাহার মূল্য ফেরৎ পাইবার জন্য বাদিনী যে নালিশ করে তাহা গ্রাহ্যযোগ্য নহে যেহেতু কোন লিখিত একরারনামার উপর নির্ভর করে সেই দাবি হয় নাই কিন্তু এই ওজর পূর্ব্বে উত্থাপন করা হয় নাই এবং এই নালিশ যাহাতে প্রতিবাদী ও যে ব্যক্তির জামিন বাদিনী হয় তাহাদিগের মধ্যে … থাকা বলা হইয়াছে তাহার সূত্রের নিমিত্ত বাদিনীর দায়ের বোধ স্বরূপে কোন … একরারনামা যে আবশ্যক আমরা এমত বিবেচনা করি না, এই দুই কারণে আমরা এই ওজর অগ্রাহ্য করি।

দরখাস্তকারির দ্বিতীয় ওজর এই যে সে একটা নজীর উল্লেখ করিয়া কহে যে সুদ্ধ মোহরের ঐক্য হইলেই কোন দলীলের সিদ্ধতা ন্যায় সঙ্গত রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে। তৃতীয় ওজর এই যে প্রতিবাদী দরখাস্তকারির ওজর দেওয়া জাড়ের বিবেচনা স্থলে তাহার প্রতিকূলে বাদিনীর দিতে চাওয়া প্রমাণের প্রতিও প্রণিধান করা কর্ত্তব্য ছিল কিন্তু এই সকল ওজরে আমরা বিচার পুনর্দৃষ্টির কোন হেতু না দেখিয়া এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ৬ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব — জজ্।
শ্রীযুক্ত জে, এস্ টরেনস্ সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৪৮ নম্বরী দরখাস্ত।

১৮৫৩ সালের ১১৩ নম্বরী মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স, শ্রীযুক্ত জে. এস. টরেন্স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবান ১৮৫৬ সালের ২৬ ফিব্রুয়ারি তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রভৃতি (রেস্পা. ..গণ)——দরখাস্তকারীগণ।
মোসম্মাৎ কুমারী দেবী (আপেলাণ্ট)——প্রতি পক্ষ।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়——দরখাস্তকারীগণের পক্ষ উকীল।
প্রতি পক্ষের কোন উকীল নাই।

কোন হেতু দর্শিত না হওয়ায় বিচারের পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় যে দরখাস্ত করা হয় তাহা অগ্রাহ্য হইল।

প্রথম আদালত ১২ বৎসরের মধ্যে দখলের কোন প্রমাণ বাদিনী দর্শাইতে পারে নাই দেখিয়া কিন্তু প্রতিবাদির বহুকাল অবধি অবিবাদে দখল সপ্রমাণ হইয়াছিল অবধারণ করিয়া বাদিনীর নালিশ ডিস্‌মিস্ করিবায় বিচার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় এই দরখাস্ত করা হইতেছে। দরখাস্তকারী ওজর দেয় যে এ আদালত মোকদ্দমার গুণাগুণ বিচারে অধীন আদালতের হুকুম অন্যথা করিয়াছেন এবং কহে যে এরূপ হুকুম দিবার পূর্ব্বে গুণাগুণ বিচার জন্য মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান উচিত ছিল।

অধীন আদালতের ফয়সলা দৃষ্টে আমরা অবধারণ করি যে শুদ্ধ তামাদী আইন মূলে এই নালিশ যে ডিস্‌মিস্ হইয়াছিল তাহা স্থির করায় দরখাস্তকারির ভুল হইতেছে। জজ্ সাহেব সর্ব্বতোভাবে এই মোকদ্দমার গুণাগুণের উপর বিচার করিয়াছেন এবং দখলের বিষয়ে উভয় পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করিয়া ও বিবেচনা করিয়া দাবি ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন। বাদিনীর প্রমাণ দ্বারা তাহার শ্রেষ্ঠ স্বত্ব অনুযায়ী দখল সপ্রমাণ হইয়াছে এবং যে হকুক প্রতিবাদীগণ বাদিনীর অধীনে দাবি করে তাহার সিদ্ধতা তাহারা সপ্রমাণ করিতে পারে নাই অবধারণ করিয়া এ আদালত জজ্ সাহেবের ফয়সলা অন্যথা করিয়াছেন।

এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ৬ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস্ সাহেব জজ্।
শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেনস্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব } একটিং জজ্।

১৮৫৬ সালের ৪৯ নম্বরী দরখাস্ত।

১৮৫৩ সালের ২৫২ নম্বরী মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত এ. স্কোনস, শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবান ১৮৫৬ সালের ২৫ ফিব্রুয়ারি তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত।

মেং আর, মার্টি (আপেলাণ্ট)———————দরখাস্তকারী।
চন্দ্রমণি দেবী (রেস্পাণ্ডেণ্ট)———————প্রতিপক্ষ।
বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ও মেং আর, টি, এলান--দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ———————প্রতিপক্ষের উকীল।

অবধারিত হইল যে মোকদ্দমা আপীলে উপস্থিত থাকা কালীন যে প্রমাণগ্রহণ করায় আদালত আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই সেই মোকদ্দমা বিচারের পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় উপস্থিত হইলে তাহাতে সেইপ্রমাণ গ্রহণ করিতে দেওয়া অন্যায়।

প্রতিবাদী আপেলাণ্ট অধীন আদালতে এই হেতুতে এই মোকদ্দমার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনা করিবার মানস জানায় যে অযথেষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভর মতে এ আদালত এই মোকদ্দমা তাহার বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করিয়াছেন অর্থাৎ এরূপ প্রমাণ যাহা এ আদালতের সচরাচর ব্যবহার অনুযায়ী একটা অবধারণের পোষকতায় যথেষ্ট বিবেচিত হয় না।

প্রতিবাদী বাদিনীর স্বামী কেশবচন্দ্র আচার্য্যকে যে এককেতা খত লিখিয়া দেয় তাহার দরুণ পাওনা টাকার নিমিত্ত বাদিনী এই নালিশ উপস্থিত করে। প্রতিবাদী মজকুর ঐ খত লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করিয়া কহে যে কেশবচন্দ্র কেবল নাম মাত্র মহাজন ছিল, কেশবচন্দ্রের খুল্লতাত-রামগতি আচার্য্য টাকা কর্জ্জ দেয়।

এই সকল ওজরাতের দ্বারা প্রমাণের ভার প্রতিবাদির প্রতি নিক্ষিপ্ত হইবায় আপীলে উত্থাপিত বিষয়ের যে প্রমাণ উকীল উল্লেখ করেন তাহা সম্পূর্ণ বিবেচনায় আদালত রায় দেন যে খতের লিখিত সর্ত্ত সকল যদ্দ্বারা প্রতিবাদী মজকুর কেশবচন্দ্রকে টাকা দিতে আবদ্ধ ছিল তদনুযায়ী সে জনার সম্পূর্ণ দায় হইতে মুক্ত হওন পক্ষে উল্লেখিত প্রমাণের দ্বারা কিছুই সপ্রমাণ হয় নাই।

দরখাস্তকারির একজন উকীল আমাদিগের নিকট এখন কহিতেছেন যে ১৮৫৩ সালের ১৯ আইন অনুযায়ী, তাহার মওক্কেলের প্রমাণ এক্ষণে গ্রহণ করিলে উক্ত ব্যাপারের যথার্থ রকম প্রকাশ পাইবে, আর একজন উকীল আদালত সমক্ষে কহিলেন যে উক্ত ব্যাপারের সহিত রামগতির কোন সংশ্রব থাকার কথা বিচার করিতে এ আদালত অস্বীকার করিয়াছেন।

পূর্ব্বে যে ফয়সল হইয়াছে তাহা অন্যথা পক্ষে কোন

আমাদিগের বিবেচনায় বর্ত্তমান মোকদ্দমার ন্যায় কোন মোকদ্দমায় যাহা সূক্ষ্ম পুনর্দৃষ্টির নিমিত্ত আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছে তাহা আপীলে এ আদালতে উপস্থিত হওন কালীন যে প্রমাণ গ্রহণ করা আদালত আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই সেই

প্রমাণ এক্ষণে গ্রাহ্য করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, আর আমরা বিবেচনা করি যে আদালতে উপস্থিত ব্যাপার ঘটিত একটা বিষয় বিচার না করার বিষয়ে দরখাস্তকারির উকীল যে কথা কহিলেন তাহা এই মোকদ্দমার ফয়সলার শামিল নহে।

অতএব পূর্ব্বে হওয়া ফয়সলা অন্যথা করিবার প্রতি কোন যথেষ্ট হেতু দর্শিত না হইবার খরচা সুদ্ধা এই দরখাস্ত আমরা অগ্রাহ্য করি ইতি।

যথেষ্ট হেতুঅপ্রাপ্তে বিচারের পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ৮ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব }
শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেব একটিং জজ্।

১৮৫৩ সালের ১৩২ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ২৪ পরগণার জজ্ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, জে, এইচ, মনি সাহেবের ১৮৫৩ সাল ২১ মার্চ তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে জারেতা আপীল।

রামচন্দ্র পালচৌধুরী প্রভৃতি (বাদীগণ)———আপেলান্টগণ।
পঞ্চু মণ্ডল প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মেং আর, টি, এলান—আপেলান্টগণের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও মুন্সী আমীর আলী—রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

কোং ১১৯২৩৸৶১৫ টাকার দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত হয়।

১৮৫৫ সালের ৮ মে তারিখে এই মোকদ্দমা এ আদালতে নিষ্পন্ন হয়, পরে সেই বিচারের পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত করা হইলাম ঐ সালের ১৯ আগষ্ট তারিখে তাহা গ্রাহ্য হইয়া মোকদ্দমা পুনরায় শুনানির নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে।

১৮৫১ সালের ৫ ফিব্রুয়ারি তারিখে ২৪ পরগণার জজ সাহেব বিচার করেন তাহাতে তিনি কহেন যে কোন পাট্টা অথবা করারপত্র না থাকা প্রযুক্ত কদিমী রাইয়তী জমা হইতে প্রতিবাদীগণকে বেদখল করিবার জন্য এবং গত নয় সনের বাকী খাজানার নিমিত্ত এই নালিশ করা হয়, ঐ বাকী বেশী জমা সালিয়ানা ১০০৮।।৪ টাকার হিসাবে গণনা হয় যেহেতু ইস্তক ১১২১ নাগাএদ ১২৩০ নয় সনের এক পাট্টা অনুযায়ী ৫৪৭।০ টাকা পূর্ব্বে জমা থাকে। কোন নূতন পাট্টা ব্যতীত ১২৫৭ সাল পর্য্যন্ত সেই জমা বলবৎ ছিল এবং তাহা পিতা ও পুত্র পরং দিয়া আসিয়াছিল।

একজন রাইয়ত যে ব্যক্তি প্রতিবাদী ছিল তাহার জমা হইতে বেদখল করিবার এক নালিশে অবধারিত হইল যে তামাদী আইন খাটে না যেহেতু প্রতিবাদীআ-

পর পিতার উত্তরাধিকারির মতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত স্বয়ং দখলীকার ছিলনা। ঐ ব্যক্তি মৌরসী জমা প্রমাণ বিবাদী ভূমী দখল করণ পক্ষে যে কদিমী রাইয়ত ছিলতাহা সপ্রমাণ হওয়ায় বেদখলের দাবি অগ্রাহ্য হইল।

উপরোক্ত জজ্ সাহেব অবধারণ করেন যে বর্ত্তমান নালিশে প্রতিবাদীগণের দখল অন্যথা করা ন্যায়সঙ্গত নহে কারণ বাদী মজকুর খাজানা গ্রহণ করায় প্রতিবাদীগণের পিতার দখলের স্বত্বে তাহাদিগকে কাএম রাখা গণ্য করিতে হইবে আর জমা বৃদ্ধির নিমিত্ত আইনের লিখিত কার্য্য সকল করা হয় নাই বলিয়া খরচা মুদ্ধা বাদির দাবি ডিস্মিস্ হয়।

বাদী অত্র আদালতে আপীল করিলে ১৮৫২ সালের ২৭ জুলাই তারিখে এই হেতুতে এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান হয় যে এ মোকদ্দমার ইশুর স্থল না হওয়া প্রযুক্ত বিবাদী ভূমী হইতে প্রতিবাদীকে বেদখল করণ পক্ষে বাদির স্বত্বের বিষয় বিচার না করায় অধীন আদালত ভুল করিয়াছিলেন যেহেতু উক্ত বিষয় বাস্তবিক প্রধান ইশু ছিল।

২৪ পরগণার জজ সাহেব পুনরায় ঐ মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করেন কেননা তিনি বিবেচনা করেন যে ১৮৪৭ সালের ১১ সেপ্তেম্বর তারিখে সদর আদালতে নিষ্পন্ন জানব্রাডরিক প্রভৃতির মোকদ্দমা নজীর অনুযায়ী প্রতিবাদীগণের দখল অন্যথা করা হইতে পারে না আর ১৮১২ সালের ৫ আইন ৯ ধারার লিখিত কথা সকলের বিরুদ্ধ নোটিস হওয়া প্রযুক্ত জমা বৃদ্ধির দাবিও তিনি অগ্রাহ্য করেন।

পুনরায় বাদী অত্র আদালতে আপীল করিবায় ১৮৫৩ সালের ৮ মে তারিখে অবধারিত হয় যে তামাদী আইন সুরৎ প্রতিবাদির জমা হইতে তাহাকে বেদখল করিবার এবং সেজন্যর কথিত বেআইন দখলের সময়ের ওয়াসিলাৎ পাইবার নালিশের বাধা হইতেছে।

পরে সেই ফয়সলার পুনদৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলে ১৮৫৫ সালের ২০ আগষ্ট তারিখে বিচারপতিগণ কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত রায় সকল লেখা হয়।

শ্রীযুক্ত এ, ডিক সাহেবের রায়। "এই পুনদৃষ্টির দরখাস্ত গ্রাহ্য করিবার কোন কারণ আমি দেখিতেছি না। অত্র মোকদ্দমায় যে বিষয় নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা বিচারার্থে একটা মোকদ্দমা কামাল এজ্লাসে সোপরদ্দ হইয়াছিল অর্থাৎ এই নালিশের বিষয়ের ন্যায় স্বত্ব সকলের প্রতি তামাদী আইন খাটে কি না এই ওজর দেওয়া হইতেছে।

"আমি অবধারণ করি যে এই ওজর বিচার পুনদৃষ্টির কোন হেতু হইতেছে না কি এই বিষয় পরে কামাল এজ্লাসে একরায়ে ইহার বিপরীত নিষ্পত্তি হইলেও তাহা কোন হেতু হইবে না। বর্দ্ধমানের মহারাজার মোকদ্দমায় প্রিবী কৌন্সেলের নিষ্পত্তি ওজরে খাস কমিসনরের আদালতে বিস্তর পুনদৃষ্টির দরখাস্ত দাখিল হইয়াছে ও সে সকল এই হেতুতে অগ্রাহ্য হইয়াছে যে পরে হওয়া প্রধান আদালতের ফয়সলা হইলেও তদ্দ্বারা পূর্ব্বে হওয়া ফয়সলার হানি জন্মাইতে পারে না, অতএব পুনদৃষ্টির প্রার্থনার বিশিষ্ট হেতু বলিয়া এরূপ ওজর গ্রহণ করিলে পূর্ব্বে হওয়া ফয়সলা সকলকে অস্থায়ী করা হয় কারণ পুনদৃষ্টির দরখাস্ত দাখিল করিবার প্রতি কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই।

"আমি এই মোকদ্দমার যে নিষ্পত্তি করি তাহা নথী প্রমাণ আপত্তি বর্জ্জিত ঘটনা সকল সূত্রে ও ঐ ঘটনা সকলের প্রতি আইন খাটাইয়া করিয়াছি।

"আমার নিষ্পত্তিতে লিখিত ঘটনা সকল সম্বন্ধে কি তাহাতে উল্লেখিত আইন সকল খাটান বিষয়ে কোন ভুল যে হইয়াছিল তাহা দর্শাইতে কোন চেষ্টা করা হয় নাই"।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ সাহেবের রায়। "আমার বিবেচনায় এই দরখাস্ত গ্রাহ্য হওয়া উচিত কারণ যখন তামাদী আইন অনুযায়ী এই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে তখন প্রতিবাদীগণের হকের রকম ও তৎসম্লিষ্ট তামাদী আইন খাটা না খাটা বিবেচনা

আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে তাহাদিগের ঐ স্বত্ত্ব ও দখল স্বীকার করণই আরজির সপষ্ট অভিপ্রায় আর রণমণি দাসীর এজ্‌হার, ও শম্ভুচন্দ্র যে বাক্তি ৪ আক্টের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি অনুসারে কোন রূপ দখল প্রাপ্ত হয় নাই তাহাকে যে হস্তান্তর করা হয় উল্লেখ হইয়াছে তদ্দ্বারা ইহার কিছুই প্রমাণ হয় নাই।

এই নিষ্পত্তির অসম্মতিতে বাদীগণ খাস আপীল করিয়া দর্শায় যে ফৌজদারী আদালতের হুকুম প্রমাণ ষোল আনার স্বীকৃত মালিক যাহাকে সঙ্গি শরীক বলিয়া গণ্য করিয়াছে তাহার স্বত্ত্বের প্রতি অধীন হকুকদারান স্বরূপ প্রতিবাদীগণ কোন আপত্তি করিতে পারে না।

আমাদিগের রায় হইতেছে যে জজ সাহেব যে নজীর উল্লেখ করেন তাহা এস্থলে খাটে না। তাহাতে মনসুটের হুকুম বাহাল থাকে যেহেতু তাহাতে প্রকাশ যে কেবল বাকী খাজানার নিমিত্ত যে নালিশ দায়ের হইলেও বাদির স্বত্ত্ব ও দখল অস্বীকার করিয়া পরস্পর বিপক্ষ ব্যক্তিদিগের তন্মধ্যে জমীদারানের বিরুদ্ধে বিরোধীয় ভূমীর যে দখল থাকা বলা হয় তৎসূত্রে তাহার স্বত্ত্ব হইতে পারে এই বিষয় জানানই তাহাতে যথার্থ ইষ্ট থাকে কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমায় এক পক্ষে জমীদার ও অন্য পক্ষে জোতদারান হইয়া যে সম্পত্তির মধ্যে উক্ত হকুক আছে তাহার ষোল আনাতে একজন জমীদারের স্বত্ত্ব স্বীকার করা হয় ও অন্যান্য বাদির স্বত্ত্ব স্বীকার করা হয় না, এ বিধায়ে আমাদিগের বিবেচনায় যখন প্রতিবাদীগণ সমুদয় বিরোধীয় সম্পত্তিতে সকলের মধ্যে একজন জমীদারের স্বত্ত্ব থাকা গ্রাহ্য করিয়াছে তখন সকলের মধ্যে ভিন্ন২ জমীদারের স্বত্ত্বের প্রতি অধীন হকুকদারান স্বরূপ তাহারা কোন আপত্তি করিতে পারে না অতএব এই আদেশে আমরা জজ সাহেবের নিকট এই মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরিত করি যে তাহাঁরা মৌসুফ উভয় পক্ষের এজহার ও ওজরাতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মোকদ্দমার গুণাগুণের বিচার নিষ্পত্তি করিবেন এবং যদিস্যাৎ কেবল রণমণি দাসীকেই যদ্রূপ বাদানুবাদ যে প্রতিবাদীগণের মালগুজারী আদায় থাকে এমত হয় তাহা হইলে তিনি উপস্থিত মোকদ্দমায় ঐ দাবির এ অংশ অগ্রাহ্য করিয়া জমীদারগণ পরস্পরের মধ্যে এ বিষয় মীমাংসা করিয়া লইবেন বলিয়া রাখিয়া দিবেন। আরও রায় দিতেছি যে এই হুকুম দ্বারা প্রতিবাদীগণ একক্ষে কি পরে উক্ত সম্পত্তিতে যে স্বত্ত্ব উত্থাপন করিতে পারিবে তাহার হানি হয় এরূপে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই ইতি।

আর আরজির লিখিত এ কজন জমীদারের স্থানে সমুদয় কিম্বা কতক মাল গুজারী প্রতিবাদীগণ আদায় করিয়াছে তাহারা ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে সেই অংশ অগ্রাহ্য করিতে হইবেক ও জমীদারান অর্থাৎ বাদীগণ পরস্পরে কে কত পাইবে তাহা আপনারাই বন্দোবস্ত করিয়া লইবে।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ১৬ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব জজ।
শ্রীযুক্ত ডি. আই. মনি সাহেব একটিং জজ।

১৮৫৫ সালের ৮১৪ নম্বরী দরখাস্ত।

জগদেওনারায়ণ প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে সেখ নবি বক্স বাদির মোকদ্দমায় চৌকি পর্ণার মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী অলী বক্সের ১৮৫৪ সাল ৩০ আগস্ট তারিখের

কএক কিতা লাখেরাজ ভু-

মীর দখল প্রার্থনার মোকদ্দমায় লাখেরাজী স্বত্বের বিষয় বিচার করিবার আবশ্যক নাই এ বিধায়ে মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরিত হইল।

নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া জেলা সারণের এডিসনেল প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৫ সালের ২২ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় ১৮৫৫ সালের ২৩ জুন তারিখে সেখ নবি বকস এ আদালতে এক দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় ও মৌলবী অক্লাবুদ্দীন—দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলদ্বয়।
মৌলবী মহম্মদ ইসুমেল————————————প্রতিপক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

খানিক লাখেরাজ ভূমী দখল প্রার্থনায় এই নালিশ উপস্থিত।

উক্ত ভূমী প্রতিবাদীগণ মাল বলিয়া দাবি করে দৃষ্টি করিয়া মুনসেফ মৌসুফ প্রথমে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারা অনুসারে তদন্ত জন্য কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন অনন্তর উক্ত ভূমী লাখেরাজ নহে রায় লিখিয়া কালেক্টর সাহেব মৌসুফ রোবকারী দিলে পর হাকীম মৌসুফ দখলের বিষয় বিচার করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া দেখিলেন অনেককাল পর্য্যন্ত বাদির দখল থাকে ও বাদী প্রতিবাদীগণ কর্ত্তৃক বেদখল হয় অতএব বাদির পক্ষে ডিক্রী দেন।

আপীল হইলে প্রধান সদর আমীন এই নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া প্রধানতঃ এই হেতুতে ঐ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন যে লাখেরাজ বলিয়া ভূমীর দখল প্রার্থনায় দাবি করণ স্থলে কালেক্টর সাহেবের রোয়দাদ দৃষ্টি করিয়া উক্ত ভূমী মাল বলিয়া সাহেব মৌসুফ রায় দিয়াছেন এবং প্রতিবাদীগণের পক্ষে দখল থাকা বিবেচনা করেন অসম্যক রূপে লিখিয়াছেন।

দরখাস্তকারির ওজর এই যে কএক কিতা ভূমীর স্বত্ব অর্থাৎ সেতাবৎ মাল কি লাখেরাজ এ বিষয়ের বিচারে প্রবর্ত্ত না হইয়া প্রমাণানুসারে কেবল দখলের বিষয় বিচার করা প্রধান সদর আমীনের উচিত ছিল এ প্রযুক্ত তাঁহার নিষ্পত্তি অন্যায় হইয়াছে।

আমাদিগের রায় হইতেছে যে বাজেআপ্ত ও দখলের নিমিত্ত মোকদ্দমা স্থলে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার বিধি অনুসারে যে রোবকারী হয় তাহাই কেবল অবলম্বন করিতে হইবে এবং দখলের নিমিত্ত যে মোকদ্দমা হয় তাহাতে লাখেরাজী স্বত্ত্ব বিষয়ের বিচার কিছু আবশ্যক রাখে না। মোসম্মাৎ পার্ব্বতী দের দরখাস্তে এ আদালত ১৮৫১ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদনুসারে আমরা এই রায় দিতেছি। যে কএক কিতা ভূমী বাদী গ্রিবী রাখিয়া প্রাপ্ত হয় ও যে তাবৎ হইতে প্রতিবাদীগণ কর্ত্তৃক সে ব্যক্তি বেদখল হয় লাখেরাজ বলিয়া সেই সকল ভূমীর দখল প্রার্থনায় এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে অতএব আপন এজহার প্রমাণ করিতে পারিলে বাদী এক ডিক্রী পাইতে পারে এবং কেবল দখলের বিষয়ই তদন্ত করা প্রধান সদর আমীনের উচিত ছিল এ বিধায়ে আমরা এই মোকদ্দমা উক্ত হাকীমের নিকট পুনঃপ্রেরণ করিয়া আদেশ দিতেছি যে এই সকল রায় অনুসারে তিনি এমোকদ্দমার এক নূতন বিচার করিবেন ইতি।

আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে তাহাদিগের ঐ স্বত্ত্ব ও দখল স্বীকার করণই আরজির স্পষ্ট অভিপ্রায় আর রূপমণি দাসীর এজহার, ও শম্ভুচন্দ্র যে ব্যক্তি ৪ আক্টের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি অনুসারে কোন রূপ দখল প্রাপ্ত হয় নাই তাহাকে যে হস্তান্তর করা হয় উল্লেখ হইয়াছে তদ্দ্বারা ইহার কিছুই প্রমাণ হয় নাই।

এই নিষ্পত্তির অসম্মতিতে বাদীগণ খাস আপীল করিয়া দর্শায় যে ফৌজদারী আদালতের হুকুম প্রমাণ যোগ্য আনার স্বীকৃত মালিক যাহাকে সঙ্গি শরীক বলিয়া গণ্য করিয়াছে তাহার স্বত্ত্বের প্রতি অধীন হকুকদারান স্বরূপ প্রতিবাদীগণ কোন আপত্তি করিতে পারে না।

আমাদিগের রায় হইতেছে যে জজ সাহেব যে নজীর উল্লেখ করেন তাহা এস্থলে খাটে না। তাহাতে ননসুটের হুকুম বাহাল থাকে যেহেতু তাহাতে প্রকাশ যে কেবল বাকী খাজানার নিমিত্ত সে নালিশ দায়ের হইলেও বাদির স্বত্ত্ব ও দখল অস্বীকার করিয়া পরস্পর বিপক্ষ ব্যক্তিদিগের তন্মধ্যে জমীদারানের বিরুদ্ধে বিরোধীয় ভূমীর যে দখল থাকা বলা হয় তৎসূত্রে কাহার স্বত্ত্ব হইতে পারে এই বিষয় জানানই তাহাতে যথার্থ ইষ্ট থাকে কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমায় এক পক্ষে জমীদার ও অন্য পক্ষে জোতদারান হইয়া যে সম্পত্তির মধ্যে উক্ত হকুক আছে তাহার যোল আনাতে একজন জমীদারের স্বত্ত্ব স্বীকার করা হয় ও অন্যান্য বাদির স্বত্ত্ব স্বীকার করা হয় না, এ বিধায়ে আমাদিগের বিবেচনায় যখন প্রতিবাদীগণ সমুদয় বিরোধীয় সম্পত্তিতে সকলের মধ্যে একজন জমীদারের স্বত্ত্ব থাকা গ্রাহ্য করিয়াছে তখন সকলের মধ্যে ভিন্ন২ জমীদারের স্বত্ত্বের প্রতি অধীন হকুকদারান স্বরূপ তাহারা কোন আপত্তি করিতে পারে না অতএব এই আদেশে আমরা জজ সাহেবের নিকট এই মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরিত করি যে হাকীম মৌসুফ উভয় পক্ষের এজহার ও জবাবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মোকদ্দমার গুণাগুণের বিচার নিষ্পত্তি করিবেন এবং যদিস্যাৎ কেবল রূপমণি দাসীকেই যদ্রূপ বাদানুবাদ হয় প্রতিবাদীগণের মালগুজারী আদায় থাকে এমত হয় তাহা হইলে তিনি উপস্থিত মোকদ্দমায় ঐ দাবির ঐ অংশ অগ্রাহ্য করিয়া জমীদারগণ পরস্পরের মধ্যে ঐ বিষয় মীমাংসা করিয়া লইবেন বলিয়া রাখিয়া দিবেন। আরও রায় দিতেছি যে এই হুকুম দ্বারা প্রতিবাদীগণ এক্ষণে কি পরে উক্ত সম্পত্তিতে যে স্বত্ত্ব উত্থাপন করিতে পারিবে তাহার হানি হয় এরূপে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই ইতি।

আর আরজি-র লিখিত এককম জমী-দারের স্বত্ত্ব সমুদয় কিম্বা কতক মাল গুজারী প্রতি-বাদীগণ আ-দায় করিয়াছে তাহারা ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে সেই অংশ অগ্রাহ্য করিতে হই-বেক ও জমী-দারান অর্থাৎ বাদীগণ পর-স্পরে কেকত পাইবে তাহা আপনারাইব-ন্দোবস্তকরিয়া লইবে।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ১৬ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত কে, এইচ, প্যাটন সাহেব জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেব একটিং জজ।

১৮৫৫ সালের ৮১৪ নম্বরী দরখাস্ত।

জগদেওনারায়ণ প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে সেখ নবি বকস বাদির মোকদ্দমায় চৌকি পরগনার মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী অলী বকসের ১৮৫৪ সাল ৩০ আগষ্ট তারিখের

কএক কিতা লাখেরাজ ভূ-

যদি দখলপ্রার্থনার মোকদ্দমায় লাখেরাজী স্বত্বের বিষয় বিচার করিবার আবশ্যক নাই এ বিধায়ে মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরিত হইল।

নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া জেলা সারণের এডিসনেল প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৫ সালের ২২ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় ১৮৫৫ সালের ২৩ জুন তারিখে সেখ নবি বক্স এ আদালতে এক দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় ও মৌলবী অক্লাবুদ্দীন—দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলদ্বয়।
মৌলবী মহম্মদ ইস্মেল——————————প্রতিপক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

খানিক লাখেরাজ ভূমী দখল প্রার্থনায় এই নালিশ উপস্থিত।

উক্ত ভূমী প্রতিবাদীগণ মাল বলিয়া দাবি করে দৃষ্টি করিয়া মুনসেফ মৌসুফ প্রথমে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারা অনুসারে তদন্ত জন্য কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন অনন্তর উক্ত ভূমী লাখেরাজ নহে রায় লিখিয়া কালেকটর সাহেব মৌসুফ রোবকারী দিলে পর হাকীম মৌসুফ দখলের বিষয় বিচার করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া দেখিলেন অনেককাল পর্য্যন্ত বাদির দখল থাকে ও বাদী প্রতিবাদীগণ কর্ত্তৃক বেদখল হয় অতএব বাদির পক্ষে ডিক্রী দেন।

আপীল হইলে প্রধান সদর আমীন এই নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া প্রধানতঃ এই হেতুতে ঐ মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করেন যে লাখেরাজ বলিয়া ভূমীর দখল প্রার্থনায় দাবি করণ স্থলে কালেকটর সাহেবের রোবদাদ দৃষ্টি করিয়া উক্ত ভূমী মাল বলিয়া সাহেব মৌসুফ রায় দিয়াছেন এবং প্রতিবাদীগণের পক্ষে দখল থাকা বিবেচনা করেন অসম্যক রূপে লিখিয়াছেন।

দরখাস্তকারির ওজর এই যে কএক কিত্তা ভূমীর স্বত্ব অর্থাৎ সেতাবৎ মাল কি লাখেরাজ এ বিষয়ের বিচারে প্রবর্ত্ত না হইয়া প্রমাণানুসারে কেবল দখলের বিষয় বিচার করা প্রধান সদর আমীনের উচিত ছিল এ প্রযুক্ত তাঁহার নিষ্পত্তি অন্যায় হইয়াছে।

আমাদিগের রায় হইতেছে যে বাজেআপ্ত ও দখলের নিমিত্ত মোকদ্দমা স্থলে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার বিধি অনুসারে যে রোবকারী হয় তাহাই কেবল অবলম্বন করিতে হইবে এবং দখলের নিমিত্ত যে মোকদ্দমা হয় তাহাতে লাখেরাজী স্বত্ব বিষয়ের বিচার কিছু আবশ্যক রাখে না। মোসম্মাৎ পার্ব্বতী দের দরখাস্তে এ আদালত ১৮৫: সালের ২১ জানুয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদনুসারে আমরা এই রায় দিতেছি। যে কএক কিতা ভূমী বাদী গ্রিবী রাখিয়া প্রাপ্ত হয় ও যে তাবৎ হইতে প্রতিবাদীগণ কর্ত্তৃক সে ব্যক্তি বেদখল হয় লাখেরাজ বলিয়া সেই সকল ভূমীর দখল প্রার্থনায় এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে অতএব আপন এজহার প্রমাণ করিতে পারিলে বাদী এক ডিক্রী পাইতে পারে এবং কেবল দখলের বিষয়ই তদন্ত করা প্রধান সদর আমীনের উচিত ছিল এ বিধায়ে আমরা এই মোকদ্দমা উক্ত হাকীমের নিকট পুনঃপ্রেরণ করিয়া আদেশ দিতেছি যে এই সকল রায় অনুসারে তিনি এমোকদ্দমার এক নূতন বিচার করিবেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ১৭ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই. এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেব }

১৮৫৬ সালের ১৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা দিনাজপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত জে, রেলী সাহেব ১৮৫৬ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

পীরগীর গোস্বামী (বাদী)—————————আপেলাণ্ট।

ব্রজনাথ মজুমদার ও বিশেশ্বর মজুমদার } রেস্পণ্ডেণ্টগণ।
প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)————————— }

বাবু রমাপ্রসাদ রায়—————————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও মেং আর টি, } রেস্পণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলদ্বয়।
এলান সাহেব————————— }.

মং ২৮৬।৯৮৭ টাকার দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত।

পীরগীর গোস্বামী বাদী ইস্তমেরারদার, পরগণা সারিসাবাদের জমীদারান ব্রজনাথ মজুমদার ও বিশেশ্বর মজুমদার ও অপরাপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে মং ২৫০/ বিঘা ভূমী হইতে বেআইনী বেদখল হইয়াছে বলিয়া মায় ওয়াসিলাত তাহার দখল প্রার্থনায় এই নালিশ উপস্থিত করে।

বাদির এজহারের বিবরণ এই যে মৃত ব্রজনাথ ও প্রতিবাদী বিশেশ্বর দুইটা পৈতৃক জোত রাখিত তন্মধ্যে একটা, জমীদারান প্রতিবাদীগণের জমীদারী পরগণা সারিসাবাদ তরফ বসিনপুর মৌজা ফতেপুরের অন্তর্গত ও পরিমাণ ২৫০/ বিঘা ভূমী ও তাহার মালগুজারী সিক্কা ১১ টাকা মাত্র ও অপরটা মৌজা গোদাতিপুরের অন্তর্গত ও পরিমাণে ২৩।২ বিঘা ভূমী ও তাহার মালগুজারী ১৩।/১০ টাকা মাত্র। এই দুই জোত নির্দ্ধারিত জমায় বন্দোবস্ত থাকা জমীদারের চিটাতে বরাবর লিখিত আছে অনন্তর প্রতিবাদী বিশেশ্বর ও তাহার পিতৃব্য উক্ত ব্রজনাথ মজুমদার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ১২৪০ সালের ৭ জৈষ্ঠ তারিখে মং ২৫০ টাকা পণে একখানা কওয়ালা লিখিয়া দিয়া বাদীকে উক্ত দুই জোতের ভূমী বিক্রয় করে ও তাহাকে দখল দেওয়ায় তাহাতে বাদী ১২৫০ সালের ভাদ্র মাস নাগাএদ ঐ সম্পত্তির দখলীকার থাকে অনন্তর ঐ সালের আশ্বিন মাসে জমীদার ও তাহার নাএবগণ প্রতিবাদীগণ, বাকীসত্ত প্রতিবাদীগণের সহিত যোগ সাজস করিয়া মৌজা ফতেপুরের অন্তর্গত মং ২৫০/ বিঘা ভূমী হইতে বাদীকে বেদখল করিয়া ভূমীর উপস্বত্ত আপনারা ভোগদখল অদ্যাবধি করিতেছে এবং উক্ত দলীলের লিখিত অপর ২৩।২ বিঘার জোত অদ্যাবধি বাদির দখলে আছে অতএব যে ২৫০/ বিঘা ভূমী হইতে বাদী বেদখল হয় তাহার দখল পুনঃপ্রাপ্ত না হইবার বেদখলের তারিখ হইতে মায় ওয়াসিলাৎ তাহার দখল পুনঃপ্রাপ্ত হওন প্রার্থনায় বাদী এই নালিশ করিয়াছে।

> অবধারিত হইল যে বাদী যে কওয়ালা দাখিল করে তাহা উভয় বাদিরের অ-র্থাৎ সাক্ষ্য ও তিতরের অ-বাদেরনীর প্রমাণদ্বারা য-থার্থ ও অক্রিম রূপে প্রপন্ন হইল না।
>
> অতএব বা-দির দাবি ডি-সমিস করিয়া অধীন আদা-লত যে নিষ্প-ত্তি করেন তা-হা বাহাল থা-কিল।

১২৪০ সালের ৭ জ্যৈষ্ঠ তারিখে মং ২৫০ টাকা পণে উক্ত দুই জোত জমা একখানা কওয়ালা লিখিয়া দিয়া প্রতিবাদী বিশ্বেশ্বর ও তাহার পিতৃব্য যে বাদীকে বিক্রয় করে একথা প্রথমোক্ত প্রতিবাদী অস্বীকার করিয়া এই ওজর দেয় যে মৌজা ফতেপুরের মধ্যে ২৫০/ বিঘার পরিমাণে সে ব্যক্তির কোন জোত নাই কেবল ঐ মৌজার অন্তর্গত যে ৪৮/ বিঘার জোত আছে তাহা তাহার পিতা গোপীনাথের নামে ও তাহার মালগুজারী ১২ টাকা মাত্র জমীদারের চিঠাতে লিখিত আছে ও তাহার উপস্বত্ত্ব প্রতিবাদির পিতা যাবজ্জীবন ভোগদখল করিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে তাহাতে প্রতিবাদী দখলীকার হয় তদনন্তর তাহার পিতৃব্য ব্রজনাথ ১২০৬ সালে ঐ জোতের এক হিস্যার দখল পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আশয়ে এক বিরোধ উপস্থিত করিলে জমীদার তাহা জানিতে পারিয়া তাহাতে প্রতিবাদির দখল বাহাল রাখে ও সেই কাল পর্য্যন্ত তাহা প্রতিবাদির দখলেই আছে অতএব ঐ জোত বিক্রয় করিতে ব্রজনাথের কোন ক্ষমতা নাই বলিতে হইবেক আর যদিস্যাৎ ব্রজনাথ ঐ জোত বিক্রয় করিয়া থাকে এমত হয় তাহা হইলেও সেই বিক্রয় বাহাল থাকিতে পারিবে না অনন্তর বাঙ্গলা ১২৩৯ সালে প্রতিবাদী দেনার জবালায় জবালাতন হইয়া ফতেপুরের মধ্যে ৪৮/ বিঘার জোত ভূমী বাদির নিকট এই সর্ত্তে মং ৬০ টাকায় বন্ধক রাখে যে বাদী ঐ জোতের ভূমী দখল করিয়া জমীদারের নিকট দেয় সালিয়ানা মালগুজারী আদায় দিবা প্রতিবাদির পিতার নামে দাখিলা লইবে ও ঐ জোতের উপস্বত্ত্ব মায় সুদ আসল টাকা হইতে বাদ পড়িবে তৎপরে বাঙ্গলা ১২৫০ সালে বাদির পাওনা টাকা সমুদয় পরিশোধ হইয়া গেলে প্রতিবাদী আপন জোতের পুনর্ব্বার দখল পাইয়া বরাবর দখল করিয়া আসিতেছিল এমত কালে গত ফাল্গুণ মাসে জমীদার তাহাকে বেদখল করে এজন্য উক্ত জোতের দখল পুনঃপ্রাপ্ত হওন প্রার্থনায় প্রতিবাদী এক নালিশ দায়ের করিতে উদ্যত থাকে ইতিমধ্যে বাদী এই মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করিয়াছে আর মোল্লাহিপুরের মধ্যে জোতের বিষয়ে প্রতিবাদী কহে যে উক্ত মৌজার মধ্যে সে ব্যক্তি কোন জোত রাখে না অতএব প্রতিবাদির প্রার্থনা এই যে বাদির এই মিথ্যা মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হয়।

জমীদারান প্রতিবাদীগণ তাহাদিগের জওয়াবে কহে যে বাদির দাবি মিথ্যা ও কেবল ১২৫০ সালের মাঘ মাসে তাহারা উক্ত সম্পত্তির দখল পায় মাত্র অতএব ঐ সালের আশ্বিন মাসে তাহারা প্রতিবাদীকে যে বেদখল করিয়াছে এ অসম্ভব কথা।

মোকদ্দমার প্রমাণের বিস্তারিত বিবরণ বলিয়া প্রধান সদর আমীন মৌসুফ এই রায় দেন যে "এই সকল বিবরণে দৃষ্ট হইতেছে যে যে কএক সাক্ষী হাজির হয় তন্মধ্যে দুই জন ঐ কওয়ালা লিখিয়া দেওয়ার কথা জানে না কহে ও অপর যে দুই জন ঐ দলীলের বিষয় জানে কহে তাহারাও সাক্ষ্য দেন যে বিশ্বেশ্বর কিম্বা ব্রজনাথ যে ঐ দলীলে দস্তখত করে তাহা তাহারা দেখে নাই অর্থাৎ একজন তাহার স্মরণ নাই কহে ও অপর জন বলে যে সে তৎকালে ঐ স্থানে ছিল না কিন্তু ঐ বিষয় প্রমাণ হওনা আর শ্যাক ও দলীলের ভিতরের মর্ম্মে কেবল খরিদার স্বরূপ ব্রজনাথের নাম থাকা ও সহী করণের স্থানে উভয় ব্রজনাথ ও বিশ্বেশ্বরের নাম থাকা প্রকাশ পাইতেছে ও প্রথমোক্ত প্রতিবাদী নিজ জওয়াবে দলীল জাল হওনের প্রমাণ বলিয়া ঐ বিষয় উল্লেখ করিয়াছে আর দলীলের নবিসিন্দাকে সাক্ষী স্বরূপ হাজির করা হয় নাই কিম্বা হাজিরী দুএক জন সাক্ষির মধ্যে কেহ লিখিতে ও পড়িতে জানে না আর শিব দাস ও দর্গা[illegible] নামে দই

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ১৭ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেব	একটিং জজ।

১৮৫৩ সালের ১৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা দিনাজপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত জে, রেলী সাহেব ১৮৫৩ সালের ৯ ডিসেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

হীরগীর গোস্বামী (বাদী)	আপেলাণ্ট।
ব্রজনাথ মজুমদার ও বিশ্বেশ্বর মজুমদার প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)	রেস্পণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়	আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও মেং আর, টি, এলান সাহেব	রেস্পণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলেরা।

মং ৯৮৬০॥৮৩ টাকার দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত।

হীরগীর গোস্বামী বাদী ইজারদার, পরগণা সারিসাবাদের জমীদারান ব্রজনাথ মজুমদার ও বিশ্বেশ্বর মজুমদার ও অপরাপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে মং ২৫০/ বিঘা ভূমী হইতে বেআইনী বেদখল হইয়াছে বলিয়া মায় ওয়াসিলাৎ তাহার দখল প্রার্থনায় এই নালিশ উপস্থিত করে।

বাদির এজহারের বিবরণ এই যে মৃত ব্রজনাথ ও প্রতিবাদী বিশ্বেশ্বর দুইটা পৈতৃক জোত রাখিত তন্মধ্যে একটা, জমীদারান প্রতিবাদীগণের জমীদারী পরগণা সারিসাবাদ তরফ বসিনপুর মৌজা ফতেপুরের অন্তর্গত ও পরিমাণ ২৫০/ বিঘা ভূমী ও তাহার মালগুজারী সিক্কা ১২ টাকা মাত্র ও অপরটা, মৌজা মোদাহিপুরের অন্তর্গত ও পরিমাণে ২৩।২ বিঘা ভূমী ও তাহার মালগুজারী ১৩॥/১০ টাকা মাত্র। এই দুই জোত নির্দ্ধারিত জমায় বন্দোবস্ত খাজা জমীদারের চিঠাতে বরাবর লিখিত আছে অনন্তর প্রতিবাদী বিশ্বেশ্বর ও তাহার পিতৃব্য উক্ত ব্রজনাথ মজুমদার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ১২৪০ সালের ৭ জ্যৈষ্ঠ তারিখে মং ২৫০ টাকা পণে একখানা কওবালা লিখিয়া দিয়া বাদীকে উক্ত দুই জোতের ভূমী বিক্রয় করে ও তাহাকে দখল দেওনায় তাহাতে বাদী ১২৫০ সালের ভাদ্র মাস নাগাএদ ঐ সম্পত্তির দখলীকার থাকে অনন্তর ঐ সালের আশ্বিন মাসে জমীদার ও তাহার নাএবগণ প্রতিবাদীগণ, রাইয়ত প্রতিবাদীগণের সহিত যোগ সাজস করিয়া মৌজা ফতেপুরের অন্তর্গত মং ২৫০/ বিঘা ভূমী হইতে বাদীকে বেদখল করিয়া ভূমীর উপস্বত্ব আপনারা ভোগদখল অদ্যাবধি করিতেছে এবং উক্ত দলীলের লিখিত অপর ২৩।২ বিঘার জোত অদ্যাবধি বাদির দখলে আছে অতএব যে ২৫০/ বিঘা ভূমী হইতে বাদী বেদখল হয় তাহার দখল পুনঃপ্রাপ্ত না হওয়ায় বেদখলের তারিখ হইতে মায় ওয়াসিলাৎ তাহার দখল পুনঃপ্রাপ্ত হওন প্রার্থনায় বাদী এই নালিশ করিয়াছে।

অবধারিত হইল যে বাদী যে কওবালা দাখিল করে তাহা উভয় বাহিরের অর্থাৎ সাক্ষ্য ও ভিতরের অর্থাৎ দলীল প্রমাণ দ্বারা যথার্থ ও অকৃত্রিম রূপে গণ্য হইল না।

অতএব বাদির দাবি ডিসমিস করিয়া অধীন আদালত যে নিষ্পত্তি করেন তাহা বাহাল থাকিল।

১২৪০ সালের ৭ জ্যৈষ্ঠ তারিখে মং ২০০ টাকা পণে উক্ত দুই জোত জমা একখানা কওয়ালা লিখিয়া দিয়া প্রতিবাদী বিশ্বেশ্বর ও তাহার পিতৃব্য যে বাদীকে বিক্রয় করে একথা প্রথমোক্ত প্রতিবাদী অস্বীকার করিয়া এই ওজর দেয় যে মৌজা ফতেপুরের মধ্যে ২৫০/ বিঘার পরিমাণে সে ব্যক্তির কোন জোত নাই কেবল ঐ মৌজার অন্তর্গত যে ৪৮/ বিঘার জোত আছে তাহা তাহার পিতা গোপীনাথের নামে ও তাহার মালগুজারী ১২ টাকা মাত্র জমীদারের চিঠাতে লিখিত আছে ও তাহার উপস্বত্ব প্রতিবাদির পিতা যাবজ্জীবন ভোগদখল করিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে তাহাতে প্রতিবাদী দখলীকার হয় তদনন্তর তাহার পিতৃব্য ব্রজনাথ ১২৩৬ সালে ঐ জোতের এক হিস্যার দখল পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আশয়ে এক বিরোধ উপস্থিত করিলে জমীদার তাহা জানিতে পারিয়া তাহাতে প্রতিবাদির দখল বাহাল রাখে ও সেই কাল পর্য্যন্ত তাহা প্রতিবাদির দখলেই আছে অতএব ঐ জোত বিক্রয় করিতে ব্রজনাথের কোন ক্ষমতা নাই বলিতে হইবেক আর যদিস্যাৎ ব্রজনাথ ঐ জোত বিক্রয় করিয়া থাকে এমত হয় তাহা হইলেও সেই বিক্রয় বাহাল থাকিতে পারিবে না অনন্তর বাঙ্গলা ১২৩৯ সালে প্রতিবাদী দেনার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া ফতেপুরের মধ্যে ৪৮/ বিঘার জোত ভূমী বাদির নিকট এই সর্ত্তে মং ৬০ টাকায় বন্ধক রাখে যে বাদী ঐ জোতের ভূমী দখল করিয়া জমীদারের নিকট দেয় সালিয়ানা মালগুজারী আদায় দিয়া প্রতিবাদির পিতার নামে দাখিলা লইবে ও ঐ জোতের উপস্বত্বে যায় সুদ আসল টাকা হইতে বাদ পড়িবে তৎপরে বাঙ্গলা ১২৫০ সালে বাদির পাওনা টাকা সমুদয় পরিশোধ হইয়া গেলে প্রতিবাদী আপন জোতের পুনর্ব্বার দখল পাইয়া বরাবর দখল করিয়া আসিতেছিল এমত কালে গত ফাল্গুণ মাসে জমীদার তাহাকে বেদখল করে এজন্য উক্ত জোতের দখল পুনঃপ্রাপ্ত হওন প্রার্থনায় প্রতিবাদী এক নালিশ দায়ের করিতে উদ্যত থাকে ইতিমধ্যে বাদী এই মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করিয়াছে আর মোহাম্মদপুরের মধ্যে জোতের বিষয়ে প্রতিবাদী কহে যে উক্ত মৌজার মধ্যে সে ব্যক্তি কোন জোত রাখে না অতএব প্রতিবাদির প্রার্থনা এই যে বাদির এই মিথ্যা মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হয়।

জমীদারান প্রতিবাদীগণ তাহাদিগের জওয়াবে কহে যে বাদির দাবি মিথ্যা ও কেবল ১২৫০ সালের মাহ মাঘে তাহারা উক্ত সম্পত্তির দখল পায় মাত্র অতএব ঐ সালের আশ্বিন মাসে তাহারা প্রতিবাদীকে যে বেদখল করিয়াছে এ অসম্ভব কথা।

মোকদ্দমার প্রমাণের বিস্তারিত বিবরণ বলিয়া প্রধান সদর আমীন মৌসুফ এই রায় দেন যে " এই সকল বিবরণে দৃষ্ট হইতেছে যে যে কএক সাক্ষী হাজির হয় তন্মধ্যে দুই জন ঐ কওয়ালা লিখিয়া দেওয়ার কথা জানে না কহে ও অপর যে দুই জন ঐ দলীলের বিষয় জানে কহে তাহারাও সাক্ষ্য দেয় যে বিশ্বেশ্বর কিম্বা ব্রজনাথ যে ঐ দলীলে দস্তখত করে তাহা তাহারা দেখে নাই অর্থাৎ একজন তাহার স্মরণ নাই কহে ও অপর জন বলে যে সে তৎকালে ঐ স্থানে ছিল না কিন্তু ঐ বিষয় প্রমাণ হওয়া আবশ্যক ও দলীলের ভিতরের মর্ম্মে কেবল খরিদার স্বরূপ ব্রজনাথের নাম থাকা ও সহী করণের স্থানে উভয় ব্রজনাথ ও বিশ্বেশ্বরের নাম থাকা প্রকাশ পাইতেছে ও প্রথমোক্ত প্রতিবাদী নিজ জওয়াবে দলীল জাল হওনের প্রমাণ বলিয়া ঐ বিষয় উল্লেখ করিয়াছে আর দলীলের নবিসিন্দাকে সাক্ষী স্বরূপ হাজির করা হয় নাই কিম্বা হাজিরী কএক জন সাক্ষির মধ্যে কেহ লিখিতে ও পড়িতে জানে না আর শিব দাস ও দর্গাবন নামে দুই

জন সাক্ষী কহে যে অন্য ব্যক্তি তাহাদিগের নাম বসাইয়া দিয়াছে সুতরাং উক্ত কওয়ালা প্রমাণ হয় নাই বলিতে হইবেক আর কওয়ালা দৃষ্টি করিলে বোধ হইবে যে যেন ঐ কওয়ালার লেখা জল দিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে ও সাক্ষীদিগের নাম অধিক ঘন কালীতে লেখা হইয়াছে আর দলীলের দুইজন স্বাক্ষরিত সাক্ষী আবদুল ও গোলামী বলিয়া রাফুজুল্লা ও পালানু নামে দুনজন গওয়াহি হাজির করা হয় ইহা ঐ দুইজন সাক্ষির জবানবন্দীতে ও উকীল মহম্মদ আলির ১৮৫২ সালের ২৭ আগষ্ট তারিখের সওয়াল জওয়াবে প্রকাশ পাইবে অতএব ব্রজনাথ কি বিশ্বেশ্বর ঐ ভূমী যে বিক্রয় করিয়াছে কিম্বা ঐ দলীল যে অকৃত্রিম তাহা আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না ” এ বিধায়ে প্রধান সদর আমীন খরচা সহিতে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন।

বিচার

অধীন আদালতের বাদী তাহার বিরুদ্ধে প্রধান সদর আমীন যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে এই আপীল করে ইহা কেবল গুণাগুণের সম্বন্ধে হইবায় বাদী যে কওয়ালা দাখিল করে তাহা অকৃত্রিম দলীল কি না মুদ্ধ এই বিষয়ই বিচার্য্য হইতেছে।

বাদী এজহার করে যে বাঙ্গলা ১২৩০ সালে প্রতিবাদী বিশ্বেশ্বর ও তাহার পিতৃব্য ব্রজনাথ বিরোধীয় জোত মং ২৫০ টাকা পণে তাহাকে বিক্রয় করে ও ১২৫০ সালের ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত তাহাতে দখলীকার থাকিয়া প্রতিবাদীগণ জমীদারান কর্ত্তৃক বেদখল হয়। প্রতিবাদী বিশ্বেশ্বর উক্ত বিক্রয় অস্বীকার করিয়া কহে যে বাঙ্গলা ১২৩৯ সালে বাদির নিকট ৬০ টাকা কর্জ্জ লইয়া বোধ স্বরূপ ৪৮/ বিঘার জোত যাহার ১২ টাকা জমা তাহা বন্ধক দেয়। এই বন্দোবস্ত অনুসারে বাদী উক্ত জোতের দখল প্রাপ্ত হইয়া জমীদারকে মালগুজারী আদায় করে এবং আসল ও সুদ হইতে উক্ত জোতের মুনফা বাদ দিবায় বাঙ্গলা ১২৫০ সালে সমুদয় কর্জ্জ পরিশোধিত হইলে তাহার দখল পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

বাদী অর্থাৎ আপেলাণ্ট যে দলীল দাখিল করে তাহা দৃষ্টি করিলে দলীলের প্রকাশিত সন্দেহ সূচক স্বভাব দ্বারা আশ্চর্য্য হইতে হয় কেননা বোধ হইতেছে যে ইষ্টাম্প কাগজে পূর্ব্বে লেখা ছিল ও সেই লেখা কোন২ স্থলে প্রায় মুছিয়া গিয়াছে কিছু২ দৃষ্ট হয় তাহার উপরই উপস্থিত দলীল লিখিত হয় অনন্তর উপস্থিত দলীলের লেখা দৃষ্টি করিলে যদ্রূপ প্রধান সদর আমীন রায় দেন তদ্রূপ বোধ হইবে বিক্রেতা স্বরূপ কেবল ব্রজনাথের নাম লিখিত আছে অথচ ব্রজনাথ ও বিশ্বেশ্বর উভয়ে ঐ দলীল লিখিয়া দেয়। এই সকল দোষ আইনসঙ্গত রীতিতে রেজেষ্টরী করা এক দলীলে প্রকাশ পাইলেও মেতাবতের মাতবর কারণ স্পষ্ট দর্শানু আবশ্যক করে কিন্তু যখন মেতাবৎ উপস্থিতের অনুরূপ রেজেষ্টরী না করা কোন দলীলে প্রকাশ পায় তখন এ দলীল অকৃত্রিম বলিয়া আদালতের গ্রাহ্য করণ পক্ষে বিলক্ষণ হানিজনক বলিতে হইবেক।

কওয়ালা লিখিয়া দেওন বিষয়ক প্রমাণও আসলেই হৃৎপ্রত্যয়জনক নহে কেননা তদ্বিষয়ে ৪ জন সাক্ষির গওয়াহি লওয়া হয় তন্মধ্যে দুইজন উক্ত দলীলের বিষয় কিছুই জানে না কহে ও অপর যে দুইজন তদ্বিষয়ের কিছু জানে কহে তাহারাও তাহা লিখিয়া দেওন বিষয়ে কোন স্পষ্ট ও পৃথক প্রমাণ দেয় নাই বিশেষতঃ দলীলের নবিসিন্দাকে সাক্ষ্য দিতে তলব দেওয়ান হয় নাই।

যে মোকদ্দমায় উক্ত সম্পত্তির ১৮৪১ সালের মালিক বাদী এবং গোপীনাথ মজুমদার ও তাহার প্রতিনিধি বিশ্বেশ্বর ও এ মোকদ্দমার বাদী কএক জন প্রতিবাদী থাকে তাহাতে ১২৪৮ সালের বৈশাখ মাসে মং ১৮৪১ সালের ২১ আপ্রিল তারিখে যে ফয়সলা হয় এই বাদী তাহা দাখিল করে সে মোকদ্দমায় ফতেপুরের যে জোতের সালিয়ানা মালগুজারী মং ১২ টাকা সেই জোত বাবদী মং ২৮।০ টাকার দাবি হয় আর ইং ১২৪০ নাং ১২৫০ সালের মালগুজারী আদায়ের কএক খানা দাখিলাও বাদী দাখিল করে। এস্থলে বক্তব্য এই যে যে কওয়ালার উপর এই দাবি স্থাপিত হয় যদিস্যাৎ তাহার প্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে এমত হয় তাহা হইলে উক্ত ফয়সলা ও দাখিলা সকল উপস্থিত দাবির পোষকতায় মাতবর প্রমাণ হইতে পারিত কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় ঐ সকল দলীল যদ্রূপ বাদির দাবির তদ্রূপ প্রতিবাদির ওজরেরও পোষক হইতেছে কেননা ১২৩৯ ও ১২৫০ সালের মধ্যবর্ত্তি কএক বৎসর পর্য্যন্ত বন্ধকগ্রহীতা স্বরূপ বাদী মৌজা ফতেপুরের উক্ত জোতের যে দখলীকার থাকে তাহা প্রতিবাদী স্বীকার করিয়াছে কিন্তু উক্ত কওয়ালার প্রতি ভার নিয়োগ করণ পক্ষে এ সকল দলীলী প্রমাণ কোনরূপে পোষকতা করে না অতএব ভিতরের অর্থাৎ দলীল সংক্রান্ত ও বাহিরের প্রমাণ অনুসারে ঐ দলীল যে যথার্থ ও অকৃত্রিম তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

অতএব উপরোক্ত কএক কারণে বাদী আপন দাবি প্রমাণ করিতে পারে নাই আমাদিগের রায় হইলে প্রতিবাদী যে ওজর উত্থাপন করে তাহা বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত হওয়া আমাদিগের পক্ষে অনাবশ্যক।

এ বিধায়ে খরচা সহিত প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি বাহাল থাকিল ইতি।

জন সাক্ষী কহে যে অন্য ব্যক্তি তাহাদিগের নাম বসাইয়া দিয়াছে সুতরাং উক্ত কওয়ালা প্রমাণ হয় নাই বলিতে হইবেক আর কওয়ালা দৃষ্টি করিলে বোধ হইবে যে যেন ঐ কওয়ালার লেখা জল দিয়া মুচিয়া ফেলিয়াছে ও সাক্ষীদিগের নাম অধিক ঘন কালীতে লেখা হইয়াছে আর দলীলের দুইজন স্বাক্ষরিত সাক্ষী আবদুল ও গোলামী বলিয়া রাফুতুল্লা ও পালানু নামে দুনজন গওয়াহি হাজির করাইয়া ইহা ঐ দুইজন সাক্ষির জবানবন্দীতে ও উকীল মহম্মদ আলির ১৮৫২ সালের ২৭ আগষ্ট তারিখের সওয়াল জওয়াবে প্রকাশ পাইবে অতএব ব্রজনাথ কি বিশ্বেশ্বর ঐ ভূমী যে বিক্রয় করিয়াছে কিম্বা ঐ দলীল যে অকৃত্রিম তাহা আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না।" এ বিধায় প্রধান সদর আমীন খরচা সহিতে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন।

বিচার।

অধীন আদালতের বাদী তাহার বিরুদ্ধে প্রধান সদর আমীন যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে এই আপীল করে ইহা কেবল প্রমাণগণের সম্বন্ধে হইবায় বাদী যে কওয়ালা দাখিল করে তাহা অকৃত্রিম দলীল কি না সুদ্ধ এই বিষয়ই বিচার্য্য হইতেছে।

বাদী এজহার করে যে বাঙ্গলা ১২৪০ সালে প্রতিবাদী বিশ্বেশ্বর ও তাহার পিতৃব্য ব্রজনাথ বিরোধীয় জোত সং ১৫০ টাকা পণে তাহাকে বিক্রয় করে ও ১২৫০ সালের ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত তাহাতে দখলীকার থাকিয়া প্রতিবাদীগণ জমীদারান কর্ত্তৃক বেদখল হয়। প্রতিবাদী বিশ্বেশ্বর উক্ত বিক্রয় অস্বীকার করিয়া কহে যে বাঙ্গলা ১২৩৯ সালে বাদির নিকট ৬০ টাকা কর্জ্জ লইয়া বোধ স্বরূপ ৪৮/ বিঘার জোত যাহার ১২ টাকা জমা তাহা বন্ধক দেয়। এই বন্দোবস্ত অনুসারে বাদী উক্ত জোতের দখল প্রাপ্ত হইয়া জমীদারকে মালগুজারী আদায় করে এবং আসল ও সুদ হইতে উক্ত জোতের মুনফা বাদ দিবায় বাঙ্গলা ১২৫০ সালে সমুদয় কর্জ্জ পরিশোধিত হইলে তাহার দখল পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

বাদী অর্থাৎ আপেলান্ট যে দলীল দাখিল করে তাহা দৃষ্টি করিলে দলীলের প্রকাশিত সন্দেহ সূচক স্বভাব দ্বারা আশ্চর্য্য হইতে হয় কেননা বোধ হইতেছে যে ইষ্টাম্প কাগজে পূর্ব্বে লেখা ছিল ও সেই লেখা কোনং স্থলে প্রায় মুচিয়া গিয়াছে কিছুং দৃষ্ট হয় তাহার উপরই উপস্থিত দলীল লিখিত হয় অনন্তর উপস্থিত দলীলের লেখা দৃষ্টি করিলে যদ্রূপ প্রধান সদর আমীন রায় দেন তদ্রূপ বোধ হইবে বিক্রেতা স্বরূপ কেবল ব্রজনাথের নাম লিখিত আছে অথচ ব্রজনাথ ও বিশ্বেশ্বর উভয়ে ঐ দলীল লিখিয়া দেয়। এই সকল দোষ আইনসঙ্গত রীতিতে রেজেষ্টরী করা এক দলীলে প্রকাশ পাইলেও সেতাবতের সাতবর কারণ স্পষ্ট দর্শান আবশ্যক করে কিন্তু যখন সেতাবৎ উপস্থিতের অনুরূপ রেজেষ্টরী না করা কোন দলীলে প্রকাশ পায় তখন ঐ দলীল অকৃত্রিম বলিয়া আদালতের গ্রাহ্য করণ পক্ষে বিলক্ষণ হানিজনক বলিতে হইবেক।

কওয়ালা লিখিয়া দেওন বিষয়ক প্রমাণও আসলেই অপ্রত্যয়জনক হয়েছে কেননা তদ্বিষয়ে ৪ জন সাক্ষির গওয়াহি লওয়া হয় তন্মধ্যে দুইজন উক্ত দলীলের বিষয় কিছুই জানে না কহে ও অপর যে দুইজন তদ্বিষয়ের কিছু জানে কহে তাহারাও তাহা লিখিয়া দেওন বিষয়ে কোন স্পষ্ট ও পৃথক প্রমাণ দেয় নাই বিশেষতঃ দলীলের নবিসিন্দাকে সাক্ষ্য দিতে তলব দেওয়ান হয় নাই।

যে মোকদ্দমায় উক্ত সম্পত্তির ১৮৪১ সালের মালিক বাদী এবং গোপীনাথ মজুমদার ও তাহার প্রতিনিধি বিশ্বেশ্বর ও এ মোকদ্দমার বাকী কএক জন প্রতিবাদী থাকে তাহাতে ১২৪৮ সালের বৈশাখ মাসে মং ১৮৪১ সালের ২১ আপ্রিল তারিখে যে ফয়সলা হয় এই বাদী তাহা দাখিল করে সে মোকদ্দমায় ফতেপুরের যে জোতের সালিয়ানা মালগুজারী মং ১২ টাকা সেই জোত বাবদী মং ২৮।০ টাকার দাবি হয় আর ইং ১২৪০ নাং ১২৫০ সালের মালগুজারী আদায়ের কএক থানা দাখিলাও বাদী দাখিল করে। এস্থলে বক্তব্য এই যে যে কওয়ালার উপর এই দাবি স্থাপিত হয় যদিস্যাৎ তাহার প্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে এমত হয় তাহা হইলে উক্ত ফয়সলা ও দাখিলা সকল উপস্থিত দাবির পোষকতার মাতবর প্রমাণ হইতে পারিত কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় ঐ সকল দলীল যদ্রূপ বাদির দাবির তদ্রূপ প্রতিবাদির ওজরেরও পোষক হইতেছে কেননা ১২৩৯ ও ১২৫০ সালের মধ্যবর্ত্তি কএক বৎসর পর্য্যন্ত বন্ধকগ্রহীতা স্বরূপ বাদী মৌজা ফতেপুরের উক্ত জোতের যে দখলীকার থাকে তাহা প্রতিবাদী স্বীকার করিয়াছে কিন্তু উক্ত কওয়ালার প্রতি ভার নিয়োগ করণ পক্ষে ঐ সকল দলীলী প্রমাণ কোনরূপে পোষকতা করে না অতএব ভিতরের অর্থাৎ দলীল সংক্রান্ত ও বাহিরের প্রমাণ অনুসারে ঐ দলীল যে যথার্থ ও অকৃত্রিম তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

অতএব উপরোক্ত কএক কারণে বাদী আপন দাবি প্রমাণ করিতে পারে নাই আমাদিগের রায় হইবায় প্রতিবাদী যে ওজর উত্থাপন করে তাহা বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত হওয়া আমাদিগের পক্ষে অনাবশ্যক।

এ বিধায়ে খরচা সহিত প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি বাহাল থাকিল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ১৭ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, টেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৪ সালের ৮১ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা মেদিনী পুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত এ, ডেবিডসন সাহেব ১৮৫৪ সালের ৯ জানুওয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

তারাপ্রসাদ রায় চৌধুরী (বাদী)—————আপেলাণ্ট।
দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়—আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল দ্বয়।
বাবু কৃষ্ণ কিশোর ঘোষ, বাবু বংশীবদন মিত্র } রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।
ও মেং আর, টি, এলান সাহেব————— }

মায় ওয়াসিলাৎ ও মালিকানা, মাজনামুটা প্রভৃতি ১১ পরগণার রকম ৵১৩।— অংশের রকম ।৵ আনার হিস্যার দখল পাইবার প্রার্থনায় মং ৬৬৬৭৶১।। টাকার দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত।

১৮২৯ সালের ২৭ জুলাই তারিখে দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী কলিকাতার প্রদেশীয় আদালতে শ্যামাপ্রসাদ নন্দির বিরুদ্ধে এক তমসুকের দেনা আসল ও সুদ বাবুদী মং ২৩০২৪ টাকার এক ডিক্রী পায়।

যৎকালে ঐ নালিশ দায়ের থাকে তৎকালে তারাপ্রসাদ রায় চৌধুরী, দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গি উত্তরাধিকারী স্বরূপ উক্ত তমসুকের কর্জ্জার অর্দ্ধেক হিস্যাতে নিজের স্বত্ব আছে বলিয়া সঙ্গি বাদী হওন প্রার্থনায় এক দরখাস্ত করে ইহাতে হুকুম হয় যে সেই হিস্যার নিমিত্ত যথার্থ দেনদারের বিরুদ্ধে সে ব্যক্তি এক নালিশ উপস্থিত করে।

মং ২৩০২৪ টাকার এই ডিক্রীজারী করণের পূর্ব্বে তারাপ্রসাদ পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধেক হিস্যার নিমিত্ত দুর্গাপ্রসাদের বিরুদ্ধে এক নালিশ উপস্থিত করে। ১৮২৯ সালের ৪ আপ্রেল তারিখে এই মোকদ্দমা উক্ত ভ্রাতৃ দ্বয়ের মধ্যে রফা হইবায় উভয়ে পরস্পরে রাজিনামা ও কারখত লিখিয়া দেয়। ইহার সর্ত্ত এই যে পৈতৃক সম্পত্তি ও শ্যামাপ্রসাদ নন্দির নিকট তমসুক বাবদী যে পাওনা তন্ন তারাপ্রসাদ এ সমুদয়ের রকম ।৵০ আনার হিস্যাদার আর তারাপ্রসাদের বিরুদ্ধে দুর্গাপ্রসাদের যে মোকদ্দমায় তারাপ্রসাদ উক্ত রাজিনামার প্রতি আপত্তি করে তাহাকে আদালত ১৮২৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর তারিখে রায় দেন যে তাহার ঐ সকল আপত্তি অগ্রাহ্য, ও মোকদ্দমা নথী হইতে খারিজ হয় ও উভয় পক্ষ আপন ২ সর্ত্তানুসারে কর্ম্ম করে আর ১৮৩২ সালের ৫ জুলাই তারিখে আপীলে এই নিষ্পত্তি এ আদালত কর্ত্তৃক বাহাল থাকে।

এ আদালতের সমক্ষে উপস্থিত বিরোধীগণ যে মোকদ্দমায়লিপ্ত থাকে ও যাহাতে প্রতিবাদী দুর্গাপ্রসাদআপেলাণ্টহয়তাহাতে প্রীবিকৌন্সলের একহুকুম দ্বারা রায়দেওয়া হয় যেউভয় পক্ষের দেনদার শ্যামাপ্রসাদনন্দির নিকট প্রতিবাদী দুর্গাপ্রসাদ যে টাকা পাইয়াছে ও পরে যাহা

মং ২৩০২৪ টাকার এই ডিক্রির বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদ নন্দি এ আদালতে এক আপীল উপস্থাপন করে তাহাতে রাজিনামার যে সকল সর্ত্তানুসারে সুদ ছাড়া ও মায় খরচা বাঙ্গলা ১২৪০ সালের মাহ চৈত্র নাগাএদ তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রির দরুণ মং ২৪২১৭ ৸১৭ টাকা দিতে নন্দি মঞ্জুকুর সম্মত হয় সেই সকল সর্ত্ত প্রমাণ ১৮৩১ সালের ১৬ মে তারিখে এক নিষ্পত্তি হয়।

১৮৩৫ সালের ১১ মার্চ তারিখে দুর্গাপ্রসাদ ও তারাপ্রসাদের মধ্যে ১৮২৯ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে যে রফা হয় সেই রফা সূত্রে দুর্গাপ্রসাদের পক্ষে ও শ্যামাপ্রসাদের বিরুদ্ধে দুর্গাপ্রসাদের উপস্থাপিত আপীলের দুই পক্ষের মধ্যে যে রফা হয় তাহা অস্বীকার করিয়া ও ঐ সকল ব্যক্তিকে তঞ্চক ও সাজসের তহমৎ দিয়াযে ডিক্রী হয় সেই আসল ডিক্রী দরুণ মং ২৩০২৪ টাকার রকম ।৶ আনা হিস্যার নিমিত্ত জেলা মেদিনীপুরের জজ্ আদালতে দুর্গাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদের নামে তারাপ্রসাদ এক নালিশ উপস্থিত করে।

জেলা মেদিনী পুরের জজ্ সাহেব ১৮৩৬ সালের ২৫ আগষ্ট তারিখে মায় সুদ মং ৮৬৩৪ টাকা শ্যামাপ্রসাদ নন্দি উক্ত তমসুক বাবদা যে টাকা দেনা থাকে উক্ত রফানামার সর্ত্তানুসারে সেই দেনার রকম ।৶ আনার নিমিত্ত কেবল দুর্গাপ্রসাদের বিরুদ্ধে তারাপ্রসাদকে এক ডিক্রী দেন।

১৮৪০ সালের ২৫ ফিব্রুয়ারি তারিখে এ আদালত আপীলে ঐ নিষ্পত্তি বাহাল রাখেন আর মায় সুদ সমুদয় কর্জ্জার রকম ।৶০ আনা তারাপ্রসাদের প্রতি অর্পে ও শ্যামাপ্রসাদের নিকট দুর্গাপ্রসাদ কোন টাকা আদায় করে নাই অথবা পরেও করিবে না এ প্রযুক্ত রফার তারিখ ইস্তক টাকা দিবার তারিখ নাগাএদের যে সুদ তারাপ্রসাদ দাবি করে তাহা অগ্রাহ্য বলিয়া জেলার জজ্ সাহেব যে রায় দেন সেই রায়ের সহিত শ্রীযুক্ত লি. ওয়ার্নর সাহেব ঐক্য হইয়া কহেন যে দুর্গাপ্রসাদের উপরই ইহার নির্ভর অতএব ইহা তাহার দেনা বলিয়া গণ্য হইল এবং ইং ১৮২৯ সালের ২ সেপ্তেম্বর না ১৮৩৫ সালের ১২ মার্চ তারিখের যে সুদ জজ্ সাহেব নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন তাহা সর্ব্ব বিধায়ে ন্যায্য ও যথার্থ।

বিচার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত হইলে ১৮৪১ সালের ১৮ আপ্রিল তারিখে ১৮২৯ সালের ২ জুলাই তারিখের ডিক্রির দরুণ রকম ।৶০ আনা হিস্যার আসল ও সুদের টাকার প্রতি তারাপ্রসাদের সমুদয় দাবি এ আদালত গ্রাহ্য করেন কেবল জেলার জজ্ সাহেব দাবি করা সুদের যে অংশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহাই সংশোধন করেন মাত্র কিন্তু শ্রীযুক্ত লি, ওয়ার্নর সাহেব ইহাতে অনৈক্য হইয়া রায় দেন যে রাজিনামার বিপরীতে কিছু নিষ্পত্তি করা হইবে না যে রাজিনামায় এই সর্ত্ত আছে যে যে কোন টাকা পাওনা হউক উভয় পক্ষই তাহার নিজ২ অংশ প্রাপ্ত হইবে এতদনুসারে ঐ নিষ্পত্তি যেরূপে সংশোধিত হইবে তাহা নীচে লেখা যাইতেছে যথা "দুর্গাপ্রসাদ যে টাকা ডিক্রীজারী করিয়া হক দেনদার শ্যামাপ্রসাদ নন্দির নিকট আদায় করিয়াছে ও পরে করিবে তারাপ্রসাদ সুদ সমেত তাহার নিজ হিস্যা প্রাপ্ত হইবে এবং জেলার জজ্ সাহেব ঐ রাজিনামার সর্ত্তানুসারে ঐ ব্যক্তি নিজ হিস্যা পাইবে বলিয়া নিষ্পত্তি করিবেন ও হক দেনদার শ্যামাপ্রসাদ নন্দির বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করিতে তারাপ্রসাদ যোগ দিবে"।

প্ত হইবেও ১৮৩৪ সালের ১৬ মে তারিখের পরে বিনাগাফিলিতে আদায়করিয়া থাকিবেতাহার রকম ।৶০ আনার নিমিত্ত এক বাদির নিকট এক প্রতিবাদী দায়ী হইবে এবংযে টাকা আদায় হয় নাই মায় সুদ সেই টাকা ও মং ২৪২১৭ ৸১৭ টাকার রকম ।৶০ আনা আদায় করণ প্রার্থনায় ডিক্রীজারী করিতে শ্যামাপ্রসাদ নন্দির বিরুদ্ধে দুর্গাপ্রসাদ যে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা করিবে বাদী তাহাতে আপীল করিতে পারিবে।

প্রিবী কৌন্সলের এই রায় দিবার পূর্ব্বে দুর্গাপ্রসাদ নিজশেষোক্ত ডিক্রীজারী করিয়াছে ও দুর্গাপ্রসাদের বিরুদ্ধে বাদী নিজ্জারি

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ১৭ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৪ সালের ৮১ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা মেদিনী পুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত এ, ডেভিডসন সাহেব ১৮৫৪ সালের ৯ জানুওয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে আবেতা আপীল।

তারাপ্রসাদ রায় চৌধুরী (বাদী)———————আপেলাণ্ট।
দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়—আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল দ্বয়।
বাবু কৃষ্ণ কিশোর ঘোষ, বাবু বংশীবদন মিত্র } রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।
ও মেং আর, টি, এলান সাহেব——————— }

মায় ওয়াসিলাৎ ও মালিকানা, মাজনামুটা প্রভৃতি ১১ পরগণার রকম ৶১৭।— অংশের রকম ।৶ আনার হিস্যার দখল পাইবার প্রার্থনায় মং ৬৬৬৭৶১।। টাকার দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত।

১৮০৯ সালের ২৭ জুলাই তারিখে দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী কলিকাতার প্রদেশীয় আদালতে শ্যামাপ্রসাদ নন্দির বিরুদ্ধে এক তমসুকের দেনা আসল ও সুদ বাবদী মং ২৩০২৪ টাকার এক ডিক্রী পায়।

যৎকালে ঐ নালিশ দায়ের থাকে তৎকালে তারাপ্রসাদ রায় চৌধুরী, দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গি উত্তরাধিকারী স্বরূপ উক্ত তমসুকের কর্জ্জার অর্দ্ধেক হিস্যাতে নিজের স্বত্ব আছে বলিয়া সঙ্গি বাদী হওন প্রার্থনায় এক দরখাস্ত করে ইহাতে হুকুম হয় যে সেই হিস্যার নিমিত্ত যথার্থ দেন দারের বিরুদ্ধে সে ব্যক্তি এক নালিশ উপস্থিত করে।

মং ২৩০২৪ টাকার এই ডিক্রীজারী করণের পূর্ব্বে তারাপ্রসাদ পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধেক হিস্যার নিমিত্ত দুর্গাপ্রসাদের বিরুদ্ধে এক নালিশ উপস্থিত করে। ১৮২৯ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে এই মোকদ্দমা উক্ত ভ্রাতৃ দ্বয়ের মধ্যে রফা হইবায় উভয়ে পরস্পরে রাজিনামা ও ফারখত লিখিয়া দেয়। ইহার সর্ত্ত এই যে পৈতৃক সম্পত্তি ও শ্যামাপ্রসাদ নন্দির নিকট তমসুক বাবদী যে পাওনা হয় তারাপ্রসাদ এ সমুদয়ের রকম ।৶০ আনার হিস্যাদার আর তারাপ্রসাদের বিরুদ্ধে দুর্গাপ্রসাদের যে মোকদ্দমায় তারাপ্রসাদ উক্ত রাজিনামার প্রতি আপত্তি করে তাহাতে আদালত ১৮২৯ সালের ২ সেপ্তেম্বর তারিখে রায় দেন যে তাহার ঐ সকল আপত্তি অগ্রাহ্য, ও মোকদ্দমা নথী হইতে খারিজ হয় ও উভয় পক্ষ আপন ২ সর্ত্তানুসারে কর্ম্ম করে আর ১৮৩২ সালের ৫ জুলাই তারিখে আপীলে এই নিষ্পত্তি এ আদালত কর্ত্তৃক বাহাল থাকে।

এ আদালতের সমক্ষে উপস্থিত বিরোধীগণ যে মোকদ্দমায়ুক্তি করিতেছে ও যাহাতে প্রতিবাদী দুর্গাপ্রসাদ আপেলাণ্টের স্বত্তাহাতে প্রীবিকৌন্সলের এক হুকুম দ্বারা রায়কেওয়া হয় যেউভয় পক্ষের দেনদার শ্যামাপ্রসাদনন্দির নিকট প্রতিবাদী দুর্গাপ্রসাদ যে টাকা পাইয়াছে ও পরে বাদ।

মং ২৩০২৪ টাকার এই ডিক্রির বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদ নন্দি এ আদালতে এক আপীল উত্থাপন করে তাহাতে রাজিনামার যে সকল সর্ত্তানুসারে সুদ ছাড়া ও মায় খরচা বাঙ্গলা ১২৪০ সালের মাহ চৈত্র নাগাএদ তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রির দরুণ মং ২৪২১৭ ৫১৭ টাকা দিতে নন্দি মজুকুর সম্মত হয় সেই সকল সর্ত্ত প্রমাণ ১৮৩১ সালের ১৬ মে তারিখে এক নিষ্পত্তি হয়।

১৮৩৫ সালের ১১ মার্চ তারিখে দুর্গাপ্রসাদ ও তারাপ্রসাদের মধ্যে ১৮২৯ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে যে রফা হয় সেই রফা সূত্রে দুর্গাপ্রসাদের পক্ষে ও শ্যামাপ্রসাদের বিরুদ্ধে দুর্গাপ্রসাদের উত্থাপিত আপীলের দুই পক্ষের মধ্যে যে রফা হয় তাহা অস্বীকার করিয়া ও ঐ সকল ব্যক্তিকে তঞ্চক ও সাজসের তহমৎ দিয়া যে ডিক্রী হয় সেই আসল ডিক্রী দরুণ মং ২৩০২৪ টাকার রকম ।৶ আনা হিস্যার নিমিত্ত জেলা মেদিনীপুরের জজ্ আদালতে দুর্গাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদের নামে তারাপ্রসাদ এক নালিশ উপস্থিত করে।

জেলা মেদিনী পুরের জজ্ সাহেব ১৮৩৬ সালের ২৫ আগষ্ট তারিখে মায় সুদ মং ৮৬৩৪ টাকা শ্যামাপ্রসাদ নন্দি উক্ত তমসুক বাবদী যে টাকা দেনা থাকে উক্ত রফানামার সর্ত্তানুসারে সেই দেনার রকম ।৶ আনার নিমিত্ত কেবল দুর্গাপ্রসাদের বিরুদ্ধে তারাপ্রসাদকে এক ডিক্রী দেন।

১৮৪০ সালের ২৫ ফিব্রুয়ারি তারিখে এ আদালত আপীলে ঐ নিষ্পত্তি বাহাল রাখেন আর মায় সুদ সমুদয় কর্জ্জার রকম ।৶০ আনা তারাপ্রসাদের প্রতি অর্শে ও শ্যামাপ্রসাদের নিকট দুর্গাপ্রসাদ কোন টাকা আদায় করে নাই অথবা পরেও করিবে না এ প্রযুক্ত রফার তারিখ ইস্তক টাকা দিবার তারিখ নাগাএদের যে সুদ তারাপ্রসাদ দাবি করে তাহা অগ্রাহ্য বলিয়া জেলার জজ্ সাহেব যে রায় দেন সেই রায়ের সহিত শ্রীযুক্ত লি, ওয়ার্নর সাহেব ঐক্য হইয়া কহেন যে দুর্গাপ্রসাদের উপরই ইহার নির্ভর অতএব ইহা তাহার দেনা বলিয়া গণ্য হইল এবং ইং ১৮২৯ সালের ২ সেপ্তেম্বর নাগাএদ ১৮৩৫ সালের ১১ মার্চ তারিখের যে সুদ জজ্ সাহেব নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন তাহা সর্ব্ব বিধায়ে ন্যায্য ও যথার্থ।

বিচার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত হইলে ১৮৪১ সালের ১৫ আপ্রিল তারিখে ১৮২৯ সালের ২ জুলাই তারিখের ডিক্রির দরুণ রকম ।৶০ আনা হিস্যার আসল ও সুদের টাকার প্রতি তারাপ্রসাদের [illegible] এ আদালত গ্রাহ্য করেন কেবল জেলার জজ্ সাহেব দাবি করা সুদের যে অংশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহাই সংশোধন করেন মাত্র কিন্তু শ্রীযুক্ত লি, ওয়ার্নর সাহেব ইহাতে অনৈক্য হইয়া রায় দেন যে রাজিনামার বিপরীতে কিছু নিষ্পত্তি করা হইবে না যে রাজিনামার এই সর্ত্ত আছে যে যে কোন টাকা পাওনা হউক উভয় পক্ষই তাহার নিজ ২ অংশ প্রাপ্ত হইবে এতদনুসারে ঐ নিষ্পত্তি যেরূপে সংশোধিত হইবে তাহা নীচে লেখা যাইতেছে যথা "দুর্গাপ্রসাদ যে টাকা ডিক্রীজারী করিয়া হক দেনদার শ্যামাপ্রসাদ নন্দির নিকট আদায় করিয়াছে ও পরে করিবে তারাপ্রসাদ সুদ সমেত তাহার নিজ হিস্যা প্রাপ্ত হইবে এবং জেলার জজ্ সাহেব ঐ রাজিনামার সর্ত্তানুসারে ঐ ব্যক্তি নিজ হিস্যা পাইবে বলিয়া নিষ্পত্তি করিবেন ও হক দেনদার শ্যামাপ্রসাদ নন্দির বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করিতে তারাপ্রসাদ যোগ দিবে"।

প্রাপ্ত হইবেও ১৮৩৪ সালের ১৬ মে তারিখের পরে বিসাগ্লাফিলিতে আদায়করিয়া থাকিলেতাহার রকম ।৶০ আনার নিমিত্ত এই বাদির নিকট এইপ্রতিবাদী দায়ী হইবে এবং যে টাকা আদায় হয় নাই মায় সুদ সেই টাকা ও মং ২৪২১৭ ৫১৭ টাকার রকম ।৶০ আনা আদায় করণ প্রার্থনায় ডিক্রীজারী করিতে শ্যামাপ্রসাদ নন্দির বিরুদ্ধে দুর্গাপ্রসাদ যে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা করিবে বাদী তাহাতে আপীল করিতে পারিবে।

প্রিবী কৌন্সলের এই রায় দিবার পূর্ব্বে দুর্গাপ্রসাদ নিজ শেষোক্ত ডিক্রীজারী করিয়াছে ও দুর্গাপ্রসাদের বিরুদ্ধে বাদী নিজডি-

এআদালতের উক্ত নিষ্পত্তির অসম্মতিতে দুর্গাপ্রসাদ প্রীবিকৌন্সেলে আপীল করিলে তাহাতে ১৮৪৯ সালের ৫ জুলাই তারিখে এই নিষ্পত্তি হয় যথা।

"রাজিনামা ও ফারখতির কএক সর্ত্তানুসারে আপেলাণ্ট দুর্গাপ্রসাদকে এক প্রত্যয়ীত ব্যক্তি স্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবেক ও সদর আদালতের যে চূড়ান্ত ডিক্রী দ্বারা দুর্গাপ্রসাদকে তারাপ্রসাদের নিকট তাহার রকম ।৵০ আনা হিস্যার দায়ী থাকা অবধারণ করে তাহা ভুল হইয়াছে আর বিচার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনার দরখাস্ত হইলে দুর্গাপ্রসাদ যে টাকা পাইয়াছিল তাহার রকম ।৵০ আনার হিস্যা রেস্পাণ্ডেণ্টের প্রতি অর্শে বলিয়া শ্রীযুক্ত নিওয়ালর সাহেব যে রায় দেন তাহা ন্যায্য" কিন্তু প্রীবিকৌন্সেল তদনুসারে এ আদালতের ডিক্রির অন্যথা করিয়া রায় দেন যে শ্যামাপ্রসাদ নন্দির নিকট দুর্গাপ্রসাদ মায় সুদ মং ২৪২১৭৫১৭ টাকার মধ্যে যে টাকা পাইয়াছে ও পরে পাইবে এবং ১৮৩১ সালের ১৬ মে তারিখের রাজিনামার লিখিত মেয়াদের অর্থাৎ ১৮৩১ সালের ১৬ মে তারিখের পরে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক গাফিলী না করিয়া ১৮২৯ সালের ২৭ জুলাই তারিখের ডিক্রী ও ১৮৩১ সালের ১৬ মে তারিখের রাজিনামা অনুসারে আদায় করিয়া থাকিবে তাহার রকম ।৵০ আনার নিমিত্ত তারাপ্রসাদের নিকট দুর্গাপ্রসাদ দায়ী ছিল ও আছেও বটে অতএব উভয় বিবাদির উপরোক্ত দায় ও স্বত্ব নির্দ্ধারণ চালাওন ও জারী করিবার নিমিত্ত প্রীবিকৌন্সেল এ আদালতে ঐ মোকদ্দমা সোপরদ্দ করিলেন আর মজকুর মং ২৪২১৭৫১৭ টাকার মধ্যে যে টাকা আদায় হয় নাই মায় ঐ টাকার সুদ ঐ টাকার রকম ।৵০ আনা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে তদ্রূপ শ্যামাপ্রসাদ নন্দির বিরুদ্ধে দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরির মোকদ্দমায় রেস্পাণ্ডেণ্ট তারাপ্রসাদ দরখাস্ত করিতে পারে আর ১৮৩৬ সালের ৯ মার্চ তারিখে শ্যামাপ্রসাদ নন্দির বিরুদ্ধে তাহার ডিক্রী জারী করিয়া পরগণা মাজ্ঞামুটা ও অপর এক তালুক নিলাম করাইলে মং ২৩৪৭ টাকার এক খানা রসিদ লিখিয়া দিয়া ঐ মূল্যে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে।

১৮৪২ সালের ১৪ জানুয়ারি তারিখে দুর্গাপ্রসাদের বিরুদ্ধে তাহার নিজের ডিক্রী তারাপ্রসাদও জারী করিলে ঐ ডিক্রির টাকা পরিশোধ জন্য দুর্গাপ্রসাদ যে মং ৪৩০০০ টাকা আমানৎ রাখে তাহা আদায় করে ও প্রীবিকৌন্সেলে ঐ টাকার যে অংশ অগ্রাহ্য করেন তাহা পুনর্দিবার নিমিত্ত মং ৫৩০০০ টাকার কোং কাগজ আমানৎ রাখিয়া ১৮৪৯ সালের ১৭ আপ্রিল তারিখে আদায়ী টাকার এক রসিদ লিখিয়া দেন। সমকালে প্রীবিকৌন্সেলের ডিক্রী জেলা ২৪ পরগণার জজ সাহেবের নিকট জারী করিবার জন্য পাঠান হয় তৎকালের বিবরণ এই যে জজ শ্রীযুক্ত বেকন্ সাহেব এই রায় দেন যে শ্যামাপ্রসাদ নন্দির নিকট টাকা আদায় করিয়া মাজ্ঞামুটা ইত্যাদি কএক তালুক খরিদ ও দখল হইবায় প্রীবিকৌন্সেলের ডিক্রী অনুসারে ঐ সম্পত্তি শ্যামাপ্রসাদ নন্দির নিকট উক্ত ডিক্রী

ক্রীজারী করিয়া তাহার নিকট সমুদয় টাকা প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে শ্যামাপ্রসাদ নন্দির বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করিয়া প্রতিবাদী যে সম্পত্তি খরিদ করে তাহার রকম ।৵০ আনার দখল প্রার্থনা করে এই হেতুতে নালিশ করে যে শ্যামাপ্রসাদের দরুণ তমস্সুক বাবদ যে টাকা পাওনা হয় তাহা তাহার ও দুর্গাপ্রসাদের উপযুক্ত সম্পত্তি আর উল্লেখিত ডিক্রীজারীতে যে ভূমী সম্পত্তির এক্ষণে দাবি হইতেছে। তাহা দুর্গাপ্র-

বাবদী দুর্গাপ্রসাদ প্রাপ্ত হয় ও ঐ সকল তালুকের রকম ।৶ আনার হিস্যা তারাপ্রসাদ পাইতে পারে কারণ তাঁহার বিবেচনায় প্রীবিকৌন্সেলের ডিক্রির মর্ম্ম এই যে শ্যামাপ্রসাদ নন্দির নিকট দেনা আদায় জন্য দুর্গাপ্রসাদ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছে সেতাবৎ তারাপ্রসাদের সহিত একযোগ করা হয় গণ্য করিতে হইবে আর তারাপ্রসাদের পক্ষে যে স্বত্ত্ব ও সম্বন্ধের ডিক্রী হয় ঐ সকল তালুক বিক্রয়ের তারিখেও ঐ স্বত্ত্ব ও সম্বন্ধ থাকে অতএব দুর্গাপ্রসাদ ঐ সম্পত্তি খরিদ করিয়া যে উপস্বত্ত্ব ভোগ করে তাহাতে তারাপ্রসাদকে সঙ্গি হিস্যাদার বিবেচনা করিতে হইবেক এবিধায়ে এআদালতের নিষ্পত্তি নিমিত্ত হাকীম মৌসুফ এই বিষয় সোপরদ্দ করেন।

১৮৫০ সালের ১২ আপ্রিল তারিখে মেং জ্যাকসন সাহেব নিষ্পত্তি করেন যে যখন প্রীবিকৌন্সেল এ আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিয়াছেন ও তারাপ্রসাদ আপন ডিক্রী জারী করিয়া মং ৪৩০০০ টাকা আদায় করিয়াছে তখন দুর্গাপ্রসাদকে ঐ টাকা দিতে সে ব্যক্তি আবদ্ধ আছে এবং শ্যামাপ্রসাদ নন্দির নিকট মং ২৪২১৭৮৬১৭ টাকার মধ্যে যে টাকা আদায় হইয়াছে প্রীবিকৌন্সেলের ডিক্রী অনুসারে তাহার রকম ।৵০ আনা দুর্গাপ্রসাদের নিকট সে ব্যক্তি পাইতে পারে আর যদিও শ্যামাপ্রসাদ নন্দির নামে যে মং ২৪২১৭৮৬১৭ টাকার মধ্যে মং ২৩৪৭৮ টাকা পণে দুর্গাপ্রসাদ মাজামুটা ইত্যাদি কএক তালুক খরিদ করিয়াছে ও ডিক্রির ঐ টাকা আদায় বাবদী এক রসিদ দাখিল করিয়াছে তথাপি আদায়ী টাকার রকম ।৵০ আনা হিস্যার নিমিত্ত সে ব্যক্তি তারাপ্রসাদের নিকট দায়ী থাকে কিন্তু খরিদা সম্পত্তির মুনফা ব্যবহার অথবা ঐ মুনফা হারাণ জন্য দায়ী নহে কেননা আপনার লাভের নিমিত্তই কেবল দুর্গাপ্রসাদ ঐ কএক তালুক খরিদ করে এবং ঐ খরিদের সহিত তারাপ্রসাদের কোন সম্বন্ধ নাই অতএব তাহার রায় হইল যে সে স্থলে মায় আদায়ের তারিখ ইস্তক সুদ মং ৪৩০০০ টাকা দুর্গাপ্রসাদের নিকট তারাপ্রসাদ দেনা থাকে ও মায় সুদ মং ২৩৪৭৮ টাকার রকম ।৶ আনা হিস্যা নিমিত্ত তারাপ্রসাদের নিকট দুর্গাপ্রসাদ দায়ী থাকে সে স্থলে মং ৪৩০০০ টাকা হইতে ২৩৪৭৮ টাকার রকম ।৵০ আনা বাদ দিতে হইবে ও সুদের হিসাব মিটাইয়া বাকী তারাপ্রসাদের নিকট আদায় করিয়া দুর্গাপ্রসাদকে দেওয়া যাইবেক।

এই নিষ্পত্তির পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত হইলে মেং জ্যাকসন সাহেব পুনর্বার ১৮৫০ সালের ১৪ সেপ্তেম্বর তারিখে এই নিষ্পত্তি করেন যে যখন প্রীবিকৌন্সেলের ডিক্রীতে বিরোধীয় ভূমী সম্পত্তির কোন উল্লেখ নাই ও কেবল টাকার নিমিত্তই ঐ ডিক্রী হয় তখন ঐ ডিক্রী জারীতে ভূমী সম্পত্তির দখল দেওয়া হইতে পারে না আর দুর্গাপ্রসাদ নিজে কিম্বা সাধারণে উপস্বত্ত্ব ভোগ দখল করণাশয়ে ঐ সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন কি না এবিষয় প্রীবিকৌন্সেলে মীমাংসা হয় নাই কিন্তু এই সকল বিষয় বিচারে যে কএক বিচার্য্য বিষয় উত্থাপিত হয় সে তাবৎ সত্বেও মোকদ্দমায় ইস্থ ধরা হয় নাই ও সে তাবতের কোন প্রমাণও দাখিল করা হয় নাই আর ঐ সকল বিষয় মীমাংসা করাইবার নিমিত্ত

সাদ প্রতারণাত ব্যক্তি স্বরূপ সাধারণের উপভুক তহবিলের কিয়দংশ দিয়া খরিদ করে আর প্রীবিকৌন্সেল দ্বারা এই নিষ্পত্তি হয় যে শ্যামাপ্রসাদ নন্দির নিকট ডিক্রী হওয়া টাকার মধ্যে প্রতিবাদী দুর্গাপ্রসাদ যে টাকা আদায় করিয়াছে ও পরে করিতে পারিবে তাহার রকম ।৵০ আনা বাদী পাইতে পারে সুতরাং দাবি করা সম্পত্তির রকম ।৵০ আনাতে তাহার স্বত্ব আছে।

এআদালত কর্ত্তৃক অবধারিত হইল যে যখন টাকা লওয়া বাদির একারের মনোনীত হয় ও শ্যামাপ্রসাদ নন্দী

এক জাবেতা নালিশেই সেতাবৎ মীমাংসা হইতে পারিবে আর ঐ রূপ জাবেতা নালিশ দায়ের হইলে ১৮৫০ সালের ২২ আপ্রিল তারিখের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে অতএব তিনি বিচার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন ও রায় দেন যে প্রীবিকৌন্সেলের যে ডিক্রীতে কতক টাকা দেয় তদনুসারেই তাঁহার সাবেক নিষ্পত্তি হইয়াছে ও দরখাস্তকারীকে যে টাকা দেওয়া হয় তাহা গ্রাহ্য করিতে কিম্বা ন্যায্য বিবেচনায় তৎপরিবর্ত্তে এক জাবেতা নালিশ দায়ের করিতে তাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে শ্যামাপ্রসাদ নন্দির বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করিয়া দুর্গাপ্রসাদ যে ভূমী সম্পত্তি খরিদ করে তাহার দখল প্রার্থনায় তারাপ্রসাদ যে নালিশ করিয়াছে তাহাতে বাদী এই তর্ক করে যে তমসুকের আসল টাকা ১৮৩১ সালের ৬ মে তারিখে প্রদেশীয় আদালত অর্থাৎ প্রোবিন্সেলকোর্ট প্রতিবাদীকে ডিক্রী দেন তাহার ও প্রতিবাদির সাধারণের পৈতৃক সম্পত্তি ও উক্ত ডিক্রীজারীতে ঐ তমসুকের আসল টাকার কতক অংশ দিয়াই প্রতিবাদী ঐ ভূমী সম্পত্তি খরিদ করিয়াছে অতএব যখন প্রীবিকৌনসেল দ্বারা চূড়ান্ত রূপে নিষ্পত্তি হইয়াছে যে উক্ত ডিক্রির টাকার দরুণ যে সম্পত্তি শ্যামাপ্রসাদ নন্দির নিকট প্রতিবাদী যাহা পাইয়াছে ও পরে পাইতে পারিবে বাদী তাহার রকম ।৶০ আনার অংশীদার তখন দাবি করা সম্পত্তির রকম ।৶০ আনাতে তাহার স্বত্ব আছে বলিতে হইবেক।

এই প্রতিবাদির বিরুদ্ধে বাদির ডিক্রিজারী হইয়া যে টাকা আদায় হয় তাহা হইতে প্রীবিকৌনসেলের ডিক্রী অনুসারে অর্পিত বাদির রকম ।৶০ আনা হিস্যা বাদ দেওয়াতে বাদির পক্ষে প্রীবিকৌনসেলের ডিক্রির টাকা পরিশোধিত হইয়াছে ও বাকী টাকা এক্ষণেও প্রতিবাদির পাওনা আছে ইত্যাদি দৃষ্টি করিয়া প্রধান সদর আমীন আরজী ডিস্মিস্ করেন এই নিষ্পত্তির অসম্মতিতে বাদী আপীল করিলে তাহার উকীল তর্ক করে যে যখন বাদী অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিমিত্ত প্রতিবাদী এক ভারার্পিত ব্যক্তি মাত্র ও যখন শ্যামাপ্রসাদ নন্দির নিকট তমসুক বাবদী যে পাওনা থাকে তাহা উভয়ের সম্পত্তি ও উক্ত ডিক্রীজারির দরুণ প্রতিবাদির জিম্মায় থাকা সাধারণ তহবিল হইতে বিরোধীয় বিষয় খরিদ হয় ও তদর্থে পণের টাকা দেওয়া হয় তখন খরিদা সম্পত্তির রকম ।৶০ আনা হিন্দু শাস্ত্র মতে বাদী পাইতে পারে।

আর ও বাদির উকীল কহে যে প্রীবিকৌনসেলের ডিক্রির টাকা পরিশোধ জন্য টাকা আমানৎ থাকিলেও এই বিবেচনায় বাদী তাহা লইতে স্থগিত আছে যে ভূমী সম্পত্তির রকম ।৶০ আনায় বাদির এই স্বত্ব আছে ও সেই স্বত্ব সাব্যস্ত করণাশয়ে বাদী নালিশ করিয়াছে।

আমার বোধে আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রের মূল নিয়ম সকল খাটে না আর প্রীবিকৌন্সেলের ডিক্রির হুকুম যাহার কেবল এক প্রকারেই ব্যাখ্যা হইতে পারে তদ্দ্বারাই বিরোধীয় বিষয় নিশ্চিতরূপে মীমাংসা হইয়াছে ইহা ঠিক ও সপষ্ট ঐ ডিক্রির মধ্যে প্রকাশ আছে কেনন তদ্দ্বারা প্রতিবাদী শ্যামাপ্রসাদ নন্দির নিকট যে টাকা আদায়

সম্মত হইয়াছে একরার নামা লিখিয়া দেয় তদনুসারে পাওনা টাকার রকম ।৶০ আনা প্রতিবাদির নিকট বাকী ডিক্রীজারী করিয়া আদায় করিয়াছে তখন বাদী এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে না এই নালিশের প্রার্থনা এই যে পূর্বের সকল বিচার কার্য রদ ও বাতিল হয় ও যে টাকা সে ব্যক্তি লইয়াছিল কেবল সেই টাকা প্রতিবাদী ফেরৎ লয় ও প্রতিবাদির ভূমী সম্পত্তির বিরুদ্ধে এক স্বতন্ত্র ডিক্রীজারী করিয়া প্রথম ডিক্রীজারীকরণ কালে সে ব্যক্তি যে দোষ করিয়াছে সে দোষ শুধরা হতে দেওয়া

করিয়াছে ও পরে করিতে পারিবে ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গাফিলী না করিয়া ১৮৩৪ সালের ১৬ মে তারিখের পরে আদায় করিয়া থাকিবে তজ্জন্য বাদির নিকট প্রতিবাদী দায়ী থাকা ও উক্ত ডিক্রী বাবদী মং ২৪২১৭৮১৭ টাকার মধ্যে যে অংশ আদায় হয় নাই মাস তাহার সুদ ঐ টাকার রকম।৶০ আনা আদায় করণার্থ ডিক্রীজারী করিতে শ্যামাপ্রসাদের বিরুদ্ধে দুর্গাপ্রসাদের মোকদ্দমায় দরখাস্ত করিতে বাদির ক্ষমতা থাকা রায় দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীবিকৌনসেলের ডিক্রির রায় দিবার পূর্ব্বে এই ডিক্রীজারী হইয়া মং ২৩৪৭৮ টাকা আদায় হইয়া গিয়াছে আরও নথির কাগজাৎ দৃষ্টে প্রকাশ যে শ্যামাপ্রসাদ নন্দির সম্পত্তির নিলাম ও তাহা দুর্গাপ্রসাদ কর্ত্তৃক খরিদের ৬ বৎসর পরে তারাপ্রসাদ উক্ত খরিদের বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত হইয়াও দুর্গাপ্রসাদের বিরুদ্ধে নিজ ডিক্রীজারী করিয়া ঐ ডিক্রির সমুদয় মং ৪৩০০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছে। যদিস্যাৎ সে ব্যক্তি তৎকালে উপস্থিত দাবি উত্থাপন করিত তাহা হইলে তদ্বিষয়ে আদালতের সম্পূর্ণ বিচার হইতে পারিত কিন্তু তাহা না করিয়া বাদী বিবেচনা পূর্ব্বক টাকা লইতে ইচ্ছুক হইয়াছিল ও সেই টাকা সে ব্যক্তি এক্ষণেও রাখিয়াছে। এক্ষণে তাহার এই প্রার্থনা যে পূর্ব্বের সকল বিচার কার্য্য রদ ও বাতিল হয় ও যে টাকা সে ব্যক্তি লইয়াছিল সেন সেই টাকা প্রতিবাদী ফেরৎ লয় ও প্রতিবাদির ভূমী সম্পত্তির বিরুদ্ধে এক নূতন ডিক্রীজারী করিয়া প্রথম ডিক্রী জারী করণকালে সে ব্যক্তি যে দোষ করিয়াছে সে দোষ শুধরাইতে দেওয়া হয় মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় এরূপ দাবি সমুদয় অগ্রাহ্য আর শ্রীবিকৌনসেলের ডিক্রী অনুসারে যে টাকা তাহার প্রতি অংশে তাহা সে ব্যক্তি আদায় করিয়াছে অতএব বাদির নিজ কর্ম্মদ্বারা যে মোকদ্দমা মীমাংসা হইয়া গিয়াছে তাহা পুনরুত্থাপন বিষয়ে আমরা রায় দিতে পারি না আর কতক টাকা জামিন স্বরূপ আমানৎ রাখার বিষয় এ মোকদ্দমার সহিত কোন সংশ্রব রাখে না সুতরাং তাহাতে প্রতিবাদির স্বত্বের প্রতি কোন হানি বৃদ্ধি হয় না এবিধায়ে আমরা খরচা সহিত আপীল ডিসমিস্ করিলাম ইতি।

ফল আর শ্রীবিকৌনসেলের ডিক্রী অনুসারে যে টাকা তাহার প্রতি অংশে তাহা সে ব্যক্তি আদায় করিয়াছে অতএব বাদির নিজ কর্ম্মদ্বারা যে মোকদ্দমা মীমাংসা হইয়া গিয়াছে তাহা পুনরুত্থাপন বিষয়ে আমরা রায় দিতে পারিবে না।

এবিধায়ে খরচা সহিত এই আপীল ডিসমিস হইল।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ১৭ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

জেলা ভাগলপুরের জজ্‌ শ্রীযুক্ত আর, এন, ফারকুহারসন সাহেব ১৮৫৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে কএকটা খাবেতা আপীল।

১৮৫৪ সালের ১৮১ নম্বরী মোকদ্দমা।

গুরুদয়াল সিংহ (প্রতিবাদী)- ——— ——— — ——— ———আপেলাণ্ট।
শিওদয়াল সিংহ (বাদী)- ——— — ——— ———রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়—— ——— — —— —— —— ——আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
মুনসী আমীর আলী——— ——— —— —— ——রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

১৮৫৪ সালের ১৯৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

রামপ্রসাদ সিংহ (প্রতিবাদী)—— —— —— — ——আপেলাণ্ট।
শিওদয়াল সিংহ (বাদী)- ——— ——— ——— — রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু বংশীবদন মিত্র—— ——— —— —— ——আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
মুনসী আমীর আলী — ——— — ——— —— — রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

কোং ৯৯২৪৷৶৮ টাকার দাবিতে এক নালিশ উপস্থিত।

প্রতিবাদী গুরুদয়াল সিংহ কর্ত্তৃক দাখিলী এক একরারনামা নামঞ্জুর করিয়া মাল সাং ফসলি ১২৫৪ সালের ওয়াসিলাৎ মৌজা ডুভি, ডুমরি বানম ও কাওল ইত্যাদির রকম ৷৶ আনার দখলের নিমিত্ত গুরুদয়াল সিংহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে বাদী শিওদয়াল সিংহ নালিশ করিয়াছে।

বাদী এজহার করে যে ১২৫৩ সালে সেখ আহাম্মদুল্লার দারিদ্র্যাবস্থা হওয়ায় সে ব্যক্তি বাদির নিকট মং ১০০০ টাকা কর্জ্জ লইয়া মৌজা কাওডুমরি, বানম ও ডুভি এই তিন মৌজার রকম ৷৶ আনার মোকররী এস্তমরারি পাট্টা দেয় আর পূর্ব্বে আহাম্মদুল্লা বাদীকে গুরুদয়াল সিংহের কবুলিয়ৎ দেয় কিন্তু সেখ মজকুর একখানা বরাৎ না লিখিয়া দিলে গুরুদয়াল সিংহ বাদির নিকট মালগুজারী আদায় করিতে অস্বীকার করে অনন্তর ঐ বরাৎ লিখিয়া দেওয়া হইলেও সিংহ মজকুর অন্য কএক কারণে মালগুজারী আদায় করিতে চাহে না এজন্য বাদী যে সদর খাজানা দাখিল করে তাহাও কাওল ও ডুমরি মৌজার মালিকী মুনফা পুনঃপ্রাপ্ত হওন প্রার্থনায় বাদী নালিশ উপস্থিত করিলে প্রতিবাদী গুরুদয়াল সিংহ ফসলি ১২৫১ সালের ১৭ ভাদ্র তারিখে এক জাল একরারনামা প্রস্তুত করে তাহাতে এই বিষয় সাব্যস্ত করিতে চাহে যে সেখ আহাম্মদুল্লাকে মং ৮২৫ টাকা কর্জ্জ দিলে সে ব্যক্তি ১৫ বৎসরের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত দুই মৌজা প্রতিবাদির নিকট বন্ধক

মোকদ্দমার সমেত খরচার ডিক্রী হওয়া উচিত এবং সাধারণ নিয়ম হইতে উপস্থিত মোকদ্দমা ছাড়া করিবার কোন কারণ দৃষ্টি না করিয়া এ আদালত জেলার জজ সাহেবের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন করণ পূর্ব্বক হুকুম করিলেন যে প্র-

তিবাদী অর্থাৎ আপেলাণ্টের উভয় আদালতের খরচা বাদী যাহার দাবি নমসুট হইয়াছে সে ব্যক্তি দিবে।

রাখে কিন্তু সেখ আহাম্মদুল্লা ঐ একরারনামা অস্বীকার করে ও ঐ জাল একরারনামা নাকস্ করিবার প্রার্থনায় সেখ আহাম্মদুল্লা পরে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে পূর্ব্বের উত্থাপিত বাদির নালিশ নমসুট হয় অতএব গুরুদয়াল সিংহের তঞ্চক ও অন্যান্য প্রতিবাদির সহিত তাহার যোগসাজস প্রযুক্ত যেচারি মৌজা তাহাকে মৌরসী পাট্টা দেওয়া হয় সে তাবতের কোন অংশের দখল পাইতে অপারক হইবায় বাদী এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

প্রতিবাদী গুরুদয়াল সিংহ আপন জওয়াবে কহে যে সেখ আহাম্মদুল্লা যে একরারনামা তাহাকে লিখিয়া দিয়াছে তাহা প্রকৃত সত্য ও অন্যান্য প্রতিবাদির সহিত একত্রে বাদির দাবির যথার্থতা অস্বীকার করে। যখন মোকদ্দমার গুণাগুণের পক্ষে কোন নিষ্পত্তি হয় নাই তখন এই সকল সওয়াল জওয়াব বিস্তারিত রূপে বলা অনাবশ্যক হইতেছে।

জেলার জজ সাহেবের নিষ্পত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে যে তাঁহার নিকট মোকদ্দমা শুনানি জন্য আসিলে প্রতিবাদির উকীল অসম্পূর্ণ ইষ্টাম্পে লিখিত হইয়াছে এজন্য উক্ত পাট্টা বাদির নালিশের সূত্র হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি করিয়া দর্শান যে "ফসলি ১২৫৩ সালের ৩ শ্রাবণ মোং ১৮৪৬ সালের ১২ জুলাই তারিখে সেখ আতাম্মদুল্লা গিজ্জা ২০০১ টাকা নজরানা লইয়া সালিয়ানা মালগুজারী মং ৬৫১ ।৵১০ টাকা মায় পাট্টাদারের জিম্মা কোং ৩৫০ ।৵০০ টাকা সদর খাজানার কথা ধার্য্য হইয়া যে পাট্টা দেওয়া হয় তাহা ১৬ টাকার ইষ্টাম্পে লিখিত হয় অথচ ১৮২৯ সালের ১০ আইনের এ (A) চিহ্নিত ফিরিস্তির ৩০ দফায় লিখিত আছে যে কনবেএনস অর্থাৎ হস্তান্তর লিপির ১৬ ও পাট্টার ৪ টাকা একুনে ২০ টাকার ইষ্টাম্প লাগিবে। ওদিকে বাদির পক্ষ উকীল তর্ক করেন যে ঐ পাট্টা মৌরস হইবায় উহা ২৮ দফার অধীন ও কনবেএনস নিমিত্ত যে ইষ্টাম্প লাগিবে উহাতে কেবল সেই ইষ্টাম্পই আবশ্যক। উকীল মজকুর আরও সম্মত হইয়া কহিলেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ৩ ধারা মতে মালগুজারী না থাকিলে যে রসুম দিতে হয় তাহার বিস্তার বিবরক ২৮ দফায় উপক্রমণিকার শেষ কএক শব্দের পারস্যভাষার অনুবাদ বে ইজারা অর্থাৎ বে মেয়াদী ও সেতাবতের সহিত উপস্থিতের অনুরূপ পাট্টার সম্বন্ধ আছে।

জেলার জজ সাহেব পরেও কহেন যে প্রতিবাদির আপত্তি যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইবায় ঐ বিষয়ের সম্পূর্ণ বাদানুবাদ করিতে দেওয়া হয় এবং আমার রায়ে ইষ্টাম্পের দোষ সম্পূর্ণ রূপে সাব্যস্ত হইবায় অন্যান্য বিষয়ে বাদানুবাদ আবশ্যক হয় না অথচ ঐ দোষ হঠাৎ ঘটিত ও পারস্যভাষার অনুবাদ ভ্রমজনক বোধ হয় এবিধায়ে আমি মোকদ্দমা নমসুট করিয়া যে অব্যবহিত পূর্ব্বস্থিত ১৮৫২ সালের ৯ নম্বরী অন্য পক্ষের ঐরূপ এক মোকদ্দমার ঐরূপ যে এক দোষ অসাবধানতা প্রযুক্ত হয় তৎসম্বন্ধে এবং তঞ্চক করণের স্পষ্ট অভিপ্রায় নাই এরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমায় দোস অল্পজ্ঞানে আদেশ দিতেছি যে প্রত্যেক পক্ষে নিজ২ খরচা দিবেক।

বিচার।

খরচা বিষয়ে গুরুদয়াল সিংহ ও রামপ্রসাদ সিংহ নামে অধীন আদালতের দুই

প্রতিবাদী দুই আপীল উত্থাপন করিয়া দরশায় যে যখন বাদির দাবি নসমুট হইয়াছে তখন যতদূর সচরাচর হইয়া থাকে তাহারা খরচার ডিক্রী পাইতে পারে।

এস্থলে আমাদিগের রায় এই যে উপস্থিত মোকদ্দমায় আপেলান্টগণ ন্যায্য মতে আপন২ খরচা পাইতে পারে কেননা অন্য মোকদ্দমায় যে ব্যক্তি বাদির প্রতি বাদ করে তাহার ঐরূপ কোন দোষ এবং তজ্জন্য তাহাতে যে হুকুম হয় সেই হুকুম দ্বারা খরচা বিষয়ক সাধারণ নিয়ম হইতে উপস্থিত মোকদ্দমা ছাড়াইবার কোন প্রসিদ্ধ কারণ হইতে পারে না যথা প্রত্যেক মোকদ্দমার গুণাগুণের পক্ষে বিচার হওয়া আবশ্যক আর আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় আমরা ইহাতে এরূপ কোন কারণ দেখিনা যে তদ্দ্বারা খরচা বিষয়ক সাধারণ আইন হইতে ইহাকে পৃথক করা উচিত হয় এবিধায়ে আমরা জজ সাহেবের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন করিয়া হুকুম দিতেছি যে দুই প্রতিবাদী অর্থাৎ আপেলান্টের উভয় আদালতের খরচা বাদী অর্থাৎ রেস্পাণ্ডেণ্টের জিম্মা ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ১৭ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস সাহেব একটিং জজ।

১৮৫৪ সালের ৩৯৯ নম্বরী মোকদ্দমা

জেলা পূরণিয়ার জজ শ্রীযুক্ত জিলচ সাহেব ১৮৫৪ সালের ১১ মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

মফুল খা (বাদী) ———— আপেলান্ট।
মেং এল, ই, বরফোরড সাহেব প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—রেস্পাণ্ডেণ্ট গণ।
মুনসী আমীর আলী ও মেং আর, টি, এলান সাহেব—আপেলান্টের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু হরকালী ঘোষ ———— রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।

কোং ৬৫৪১ ।।৴০ টাকার দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত।

এই মোকদ্দমার বিবরণ জেলা পূরণিয়ার ১৮৫৫ সালের মে মাসের ফয়সলা বহির ৯১ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবেক।

এই বাদী অর্থাৎ আপেলান্ট কহে যে সে ব্যক্তি রাজা বিজয় গোবিন্দ সিংহের এক ইজারদার। উক্ত রাজা ফসলি ১২৫৭ সালের খাজানা বাকী পড়িবায় আপন সম্পত্তি নিলাম হইতে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে ফসলি ১২৫৮ সালের মালগুজারী আগামী আদায় করিতে বাদী ও অন্যান্য প্রজাকে তলব করেন এবিধায়ে আপেলান্ট এই সর্ত্তে মৃত শনামৎ রায়ের স্ত্রী মোসম্মাৎ সর্ব্বেশ্বরীর কুঠীতে মং ৫২০০ টাকা আমানৎ রাখে যে যদিস্যাৎ তাহার নিজের ও তাহার সঙ্গি প্রজাগণের আগামী দেওয়া মালগুজারী দ্বারা উক্ত নিলাম রহিত না হয় তাহা হইলে ঐ টাকা সে ব্যক্তি ফিরিয়া পাইতে পারিবেক।

অনন্তর ফসলি ১২৫৮ সালে ঐ নিলাম হয় এবং উক্ত কুঠীর তেজারৎ ও রাজার সম্পত্তি

একজন জমীদারকে আগামী যে মালগুজারী দেওয়া হয় তাহা ফেরৎ দেওন বিষয়ে ডিক্রী হইল যে হেতুক বাকী খাজানার নিলামহার। উক্ত আগামী দত্ত

মালগুজারী দেয় হইবার পূর্ব্বে উক্ত তা মাদারের দখল হইতে সম্পত্তি যায় বলি কের। - নিকট ফে রৎ পাইবার সর্ত্তে ঐ আ সামী দেওয়া মালগুজারী আমানৎ রা খা হয় বলিয়া বনিকের নামে যে দাবি উপ স্থিত হইয়াছে তাহা প্রমাণ হয় নাই।

সকল পরে কোর্ট আব ওবার্ডসের অধীনে আইসে অতএব মোসম্মাৎ সর্ব্বেশ্বরীর নাবালগ পুত্রের অছি সরবরাহকার ও উক্ত রাজার সম্পত্তির কর্ম্মকারক, তাহার কএক স্ত্রী ওঅছি প্রভৃতির নামে উপরোক্ত টাকা পুনঃপ্রাপ্ত হওন প্রার্থনায় আপেলাণ্ট নালিশ করিয়াছে।

নাবালগ বনিকের অছি সরবরাহ কার আপন জওয়াবে উক্ত কএক সর্ত্তে কর্জ্জকরা অস্বীকার করিয়া কহে যে উক্ত কুঠীতে রাজার যে দেনা থাকে তাহার পরিশোধে রাজার হিসাবে ঐ টাকা জমা দেওয়া হয় মাত্র কিন্তু রাজার সম্পত্তি সকলের অছি ও কর্ম্ম কারক দিগের পক্ষে কোন জওয়াব দাখিল হয় নাই।

টাকা ফেরৎ দিবার সর্ত্ত থাকা প্রমাণ না হওয়া বিবেচনা করিয়া জেলার জজ্ সাহেব এই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন।

আপেলাণ্টের পক্ষের বাদানুবাদ এই ১ যথা সে ব্যক্তি যে কএক সর্ত্ত উল্লেখ করিয়াছে সে তাবৎ মতেই উক্ত টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয় এবং দুর্গা দত্ত নামে তাহার এক জন দাস ও জগৎ সহায় নামে রাজার এক জন চাকর ঐ টাকা উক্ত কুঠীতে লইয়া যান ও সেই টাকার দরুণ এক খানা হাত চিঠা লয়। ঐ হাত চিঠা খোয়া যাওয়ায় তাহার এক নকল দাখিল করা হইয়াছে। এ মোকদ্দমায় সে ব্যক্তি সকল প্রতিবাদীকে রেস্পাণ্ডেণ্ট করিয়াছে কিন্তু তন্মধ্যে আপীলের জওয়াব দিবার জন্য কেবল নাবালগের অছি ও তাহার কুঠীর কর্ম্ম কারক হাজির হয় মাত্র।

বিচার।

যে মর্ম্মে টাকা ফেরৎ দিবার সর্ত্ত উল্লেখ হইয়াছে আমাদিগের বিবেচনায় তাহা প্রমাণ হয় নাই।

কুঠীর তহবিলদার রামলালের জবানবন্দী এই যে বাদির নামে ঐ টাকা জমা দেওয়া হয় মাত্র ইহা সত্য বটে কিন্তু হাত চিঠার মর্ম্ম দৃষ্টে আমাদিগের বিচার হইতেছে যে ঐ টাকা রাজাকে কর্জ্জ দেওয়া হয় কিন্তু রাজার সম্পত্তি বিক্রীত হইলে বাদীকে ঐ টাকা যে ফেরৎ দেওয়া যাইবে তাহাতে এরূপ কোন ভাব বুঝায় না কেননা হাত চিঠাতে লেখে যে বাদির চাকর দুর্গা দত্তের নিকট হইতে রাজার চাকর জগৎ সহায় ঐ টাকা লওয়া হয় ইহাতে আমাদিগের রায় হইতেছে যে রাজার আপন হিসাবেই ঐ টাকা দেওয়া হয় এবিধায়ে কুঠীর অছি সরবরাহকারের বিরুদ্ধে বাদির দাবি ডিস্‌মিস্ করিয়া জেলার জজ্ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহা আমরা বাহাল রাখিলাম কিন্তু রাজার সম্পত্তি ফসলি ১২৫৭ সালের খাজানা বাকী পড়ায় বিক্রীত হইয়াছে ফসলি ১২৫৮ সালের যে মালগুজারির নিমিত্ত দায়ী নহে বাদী রাজার হিসাবে সেই মালগুজারী দিয়াছে প্রমাণ হইবায় রাজার কর্ম্মকারকের বিরুদ্ধে আমরা ডিক্রী দিলাম।

এই আপীলে যে রেস্পাণ্ডেণ্ট উপস্থিত আছে তাহার উভয় আদালতের খরচা আপেলাণ্ট দিবে আর উভয় আদালতের তাহার নিজ খরচা সেব্যক্তি রাজার সম্পত্তি হইতে আদায় করিয়া অন্যান্য প্রতিবাদির অধীন আদালতের খরচা দিবে ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ১৮ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্‌।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেব

১৮৫৩ সালের ২৩০ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা বাখরগঞ্জের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মহম্মদ কলিম খাঁর ১৮৫৩ সাল ১৮ মার্চ্চ তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাবেস্ত. আপীল।

কালিদাস ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) ---- -- আপেলান্টগণ।
মৃত ই, কে, হিউম সাহেবের অছি ও প্রতিনিধি চার্ল্‌স } রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
জস রুহর সাহেব প্রভৃতি (বাদীগণ)------ ----
বাবু রমাপ্রসাদ রায়------------ ------- -আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়, বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত } রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষ উকীলগণ।
ও মেং আর, টি, এলান------------ ------

খাজানা আদায়ের জন্য ৮১৬৪।১৯৩।৮ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

বাদী কহে যে পরগণা দক্ষিণ সাহাবাজপুরের রকম ৮১৮৷ = আনা অংশের মধ্যে মোজাফত মেরিয়াম বিবীর রকম ।৬৷ -- আনা হিস্যার কতক অংশ বাঙ্গলা ১২৪৫ সাল হইতে ১২৫২ সাল পর্য্যন্ত ইজারা সূত্রে ই, কে, হিউম সাহেবের দখলে ছিল ও ১২৫৩ সাল অবধি উপরোল্লেখিত জমীর অর্দ্ধাংশ ঐ সাহেবের জমীদারী থাকে; পরে ১২৫৬ সালে তাহার মৃত্যু হওয়ায় বাদী সুপ্রিমকোর্টের দত্ত এক প্রোবেট অনুযায়ী ঐ মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধি হইয়া তাহার ত্যাজ্য বস্তুর উত্তরাধিকারী হন, অপর চরপাতা ও দিদা জুল্লা প্রভৃতি সএক মৌজা ভুক্ত যে "আরাজীন গ্রেগোরি" নামে তালুক তাহা ঐ জমীদারির শামিল ও ঐ তালুক গবর্ণমেণ্টের বাজেআপ্তী জমী বাদে প্রতিবাদীগণের সহিত জমা বিলী আছে ও তাহাদিগের নিকট আসল খাজানা বাবৎ সিক্কা ৩৬৭৬৶১৩। টাকা ও বাদির সালিয়ানা জমার অংশ পরিমাণ হিসাব অনুযায়ী সুদের দরুণ একদফা ইং ১২৪৭ সাল ১৪ আষাঢ় নাং ১২৫২ সাল ২৭ আষাঢ় তারিখের কাং ৪১৩।৯।।= টাকা ও একদফা ইং ১২৫২ সাল ২৮ আষাঢ় নাং ঐ সালের আখেরির কাং ৬৫১।৶১৬ টাকা ও একদফা ইং ১২৫৩ সাল হইতে নাং ১২৫৭ সাল শ্রাবণ মাহার কাং ৩২৫।।৶৮ টাকা বাদির পাওনা আছে।

এই মোকদ্দমায় অনেক ব্যক্তি প্রতিবাদী ও তাহারা ভিন্ন২ হেতুবাদে উভয় আসল ও সুদের দাবির প্রতি আপত্তি করে।

বাদী যে ইজারার পাট্টা সূত্রে এই নালিশ করে সেই পাট্টা ও যে নির্দ্ধারিত জমা অর্থাৎ ১৯৮৫।২ টাকা দৃষ্টে খাজানার হিসাব করে সেই জমা অধীন আদালতে প্রমাণ হইয়াছে।

বাকী খাজানা বাবদী এক নালিশে এই স্থির হইল যে যে সকল প্রতিবাদীগণ একজন সাবেক ইজারদারের নিকট কটকট কওয়ালা সূত্রে খরিদ করিয়া পরে বয়বাৎ জারীকরে তাহারা আপনাদিগের দখলের তারিখের পূর্ব্বের খাজানার জন্য দায়ী নহে।

ঐরূপ খাজানা যেকাল

সংক্রান্ত বাকী পড়িয়া থাকে তাহা সেই সময়ের দখলীকার দিগের নিজ দেনা ও তজ্জন্য তাহারাই দায়ী। আর এই স্থির হইল যে বাকী খাজানার সুদের দাবি কেবল ১৮৫২ সালের ১৮ জুন ও ১৮৫৬ সালের ২৯ জুলাই তারিখের মকদ্দমার হুকুমের বিধানানুযায়ী নিরূপণ হইতে পারে। অপর সুদের করার থাকা কি সুদ সমেত খাজানা দাওয়া করা প্রমাণ করিতে অসমর্থ হওয়ার ও প্রতিবাদির বিরুদ্ধে সরাসরী নালিশ উপস্থিত না করার কোন বিশিষ্ট হেতু দর্শাইতে না পারায় আদালত কেবল নালিশের

প্রধান সদর আমীন জমা ওয়াসিল কাগজ ও বাকির হিসাব দাখিল হওয়ায় ও সাক্ষীগণের জবানবন্দির দ্বারা ঐ সকল জমী প্রতিবাদীগণের দখলে থাকা ও তাহাদিগের নিকট দাবিকৃত খাজানা পাওনা থাকা বিবেচনা করিয়া প্রতিবাদীগণকে দায়ী স্থির করেন ও বাদির আসল ও সুদের সমুদয় দাবি অর্থাৎ কোং ৩৭২৮৶৴৮(৭ টাকা আসল ও ২১২৯।৶৴৮ টাকা সুদ ও আসল টাকার উপর নালিশের তারিখ হইতে ডিক্রির তারিখ পর্য্যন্ত সুদ ও খরচা ও ডিক্রির তারিখ হইতে আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত সুদ তাহার পক্ষে ডিক্রী দেন।

ঐ ফয়সলার অসম্মতিতে সুদ্ধ দুইজন প্রতিবাদী কালিদাস ভট্টাচার্য্য ও কালীপ্রসাদ মুখোটি আপীল করিয়াছে।

তাহাদিগের আপত্তি এই যে তাহারা আপনাদিগের অংশ জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের নিকট কট কওয়ালায় খরিদ পূর্ব্বক বাদী ও অন্যান্য জমীদারকে বয়বাতের নালিশে আসামির শ্রেণীভুক্ত করিয়া বয়বাতের ডিক্রী অনুসারে বাঙ্গলা ১২৫৬ সালে দখল প্রাপ্ত হয় এবং সেমতে তাহারা ঐ সনের পূর্ব্বের খাজানার জন্য দায়ী নহে; আর উল্লেখিত মোকদ্দমায় জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যে একরকেতা রাজীনামা দাখিল করে তদনুসারে ১২৫৫ সালের খাজানার জন্য তাহারা দায়ী, ও বাদির খাজানার দাবি কোন বিশেষ সর্ত্ত অনুযায়ী না হওয়াতে সে নালিশের তারিখের পূর্ব্বের সুদ পাইবার অধিকারী নহে।

বাদির পক্ষে এই উক্তি হইয়াছে যে "ঐ তালুকের অনেক জন এজমালী অংশী ও ১২৫৬ সালে বয়বাৎ জারী হওনকালে জমীদারী বহিতে ঐ হিস্যার খারিজ দাখিল হয় নাই আর যে জগচ্চন্দ্রকে সুদ্ধ দস্তুর অনুসারে মোকদ্দমা ভুক্ত করা হইয়াছে প্রতিবাদীগণ তাহার স্থলাভিষিক্ত আর বাদির সম্মতি অভাবে অংশ হস্তান্তর হওন প্রযুক্ত প্রতিবাদীগণ দাবি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না ও বর্ত্তমান বন্ধকগ্রহীতা যে কেবল ১২৫৬ সালের খাজানার জন্য দায়ী ছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই এবং তজ্জন্য বন্ধকদাতার উপর যে জওয়াবদিহী থাকিত বন্ধকগ্রহীতা সেই জওয়াবদিহী হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না।

আমাদিগের বিবেচনায় এই সকল ওজরে উভয় পক্ষের মধ্যে মূল বিরোধীয় বিষয়ের কোন অবস্থান্তর হইতে পারে না।

কট কওয়ালা দ্বারা খরিদ ও বয়বাতের ডিক্রী উপলক্ষে দখল সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই ও জগচ্চন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য বিক্রয়কারীরাও আসামির শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।

অতএব আমাদিগের কেবল দুই বিষয় মীমাংসা করা আবশ্যক. যথা;

প্রথমতঃ আপেলাণ্টগণ ১৮৫৬ সাল অর্থাৎ জমীর দখল প্রাপ্ত হওনের তারিখের পূর্ব্বের খাজানার জন্য দায়ী কি না?

দ্বিতীয়তঃ তাহারা ডিক্রী হওয়া সুদের জন্য দায়ী কি না?

আমাদিগের অভিপ্রায়ে বাদির ঐ বিষয় হস্তান্তর হওন পক্ষে সম্মতি থাকুক বা না থাকুক প্রতিবাদীগণ এতদ্রূপ মোকদ্দমায় আপনাদিগের দখল না থাকার সময়ের বাকী খাজানার

জন্য দায়ী নহে আর বাদির ঐরূপ সম্মতি না দেওয়া প্রমাণ হইলেও তাহাতে 'প্রতিবাদীগণের জওয়াবদিহী হইতে পারে না। সে যাহা হউক এস্থলে বাদির উক্ত সম্মতি না দেওয়ার যে কেবল প্রমাণাভাব এমত নহে বরং যে বযবাতের নালিশ সূত্রে প্রতিবাদীগণ দখল পায় বাদী অন্যান্য মালিকের সহিত সেই নালিশে আসামির স্থলে থাকিয়াও বিষয় হস্তান্তর হওনের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি না করাতে তাহার ঐ বিষয়ে সম্মতি দেওয়াই বিলক্ষণ বিবেচনা হইতেছে।

প্রতিবাদীগণের বন্ধক উপলক্ষে ঐ জমীতে ১২৫৬ সালে দখল পাইবার পূর্ব্বে যে খাজানা বাকী পড়িয়াছে তাহা সাবেক দখলীকারদিগের নিজ দেনা ও তজ্জন্য তাহারাই দায়ী ও বন্ধকী ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে বন্ধকগ্রহীতাকে তাহার দখলের পূর্ব্বের বাকী খাজানা আদায় করিবার স্পষ্ট সর্ত্ত না থাকিলে সে বনবাৎ জারী হওয়ার পূর্ব্বের খাজানার জন্য দায়ী হইতে পারে না আর ঐরূপ সর্ত্ত থাকারও কোন প্রমাণ উপস্থিত নাই।

অপর যেহেতু নথির কাগজাৎ দৃষ্টে প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ বন্ধকগ্রহীতাদিগের পূর্ব্বের খাজানা আদায় করণ জন্য আবদ্ধ থাকা অপ্রকাশ ও আমাদিগের পূর্ব্বোল্লেখিত মত ঐ খাজানা সাবেক দখলীকারাণের নিজ দেনা ও তজ্জন্য তাহারাই দায়ী, সেজন্য আমরা প্রতিবাদীগণের খাজানার বাকী আদায়ের জওয়াবদিহী ১৮৫৬ সাল অর্থাৎ তাহাদিগের দখলের তারিখ হইতে সীমাবদ্ধ করিয়া প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী সংশোধন করিলাম।

অপর প্রধান সদর আমীন বাদির পক্ষে ডিক্রীতে প্রতিবাদীগণের নিকট ১২৫৬ সাল হইতে বাকী খাজানার সুদ আদায় জন্য যে অনুমতি দিয়াছেন তাহা স্থিরতর রাখিবার যোগ্য নহে কারণ আমাদিগের অভিপ্রায়ে এ আদালতের ১৮৫২ সাল ১৩ জুন তারিখের আপেলান্টগণ নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ও ১৮৫৬ সাল ২৯ জুলাই তারিখের আপেলান্টগণ মেওয়ালাল ও গণপতিলালের নজীরের নির্দ্ধারিত নিয়ম ব্যতীত অন্য কোন নিয়মানুসারী সুদের দাবি হইতে পারে না। অপর বাদী উপস্থিত মোকদ্দমায় পাট্টাতে সুদ দেওনের স্পষ্ট করার থাকা কি তাহার প্রজাদিগের নিকট সুদ সমেত খাজানার দাওয়া করা প্রমাণ না করার ও অধিকন্তু প্রতিবাদী অর্থাৎ আপেলান্টগণের উপর সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত না করার কোন মাতব্বর হেতু দর্শাইতে না পারায় আমরা বাদীকে আপেলান্টের নিকট কেবল নালিশের তারিখ হইতে সুদ পাইবার অধিকারী স্থির করিলাম। অতএব উক্ত বিবেচনানুসারে এক্ষণে যে পরিমাণ ডিক্রী হইল তদনুযায়ী খরচা সমেত প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী সংশোধন করিলাম ইতি।

তারিখ হইতে সুদ আদায়ের অনুমতি দিলেন।'

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ১৮ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেন্স্ সাহেব একটিং জজ্।

১৮৫৬ সালের ৬২১ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি মানাদের একটিং মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন দত্তের ১৮৫৫ সাল ২০ ফিব্রুয়ারি তারিখের ডিক্রির অন্যথায় জেলা হুগলির জজ্ শ্রীযুক্ত এইচ, বি, বেলি সাহেবের ১৮৫৬ সাল ৩০ জানুয়ারি তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল।

উম্মেদন্নিসা বিবী (প্রতিবাদীগণের মধ্যে একজন)--আপেলাণ্ট।
সৈএদ আলী মহম্মদ (বাদী) ও সৈএদ গোলাম }
রসুল প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) —— ———————.... } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়-----—-—————-------—— আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
মৌলবী সৈএদ মরাহমৎ হোসেন————--- —রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।

রেস্পাণ্ডেণ্টদিগের সপক্ষে খরচার ডিক্রী হইল।

শ্রীযুক্ত জে. এইচ. প্যাটন ও শ্রীযুক্ত ডি, আই. মনি সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুযায়ী ১৮৫৬ সাল ৮ ডিসেম্বর তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"এ মোকদ্দমার বিবরণ জজ সাহেবের ১৮৫৬ সাল ৩০ জানুয়ারি তারিখের ফয়সলায় লিখিত আছে।

"দরখাস্তকারিণী চারি ওজর উত্থাপন করিয়াছে;

"প্রথমঃ জজ সাহেব প্রথমে যে প্রশ্ন করেন তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই।

"দ্বিতীয়ঃ বাদী যে বিক্রয় কওয়ালার উল্লেখ করে তাহার উকীল সেই দলীল সাব্যস্ত না হওয়া স্বীকার থাকায় তাহার মোকদ্দমা অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।

"তৃতীয়ঃ জজ সাহেব প্রত্যেক পক্ষের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে কড়ীকাষ্ঠ বসাইবার ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করায় আসল বিরোধীয় বিষয়ের কোন নিষ্পত্তি হয় নাই।

"চতুর্থঃ প্রতিবাদীগণকে অন্যায় রূপে খরচার দায়ী করা হইয়াছে।

"উপরোক্ত প্রথম তিন ওজর সম্বন্ধে আমাদিগের অভিপ্রায় এই যে কোন বাদী কোন অধিকার সূত্রে দখলের দাবি করিলে তাহার অগ্রে সেই অধিকার প্রমাণ করা আবশ্যক; কিন্তু এ মোকদ্দমা স্বতন্ত্র প্রকার। দৃষ্ট হইতেছে যে ইহাতে উভয় পক্ষের উকীলগণ যে সকল কথা স্বীকার করে তদৃষ্টে জজ সাহেব অধিকার সম্বন্ধে তদন্ত করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া মিছিলের কাগজাতে যে পর্য্যন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় সেই প্রমাণের উপর নির্ভর পূর্ব্বক বাদী যে চালা উঠাইয়া দিবার প্রার্থনা করে সেই চালার বিরোধ মীমাংসা

করিয়াছেন। জজ সাহেব ঐ প্রমাণ দৃষ্টে এই স্থির করেন যে প্রতিবাদিনী উম্মোদন্নিসা যে দেওয়ালের কতক অংশের উপর চাল নির্ম্মাণ করে সেই দেওয়াল বিরোধীয় ব্যক্তিদিগের পরস্পরের সরহদ্দের চিহ্ন স্বরূপ থাকায় তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল না। এই নিষ্পত্তি বিচার সঙ্গত হওয়ায় আমাদিগের ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কারণ নাই।

"কিন্তু চতুর্থ ওজর সম্বন্ধে জজ সাহেব প্রতিবাদীগণকে সমুদয় খরচার দায়ী করায় অন্যায় করিয়াছেন কি না তাহা বিচার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম। এ মোকদ্দমা অন্যান্য গ্রাহ্য হওয়া খাস আপীলের ফর্দ্দ শামিল হইয়া শীঘ্র শুনানি হইবেক"।

বিচার।

এ মোকদ্দমা বিচার স্থলে উপস্থিত হইলে রেস্পণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল মহম্মদ হোসেন সমুদয় খরচা সমতুল্য অংশ করিয়া উভয় পক্ষের জিম্মা হওনে সম্মত হইলে আপেলাণ্টের উকীল তাহাতে কোন আপত্তি না করায় ঐ রূপ হুকুম হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ১৯ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি. বি. ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ. সামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি. আই. মানি সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৩২৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ভাগলপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মি. ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের ১৮৫২ সন ২২ সেপ্টেম্বর তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

গণেশ নন্দি প্রভৃতি (বাদীগণ) ——————আপেলাণ্টগণ।
নন্দন ঠাকুর প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) ——————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মৌলবী সৈএদ মহম্মদ হোসেন ——————আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল।
মনসী আমীর আলী, বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত, বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মেং আর, টি, এলান সাহেব } রেস্পণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

থাকবস্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের ১৮৪৭ সাল ২২ মে তারিখের রোবকারী অন্যথা পূর্ব্বক মৌজা আজমিরপুরের দখল পাইবার প্রার্থনায় সুদ ও ওয়াসিলাৎ ধরিয়া ১২৮৩২।৶৪ টাকার দাবিতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। প্রধান সদর আমীন তামাদির সাধারণ আইন ১৮৪৮ সালের ১৩ আক্‌ট এ মোকদ্দমা সম্বন্ধে বাধা জনক দৃষ্টি করিয়া নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন।

বাদীগণ ঐ ফয়সলার অসম্মতিতে আপীল করিয়াছে ও প্রতিবাদীগণ অধীন আদালতের দর্শিত উভয় হেতুবাদ সম্বন্ধে নিষ্পত্তি ন্যায্য হইয়াছে বলিয়া আপত্তি করে।

যে মেয়াদ
গতে তামাদী
আরম্ভ হয় সেই মেয়াদ গণনা করণে অনুপস্থিত প্রযুক্ত নম্বর পারিজ হও-

য়া মোকদ্দমার কাল বাদ যা- ইবেক না।

প্রতিবাদীগণের খাস আপত্তি প্রথমে বিচার স্থলে আসিয়াছে ও ১৮৪৮ সালের ১৩ আক্টের বিধানানুসারে বাদির আদালতে উপস্থিত হইবার কাল বহির্ভূত হইয়াছে কি না আমাদিগকে তাহাই বিবেচনা করিতে হইবেক।

দৃষ্ট হইতেছে যে থাকবস্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট বিরোধীয় জমী প্রতিবাদীগণের জমীদারির শামিল করণ সম্বন্ধে ১৮৪৭ সাল ২২ মে তারিখে চূড়ান্ত হুকুম দেন।

এ মোকদ্দমা ১৮৫২ সাল ২৬ আপ্রিল তারিখে উত্থাপিত হয়।

বাদীগণের উকীল আপত্তি করেন যে বাদী প্রথমে ১৮৫১ সাল ১০ জুন তারিখে প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে দাবি উপস্থিত করিয়াছিল কিন্তু তাহার অনুপস্থিত প্রযুক্ত ঐ নালিশ ১৮৫১ সাল ২৮ নবেম্বর তারিখে নম্বর খারিজ হওয়ায় ঐ দুই তারিখের মধ্যকাল আইন সিদ্ধ তিন বৎসর মেয়াদ গণনা করিতে হইলে তাহা হইতে বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

এ আদালতের অধিকাংশ হাকীমান আপেলাণ্টগণ রাজা লীলানন্দ সিংহ বাহাদুর প্রভৃতির মোকদ্দমায় ১৮৫৬ সাল ২ মে তারিখে যে রূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন তদনুযায়ী উল্লেখিত বাদ দেওনের প্রস্তাব আমাদিগের বিবেচনায় আইন বিরুদ্ধ হইতেছে ও তজ্জন্য বাদীগণের আদালতে উপস্থিত হইবার কাল নিশ্চয় বহির্ভূত হওয়ায় আমরা খরচা সমেত আপীল ডিস্মিস্ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ১৯ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই. এ, স্যামুএলস্ সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আ, ই, মণি সাহেব }

১৮৫৪ সালের ২০৬ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা পূরণিয়ার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সৈএদ তফোজ্জল হোসেন খাঁ বাহাদুরের ১৮৫৪ সাল ২৪ জানুয়ারি তারিখের ফয়সলার অসম্মতে জাবেতা আপীল।

মৃত বাবু সলামৎ রায়ের নাবালক পুত্র নথরাজ রায়ের বিষয়াধ্যক্ষ ও রক্ষক মেং এন, ই, বরফোর্ড সাহেব (বাদী) ——— } আপেলাণ্ট।

মৃত রাজা বিদ্যানন্দ সিংহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী রাজা লীলানন্দ সিংহ (প্রতিবাদী) —— } রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু হরকালী ঘোষ ——— আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মুন্সী আমীর আলী —— রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

১৮৫৬ সাল ২৫ মে তারিখের রায় কমলানন্দ সিংহে

কোং ২৪৭৪১৮/০ টাকার দাবিতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়।

বাদী জেলা পূরণিয়ার একজন মৃত কুঠিয়ালের নাবালক পুত্র ও উত্তরাধিকারী এবং সে আপন অছি দ্বারা প্রতিবাদির নামে তমসুকী কর্জ্জার আসল ও সুদ বাবদী ৩৪৭৪১ টাকার দাবি উপস্থিত করিয়াছে। প্রতিবাদির মৃত পিতা রাজা বিদ্যানন্দ সিংহ আট মাহার

শতকরা মাসিক ১ টাকার হিসাবে সুদ সমেত দেনা পরিশোধ করণের সর্ত্তে বাঙ্গলা ১২৫৭ সাল ১৬ কার্ত্তিকে ঐ তমসুক এক দফা কোং ১৬০০০ টাকা ও আর এক দফা সিক্কা ২৫৬০০ টাকা একুনে কোং ৪১৬০০ টাকার জন্য লিখিয়া দেয়। বাদী কহে যে খতের তারিখ হইতে নালিশের তারিখ অর্থাৎ ১২৫৮ সাল ৩০ শ্রাবণ পর্য্যন্ত তমসুকের টাকা আসল, সুদ ও বাট্টা ধরিয়া ৮৫৯০৩৶০ একুন হয় তন্মধ্যে তাহার খাতা বহির লিখিত সময়ে২ ঐ কর্জ্জার আসল ও সুদ পরিশোধের টাকার একুন ৫১১৬২ পূর্ব্বোক্ত মোট হইতে বাদ দিয়া তাহার দাবিকৃত টাকা বাকী হইয়াছে। প্রতিবাদী দেনা অস্বীকার করে নাই ও সে ঐ কর্জ্জ পরিশোধ জন্য যে২ টাকা দেওয়া উল্লেখ করে তাহা সুদ্ধ এক সামান্য ২৩।৴৪ টাকা ব্যতীত বাদির খাতা বহির জমার সহিত ঐক্য হইয়াছে কিন্তু সে এই আপত্তি করে যে সে যে২ টাকা পরিশোধ করিয়াছে হিসাবে সেই সকল টাকার সুদ ধরা বাদির কর্ত্তব্য ছিল ও বাদী এরূপ করিলে তাহার নিকট কর্জ্জা সম্বন্ধে কেবল ৯৫৪৮৷।৶০ টাকা বাকী থাকিত ইহা বলিয়া প্রতিবাদী ঐ ৯৫৪৮৷।৶ টাকা আদালতে আমানত করে। অপর প্রতিবাদী বাদির প্রতি তাহার আইনানুযায়ী প্রাপ্য সুদের অধিক দাবি করার অপবাদ দেওয়ায় সে তাহাতে কোন জওয়াব দেয় নাই বলিয়া প্রধান সদর আমীন বাদির নালিশ ১৭৯৩ সালের ১৫ আইন ৯ ধারার বিধানানুসারে ও সদর আদালতের ১৮৫৩ সাল ৪ মার্চ তারিখের সরকুলর হুকুমানুযায়ী ডিস্‌মিস্ হওনের যোগ্য ছিল ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু প্রতিবাদী ৯৫৪৮।।৶ টাকা দেনার স্বীকার থাকায় তিনি বাদীকে ঐ টাকা লইতে অনুমতি দিয়াছেন।

ইহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে প্রধান সদর আমীন অত্র মোকদ্দমায় যে আইন দর্শাইয়াছেন তাহাতে তাহার ভ্রম হইয়াছে। আইনে যে সুদ অনুমতি করে বাদী তদতিরিক্ত সুদ চুক্তি কি গ্রহণ করে নাই সে কেবল আইন সঙ্গত হারে সুদ হিসাব করিয়া দাবি উপস্থিত করিয়াছে আর তাহার হিসাব অনুযায়ী ঐ সুদের মোট আসল অপেক্ষা ২৭০৩৶ টাকা বেশী। প্রতিবাদির পরিশোধী টাকার ঠিকে ও সুদের হিসাবে ভুল থাকা প্রযুক্ত ঐ হিসাবে ভুল হইয়াছে। আসল টাকা অপেক্ষা সুদ যথার্থ ৯০৴১১ পরিমাণে বেশী কিন্তু এই সকল কথা অপ্রয়োজনীয়: বাদির মোকদ্দমায় ১৭৯৩ সালের ১৫ আইন ৯ ধারা না খাটিয়া বরং তাহাতে ঐ আইনের ৬ ধারা খাটিতেছে তাহাতে প্রধান সদর আমীনের আসল হইতে সুদের দরুণ বেশী টাকা বাদ দিয়া বক্রী দাবির উপর বিচার করা কর্ত্তব্য ছিল।

উভয় পক্ষের মধ্যে লেন দেনের হিসাব যে রীতিমত প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল অত্র আদালতে সুদ্ধ তৎসম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। রেস্পাণ্ডেণ্ট কহে যে উভয় জমা খরচের টাকার সুদ ধরিয়া গঙ্গা যমুনা মতে হিসাব রাখা উচিত ছিল ও বাদী কাটাকি হিসাব অর্থাৎ যাহাতে আদায়ী টাকা হইতে অগ্রে সুদ পরিশোধ হইয়া শেষে আসলে উসুল পড়ে কি ঐ টাকার কতকাংশ সুদে ও কতক আসলে জমা হয় সেই হিসাব বজায় রাখিবার জন্য

এর মোকদ্দমায় নজীর অনুসারে স্থির হইল যে তমসুকী দেনার সুদের হিসাব নিষ্পত্তি জন্য ইহাই যথার্থ নিয়ম যে দেনদার যে সকল টাকা দেয় সেই সকল টাকা হইতে তাহার দেওনের তারিখে প্রাপ্য সুদ অগ্রে আদায় হইয়া কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে যদি আসল টাকা ফেরৎ দেওয়ার যোগ্য হয় তবে ঐ উদ্বৃত্ত টাকা আসলে বাদ যাইবেক। আসল দেনার সুদ বাকী থাকিলে দেনদারের পরিশোধী টাকার সুদ দেওয়া হইবেক না।

যেস্থলে সুদ বাকী থাকাতেও মহাজন স্বয়ং দেনদারের

পরিশোধীটাকা আসলে বাদ দেয় সে স্থলে তাহাকে নিজ কার্য্যে আবদ্ধ হইতে হইবেক ও সে ঐরূপ আসল হইতে যে সকল টাকা বাদ দিয়া থাকে তাহার উপর সুদের দাবি করিতে পারিবেক না।

বিরোধ করে। ফলত বাদী যে নিয়মে হিসাব রাখিয়াছে তাহা এই অর্থাৎ সে ১২৫৭ সালের ১৬ কার্ত্তিক তারিখে প্রতিবাদির নামে ৪১৬০০ টাকা খরচ লেখে পরে ১২৫৩ সাল অগ্রহায়ণ তারিখে ৩০৫০৬ ।।৶৮ টাকা সুদ পাওনা হওয়ায় প্রতিবাদী ১০১৩৩ ।/৪ টাকা দেয় এবং ঐ পরিশোধী টাকার মধ্যে বাদির ৮০০০ টাকা সুদে ও ২১৩৩ ।/৪ আসলে জমা হয়। তৎপরে ১২৫৩ সাল ২৬ চৈত্র তারিখে সুদের হিসাবে ২৩৯৫৩৸৪ টাকা পাওনা হওয়ায় প্রতিবাদী যে ১৫০০০ টাকা দেয় তন্মধ্যে ১০০০০ টাকা সুদে ও ৫০০০ টাকা আসলে জমা হয়, এই রূপে নালিশের তারিখ পর্য্যন্ত প্রতিবাদী ৫১৬৬৭৸৶১১ টাকা আদায় করায় প্রত্যেক আদায়ের সময় প্রাপ্য সুদ আদায়ী টাকা অপেক্ষা অধিক হওয়াতেও প্রতিবাদী ঐ পরিশোধী টাকার কতক অংশ সুদে ও কতক অংশ আসলে জমা দিয়াছে ও তাহাতে যে বাকী স্থির হয় তাহা আমাদিগের অনুমতি ক্রমে প্রস্তুত হওয়া হিসাবের সহিত ঐক্য হইতেছে অর্থাৎ নালিশ উপস্থাপিত হওনের তারিখে প্রতিবাদির নিকট হইতে আসল ৭৯৩২/১ টাকা ও সুদ ২৩৬৯০ টাকা একুনে ৩১৬২২ টাকা পাওনা থাকে তন্মধ্যে বাদী ১৭৯৩ সালের ১৫ আইন ৬ ধারার বিধানানুসারে সুদ্ধ ৩১৫৩২/১ টাকা দাবি করিতে পারে।

দৃষ্ট হইতেছে যে প্রতিবাদির কহত মত ঐ হিসাব প্রস্তুত হইলে নালিশের তারিখে ২১৯২৪ ।৶ টাকা সুদ বাকী হইত ও ১৫ আইনের বিধানানুসারে যে পরিমাণ টাকা দাবি শামিল হওনে নিষেধ হইয়াছে তাহা ঐ টাকা হইতে বাদ দিলে ৯৬০৭ ।।৶১ টাকা বাকী থাকিত।

সে যাহা হউক প্রতিবাদী দেনা পরিশোধ জন্য যে সকল টাকা দেয় সে সেই সকল টাকার সুদের দাবি করিতে পারে না। ১৮৫৩ সাল ২৫ মে তারিখে রায় কনসেল সিংহের মোকদ্দমায় তমসুকী দেনার সুদের হিসাব নিষ্পত্তি সম্বন্ধে যে নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে তাহাই নিঃসন্দেহ যথার্থ নিয়ম ও তাহা এই যে " আসল কি সুদ বলিয়া যে সকল টাকা দেনদারের নামে জমা হয় তাহা হইতে অগ্রে দেনদারের নিকট প্রাপ্য সুদ পরিশোধ হইয়া যে কিছু উদ্বৃত্ত হয় সেই উদ্বৃত্ত টাকা আসল হইতে বাদ যাইবেক "। প্রতিবাদী হিসাবের যে প্রকার নিয়ম জন্য বিরোধ করে তাহাতে তাহার লাভের নিমিত্ত সুদ সম্বন্ধে তমসুকের শর্ত অন্যথা হয় কারণ তাহা হইলে প্রতিবাদীকে তাহার নিজ স- অনুযায়ী শতকরা ১২ টাকার হিসাবে সুদ দিতে না হইয়া ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ১১ টাকার কিঞ্চিৎ অধিক হারে দিতে হইতেছে। আমরা অত্র মোকদ্দমায় প্রথমোল্লেখিত নিয়ম খাটাইতাম কিন্তু দৃষ্ট হইতেছে যে বাদির পিতার সহিত বোধ হয় প্রতিবাদির মুরব্বের কোন গোপন বন্দোবস্ত হেতু বাদির পিতা পরিশোধী টাকার কতকাংশ দেনার আসল হইতে বাদ দিয়াছে। ইহাতে বাদীকে আপন পিতার কার্য্যে আবদ্ধ হইতে হইবেক, এবং আসল দেনায় যে সকল টাকা উসুল পড়িয়াছে তাহা যেং তারিখে প্রতিবাদির নামে জমা হয় সেই সকল টাকার ঐ ২ তারিখ হইতে সুদ চলিবেক না। বস্তুতঃ ১৭৯৩ সালের ১৫ আইন ৬ ধারার বিধান খাটাইয়া যে বাকী স্থির হয় তাহা আমাদিগের নির্দ্ধারিত নিয়মানুযায়ী হিসাব প্রস্তুত হইলে শেষে যে বাকী উৎপত্তি হইত সেই শেষোক্ত বাকির সহিত ঐক্য হইতেছে। এজন্য বাদী ৩১৫৩২/১ টাকা ও খরচা ও নালিশের তারিখ হইতে

সুদের ডিক্রী পাইবেক। অপর বাদী প্রতিবাদির আমানতী ৯৫৪৮।।৶ টাকা যে তারিখে নিজ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত তাহা সেই তারিখ হইতে হিসাবে বাদ দিতে হইবেক অর্থাৎ ঐ তারিখে ডিক্রির টাকার যে সুদ প্রাপ্য হইয়াছিল তাহা প্রতিবাদির আমানতী টাকা হইতে অগ্রে আদায় হইয়া কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে আসল দেনা হইতে সেই উদ্বৃত্ত টাকা বাদ দেওয়া যাইবেক ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ২০ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৫ সালের ৫৩৪ নম্বরী দরখাস্ত।

চৌধুরী রামপ্রসাদ দাস প্রভৃতি প্রতিবাদীগণ ও মোসম্মাৎ সন্ধ কুঙারী বাদিনীর মোকদ্দমায় চৌকি তেগরার মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু বিস্কুলালের ১৮৫৩ সাল ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখের ফয়সলার অন্যথায় জেলা ত্রিহুতের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত ই, ডেকন্টা সাহেবের ১৮৫৫ সাল ৮ ফিব্রুয়ারি তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের প্রার্থনায় মোসম্মাৎ সন্ধ কুঙারী ১৮৫৫ সাল ৩মে তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

আদালতের ডিক্রী ক্রমে যে সকল ব্যক্তির স্বত্ব ও অধিকার রহিত হইয়াছে বাদিনী সেই সকল ব্যক্তিকে উপস্থিত নালিশে পক্ষ না করা হেতুতে অধীন আদালত ভ্রম বশতঃ তাঁহাকে নন্‌সুট করায় দোষগুণ দৃষ্টে মোকদ্দমা বিচার হইবার আদেশে তাহা ফেরৎ দেওয়া গেল।

মুনশী আমীর আলী——————————দরখাস্তকারিণীর পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ——————————প্রতিপক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

দরখাস্তকারিণী কহে যে সে সুরৎকুঙার প্রভৃতির বিরুদ্ধে জমী দখল পাইবার আদেশে এক কেতা ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট নাম খারিজ দাখিলের প্রার্থনায় দরখাস্ত করে তাহাতে বর্ত্তমান প্রতিবাদীগণ ঐ জমীতে তাহাদিগের মোকররী স্বত্ব থাকা উল্লেখে আপত্তি উপস্থিত করায় কালেক্টর সাহেব সে সকল আপত্তি গ্রাহ্য করিয়া বাদির নাম মালিক বলিয়া রেজেষ্টরী করতঃ সেই শামিল প্রতিবাদীগণের নাম মোকররী দারান প্রসঙ্গে রেজেষ্টরী করেন। ইহাতে দরখাস্তকারিণী প্রতিবাদীগণের পক্ষে কালেক্টর সাহেব যে হুকুম দেন সেই হুকুম অন্যথা হওনের প্রার্থনায় ও প্রতিবাদীগণের নাম রেজেষ্টরী হইতে খারিজ হওনের জন্য তাহাদিগের বিরুদ্ধে এই নালিশ উত্থাপন করিলে মুনসেফ তাহার পক্ষে ডিক্রী দেন। পরে আপীল হওয়ায় প্রধান সদর আমীন সাবেক মোকদ্দমার প্রতিবাদীগণ সুরৎ কুঙার প্রভৃতি এই মোকদ্দমায় দরখাস্তকারিণী কর্ত্তৃক আসামির শ্রেণীভুক্ত না হওন জন্য মোকদ্দমা নন্‌সুট পূর্ব্বক মুনসেফের রায় অন্যথা করেন। প্রধান সদর আমীনের ঐ হুকুম অশুদ্ধ বলিয়া দরখাস্তকারিণী খাস অপীলের হেতু বাদ দর্শাইয়াছে।

বাদিনীর প্রাপ্ত ডিক্রী সূত্রে সুরৎ কুঙার প্রভৃতির স্বত্ব ও অধিকার রহিত হওয়ায় আমাদিগের অভিপ্রায়ে বাদিনী এ নালিশ যে প্রার্থনায় উত্থাপন করিয়াছে তৎসম্বন্ধে ঐ সুরৎ কুঙার প্রভৃতিকে এই মোকদ্দমার কোন পক্ষ ভুক্ত করা অনাবশ্যক; অতএব আমরা প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা অন্যথা করিয়া মোকদ্দমার দোষগুণ দৃষ্টে পুনর্বিচার করণের আদেশে তাহা ফেরৎ পাঠাই ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ২০ ডিসেম্বর।

এজ্‌লাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেব — জজ্।
শ্রীযুক্ত জে, এস্ টরেন্‌স সাহেব }
শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব } একটিং জজ্।

১৮৫৬ সালের ৫২ নম্বরী মোকদ্দমা।

১৮৫২ সালের ৪৮৯ নম্বরী মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স, শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেনস ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের ১৮৫৬ সাল ৯ জানুয়ারি তারিখের রায় পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত।

মথুরানাথ ঘোষ ওরফে শ্রীকান্ত রায়ের নাবালক পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর রায়ের রক্ষক ও অছি মোসম্মাৎ লালমণি দাসী ও আনন্দগোপাল ঘোষ (রেস্পাণ্ডেণ্টগণ) ———— } দরখাস্তকারী গণ।

মহারাজা মহেশ্বর বক্‌স সিংহ বাহাদুর (আপেলাণ্ট)-প্রতিপক্ষ।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ———— দরখাস্তকারীগণের পক্ষ উকীল।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মুনশী আমীর আলী —— প্রতিপক্ষের উকীলগণ।

মিছিলে দাখিলী কএক কেতা দলীল বাদির দাওয়ার সহিত যে সম্বন্ধ রাখে তাহা সম্যক রূপে বিবেচনা না হওন হেতু রায় পুনর্দৃষ্টি হওনের অনুমতি হইল।

বাদী (দরখাস্তকারী) যে জমী ও জলকর সকলে অন্যায় রূপে বেদখল হওয়া উল্লেখ করিয়া তাহা পুনঃপ্রাপ্তের আশয়ে দাবি উপস্থিত করিয়াছে মিছিলে দাখিলী কতকগুলিন দলীল সেই দাবি কি পর্যান্ত সাব্যস্তকর তাহা আদালত সম্যক রূপে বিবেচনা না করা হেতু এ মোকদ্দমার ৯ জানুয়ারি তারিখের ডিক্রী পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনা করে। উল্লেখিত দলীলের মধ্যে জেলা পূরণিয়ার জজ্ সাহেবের ১৮৩৬ সাল ২৭ আগষ্ট তারিখের এককেতা ডিক্রী প্রথম। দৃষ্ট হইতেছে যে তরমোহানী ও আরথা নামে যে দুই জলকর ঘটিত এ নালিশ উত্থাপিত হয় বর্ত্তমান মোকদ্দমার প্রতিবাদী ঐ দুই জলকর সমেত অন্যান্য কএক জলকর সম্বন্ধে দাওয়া উপস্থিত করায় উল্লেখিত ডিক্রীতে তাহার দাওয়া অগ্রাহ্য হয়; ইহাতে বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ দরখাস্তকারির পক্ষে এই তর্ক করেন যে দরখাস্তকারির এই জলকর সকলে অধিকার থাকা ঐ ডিক্রীতেই সাব্যস্ত হইয়াছে ও ১৮৩৬ সালে ঐ সকল জলকরের চৌহদ্দী সম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় সেই সময় যে এক নকসা প্রস্তুত হয় তাহাকে দরখাস্তকারির মহাজন নামে গ্রাম ও প্রতিবাদির মদরসা নামে গ্রামের পরস্পর সরহদ্দ স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকায় বিরোধীয় জমীতে দরখাস্তকারির দখল সম্বন্ধে অন্য যে প্রমাণ দাখিল হইয়াছে তাহাও অধিক বলবৎ হইতেছে।

অপর অন্যান্য যে দলীলের কথা উল্লেখ হয় সে কেবল দুই কেতা লাখেরাজের সনন্দ। ব্যক্ত হইয়াছে যে ঐ লাখেরাজ জমীর চৌহদ্দী তাহার লাগাও জমীর চৌহদ্দির সহিত একত্রে দৃষ্টি করিলে তাহাতে দরখাস্তকারী যে জমীকে মহাজন গ্রাম নাম দিয়া তাহা পুনঃপ্রাপ্তের প্রার্থনায় এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে সেই মহাজন গ্রামের চৌহদ্দী ও আয়াতন নিরাকরণকরণে অধিক সুবিধা হয়।

ফলতঃ উপরোক্ত সমুদয় হেতুবাদ দৃষ্টে বোধ হয় যে দরখাস্তকারী আমাদিগের গত ৯ ফিব্রুয়ারি তারিখের রায় পুনর্দৃষ্টি করণের বিশিষ্ট কারণ দর্শাইয়াছে ও আমরা তজ্জন্য পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ২২ ডিসেম্বর।

এজ্‌লাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কল্‌বিন সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস্ সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেন্স্ সাহেব একটিং জজ্।

১৮৫৪ সালের ১৪৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা যশোহরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ন্যায়রত্ন রায় বাহাদুরের ১৮৫৪ সাল ৩ মার্চ্চ তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাবেস্তা আপীল।

রাধাচরণ রায় ও রামরঞ্জন রায় প্রভৃতি (বাদীগণ)—আপেলাণ্টগণ।
রাণী সূর্য্যমণি দেবী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত—আপেলাণ্টগণের পক্ষউকীলগণ।
মেং আর, টি, এলান, মুন্সী আমীরআলী, বাবু }
রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় } রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষউকীলগণ।

কোং ১০৮৩৫৫৪৷৷৯৷ টাকার দাবিতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়।

আপেলাণ্টগণ একত্রে বাদী হইয়া ১৭৭৭৮/ বিঘা পয়স্তী ভূমী যশোহর জেলার অন্তঃপাতি তাহাদিগের মোহন্দসাই নামক জমীদারির অংশ উল্লেখে ঐ জমীতে দখল পাইবার প্রার্থনায় ও গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল জমী রেস্পাণ্ডেণ্টগণ রাণী সূর্য্যমণি দেবী প্রভৃতির জমীদারী শামিল নদীয়া জেলার ভবানন্দ ডিহির অন্তর্গত বলিয়া রেস্পাণ্ডেণ্টগণের সহিত যে বন্দোবস্ত করেন তাহা অন্যথা করাইবার আশয়ে ১৮৫১ সাল ২৮ আগষ্ট তারিখে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করে। ব্যক্ত আছে যে আপেলাণ্টগণের মধ্যে একজন অর্থাৎ রাধাচরণ রায় ১২৪৩ সালে বাকী খাজানা বাবৎ নিলামে ঐ মোহন্দসাই জমীদারির রকম ।৶০ অংশ খরিদ করিয়া ঐ বিষয়ের স্বত্ত্ববান হয় ও অন্য আপেলাণ্ট ১২৪৯ সালে সুপ্রিমকোর্টের ডিক্রীজারী সূত্রে যে নিলাম হয় তাহাতে ঐ জমীদারির সাবেক মালিকানের বক্রী অংশের স্বত্ত্ব খরিদ করে। আপেলাণ্টগণ কহে যে ঐ ১২৪৩ সালের খরিদ বাহাল হইবার অগ্রে জেলা নদীয়ার কালেক্টর সাহেব ১৮২৮ সাল ১৪ জুন তারিখের এক কেতা বাজেআপ্তের ডিক্রী অনুসারে উপস্থিত নালিশের দাবিকৃত জমী সকল ঐ ডিক্রির শামিল থাকা বিবেচনা করিয়া ঐ ১২৪৩ সালের খরিদার আপেলাণ্ট রাধাচরণ রায় আপত্তি করাতেও ঐ জমী জরিপ করেন। পরে ঐ জরিপের প্রথম ফল এই যে

কোন নালিশে তামাদির সাধারণ আইন ও ১৮২৮ সালের ৩ আক্টের বিধান সকল বাধাজনক স্থির করিয়া অধীন আদালত যে ফয়সলা করেন তাহা বাহাল রহিল।

১৮৩৮ সাল ১৯ ফিব্রুয়ারি তারিখে মেসর্স ওয়াটসন কোম্পানির সহিত ঐ জমীর ইজারা বন্দোবস্ত হয় কিন্তু ঐ বন্দোবস্ত গবর্ণমেণ্টের হুকুম ক্রমে রহিত হওয়ায় ১৮৩৯সাল সেপ্টেম্বর মাহায় সূর্য্যমণি প্রভৃতি রেস্পাণ্ডেণ্টগণের সহিত বন্দোবস্ত হইয়া ঐ জমী তাহা-দিগকে দেওয়া হয়। অপর ১৮৩৮ সাল ফিব্রুয়ারি মাহায় আপেলাণ্ট রাধাচরণ রায় বিরোধীয় জমী সকল জেলা যশোহরের অন্তঃপাতি পয়স্তী ভূমী বলিয়া ঐ জেলার মাল সংক্রান্ত কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে জানাইলে ১৮৩৯ সালের জানুয়ারি মাসেঐ জেলার উল্লেখিত জমীর বাজেআপ্তের তদ্বির আরম্ভ হয়। পরে নদীয়া জেলায় যে ঐ সকল জমী রেস্পাণ্ডেণ্টগণের সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহারা সেই কথা জ্ঞাপন করায় উক্ত দুই জেলার মালের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের মধ্যে যে পত্রাপত্র লেখা হয় তাহাতে যশোহর জেলায় যে সকল জমী সম্বন্ধে বাজেআপ্তের দাবি উত্থাপিত হইয়াছিল তম্মধ্যে যে৪২২২/ বিঘা জমী নদীয়া জেলার জমীর শামিল কি সেই জেলার বাজেআপ্তের মোকদ্দমায় লিপ্ত না থাকা প্রকাশ হয় সেই ৪২২২/ বিঘাবাদে বক্রী জমী সম্বন্ধে বাজেআপ্তের দাওয়া পরিত্যাগ হয় আর ঐ ৪২২২/ বিঘা জমী আপেলাণ্টের জমীদারির লাগাও পয়স্তী ভূমী উল্লেখে ১৮৪৪ সাল ২ জুলাই তারিখে বাজেআপ্ত হয়। ব্যক্ত হইয়াছে যে আপেলাণ্টগণ ঐ ফয়সলার অসম্মতিতে কলিকাতার খাস কমিসনরীতে আপীল করায় কমিসনর সাহেব ঐ জমীর যে অংশ জেলা নদীয়াতে বাজেআপ্ত ও বন্দোবস্ত শামিল হয় নাই মুদ্ধ সেই অংশ সম্বন্ধে হুকুম দিয়া উপরোল্লেখিত ৪২২২/ বিঘা জমীর বাজেআপ্ত বাহাল রাখেন।

রেস্পাণ্ডেণ্টগণ উপস্থিত নালিশে যে দুই বাধার আপত্তি উত্থাপন করে প্রধান সদর আমীন তাহা গ্রাহ্য করিয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন; উহার মধ্যে এক আপত্তি এই যে মেসর্স ওয়াটসন সাহেবদিগের সহিত যে বন্দোবস্ত হয় তদ্দ্বারা নালিশের তারিখের পূর্ব্বে ১৩ বৎসরের অধিক কাল আপেলাণ্টগণের দখল না থাকা প্রকাশ হওয়ায় উঁহা-দিগের বিরুদ্ধে কোন প্রতিপক্ষের ১২ বৎসরের অধিক কাল দখল থাকাই প্রকাশ হই-তেছে; ও অন্য আপত্তি এই যে ১৮৪৮ সালের ১৩ আক্‌ট অনুযায়ী ঐ আক্‌ট জারী হও-নের তারিখের পর মাল মোতালকের কোন হুকুম হইলে সেই হুকুমের তারিখ হইতে ৩ বৎসরের পর তদ্বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হওনের প্রতি প্রতিবন্ধক হইয়াছে ও মোকদ্দমা সেই আক্‌ট জারী হওনের তারিখের পর ৩ বৎসরের অধিক কাল গত হওয়ায় উপস্থিত হয়।

এই ফয়সলার অসম্মতিতে আপীলের হেতুবাদে ও আপেলাণ্টগণের তরফ উকীলদি-গের তকরারে উল্লেখ হইয়াছে যে মেসর্স ওয়াটসন সাহেবদিগের মুদ্ধ ইজারা সূত্রে দখ-লকে প্রধান সদর আমীন আপেলাণ্টের যে প্রতিপক্ষের দখল বলিয়া গণ্য করিয়াছেন সে তাঁহার ভ্রম কারণ মেসর্স ওয়াটসন সাহেবদিগের মালিকান স্বরূপ দখলীকার ছিল না ও তাহা রেস্পাণ্ডেণ্টগণ (প্রতিবাদীগণও) স্বীকার করিয়াছে ও যে দখল ঘটিত হেতুবাদের উপর ফয়সলা কিয়দংশে নির্ভর হইয়াছে সেই হেতুবাদ ঐ দখলের স্বাভা-বিক অবস্থা বশতঃ একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইতেছে। আপেলাণ্টগণের উকীল আরও এই আপত্তি করে যে নদীয়া জেলার বাজেয়াপ্ত মোতালকের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের ডিক্রী অনুসারে ১৮২৮ সালে যে জমী বাজেয়াপ্ত হয় সেই জমী নিসানদিহী হওয়ার এমত কোন নিদর্শন নাই যে তাহাতে বাজেআপ্তী জমীউপস্থিত মোকদ্দমা সংক্রান্ত জমীর সহিত একই প্রমাণ হইতে পারে। উকীল মজকুর কহেন যে উপস্থিত দাবিকৃত জমী ঐ ডিক্রির তারিখে যে আপেলাণ্টগণের যশোহর জেলার জমীদারির শামিল ছিলনা তদ্বিষয়ের পূর্ব্বের নিসান দিহীর অভাবে মুদ্ধ ঐ বাজেআপ্তির ডিক্রী প্রকৃত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না

আপেলাণ্টগণ কি তাহারা যে সকল ব্যক্তির ঐ জমীদারির স্বত্ব খরিদ করে সেই সকল বিক্রয়কারী ঐ বাজেআপ্তির মোকদ্দমায় কোন পক্ষ ছিল না ও ঐ বাজেআপ্তের যে এক ডিক্রী হইয়াছিল তাহাদিগের তাহাও জানিবার কোন উপায় ছিল না। আর উপরোল্লেখিত মত আপেলাণ্টগণ বাজেআপ্ত কি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কোন পক্ষ না থাকাতে ও তজ্জন্য তাহাদিগের সেই নিজ স্বত্বের হানিকর হুকুম সকল জ্ঞাত না থাকায় ১৮৪৮ সালের ১৩ আক্টানুসারে তাহাদিগের প্রতি খাটিতে পারে না। অপর ঐ আইন তাহাদিগের পক্ষে খাটিতে না পারার অন্য এক কারণ এই যে ১৮৩৮ সালে যশোহর জেলার মালের কর্ম্মকর্ত্তারা ঐ বাজেআপ্ত সম্বন্ধে যে সকল কার্য্য করেন সেই কার্য্যের সময় হইতে খাস কমিসনর সাহেবের ১৮৪৯ সাল ১০ ফিব্রুয়ারি তারিখের হুকুম পর্য্যন্ত ও তাহার পর আপেলাণ্টগণ ঐ সাহেবের নিকট তাহার নিজ বিচার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনা যখনকরে তখন তাহাদিগের দাবি দায়ের ছিল। আপেলাণ্টগণের নালিশ ১৮৫১ সাল ২৮ আগষ্ট তারিখে উত্থাপিত হয় আর যশোহর জেলায় বাজেআপ্ত সম্বন্ধে যে সকল কার্য্যারম্ভ হয় তাহা খাস কমিসনর সাহেবের চূড়ান্ত হুকুমের তারিখে নিষ্পত্তি হইয়াছে; অতএব ঐ ১৩ আক্ট জারী হওনের পর নালিশ উত্থাপন করণের যে তিন বৎসর মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে উকীল কহে যে তাহা হইতে বাজেআপ্তী বিষয় খাস কমিসনরীতে দায়ের থাকার কাল বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। অপর আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল ঐ জমী নদীয়া জেলায় বাজেআপ্ত হওন কালীন তাহার জরিপ ও নিসানদিহী না হওয়ার কথা যে উল্লেখ করিয়াছে সে যে তাহার ভ্রম মাত্র তাহা প্রমাণ জন্য রেস্পাণ্ডেণ্টগণের উকীলগণ ঐ জেলার কালেক্টর সাহেবের ১৮২৮ সাল ১৪ জুন তারিখের রোবকারীতে ঐ সকল জমী জরিপ করিবার জন্য ১৮২৬ সালে এক জন আমীন মোকরর হওন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় তাহাতে বরাৎ দেয় আর কহে যে তৎকালে যে সকল জমী জরিপ হইয়াছিল ও তাহার পশ্চাৎ যে সকল জমী বাজেআপ্ত ও বিশেষ রূপে জরিপ হইয়া প্রথম মেসর্স ওয়াটসন সাহেব দিগের ও পরে রাণী সূর্য্যমণি প্রভৃতি অন্যান্য রেস্পাণ্ডেণ্টগণের সহিত ইজারা বন্দোবস্ত হয় ঐ উভয় জমী একই। অপর আপেলাণ্ট রাধাচরণের ১২৪৬ সাল ২৮ জ্যৈষ্ঠ তারিখে জেলা নদীয়ার কালেক্টর সাহেবের নিকট এক কেতা দরখাস্ত দেওয়ার ও ঐ দরখাস্তের বিবরণানুযায়ী ঐ ব্যক্তির তৎকালে দখল না থাকার বেওরা অধীন আদালতের ফয়সলার যে অংশে উল্লেখ আছে উকীলগণ ঐ ফয়সলার সেই অংশেও বরাৎ দেয়। তাহারা আরও কহে যে আপেলাণ্টগণের মোকদ্দমায় তামাদী সংক্রান্ত উত্তর সাধারণ ও বিশেষ আইন বাধাজনক বলিয়া যে আপত্তি হইয়াছে খাস কমিসনর সাহেবের ১৮৪৯সাল ১০ জানুয়ারি তারিখের রোবকারী আপেলাণ্টগণকে ঐ আইন হইতে নিষ্কৃতিদায়ক বলিয়া বিবেচনা হইতে পারে না বরং তদ্বিপরীতে ঐ সকল রোবকারীতেই প্রকাশ যে যে সকল জমী নদীয়া জেলার চিহ্নিত ঐ বন্দোবস্ত হইয়া আবহমান রেস্পাণ্ডেণ্টগণের জমীদারির শামিল ছিল সেই জমীতে জেলা যশোহরের মালের কর্ম্ম কর্ত্তাদিগের প্রথম নিষ্পত্তি অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না। অপর এক জন জমীদার যে আপনার জমী সকল স্বয়ং সরকারে বাজেআপ্ত হওনের চেষ্টা করে ইহাও ব্যবহার বিরুদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সকল জমী সুদ্ধ সাবেক কোন কর নির্দ্ধারিত বিশিষ্ট জমীর বৃদ্ধি অংশ বলিয়া বাজেআপ্ত হইতে পারে, আর জেলা যশোহরের মালের কর্ম্মকর্ত্তারা ঐ সকল জমী খালাস দেওয়ায় খাস কমিসনর সাহেব সুদ্ধ বাজেআপ্ত করণের হুকুম দিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন; আর যেস্থলে ঐ সকল জমী পূর্ব্বে বাজেআপ্ত ও বন্দোবস্ত হওয়া দর্শিত হইয়াছে সে স্থলে ঐ হুকুম দেওনেরও কোন উপায় ছিল না ও খাস কমিসনর সাহেবের

বন্দোবস্ত গ্রহীতাদিগের বিরুদ্ধে আপেলাণ্টগণের কোন দখলের দাবি গ্রহণ করিবার ও ক্ষমতা ছিল না। অতএব ঐ ৪২২২/ বিঘা জমী বাজেআপ্তের আপীল যে পর্য্যন্ত খাস কমিসনরীতে দায়ের ছিল সেই কাল বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে নালিশ উত্থাপন করণের আইন নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ হইতে বাদ যাইতে পারে না।

আমরা মোকদ্দমার সমুদয় অবস্থা দৃষ্টে বিবেচনা করি যে অধীন আদালতের ফয়-সলায় আমাদিগের হস্তক্ষেপ করিবার কোন কারণ নাই। আর ১৮২৮ সালে যে জমী বাজেআপ্ত হইয়া ১৮৩৮ সালে মেসর্স ওয়াটসন সাহেবদিগের সহিত বন্দোবস্ত হয় সেই জমী উপস্থিত দাবিকৃত ১৭৭৭০/ বিঘা জমীর সহিত একই থাকার বিষয়ে আপেলাণ্ট-গণেরও দর্শিত প্রমাণ বশতঃ কোন সওয়াল উত্থাপিত হইতে পারে না; কিন্তু জেলা যশোহরের মালের কর্ম্মকর্ত্তাগণের ১৮৪৪ সালের ২ জুলাই তারিখের রোবকারী সকল হই-বার অগ্রে নদীয়া ও ঐ জেলার মালের কার্য্যকারকেরা উভয়ে একত্র হইয়া যে সরেজমীনে তদারক করেন তদ্দ্বারা ও রেস্পাণ্ডেণ্টগণের জমীর সহিত বিরোধীয় জমীর পূর্ব্বে নদীয়া জেলার বন্দোবস্ত থাকা বিধয়ে যশোহর জেলার উক্ত রোবকারী দ্বারা ঐ সকল জমীর বাজে আপ্তের তদ্বির যে পরিত্যাগ হয় তাহাতেও উপরোল্লেখিত প্রশ্ন সপূর্ণরূপে নিষ্পত্তি হই য়াছে। অপর প্রধান সদর আমীন বিরুদ্ধ দখল উপলক্ষে যে ১৩ বৎসর ৬ মাস কাল আ-পেলাণ্টগণের দাবির পক্ষে প্রতিবন্ধক স্থির করিয়াছেন তন্মধ্যে ১৮৩৮ সাল ফিব্রুয়ারি মাহায় মেসর্স ওয়াটসন সাহেবদিগের সহিত ও তৎপরে ১৮৩৯ সাল সেপ্টেম্বর মাহায় জমীদারদিগের সহিত যে বন্দোবস্ত হয় ঐ উভয় বন্দোবস্তের তারিখের কেবল মধ্যস্থিত কালের প্রতি কিছু সন্দেহ হইতে পারিত। আর ঐ শেষ বন্দোবস্তের পর যে প্রতিপক্ষের দখল ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ বন্দোবস্তের তারিখ হইতে হিসাব করিলে আপেলাণ্টগণের নালিশ করণের ১২ বৎসর মেয়াদ সম্পূর্ণ হইতে কএক মাস বাকী থাকে। সে যাহা হউক মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে আমরা এই বিবেচনা করি যে যে স্থলে মেসর্স ওয়াটসন সাহেবদিগের সহিত যে বন্দোবস্ত হয় তাহাতে ঐ বন্দোবস্ত গ্রহীতা-দিগকে জমীদার বলিয়া গণ্য হয় নাই ও তজ্জন্য তাহাদিগের ইজারা সূত্রে দখলকালে বাজেআপ্তের রোবকারির লিখিত জমীদারদিগকে অবশ্যই কিছু মালিকানা দেওনের নির্দ্দিষ্ট ছিল সেস্থলে তামাদির আপত্তি খণ্ডন কালীন ঐ ওয়াটসন সাহেবদিগের দখল হইতে উপস্থিত দাবির প্রতি কোন হানি হওনের নিবারণ জন্য উল্লেখিত দখলের সময় রেস্পাণ্ডেণ্টগণের জমীদার স্বরূপ মালিকানা ভোগী না থাকা কি আপেলাণ্টগণ ঐ সময়ে জমীদার বলিয়া গণ্য থাকা আপেলাণ্টগণের প্রমাণ করা কর্ত্তব্য ছিল। অপর তামাদির সাধারণ নিয়ম ঘটিত আপত্তি ছাড়া অত্র মোকদ্দমার ১৮৪৮ সালের ১৩ আক্ট সংলগ্ন হওয়ায় প্রধান সদর আমীন যে ফয়সলা করিয়াছেন তাহার যথার্থতা বিষয়ে আমাদিগের সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। ঐ আইন জারী হওনের পর তিন বৎসরের অধিক কাল অতীত হইলে যে এই মোকদ্দমা উত্থাপিত হয় তাহা আপেলাণ্টগণ স্বীকার করিয়াছে আর জমীদার অর্থাৎ রেস্পাণ্ডেণ্টগণের সহিত বন্দোবস্ত যে ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮২৫ সালের ৯ আইনের বিধানানুযায়ী হইয়াছিল তাহাও ঐ রূপ সপষ্ট প্রকাশ আছে। ১৩ আইনে ব্যক্ত আছে যে ঐ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে মালের কর্ম্মকর্ত্তারা উপরো-ল্লেখিত আইনানুসারে যে কোন হুকুম দিয়া থাকেন সেই হুকুমের বিরুদ্ধে কোন নালিশ ঐ আইন জারী হওনের পর অর্থাৎ ১৮৪৮ সাল ১০ জুন তারিখের পর ৩ বৎসর গত হইলে আর গ্রাহ্য হইবেক না। যদি বন্দোবস্তের হুকুম আপেলাণ্টগণের জ্ঞাত না থাকা সপষ্ট প্রমাণ হইত তবে ঐ বিষয়ে এক প্রশ্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু অত্র স্থলে আসল

বৃত্তান্ত ঐ রূপ নহে কারণ দৃষ্ট হইতেছে যে আপেলাণ্ট রাধাচরণ জেলা যশোহরের সম্পত্তির জমীদার স্বরূপ নদীয়ার কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া ১২৪৬ সালে এক কেতা দরখাস্তের দ্বারা রেস্পাণ্ডেণ্ট জমীদারগণের সহিত যে বন্দোবস্ত হয় তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি করে। আর যশোহর জেলার শামিল বলিয়া যে ৪২২২/ বিঘা জমী বাজেআপ্ত হয় সেই বাজেআপ্ত সম্পর্কীয় কার্য্য সকল বাজেআপ্তী আদালতে দায়ের থাকার কাল যে ঐ তিন বৎসর হিসাব হইতে বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া যে ওজর করিয়াছে তাহা আমাদিগের বিবেচনায় কোন প্রকারে বজায় থাকিতে পারে না। রেস্পাণ্ডেণ্টগণের সহিত যে বন্দোবস্ত হয় তদ্বিরুদ্ধে আপেলাণ্টগণের দাবির প্রতি খাস কমিসনরের আদালতে কোন হুকুম হইবার উপায় ছিল না। জেলা যশোহরের কর্ম্মকর্ত্তারা যে তারিখে (১৮৪৪ সাল ২ জুলাই) বিরোধীয় জমীর উপর বাজেআপ্তের দাবি পরিত্যাগ করেন সেই তারিখ হইতেই ঐ জমীর সহিত গবর্ণমেণ্টের বাজেআপ্ত সম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যের সম্বন্ধ এক কালেই রহিত হইয়াছে এবং যশোহর জেলার কর্ম্মকর্ত্তারা ঐ জমী আপনাদিগের সরহদ্দের বহির্ভূত থাকা ও তাহা নদীয়া জেলার জমীদারির শামিল বলিয়া ঐ জমীদারদিগের সহিত পূর্ব্ব হইতে ঐ জমীর বন্দোবস্ত থাকা যে নির্ণয় করেন তাহাতে আপেলাণ্টগণ কর্ত্তৃক বন্দোবস্তের হুকুমের বিরুদ্ধে ঐ হুকুমের তারিখের পর নির্দ্ধারিত মেয়াদ মধ্যে নালিশ উত্থাপিত হইলে খাস কমিসনরীতে আপেলাণ্টগণের যে কোন বিষয়ের আপীল উপস্থিত ছিল তাহার পক্ষে কোন হানি কি প্রতিবন্ধকতা হইবার সম্ভাবনা ছিল না, আর ঐ আপীল দায়ের থাকার জন্য ১৮৩৯ সালের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ রূপে বলবৎ থাকার পক্ষে কোন হানি হইতে পারে না ও ঐ বন্দোবস্তের প্রতি আপত্তি করিবার অভিপ্রায়ে আপেলাণ্টগণের ঐ আইনের নির্দ্ধারিত মেয়াদ মধ্যে আদালতে উপস্থিত হওনেও কোন প্রতিবন্ধক হইত না।

এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষে খরচা সমেত অধীন আদালতের হুকুম বাহাল রাখিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ২২ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত জে, এম, টরেনস্ সাহেব একটিং জজ্।

১৮৫৪ সালের ৩১৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা পূরণিয়ার একটিং জজ্ শ্রীযুক্ত জি, লক সাহেবের ১৮৫৪ সাল ১০ আপ্রিল তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

বাবু গণেশলাল সিংহ প্রভৃতি (বাদীগণ)———আপেলাণ্টগণ।
বাবু দুলাল সিংহ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ).——— রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়————————আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ—রেস্পাণ্ডেণ্টগণেরপক্ষ উকীলগণ।

এক কেতা ডিক্রির ঠিক শব্দার্থ ঐ ডিক্রী সম্পর্কীয় পক্ষদিগের সম্মতিক্রমে সংশোধন হওয়ায় সেই সংশোধিত অর্থ প্রথম হুকুমের আইন সঙ্গত পরিবর্ত্তন স্বরূপ স্থির হইল।

কোং ৮৬৫৯১।০ টাকার দাবিতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়।

বাদীগণ পূর্ব্বপৌরুষিক বিষয়ের ৩ অংশের মধ্যে দুই অংশের নিমিত্ত নালিশবন্দ হয়। উভয় তাহাদিগের ও প্রতিবাদীগণের মুরুস গরিব দাস ঐ বিষয়ের মালিক থাকিয়া সে হরিসিংহ, জয়সিংহ, রণসিংহ, ভাওসিংহ এবং অচল সিংহ নামক পাঁচ পুত্র রাখিয়া যায় তন্মধ্যে জয়সিংহের মৃত্যু হইলে তাহার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না এবং ঐ বিষয় হরি সিংহের দখলে আসিয়া শেষে তাহার পৌত্রগণ ভূপত এবং রঙ্গলালের দখলে পতিত হয়। শেষোক্ত দুই ব্যক্তির লোকান্তর হইলে ভূপত সিংহের অবীরা স্ত্রী রাণী পদ্মাবতী আপন পক্ষে রঙ্গলালের এক কেতা উইল অনুসারে ঐ বিষয়ে দাবি করাতে মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ায় সদর আদালতের ১৮৩৯ সাল ৩ ডিসেম্বর তারিখের ও আপীলে প্রিবীকৌন্সেলের * ১৮৪৭ সালের ৩০ জুন তারিখের নিষ্পত্তিতে রণ সিংহ, ভাও সিংহ ও অচল সিংহের ওয়ারিসদিগের গরিব দাসের ত্যাজ্য বিষয়ে স্বত্ব থাকা স্থির হইয়া রাণী পদ্মাবতীর দাবি ডিস্মিস্ হয়।

উপস্থিত মোকদ্দমায় রণ সিংহ ও ভাও সিংহের ওয়ারিসগণ এক পক্ষ এবং অচল সিংহের ওয়ারিসগণ অন্যপক্ষ। পূর্ব্ব পক্ষেরা ঐ বিষয় রণ সিংহ, ভাও সিংহ এবং অচল সিংহের উত্তরাধিকারীগণের সমান অংশে বিভাগ হওয়া কর্ত্তব্য উল্লেখে সম্পত্তি মজকুরের তিন অংশের মধ্যে দুই অংশ দাবি করে; কিন্তু অন্য পক্ষ কহে যে উপরোল্লেখিত দুই ডিক্রীতে গরিব দাসের বিষয় সকল ঐ তিন ভ্রাতার ওয়ারিসগণকে সাকল্য রূপে সমতুল্য অংশে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় তদনুসারে রণ সিংহ ও ভাও সিংহের পরস্পর এক২ পুত্র থাকায় ঐ পুত্রদ্বয়ের ঐ বিষয়ের অষ্টাংশের দুই অংশে স্বত্ব আছে এবং অচল সিংহের ছয়পুত্র থাকায় বক্রী ৬ অংশ সেই ছয়জনার প্রাপ্য। ইহা অবধারণ করা আবশ্যক যে

* মুর সাহেবের ইণ্ডিয়ান আপীল বহির ১৪ বালমের ২৫১ হইতে ২৯১ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

পূর্ব্বক তদারক দ্বারা নির্ণয় হওয়া দৃষ্ট হইতেছে। অত্র মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন যে আমীন মোকরর করেন তাহার রিপোর্টে প্রকাশ যে এক্ষণে বাদির দখলী সম্পত্তি যৎকালে চলিত শতবর্ষের প্রথমাবস্থায় নদীয়ার রাজার দখলে থাকে সেই সময়ও ঐ বিষয়ের ঐরূপ সীমাবদ্ধ ছিল। এই দুই সরেজমীন তদারকের উপর নির্ভর করিয়া যে ফয়সলা হইয়াছে তাহা অধিকার সম্পর্কীয় প্রকৃত স্পষ্ট ও মাতবর প্রমাণ ব্যতীত আমরা কোন ক্রমে অন্যথা করিতে পারি না। বাদী আসলেই ঐরূপ প্রমাণ দেয় নাই। অতএব আমরা খরচা সমেত প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা বাহাল রাখিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ২৩ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, টেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেব

১৮৫৪ সালের ১৭৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সাহাবাদের জজ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, টেলর সাহেবের ১৮৫৪ সাল ১৮ জানুয়ারি তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাবেতা আপীল।

মহারাজা মহেশ্বর বক্স সিংহ বাহাদুর (বাদী) — আপেলান্ট।
ভিক্কারী সিংহ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) ———————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-আপেলান্টের পক্ষ উকীলগণ।
মুন্সী আমীর আলী ও মেং ই, কোলব্রুক——————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

কোং ২১০৮৶৩ টাকার দাবিতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়।

বাদী মহারাজা মহেশ্বর বক্স সিংহ আপন বেদখলের তারিখ হইতে ওয়াসিলাত সমেত ১৭৬ ৸১ বিঘা জমীতে দখলের জন্য ও থাকবস্ত আহালকের ডিপুটী কালেক্টরের যে সকল রোবকারী দ্বারা ঐ জমা প্রতিবাদীগণকে দত্ত হয় সেই সকল রোবকারী অন্যথা হইবার প্রার্থনায় আদি সিংহের পুত্র বাবু নন্দলাল, হরচরণ ও কালীচরণ সিংহ ও বাবু দয়াল সিংহের পুত্র ভিক্কারী সিংহ এবং অন্যান্য ব্যক্তির নামে নালিশবন্দ হয়।

> বর্ত্তমান সনের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্ট বহির ২১১ হইতে ২১৪ পৃষ্ঠায় রেস্পাণ্ডেন্ট বৃন্দাবন সিংহের বিরুদ্ধে আপেলান্ট মহারাজা মহেশ্বর বক্স

বাদী কহে যে বহুকাল হইল পরগণা ভিযার অন্তর্গত কএক পতিত ও জঙ্গলী মৌজার শামিল ভাতনলি নামক এক পতিত মৌজা তাহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের সহিত বন্দোবস্ত হয়; ও ঐ মৌজা ভাতনলির দক্ষিণে মৌজা উজিয়ারপুর ও মৌজা উজিয়ারপুরের দক্ষিণে মৌজা ভঁাউনিয়ান আছে; ও থাকবস্ত প্রস্তুত হইবার সময় প্রতিবাদীগণ ভাতনলি গ্রামের ৫০৴ বিঘা জমী তাহাদিগের ভঁাউনিয়ান গ্রামের শামিল বলিয়া তাহাতে দাওয়া

করিত বিরোধ উপস্থিত করে; তাহাতে বাদী থাকবস্ত মোতালকের ডিপুটী কালেক্টরের নিকট ঐ ৫০/ বিঘা জমীর দাওয়া উত্থাপন করায় ডিপুটী কালেক্টর তাহা অগ্রাহ্য করিয়া থাক বজায় রাখাতে বাদির বর্ত্তমান বিরোধীয় জমী দেওয়ায় অন্য জমী অর্থাৎ মৌজা উজিয়ার পুরেরও কতক অংশ লোপ হইয়াছে; অতএব বাদী বেদখলের তারিখ হইতে ওয়াসিলাৎ সমেত ঐ জমীর দখল পাইবার জন্য নালিশ উপস্থিত করে।

প্রতিবাদীগণ আপনাদিগের জওয়াবে ব্যক্ত করে যে ডিপুটীকালেক্টরের ফয়সলানুযায়ী তাহাদিগের দখলী যে জমীর উপর বাদী এক্ষণে দাওয়া উপস্থিত করিয়াছে সেই জমী ভাঁউনিয়ান গ্রামের অংশ স্বরূপ আবহমান তাহাদিগের দখলে আছে ও বাদির দাবি আমীন ভকত সিংহের ১৭৯৭ও১৮১১ সালের প্রস্তুতী যে কএক চৌহদ্দির কাগজাতের উপর নির্ভর করে সেই সকল কাগজ বাদির উপস্থিত মোকদ্দমার ওজরের কোন ক্রমেই প্রতিপোষক নহে আর যৎকালে থাকবস্তের কার্য্য চলিয়াছিল তৎকালে বাদী কেবল ৫০/ বিঘা জমীর উপর দাওয়া করে কিন্তু তাহার এক্ষণে ১৭৬/ বিঘা জমীর উপর দাবি করায় তাহার ঐ দাবি স্পষ্ট অমূলক প্রমাণ হইতেছে!

জজ সাহেব পশ্চাল্লিখিত অভিপ্রায়ে ফয়সলা করেন "এ মোকদ্দমার গুণ সম্বন্ধে বাদী আপন দাবির পোষ্কতায় ১৭৯৭ও১৮১১ সালের দুই কেতা চৌহদ্দির কাগজের নকল ভিন্ন অন্য আর কোন লিখিত দলীল দর্শায় নাই ও যে দলীলী প্রমাণ বিবেচনার যোগ্য ও যদ্দৃষ্টে কোন স্থিরতর নিরাকরণ হইতে পারে এতদ্রূপ দলীলী প্রমাণের অভাবে মুখ জবানী প্রমাণ কোন কার্য্যকারক নহে। বাদী যেরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছে দুর্ভাগ্যক্রমে তদ্রূপ ঘটনা সম্বন্ধে জবানবন্দী দেওয়াইবার জন্য যে কেহ অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক সাক্ষী ক্রয় করিতে সক্ষম তাহারা অনায়াসে সাক্ষী হাসিল করিতে পারে; বিশেষতঃ ধনবান ও ক্ষমতা বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা অতি সহজ। অধিকন্তু ইহাও দৃষ্টি করিতে হইবেক যে যদিও থাকবস্তের জরিপের সময় উভয় পক্ষের মধ্যে কেবল ৫০/ বিঘা জমীর জন্য বিবাদ হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে বাদী ১৭৬/ বিঘা ভূমীতে দাবি করে ও তাহার ঐ জমী হইতে থাকবস্ত মোতালকের কার্য্য উপলক্ষে বেদখল হওয়া দেওনায় সে যে কি প্রকারে ও কোন সময়ে বেদখল হয় তাহার কোন বিশেষ উল্লেখ নাই। এতদ্রূপ অনিশ্চিত ও অসম্পূর্ণ উক্তি শ্রেষ্ঠ ও প্রত্যয় যোগ্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত না হওয়ায় বাদির নালিশের প্রতি অধিক অবিশ্বাস হইতেছে এবং প্রতিবাদীগণের দখলের বিরুদ্ধে ব্যাঘাত ঘটাইবার যোগ্য যথেষ্ট হেতু যে দর্শান হয় নাই তাহাও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। অপর এ মোকদ্দমা সচরাচর প্রকার না হইয়া ইহার যে এক স্বতন্ত্র গতিক দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে মনোযোগ করা আবশ্যক, তাহা এই যে প্রতিবাদীগণের মধ্যে ৭ জন বাদির সহিত প্রথমে অস্বীকার করিয়া পরে তাহাতে কবুল দেয় ও তদনুসারে একরালদাবি দাখিল করিয়াছে। এ মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে দাবি সম্বন্ধে ঐ রূপ কবুল আমার বিচারে গ্রাহ্য যোগ্য নহে; প্রতিবাদীগণ এজমালের মালিক ও মোকদ্দমার দাবি সমুদয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহাতে কবুল দেওনায় প্রতিবাদীগণ সরলাভিপ্রায়ে ও ধর্ম্মভীতভাবে কি সত্যতার প্রতি ভক্তি বশতঃ যে ঐরূপ কার্য্য করিয়াছে তাহা বিবেচনা করা অন্যায় অতএব বাদী যে কিঞ্চিৎ লোভ দেখাইয়া ঐ সকল কবুল হাসিল করে তাহাতে আমার বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। আমার বিবেচনায় এ প্রকার স্পষ্ট অভিপ্রেত সাক্ষ্য

সিংহের মোকদ্দমায় এ এ জলাসের সাহেবান যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন অর্থাৎ; যে সকল বিষয়ে কোন ব্যক্তির নিজ জওয়াব দিহী থাকে সে স্থলে প্রতিবাদীগণ বাদির দাবি কবুল করিলে সেই কবুলে তাহাদিগের নিশ্চয় জওয়াব দিহী হইবেক কিন্তু যেস্থলে বিরোধীয় বিষয় কোন ব্যক্তির কবুলের অধীন নহে সেস্থলে ঐ রূপ হইবেক না এবং এই শেষোক্ত প্রকার মোকদ্দমা সমূহে কোন পক্ষের কবুল কেবল প্রমাণ স্বরূপ বিবেচনা হইতে পারে ও সেই প্রমাণ যে পরিমাণে আতিবজ্ঞমার-যোগ্য তাহা তদ্রূপ মান্য হইবেক, সেই

পূর্ব্বক তদারক দ্বারা নির্ণয় হওয়া দৃষ্ট হইতেছে। অত্র মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন যে আমীন মোকরর করেন তাহার রিপোর্টে প্রকাশ। যে এক্ষণে বাদির দখলী সম্পত্তি যৎকালে চলিত শতবর্ষের প্রথমাবস্থায় নদীয়ার রাজার দখলে থাকে সেই সময়ও ঐ বিষয়ের ঐরূপ সীমাবদ্ধ ছিল। এই দুই সরেজমীন তদারকের উপর নির্ভর করিয়া যে ফয়সলা হইয়াছে তাহা অধিকার সম্পর্কীয় প্রকৃত সপষ্ট ও মাতবর প্রমাণ ব্যতীত আমরা কোন ক্রমে অন্যথা করিতে পারি না। বাদী আসলেই ঐরূপ প্রমাণ দেয় নাই। অতএব আমরা খরচা সমেত প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা বাহাল রাখিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ২৩ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, টেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৪ সালের ১৭৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সাহাবাদের জজ্ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, টেলর সাহেবের ১৮৫৪ সাল ২৮ জানুয়ারি তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

মহারাজা মহেশ্বর বক্স সিংহ বাহাদুর (বাদী) —— আপেলান্ট।
ভিক্কারী সিংহ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) —— ——রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-আপেলান্টের পক্ষ উকীলগণ।
মুনসী আমীর আলী ও মেং ই, কোলব্রুক—— ——রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষউকীলগণ।

কোং ৪১০৮৵৬ টাকার দাবিতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়।

বাদী মহারাজা মহেশ্বর বক্স সিংহ আপন বেদখলের তারিখ হইতে ওয়াসিলাৎ সমেত ১৭৬ ৫৷৷ বিঘা জমীতে দখলের জন্য ও থাকবস্ত মোতালকের ডিপুটী কালেক্টরের যে সকল রোবকারী দ্বারা ঐ জমা প্রতিবাদীগণকে দত্ত হয় সেই সকল রোবকারী অন্যথা হইবার প্রার্থনায় আদি সিংহের পুত্র বাবু [illegible]নন্দ, হরচরণ ও কালীচরণ সিংহ ও বাবু দয়াল সিংহের পুত্র ভিক্কারী সিংহ এবং অন্যান্য ব্যক্তির নামে নালিশবন্দ হয়।

বর্ত্তমান সনের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্ট বহির ২১১ হইতে ২১৪ পৃষ্ঠায় রেস্পাণ্ডেন্ট বৃন্দাবন সিংহের বিরুদ্ধে আপেলান্ট মহারাজা মহেশ্বর বক্স

বাদী কহে যে বহুকাল হইল পরগণা ভিয়ার অন্তর্গত কএক পতিত ও জঙ্গলী মৌজার শামিল ভাতনলি নামক এক পতিত মৌজা তাহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের সহিত বন্দোবস্ত হয়; ও ঐ মৌজা ভাতনলির দক্ষিণে মৌজা উজিয়ারপুর ও মৌজা উজিয়ারপুরের দক্ষিণে মৌজা ভাঁউনিয়ান আছে; ও থাকবস্ত প্রস্তুত হইবার সময় প্রতিবাদীগণ ভাতনলি গ্রামের ৫০/ বিঘা জমী তাহাদিগের ভাঁউনিয়ান গ্রামের শামিল বলিয়া তাহাতে দাওয়া

করত বিরোধ উপস্থিত করে; তাঁহাতে বাদী থাকবস্ত মোত্তালকের ডিপুটী কালেক্টরের নিকট ঐ ৫০/ বিঘা জমীর দাওয়া উত্থাপন করায় ডিপুটী কালেক্টর তাহা অগ্রাহ্য করিয়া থাক বজায় রাখাতে বাদির বর্ত্তমান বিরোধীয় জমী দেওয়ায় অন্য জমী অর্থাৎ মৌজা উ[illegible]ার পুরেরও কতক অংশ লোপ হইয়াছে; অতএব বাদী বেদখলের তারিখ হইতে ওয়াসিলাৎ সমেত ঐ জমীর দখল পাইবার জন্য নালিশ উপস্থিত করে।

প্রতিবাদীগণ আপনাদিগের জওয়াবে ব্যক্ত করে যে ডিপুটীকালেক্টরের ফয়সলানুযায়ী তাহাদিগের দখলী যে জমীর উপর বাদী এক্ষণে দাওয়া উপস্থিত করিয়াছে সেই জমী ভাঁউনিয়ান গ্রামের অংশ স্বরূপ আবহমান তাহাদিগের দখলে আছে ও বাদির দাবি আমীন ভকত সিংহের ১৭৯৭ও১৮১১ সালের প্রস্তুতী যে কএক চৌহদ্দির কাগজাতের উপর নির্ভর করে সেই সকল কাগজ বাদির উপস্থিত মোকদ্দমার ওজরের কোন ক্রমেই প্রতিপোষক নহে আর যৎকালে থাকবস্তের কার্য্য চলিয়াছিল তৎকালে বাদী কেবল ৫০/ বিঘা জমীর উপর দাওয়া করে কিন্তু তাহার এক্ষণে ১৭৬/ বিঘা জমীর উপর দাবি করায় তাহার ঐ দাবি স্পষ্ট ভঙ্গক প্রমাণ হইতেছে।

জজ সাহেব পশ্চাল্লিখিত অভিপ্রায়ে ফয়সলা করেন "এ মোকদ্দমার গুণ সম্বন্ধে বাদী আপন দাবির পোষকতায় ১৭৯৭ও১৮১১ সালের দুই কেতা চৌহদ্দির কাগজের নকল ভিন্ন অন্য আর কোন লিখিত দলীল দর্শায় নাই ও যে দলীলী প্রমাণ বিবেচনার যোগ্য ও যদ্দৃষ্টে কোন স্থিরতর নিরাকরণ হইতে পারে এতদ্রূপ দলীলী প্রমাণের অভাবে সুদ্ধ জবানী প্রমাণ কোন কার্য্যকারক নহে। বাদী যেরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছে দুর্ভাগ্যক্রমে তদ্রূপ ঘটনা সম্বন্ধে জবানবন্দী দেওয়াইবার জন্য যে কেহ অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক সাক্ষী ক্রয় করিতে সক্ষম তাহারা অনায়াসে সাক্ষী হাসিল করিতে পারে; বিশেষতঃধনবান ও ক্ষমতা বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা অতি সহজ। অধিকন্তু ইহাও দৃষ্টি করিতে হইবেক যে যদিও থাকবস্তের জরিপের সময় উভয় পক্ষের মধ্যে কেবল ৫০/ বিঘা জমীর জন্য বিবাদ হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে বাদী ১৭৬/ বিঘা ভূমীতে দাবি করে ও তাহার ঐ জমী হইতে থাকবস্ত মোত্তালকের কার্য্য উপলক্ষে বেদখল হওয়া সেওয়ায় সে যে কি প্রকারে ও কোন সময়ে বেদখল হন তাহার কোন বিশেষ উল্লেখ নাই। এতদ্রূপ অনিশ্চিত ও অসম্পূর্ণ উক্তি শ্রেষ্ঠ ও প্রত্যয় যোগ্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত না হওয়ায় বাদির নালিশের প্রতি অধিক অবিশ্বাস হইতেছে এবং প্রতিবাদীগণের দখলের বিরুদ্ধে ব্যঘাত ঘটাইবার যোগ্য যথেষ্ট হেতু যে দর্শান হয় নাই তাহাও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। অপর এ মোকদ্দমা সচরাচর প্রকার না হইয়া ইহার যে এক স্বতন্ত্র গতিক দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে মনোযোগ করা আবশ্যক, তাহা এই যে প্রতিবাদীগণের মধ্যে ৭ জন বাদির স্বত্ব প্রথমে অস্বীকার করিয়া পরে তাহাতে কবুল দেয় ও তদনুসারে একবালদাবি দাখিল করিয়াছে। এ মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে দাবি সম্বন্ধে ঐ রূপ কবুল আমার বিচারে গ্রাহ্য যোগ্য নহে; প্রতিবাদীগণ এজমালের মালিক ও মোকদ্দমার দাবি সমুদয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহাতে কবুল দেওনীয়া প্রতিবাদীগণ সরলাভিপ্রায়ে ও ধর্ম্মভীতভাবে কি সত্যতার প্রতি ভক্তি বশতঃ যে ঐরূপ কার্য্য করিয়াছে তাহা বিবেচনা করা অন্যায়: অতএব বাদী যে কিঞ্চিৎ লোভ দেখাইয়া ঐ সকল কবুল হাসিল করে তাহাতে আমার বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। আমার বিবেচনায় এ প্রকার স্পষ্ট অভিপ্রেত সাজস

সিংহের মোকদ্দমায় এ এ জলাসের সাহেবান যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন অর্থাৎ; যে সকল বিষয়ে কোন ব্যক্তির নিজ জওয়াব দিহী থাকে সে স্থলে প্রতিবাদীগণ বাদির দাবি কবুল করিলে সেই কবুলে তাহাদিগের নিশ্চয় জওয়াব দিহী হইবেক কিন্তু যেস্থলে বিরোধীয় বিষয় কোন ব্যক্তির কবুলের অধীন নহে সেস্থলে ঐ রূপ হইবেক না এবং এই শেষোক্ত প্রকার মোকদ্দমা সমূহে কোন পক্ষের কবুল কেবল প্রমাণ স্বরূপ বিবেচনা হইতে পারে ও সেই প্রমাণ যে পরিমাণে খাতিরজমার যোগ্য তাহা তদ্রূপ মান্য হইবেক, সেই

আদালত দ্বারা সফল হইতে দিলে বিচার আদালতের যথার্থ অভিপ্রায়ের বিপরীত কার্য্য হইবেক এবং আমি এজন্য এই সকল কবুল অকর্ম্মণ্য স্থির পূর্ব্বক অগ্রাহ্য করিয়া ও বাদী আপন দাবি সাবাস্ত জন্য প্রচুর ও প্রতীতজনক প্রমাণ দেওনে অক্ষম বিবেচনায় দাবি ডিস্‌মিস্‌ করিলাম "।

নিয়মানুসারে এ আদালত কার্য্য করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

বিচার।

উপস্থিত মোকদ্দমার ইশু এই যে বিরোধীয় জমীদারি রবর্ত্তমান খেরাজী জমীদারির কি প্রতিবাদির জমীদারদের শামিল, ফলতঃ যে সকল মোকদ্দমায় নালিশভুক্ত ব্যক্তিদিগের কবুল চূড়ান্ত না হইয়া তাহা কোন প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হয় বিরোধীয় বিষয় সেই সকল মোকদ্দমার শ্রেণীভুক্ত স্পষ্ট হইতেছে।

জজ্‌ সাহেবের উপরোল্লেখিত ফয়সলার অসম্মতিতে অধীন আদালতের বাদী এক্ষণে আপীল করিয়াছে এবং মিছিলের প্রমাণের সহিত বিচারের অনৈক্যতার উপর আপেলাণ্ট এই আপীল নির্ভর করে।

জজ্‌ সাহেবের সহিত আমাদিগের একই অভিপ্রায় হইতেছে যে আপেলাণ্ট উপস্থিত দাবিকৃত জমীতে আপনার কোন বিশিষ্ট ও মাতবর অধিকার দশাইতে সম্যক প্রকারে অপারক হইয়াছে; কোন প্রত্যয় যোগ্য দলীলী প্রমাণও নাই ও ১৭৯৭ও১৮১১ সালের চৌহদ্দির কাগজ কিছুই প্রমাণকর নহে এবং জবানী প্রমাণও এমত নহে যে মুক্ষ তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা (প্রতিবাদী) রেস্পাণ্ডেণ্টের দখলের প্রতি কোন হানি করিতে পারি।

অপর ৭ জন প্রতিবাদী বাদির স্বত্ত্ব প্রথমে অস্বীকার করিয়া পরে তাহা স্বীকার করত যে কবুল দাখিল করে সেই ব্যাপারের উপর নির্ভর পূর্ব্বক আমাদিগের সমীপে যে তর্ক উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমাদিগের কেবল এই বক্তব্য যে বৃন্দাবন সিংহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে (বাদী) আপেলাণ্ট মহারাজা মহেশ্বর বকস সিংহের মোকদ্দমা গত ১৮ নবেম্বর তারিখে নিষ্পত্তির সময় আমরা যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছি এক্ষণেও সেই নিয়মানুসারে আমাদিগের কার্য্য করিতে হইবেক। ঐ নিয়ম এই যে যে সকল বিষয়ে কোন ব্যক্তির নিজ জওয়াবদিহী থাকে সে স্থলে প্রতিবাদীগণ বাদির দাবি কবুল করিলে সেই কবুলে তাহাদিগের নিশ্চয় জওয়াবদিহী হইবেক; কিন্তু যে স্থলে বিরোধীয় বিষয় কোন ব্যক্তির কবুলের অধীন নহে সে স্থলে ঐ রূপ হইবেক না ও এই শেষোক্ত প্রকার মোকদ্দমা সমূহে কোন পক্ষের কবুল কেবল প্রমাণ স্বরূপ বিবেচনা হইতে পারে এবং সেই প্রমাণ যে পরিমাণে প্রতীতজন্মার যোগ্য তাহা তদ্রূপ মান্য হইবেক।

এই সকল কবুল আদালত সাজস ও প্রবঞ্চনার কথা বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং (বাদী) আপেলাণ্ট দলীলী কি জবানী প্রমাণ দ্বারা আপন নালিশ সাব্যস্ত করিতে না পারায় অধীন আদালত তাহার দাবি ডিসমিস করিয়া যে ফয়সলা করিয়াছেন তাহা খরচা সমেত বাহাল রহিল।

উপস্থিত মোকদ্দমার ইশু এই যে বিরোধীয় জমী বাদী কি প্রতিবাদির জমীদারির শামিল; ফলতঃ যে সকল মোকদ্দমায় নালিশভুক্ত ব্যক্তিদিগের কবুল চূড়ান্ত না হইয়া তাহা কেবল প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হয় বিরোধীয় বিষয় সেই সকল মোকদ্দমার শ্রেণী ভুক্ত স্পষ্ট হইতেছে।

ঐ সকল কবুল এই রূপ ভাবে দৃষ্ট করায় আমরা উপস্থিত মোকদ্দমায় কবুল দেওনীয়া ব্যক্তিদিগের বাদির দাবির প্রতি পূর্ব্বের অধিকার বিবেচনায় তাহাদিগের ঐ কবুলের প্রতি কিছুই নির্ভর করিতে পারি না ফলে জজ্‌ সাহেব ঐ সকল কথা সাজস ও প্রবঞ্চনার অভিপ্রায়ে ব্যক্ত হওয়া পক্ষে যে বিবেচনা করিয়াছেন তাহাতে আমরা ঐক্য হইতেছি এবং আপেলাণ্ট বিরোধীয় জমীতে আপন অধিকার দলীলী কি জবানী প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিতে না পারায় আমরা খরচা সমেত অধীন আদালতের ফয়সলা বাহাল রাখিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ২৩ ডিসেম্বর।

এজ্‌লাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বি, জে. কলবিন্ সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেন্স সাহেব একটিং জজ্।

১৮৫৫ সালের ২৭৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ত্রিপুরার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী নায়েম উদ্দীন মহম্মদের ১৮৫৫ সাল ১৫ মে তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

মহম্মদ কাজী চৌধুরী প্রভৃতি (বাদীগণ)————আপেলাণ্টগণ।
কালিকানন্দ রায় প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মেং আর, নরিস————} আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।

কোন নিলাম খরিদারের বিরুদ্ধে স্থায়ী জমায় এক তালুক দখলের দাবিতে ঐ স্থায়ী জমার দখল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাদশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে না থাকায় দাবি অগ্রাহ্য হইল। কিন্তু তালুকদারের পুরুষানুক্রমে ৭০ বৎসরের অধিককাল দখল প্রমাণ ও ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ৮ ধারর

কোং ৫৮৩০ ।।/ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ ও শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেবানের বিচার। এক্ষণে যে মোকদ্দমা আমাদিগের সমীপে উপস্থিত ইহাতে (বাদীগণ) আপেলাণ্টগণ বাকী খাজানা আদায় জন্য ১৮২২ সালের ১১ আইনানুযায়ী নিলামে আপনাদিগের জায়দাদ খরিদ উপলক্ষে রেস্পাণ্ডেণ্টগণকে ঐ বিষয় হইতে বেদখল করণের প্রার্থনায় দাবি করায় রেস্পাণ্ডেণ্টগণ মোকররী স্বত্ব সূত্রে তাহাদিগের ঐ জমীতে দখলের অধিকার থাকা যে বাক্ত করে তাহা অধীন আদালত ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ৪৯ ধারার বিধানানুসারে বজায় রাখিয়াছেন। তালুকদার রেস্পাণ্ডেণ্টগণ ১১৮৫ সাল ১২ কার্ত্তিক তারিখের যে এককেতা পাট্টা দ্বারা তল্লিখিত জমী সকল প্রাপ্ত হয় ও যাহাতে ঐ জমী আবাদ হইলে তাহার উপর করধার্য্য হওনের সর্ত্ত উল্লেখ আছে তাহারা সেই পাট্টা আপনাদিগের স্বত্বের প্রথম সূত্র বলিয়া জানায়। তদ্ভিন্ন তাহারা ১১৮৭ সাল ৯ বৈশাখ তারিখের এককেতা বন্দোবস্তী ডৌল দাখিল করিয়াছে ও ঐ ডৌলে ৮৫৬৸/১২ টাকা খাজানা নির্দ্ধারিত হওয়া প্রকাশ এক্ষণে ঐ সকল দলীল সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে রেস্পাণ্ডেণ্টগণের নিজ প্রমাণ দ্বারাও ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ৪৯ ধারাতে তাহাদিগের জায়দাদের স্বত্ব রক্ষা হয় না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ১২ বৎসরের অধিকাল পূর্ব্ব হইতে যে সকল মোকররী তালুক স্থিরীকৃত জমায় দখল হইয়া আসিয়াছে ঐ ধারানুসারে মুদ্ধ সেই সকল তালুক জমা বৃদ্ধি হওনের দায় হইতে রক্ষা হয়। ঐ আইনের ২ ধারাতে প্রকাশ যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১১৯৭ অর্থাৎ ইং ১৭৯০ ও ১৭৯১ সাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ও তাহাতে রেস্পাণ্ডেণ্টগণের যে ডৌলে করধার্য্য হয় তাহার তারিখ ১১৮৭ সাল হওয়ায় তাহা ঐ বন্দোবস্তের প্রথম সনের ১০ বৎসরের অধিক ও অগ্রের নহে। অপর আসল পাট্টা, যাহাতে কোন কর

আদালত দ্বারা সফল হইতে দিলে বিচার আদালতের যথার্থ অভিপ্রায়ের বিপরীত কার্য্য হইবেক এবং আমি এজন্য এই সকল কবুল অকর্ম্মণ্য স্থির পূর্ব্বক অগ্রাহ্য করিয়া ও বাদী আপন দাবি সাব্যস্ত জন্য প্রচুর ও প্রতীতজনক প্রমাণ দেওনে অক্ষম বিবেচনায় দাবি ডিস্‌মিস্‌ করিলাম "।

বিচার।

জজ্‌ সাহেবের উপরোল্লেখিত ফয়সলার অসম্মতিতে অধীন আদালতের বাদী এক্ষণে আপীল করিয়াছে এবং মিছিলের প্রমাণের সহিত বিচারের অনৈক্যতার উপর আপেলান্ট এই আপীল নির্ভর করে।

জজ্‌ সাহেবের সহিত আমাদিগের একই অভিপ্রায় হইতেছে যে আপেলান্ট উপস্থিত দাবিকৃত জমীতে আপনার কোন বিশিষ্ট ও মাতবর অধিকার দর্শাইতে সম্যক প্রকারে অপারক হইয়াছে; কোন প্রত্যয় যোগ্য দলীলী প্রমাণও নাই ও ১৭৯৭ও১৮১১ সালের চৌহদ্দির কাগজ কিছুই প্রমাণকর নহে এবং জবানী প্রমাণও এমত নহে যে মুক্ত তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা (প্রতিবাদী) রেস্পাণ্ডেন্টের দখলের প্রতি কোন হানি করিতে পারি।

অপর ৭ জন প্রতিবাদী বাদির স্বত্ব প্রথমে অস্বীকার করিয়া পরে তাহা স্বীকার করত যে কবুল দাখিল করে সেই ব্যাপারের উপর নির্ভর পূর্ব্বক আমাদিগের সমীপে যে তর্ক উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমাদিগের কেবল এই বক্তব্য যে বৃন্দাবন সিংহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে (বাদী) আপেলান্ট মহারাজা মহেশ্বর বক্স সিংহের মোকদ্দমা গত ২৮ নবেম্বর তারিখে নিষ্পত্তির সময় আমরা যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছি এক্ষণেও সেই নিয়মানুসারে আমাদিগের কার্য্য করিতে হইবেক। ঐ নিয়ম এই যে যে সকল বিষয়ে কোন ব্যক্তির নিজ জওয়াবদিহী থাকে সে স্থলে প্রতিবাদীগণ বাদির দাবি কবুল করিলে সেই কবুলে তাহাদিগের নিশ্চয় জওয়াবদিহী হইবেক; কিন্তু যে স্থলে বিরোধীয় বিষয় কোন ব্যক্তির কবুলের অধীন নহে সে স্থলে ঐ রূপ হইবেক না ও এই শেষোক্ত প্রকার মোকদ্দমা সমূহে কোন পক্ষের কবুল কেবল প্রমাণ স্বরূপ বিবেচনা হইতে পারে এবং সেই প্রমাণ যে পরিমাণে খাতিরজমার যোগ্য তাহা তদ্রূপ মান্য হইবেক।

উপস্থিত মোকদ্দমার ইশু এই যে বিরোধীয় জমী বাদী কি প্রতিবাদির জমীদারির শামিল; ফলতঃ যে সকল মোকদ্দমায় নালিশভুক্ত ব্যক্তিদিগের কবুল চূড়ান্ত না হইয়া তাহা কেবল প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হয় বিরোধীয় বিষয় সেই সকল মোকদ্দমার শ্রেণী ভুক্ত স্পষ্ট হইতেছে।

ঐ সকল কবুল এই রূপ ভাবে দৃষ্ট করায় আমরা উপস্থিত মোকদ্দমায় কবুল দেওনীয়া ব্যক্তিদিগের বাদির দাবির প্রতি পূর্ব্বের অস্বীকার বিবেচনায় তাহাদিগের ঐ কবুলের প্রতি কিছুই নির্ভর করিতে পারি না ফলে জজ সাহেব ঐ সকল কথা সাজস ও প্রবঞ্চনার অভিপ্রায়ে ব্যক্ত হওয়া পক্ষে যে বিবেচনা করিয়াছেন তাহাতে আমরা ঐক্য হইতেছি এবং আপেলান্ট বিরোধীয় জমীতে আপন অধিকার দলীলী কি জবানী প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিতে না পারায় আমরা খরচা সমেত অধীন আদালতের ফয়সলা বাহাল রাখিলাম ইতি।

নিয়মানুসারে এ আদালত কার্য্য করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

উপস্থিত মোকদ্দমার ইশু এই যে বিরোধীয় জমী দারির বর্ত্তমান খেরাজী জমীদারির কি প্রতিবাদির জমীদারের শামিল, ফলতঃ যে সকল মোকদ্দমায় নালিশভুক্ত ব্যক্তিদিগের কবুল চূড়ান্ত না হইয়া তাহা কোন প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হয় বিরোধীয় বিষয় সেই সকল মোকদ্দমার শ্রেণীভুক্ত স্পষ্ট হইতেছে।

এই সকল কবুল আদালত সাজস ও প্রবঞ্চনার কথা বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং (বাদী) আপেলান্ট দলীলী কি জবানী প্রমাণ দ্বারা আপন নালিশ সাব্যস্ত করিতে না পারায় অধীন আদালত তাঁহার দাবি ডিসমিস করিয়া যে ফয়সলা করিয়াছেন তাহা খরচা সমেত বাহালরহিল।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ২৩ ডিসেম্বর।

এজ্লাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বি, জে. কলবিন্ সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস সাহেব একটিং জজ্।

১৮৫৫ সালের ২৭৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ত্রিপুরার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী নাসেম উদ্দীন মহম্মদের ১৮৫৫ সাল ২৫ মে তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে জারেতা আপীল।

মহম্মদ কাজী চৌধুরী প্রভৃতি(বাদীগণ)——আপেলাণ্টগণ।
কালিকানল রায় প্রভৃতি(প্রতিবাদীগণ)——রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মেৎ আর. নরিস—— } আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত——রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষ উকীল।

কোন নিলাম খরিদারের বিরুদ্ধে স্থায়ী জমায় এক তালুক দখলের দাবিতে ঐ স্থায়ী জমার দখল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে না থাকায় দাবি অগ্রাহ্যহইল। কিন্তু তালুকদারের পুরুষানুক্রমে ১০ বৎসরের অধিককালেদখল প্রমাণও১৭৯৩ সালের ৮ আইন ৮ ধারার

কোং ৫৮৩০।।/ টাকার দাবিতে ন্যালিশ উপস্থিত হয়।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ ও শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেবানের বিচার। এক্ষণে যে মোকদ্দমা আমাদিগের সমীপে উপস্থিত ইহাতে (বাদীগণ) আপেলাণ্টগণ বাকী খাজানা আদায় জন্য ১৮২২ সালের ১১ আইনানুযায়ী নিলামে আপনাদিগের জায়দাদ খরিদ উপলক্ষে রেস্পাণ্ডেন্টগণকে ঐ বিষয় হইতে বেদখল করণের প্রার্থনায় দাবি করায় রেস্পাণ্ডেন্টগণ মোকররী স্বত্ত্ব সূত্রে তাহাদিগের ঐ জমীতে দখলের অধিকার থাকা যে ব্যক্ত করে তাহা অধীন আদালত ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ৪৯ ধারা'র বিধানানুসারে বজায় রাখিয়াছেন' তালুকদার রেস্পাণ্ডেন্টগণ ১১৮৫ সাল ১২ কার্ত্তিক তারিখের যে এককেতা পাট্টা দ্বারা তল্লিখিত জমী সকল প্রাপ্ত হয় ও যাহাতে ঐ জমী আবাদ হইলে তাহার উপর করধার্য্য হওনের সর্ত্ত উল্লেখ আছে তাহারা সেই পাট্টা আপনাদিগের স্বত্ত্বের প্রথম সূত্র বলিয়া জানায়। তদ্ভিন্ন তাহারা ১১৮৭ সাল ৯ বৈশাখ তারিখের এককেতা বন্দোবস্তী ডৌল দাখিল করিয়াছে ও ঐ ডৌলে ৮৫৮/১২ টাকা খাজানা নির্দ্ধারিত হওয়া প্রকাশ এক্ষণে ঐ সকল দলীল সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে রেস্পাণ্ডেন্টগণের নিজ প্রমাণ দ্বারাও ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ৪৯ ধারাতে তাহাদিগের জায়দাদের স্বত্ত্ব রক্ষা হয় না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ১২ বৎসরেরঅধিকাল পূর্ব্ব হইতে যে সকল মোকররী তালুক স্থিরীকৃত জমায় দখল হইয়া আসিয়াছে ঐ ধারানুসারে সুদ্ধ সেই সকল তালুক জমা বৃদ্ধি হওনের দায় হইতে রক্ষা হয়। ঐ আইনের ২ ধারাতে প্রকাশ যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১১৯৭ অর্থাৎ ইং ১৭৯০ ও ১৭৯১ সাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ও তাহাতে রেস্পাণ্ডেন্টগণের যে ডৌলে করধার্য্য হয় তাহার তারিখ ১১৮৭ সাল হওয়ায় তাহা ঐ বন্দোবস্তের প্রথম সনের ১০ বৎসরের অধিক ও অগ্রের নহে। অপর আসল পাট্টা, যাহাতে কোন কর

নির্দ্ধার্য্য হয় নাই,তাহার তারিখও ঐ ১২ বৎসরের মধ্যে থাকা দৃষ্ট হইতেছে। ইহাতে রেস্পাণ্ডেণ্টগণ ঐ আইনানুসারে যে কথিত স্থিরীকৃত জমায় আপনাদিগের স্বত্ব ভোগবান থাকিবার অধিকারী নহে তাহা আমরা স্থির করিলাম; কিন্তু পক্ষান্তরে রেস্পাণ্ডেণ্টগণকে তাহাদিগের জমী হইতে বেদখল করিবার জন্য (বাদীগণ) আপেলাণ্টগণ যে প্রার্থনা করিয়াছে তাহা আমাদিগের বিবেচনায় গ্রহণীয় নহে। অপর জেলা ত্রিপুরার কালেক্টরী হইতে যে সকল কাগজাৎ আনা হইয়াছে ও যাহার অকৃত্রিমতার বিষয়ে সন্দেহ করিবার আমাদিগেরকোন কারণ দৃষ্ট হয় না তন্মধ্যে একজন সাজোয়ালের আদায়ের হিসাব দৃষ্টে ঐ মোকররী স্বত্ব ১২০৮ সাল ও জমীদারের স্থিত,অর্থাৎ তৌজী প্রমাণ তাহা ১২০৩ অবধি থাকা প্রকাশ হইতেছে। তালুকদারদিগের ১২০৩ সাল ইস্তক যে বরাবর নির্ব্বিরোধে দখল হইয়া আসিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ও রেস্পাণ্ডেণ্টগণ আপনাদিগের স্বত্ব যে ১১৮৫ সালে সংস্থাপিত হওয়া ব্যক্ত করে তাহাতে ঐ সন ইস্তক তাহাদিগের স্বত্ব থাকা বিবেচনা করা আমাদিগের পক্ষে অমূলক নহে। ১২০৩ সালেঐ তালুক হইতে জমীদারদিগের সালিয়ানা ৮৫ টাকা প্রাপ্য হয় আর ঐ সনের ১৫ কি ২০ বৎসর পূর্ব্বাবধি ঐ তালুকে দখল থাকা অনুমান করার কিছুই অসম্ভব নাই। এস্থলে ৭৫ বৎসরের অধিক দিনের পূর্ব্বের দলীল সাক্ষী দ্বারা তহকিক করা সুকঠিন হেতু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু দৈবক্রমে উপস্থিত বিষয়ে প্রায় ৯০ হইতে ১০০ বৎসর মধ্যে বয়স্ক দুইজন সাক্ষী ঐ ১১৮৫ সালের পাট্টা লেখা পড়ার সময় উপস্থিত থাকা প্রকাশ করে আর ইহা কদাও অন্যায় নহে যে যদি তালুকদারাণের ঐ পাট্টা জাল করিবার মানস থাকিত তবে তাহারা ঐ দলীলে ১১৮৫ সাল তারিখ না দিয়া বরং ঐ সনের পূর্ব্বের তারিখ দিত। এ তালুক যে বহুকালের তাহা কালেক্টরির কাগজাৎ দৃষ্টেই আমাদিগের অধিকন্তু বিশ্বাস হইতেছে আর ঐ জেলার জজ সাহেব ১৮৫৫ সাল ১১ মে তারিখে এইরূপ যে এক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন তাহাতেও তিনি ঐ সকল কাগজাৎ অকৃত্রিম বলিয়া মান্য করিয়াছেন। তাহাতে রেস্পাণ্ডেণ্টগণের তালুক যে ৭০ বৎসর কি ততোধিক কাল পুরুষ পুরুষানুক্রমে তালুকদারের দখলে থাকা প্রমাণ হইয়াছে তাহা আমরা স্থির করিলাম আর ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ৮ ধারায় যেরূপ তালুকের বর্ণনা আছে আমাদিগের বিবেচনায় ঐ তালুকও সেই প্রকার ও নিলাম খরিদারকে ঐ তালুকদারদিগের দখলের প্রতি কোন আপত্তি করিতে ১৮২২ সালের ১১ আইন ৩২ ধারায় নিষেধ আছে সুতরাং আপেলাণ্টগণ আপনাদিগের অধীন দখলীকারাণের নামে খাজানা বৃদ্ধির প্রার্থনায় যে নালিশ উপস্থিত করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করে সেই নালিশের প্রতি এ ফয়সলা প্রতিবন্ধক নহে।

প্রধান সদর আমীনের বিচারের যে ভাগে রেস্পাণ্ডেণ্টগণের তালুকের চির নির্দ্ধারিত খাজানা থাকা স্থির হয় উপরের লিখিত হেতু বশতঃ আমরা সেইভাগ পরিবর্ত্তন করিলাম ও এজন্য মোকদ্দমার পক্ষগণ উভয় আদালতের স্ব২ খরচার দায়ী হইল।

শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেন্স সাহেবের বিচার। আপেলাণ্টগণ পরগণা সেলিমাবাদের অন্তঃপাতি তপ্পেদুর্গাপুরের বাকী খাজানার আদায় উপলক্ষে নিলামে খরিদার থাকায় জমীদার স্বরূপ এই নালিশ উত্থাপন পূর্ব্বক রেস্পাণ্ডেণ্টগণ যে ৩ দ্রূন ১ কানী ১৬ গণ্ডা জমীতে মোকররী স্বত্বে দখলীকার থাকা ব্যক্ত করে সেই জমীতে ঐ খরিদের তারিখ হইতে ওয়াসিলাৎ সমেত দখল পাইবার প্রার্থনা করে। অধীন আদালত ১১৮৫ সালের ৯ বৈশাখ তারিখের এককেতা জঙ্গলবুড়ী পাট্টা ও ১১৮৭ সালের ঐ তারিখের এককেতা

লিখিত স্বত্বে রসদিত এ বিষয়ের স্বত্ব ঐক্য হওয়ায় এ আদালতের অধিকাংশ সাহেবান ১৮২২ সালের ১১ আইন৩২ ধারা অনুসারে ইহা স্থির করিলেন যে বাদির,অর্থাৎ জমীদারের,বর্ত্তমান দখলীকার দিগকে বেদখল করিবার ক্ষমতা নাই।

ডৌল ও ইস্তক ১১৮৭ সাল নাগাএদ ১১৮৮ সালের জমীদারের গোমাস্তার আদায়ী খাজানার দাখিলা ও ১২০৮ সালে জমীদারানকে ১৭৯৩ সালের ১ আইনানুযায়ী বন্দোবস্ত প্রাপ্য থাকাতেও তাহারা ঐ বন্দোবস্ত গ্রহণ না করায় ঐ জমীদারী খাস থাকা বিধায়ে কালেক্টর সাহেবের তরফ যে একজন সাজোয়ালের কর্ত্তৃত্বের অধীন থাকে সেই সাজোয়ালের ঐ ১২০৮ সালের আদায়ী খাজানার ২ কেতা রসিদ এই সমস্ত কাগজাৎ অকৃত্রিম বিবেচনায় মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন; রেস্পাণ্ডেণ্টগণ ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ৪৮ ধারার বিধানানুযায়ী লিখিত যে এককেতা কাগজের নকল ত্রিপুরার কালেক্টরী হইতে আনাইয়া দাখিল করে প্রধান সদর আমীন সেই নকল ঐ সকল দলীলের প্রতিপোষক বিবেচনা করেন ও জমীদারাণের ১২০৯ সালের কবুলতীতে বন্দোবস্তের যে সকল সর্ত্ত ব্যক্ত (যদ্দ্বারা তাহারা ঐ বন্দোবস্তী জমীদারির অন্তর্গত মোকররী কি সিকমী তালুকের উপর কোন হস্তক্ষেপ না করিবার অঙ্গীকার করে) প্রধান সদর আমীন সেই সকল সর্ত্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করেন।

আপেলাণ্টগণের পক্ষ নরিস্ সাহেব কহেন যে প্রধান সদর আমীন যে সকল প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা সমুদয় অপ্রত্যয় যোগ্য। উকীল মজকুর ১১৮৫ সালের পাট্টা ও ১১৮৭ সালের বন্দোবস্তী ডৌলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহে যে উহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দলীলে তৎকালে কোন জমা স্থির হওনের উল্লেখ নাই ও ডৌলের যে কোন শব্দে স্থায়ী জমা বুঝায় সেই সকল শব্দ ঐ দলীল লেখ হওনের পর তন্মধ্যে এতৎপ্রকারে যুক্ত করা দৃষ্ট হইতেছে যে তাহাতে ঐ সমুদয় দলীল অপ্রত্যয়যোগ্য হইয়াছে। অপর যে দুই জন পরস্পর ৯৪ ও ৯৬ বৎসর বয়স্ক সাক্ষীগণ ঐ ১১৮৫ সালের পাট্টা দেওনের সময় তাহাদিগের সেই স্থলে উপস্থিত থাকার বিষয়ে যে বিলক্ষণ বিস্তারিত বেওরার অধীন আদালতে এজহার দেয় উকীল মজকুর সেই এজহারও পাঠ করিলেন। তদুত্তরে রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ এই তর্ক করেন যে কালেক্টরির দলীল সমূহ দ্বারা ঐ পাট্টা ঐ ডৌলের অকৃত্রিমতা প্রমাণ হইতেছে অপর জেলা ত্রিপুরার সাবেক প্রধান সদর আমীন বিরোধীয় ব্যক্তিগণের ঐ জমীদারির অন্তর্গত জমীতে পেটাও দখলের দাবি সম্বন্ধে উপস্থিত মোকদ্দমায় দাখিলী দলীলের সমতুল্য পাট্টা ও ডৌল সমূহ অন্যথা করায় ঐ জেলার জজ্ সাহেব সেই মোকদ্দমার দর্শাণী প্রমাণ দ্বারা ঐ সকল পাট্টা ও ডৌল সাব্যস্ত বিবেচনায় এ সাবেক প্রধান সদর আমীনের বিচারের অন্যথায় ১৮৫৫ সাল ১১ মে তারিখে যে ফয়সলা করেন ও যে ফয়সলা প্রধান সদর আমীন উপস্থিত মোকদ্দমার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন উকীলগণ সেই ফয়সলার বিষয়ও উল্লেখ করে।

প্রধান সদর আমীন যেরূপ তদন্ত করিয়াছেন সে বিবেচনায় আমার মতে মোকররী স্বত্ব সাব্যস্ত উপলক্ষে যে প্রমাণ দাখিল হয় তাহা তাঁহার বিচারের প্রতিপোষক নহে। তিনি আপন ফয়সলায় লিখিয়াছেন যে কোন নিলাম খরিদার পাট্টার লিখিত জমীতে দাবি করণে অক্ষম ও তজ্জন্য তিনি নালিশ ডিস্‌মিস্ করিলেন। এই ফয়সলার প্রথম বিবেচ্য কথা এই যে যেস্থলে মোকররী কিম্বা নিলাম খরিদার ও রাইয়তদিগের মধ্যস্থিত অন্য কোন স্বত্ব উপলক্ষে নিলাম খরিদারের বিরুদ্ধে কোন দাবি উপস্থিত হয় ও সেই স্বত্ব থাকায় নিলাম খরিদারের নিজ খরিদ অনুসারে রাইয়তদিগের উপর আপন সম্পূর্ণ স্বত্ব সকল হাসিল করণে ব্যাঘাত জন্মে সেস্থলে ১০ সালের বন্দোবস্ত অনুযায়ী

নির্দ্ধার্য্য হয় নাই, তাহার তারিখও ঐ ১২ বৎসরের মধ্যে থাকা দৃষ্ট হইতেছে। ইহাতে রেস্পাণ্ডেন্টগণ ঐ আইনানুসারে যে কথিত স্থিরীকৃত জমায় আপনাদিগের স্বত্ত্ব ভোগবান থাকিবার অধিকারী নহে তাহা আমরা স্থির করিলাম; কিন্তু পক্ষান্তরে রেস্পাণ্ডেন্টগণকে তাহাদিগের জমী হইতে বেদখল করিবার জন্য (বাদীগণ) আপেলাণ্টগণ যে প্রার্থনা করিয়াছে তাহা আমাদিগের বিবেচনায় গ্রহণীয় নহে। অপর জেলা ত্রিপুরার কালেক্টরী হইতে যে সকল কাগজাৎ আনা হইয়াছে ও যাহার অকৃত্রিমতার বিষয়ে সন্দেহ করিবার আমাদিগের কোন কারণ দৃষ্ট হয় না তন্মধ্যে একজন সাজোয়ালের আদায়ের হিসাব দৃষ্টে ঐ মোকররী স্বত্ত্ব ১২০৮ সাল ও জমীদারের স্থিত, অর্থাৎ তৌজী প্রমাণ তাহা ১২০৩ অবধি থাকা প্রকাশ হইতেছে। তালুকদারদিগের ১২০৩ সাল ইস্তক যে বরাবর নির্ব্বিরোধে দখল হইয়া আসিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ও রেস্পাণ্ডেন্টগণ আপনাদিগের স্বত্ত্ব যে ১১৮৫ সালে সংস্থাপিত হওয়া ব্যক্ত করে তাহাতে ঐ সন ইস্তক তাহাদিগের স্বত্ত্ব থাকা বিবেচনা করা আমাদিগের পক্ষে অমূলক নহে। ১২০৩ সালে ঐ তালুক হইতে জমীদারদিগের মালিকানা ৮৫ টাকা প্রাপ্য হয় আর ঐ সনের ১৫ কি ২০ বৎসর পূর্ব্বাবধি ঐ তালুকে দখল থাকা অনুমান করার কিছুই অসম্ভব নাই। এস্থলে ৭৫ বৎসরের অধিক দিনের পূর্ব্বের দলীল সাক্ষী দ্বারা তজদিক করা সুকঠিন হেতু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু দৈবক্রমে উপস্থিত বিষয়ে প্রায় ৯০ হইতে ১০০ বৎসর মধ্যে বয়স্ক দুইজন সাক্ষী ঐ ১১৮৫ সালের পাট্টা লেখা পড়ার সময় উপস্থিত থাকা প্রকাশ করে আর ইহা কহাও অন্যায় নহে যে যদি তালুকদারাণের ঐ পাট্টা জাল করিবার মানস থাকিত তবে তাহারা ঐ দলীলে ১১৮৫ সাল তারিখ না দিয়া বরং ঐ সনের পূর্ব্বের তারিখ দিত। ঐ তালুক যে বহুকালের তাহা কালেক্টরির কাগজাৎ দৃষ্টেই আমাদিগের অধিকন্তু বিশ্বাস হইতেছে আর ঐ জেলার জজ্ সাহেব ১৮২৫ সাল ১১ মে তারিখে এইরূপ যে এক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন তাহাতেও তিনি ঐ সকল কাগজাৎ অকৃত্রিম বলিয়া মান্য করিয়াছেন। তাহাতে রেস্পাণ্ডেন্টগণের তালুক যে ৭০ বৎসর কি ততোধিক কাল পুরুষ পুরুষানুক্রমে তালুকদারের দখলে থাকা প্রমাণ হইয়াছে তাহা আমরা স্থির করিলাম আর ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ৮ ধারায় যেরূপ তালুকের বর্ণনা আছে আমাদিগের বিবেচনায় ঐ তালুকও সেই প্রকার ও নিলাম খরিদারকে ঐ তালুকদারদিগের দখলের প্রতি কোন আপত্তি করিতে ১৮২২ সালের ১১ আইন ৩২ ধারায় নিষেধ আছে সুতরাং আপেলাণ্টগণ আপনাদিগের অধীন দখলীকারাণের নামে খাজানা বৃদ্ধির প্রার্থনায় যে নালিশ উপস্থিত করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করে সেই নালিশের প্রতি এ ফয়সলা প্রতিবন্ধক নহে।

লিখিত স্বত্বে রসহিত এ বিষয়ের স্বত্ব ঠীকা হওয়ায় এ আদালতের অধিকাংশ সাহেবান ১৮২২ সালের ১১ আইন ৩২ দারা অনুসারে ইহা স্থির করিলেন যে বাদির, অর্থাৎ জমীদারের, বর্ত্তমান দখলীকার দিগকে বেদখল করিবার ক্ষমতা নাই।

প্রধান সদর আমীনের বিচারের যে ভাগে রেস্পাণ্ডেন্টগণের তালুকের চির নির্দ্ধারিত খাজানা থাকা স্থির হয় উপরের লিখিত হেতু বশতঃ আমরা সেইভাগ পরিবর্ত্তন করিলাম ও এজন্য মোকদ্দমার পক্ষগণ উভয় আদালতের স্ব২ খরচার দায়ী হইল।

শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেন্স সাহেবের বিচার। আপেলাণ্টগণ পরগণা মেসিয়াবাদের অন্তঃপাতি তপ্পেদুর্গাপুরের বাকী খাজানার আদায়ী উপলক্ষে নিলামে খরিদার থাকায় জমীদার স্বরূপ এই নালিশ উত্থাপন পূর্ব্বক রেস্পাণ্ডেন্টগণ যে ৩ দ্রূন ১ কানী ১৬ গণ্ডা জমীতে মোকররী স্বত্ত্বে দখলীকার থাকা ব্যক্ত করে সেই জমীতে ঐ খরিদের তারিখ হইতে ওয়াসিলাৎ সমেত দখল পাইবার প্রার্থনা করে। অধীন আদালত ১১৮৫ সালের ৯ বৈশাখ তারিখের এককেতা জঙ্গলবুড়ী পাট্টা ও ১১৮৭ সালের ঐ তারিখের এককেতা

ডৌল ও ইস্তক ১১৮৭ সাল নাগাএত ১১৯৮ সালের জমীদারের গোমাস্তার আদায়ী খা-জানার দাখিলা ও ১২০৮ সালে জমীদারানকে ১৭৯৩ সালের ১ আইনানুযায়ী বন্দোবস্ত প্রাপ্য থাকাতেও তাহারা ঐ বন্দোবস্ত গ্রহণ না করায় ঐ জমীদারী খাস থাকা বিধায়ে কালেক্টর সাহেবের তরফ যে একজন সাজোয়ালের কর্তৃত্বের অধীন থাকে সেই সাজোয়ালের ঐ ১২০৮ সালের আদায়ী খাজানার ২ কেতা রসিদ এই সমস্ত কাগজাৎ অকৃত্রিম বিবেচনায় মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন; রেস্পাণ্ডেণ্টগণ ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ৪৮. ধারার বিধানানুযায়ী লিখিত যে এককেতা কাগজের নকল ত্রিপুরার কালেক্টরী হইতে আনাইয়া দাখিল করে প্রধান সদর আমীন সেই নকল ঐ সকল দলীলের প্রতিপোষক বিবেচনা করেন ও জমীদারাণের ১২০৯ সালের কবুলতীতে বন্দোবস্তের যে সকল সর্ত্ত ব্যক্ত (যদ্দ্বারা তাহারা ঐ বন্দোবস্তী জমীদারির অন্তর্গত মোকররী কি সিকমী তালুকের উপর কোন হস্তক্ষেপ না করিবার অঙ্গীকার করে) প্রধান সদর আমীন সেই সকল সর্ত্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করেন।

আপেলাণ্টগণের পক্ষ নরিস্ সাহেব কহেন যে প্রধান সদর আমীন যে সকল প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা সমুদয় অপ্রত্যয় যোগ্য। উকীল মজ্‌কুর ১১৮৫ সালের পাট্টা ও ১১৮৭ সালের বন্দোবস্তী ডৌলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহে যে উহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দলীলে তৎকালে কোন জমা স্থির হওনের উল্লেখ নাই ও ডৌলের যে কোন শব্দে স্থায়ী জমা বুঝায় সেই সকল শব্দ ঐ দলীল লেখা হওনের পর তন্মধ্যে এতৎপ্রকারে যুক্ত করা দৃষ্ট হইতেছে যে তাহাতে ঐ সমুদয় দলীল অপ্রত্যয়যোগ্য হইয়াছে। অপর যে দুই জন পরস্পর ৯৪ ও ৯৬ বৎসর বয়স্ক সাক্ষীগণ ঐ ১১৮৫ সালের পাট্টা দেওনের সময় তাহাদিগের সেই স্থলে উপস্থিত থাকার বিষয়ে যে বিলক্ষণ বিস্তারিত বেওরায় অধীন আদালতে এজ্‌হার দেয় উকীল মজ্‌কুর সেই এজ্‌হারও পাঠ করিলেন। তদুত্তরে রেস্পা-ণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ এই তর্ক করেন যে কালেক্টরির দলীল সমূহ দ্বারা ঐ পাট্টা ঐ ডৌলের অকৃত্রিমতা প্রমাণ হইতেছে অপর জেলা ত্রিপুরার সাবেক প্রধান সদর আমীন বিরোধীয় ব্যক্তিগণের ঐ জমীদারির অন্তর্গত জমীতে পেটাও দখলের দাবি সম্বন্ধে উপস্থিত মোকদ্দমায় দাখিলী দলীলের সমতুল্য পাট্টা ও ডৌল সমুহ অন্যথা করায় ঐ জেলার জজ্ সাহেব সেই মোকদ্দমার দলীলী প্রমাণ দ্বারা ঐ সকল পাট্টা ও ডৌল সাব্যস্ত বিবেচনায় ঐ সাবেক প্রধান সদর আমীনের বিচারের অন্যথায় ১৮৫৫ সাল ১১ মে তারিখে যে ফয়সলা করেন ও যে ফয়সলা প্রধান সদর আমীন উপস্থিত মোকদ্দ-মার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন উকীলগণ সেই ফয়সলার বিষয়ও উল্লেখ করে।

প্রধান সদর আমীন যেরূপ তদন্ত করিয়াছেন সে বিবেচনায় আমার মতে মোকররী স্বত্ব সাব্যস্ত উপলক্ষে যে প্রমাণ দাখিল হয় তাহা তাঁহার বিচারের প্রতিপোষক নহে। তিনি আপন ফয়সলায় লিখিয়াছেন যে কোন নিলাম খরিদার পাট্টার লিখিত জমীতে দাবি করণে অক্ষম ও তজ্জন্য তিনি নালিশ ডিস্‌মিস্ করিলেন। এই ফয়সলার প্রথম বিবেচ্য কথা এই যে যেস্থলে মোকররী কিম্বা নিলাম খরিদার ও রাইয়তদিগের মধ্যস্থিত অন্য কোন স্বত্ব উপলক্ষে নিলাম খরিদারের বিরুদ্ধে কোন দাবি উপস্থিত হয় ও সেই স্বত্ব থাকায় নিলাম খরিদারের নিজ খরিদ অনুসারে রাইয়তদিগের উপর আপন সম্পূর্ণ স্বত্ব সকল হাসিল করণে ব্যাঘাত জন্মে সেস্থলে ১০ সালের বন্দোবস্ত অনুযায়ী

এই মুল নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে যে যে ব্যক্তি মোকররী দাবি করে তাহাকেই ঐ বন্দোবস্তের দ্বাদশবৎসরকাল পূর্ব্বাবধি স্থায়ী জমাতে মোকররী থাকা প্রমাণ করিতে হইবেক। উপস্থিত মোকদ্দমায় যে পাট্টা ও ডৌল দাখিল হইয়াছে তাহা অকৃত্রিম ও যে সময়ে দত্ত হওয়া প্রকাশ তাহা যথার্থই সেই সময়ের দত্ত বটে এমত বোধ করিলেও তাহাতে প্রতিবাদীগণের নিলাম খরিদারের বিরুদ্ধে উক্ত অধিকার প্রাপ্ত হওয়া দৃষ্ট হয় না; কিন্তু আইন মতে তাহা আবশ্যক করে। ঐ সকল দলীল যেরূপ লিখিত তাহাতে যে সময়ে পাট্টা দেওয়া ব্যক্ত সেই সময় অর্থাৎ ১১৮৫ সালে কোন স্থায়ী জমা নির্দ্ধারিত না থাকাই প্রকাশ; বরং এতদ্বিপরীতে ঐ পাট্টাতেই উল্লেখ আছে যে জমা পশ্চাৎ নির্দ্ধারিত হইবেক, আর কেবল ১১৮৭ সালের ডৌলেই স্থায়ী জমা নির্দ্দিষ্ট আছে ও ঐ কাগজেই প্রকাশ যে সেই জমা তৎকালে প্রথম আরম্ভ হব। অপর ১৭৯৩ সালের ১ আইনের বিধানানুসারে দশ সালের বন্দোবস্ত ১৭৯০ অর্থাৎ বাঙ্গলা ১১৯৭ সাল হইতে আমলে আইসে তাহাতে যেস্থলে আইনানুযায়ী বন্দোবস্তের ১২ বৎসর পূর্ব্বাবধি স্থায়ী জমা থাকা আবশ্যক সেস্থলে রেস্পাণ্ডেণ্টগণের অত্র মোকদ্দমায় দাখিলী দলীলানুসারে ঐ স্থায়ী জমা বন্দোবস্তের কেবল দশ বৎসরের পূর্ব্বে নিধার্য্য হওয়াই প্রকাশ। অতএব প্রধান সদর আমীনের ফয়সলার যে অংশে নিলাম খরিদারের বিরোধীয় জমীর প্রতি দাওয়া করিবার ক্ষমতা না থাকা উল্লেখ হইয়া ঐ জমীতে খাজানা বৃদ্ধি করণেরও পথ রুদ্ধ হইয়াছে ও যাহার প্রতি আপেলাণ্টগণ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আপীল করে ঐ ফয়সলার সেই অংশ ন্যায্য হওনের পক্ষে উপরোক্ত হেতুই প্রতিবন্ধক হইতেছে। অধীন আদালতের বিচার সুদ্ধ এই হেতু বশতঃ বজায় থাকিতে পারে না কারণ প্রতিবাদীগণের পুনর্জ্জমাবন্দির বশীভূত দখলের যেরূপ দাওয়া থাকুক না কেন তাহারা নিজ দাখিলী দলীল অনুসারেও নিলাম খরিদারের সাধারণ স্বত্বের অনধীনে দখল করিতে পারিত না। পাট্টা ও ডৌলের সর্ত্ত সম্বন্ধে বাদানুবাদ দূরে রাখিয়া উপস্থিত মোকদ্দমায় নিতান্ত পক্ষে প্রধান সদর আমীন যে কোন অনুসন্ধান পূর্ব্বক যে সকল হেতু নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে ঐ দুই দলীল এরূপ সাব্যস্ত নহে যে তাহা নিলাম খরিদারের স্বত্বের বিরুদ্ধে কোন মাতবর হকুক বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। ঐ সকল দলীলের আকার তাহাদিগের অকৃত্রিমতারপক্ষে না হইয়া বরংতদ্বিপরীতহইতেছে আর জমীদারান কর্ত্তৃক ইহার ৬০ বৎসর পূর্ব্বে পাট্টা লিখিয়া দস্তখত করিয়া দেওনের বিষয়ে দুইজন সাক্ষীদ্বারা যে প্রকার বিস্তারিত বেওরা যুক্ত জবানবন্দী দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইহার পূর্ব্বে ঐ বহুকালের মধ্যে অন্য কোন সময়ে ঐ দলীল সাব্যস্ত কি তদুপলক্ষে কোন প্রমাণ লওনের তদারক কি উপস্থিত বিরোধের পূর্ব্বে ঐ দলীল কখন কোন আদালতে দাখিল হওয়ার কোন প্রমাণাভাবে আপেলাণ্টগণের উকীলের তর্কানুসারে ঐ সাক্ষীগণের জবানবন্দীতে ঐ দলীল কেবল অপ্রত্যয়যোগ্য হইতেছে। অপর উপরোক্ত সমতুল্য অবস্থানুসারে ইস্তক ১১৮৭ নাগাএদ ১১৯৮ সালের যে সকল দাখিলা এক্ষণে দাখিল হইয়াছে তাহাতেও পাট্টা কি ডৌলের অকৃত্রিমতার প্রমাণ কিছুই প্রতিপন্ন হইতেছে না ও ত্রিপুরার কালেক্টরী হইতে প্রাপ্ত উল্লেখে যে কএক কেতা কাগজের স্বতন্ত্র২ নকল দাখিল হইয়াছে ও যদ্বিষয়ে কোন বিশেষ অনুসন্ধান হয় নাই তাহাতে ঐ আসল

পাট্টা ও ডৌল ঐ সকল কাগজ দাখিল হওনের সময় বা তাহার পর হাল নাগাএদ কোন বিচার কি তদারকের কালে তজ্‌দিক না হওয়ায় আমি ঐ সকল নকল নিলাম খরিদারের সম্পূর্ণস্বত্তের বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠপ্রমাণ বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। প্রতিবাদীগণ যে সকল দলীলী প্রমাণ অর্থাৎ পাট্টা ও ডৌল ও ১১৮৭ সাল হইতে ১১৮৮ সালের সমস্ত দাখিলা দাখিল করে তাহা অত্যন্ত অপ্রত্যয়যোগ্য বশতঃ ও যে জমীদারদিগের স্বত্ত বিক্রয় হয় তাহারা প্রতিবাদীগণের বংশের ব্যক্তি ব্যক্ত থাকায় আমার অভিপ্রায়ে কালেক্টরী হইতে যে সকল কাগজাতের নকল আনাইয়া দাখিল হইয়াছে সেই সকল কাগজাৎ তল্লিখিত সময়ে যথার্থই লিখিত ও কালেক্টরীতে দাখিল হওয়া এবং তাহা মালের কর্মকর্ত্তাদিগের দ্বারা অকৃত্রিম দলীল স্বরূপ মান্য থাকার বিষয়ে বিলক্ষণ তদন্ত না হইলে সেভাবৎ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ঐ বিষয়ের কোন তদারক কি প্রমাণ হওয়া কি তাহার উদ্যোগ হওয়া অপ্রকাশ ও যেস্থলে কোন পক্ষ কালেক্টরী হইতে আনীত সুদ্ধ এককেতা কাগজের নকল দাখিল করিয়া উপস্থিত গতিকের ন্যায় সেই নকল দ্বারা অন্য কোন সমুহ সন্দেহ বিশিষ্ট দলীলী প্রমাণ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে সেস্থলে ঐ নকলের আসল কাগজের মাতবরীও অকৃত্রিমতা বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণ থাকা আবশ্যক। অত্র মোকদ্দমায় স্থিত জমার যে নকল উপস্থিত তাহার আসল কালেক্টরীতে ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ৪৮ ধারার বিধানানুসারে বাঙ্গলা ১২০৩ সালে দাখিল হয়। রেস্পাণ্ডেণ্টগণ (বাদীগণ) জমীদারদিগের সহিত চূড়ান্ত বন্দোবস্তের কবুলতির যে নকল দাখিল করিয়াছে তাহার তারিখ ১২০৯ সাল ও তাহাতে প্রকাশ যে জমীদারান ঐ সালের পূর্ব্বে দশ সালের বন্দোবস্তের সর্ত্ত গ্রহণ করে নাই। ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ৪৮ ধারায় ব্যক্ত যে ঐ ধারার লিখিত আবশ্যকী কাগজ সমুহ জমীদারের সহিত বন্দোবস্ত নিষ্পত্তি হইলে পর দাখিল করিতে হইবেক; ইহাতে যেস্থলে ১২০৩ সালে জমীদারদিগের সরকার বাহাদুরের দত্ত বন্দোবস্ত গ্রহণ না করাই প্রকাশ সেস্থলে ঐ সনে যে "স্থিতি" কি প্রকারে দাখিল হইয়াছিল তাহার এক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এই অনৈক্যের কোন কারণ থাকিতে পারে কিন্তু বিরোধীয় স্বত্ত সম্বন্ধে কালেক্টরির স্বতন্ত্র কাগজাতের নকল কিরূপ অসম্পূর্ণ প্রমাণ এবং ও নালিশবন্দ ব্যক্তিদিগের তদারক উপলক্ষে সেই সকল কাগজাতের মাতবরী বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া কি পর্য্যন্ত আবশ্যক তাহা দর্শাইবার জন্য আমি এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম। এস্থলে ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য যে (প্রতিবাদীগণ) রেস্পাণ্ডেণ্টগণ যেরূপ অধিকারের দাওয়া উত্থাপন করে তাহা খোদকস্তা প্রজা কি জোতদারের অধিকারের সমান নহে। তাহারা নিলাম খরিদার ও প্রজাবর্গ এই উভয়ের স্বত্তের মধ্যস্থিত এক স্বত্ত স্থাপন করিতে চাহে এবং তাহাতে তাহারা আইনানুযায়ী কোন বিশিষ্ট দলীল সূত্রে আপনাদিগের এরূপ মধ্যবর্ত্তী হওনের ও নিলাম খরিদারকে স্বয়ং প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় করিতে রহিত করণের স্বত্ত প্রমাণ করিতে না পারিলে তাহারা এক্ষণে যেরূপ দলীল সকল উপস্থিত করিয়া আপনাদিগের স্বত্ত সাব্যস্ত করিতে চাহে তদ্রূপ দলীলে তাহাদিগের দখল বজায় থাকিতে পারে না। তাহারা যেরূপ স্বত্ত থাকার কথা ব্যক্ত করে আমার অভিপ্রায়ে তাহাদিগের দাখিলী পাট্টা ও ডৌল সেই স্বত্তের প্রতিপোষক নহে। ঐ সকল দলীলের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা আপনাদিগের অধিকারের বিষয় উল্লেখ করে এবং আমিও ঐ পাট্টা ও ডৌলের অকৃত্রিমতার বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস বশতঃ বিবেচনা করিলাম

এই মূল নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে যে যে ব্যক্তি মোকররী দাবি করে তাহাকেই ঐ বন্দোবস্তের দ্বাদশবৎসরকাল পূর্ব্বাবধি স্থায়ী জমাতে মোকররী থাকা প্রমাণ করিতে হইবেক। উপস্থিত মোকদ্দমায় যে পাট্টা ও ডৌল দাখিল হইয়াছে তাহা অকৃত্রিম ও যে সময়ে দত্ত হওয়া প্রকাশ তাহা যথার্থই সেই সময়ের দত্ত বটে এমত বোধ করিলেও তাহাতে প্রতিবাদীগণের নিলাম খরিদারের বিরুদ্ধে উক্ত অধিকার প্রাপ্ত হওয়া দৃষ্ট হয় না; কিন্তু আইন মতে তাহা আবশ্যক করে। ঐ সকল দলীল যেরূপ লিখিত তাহাতে যে সময়ে পাট্টা দেওয়া ব্যক্ত সেই সময় অর্থাৎ ১১৮৫ সালে কোন স্থায়ী জমা নির্দ্ধারিত না থাকাই প্রকাশ; বরং এতদ্বিপরীতে ঐ পাট্টাতেই উল্লেখ আছে যে জমা পশ্চাৎ নির্দ্ধারিত হইবেক, আর কেবল ১১৮৭ সালের ডৌলেই স্থায়ী জমা নির্দ্দিষ্ট আছে ও ঐ কাগজেই প্রকাশ যে সেই জমা তৎকালে প্রথম আরম্ভ হয়। অপর ১৭৯৩ সালের ১ আইনের বিধানানুসারে দশ সালের বন্দোবস্ত ১৭৯০ অর্থাৎ বাঙ্গলা ১১৯৭ সাল হইতে আমলে আইসে তাহাতে যেস্থলে আইনানুযায়ী বন্দোবস্তের ১২ বৎসর পূর্ব্বাবধি স্থায়ী জমা থাকা আবশ্যক সেস্থলে রেস্পাণ্ডেণ্টগণের অত্র মোকদ্দমায় দাখিলী দলীলানুসারে ঐ স্থায়ী জমা বন্দোবস্তের কেবল দশ বৎসরের পূর্ব্বে নিধার্য্য হওয়াই প্রকাশ। অতএব প্রধান সদর আমীনের ফয়সলার যে অংশে নিলাম খরিদারের বিরোধীয় জমীর প্রতি দাওয়া করিবার ক্ষমতা না থাকা উল্লেখ হইয়া ঐ জমীতে খাজানা বৃদ্ধি করণেরও পথ রুদ্ধ হইয়াছে ও যাহার প্রতি আপেলাণ্টগণ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আপীল করে ঐ ফয়সলার সেই অংশ ন্যায্য হওনের পক্ষে উপরোক্ত হেতুই প্রতিবন্ধক হইতেছে। অধীন আদালতের বিচার শুদ্ধ এই হেতু বশতঃ বজায় থাকিতে পারে না কারণ প্রতিবাদীগণের পুনর্জ্জমাবন্দির বশীভূত দখলের যেরূপ দাওয়া থাকুক না কেন তাহারা নিজ দাখিলী দলীল অনুসারেও নিলাম খরিদারের সাধারণ স্বত্বের অনধীনে দখল করিতে পারিত না। পাট্টা ও ডৌলের সর্ত্ত সম্বন্ধে বাদানুবাদ দূরে রাখিয়া উপস্থিত মোকদ্দমায় নিতান্ত পক্ষে প্রধান সদর আমীন যে কোন অনুসন্ধান পূর্ব্বক যে সকল হেতু নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে ঐ দুই দলীল এরূপ সাব্যস্ত নহে যে তাহা নিলাম খরিদারের স্বত্বের বিরুদ্ধে কোন মাতবর হকুক বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। ঐ সকল দলীলের আকার তাহাদিগের অকৃত্রিমতারপক্ষে না হইয়া বরংতদ্বিপরীতহইতেছে আর জমীদারান কর্ত্তৃক ইহার ৯০ বৎসর পূর্ব্বে পাট্টা লিখিয়া দস্তখত করিয়া দেওনের বিষয়ে দুইজন সাক্ষীদ্বারা যে প্রকার বিস্তারিত বেওরা যুক্ত জবানবন্দী দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইহার পূর্ব্বে ঐ বহুকালের মধ্যে অন্য কোন সময়ে ঐ দলীল সাব্যস্ত কি তদুপলক্ষে কোন প্রমাণ লওনের তদারক কি উপস্থিত বিরোধের পূর্ব্বে ঐ দলীল কখন কোন আদালতে দাখিল হওয়ার কোন প্রমাণাভাবে আপেলাণ্টগণের উকীলের তর্কানুসারে ঐ সাক্ষীগণের জবানবন্দীতে ঐ দলীল কেবল অপ্রত্যয়যোগ্য হইতেছে। অপর উপরোক্ত সমতুল্য অবস্থানুসারে ইস্তক ১১৮৭ নাগাএদ ১১৯৮ সালের যে সকল দাখিলা এক্ষণে দাখিল হইয়াছে তাহাতেও পাট্টা কি ডৌলের অকৃত্রিমতার প্রমাণ কিছুই প্রতিপন্ন হইতেছে না ও ত্রিপুরার কালেক্টরী হইতে প্রাপ্ত উল্লেখে যে কএক কেতা কাগজের স্বতন্ত্র২ নকল দাখিল হইয়াছে ও যদ্বিষয়ে কোন বিশেষ অনুসন্ধান হয় নাই তাহাতে ঐ আসল

পাট্টা ও ডৌল ঐ সকল কাগজ দাখিল হওনের সময় বা তাহার পর হাল নাগাএদ কোন বিচার কি তদারকের কালে তত্রূদিক না হওয়ায় আমি ঐ সকল নকল নিলাম খরিদারের সম্পূর্ণস্বত্ত্বের বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠপ্রমাণ বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। প্রতিবাদীগণ যে সকল দলীলী প্রমাণ অর্থাৎ পাট্টা ও ডৌল ও ১১৮৭ সাল হইতে ১১৮৮ সালের সমস্ত দাখিলা দাখিল করে তাহা অত্যন্ত অপ্রত্যয়যোগ্য বশতঃ ও যে জমীদারদিগের স্বত্ত্ব বিক্রয় হয় তাহারা প্রতিবাদীগণের বংশের ব্যক্তি ব্যক্ত থাকায় আমার অভিপ্রায়ে কালেক্টরী হইতে যে সকল কাগজাতের নকল আনাইয়া দাখিল হইয়াছে সেই সকল কাগজাৎ তল্লিখিত সময়ে যথার্থই লিখিত ও কালেক্টরীতে দাখিল হওয়া এবং তাহা মালের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের দ্বারা অকৃত্রিম দলীল স্বরূপ মান্য থাকার বিষয়ে বিলক্ষণ তদন্ত না হইলে সেতাবৎ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ঐ বিষয়ের কোন তদারক কি প্রমাণ হওয়া কি তাহার উদ্যোগ হওয়া অপ্রকাশ ও যেস্থলে কোন পক্ষ কালেক্টরী হইতে আনীত সুদ্ধ এককেতা কাগজের নকল দাখিল করিয়া উপস্থিত গতিকের ন্যায় সেই নকল দ্বারা অন্য কোন সমুহ সন্দেহ বিশিষ্ট দলীলী প্রমাণ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে সেস্থলে ঐ নকলের আসল কাগজের মাতবরীও অকৃত্রিমতা বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণ থাকা আবশ্যক। অত্র মোকদ্দমায় স্থিত জমার যে নকল উপস্থিত তাহার আসল কালেকটরীতে ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ৪৮ ধারার বিধানানুসারে বাঙ্গলা ১২০৩ সালে দাখিল হয়। রেস্পাণ্ডেণ্টগণ (বাদীগণ) জমীদারদিগের সহিত চূড়ান্ত বন্দোবস্তের কবুলতির যে নকল দাখিল করিয়াছে তাহার তারিখ ১২০৯ সাল ও তাহাতে প্রকাশ যে জমীদারান ঐ সালের পূর্ব্বে দশ সালের বন্দোবস্তের সর্ত্ত গ্রহণ করে নাই। ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ৪৮ ধারায় ব্যক্ত যে ঐ ধারার লিখিত আবশ্যকী কাগজ সমুহ জমীদারের সহিত বন্দোবস্ত নিষ্পত্তি হইলে পর দাখিল করিতে হইবেক; ইহাতে যেস্থলে ১২০৩ সালে জমীদারদিগের সরকার বাহাদুরের দত্ত বন্দোবস্ত গ্রহণ না করাই প্রকাশ সেস্থলে ঐ সনে যে "স্থিতি" কি প্রকারে দাখিল হইয়াছিল তাহার এক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এই অনৈক্যের কোন কারণ থাকিতে পারে কিন্তু বিরোধীয় স্বত্ত্ব সম্বন্ধে কালেক্টরির স্বতন্ত্র২ কাগজাতের নকল কিরূপ অসম্পূর্ণ প্রমাণকর ও নালিশবন্দ ব্যক্তিদিগের তদারক উপলক্ষে সেই সকল কাগজাতের মাতবরী বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া কি পর্য্যন্ত আবশ্যক তাহা দর্শাইবার জন্য আমি এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম। এস্থলে ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য যে (প্রতিবাদীগণ) রেস্পাণ্ডেণ্টগণ যেরূপ অধিকারের দাওয়া উত্থাপন করে তাহা খোদকস্তা প্রজা কি জোতদারের অধিকারের সমান নহে। তাহারা নিলাম খরিদার ও প্রজাবর্গ এই উভয়ের স্বত্ত্বের মধ্যস্থিত এক স্বত্ত্ব স্থাপন করিতে চাহে এবং তাহাতে তাঁহারা আইনানুযায়ী কোন বিশিষ্ট দলীল সূত্রে আপনাদিগের ঐরূপ মধ্যবর্ত্তী হওনের ও নিলাম খরিদারকে স্বয়ং প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় করিতে রহিত করণের স্বত্ত্ব প্রমাণ করিতে না পারিলে তাহারা এক্ষণে যেরূপ দলীল সকল উপস্থিত করিয়া আপনাদিগের স্বত্ত্ব সাব্যস্ত করিতে চাহে তদ্রূপ দলীলে তাহাদিগের দখল বজায় থাকিতে পারে না। তাহারা যেরূপ স্বত্ত্ব থাকার কথা ব্যক্ত করে আমার অভিপ্রায়ে তাহাদিগের দাখিলী পাট্টা ও ডৌল সেই স্বত্ত্বের প্রতিপোষক নহে। ঐ সকল দলীলের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা আপনাদিগের অধিকারের বিষয় উল্লেখ করে এবং আমিও ঐ পাট্টা ও ডৌলের অকৃত্রিমতার বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস বশতঃ বিবেচনা করিলাম

সম্পূর্ণ তদন্ত পরে যে সকল বিবরণ আদালতের রায় বাহাল থাকার পক্ষে যথেষ্ট হয় সেতাবৎ সাব্যস্ত হওয়া বিবেচনা করিয়াছেন সেই সকল মোকদ্দমায় নীচের আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি এ আদালত সচরাচর হস্ত ক্ষেপণ করিতে চাহেন না কিন্তু সেরূপ প্রকাশ না থাকিলে আদালতের স্বৎপ্রত্যয় জন্মে না একরূপ মোকদ্দমায় সেই রূপ ঘটিয়াছে।

সে যাহাহউক অত্র মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদিও নিজে সুক্ষ্মরূপ তদারক করেন নাই দৃষ্ট হইতেছে তথাপি ১৮৩৭ সালের ১৪ মার্চ তারিখের হুকুমের দ্বারা এরূপ স্থির করেন যে বিরোধীয় ভূমীতে প্রতিবাদীগণ তৎকালীন দখলীকার থাকা সপ্রমাণ সেই হুকুম সরকুটের কমিসনর সাহেব ১৮৩৭ সালের ২০ মে তারিখে বাহাল রাখেন। বাদীগণ বিরোধীয় ভূমীতে স্বত্বের বিচার জন্য ১৮৪৩ সালের ১১ সেপ্তেম্বর তারিখে এই নালিশ উপস্থিত করে তাহাতে জওয়াবে এই প্রধান আপত্তি করা হয় যে বাদীগণ কস্মিন কালে উক্ত ভূমীতে দখলীকার ছিল না এবং মাজিষ্ট্রেট ও সেসন জজ সাহেবান যে সকল হুকুম দেন তদ্দ্বারা কেবল প্রতিবাদীগণের দখলই বাহাল রহিয়াছে তাহাতে বাদীগণ কস্মিনকালে ইতিপূর্ব্বে দখলীকার থাকার বিষয় সম্বন্ধে কিং বিবরণ সাব্যস্ত হইয়াছিল সেতাবতের প্রতি কোন রায় নাদিয়া বিরোধীয় ভূমীতে বাদীগণের স্বত্ব পক্ষে এই হেতুতে ডিক্রী দেন যে বাঙ্গলা ১২৩১ সালের কালেক্টর সাহেবের কএক চিঠাতে প্রকাশ যে বাদির তালুক জরীপ হওন কালীন অর্থাৎ তাহা কোর্ট আফ ওয়ার্ডসের অধীন থাকা সময়ে বিরোধীয় চক সকলের মধ্যে তিনটা চক উক্ত তালুকভুক্ত বলিয়া জরীপের অন্তর্গত হয়। তাহাতে চতুর্থ চকের কোন উল্লেখ না থাকার তাৎপর্য্য এই যে চিঠা সকলের অবস্থা অতি পুরাতন ও প্রাচীন ছিল।

এ সকল চিঠা প্রকৃত বিবেচনা করিলেও বিরোধীয় ভূমী অথবা তাহার কোন অংশ কোন তালুকের শামিল বলিয়া কোর্ট আফ ওয়ার্ডসের গোমাস্তার দ্বারা কোন কালে জরীপ হওয়াতে সেই ভূমী উক্ত তালুকভুক্ত হওয়ার পক্ষে তাহা যে চূড়ান্ত ও যথেষ্ট প্রমাণ হইবেক এমত নহে।

বাদীগণ কহে যে বিরোধীয় ভূমীতে তাহারা প্রথমে দখলীকার থাকে তৎপরে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উপরোক্ত হুকুমের অছিলায় প্রতিবাদীগণ তাহাদিগকে বেদখল করে এই সকল এজহার তাহাদিগের সাব্যস্ত করা কর্ত্তব্য তাহাতে প্রতিবাদীগণ এই আপত্তি করে যে তাহারা অর্থাৎ বাদীগণ কস্মিনকালে দখলীকার ছিল না অতএব এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে প্রথমে দখলীকার থাকা ও নালিশের তারিখের পূর্ব্বে ১২ বৎসর মধ্যে বেদখল হওয়া বাদীগণ সাব্যস্ত করিতে না পারিলে তাহাদিগের দাবি অন্যান্য বিষয়ে প্রসিদ্ধ হইলেও তামাদী আইয়াম জন্য তৎপ্রতি বাধা ঘটিবেক।

দখল বিষয়ে নীচের আদালত সমক্ষে গওয়াহি লওয়া হইয়াছে কিন্তু তদ্দ্বারা কি রূপ প্রমাণ হইয়াছে তদ্বিষয়ে ডিক্রীতে কোন স্পষ্ট রায় লিখিত নাই দখল বিষয়ে যে গওয়াহি লওয়া হয় তাহার অধিকাংশ এক জন আমীন ও পেশকার লইয়াছে কিন্তু রীতানুযায়ী লওয়া হয় নাই এবং তাহাদিগের মধ্যে কাহারও গওয়াহি লইবার ক্ষমতা ছিল না।

আমাদিগের বিবেচনায় নীচের আদালতের প্রথমে কর্ত্তব্য ছিল যে পূর্ব্বকার দখল বা বেদখল বিষয়ে আপনাদিগের তাবৎ গওয়াহি লইয়া আদালত সমক্ষে উপস্থিত করণ জন্য উভয় পক্ষকে প্রথমে তলব করেন তৎপরে সেই গওয়াহি দৃষ্টে মোকদ্দমার স্পষ্ট বিচার নিষ্পত্তি করেন। তামাদী আইয়ামের মধ্যে বাদীগণের দখল থাকা যদিস্যাৎ

চতুর্থ বালমের ২২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত খয়রুন্নিসা বেগমের বিরুদ্ধে রামরতন রায়ের মোকদ্দমায় প্রীবিকৌন্সেলে যে বিধি অবধারিত হয় তদনুসারে প্রতিবাদী দখলীকার থাকাতে আপনাদিগের স্বত্ব সাব্যস্ত করা বাদীগণের প্রথমে কর্ত্তব্য কিন্তু বাদীগণ অর্থাৎ রেস্পাণ্ডেণ্টেরা এরূপ কোন অবাধক হেতু দর্শায় নাই যে তদ্দ্বারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম ক্রমে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে এ আদালত তৎপ্রতি হস্তক্ষেপণ করেন অতএব আপীল ডিক্রী ও বাদীগণ অর্থাৎ রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষে প্রধান সদর আমীন যে নিষ্পত্তি করি-

য়াছেন বায়সঙ্গ [illegible]ল।

তাহা সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে চিঠা সকল অথবা মোকদ্দমার দাখিলী অপর কোন দলীলী হইতে রর স্বত্ব বিষয়ে যে কোন অনুভব হইতে পারে তাহা ন্যায়সঙ্গত রূপে বিবেচনা করিতে হইবেক।

উপরোক্ত কএক কারণে আমাদিগের এই বিবেচনা হইতেছে যে মোকদ্দমার তদন্ত অসম্পূর্ণ বটে এবং উপরে যেরূপ দর্শিত হইল তদনুযায়ী আরও তদন্ত হইবার জন্য আমরা মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইতেছে। প্রধান সদর আমীনের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার বিশেষ রকমের প্রতি ও বিরোধীয় কএক চক যে প্রকার জড়িত রূপে স্থিত তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া নিজে সরেজমীনে গমন করেন এবং নকসা বা অন্য কোন দলীল যাহাতে বিরোধীয় ভূমীর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় সেতাবৎ ঠিক কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া ফয়সলা করেন।

শ্রীযুক্ত সি. বি, ট্রেবর ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবানের রায়। প্রধান সদর আমীন পুনরায় বাদীগণের পক্ষে ডিক্রী দিয়াছেন তাহাতে প্রতিবাদীগণ দ্বিতীয়বার অত্র আদালতে আপীল করিয়াছে।

বাদীগণ যে ভূমীর প্রতি দাবি করে তাহাতে এই চারি চক আছে ও ১০ খাদা ১৩ পাখি।

মোট জমী	খাদা	পাখি
১ চক মাথাভাঙ্গা	১১	১১
২ মনুর দুধি	৩	৯
৩ কুরমিয়া ডাঙ্গা	৪	০
৪ ছোটদুধি	৫	৪
একুনে	১০	১৩

উক্ত ভূমী হইতে বাদীগণ বাঙ্গলা ১২৪০ সালে প্রতিবাদীগণ কর্ত্তৃক বেদখল হয় কহে।

প্রতিবাদীগণ এই বলিয়া বিরোধীয় ভূমীর প্রতি দাবি দর্শায় যে তাহা তরফ হাউলের অন্তর্গত সাধুখালি মৌজায় স্থিত ও তাহারা ঐ মৌজার মোকররী জোত জমা রাখে তদ্ভিন্ন বাদীগণ কস্মিনকালে যে দখলীকার ছিল তাহা অস্বীকার করে।

এই সকল মাত্তবর বিষয় মীমাংসা করা কর্ত্তব্য যথা বিরোধীয় ভূমী হাইদর খোলা কি সাধুখালির অন্তর্গত এবং বাদীগণ ১৮৩৭ সালের পূর্ব্বে দখলীকার থাকার যে এজহার করে তাহা সাব্যস্ত কি না।

এক্ষণে এই দেখা আবশ্যক যে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হওনের পূর্ব্বে কি২ বিষয় প্রমাণ হয় এবং যে সকল বিষয় স্থির করণ জন্য মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইয়াছিল সেই সকল বিষয়ে প্রধান সদর আমীন সরেজমীনে নিজে তদন্ত করিয়া কি স্থির করিয়াছেন।

পুনঃপ্রেরণের পূর্ব্বে দলীলী প্রমাণ একরূপ কিছুই ছিল না যে তৎপ্রতি বিশ্বাস করা যায় এবং বাচনিক প্রমাণ উভয় পক্ষ যাহা দর্শায় তাহাও আসলেই বিশ্বাস করা যায় নাই বিরোধীয় ভূমীর সীমা সরহদ্দ উভয় পক্ষ যেরূপ দর্শায় তাহাই নির্ণয় জন্য এবং পরস্পরের এজহার মতে সেই ভূমী কোন তালুকভুক্ত তাহা স্থির করণ নিমিত্ত এবং দখল বিষয়ে যে কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে সেই সকল প্রমাণ আনিবার কারণ কএক জন আমীন প্রেরিত হয় কিন্তু তাহাদিগের রিপোর্ট বরাবর অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল তন্মধ্যে তিলকচন্দ্র বাদীগণের পক্ষ রিপোর্ট দেয়। তৎপরে মিয়াজানের নক্সা পরীক্ষা করণ জন্য ও আরজীতে ও বাঙ্গলা ১২৩১ সালের চিটাতায়ে যে সকল দাগ লিখিত আছে তদৃষ্টে নিজে একটা নক্সা তৈয়ার করণাদেশে প্রধান সদর আমীন আদালতের পেশকারকে পাঠান যায় তাহাতে সে ব্যক্তি এই স্থিত করে যে বিরোধীয় ভূমী সাধুখালির অন্তর্গত সুতরাং সেই জমী বাদীগণের বটে।

মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইলে প্রধান সদর আমীন নিজে আদালতের আদেশ মতে সরেজমীনে তদারক করিয়া আপনার কার্য্যের বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়াছেন যথা হাকীম মৌসুফ পেশকারের কৃত নক্সা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে যে সকল স্থান সেই নক্সায় লিখিত আছে সেতাবৎ আরজী ও বাঙ্গলা ১২৩১ সালের চিটাহায়ের লিখিত দাগ সকলের সহিত ঐক্য হইয়াছে কিন্তু এরূপ দেখা আশ্চর্য্য নহে কেননা সেই সকল দাগ দৃষ্টেই পেশকার উক্ত নক্সা তৈয়ার করিয়াছিল তদ্ভিন্ন কএকটা সীমার চিহ্ন স্বরূপ যথা বৃক্ষাদি প্রজালোকের ঘরবাটী দেখিয়া ... একত্র স্থানে থাকা বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বিরোধীয় ভূমী বাদীগণের বটে অতএব তাহারাই ন্যায়মত দখল পাইতে পারে কিন্তু হাকীম মৌসুফের এরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় বোধ হইতেছে।

ঐ সকল দাগ পরীক্ষা করিয়া তদন্তের দ্বারা তিনি যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা বাস্তব এই যথা বাঙ্গলা ১২৩১ সালের চিটাহায়ের লিখিত ১৪৬ ও ১৬০ নম্বরী দাগে হাকীম মৌসুফ চক পুরমিয়া ১৭৯ নং দাগে চক মুসুরদুলি ও ১২৩ নং দাগে চক মাথাভাঙ্গা এইরূপ দেখিয়াছেন ও লেখেন যে আরজীতে যেরূপ লিখিত আছে ঐ সকল চক সেই রূপ দৃষ্ট হইয়াছে ও পেশকারের নক্সায় যে ভূমী লেখে তাহা ঐ ভূমী বটে। এই রূপ ১৮৬ ও ১৮৮ নম্বরী দাগ বিষয়ে হাকীম মৌসুফ লিখিয়াছেন যে নক্সার লিখিত সীমা সরহদ্দ আরজির লিখিত চৌহদ্দির সহিত ঐক্য হয় কিন্তু এরূপ দৃষ্টি করাতে দখল বা স্বত্ব বিষয়ে কিছুই সাব্যস্ত হইতে পারে না এরূপ স্থির করার দুনিবার এই যে উপরোক্ত চারিটা চকের মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় নম্বর চক উক্ত নক্সার লিখিত উক্ত কএক স্থানে স্থিত বিবেচনা করিয়া সেতাবৎ দখল দিবার জন্য চিহ্ন স্বরূপ দিয়াছেন।

চতুর্থ নম্বরের চক ছোট দুলির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই ও সেই চক আসলেই না থাকা স্বীকার করা হইয়াছে। প্রধান সদর আমীন লিখিয়াছেন যে চিটাহায়ে এরূপ কোন চিহ্ন নাই যে তদ্দ্বারা ঐ চকের নির্ণয় হয় অধিকন্তু এরূপ স্বীকার করেন যে দাগ সকল দৃষ্টে উক্ত ভূমীর নিরাকরণ করা অসাধ্য কেননা ঐ সকল চিটা পোকায় কাটা ও পুরাতন অথচ এক বার লিখিয়াছেন যে চক ছোট দুলি উহারই মধ্যে বটে এবং চিটাহায়ের এরূপ অবস্থা না হইলে তাহার নিরাকরণ হইত।

এই সকল অবস্থা হইতে তিনি এই স্থির করেন যে উক্ত চারিটা চকের মধ্যে একটা চক মুসুর দুলি যে হাইদর খোলার শামিল উক্ত চিটাহায়ের দ্বারা বাদীগণ এরূপ দর্শাইয়াছে।

কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নহে এবং কালেক্টর সাহেবের ১২৩১ সালের চিটাহায়ে যে ভূমী হাইদর খোলার শামিল বলিয়া লেখে তাহাই যে বিরোধীয় ভূমী বটে এরূপ সাব্যস্ত করণ পক্ষে উক্ত সিদ্ধান্ত যথেষ্ট হইতে পারে না। অধিকন্তু দলীলী অথবা বাচনিক প্রমাণ অথবা প্রধান সদর আমীন যে সকল বিষয় দৃষ্টি করিয়াছেন কি মোকদ্দমার বিবরণ এতাবৎ দৃষ্টি করিলে ও এরূপ কোন প্রমাণ অথবা প্রমাণ স্বরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না যে বাদীগণ আপনাদিগের এজহার মতে ১৮৩৭ সালের পূর্ব্বে অথবা ১৮৩১ সালের পর দখলীকার ছিল অথচ যে কোন অবস্থায় হউক ডিক্রী পাইবার যোগ্য হওন জন্য এই রূপ সাব্যস্ত করা তাহাদিগের কর্ত্তব্য।

বাদীগণ যে দলীলী প্রমাণ দাখিল করিয়াছে তৎপ্রতি কোন রায় দেওয়া আমাদিগের বিবেচনায় অনাবশ্যক হইতেছে কেননা সেই প্রমাণ সন্দেহ সূচক বটে অথবা যে বিষয় সাব্যস্ত করা আবশ্যক ঐ প্রমাণের দ্বারা তাহা কিছুই সাব্যস্ত হয় না।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে হুকুম কমিসনর সাহেব বাহাল রাখিয়াছেন তাহা প্রায় ২০ বৎসর বলবৎ রহিয়াছে এবং সেই কালাবধি উক্ত হুকুমানুযায়ী প্রতিবাদীগণের দখল কাএম আছে তাহাতে মোকররীদারান গোলোকচন্দ্র বসু ও ব্রজরাম মিত্র যাহারা বাদীগণের সহায়তায় প্রথমে বিবাদ উপস্থিত করে ও সেই বিবাদ উক্ত হুকুমের দ্বারা নিষ্পত্তি হয় তাহারা এরূপ হুকুম রদ জন্য কোন উপায় করে নাই। ৬ বৎসর গত হইলে, ও বিরোধীয় ভূমী প্রকৃত মতে কোন স্থানে ছিল ও বিবাদী ব্যক্তি দিগের পূর্ব্বকার অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা নির্ণয় করা ক্রমেই অধিক সুকঠিন হইলে বাদীগণ মামেলা আরম্ভ করে। আমাদিগের বিবেচনায় মুয়র সাহেবের ভারতবর্ষীয় আপীল গ্রন্থের চতুর্থ বালমের ২৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিত ফরকুন্নিসা বেগমের বিরুদ্ধে রাম রতন রায়ের মোকদ্দমায় প্রীবিকৌনসেল যে বিধি অবধারণ করেন তদনুযায়ী আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করা প্রতিবাদী-গণ দখলীকার থাকাতে বাদীগণেরই প্রথমে কর্ত্তব্য হইতেছে কিন্তু বাদীগণ এরূপ কোন বিশিষ্ট হেতু দর্শাইতে পারে নাই যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম ক্রমে যেরূপ বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়াছে এ আদালত তৎপ্রতি হস্তক্ষেপণ করেন এহেতু আমরা এই আপীল ডিক্রী করিয়া প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি ব্যয় সহ রদ করিলাম।

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস্ সাহেবের রায়। যে সকল সীমা সরহদ্দের মোকদ্দমায় আপীল আদালতের পক্ষে কাজেকাজেই অনেক গরসুবিধা ঘটে ও যাহাতে ভ্রম বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত নীচের আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি হস্তক্ষেপণ করা আমার বিবেচনায় অন্যায় এই মোকদ্দমায় সেই রূপ ঘটিয়াছে কিন্তু ইহাতে ভ্রমের কোন প্রমাণ নাই। বাদির মামেলার প্রতি সন্দেহ হইতে পারে আপেলান্ট আপন স্বত্ব এরূপ সাব্যস্ত করিতে পারে নাই। বাদী ১২৩১ সালের যে সকল জরীপী চিঠা দাখিল করে যদিও দৃষ্টতঃ তৎপ্রতি সন্দেহ জন্মিতে পারে কিন্তু নীচের আদালতে তাহা লইয়া বিরোধ হয় নাই দৃষ্ট হইতেছে অতএব সেই সকল চিঠা শুদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবেক তদ্দ্বারা প্রকাশ যে বিরোধীয় ভূমীর অধিকাংশ বাদির মৌজা হাইদর খোলার শামিল বলিয়া কালেকটর সাহেব ১২৩১ সালে জরীপ করেন। প্রধান সদর আমীন সরে জমীনে নিজে তদন্ত করিয়া ও পেশকারের কৃত নক্সার সহিত উক্ত চিঠা সকল ঐক্য করিয়া এই রায় লিখিয়াছেন যে বিরোধীয় ভূমী উক্ত মৌজাভুক্ত বটে এবং উকীলানের তর্কে আমি এরূপ কিছুই জ্ঞাত হই নাই যে তজ্জন্য প্রধান সদর আমীনের রায়ের প্রসিদ্ধতার প্রতি সন্দেহ করিতে পারি তদ্ভিন্ন আমীন তিলকচন্দ্র সেনের রিপোর্ট বাদির দাখিলী ১২৩৪ সালের জরীপের চিঠা ও কবুলিয়তদ্বায় এতাবৎ প্রধান সদর আমীন বিশ্বাস করিয়া-ছেন এবং তদ্দ্বারা উক্ত রায়ের পোষকতা করিতেছেন অধিকন্তু প্রধান সদর আমীন বিরোধীয় ভূমী দৃষ্টি করিয়া সকল বিবরণ জ্ঞাত হইয়াছেন তদ্দ্বারা এবিষয় সাব্যস্ত বিবে-চনা করা যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ১৮৩৭ সালের নিষ্পত্তির তারিখ হইতেই প্রতিবাদির রাইয়তেরা দখলীকার আছে অতএব যে সকল সাক্ষী ঐ সময়ের পূর্ব্বে বাদির দখল থাকা এজহার করে তাহাদিগের এজহার প্রধান সদর আমীন বিশ্বাস করিয়াছেন ফলতঃ মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে বিশ্বাস করিয়াছেন তাহাতে কিছুই হৃদ্বোধ জন্মে না এবং সেই নিষ্পত্তি হওনের তারিখে প্রতিবাদীগণের দখল থাকা তদ্দ্বারা কোন মতেই অনুভব হইতে পারে না সাহেব মৌজুদ উভয় পক্ষের গওয়াহানকে অবিশ্বাস করিয়া যে দলীলী

প্রমাণ দর্শিত হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া এক দারোগার রিপোর্টানুযায়ী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন অথচ কুব্যবহার জন্য সেই দারোগাকে দণ্ড দিয়াছেন। আমার বিবেচনায় প্রধান সদর আমীন সরেজমীনে যে তদন্ত করিয়াছেন কেবল তাহাই বিশ্বাস যোগ্য বটে। বাদীগণ ১৮৩৭ সালে বেদখল হওন কালীন নাবালগ ছিল অতএব দখল পুনঃপ্রাপণ জন্য তৎক্ষণাৎ নালিশ না করণের তাহাই যথেষ্ট কারণ হইতেছে অতএব এহেতু বিবেচনায় প্রধান সদর আমীনের শুদ্ধতার প্রতি সন্দেহ করণের কোন কারণ দৃষ্ট না হইবায় সেই নিষ্পত্তি খরচ সহ বাহাল রাখা কর্তব্য ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ৩১ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেন্স সাহেব একটিং জজ্।

১৮৫৪ সালের ৩৫৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা বেহারের প্রথম শ্রেণীর প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈএদ মহম্মদ রাফিক খাঁ বাহাদুরের ১৮৫৪ সাল ৫ আগস্ট তারিখের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে খাস আপীল।

বাবু মদননারায়ণ সিংহের গোমাস্তা হৎসরাজ সিংহ (বাদী) ———— আপেলাণ্ট।
লালা দিয়ানাথ রায় প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) ———— রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও মেং আর, টি, এলান সাহেব ———— আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।
মুন্সী আমীর আলী ———— রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।

কোং ৪৯৯২৩ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

তাকি ও অন্যান্য মৌজার প্রকৃত রূপ দখল পাওনের প্রার্থনায় পরগণা মলুর ওগয়রহের জমীদারের কাএম মোকাম স্বরূপ আপেলাণ্ট নালিশ করে সেই সকল মৌজা রেস্পাণ্ডেণ্টগণ অর্থাৎ মোসম্মাৎ মানকুওয়ার [illegible] হনুমান দত্ত মোতফা ও অন্যান্য ব্যক্তি অর্থাৎ মৃত পৃথ্বী সিংহের ওয়ারিসানের দখলে আছে। বাদির এজহার এই যে পৃথ্বী সিংহ জমীদারের পিতা মৃত রাজা মৃত্যুঞ্জিত সিংহের দেওয়ান ছিল ও ফসলি ১২০৪ সালে আপন জ্যেষ্ঠপুত্র হনুমান দত্তের নামে উক্ত রাজার স্থানে এক মোকররী এস্তমুরারি পাট্টা হাসীল করে সেই হকুক তাহার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত ছিল তাহার পিতা জীবিত থাকা কালীন জমীদার জমীদারী ভুক্ত কোন ভূমীর এক ঠিকা পাট্টা প্রাপ্ত হয় বিরোধীয় মৌজাহায় সেই জমীদারী শামিল তাহাতে রেস্পাণ্ডেণ্টগণের স্থানে তিনি এই বিবেচনায় তৎকালীন খাজানা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে তাহাদিগের হকুক মৌরুসী ছিল কেননা পৃথ্বী

এক কথিত মোকররী হকুক বাজেআপ্ত জন্য নালিশ হইলে নীচের আদালতের হুকুম রদ করিয়া মোকদ্দমা দৃষ্ট হইতেছে যে যে দলীল অনুযায়ী উক্ত হকু-

কের প্রতি দাবী করা হয় ও যদ্দ্বারা মৌরুসী স্বত্ব অর্পণ করা হয় সেই দলীলের মজমুন হকুকের দখলীকারাণ রদ বদল করিয়াছে।

সিংহ ও তাঁহার পর তাঁহার পৌত্র লালা বঙ্কলাল হইতে যে কাগজাৎ পাওয়া যায় তাহাতেও ঐ রূপ লেখে কিন্তু ফসলি ১২৪৭ সালের মাহ আষাঢ়ে তাহার পিতার পরলোক প্রাপ্ত হইলে পর বাকী খাজানা আদায় জন্য ও খাজানা আদায় না দেওয়াতে উক্ত হকুক ন্যায় মতে বাতিল হওয়া বিবেচনায় তাহা নাকস্ করণাভিপ্রায়ে উক্ত ওয়ারিসানের বিরুদ্ধে নালিশ করাতে তাহারা আপনাদিগের সাবেক পাট্টা দাখিল করে তাহাতে দৃষ্ট হইল যে পাট্টার মজমুন রদবদল করা হইয়াছে অর্থাৎ যে পাট্টা হনুমান দত্তের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল তাহা হনুমান দত্তের সহোদরগণ ও তাহাদিগের ওয়ারিসান তাহাতে উত্তরাধিকার করিবে এরূপ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ঐ সকল বিষয় জন্য সদর আমীন আদালতে যৎকালীন নালিশ দায়ের ছিল তৎকালীন হাকীম মৌসুফ তদন্ত করিয়া এই রায় দেন যে পাট্টার মজমুন রদবদল করা যাহা দর্শিত হইয়াছে তাঁহার আদালতে দলীল দাখিলের পর হইয়াছিল এহেতু এবিষয়ে রেস্পাণ্ডেণ্টগণকে অব্যাহতি দেন কিন্তু আপেলাণ্ট জেদ করিতেছে যে রেস্পাণ্ডেণ্টগণ ঐরূপ রদবদল করাতে উক্ত দলীলের সমুদয় মজমুন পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে অতএব সাবেক সর্ত্তানুযায়ী উক্ত হকুক হনুমান দত্তের জীবদ্দশাবধি বলবৎ থাকা বিবেচনায় ও তজ্জন্য তিনি দখল পাওনের হকদার থাকাতে সেই হকুক নাকস্ করিয়া দখল পুনঃপ্রাপণ জন্য তিনি এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে রেস্পাণ্ডেণ্টগণ এই মর্ম্মে জওয়াব দেন যে পাট্টার মজমুনে যে সকল শব্দ এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে তাহা প্রথমেই পাট্টায় লিখিত ছিল কিন্তু তাহা সদর আমীন আদালতে দাখিল হইলে পর আপেলাণ্ট সদর আমীনের আমলার সহিত যোগসাজস করিয়া মৌরুসী স্বত্ববোধক কএক শব্দ এই রূপ বিকৃতি করিয়াছে যে তদ্দ্বারা তাহা রদবদল হওয়া দেখায় অধিকন্তু আপেলাণ্ট উক্ত ওয়ারিসানের স্থানে খাজানা গ্রহণ করাতে উক্ত হকুকে মৌরুসী স্বত্ব স্বীকার করিয়াছে আর আপেলাণ্টের নিজ সিক্কা পাট্টার এবং আপেলাণ্ট ও তাহার সহোদরের মধ্যে রেবিনিউ কমিসনর সাহেবের শালিসীমতে ফসলি ১২৪৮ সালে জমীদারির যে বাটওয়ারা হয় তাহাতেও ঐরূপ লিখিত হইয়াছে।

প্রধান সদর আমীন মৌসুফের ১৮৪১ সাল ৩০ মার্চ তারিখের রোবকারী গ্রহণ করিয়া নালিশ ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন সেই রোবকারীতে হাকীম মৌসুফ জাবৎ ঝুঁকি হইতে রেস্পাণ্ডেণ্টগণকে অব্যাহতি দিয়া এইরায় দেন যে যৎকালীন তিনি ঐ পাট্টা গ্রহণ করেন তৎকালীন তিনি তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন দেখেন নাই আর ঐ দলীলের সমুদয় মজমুনে বহু বচন প্রয়োগ হইয়াছে প্রধান সদর আমীন তাহাই উল্লেখ করিয়া এই স্থির করেন যে তদ্দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে উক্ত পাট্টা প্রথমে হনুমান দত্ত ও তাহার ভ্রাতাগণকে দেওয়া হয় আপেলাণ্ট যে রূপ কহে সুদ্ধ হনুমান দত্তকে যে দেওয়া হইয়াছিল এমত নহে।

আপীলে উভয় পক্ষের উকীলগণের তর্ক এই বিষয় লইয়া হইয়াছে যে সদর আমীন ১৮৪২ সালে তদন্ত করিয়া যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা চূড়ান্ত কি না আর দলীলে যে রূপ রদবদল হওয়া দৃষ্ট হইতেছে তাহা রেস্পাণ্ডেণ্টগণের নিজ কর্ত্তৃক অথবা তাহাদিগের কহতমতে হইয়াছে কি না আর এ মোকদ্দমার বিচারে সদর আমীনের তদন্ত ও রায় প্রধান সদর আমীন যেরূপ গুরুতর বিবেচনা করিয়াছেন তাহা উচিত কি না এবং নীচের আদালত যে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত হওনের কারণ আছে

কি না অর্থাৎ পাট্টা যে রূপ প্রথমে লিখিত হয় তাহাতে কেবল হনুমান দত্তের নামে লিখিত ও তাঁহার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত মেয়াদ ছিল ও রেস্পাণ্ডেণ্টগণ এই অভিপ্রায়ে এই সকল রদ বদল করিয়াছে যে উক্ত হকুকের মেয়াদ জীবদ্দশা পর্য্যন্ত না হইয়া মৌরুসী হইবেক। আপেলাণ্টের উকীলগণ এই বিষয়ের প্রতি আদালতের মনোযোগ বিশেষ রূপে প্রার্থনা করেন যে উক্ত পাট্টা ১৮৪২ সালের ৯ ফিব্রুয়ারি তারিখের বৈকালে সদর আমীন সমক্ষে প্রথমে দর্শিত হওন কালীন তাহার নকল তৎসম্বলিত দাখিল হয় রেস্পাণ্ডেণ্টেরা এই কথা স্বীকার করে ও কহে যে সেই নকল কাজী কর্ত্তৃক রেজেষ্টরী হয় উক্ত দলীলে এক্ষণে যে মজমুন আছে উক্ত নকলেও সেই রূপ মজমুন বটে ইহাতে এই তর্ক হইতেছে যে আসল দলীল বদিসাৎ তৎকালীন বিকৃতি করা না হইত তাহা হইলে কাজির নিকট হইতে এই সন্দেহ সূচক নকল লইয়া তাহার পোষকতা করার কোন তাৎপর্য্য ছিল না আর উক্ত পাট্টা প্রথমে মোকররী এস্তমরারি থাকাতে পাট্টা দাখিল করণ সময়ে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া রেস্পাণ্ডেণ্টেরা মৌরুসী মোকররী পাট্টা করার যথেষ্ট কারণ ছিল যেহেতু ১৮৩৫ সালে নিষ্পন্ন রাজা মিত্রজিৎ হোসেনের আপীলে ও অন্যান্য মোকদ্দমায় এ আদালত যে সকল বিধি করিয়াছেন তাহাতে এই অবধারিত হয় যে মোকররী এস্তমরারি পাট্টাতে ওয়ারিসানের স্বত্ব অর্পিবার বিশেষ সর্ত্ত না থাকিলে তাহা বাজেআপ্ত যোগ্য হইবেক।

তাহাতে রেস্পাণ্ডেণ্টগণের উকীল আদালতে এই জ্ঞাপন করিলেন যে উক্ত পাট্টা দৃষ্টে প্রকাশ যে তাহা সুদ্ধ কাজী কর্ত্তৃক রেজেষ্টরী হয় নাই রেজেষ্টর সাহেব কর্ত্তৃক ও রেজেষ্টরী হইয়াছে এবং রেজেষ্টরী বহি জন্য দরখাস্ত হইবায় তাহা খোয়া যাওয়া দৃষ্ট হইল আপেলাণ্টের যেরূপ ক্ষমতা তাহাতে এই বিষয় তাঁহার বিরুদ্ধে হওয়া বিবেচনা করিতে হইবেক তদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আপেলাণ্টের কহত মতেই উক্ত দলীল রদ বদল হইয়াছে।

উভয় পক্ষই স্বীকার করে যে উক্ত দলীলের মজমুন পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে অতএব তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন তদন্ত করার প্রয়োজন নাই। একরূপ দর্শিত হইয়াছে যে ১৮৪২ সালের ৯ ফিব্রুয়ারি তারিখে উক্ত পাট্টা সদর আমীন আদালতে দাখিল করা অবধি তাহা রেস্পাণ্ডেণ্টগণের দখলে ছিল আর বদিসাৎ একেচ রূপ পরিবর্ত্তন করা হইয়া থাকে রেস্পাণ্ডেণ্টেরা যে রূপ কহে সুদ্ধ বিকৃতি মাত্র তাহা হইলে আপেলাণ্টের পক্ষ এলান সাহেব যেরূপ তর্ক করেন রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ একরূপ স্পষ্ট দর্শান আবশ্যক যে ঐ পরিবর্ত্তন তাহাদিগের কহত মতে হয় নাই। আর সদর আমীন ১৮৪২ সালে যে সকল বিচার কার্য্য করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ রূপ প্রণিধান করাতে একরূপ কিছুই দৃষ্ট হয় না যে তদ্দ্বারা এই বিষয় প্রকাশ পায় অথবা কোন মতে একরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে যথা উক্ত দলীল বিকৃতি মাত্র করা হইয়াছে সুতরাং এ বিষয়ে আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে যে এজহার করা হইয়াছে তাহার সহিত ঐক্য হইতেছে অথবা উক্ত দলীল একরূপ প্রকৃত প্রস্তাবে পরিবর্ত্তন করা হয় নাই যে তদ্দ্বারা হকুকের লিখিত স্বত্ব পরিবর্ত্তন করা হয় ও রেস্পাণ্ডেণ্টগণের দাবিপক্ষে উপকার দর্শে। এবিষয় স্মরণ করিতে হইবেক যে রেস্পাণ্ডেণ্টেরা আপেলাণ্টের প্রতি এই দোষারোপ করিয়াছে যে ঐ দলীলে পারস্য ভাষায় যে সকল অক্ষর যথার্থ লিখিত ছিল অর্থাৎ যে স্থলে মৌরুসী স্বত্ব বুঝায় তাহা আপেলাণ্ট অথবা তাহার লোক জনের কহত মতে সদর আমীন আদালতের আমলার সহিত যোগ সাজসে বিকৃতি করা হইয়াছে ও তদ্দ্বারা শব্দ ও অক্ষর সকল পরিবর্ত্তন করা দৃষ্টতঃ বোধ হয় কিন্তু প্রথমে যেরূপ ছিল

বাস্তবিক এক্ষণেও সেই রূপ আছে। এবিষয়ে ঐ দলীলের লিখিত শব্দ ও মজমুনে আমরা এরূপ প্রমাণ পাইতেছি যে রেস্পাণ্ডেণ্টগণের এই এজহার যথার্থ হইতে পারে না। প্রথমে পাট্টা যে স্থলে আরম্ভ হইয়াছে অর্থাৎ যে স্থলে দলীল গ্রহীতার নাম পিতার নাম ও বাস স্থান লিখিত হইয়া থাকে সে স্থলে দৃষ্ট হইতেছে যে হনুমান দত্তের নামের পর এক বিশেষ শব্দ স্পষ্ট রূদ বদল করা হইয়াছে পূর্ব্বে যে সকল অক্ষর ছিল তাহার বিকৃতি মাত্র নহে এবং পাট্টার মজমুন এই রূপ তৈয়ার করা হইয়াছে যে তাহা ঐ ব্যক্তিকে ও তাহার নামের পর যে সকল শব্দ লিখিত আছে তদনুযায়ী তাহার সহোদর ও উত্তরাধিকারীগণকে দেওয়া হইল যথা "ও মায় বুাদারান হকিকী তছলান বাদ নছলান ও বতানন বাদ বতানন"। এস্থলে ওয়াও শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু পারস্য ভাষার রীত্যনুযায়ী লিখিত হইলে ঐ কথা প্রয়োগ করা অনাবশ্যক হয় তবে বুদ্ধির সহায়তায় যে সকল সুকঠিন রূদ বদল করা হইয়াছিল তজ্জন্য ঐ শব্দ প্রয়োগ করা আবশ্যক বটে তদ্ভিন্ন পাট্টার এই স্থলে হক্কুকের সর্ত লেখা যে রূপ আশ্চর্য্য মোকররীদারের বাস স্থানের উল্লেখ না করাও সেই রূপ আশ্চর্য্য বটে আর পাট্টা গ্রহীতার সহোদরগণের নাম লেখাও রীতির বিপরীত তৎপক্ষে যে সকল শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে ও পারস্য অক্ষর যে রূপ খোরাস তরাস করা হইয়াছে তাহাতে প্রকৃত রূপ পরিবর্ত্তন করা বিলক্ষণ বুঝায়। দ্বিতীয়তঃ বক্তব্য এই যে উক্ত দলীলের এই স্থল ও তাহার নিম্নভাগে যথায় নছলন বাদ নছলন এই সকল শব্দ লিখিত আছে সেই সকল স্থল ব্যতীত অন্য কোন স্থানে যে বিকৃতি করা হইয়াছে রেস্পাণ্ডেণ্টগণ এরূপ আপত্তি করে না কিন্তু দলীলের প্রতি সাবধান পূর্ব্বক দৃষ্টি করাতে আমরা প্রধান সদর আমীনের রায়ের বিপরীতে এই দেখিতেছি যে যে সকল ক্রিয়া ও সর্ব্ব নাম শব্দে এক বচন ছিল তাহা স্পষ্ট পরিবর্ত্তন করিয়া বহুবচন করা হইয়াছে তদ্দ্বারা মায় বুাদারান হকিকী এই সকল শব্দ যে বসান হইয়াছে সে তাবতের সহিত সমুদয় দলীলে ঐক্যতা রাখা হয় মাত্র ঐ সকল শব্দের অর্থ এই যে আপেলাণ্ট যে রূপ আপত্তি করে শুদ্ধ হনুমান দত্তকে জীবদ্দশা পর্য্যন্ত পাট্টা দেওয়া হয় নাই তাহার সহোদরগণকে দেওয়া হইয়াছিল যথা যে সকল সর্ত্তানুযায়ী ঐ এক মাত্র মোকররীদার কার্য্য করিবেক তাহা উল্লেখ করণে ঐ দলীলে যে স্থলে সর্ব্ব নাম শব্দ খোদরা লিখিত আছে সে স্থলে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া বহু বচন অর্থাৎ খোদহারা করা হইয়াছে সেই রূপ মোকররীদার কি ২ বিষয় জন্য আপনাকে দায়ী বিবেচনা করিবেন তাঁহাকে কি ২ কার্য্য করিতে হইবেক ও তালুক ও প্রজাগণের সহিত কি রূপ ব্যবহার করিতে হইবেক এতাবৎ বোধক যে সকল শব্দ প্রয়োগ হয় সে স্থলে ক্রিয়া এক বচন প্রথমে ছিল স্পষ্ট পরিবর্ত্তনের দ্বারা বহু বচন করা হইয়াছে অতএব দলীলের উক্ত বিবরণ মতে নিঃসন্দেহ রূপে প্রকাশ হইতেছে যে তাহার মজমুন বাস্তবিক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে বটে এবং আপেলাণ্ট কর্ত্তৃক বিকৃতি মাত্র হয় নাই কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তন করাতে রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষে বিশেষ হানি হইতেছে অতএব আমরা নীচের আদালতের ফয়সলা রদ করিয়া নালিশের তারিখ হইতে ওয়াসিলাৎ ও মোকদ্দমার ব্যয় সহ আপেলাণ্টের পক্ষে দখলের ডিক্রী দিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ৩১ ডিসেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস্ সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৫ সালের ২৫১ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সারণের এডিসনেল প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৮৫৫ সাল ৯ জুন তারিখের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

জানকীশরণ রায় প্রভৃতি (বাদী)——————আপেলাণ্ট।
দৌলাৎ কুনওয়ার প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মুনসী আমীর আলী——————————আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ———————— { রেস্পাণ্ডেণ্টগণের মধ্যে একজন কৃষ্ণপ্রসাদ সাহুর পক্ষ উকীল।

কোং ৯২৬৬১৷১০ ।। টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত।

কোন ডিক্রীজারীতে ১৮৪৭ সালের ৯ জুন তারিখে নিস্পী মহল খাগরা মোতালকে পরগণা কমপুর যে নিলাম হয় তাহা রদ জন্য ১৮৫৪ সালের ১৫ জুন তারিখে ৫০০০০ টাকা ও ওয়াসিলাৎ বাবতে ৪২৬৬১ ।।১০।। টাকার দাবিতে এক নালিশ উপস্থিত হয়।

প্রধান সদর আমীন দাবি ডিস্‌মিস্ করাতে বাদী এক আপীল উপস্থিত করে।

নিলামের প্রতি এই বলিয়া আপত্তি হয় যে ১৮২৫ সালের ৭ আইন মতে যেরূপ আবশ্যক বিরোধীয় সম্পত্তি সেরূপ ক্রোক হয় নাই ভিন্ন ১৮৪৬ সালের ৪ আক্টের আদেশ মতে নিলামী সম্পত্তির বিবরণ ঘটিত যে রেজেষ্টর তৈয়ার হয় তাহা অসম্পূর্ণ।

প্রথম আপত্তি বিষয়ে আপেলাণ্টের উকীল ১৮৩ পৃষ্ঠার লিখিত ১৮৫০ সালের ১ আগষ্ট তারিখে নিষ্পন্ন দরখাস্তকারী ব্রজলাল উপাধ্যায়ের মোকদ্দমায় কামাল এজলাসের সরাসরী নিষ্পত্তি উল্লেখ করেন তাহাতে এই অবধারিত হয় যে ১৮২৫ সালের ৭ আইনানুযায়ী যে নিলাম হয় তাহার সিদ্ধতা পক্ষে ও ১৮৪৬ সালের ৪ আক্ট মতে আদালতের ডিক্রীজারীতে যে সকল নিলাম হয় সেতাবৎ জন্য বিরোধীয় সম্পত্তি যে স্থানে থাকে তথায় ক্রোক ও নিলাম বিষয়ে দুইটা পৃথক২ এস্তাহারজারী করা আবশ্যক।

এইরূপ আপত্তি হইয়াছে যে এ মোকদ্দমায় ক্রোকের এস্তাহারজারী হয় নাই কিন্তু একথা স্বীকার করা হয় যে প্রথম আদালতে ১৮৪৩ সালের ২৬ আপ্রিল তারিখে ডিক্রী হইলে পর ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুযায়ী হস্তান্তর নিষেধ জন্য ৫ আগষ্ট তারিখে ক্রোকী এস্তাহারজারী হয় কিন্তু আপত্তি এই যে তাহা নিলামের এস্তাহারের পূর্ব্ব কার্য্য নহে ও তাহা অসম্পূর্ণ ছিল।

কোন ভূমী ডিক্রী জারীতে নিলাম হইলে তাহা রদ জন্য এই হেতুতে নালিশ হয় যে ক্রোকের এস্তাহার ও বিক্রয়ের এস্তাহারজারী করা হয় নাই তাহাকে উত্থাপিত বিষয়ের তর্ক না করিয়া এই অবধারিত হইল যে কিয়ৎকাল জন্য নিলাম কোন বিশেষ সর্ত্তে স্থগিত করার

অভিপ্রায়েনাদির পূর্ব্বপুরুষ অর্থাৎ যাহার বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে তৎকর্ত্তৃক যে দরখাস্ত দেওয়া হয় তাহাতেই প্রকৃতরূপ এরূপ স্বীকার করা হইয়াছে যে নিলামের পূর্ব্বে যে সকল এস্তাহার জারী হইয়াছিল তাহা যথেষ্ট বটে।

আমাদিগের রায় এই যে উক্ত নজীর কিরূপ বলবৎ তাহা বিবেচনা করা অনাবশ্যক কেননা আমরা দেখিতেছি যে ১৮৪৭ সালের ৩ মে তারিখে বিষ্ণু সহায় অর্থাৎ সাবেক খাতক নিলামের উপক্রম হওয়াতে এরূপ কোন আপত্তি করে নাই যে রীতানুযায়ী তাবৎ কার্য্য করণে ত্রুটি হইয়াছে বরং নিলাম এক সপ্তাহ স্থগিত থাকার জন্য এই বলিয়া দরখাস্ত করে যে তাহার বিরুদ্ধে যে দাবি হইয়াছে তাহা পরিশোধ জন্য ঐ মেয়াদ মধ্যে বন্দোবস্ত করিতে পারে ও তদ্দ্বারা এরূপ স্বীকার করে যে সেব্যক্তি যদিস্যাৎ বন্দোবস্ত করিতে না পারে তাহা হইলে তৎপরে নিলাম হওনের কোন আপত্তি করিবেক না কিন্তু কোন বন্দোবস্ত করিতে না পারাতে পরিশেষে ৯ জুন তারিখে নিলাম হয়। তাহার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত নিলামের প্রতি সে কোন দোষারোপ করে নাই কিন্তু এক্ষণে তাহার পৌত্র সেই নিলাম রদ করণের চেষ্টা করিতেছে ফলতঃ তাহার আপত্তি গ্রাহ্য যোগ্য নহে কেননা তাহার পিতামহ এরূপ স্বীকার করে যে সে ব্যক্তি দেনা পরিশোধ করিতে না পারিলে নিলাম হইবেক।

আর যে সম্পত্তি নিলাম হওনের এস্তাহার হয় তাহার যে সকল বিবরণ আবশ্যক সে তাবৎ নিলামী তফশীল তৈয়ার জন্য ডিক্রীদারের দাখিলী রেজেষ্টরের নকলে লিখিত না থাকার বিষয়ে যে দ্বিতীয় আপত্তি হইয়াছে তাহাও আমরা অগ্রাহ্য করিলাম।

তৎপ্রতি দৃষ্টি করাতে প্রকাশ হইল যে যে সকল বিবরণ আবশ্যক সেতাবতেই লিখিত আছে।

এহেতু আপীল খরচসহ ডিস্মিস্ হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ৩১ ডিসেম্বর।

এজ্‌লাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, সামুএলস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৫ সালের ২৮৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ঢাকার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ নাজীম খাঁর ১৮৫৫ সাল ২৮ মে তারিখের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে জারেতা আপীল।

সৈএদ জীয়াউদ্দীন চৌধুরী (প্রতিবাদী)———আপেলাণ্ট।
সেখ লুতফ আলী প্রভৃতি (বাদীগণ)———রেষ্পাণ্ডেণ্টগণ।
মুনসী আমীর আলী ও মৌলবী সৈএদ মহামৎ হোসেন——— } আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ———রেষ্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষউকীল।

ক মায়েনাদী খ নাম্নী তাহার বৈমাত্রেয় ভগিনুরী

কোং ৭৪৬৬(৭।। টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস্ ও শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেনস সাহেবানের রায়। আপন মৃত বৈমাত্রেয় ভগিনী ইম মতুন্নিসার পাওনা স্ত্রীধনে বাদির হিস্যা তাহার স্বামী জীয়াউদ্দীনের স্থানে ও আপন ভগিনী নজীবুন্নিসার হিস্যা যাহা তাহার মৃত্যু জন্য তাহার স্বামী আহাম্মদ খাঁর

স্থানে খরিদ অংশ উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে বাদির প্রতি অর্পিত হইয়াছিল এতাবৎ আদায় জন্য বাদী লুতফ আলী এই নালিশ উপস্থিত করে তাহাতে স্ত্রীধনের যে অংশ অর্থাৎ যে অংশ মৃত ইসমতুন্নিসা আপন স্বামির স্থানে তৎক্ষণাৎ দাবি করিতে পারিতেন না তৎপক্ষে ডিক্রী হইয়াছে।

সেই ডিক্রির অসম্মতিতে ইসমতুন্নিসার স্বামী জীয়াউদ্দীন তিন হেতুতে আপীল করিয়াছে। আপেলান্টের প্রথম আপত্তি এই যে ইসমতুন্নিসা যে বাদির ভগিনী তাহা সাব্যস্ত হয় নাই। বাদী লুতফ আলী যে তছদ্দক আলির পত্নী মাণিক বিবীর গর্ভজ সন্তান একথা অস্বীকার করা হয় নাই কিন্তু এরূপ বলা হইয়াছে যে তছদ্দক আলির সহিত মাণিক বিবীর বিবাহ হওনের ছয় মাস পরে ইসমতুন্নিসার জন্ম হওয়া সাব্যস্ত হয় নাই অর্থাৎ ছয়মাস মধ্যে জন্ম হয় এরূপ অনুভব করিতে হইবেক এহেতু আইনানুযায়ী তাহাকে তছদ্দক আলির কন্যা বলা যাইতে পারে না। এবিষয়ে আপেলান্টের পক্ষে কোন প্রমাণ নাই কেবল কএক জন সাক্ষির সাক্ষ্য মাত্র কিন্তু সেই সাক্ষ্য আমাদিগের সমক্ষে দর্শান আপেলান্টের উকীল অনাবশ্যক বিবেচনা করেন তদ্ভিন্ন আপেলান্ট নিজে যে কাবিননামা লিখিয়া দেয় তাহাতে এরূপ স্বীকার করিয়াছে যে তাহার স্ত্রী তছদ্দক আলির কন্যা এবং অনেক পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৩১ সালের ১০ সেপ্তেম্বর তারিখে আপন স্বামী তছদ্দক আলির মৃত্যু হইলে মাণিক বিবী যে এক দরখাস্ত দেন তাহাতে ঐ কথা ব্যক্ত করেন কিন্তু যদিও এ গোষ্ঠির অনেকের পক্ষে তৎপ্রতি আপত্তি করা উচিত ছিল তথাপি কেহ আপত্তি করে নাই অতএব এবিষয়ে নীচের আদালত যাহা স্থির করিয়াছেন তাহার ন্যায্যতার প্রতি সন্দেহ করণের কোন মাত্র কারণ দৃষ্ট হয় না ফলতঃ এইরূপ সিদ্ধান্ত আরও সাব্যস্ত হইতেছে কেননা এই বাদির ভ্রাতা কর্ত্তৃক এইরূপ এক নালিশ দায়ের হইলে তাহার বিচার কালীন প্রতিবাদী অর্থাৎ আপেলান্ট এরূপ আপত্তি করে নাই যে তাহার স্ত্রী ইসমতুন্নিসা তছদ্দক আলির আইন প্রসিদ্ধ কন্যা নহে।

তৎপরে এই আপত্তি হইতেছে যে বাদী সুন্নিদিগের মতাবলম্বী হওয়াতে ইসমতুন্নিসার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার করিতে পারেন না কেননা ইসমতুন্নিসার বিবাহ হওয়াতে তিনি সিয়াদিগের মতাবলম্বী হইয়াছেন তাহাতে প্রধান সদর আমীন এই স্থির করেন যে ইসমতুন্নিসার সিয়া মতাবলম্বী হওয়ার কোন প্রমাণ নাই সেই বিষয় প্রমাণ জন্য আপেলান্ট এই মাত্র এজহার করে যে সে ব্যক্তি নিজে সিয়া মতাবলম্বী সুতরাং তাহার স্ত্রীকেও সেই মত বলিতে হইবেক কিন্তু এমত মোকদ্দমার এক ইশু সাব্যস্ত পক্ষে কথা মাত্র অসম্পূর্ণ ও অযথেষ্ট বলিয়া প্রধান সদর আমীন যে রায় দিয়াছেন সে বিষয়ে আমরা তাঁহার সহিত একরায় হইতেছি তদতিরিক্ত আমাদিগের বক্তব্য এই যে ১৮৫০ সালের ২১ আক্টের বিধানানুযায়ী এ আপত্তি গ্রাহ্যযোগ্য হইতে পারে না। কোন ব্যক্তি কোন ধর্ম্ম হইতে বাহিষ্কৃত হইলে তাহার স্বত্ব অথবা সম্পত্তি লোপ হওন পক্ষে অথবা তাহার উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্বের প্রতি হানি করণ জন্য যে কোন আইনে বিধি অবধারিত হয় তাহা উক্ত আক্টের দ্বারা অকর্ম্মণ্য হইয়াছে ও আইন স্বরূপ বলবৎ নহে অতএব আমরা যদিস্যাৎ এরূপ গ্রহণ করি যে ইসমতুন্নিসা সিয়া মতাবলম্বী হইয়াছিলেন ও সরানুসারে সিয়ার সম্পত্তিতে [illegible] সুন্নি উত্তরাধিকার করিতে পারে না তাহা হইলে এই আক্টের দ্বারা সাবেক আইন রদ হইতেছে এবং সেই আইন এক্ষণে জারী হইতে পারে না এরূপ বিবেচনা করিতে হইবেক। ১৮৫০ সালের ২১ আক্টের স্পষ্ট মর্ম্ম এই যে উত্তরাধিকারিত্ব

ধনের অংশ উত্তরাধিকার করণের যে দাখিকার তাহা ডিক্রী হইল।

কন্যা মেকে। ন ব্যক্তি সুন্নি মতাবলম্বী হওয়াতে তাবৎ জজ সাহেবের রায়ে এই অবধারিত হইল যে কন্ স্ত্রী যে সিয়া ছিল প্রতিবাদী তাহা সাব্যস্ত করে নাই এবং আদালতের অধিকাংশ হাকীমানের দ্বারা এই অবধারিত হইল যে সিয়া মতাবলম্বী হওয়া সাব্যস্ত হইলেও সরানুসারে সিয়ার সম্পত্তিতে সুন্নি উত্তরাধিকার করিতে না পারিলেও ১৮৫০ সালের ২১ আক্টের বিধান মতে সরার এই বিধি এক্ষণে জারী হইতে পারে না যে তদ্দ্বারা কর উত্তরাধিকারির স্বত্বের প্রতি হানি জন্মে।